বিবিধ প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় ভাগ।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

চুঁচুড়া

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীরাজকুমার সেন দ্বারা মুদ্রিত ও

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩২৭ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

গ্রন্থের আভাস।

—০()০—

এডুকেশন গেজেটে ও শিক্ষা দর্পণে পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সংস্কৃত নাটক সমালোচনা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। অপর প্রবন্ধের কিছু এই দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইল। পুরাবৃত্তসারের প্রথমাংশও সাধারণ পাঠকের উপযোগী বলিয়া ইহারই প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা গেল। সামাজিক প্রবন্ধ ছাপা হইবার অনেক পূর্ব্বে সমাজসম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও ছাপান নাই। উহা তাঁহার দেহত্যাগের পর এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। ঐ প্রবন্ধগুলির সহিত সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশিত অনেক বিষয়ের মিল আছে বটে কিন্তু কোন কোন বিষয় একটু বিশদভাবেও বর্ণিত থাকায় সে প্রবন্ধগুলিরও কতক ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনায় যাহা একসময়ে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র, সাধারণে প্রকাশ করিবার উপযোগী করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাতে তন্ত্রের শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উহার সভক্তিক অনুশীলন সম্বন্ধে সাহায্য হইতে পারে মনে করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশিত করা হইল।

ফাল্গুন ১৩১১। প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিবিধ প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

মনুষ্য সৃষ্টি, সত্যযুগ এবং জলপ্লাবন বিবরণ।

কোন ব্যক্তিই কখন স্বয়ং নিজ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন না। পিতৃমাতৃসন্নিধানে তদ্বৃত্তান্ত শ্রুত না হইলে, আমরা কে কত দিন জন্মিয়াছি, আর এখনই বা আমাদের বয়স কত হইয়াছে, তাহা কিছুই বলিতে পারিতাম না। ইহাতেই বোধ হইবে যে, মনুষ্যজাতির আদিম সৃষ্টির বিবরণ কখনই কোন মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবার নহে। মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং কোনরূপে না বলিয়া দিলে তাহা কোন প্রকারেই জানিতে পারা যায় না।

এই হেতু সর্ব্বজাতীয় লোকেই সৃষ্টি-বিবরণ বিষয়ে যাহা কিছু বলেন, তাহা প্রায়ই আপনাদের ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রকেই মূল করিয়া কহিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ইউরোপীয় যাজকেরা কহেন যে, জগৎকর্ত্তা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া তাহার কিয়ৎকাল পরে একটী মনুষ্য দম্পতীর উৎপাদন করেন। কাহার কাহার মতে এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হয়।

উক্ত মানবদম্পতীর মধ্যে যে পুরুষ জন্মে, তাঁহার নাম 'আদম' এবং তাঁহার পত্নীর নাম 'ইব'। ইহাঁরা প্রথমে অতি রমণীয় কোন উদ্যানে নিবাস করিতেন। তখন রোগ শোক কিছুই জানিতেন না। পরে পাপাসক্ত হইয়া জগৎপাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে উহাদিগকে মর্ত্তলোকের দুঃখদায়ক যাবৎ নিয়মের অধীন হইতে হয়।

ফলতঃ প্রাচীন জাতিমাত্রেই স্ব স্ব জাতীয় আদিম অবস্থার বর্ণনাকালে সেই অবস্থাকে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পুরাণশাস্ত্রে যে প্রকার সত্যযুগের কথা আছে, সকল জাতীয় লোকের

মধ্যেই ঐ প্রকার একটী সময়ের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। 'গ্রীক' জাতীয়েরা ইহাকেই 'সুবর্ণকাল' কহিয়াছেন, এবং খৃষ্টীয় বাইবেল ও মহম্মদীয় কোরাণের মতে উহাই আদম এবং ইবের 'ইডন্' উদ্যানে নিবাসের সময়।

ফলতঃ সত্যকাল মানবজাতির শৈশবাবস্থা। যেমন কৌমার কালের কোন কথা স্পষ্টরূপে অথবা আনুপূর্ব্বিক মনে আইসে না, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী অতি প্রধান প্রধান ঘটনা স্বপ্নবৎ স্মৃতি-পথারূঢ় হয়, সেই রূপ ঐ সত্যযুগের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও দুর্ব্বোধ অদ্ভুত ব্যাপার সম্মিষ্ট দুই একটী বোধগম্য বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জলপ্লাবনবিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে, কোন সময়ে দুর্বৃত্ত অসুর সকল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং মনুষ্যদিগের আচার ব্যবহার সমুদায় অত্যন্ত দুষ্ট হওয়াতে ধরা সেই পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতএব জগৎকর্ত্তা ঐ ভারাবতরণের অভিপ্রায়ে পৃথিবীকে জলমগ্ন করিয়া তত্রত্য সমুদায় প্রাণীকে একোদ্যমে বিনাশ করিয়াছিলেন।

এই বিষয়ে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রাচীন জাতীয় লোকের যেরূপ বিশ্বাস, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আমাদিগের পুরাণে কথিত আছে, ভগবান্ মৎস্যাবতার হইয়া বৈবস্বত মনুকে একখানি সুবৃহৎ বহিত্র নির্ম্মাণের আদেশ করেন। পরে উক্ত মহাত্মা সর্ব্বপ্রকার জীবের এক এক দম্পতী আর সাত জন সুবিখ্যাত ঋষি সমভি-ব্যাহারে সেই বহিত্রে আরোহণ করিলে পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিতা হইলেন।

প্রাচীন 'কাল্ডীয়' জাতির ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, আদিম মনুষ্যের দশম পুরুষের সময় জলপ্লাবন হয়। সেই সময়ে 'যিসুথ্রুস্' নামক কোন ধর্ম্মাত্মা তদ্দেশে রাজ্য করিতেন। তিনি মীন-নরাকার 'ওয়ানে' নামা কোন দেবতা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া একখানি অতি বৃহৎ অর্ণবপোত প্রস্তুত করেন। পরে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার জীবের এক এক দম্পতী সমভিব্যাহারে সবান্ধবে ঐ পোতারূঢ় হইলে পৃথিবী প্লাবিতা হয়েন।

'মিসরীয়দিগের' মধ্যেও জলপ্লাবনের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের মতে 'অসিরিস্' নামা কোন ব্যক্তি রক্ষা পায়েন।

'সাইরিয়া' দেশবাসীরা বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের দেশে একটী গুহা দেখাইয়া কহিত "এই গুহা দিয়া জলপ্লাবনের জল পাতাল মধ্যে প্রবেশ

করিয়াছে।* ইহাতেই বোধ হয় সাইরিয়াবাসী লোকেরাও জলপ্লাবনে বিশ্বাস করিত।

'চীনীয়' জাতি অতি প্রাচীন। উহাদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এক সময়ে চীন দেশে এক মহাজলপ্লাবন হইয়াছিল। সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হইতে কেবল 'পয়ান্‌সু' নামক এক ব্যক্তি সপরিবারে রক্ষা পায়েন—আর সকলেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু চীনীয়েরা ঐ জলপ্লাবন যে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছিল, এমত বলে না।

'গ্রীক্' জাতীয়েরা দুইটী জলপ্লাবনের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তদুভয়ই বিশেষ বিশেষ দেশব্যাপক হইয়াছিল—ঐ জলপ্লাবনের দ্বারা সমুদায় ভূমণ্ডল একবারে প্লাবিত হইয়াছিল, এমত কথার প্রসঙ্গ নাই। ঐ দুই জলপ্লাবনের, প্রথমটী হইতে 'ওগাইইজেস্' এবং দ্বিতীয়টী হইতে 'ডিউকেলিয়ন্' এই দুই ব্যক্তি মাত্র রক্ষা পায়েন।

'ফিনিকীয়' নামে আর একটী অতি প্রাচীন জাতির পুরাতন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু সেই ইতিহাসে জলপ্লাবনের কোন কথারই উল্লেখ নাই।

খৃষ্টানদিগের বাইবলে কথিত আছে যে, 'নোয়া' স্বয়ং এবং "সেম্" "হাম" ও "যাফেৎ" নামক তাঁহার তিন পুত্র, ইহারা পরমেশ্বরানুগ্রহে স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে একখানি সুবৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করতঃ জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। উক্ত বাইবল গ্রন্থের ব্যাখ্যাতৃগণ কেহ কেহ বলেন যে, এই জলপ্লাবন খৃষ্ট জন্মিবার ২৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

উল্লিখিত বিবরণ-সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় নরগণের পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে সঙ্কলিত হইল। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্য-জীব অপরাপর জীবের পরিণামেই উদ্ভূত হইয়াছে—স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্ট হয় নাই। সে উদ্ভবের কাল নিরূপণ অসাধ্য—এবং তাহা কোন এক সময়ে বা কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানেও হয় নাই। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, পৃথিবীর এক্ষণে যে ভাগ ভূমি বা পর্ব্বত, কোন কালে সেই সকল ভাগ সাগরগর্ভস্থ ছিল—এবং সেই জন্যই ঐ সকল স্থানে সমুদ্রচর জীবদিগের কঙ্কালাদি এবং জলসংঘর্ষের চিহ্ন দর্শনে একটী সাধারণ জলপ্লাবনের কল্পনা হইয়া গিয়াছে।

মানব জাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক।

সত্যযুগ সম্বন্ধে অনেক অত্যাশ্চর্য্য কথা প্রথিত আছে। তন্মধ্যে তাৎকালিক নরজাতীয়দিগের সহিত দেবতাদিগের সংস্রব বিষয়ে অতীব চমৎকারজনক বিবরণ সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন লোকে শিশুদিগকেই বিশিষ্টরূপে দেবাধিষ্ঠিত জ্ঞান করে, বোধ হয় সেইরূপ পৃথিবীর আদিম অবস্থাকেও দেবাবির্ভূত বলিয়া জন সমূহের প্রতীতি হইয়াছিল।

মনুষ্যসৃষ্টির সর্ব্ববাদিসম্মত কোন বিবরণই যে স্বতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। পরন্তু মানবকুল যে প্রকারে সৃষ্ট হউক, তাহারা প্রথমে কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত ছিল, কিরূপে আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, কেমন করিয়াই বা প্রথমে পরস্পর বাক্যালাপ করিতে শিখিল, আর এখন মনুষ্যগণ যে বিবিধ বিদ্যায় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে, সেই সকল বিদ্যার আরম্ভই বা কি প্রকারে হইয়াছিল, ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল হয়। ঐ কৌতূহল পরিপূরণার্থ যথার্থ ইতিবৃত্তের অভাববশতঃ যে বিবিধ উপায় পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা যে সর্ব্বস্থলে সকলের মনঃপূত হয় না, ইহা বলা বাহুল্য।

ভাষা, লিপি, শিল্প ও চিকিৎসা প্রভৃতি নানাবিদ্যার সৃষ্টি—এই সমুদয় কি কেবল মনুষ্যের অভিজ্ঞতামূলক, না প্রথমতঃ ইহাদিগের উপদেষ্টা কেহ ছিল, সকলের মনেই এই সকল প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু বোধ হয়, কেহই ইহাদিগের নিশ্চয়রূপ মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়েন না।

পূর্ব্বতনকালের সর্ব্বদেশীয় জনগণের এই সিদ্ধান্ত স্থির ছিল যে, নরজাতির আদিম অবস্থায় সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং, অথবা তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তিরা মনুষ্যদিগকে তাঁহাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সমস্ত শিখাইয়া দিতেন। এই হেতু সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাই জগদীশ্বর প্রদত্ত অথবা দেববিশেষ দ্বারা প্রকাশিত বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের পুরাণে প্রায় সকল বিদ্যাই মহাদেবের প্রকটিত বলিয়া প্রথিত আছে। "মিশর" দেশীয়রা "আইরিস্" "আইসিস্" ও "হর্ম্মিস্" এই দেবত্রয়কে মনুষ্য জাতির আদিম উপদেষ্টা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রাচীন আসিরীয় লোকেরা আপনাদিগের "বিলস্" দেবকে সকল বিদ্যার স্রষ্টা বলিয়া গিয়াছেন। গ্রীকেরা মিসর দেশ হইতেই আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহারাও যে মিসরীয়দিগের অনুমত কথা বলিবেন, ইহা বলা বাহুল্য।

খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা অনেকেই কহিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে পরমেশ্বর স্বয়ং মনুষ্যদিগের কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন। তখনকার লোকের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত এবং কখন মনুষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আপন অনুচর দেবতাদিগকে এই মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐ সকল সময়ে মনুষ্যেরা তাবৎ প্রয়োজনীয় বিদ্যাতেই উপদিষ্ট হয়েন।

পরন্তু অনেকানেক খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী আধুনিক বিদ্বান ব্যক্তিরা এক্ষণে কহিয়া থাকেন যে, জগদীশ্বর নরজাতিকে যেরূপ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার উদ্ভাবনে সক্ষম। তাঁহারা বলেন যেমন পশ্বাদিকে তাহাদিগের কি প্রয়োজনীয় কিছুই শিখাইতে হয় না, তাহারা আপনাদিগের নৈসর্গিক জ্ঞানের প্রভাবেই সমুদায় জানিতে পারে, মনুষ্যদিগেরও সেইরূপ হয়। ফলতঃ আদিম অবস্থায় মনুষ্যের নৈসর্গিক জ্ঞান সভ্যাবস্থা অপেক্ষা অনেক প্রবল থাকে। অতএব বিদ্যামাত্রকেই ঈশ্বরের উপদিষ্ট বলিতে গেলে অনেক গৌরব স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, পূর্ব্বতন কালের লোকেরা যে সকল দেবতাকে নরজাতির উপদেষ্টা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিক কোন প্রকার অমানুষশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহারা স্ব স্ব বুদ্ধিবলে কোন প্রকার অতি প্রধান প্রধান কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই অজ্ঞ লোক সকল কর্ত্তৃক দেবতা বলিয়া পূজিত হয়েন।

সত্যকালের মনুষ্যের বিশাল শরীর।

সর্ব্বদেশীয় লোকেরই এমত বিশ্বাস আছে যে, অতি পূর্ব্বকালে মনুষ্যগণ যেমন উদারপ্রকৃতি, অতীব বিক্রমশালী এবং দেবাবিষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগের শরীরও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল। আমাদিগের পুরাণে বর্ণিত যে, সত্যযুগে সাধারণ মনুষ্যশরীর শত হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ ছিল। মুসলমানদিগের কোরাণে লিখিত আছে, প্রথমে আদমের শরীর পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে এমত সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে পাপসংস্পর্শে তদ্দেহ খর্ব্ব হইয়া আধুনিক নরশরীরের সদৃশ হইল। 'আসিরীয়' লোকসকল আপনাদিগের পূজ্যপাদ বিলস্ দেবের মূর্ত্তি ৪০ ফুট পরিমিত

করিয়াছিলেম। গ্রীকজাতীয় কবিগণ যে সকল অসুরের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা এক এক জন এক একটী পর্ব্বত হস্তে লইয়া সংগ্রাম করিত। উঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান কবি, 'হোমার' বহুস্থলে এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সময়ে লোক সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হীনবীর্য্য এবং খর্ব্বাকৃতি হইয়াছিল। ইহুদিদিগের কোন কোন গ্রন্থে কথিত আছে যে, পূর্ব্বে মানবীগণের গর্ভে অতি প্রকাণ্ডাকার দেবপুত্র সকল জন্মগ্রহণ করিয়া এই মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিত।

অধুনাতন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক বিষয়ে পৃথিবীর পূর্ব্বাবস্থা নিরূপিত করিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, অতি পূর্ব্বকালে এই পৃথিবীতে মনুষ্যের জীবনোপায় উদ্ভিদাদি কিছুই প্রস্তুত হইত না, এবং ভূর্গভস্থ প্রচণ্ড অগ্নিতাপে পৃথিবীর উপরিভাগ পর্য্যন্তও দুঃসহরূপে উত্তাপিত ছিল। সুতরাং তৎকালে পৃথিবী মনুষ্য বাসোপযুক্ত ছিল না। সেই সময়ে অতি বিশাল শরীর বহুবিধ প্রাণী ইহাতে নিবাস করিত। তাহারা অধিকাংশই বর্ত্তমান কোন জাতীয় জীবের সদৃশ নহে। তাহাদিগের অনেকের সমুদয় কঙ্কাল, কাহার কাহার কতিপয় অস্থি, কতকগুলির শরীরের অন্যান্য চিহ্ন অনেক স্থলেই ভূগর্ভে দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কোথাও মনুষ্য শরীরের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে অবধি মনুষ্য দেহের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, সেইখান হইতেই মনুষ্য শরীরের এক্ষণে যে পরিমাণ দৃষ্ট হইতেছে তাহাই দেখা গিয়াছে। অতএব অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি পূর্ব্বকালে মনুষ্য শরীর এক্ষণকার অপেক্ষা সমধিক বৃহৎ ছিল এমত হয়, তবে সেই শরীরের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না কেন? যে সময়ে তাদৃশ মনুষ্যগণ পৃথিবীতে বাস করিতে পারিত তাহার পূর্ব্বকালের জীবদিগের চিহ্ন সমূহ রহিয়াছে, তাহার পর সময়েরও সমুদয় চিহ্ন রহিয়াছে, কেবল সেই সময়েরই কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না ইহার কারণ কি?

অতএব এক্ষণে অনেকেই কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বতনকালে মনুষ্য শরীর যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল সে কথা প্রামাণিক নহে। তাঁহারা বলেন যে, অতি পূর্ব্বকালের কোন যথার্থ ইতিবৃত্তই নাই, অথচ সেই প্রাচীন বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রেরই একান্ত বাসনা আছে। বিশেষতঃ পূর্ব্ব কালের কোন লোকদিগের মধ্যে ঐ বাসনা সমধিক প্রবল ছিল,

সুতরাং তাৎকালিক কবিগণ সেই বাসনা পরিপূরণের চেষ্টা পাইয়া আপনাদের অলৌকিক কবিশক্তি প্রভাবে প্রাচীন বৃত্তান্ত সমুদায় পরিকল্পিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব ইহাঁদিগের মতে পূর্ব্বকালিক লোকের যে বৃহৎ শরীর বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল কবিগণের কল্পনামাত্র, উহা কোন প্রকার প্রকৃত শরীরের বর্ণনা নহে।

ঐ সকল আধুনিক পণ্ডিতেরা ইহাও কহিয়া থাকেন, "দেখ জনসাধারণের সংস্কার এই যে, প্রশস্তমনা ব্যক্তির শরীর তদনুরূপ প্রশস্ত না হইলে শোভা পায় না। অতএব মনুষ্য প্রকৃতির রহস্যানুসন্ধায়ী কবিগণ যখন সত্যকালকে পরম ধর্ম্মের কাল বলিয়া বর্ণন করিলেন, তখন সেই সময়ের লোকসমূহকে সুবিন্যস্ত সুদীর্ঘাবয়বও বলিবেন ইহাতে বৈচিত্র্য কি?"

——()**()——

সত্যকালে মনুষ্যের সুদীর্ঘ আয়ুঃ।

জগতে মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য নানা প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমরা বার বার লোকের মৃত্যু দর্শন করিতেছি, অনেকের মৃত্যু হইতেছে শুনিতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সমস্ত ক্রমে ক্রমে ঐ মৃত্যুর কবলিত হইয়াছেন জানিয়াছি, তথাপি কোন ব্যক্তির মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে একাকী বসিয়া থাকিলে মনের কেমন ঔদাস্য জন্মে, ভয়াবহ মৃত্যুর প্রতি একবার নিবিষ্টমনা হইলে আর শীঘ্র অন্যমনা হইতে পারা যায় না, একেবারে তদ্গতচিত্ত হইয়া উহারই প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

যদি এত দেখিয়া শুনিয়াও আমাদিগের এইরূপ ঘটে, তবে পৃথিবীর আদিমাবস্থায় মৃত্যু দর্শনে জনসমূহের মন যে কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন, ভীত, সঙ্কুচিত এবং বিচলিত হইত তাহা কে বলিতে পারে? তখন লোকসংখ্যা অধিক ছিল না, বহু মৃত্যুঘটনাও ঘটে নাই, সুতরাং মৃত্যু যে একটী অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য বস্তু তাহা সম্যক্ প্রতীতই হয় নাই।

বোধ হয় যে, এই জন্যই পূর্ব্বতন কালের লোক সকল অমর হইবার নিমিত্ত এত অধিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সাধ্যায়ত্ত কার্য্যের সাধনেই লোকে যত্নবান হইয়া থাকে—যাহা কদাপি হইবার নহে, তাদৃশ কার্য্য সম্পাদনে কেহই সচেষ্ট হয়েন না। পূর্ব্বকালের লোক সকল অমর হইবার

চেষ্টা করিত। এক্ষণে কেহই সেই চেষ্টা করেন না। কিন্তু তাঁহারাও জানিয়াছিলেন যে অমর হওয়া অতীব দুঃসাধ্য। এই জন্য ধর্ম্মোপদেশকগণ অমর হইবার অতি কঠিনতর উপায় সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং সেই সুযোগে লোক সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দানকরণের মানসে প্রায়ই এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ধর্ম্মই অমর হইবার একমাত্র উপায়। পুরাণে আছে, সুরাসুর মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন দ্বারা অমৃত উদ্ভাবিত করেন, পরন্তু সত্ত্বপ্রধান দেবতারাই সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ কঠোর তপস্যা সহকারে দেবতার স্থানে অমর বর যাচ্ঞা করেন। ফলতঃ অমর হওয়া অথবা মরিলে পুনর্ব্বার জীবিত হওয়া—ইহা পূর্ব্বকালে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইত না। মিশর দেশীয়েরা শবকে দাহ বা অন্যপ্রকারে বিনষ্ট করিত না, তাঁহাদের মতে জীবাত্মা শরীর ত্যাগ করিয়া বহুকাল পরে, পুনর্ব্বার সেই শরীরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। এই বিশ্বাস বশতঃ মিশরীয়েরা 'পিরামিড' নামক অতি প্রধান প্রধান সমাধি স্তম্ভের গর্ভ মধ্যে শব রক্ষা করিত। গ্রীকদিগেরও এমত বোধ ছিল যে, এই মর্ত্ত্যলোকে কেহই অমর হইতে পারে না বটে, কিন্তু দেবতারা অনুগ্রহ করিলে মনুষ্যদিগকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারেন এবং তথায় যাইলে মৃত্যুর অধিকার থাকে না। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মর্ত্ত্যে অমর হইবার প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু তাঁহাদের অন্যান্য গ্রন্থে এমত অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে যে, দ্রব্যগুণ বিশেষের দ্বারা লোকে অমর হইতে পারে। বাইবেলে স্পষ্টই প্রকাশিত আছে যে, ঈশ্বর প্রথমে মনুষ্যকে অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে আদিম মানব পাপাসক্ত হওয়াতে তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্ত্য হইলেন।

বাইবেলে ইহাও প্রকাশিত আছে যে, কোন ধর্ম্মাত্মাব্যক্তি জগদীশ্বর প্রসাদাৎ সশরীরে স্বর্গারূঢ় হয়েন, সুতরাং তাঁহার মর্ত্ত্যদেহ মৃত্যু কবলিত হয় নাই।

বস্তুতঃ সর্ব্ব জাতির শাস্ত্রেই এই উপদেশ যে, ধার্ম্মিক না হইলে অমর হওয়া যায় না। ধর্ম্মই অমর হইবার একমাত্র কারণ। যদি তাহাই হইল তবে যথায় ধর্ম্মের আধিক্য সেই স্থলে সুতরাং আয়ুরও দীর্ঘতা হইবে। অতএব সত্যযুগ ধর্ম্মপ্রধান বলিয়া তৎকালের লোক দীর্ঘায়ুঃ ছিল।

পুরাণে বর্ণিত আছে সত্যযুগে মনুষ্যের আয়ু লক্ষ বর্ষ, ত্রেতায় অযুতবর্ষ

এবং দ্বাপরে সহস্র বর্ষ পরিমিত ছিল। তখন কেহ কেহ নয় শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিতেন। খৃষ্টান এবং মুসলমান উভয়েই ইহুদীদিগের মূলগ্রন্থ হইতে স্ব স্ব ধর্ম্মপুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং অনেক স্থলে ঐ দুই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে একবাক্যতা হইবে তাহার সন্দেহ কি?

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ অনেকে কহিয়া থাকেন যে, সমুদয় মানব জাতি এক আদিম দম্পতী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে জগৎকর্ত্তা যে, সেই পূর্ব্বকালের মনুষ্যদিগকে সুদীর্ঘ আয়ুষ্মান্ করিবেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়।

মনুষ্যদিগের বর্ণভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

বিভিন্নবর্ণ, বিভিন্নাকার, বিভিন্নাচার এবং বিভিন্নভাষী কতকগুলি ব্যক্তিকে একত্র অবস্থিত দেখিলে অবশ্যই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, এইরূপ প্রভেদ ঘটিবার হেতু কি? পণ্ডিতেরা অদ্যাপি এই প্রশ্নের সর্ব্ববাদিসম্মত উত্তর প্রদানে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু হেতুনির্দ্দেশ করিতে না পারুন, অধুনাতন প্রকৃতি-তত্ত্বানুসন্ধায়ী মহোদয়েরা এই সকল ভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাগুলি অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মনুষ্য জাতি পাঁচ প্রধান বর্ণে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটীর নাম "ককেসীয়"। এই ককেসীয় বর্ণের লোকদিগের বর্ণ গৌর মস্তক গোল, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত, এবং মুখ-কোণ * সুবিস্তৃত। ইহারা বুদ্ধিবলে এবং ধর্ম্মজ্ঞানে অপর সমুদয় বর্ণের মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। উত্তরে 'স্কট্‌লণ্ড' এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অন্তর্গত যাবৎদেশ, প্রায় সকলই এক্ষণে ককেসীয় লোকের আবাস হইয়া আছে।

দ্বিতীয় বর্ণের নাম "মোগল"। ইহারা পীতবর্ণ, খর্ব্বনাস ও উন্নতগণ্ড। ইহাদিগের মস্তক ঠিক গোল নহে, উভয় পার্শ্বে কিঞ্চিৎ চাপা এবং মুখকোণ

* ললাটের উন্নত ভাগ হইতে উপরিস্থিত দন্তপংক্তি পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা কল্পনা কর, আর সেই স্থান হইতে কর্ণের মূল পর্য্যন্ত আর একটী রেখা কল্পনা কর। উক্ত রেখাদ্বয়ের সম্পাতে যে কোণ জন্মে তাহারই নাম মুখ-কোণ।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মোগলেরা ককেসীয়দিগের অপেক্ষা বুদ্ধিবলে নিকৃষ্ট। উত্তরমেরুসন্নিহিত সমস্ত দেশে এবং পশ্চিমে "তুরস্ক" হইতে পূর্ব্বে "জাপান" দ্বীপ পর্য্যন্ত এই সমুদয় ভূভাগে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

তৃতীয় বর্ণ 'মালাই' নামে অভিহিত হয়। ইহারা কপিশ বর্ণ, প্রশস্ত-নাস, উন্নত-ললাট, এবং বিস্তৃত মুখরন্ধ্র। ইহাদিগের উপরিস্থ দন্তপঙ্‌ক্তির মাড়ি কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া থাকে। ইহাদিগের মুখ-কোণ মোগলদিগের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়। ইহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ নহে, কিন্তু ইহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি অতিশয় দুর্ব্বল। পূর্ব্ব প্রায়দ্বীপ এবং তৎসমীপবর্ত্তী দ্বীপসকলে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

চতুর্থ বর্ণের লোক সকলকে 'আমেরিক' বলা যায়। ইহাদিগের বর্ণ লোহিত, মস্তক ক্ষুদ্র এবং নাসিকা শুকপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় আভুগ্ন। ইহা-দিগের মস্তকের ঊর্দ্ধভাগ উন্নত এবং পশ্চাদ্ভাগ চাপা। ইহাদিগকে শীঘ্র কোন বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পারা যায় না। ইহারা অতিশয় বৈরনির্যাতক। আমেরিকা-খণ্ডের প্রায় সর্ব্বস্থানেই ইহাদিগের বাস ছিল। এক্ষণে ককেসীয় বর্ণের লোকেরা ইউরোপ হইতে গিয়া ইহাদিগকে স্বাধিকার হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে।

পঞ্চম বর্ণের লোক সকল 'ইথিয়োপীয়' নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বনাস, সঙ্কীর্ণললাট, কুঞ্চিতকেশ এবং স্থূলোষ্ঠ। ইহাদিগের কফোণি হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ভুজভাগ প্রায়ই দীর্ঘ হয়। ইহারা অতি নির্ব্বোধ এবং অজ্ঞ কিন্তু প্রণয়শীল। আফ্রিকার মধ্যভাগে এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপে এই সকল লোক বসতি করিয়া আছে।

আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন যে, মনুষ্যদিগের বর্ণভেদ বিভিন্ন দেশে আবাস বশতঃই ঘটিয়াছে—বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা মূলতঃ একই জাতি। কিন্তু কাহার কাহার মতে বিভিন্ন বর্ণের মনুষ্য বিভিন্ন মূল হইতেই সমুদ্ভূত।

——()**()——

ভাষাভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

আপাততঃ বোধ হয়, প্রত্যেক জাতীয় লোকের ভাষা ভিন্ন। এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতীয়ের কথা বুঝিতে পারে না। যে কেবল বাঙ্গালা

জানে, সে ইংরাজী বুঝে না। আবার যে ইংরাজী মাত্র জানে, সেও কদাপি রাঙ্গালা বা পারসী কথা বুঝিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্যদিগের মধ্যে যত প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, সকলই কতিপয় মূলভাষা হইতে উৎপন্ন। ঐ মূল ভাষাগুলির অবান্তরভেদে অপরাপর সমস্ত ভাষা জন্মিয়াছে। চমৎকারের বিষয় এই যে, প্রাকৃতিক বর্ণ ভেদের অনুক্রমেই মনুষ্যদিগের ভাষাভেদও হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত মূল ভাষার মধ্যে এক প্রকারের নাম আর্য্য বা 'ইরাণী'। কেহ কেহ ইহাকে 'হিন্দু ইউরোপীয়' বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন। এই ভাষা এক্ষণে কোন দেশবিশেষে প্রচলিত নাই। এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, আসিয়া খণ্ডের মধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত হিন্দুকুশ নামক পর্ব্বতের দ্রোণীভূমি সকলে হিন্দু-ইউরোপীয় জাতিদিগের আদিম পুরুষেরা বাস করিতেন, এবং সেই দেশে হিন্দু-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মূল ভাষা কোন কালে প্রচলিত ছিল। ঐ হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার দ্রোণীদেশ হইতে দক্ষিণে হিন্দু এবং পারসিক, পশ্চিমে এবং পশ্চিমোত্তরে কেল্ট ও টিউটোনীয় এবং স্লাবোনিক জাতি সমস্ত বিভিন্ন সময়ে নির্গত হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য অর্থাৎ মূল এক হওয়াতে ঐ সকল বিভিন্ন জাতীয়দিগের ভাষার প্রধান লক্ষণ একইরূপ হইয়া আছে।

আর্য্য বা হিন্দু-ইউরোপীয় ভাষায় এই কয়েকটী প্রধান প্রধান শাখা আছে যথা,—১ম, সংস্কৃত, এতদ্দেশপ্রচলিত; ২য়, জেন্দ, প্রাচীন পারসিকদিগের ব্যবহৃত; ৩য়, লাটিন, অতি প্রসিদ্ধ রোমক জাতীয়দিগের ভাষা; ৪র্থ, গ্রীক, বিখ্যাত গ্রীকজাতির ভাষা; ৫ম, স্লাবোনিক রুসীয় সাম্রাজ্যান্তর্গত বহু দেশে প্রচলিত; ৬ষ্ঠ, লেটিস, লিথুয়ানিয়া প্রদেশে ব্যবহৃত; ৭ম, গথিক, ইহা হইতে জর্ম্মণ ভাষা সমুদয় জন্মিয়াছে; ৮ম, কেল্টিক, এই ভাষা রোমীয়দিগের সময়ে ইউরোপের বহুস্থলে প্রচলিত ছিল; এখন ওয়েল্‌স, আয়র্লণ্ড ও অপরাপর স্থানে প্রচলিত আছে। এই সকল ভাষার অনেক কথারই মূল এক বলিয়া বোধ হয়। দেশভেদে উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তই উহাদিগের শব্দ সকল বিভিন্নরূপে শ্রুত হইয়া থাকে। পরন্তু কোন্ ভাষায় উচ্চারণের কিরূপ বৈলক্ষণ্য হয়, পণ্ডিতেরা তাহারও অনেক নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত আটটী ভাষার মধ্যে যে কোন ভাষায় হউক না কেন একটী শব্দ বলিলে, অপর কোন্ ভাষায় সেই শব্দটী কিরূপে

উচ্চারিত হইবে, তাঁহারা তাহা প্রায়ই বলিয়া দিতে পারেন। আর্য্যভাষা মাত্রেরই আর একটী প্রকৃতি এই যে, ইহাদিগের কোন শব্দের কিঞ্চিৎ অর্থান্তর করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে বা পরে অপর শব্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সকল সংযুক্ত শব্দ প্রধান শব্দের সহিত মিলিত হইয়া তাহারই বিভক্তি, অথবা উপসর্গরূপে পরিণত হয়।

ককেসীয় বর্ণের অন্তর্গত অপর কয়েকটী জাতি আছে। তাহাদিগের ভাষা পূর্ব্বোক্ত আর্য্যজাতীয় ভাষা নহে। ইহাদিগের ভাষার নাম 'সেমেটিক'। সাইরীয়, প্রাচীন আবিসিনীয়, আরব এবং ইহুদী বা হিব্রু ভাষা এই প্রকার। সেমেটিক ভাষার প্রায় সকল কথাই ধাতুমূলক হয়। কিন্তু সেই সকল ধাতুর উত্তর বিভক্তি হইয়া রূপান্তর হয় না। অনেক স্থলেই ধাতুর অন্তর্গত স্বর বর্ণের রূপান্তর হইয়া অর্থান্তর প্রতিপন্ন করে। সেমেটিক জাতীয় ভাষা সমস্তের সকল ধাতু প্রায়ই তিন মূল বর্ণের যোগে জন্মিয়া থাকে—একমাত্র, অসংযুক্ত বর্ণে কদাচ উৎপন্ন হয় না। এই ভাষা প্রথিত শেমের সন্তানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া ইহার নাম সেমেটিক হইয়াছে।

আর এক প্রকার ভাষার নাম 'তুরাণী' বা 'তাতার'। এই জাতীয় ভাষা-ভাষী লোকেরা যে কোন সময়ে ইউরোপ খণ্ডের অতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত দেশে বাস করিত, এমত অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। আমাদিগের দক্ষিণ দেশে যে 'তামিল' ভাষা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহা যে তুরাণী ভাষামূলক, ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যে সকল অসভ্য চুয়াড় লোক আমাদিগের দেশের স্থানে স্থানে বাস করিতেছে, তাহাদিগের ভাষাও তাতার জাতীয় ভাষার সদৃশ। তুরাণী ভাষায় বিশেষ কৌশল কিছুই দৃষ্ট হয় না। ইহার ক্রিয়াপদ সকলের প্রায়ই রূপান্তর হওয়ার ব্যবস্থা নাই। শব্দেরও রূপভেদ অধিক হয় না।

চীনীয়দিগের আচার ব্যবহার যেমন অন্য সর্ব্ব জাতির আচার ব্যবহার হইতে ভিন্ন, ইহাদিগের ভাষাও সেইরূপ—অন্য কোন জাতীয় ভাষার সদৃশ নহে। ইহাদিগের ভাষা 'এক-বর্ণাত্মক', অর্থাৎ সেমেটিক ভাষার মূলশব্দ সকল যেমন অধিকাংশই 'ত্রি-বর্ণাত্মক', অর্থাৎ তিন বর্ণের যোগে জন্মে, চীনীয়দিগের মূল শব্দ সকল সেরূপ হয় না। উহারা এক একটী বর্ণমাত্র। অপরন্তু চীনীয়দিগের ভাষায় ক্রিয়া, গুণ এবং দ্রব্য বাচক এই তিন প্রকারের পৃথক্ পৃথক্ শব্দ নাই। তাহাদিগের সকল শব্দই দ্রব্যবাচক। ঐ সকল

দ্রব্যবাচক শব্দ উচ্চারণ বিশেষে কখন ক্রিয়াবাচক, এবং কখন বা গুণবাচক হইয়া থাকে। এই ভাষাকে তুরাণী ভাষারই আদিম অবস্থা বলিলে বলা যাইতে পারে।

আর এক প্রকার মূল ভাষার নাম 'আফ্রিক'। এই জাতীয় ভাষাসমূহ আফ্রিকা খণ্ডে প্রচলিত। ইহার প্রকৃতি সেমেটিক এবং আর্য্য উভয় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কিন্তু কোন কোন অংশে উক্ত উভয় ভাষারই সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অতএব পণ্ডিতেরা আফ্রিক ভাষা সকলকে উক্ত দুই প্রকার ভাষার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রাচীন মিশরীয়দিগের ভাষা এই আফ্রিক জাতীয় ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

আমেরিক বর্ণের মূল ভাষা পূর্ব্বোক্ত সকল ভাষা হইতে ভিন্ন। উহাকে 'বহু বর্ণাত্মক' বলা যায়। কারণ এই সকল ভাষায় যদিও বিভক্তিযোগাদির কোন সুকৌশল দৃষ্ট হয় না বটে, তথাপি অনেকানেক মূল শব্দকে একত্র করিয়া অর্থ প্রতিপন্ন করা উহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ বোধ হয়। এই সকল ভাষা আমেরিকাখণ্ডের আদিমনিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি এই ভাষার প্রকৃতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায় নাই।

——**:**——

ভাষাভেদ বিষয়ক পুরাবৃত্ত—নানা দেশে মনুষ্যসঞ্চার।

পূর্ব্বে ভাষাভেদের যেরূপ ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল, কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে তাহার কোন স্পষ্ট বিবরণ নাই। বাইবল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জলপ্লাবনের কতিপয় বৎসর পরে নোয়ার সন্ততিগণ 'টাইগ্রিস্' এবং 'ইউফ্রেটিস্' নদীর মধ্যবর্ত্তী 'সিনার' নামক কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় একটী নগর এবং সুবৃহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সৃষ্টিকর্ত্তা সেই সময়ে ঐ সকল ব্যক্তির ভাষা ভেদ করিয়া দেন। তাহাতে জনগণ পরস্পর বাক্যালাপ করণে অশক্ত হইয়া নানা দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্যসমূহ বিবিধ জাতিতে বিভক্ত হয়। অনেকে কহেন, এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ১৯৯৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

উক্ত বাইবল গ্রন্থকে মূল স্বরূপ করিয়া এবং অপরাপর কতিপয় প্রাচীন জাতির ইতিহাস হইতে কোন কোন স্থলে সাহায্যগ্রহণ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ জাতিসমূহের আদিম বসতির স্থান যেরূপ নিরূপিত করেন,

তাহাতে বোধ হয় যে, উত্তরে 'ককেসস্' পর্ব্বত এবং 'মিডিয়া,' পশ্চিমে 'লিবিয়া' এবং 'গ্রীস' আর দক্ষিণে 'ইথিয়োপীয়া' বা 'হাবেশ' এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দেশেই প্রথমে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল। পরে প্রতিপুরুষে মনুষ্যদিগের আবাসভূমি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া এক্ষণে সমুদয় পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছে।

সে যাহা হউক, মনুষ্য জাতির ইতিহাস সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণের মনে এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে কোন দেশের সম্যক্ আদিম বিবরণ প্রাপ্ত হইবার নহে। যে কোন দেশ হউক, একটীর নাম মনে কর। সেই দেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইবে, এক্ষণে যে জাতি সেই দেশে বাস করিতেছে তাহাদিগের তথায় আগমনের পূর্ব্বে অবশ্যই অপর কোন জাতি সেই দেশ অধিকার করিয়াছিল। যদি সেই পূর্ব্ব জাতির কোন ইতিহাস থাকে, তাহা হইলে আবার দেখা যাইবে যে, তাহারাও ঐ দেশে অন্য কোন অধিকতর প্রাচীন জাতির স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জাতির কোন ইতিহাস নাই—কেবল তাহাদিগের নির্ম্মিত কতকগুলি সমাধি, তাহাদিগের ভাষায় কতিপয় শব্দমাত্র, অথবা তাহাদিগের ব্যবহৃত অতি জঘন্য অস্ত্রাদি, অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাহারাই যে ঐ দেশের আদিমনিবাসী ছিল, ইহারই বা প্রমাণ কি? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমেরিকা খণ্ড অতি অল্পকাল হইল প্রকাশিত হইয়াছে। 'কলম্বস্' নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ নাবিক ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর ঐ খণ্ড ইউরোপীয়দিগকে অবগত করান। ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় গিয়া প্রথমতঃ যে সকল তাম্রবর্ণ অসভ্য ইণ্ডিয়ানদিগকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকেই ঐ খণ্ডের আদিম নিবাসী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ঐ দেশের নানা স্থানে সুবৃহৎ দুর্গপ্রাচীর এবং সমাধি স্থান প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়াছে। ইণ্ডিয়ানেরা বলে, ঐ সকল দেব নির্ম্মিত। অতএব বোধ হয় যে, ইণ্ডিয়ানদিগের পূর্ব্বেও কোন সুসভ্য জাতি আমেরিকাখণ্ডে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশ নির্ম্মূল হইয়া গেলে ইণ্ডিয়ানেরা তথায় বাস করে।

এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশে 'জর্ম্মণ' জাতীয় লোকেরা প্রবল হইয়াছে। তাহাদিগের পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে 'কেল্‌টিক' জাতীয়েরা নিবাস করিত। জর্ম্মণ এবং কেল্টিক উভয়ই ককেসীয় জাতীয়

লোক, এবং উহাদিগের ভাষা আর্য্য প্রকৃতিক। এক্ষণে অনেক স্থলে ঐ দুই প্রকার লোক সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেল্টিকদিগের পূর্ব্বেও ইউরোপ খণ্ডে যে অন্য কোন জাতি বাস করিত, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল লোক ককেসীয় বর্ণের নহে। তাহারা মোগল জাতীয় ছিল।

আসিয়া খণ্ডের অনেক স্থলেও ঐরূপ দেখা যায়। আমাদিগের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে মোগলজাতীয় কোন ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণেও যে সকল অসভ্য চুয়াড় জাতি বনে ও পর্ব্বতে বসতি করিতেছে, তাহারাও ককেসীয় বর্ণের লোক নহে। কিন্তু হিন্দুরা ককেসীয় বর্ণসম্ভূত। ইহাতেই দেখা যায় যে, হিন্দুজাতির আগমনের পূর্ব্বেও এই দেশে মনুষ্যসঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু জাতি যে কত প্রাচীন; তাহাও নির্ণয় করা যায় না।

আফ্রিকাখণ্ডেরও স্থানে স্থানে ককেসীয় বর্ণের লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর এই খণ্ডের সর্ব্বদক্ষিণে যে 'হটেণ্টট্,' জাতি নিবাস করিতেছে, তাহারা যে মোগলজাতীয় লোক, এমন বিলক্ষণ বোধ হয়। অতএব অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রথমে ঐ খণ্ডে মোগলজাতীয় লোকের আগমন হয়; পরে ককেসীয় এবং ইথিয়োপীয় জাতি উহাতে যাইয়া বাস করিয়াছে।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, কোন দেশেরই যথার্থ আদিম বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইবার নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে, মনুষ্যজাতির অনাদিত্বাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে, এমত নহে। ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কোন সময়ে এই পৃথিবী মনুষ্যজাতির বাসোপযুক্ত ছিল না। অতএব অবশ্যই তাহার পর ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই কাল যে এক্ষণকার কত পূর্ব্ব; যুক্তিদ্বারা তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত স্থির সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অসাধ্য।

মনুষ্য-সমাজ।

আমরা বাল্যাবধি যে সকল অতি প্রয়োজনীয় ও সুখোপযোগী সামগ্রীসম্ভারপরিবৃত হইয়া থাকি, নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ সেই দ্রব্য যে কত

যত্ন ও পরিশ্রম-সাধ্য তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের এক একটী প্রস্তুত করিতে প্রথমাবস্থায় মনুষ্যের যে কত বিবেচনা, কত পরিশ্রম ও কত কাল লাগিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। দেখ; লৌহাদি ধাতু আমাদের কত প্রয়োজনে লাগে। কিন্তু অনেক জাতীয় লোক বহুকাল পর্য্যন্ত লৌহের ব্যবহার জানিত না। লৌহের কথা দূরে থাকুক; লবণ যে এমন প্রয়োজনীয় দ্রব্য—যাহা ব্যতিরেকে এক্ষণে আমাদিগের কোন প্রধান খাদ্য বস্তুই প্রস্তুত হইতে পারে না, অনেক দেশের লোকে সেই লবণ প্রস্তুত করিতেও জানিত না। আর কোন কোন দেশের লোক এমত বর্ব্বর ছিল যে, তাহারা অগ্নিরও ব্যবহার অবগত ছিল না। তৎকালে তাহাদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা অনুমান মাত্র করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়; তাহাদিগের কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন মনুষ্যগণ ঐরূপ বর্ব্বর দশা হইতে মুক্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি দুই একটী অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে, এক এক প্রকার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে জানিয়াছে, যখন তাহাদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্যবোধ জন্মিয়াছে, পরস্পর কথোপকথন করিবার নিমিত্ত এক প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পর সময় হইতেই মানবগণের যে যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ইতিহাসে তাহারই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সমাজবদ্ধ হইলেই নরগণ যে একেবারে বহুসংখ্যক লোকমিলিত হইয়া এক একটী সুবিস্তীর্ণ রাজ্যশাসনের প্রণালী প্রস্তুত করে, এমত নহে। প্রথমে কেবল এক একটী পরিবারের লোকই একত্র থাকিত। পরিবারস্থ অপরাপর লোকেরা তাহাদিগের পিতা বা তৎসদৃশ অন্য কোন প্রধান ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিত। তখন মনুষ্যগণ মৃগয়াদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত, এবং কোন এক স্থানেও বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত না। পরন্তু মৃগয়াদ্বারা জীবনোপায় করা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোন কোন দিন মৃগয়া সফল না হওয়াতে হয়ত কিছুই ভক্ষ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উপবাসেই দিন যাপন করিতে হয়। বার বার এইরূপ হইলে, মনুষ্যেরা ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে, এবং সহজেই দেখিতে পায় যে, কতকগুলি পশু পোষিত করিয়া রাখিলে তাদৃশ কষ্টের নিবারণ হইতে পারে। এইরূপে মৃগয়া করিতে করিতেই জনগণ পাশুপাল্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন লোকেরা আপন আপন 'কুলপতির' শাসনাধীনে থাকিয়া

স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অতএব ইহাদিগের শাসন প্রণালীকে 'কুল-তন্ত্রতা' বলা যাইতে পারে।

পশুপালন দ্বারা যত লোক প্রতিপালিত হয়, কৃষিদ্বারা তদপেক্ষা অধিক লোকের সচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হইতে পারে। দেশভেদে এবং প্রকৃতিভেদে এই জ্ঞান কোন কোন জাতীয় লোকের মনে অতি শীঘ্রই উদ্ভূত হয়। তাহা হইলেই উহারা আর নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায় না—কোন উর্ব্বর ভূমিখণ্ড দেখিয়া লইয়া তাহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় প্রথমে মানববর্ণ কুল-তন্ত্রতারই বশীভূত থাকে। কিন্তু অধিক স্থলেই এই অবস্থা অতি শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কোন একটী কুলের লোক অধিকসংখ্যক, অধিক পরাক্রান্ত বা অধিক দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া অপর কুলজাত লোকের প্রতি আক্রমণ করে, এবং তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনাদিগের অধীন করিয়া রাখে। এইরূপে তিন চারিটী কুল একত্র হইলে, তৎসমুদয়ের কর্ত্তাকে রাজোপাধি প্রদত্ত হয়। এই প্রকারেই বর্ত্তমান বিস্তীর্ণ রাজ্য সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অবস্থায় রাজগণ যুদ্ধদ্বারাই অধিক লাভ দেখিয়া অনুক্ষণ তাহাতেই আসক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং রাজ্য সকল ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উঠে।

শাসন-প্রণালী।

একত্র সমাজ বদ্ধ হইয়া থাকাতে মনুষ্যের যেরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, সেইরূপ কোন প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতেও মানবগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইলে বিশুদ্ধ-চিত্ত, সমধিক বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন কতকগুলি লোক প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাঁহারা জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন। তাঁহাদিগের শিষ্যেরা তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। রাজা যত দিন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ থাকেন, তত দিন তাঁহারা রাজার পক্ষ অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজা দুর্বৃত্ত হইলে যাজকেরা রাজার বিপক্ষ হন। এইরূপে কোথাও কোথাও রাজপক্ষে এবং যাজকপক্ষে ঘোরতর বিবাদ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যাজকবর্গ প্রায়ই সর্ব্বস্থলে লব্ধবিজয় হইয়াছে। আর যে সকল দেশে যাজকদিগের সহিত রাজার স্পষ্ট বিবাদ

হয় নাই, সে সকল স্থলেও রাজাকে যে যাজিকদিগের মতানুসারে অনেক কর্ম্ম করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ অতি পূর্ব্বকালে যাজকেরাই সাধারণ প্রজাগণের এক মাত্র সহায় ও শরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা না থাকিলে দুর্বৃত্ত রাজাদিগের দৌরাত্ম্যে ও নিরন্তর যুদ্ধে প্রজাদিগের দুঃখের সীমা থাকিত না।

রাজদৌরাত্ম্য নিবারণের আরও এক উপায় ছিল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, কোন এক কুলের লোক অপরাপর কুলোদ্ভব জনসমূহকে অধীন করিয়া আপনাদিগের কুলপতিকে সমুদয় প্রজার রাজা করিতেন। কিন্তু আপনারাও যে বিজিত জনগণের উপর কোন কর্তৃত্ব করিতেন না, এমত নহে। তাঁহারা রাজার স্বকুলোদ্ভব ব্যক্তি, তাঁহাদিগের সহায়তাতেই তিনি রাজ্যলাভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা রাজার স্থানে বিস্তীর্ণ ভূম্যধিকার গ্রহণ করিতেন, আর এরূপ নিয়ম করাইতেন যে, রাজা তাঁহাদিগকেই প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত এবং তাঁহাদিগকে লইয়াই রাজকার্য্যের মন্ত্রণা করিবেন। এই সকল লোক 'কুলীন-ভূম্যধিকারী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই ভূম্যধিকারীদিগের দ্বারাও প্রজা সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছিল। রাজা তাঁহাদিগের ভয়ে নিতান্ত যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না, আর ভূম্যধিকারীরাও রাজার ভয়ে প্রজাদিগের প্রতি উচিত ব্যবহারের অধিক অন্যথা করিতেন না। এইরূপে শাসন-শক্তি, রাজা, যাজক এবং ভূম্যধিকারি-বর্গেরই হস্তে সমর্পিত থাকে। প্রজাসাধারণের কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া দেশমধ্যে শান্তিভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে বণিক্‌বৃত্তির সোপান প্রশস্ত হয়। বাণিজ্যদ্বারা লোকের ধনসঞ্চয় হয়। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে প্রজাসাধারণের মধ্যে কাহার কাহার মনে শাসন-শক্তির কিয়দংশ গ্রহণের ইচ্ছা জন্মে। অনেকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে সুতরাং রাজা, ভূম্যধিকারী ও যাজকবর্গের রাজশক্তি হ্রস্ব হইয়া পড়ে। তখন যদিও নামে উহাঁরাই রাজ্যশাসনকর্ত্তা হউন, কিন্তু বাস্তবিক কতকগুলি আঢ্য প্রজার হস্তেই রাজশক্তির অধিকাংশ সমর্পিত হয়। অনেকগুলি ইউরোপীয় জাতি এবং আমেরিকাবাসী ইউরোপীয়েরা এই অবস্থাপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপেও অদ্যাপি প্রজা-সাধারণের বিশেষ গৌরব হয় নাই। যাবৎ সকলেই জ্ঞানবান্ ও ধনবান্ না হইবে, তাবৎকাল তাহা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব।

মানব জাতির শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা যাহা কথিত হইল, তদ্দ্বারা অবশ্যই এইরূপ প্রতীতি হয় যে, যেমন মনুষ্যগণ শৈশবে স্ব স্ব পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়, এবং ক্রমে বয়োধিক ও কার্য্যক্ষম হলে বন্ধুবৎ আচরিত হয়, মনুষ্যসমাজেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। একান্ত বর্ব্বর দশায় কুলপতি, রাজা, যাজক কিম্বা ভূম্যধিকারিবর্গ—ইঁহারাই প্রজাসাধারণের শাসন করেন। কিন্তু প্রজাগণের জ্ঞানোন্নতি হইলে তাহারা ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র হইতে থাকে। ফলতঃ বুদ্ধিই বল। সমাজ মধ্যে যাঁহারা অধিক বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন, তাঁহাগিদের হস্তে অধিক রাজশক্তি সমর্পিত হইবে। এই নিয়মের কদাপি অন্যথা ঘটিতে পারে না। যখন যেখানে এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন হইয়াছে, সেই স্থানেই অতি ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে।

শাসন প্রণালীর ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আরও একটী প্রাকৃতিক নিয়মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সকল সমাজেই পরস্পর-বিভিন্ন পরামর্শী কতিপয় দল থাকে। দেখ, রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ এক দল, এবং যাজকেরা তাঁহাদিগের হইতে ভিন্ন; আবার ভূম্যধিকারী কুলীনবর্গ পূর্ব্বোক্ত উভয় দল হইতেই স্বতন্ত্র; আর আঢ্য প্রজাগণ ঐ তিন দল হইতেই পৃথক্। পরন্তু, প্রজা সাধারণ ঐ চারি দলের কোন দলেরই সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইতে পারে না। এই সকল দল কিয়ৎপরিমাণে পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী। ধর্ম্মপ্রণোদিত না হইলে সকলেই স্ব স্ব হস্তে সমধিক রাজ-শক্তি গ্রহণের নিরন্তর চেষ্টা করে। তাহা করাতে সমাজের কর্ম্ম সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না—কেহই স্থায়িভাবে অতি প্রবল হইয়া অপর সকলের প্রতি অধিক অত্যাচার করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের হিতসাধন হয় না।

এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে মনুষ্যসমাজকে একটী তুলাদণ্ড স্বরূপ বোধ করা যায়। যেমন তুলাদণ্ডের এক এক দিকের ভার ঐ দণ্ডকে স্ব স্ব অভিমুখে নত করিবার চেষ্টা করে, তেমনি সমাজ-সম্ভুক্ত প্রত্যেক দলই সমধিক শক্তি গ্রহণের চেষ্টা করিয়া উহাকে আপনাপন পক্ষপাতী ব্যবস্থায় আয়ত্ত করিতে চায়; কিন্তু যেমন তুলাদণ্ডের অবলম্ব যথাযোগ্য স্থানে নিবেশিত থাকিলে দণ্ডের সাম্যাবস্থা থাকে, তেমনি যথোচিত ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা ন্যায়পরতার প্রাধান্য সংরক্ষিত হইলেও সমাজের সাম্যাবস্থা পরিভ্রষ্ট হইতে পারে না। রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই নিয়মকে "সামাজিক

সাম্যাবস্থার নিয়ম” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক মাত্রেরই এই মৌলিকসূত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করেন, তাহা হইলেই ব্যবস্থার দোষ হয়; এবং সেই দোষে হয়ত সমাজ একবারে হীনবল হইয়া যায়, অথবা তদ্দোষ সংশোধনার্থ পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্র-বিপ্লবাদি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকে। যত দিন উক্ত দোষ সংশোধিত হইয়া পুনর্ব্বার ন্যায়পরতার প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়া সাম্যাবস্থা না হয়, তাবৎকাল সমাজের কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

ব্যবস্থা-প্রণালী।

যদি মনুষ্যমাত্রেই অস্বার্থপর, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ হইত, তবে সচ্ছন্দে সকলে সমাজবদ্ধ হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিত। কেহ কাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিত না; সুতরাং কোন প্রকার শাসনেরও আবশ্যকতা থাকিত না। যিনি বিদ্যা ও বয়সে শ্রেষ্ঠ হইতেন, সকলে তাঁহার মতানুযায়ী হইয়া সমাজের সাধারণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত, আর নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদনে কাহাকেও কোন প্রকার শাসনের অধীন থাকিতে হইত না। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি তেমন বিশুদ্ধ নয়। ধর্ম্মশিক্ষিত না হইলে সকলেই আত্মম্ভরী হইয়া থাকে। শিশুদিগের স্বভাবে ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হয়। তাহাদিগের মনে সদাশয়তার লক্ষণ সমস্তও যেমন দেখা যায়, একান্ত স্বার্থ-পরতার লক্ষণ সমস্তও তেমনি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহাতেই ধর্ম্মশিক্ষা এবং শাসনের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। মনুষ্য-সমাজের আদিমাবস্থায় যখন এক একটী পরিবারের লোকমাত্র একত্র সম্বদ্ধ থাকে, তখন ঐ পরিবারের কর্ত্তা যেরূপ শাসন করেন, সকলে তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলে। নিজ পরিবারের প্রতি তাঁহার যে নৈসর্গিক স্নেহ থাকে তদ্দারাই তাঁহার শাসন-বিধি পক্ষপাতশূন্য এবং সকলের সুখাবহ হয়। ক্রমে পরিবার বৃদ্ধি হইয়া কুলতন্ত্রতার কাল উপস্থিত হইলে কুলপতিগণ স্ব স্ব ইচ্ছা এবং জ্ঞান অনুসারে শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই এক প্রকার ব্যবস্থাও প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। কোন বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কুলস্বামী যে প্রকারে স্থলবিশেষে বিচার করিয়া যান, তাহা সকল লোকের হৃদগত হইয়া থাকে। তাহার পর আবার সেই প্রকার স্থল উপস্থিত হইলে

তদনুযায়ী হইয়া বিচার করাই আবশ্যক হয়। তাহা না করিলে বিচারকের নিন্দা হয়, এবং জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করে।'

এইরূপে ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া উঠিতে থাকে। কবিগণ তৎসমুদয়কে ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিতে থাকেন। লোকে যত পারে স্মরণ করিয়া রাখে। পরে লিপিসৃষ্টি হইলে অগ্রেই ব্যবস্থা সকল লিপিবদ্ধ হয়। যে মহাত্মাকর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে কোন দেশের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, তিনিই তদ্দেশের ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। আমাদের দেশে ব্যবস্থাপকদিগকে 'সংহিতাকার' কহে।

অনেক প্রাচীন জাতীয় লোকের সংহিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দেশভেদে ও তৎকালীন ব্যক্তিদিগের অবস্থাভেদে সংহিতার প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে সংহিতাদিগের ঐক্য আছে। সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই মানবগণের কেমন অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। অতএব সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ব্যবস্থা সকল লোকোপকারী হয় বলিয়া বহু পূর্ব্বকাল হইতে পারম্পর্য্যোপদেশানুসারে ভক্তিসহকৃত প্রচলিত হইয়া আইসে। সুতরাং ঐ সকল ব্যবস্থা মঙ্গলময় ঈশ্বর প্রণীত, অথবা ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাত্মার প্রণীত বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ আদিমাবস্থায় লৌকিক ব্যবস্থা ধর্ম্মব্যবস্থা হইতে অভিন্নরূপ থাকায় সকল ব্যবস্থাই ধর্ম্মশাস্ত্র-মূলক বলিয়া সমধিক মান্য হয়।

কিন্তু মনুষ্যসমাজ ক্রমশঃ বিস্তৃত এবং নানা ব্যবসায়ীলোক সঙ্ঘটিত হইলে উহার প্রথমাবস্থার অত্যুদার ব্যবস্থাসূত্রের প্রয়োগস্থল সম্বর্দ্ধিত হয় এবং সেই জন্য ব্যবস্থাশাস্ত্র বহুমুখ হইয়া উঠে। প্রথমতঃ ব্যবস্থাশাস্ত্র, দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ ধর্ম্মকর্ম্মের আচারগত, অপর ভাগ লৌকিকব্যবহার সম্পৃক্ত। সকল দেশেরই 'স্মৃতিশাস্ত্র' এইরূপ আচারকাণ্ড ও ব্যবহার-কাণ্ডে বিভক্ত হইয়া আছে।

বন্যদশায় অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও নিতান্ত অসদ্ভাব থাকে; এবং সেই সকল দ্রব্যাদির সংরক্ষণের নিমিত্ত জনগণকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়। তাহাতে নিরন্তরই অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সেই সময়ে মনুষ্যজীবন যে কেমন অমূল্যরত্ন, তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় না।

তখন মনুষ্যের ধন-বিশেষ হরণ করা এবং প্রাণনাশ করা উভয়ই সমান দোষ বলিয়া গণ্য হয়। প্রাচীন কালের ব্যবস্থামাত্রেই দেখা যায় যে, পরদ্রব্য-বিষয়ক অপরাধে এবং পরশরীরবিষয়ক সাহস কর্ম্মে প্রায় অধিক প্রভেদ নাই। উভয় প্রকার দোষেই সমান দণ্ড বিহিত আছে। বরং সাহস কর্ম্মের অপেক্ষা কোথাও কোথাও অপহরণের দণ্ড অধিক ছিল। পরন্তু যখন লোকের সভ্যাবস্থা হয়, তখন এইরূপ ব্যবস্থা সকল প্রচলিত থাকিতে পারে না। তখন দ্রব্য-বিষয়ক অপরাধের দণ্ড এক প্রকার, আর শরীর বিষয়ক অপরাধের দণ্ড অন্য প্রকার হইয়া থাকে। এইরূপে ব্যবহারকাণ্ডও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক ভাগের নাম 'দেওয়ানী আইন' ও অপর ভাগের নাম 'ফৌজদারী আইন'।

ব্যবহারকাণ্ড এইরূপে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইলেও ঐ দুই প্রকার আইনের দণ্ড কিছু কাল বহু স্থলে সমানই থাকে, একেবারে সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় না। ফৌজদারী আইনের দণ্ড সমস্ত যেন বৈরসাধনের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, এমত বোধ হয়। কোন অপরাধে হস্তচ্ছেদ কাহাতেও বা পদচ্ছেদ, অপর কোন প্রকার অপরাধে চক্ষুরুৎপাটন, আর কাহাতে বা অগ্নিদ্বারা দহন ইত্যাদি অতিনৃশংস দণ্ড সকল প্রচলিত হইয়া থাকে। দেওয়ানীর দণ্ডও এইরূপ অতি কঠিন হয়। যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিশোধ করিতে না পারে, উত্তমর্ণ তাহার শরীর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন। বিক্রয় করা কি, কোথাও কোথাও এমন আইন প্রচলিত ছিল যে, অধমর্ণকে একবারে হত্যা করিলেও দোষ হইত না।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে আইনের এই সকল দোষ সংশোধিত হইয়া আইসে। রাজকর্ম্মচারিগণ, ভূম্যধিকারিবর্গ এবং যাজকমণ্ডলীরাই প্রথমে ঐ প্রকার নৃশংস ব্যবস্থার অধীনতা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পায়েন। তাঁহারা প্রথমতঃ কেবল আপনাদিগকেই উক্ত আইনের বিশেষ বিশেষ দণ্ড হইতে মুক্ত করেন। পরে প্রজাসাধারণের প্রতিও উহার কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনন্তর সমাজ যত দৃঢ়বদ্ধ ও শান্তিবহুল হইতে থাকে, ততই ব্যবস্থা সকল বিশুদ্ধ হইয়া অপরাধীর প্রতি বৈরনির্য্যাতক ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে, এবং যাহাতে দোষী ব্যক্তির দুষ্ট স্বভাব সংশোধিত হয়, তখন কেবল এইরূপ চেষ্টাই হইতে থাকে। অদ্যাপি কোন দেশে এইটী সম্পূর্ণরূপে হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন দেশে প্রাণদণ্ডের বিধি একবারে

রহিত হইয়া গিয়াছে এবং কোথাও কোথাও ঋণ জন্য কারাদণ্ড রহিত হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। ইহাতেই অবস্থাভেদে আইনের প্রকৃতি যে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতে পারে।

শিল্পপ্রণালী এবং বাস্তুশিল্প।

যেরূপ মানবজাতির ব্যবস্থা প্রণালী, শাসন প্রণালী প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ দেশের লোক কেমন অবস্থাপন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ শিল্পবিদ্যারও উৎকর্ষ পরীক্ষা করিয়া জনগণের সভ্যাবস্থা কত উন্নত হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। অতএব শিল্পতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই বিষয়োপলক্ষে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইবে। প্রথমতঃ বাস্তু-শিল্পের প্রণালী বিবৃত করা যাইতেছে।

প্রায় সকল প্রকার জীবই স্ব স্ব নৈসর্গিক সংস্কার প্রভাবে আপন আপন বাসোপযোগী স্থান প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। পক্ষীদিগের কুলায় আছে, হিংস্র পশুগণ স্ব স্ব গহ্বরে গিয়া বিশ্রাম করে, পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদিগেরও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকে। মনুষ্যেরাও প্রথমে উক্তরূপ কোন বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। দেশের প্রকৃতিভেদে বর্ব্বর নরগণের আবাস কোথাও বা তরুস্কন্ধে, আর কোথাও বা পৃথিবীগর্ভে হয়। শীতপ্রধান দেশে মনুষ্যেরা পৃথিবীতে খাত করিয়া থাকে। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহাদিগের বাস তরুতলে বা তদুপরিভাগে হয়। ইউরোপের স্থানে স্থানে ঐ সকল আবাস গর্ত্তের চিহ্ন সমস্ত অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল গর্ত্তের মুখ প্রস্তরদ্বারা বদ্ধ, প্রবেশ ও নির্গমনের নিমিত্ত কেবল এক একটী অতি সঙ্কীর্ণ ছিদ্রমাত্র ছিল। গর্ত্তের ভিতরে কাষ্ঠদহনজাত অঙ্গার দৃষ্ট হইয়াছে, এবং শিলা বা অস্থিনির্ম্মিত শরমুখাদি স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব ঐ সকল স্থান যে নরগণের আবাস ছিল, তাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ঐ সকল গর্ত্তে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সকলই শিলানির্ম্মিত, একটীও ধাতুনির্ম্মিত নয়। আর তথাকার লোকেরা যে কোন প্রকার ধাতুর ব্যবহার জানিত, এমত কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই যে, ঐ প্রকার আবাসগর্ত্ত অনেকগুলি করিয়া এক এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেই বোধ হয় যে, তখনও মনুষ্যেরা

এক প্রকার সমাজসম্বদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই ভাষা সৃষ্টির আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ইহার পরবর্ত্তী কোন সময়ে যে সকল আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রকৃতি পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তখনও মনুষ্যেরা গর্ত্তের ভিতর বাস করিত, কিন্তু তখন গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মুখ একেবারে বদ্ধ করিত না, উহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর বসাইয়া তদুপরিভাগে একপ্রকার ছাদ প্রস্তুত করিত। সুতরাং গর্ত্তে গমনাগমনের পথও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত থাকিত। এই সকল গর্ত্তের ভিতর যেমন পূর্ব্ববৎ অস্থি ও প্রস্তরবিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া যায়, তেমনি পিত্তলনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তখনকার লোকেরা কোন কোন ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াছিল।

বোধ হয়, ইহার অত্যল্প কাল মধ্যে মনুষ্যদিগের মনে হিংস্র পশুর ভয় অনেক খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহারা আর গর্ত্তে বাস না করিয়া বাহিরে কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। তখনকার যে সকল আবাস স্থানের বা দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তদ্দর্শনে বোধ হয় যে, সে সময়ের লোকেরা লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়াছিল।

সকল জাতীয় লোককেই ক্রমে ক্রমে প্রথমোক্ত দুইটী অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। তবে বিশেষ এই যে, যে দেশের জল বায়ু ভাল এবং ভূমি উর্ব্বরা তথায় অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই বর্ব্বরদশা শেষ হইয়া সভ্যাবস্থা প্রবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ যদি সেই দেশ পৃথিবীর এমত স্থলে অবস্থিত হয় যে, তাহাতে বৈদেশিক লোকের সহজে গমনাগমন হইতে পারে, তাহা হইলে বিভিন্ন জাতীয় লোকের পরস্পর পরিচয়দ্বারা অতি শীঘ্রই নানা বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং সেই দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রেই সুসভ্য হয়। আসিয়া খণ্ডের যে ভাগ হইতে অন্য সকল দেশে মনুষ্যসঞ্চার হইবার কথা প্রসিদ্ধ আছে, সেই ভাগ উক্ত সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত। অতএব তত্রত্য লোকেরা যে প্রথমেই সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইবে, তাহা সম্ভবপর। আসিরিয়া, বেবিলন্, পারস্য, মিশর, নিউবিয়া এবং তৎসমীপবর্ত্তী সকল দেশে যে সমস্ত প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলই অতি আশ্চর্য্য এবং মনোহর। তাহাদিগের কাহাতেও পূর্ব্বোক্তরূপ শিলা বা পিত্তল ঘটিত অস্ত্র শস্ত্রাদির চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহাতেও নির্ম্মাতৃগণের বিভিন্ন প্রকৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান, অতি স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয়।

(মিসরীয় হর্ম্ম্য প্রণালী।)

পূর্ব্বোক্ত সকল জাতির হর্ম্ম্যই এক প্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর অধুনা আমেরিকা খণ্ডের মধ্যভাগে যে সকল ভগ্ন প্রাসাদসমূহের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ও এই জাতীয় হর্ম্ম্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সকলই যে সর্ব্ব প্রাচীন হর্ম্ম্য প্রথা, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মিসর দেশেই ইহার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে 'মিসরীয়' বলা যায়। ইউরোপের অন্তর্গত সিসিলীতে এবং গ্রীসে যে সমস্ত অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—যে সমস্তকে কেহ কেহ 'সাইক্লোপিস' (অর্থাৎ অসুরনির্ম্মিত) বলিয়া আখ্যাত করেন, অধিকাংশ হর্ম্ম্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে তাহাও এই জাতীয় নির্ম্মাণ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

মিসরীয় হর্ম্ম্য-প্রণালীর কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ ইহার প্রাচীর সকল নীচে অত্যন্ত স্থূল হইয়া উপরিভাগে ক্রমশঃ স্বল্পায়ত হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ ছাদ সকল সমপৃষ্ঠ এবং এরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর যোগে নির্ম্মিত হয় যে, তাহার নীচে কড়ির আবশ্যকতা থাকে না; প্রস্তরফলক সমস্ত একবারে এক প্রাচীর হইতে সম্মুখবর্ত্তী প্রাচীর পর্য্যন্ত অথবা এক স্তম্ভ হইতে অন্য স্তম্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ স্তম্ভ সকল অতিশয় স্থূল, খর্ব্ব, নানা খণ্ডে বিভক্ত ও বিচিত্র খোদকতায় পরিপূর্ণ হয়। চতুর্থতঃ বৃহৎ বৃহৎ ভাস্করীয় শিল্প গৃহের স্থানে স্থানে থাকে। পঞ্চমতঃ কোথাও কোথাও পর্ব্বতের অন্তর্ভাগ খনন করিয়া তন্মধ্যে এইরূপ হর্ম্ম্য সকল নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষেই এই সকল 'গুহামন্দিরের' বিশেষ বাহুল্য এবং বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়।

পণ্ডিতেরা কহেন যে, যে সকল লোক প্রথমতঃ পর্ব্বত গুহায় বাস করিয়া পরে মৃত্তিকাদ্বারা বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারাই ক্রমে প্রবল ও শিল্প-কুশল হইয়া এই প্রকার হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করে। তাঁহারা কহেন, মৃণ্ময় প্রাচীর ও স্তম্ভাদির অনুকরণ করিতে গেলেই অট্টালিকা সমস্ত উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। আর পর্ব্বত গুহায় বাস করিতে করিতেই প্রয়োজনবশতঃ ঐ সকল গুহাকে প্রশস্ত করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব যখন তাদৃশ লোকের মনোমধ্যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপনের জন্য স্থান প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাহারা যে পর্ব্বত খনন দ্বারাই দেবালয় নির্ম্মাণ করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে।

(গ্রীক হর্ম্ম্য-প্রণালী।)

গ্রীকেরা মিসরীয়দিগের স্থানে সকল বিষয়েরই শিক্ষা পাইয়াছিল। উহারা

মিসরীয়দিগের হর্ম্ম্য বিদ্যাও শিখে। কিন্তু উহারা আপনাদিগের সহৃদয়তাগুণে অল্পকালমধ্যেই ঐ শিল্পবিদ্যার এতাদৃশ উন্নতি করিল যে, মিসরে কখনই সেরূপ হয় নাই। প্রথমতঃ উহারা প্রাচীর সমস্তকে সমপৃষ্ঠ করিল, এবং স্তম্ভগুলির গাত্রের অন্য খোদকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সরল রেখাগুলি মাত্র রাখিল। উহারা স্তম্ভ সকলকে প্রথমাবধি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল বটে, তথাপি আদৌ ব্যাস পরিমাণে চতুর্গুণের অধিক দীর্ঘ করে নাই। এইরূপ হর্ম্ম্য-প্রণালীকে 'ডোরীয়' কহিয়া থাকে।

ইহার কিয়ৎকাল পরে গ্রীকেরা স্তম্ভ সকলের দৈর্ঘ্য ব্যাসপরিমাণের ৮।৯ গুণ করিত, স্তম্ভের নীচে সমচতুরস্র পীঠিকা গ্রথিত করিত এবং স্তম্ভের মস্তক 'কান্‌মোচড়া' করিত। এইরূপ করাতে হর্ম্ম্যের সৌন্দর্য্য যে অধিক হইবে, তাহার সন্দেহ কি? ইহাকে "আইওনীয়" প্রথা কহে।

তৃতীয় প্রকার গ্রীক হর্ম্ম্যের স্তম্ভ সকল দৈর্ঘ্যে ব্যাসের দশ গুণ হইত। তাহাদিগের পীঠিকার গঠন বিচিত্র এবং শিরোভূষণ সপল্লবপাদপ-শিরোভাগের অনুরূপ হইত। এই প্রথাকে 'করিন্থীয়' কহা যায়।

গ্রীকদিগের দেশ অতি রমণীয়। তথায় ঝড় বৃষ্টির উৎপাত প্রায়ই হয় না। তথায় সমস্ত বৎসরই যেন ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজ করিতে থাকেন। এই হেতু অট্টালিকা সমস্তের দ্বার অতীব প্রশস্ত হইত, নাট্যশালা প্রভৃতি সাধারণ সমাগম গৃহের ছাদ থাকিত না, এবং দেবালয় সকলের চতুর্দ্দিকেই অতি সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী দৃষ্টি-গোচর হইত। অতএব ইহাদিগের হর্ম্ম্য সকল যে সমধিক শোভাসম্পন্ন হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। চমৎকারের বিষয় এই যে, গ্রীক-জাতীয় লোকের মনের প্রকৃতি যখন যেরূপ হইয়াছিল, তাহাদের তৎকাল নির্ম্মিত হর্ম্ম্য সকলও সেই সেই প্রকার মনের ভাব প্রকাশক হইয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যখন গ্রীকজাতির প্রথম অভ্যুদয়কাল সুতরাং লোকমাত্রের মনে দৃঢ়তা, ঔদার্য্য এবং সারল্য গুণের আধিক্য, তখন হর্ম্ম্য সকল সুদৃঢ় ডোরীয় প্রথায় বিনির্ম্মিত হয়। যখন তাহারা প্রবল পারসীক জাতিকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভব করিয়া আপনাদের বলবিক্রম উত্তমরূপে অবগত হইল, এবং কাব্যরসের রসিক হইতে লাগিল, তখন শোভমান আইয়োনীয় প্রথায় উহাদিগের হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ হইতে লাগিল। পরে যখন তাহারা চতুর্দ্দিক জয় করিয়া সাতিশয় অর্থশালী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইল, তখন নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা করীন্থীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী তাহাদের সমধিক আদরণীয়া হইল।

গ্রীকেরা হর্ম্ম্যশিল্পের যে পর্য্যন্ত উন্নতি করিয়া গিয়াছে, অদ্যাপি পৃথিবীর অপর কোন জাতি তাহা অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট করিতে পারেন নাই।

(চীনীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী।)

চীনদেশীয় লোকেরা মোগল-বর্ণ-সম্ভূক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। ইহারা চীন দেশে বাস করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান তাতারীয় লোকের ন্যায় পশুচারণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, তাহার সন্দেহ নাই। তখন উহারা বস্ত্র বা পশুচর্ম্মাদি নির্ম্মিত তাম্বু মধ্যে অবস্থান করিত। অতএব যখন উহারা চীন দেশে স্থায়ী হইয়া বাস করিতে লাগিল, এবং পশু পাল্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্যুপজীবী হইল, তখন কাষ্ঠাদি দ্বারা যে সকল আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিল, তাহাও অবিকল তাম্বুর ন্যায় হইল। ইহাদিগের হর্ম্ম্য-প্রণালী অদ্যাপি সেইরূপ আছে। পর্য্যাটকেরা কহেন যে, দূর হইতে কোন চীনীয় নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন কতকগুলি তাম্বু একত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে। যেমন বস্ত্রের চন্দ্রাতপ খাটাইয়া দিলে মধ্যস্থান নিম্ন এবং পার্শ্বভাগ উন্নত হয়, চীনীয়দিগের বাটীর ছাদ সকল অবিকল সেইরূপ দেখায়। মোগলজাতীয় লোকের অনুকরণ বৃত্তি কি প্রবল!—চীনীয়েরা কত সহস্র বর্ষ হইল সমাজবদ্ধ হইয়া সভ্যরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি বনবাসী পূর্ব্ব পুরুষদিগের তাম্বুগুলি ভুলিতে পারে নাই—অদ্যাপি যেন কাষ্ঠের তাম্বু নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছে।

(গথিক হর্ম্ম্য-প্রণালী।)

অনুকরণবৃত্তি যে ককেসীয়দিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না এমত নহে। অনুকরণ মনুষ্যমাত্রেরই সাহজিক ধর্ম্ম। ইউরোপের টিউটন জাতীয় লোকেরা এক্ষণে সুসভ্য এবং খৃষ্টানধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে উহারা বনচর এবং জড়োপাসক ছিল। সেই সময়ে উহারা নিবিড় বনমধ্যে পর্ণচন্দ্রাতপতলে উপবিষ্ট হইয়া অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিত। অতএব কেহ কেহ বলেন যে, যখন উহারা খৃষ্টান হইয়া গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই গির্জ্জা তাদৃশ বনস্থলীর অনুকরণে নির্ম্মিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের শাখায় শাখায় মিলিত হইয়া বনস্থলীর উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিলে যেরূপ দেখায়, উহাদের গির্জ্জাঘরও সেইরূপ দেখাইয়া থাকে। গথিক গির্জ্জার খিলান ঠিক গোল হয় না, খিলানের মধ্যস্থলে এক একটি কোণ থাকে, এবং বহির্ভাগের প্রাচীরগুলি বৃক্ষের ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া ঊর্দ্ধে সূচ্যগ্রবৎ হইয়া উঠে। এক প্রকার

গির্জ্জার বাতায়নে যে কাচ থাকে, তাহাও নানা বর্ণে চিত্রিত হওয়াতে তন্মধ্য দিয়া ভিতরে আলোকের সম্পূর্ণ প্রবেশ হয় না। বনস্থলীতে যেরূপ অস্ফুট আলোক দর্শন হয়, ইহাও তাহারই অনুকৃতি মাত্র।

(মুসলমানীয় হর্ম্ম্য প্রণালী।)

যেমন ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক জাতীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা সচেতা ছিল, পশ্চিম আসিয়ায় আরব জাতিও সেইরূপ। ইহারা প্রথমতঃ তাম্বু মধ্যে বাস করিত, পরে মহম্মদ প্রণীত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একেবারে অতীব শৌর্য্যশালী এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিল। উহারা নানা দেশ জয় করিয়া সমৃদ্ধ সম্পত্তিশালী হইলে যে সকল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করে, তাহা চীনীয়দিগের বিরচিত তাম্বুবৎ না হইয়া অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীক জাতীয়দিগের হর্ম্ম্য সদৃশ হইয়াছিল। বিশেষ এই যে, ইহারা তাম্বুর অনুকরণে অশ্বক্ষুরাকারে খিলান নির্ম্মাণ করিত এবং যেমন তাম্বুর অন্তর্ভাগ পুষ্প লতাদি দ্বারা সুশোভিত হইত হর্ম্ম্য প্রাচীরেও সেইরূপ খোদকতার বাহুল্য করিত। অপিচ তাম্বুর বিষ্কম্ভ সমস্ত যেমন অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হয়, ইহাদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকার স্তম্ভসকলও সেইরূপ অধিক সূক্ষ্ম হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতিরিক্ত রোমীয়, টস্কান, বাইজান্‌শীয় প্রভৃতি কতিপয় হর্ম্ম্য-প্রথা আছে। কিন্তু সেই সকল প্রায়ই গ্রীক প্রথার অনুকৃতিমাত্র। অতএব উহা-দিগের বিশেষ উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। যাহা বলা হইল, তাহাতে মনুষ্য জাতির মধ্যে হর্ম্ম্যশিল্প কি প্রকারে প্রথম প্রবর্ত্তিত এবং ক্রমশঃ কিরূপে পরি-বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বোধ হইতে পারিবে। ফলতঃ সকল শিল্পই মনুষ্যের সৃষ্ট। মনুষ্যদিগের যখন যেমন জ্ঞান, যখন যেমন প্রকৃতি, তৎসৃষ্ট শিল্পেরও উৎকর্ষ যে তখন সেইরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি।

অন্যান্য শিল্প এবং বিদ্যা-প্রণালী।

সকল দেশেই সর্ব্বপ্রথমে কবিতার সৃষ্টি হয়। তখন কবিরাই ধর্ম্মশাস্ত্র-বেত্তা, দর্শনবেত্তা, ভূগোলবেত্তা, ইতিহাসবেত্তা—ফলতঃ তাঁহারাই তৎকালে জনসাধারণের একমাত্র শ্রদ্ধাস্পদ উপদেষ্টা হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সমুদয় সামান্য কবিতা বলিয়া পঠিত হয় না। ইহা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি, লৌকিক ব্যবহারের যুক্তি, আচারগত বিশেষ বিশেষ নিয়ম, পুরাবৃত্ত

সম্পৃক্ত বহুবিধ প্রমাণ, সকলই জানিতে পারা যায়। আর ঐ সকল কবিতা এক্ষণকার কবিতার ন্যায় কেবল ছন্দোবন্ধে পঠিত মাত্র হইত, এমত নহে। পূর্ব্বকালে উক্ত কবিগণ অ বা তাঁহাদিগের শিক্ষিত শিষ্যেরা তান লয়-বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে ঐ সকল কবিতা গান করিতেন। এইরূপে কবিতা এবং সঙ্গীত বিদ্যা দুইই একেবারে প্রবৃত্ত হয়। এমন অসভ্য কোন জাতিই নাই, যাহা-দিগের মধ্যে কিছুমাত্র সঙ্গীত এবং কাব্যের চর্চ্চা দেখা যায় না। ফলতঃ ইহা-দিগের উভয়কে ভাষার সহজাত বলিলেই হয়। কাব্য এবং সঙ্গীতের কিছু উন্নতি হইলেই চিত্রবিদ্যার আবির্ভাব হয়, এবং চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্করীয় শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে।

যে পর্য্যন্ত জাতীয় ধর্ম্ম অত্যন্ত বিভীষিকা-জনক থাকে, তাবৎকাল চিত্রের বা ভাস্করীয় কার্য্যের গুণ সমুদয় বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। ক্রমে যখন কবিগণ রূপকালঙ্কারদ্বারা তাঁহাদিগের মনোগত বিবিধ ভাবের রূপ কল্পনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন শিল্পিগণ সেই সকল কল্পিত রূপের প্রতিরূপ প্রকাশ করিবার যত্ন করিতে থাকে। তাহাতে শিল্পকার্য্যের গৌরব বৃদ্ধি হয়। কারণ, দৃষ্ট পদার্থের অবিকল অনুকরণ করিতে পারিলেই যে শিল্পের প্রাধান্য হয় এমত নহে, চিত্রপটে অথবা পাষাণময় মূর্ত্তিতে মানবের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই শিল্পের যথার্থ তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়।

প্রাচীন জাতির মধ্যে গ্রীকেরা এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তাহারা হর্ম্ম্যশিল্পে যেমন সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিল, চিত্র এবং ভাস্করীয় কার্য্যেও সেইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করে। ঐ সকল বিষয়ে অদ্যাবধি কেহই তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

অধুনা সুসভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে শিল্প শাস্ত্র মাত্রেরই বিশিষ্ট সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের মধ্যে ঐ সকল শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি সুশিক্ষা সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হয়েন না। পরন্তু তাঁহারা ঐ সকল শিল্পের যে প্রকার ভূরি ভূরি ভেদ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বর্ণনীয় নহে। এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে কবিতার প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া আসিলেই প্রায় মনোবিজ্ঞান কাণ্ডের চর্চ্চা অধিক হয়। সেই সময়ে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ প্রভৃতি শাব্দিকগণও বহুসংখ্যায় প্রাদুর্ভূত হন। তাহার পর প্রকৃত ইতিবৃত্ত লিখিবার কাল উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে প্রত্যক্ষমূলক পদার্থতত্ত্বেরও

চর্চ্চা বিস্তৃত হইতে থাকে। পদার্থতত্ত্বানুশীলন বিস্তৃত হইলেই নানা প্রকার বৈষয়িক কার্য্যে সুবিধান হইতে থাকে, এবং জনসাধারণ বিদ্যোৎসাহী হয়।

যুদ্ধ-প্রণালী।

অতি পূর্ব্বকালাবধি মনুষ্যগণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যতই প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা যায়, ততই তাৎকালিক লোকদিগের বিগ্রহানুরাগ অধিক ছিল, এইরূপ বোধ হইতে থাকে। বন্যদশায় জীবিকো-পার্জ্জন করাই কঠিন। সুতরাং আপনার প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য অন্যের নিকট থাকিলে বর্ব্বরব্যক্তি যে তদধিকারীকে বিনাশ করিয়া সেই দ্রব্য লইবার চেষ্টা করিবে, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে। বন্যদশায় অনুক্ষণ সেইরূপ বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। আবার সে সময়ে শাসনের পারিপাট্য ছিল না; দেশও বিস্তীর্ণ ছিল না; সুতরাং জনে জনে, কুলে কুলে, সমাজে সমাজে, যদি একবার কোন কারণে দুই পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইত, তবে সেই বৈরিতা পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিক হইয়া চলিত। প্রায়ই এক পক্ষের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ না হইলে উহার ক্ষান্তি হইত না। যখন রাজ-শাসন উত্তম না থাকে, তখন বৈরনির্য্যাতন একটী পরম ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়।

বোধ হয়, জনগণ প্রথমে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ দ্বারাই পশুবধ এবং পরস্পর যুদ্ধ করিত, তখন অন্য অস্ত্রশস্ত্রাদির ব্যবহার ছিল না। ক্রমে লগুড়, কাষ্ঠময় বা শিলাময় দাত্র ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। তৎকালেই কঠিন পশুরচর্ম্মদ্বারা শরীর আবৃত করাও আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ক্রমে মনুষ্যসমাজের যেমন উন্নতি হইতে থাকে, যুদ্ধের উপকরণ সকলও তেমনি দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করে। ভূম্যধিকার সম্পন্ন ধনশালী জনগণ বর্ম্মাদি শরীরত্রাণ প্রস্তুত করাইতে এবং যানবাহনাদি রাখিতে পারেন। সামান্য দুঃখী লোকেরা তাদৃশ অর্থ ব্যয়ে সমর্থ হয় না। যুদ্ধ সেই সময় হইতে একটী ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। ভূম্যধিকারিগণ আর কোন কর্ম্মই করেন না। কেবল যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়, অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে, অশ্ব হস্তী রথাদিচালনে পটুতা হয়, এই সকল শিক্ষাই তাঁহা-দিগের বাল্যাবস্থার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ রণদক্ষ ব্যক্তিরা যে এক একজনে নিরস্ত্রপ্রায়, অশিক্ষিত, দুর্ব্বল, শত শত সৈনিকের

সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বোধ হয়, এই জন্যই সকলদেশেরই প্রাচীন মহাকাব্যে তাদৃশ যুদ্ধবিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। সেই সকল কাব্যে সহস্র অত্যুক্তি থাকা স্বীকার করিলেও ঐ বিবরণ যে একেবারে অমূলক, এমন বোধ হয় না। তখন এক একজন মহারথ যে বহুসংখ্যক পদাতির নিপাত করিতে পারিত, এ কথা মিথ্যা নহে। যে সকল দেশ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের ন্যায়, সেই সকল দেশেই রথের এবং গজের সমধিক ব্যবহার হইয়াছিল। যে সকল দেশ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর, তথায় ভূম্যধিকারিবর্গ অশ্বশিক্ষায় নিপুণ হইয়াছিলেন। আসিয়া খণ্ডের প্রাচীন দেশ মাত্রেই যুদ্ধের প্রথা এই পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। সেনাপতি যুদ্ধকালে রথী, অশ্বারূঢ় যোদ্ধৃবর্গের উপরই বিশেষ লক্ষ্য করিতেন—পদাতিকগণের প্রতি অধিক আস্থা করিতেন না।

গ্রীক জাতীয়দিগের যুদ্ধপ্রণালীও যে প্রথমতঃ এইরূপ ছিল, তাহা হোমর বিরচিত মহাকাব্য পাঠেই প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রীকেরা অতি শীঘ্রই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। তাহা করাতে ভূম্যধিকারিবর্গের সম্মানের লাঘব হইল। প্রজামাত্রেই ভূম্যধিকারী হইতে লাগিল। সুতরাং তাহাদিগের দশা নিতান্ত দরিদ্র না থাকায় সকলেই যুদ্ধের সজ্জা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল। বিশেষতঃ গ্রীসদেশ অত্যন্ত পর্ব্বতময়; তাহা অশ্বারূঢ় সৈন্যের পক্ষে বিশেষ বিক্রমের স্থল নহে। অতএব তথায় অশ্বারোহিগণ অপেক্ষাকৃত অনাদৃত এবং পদাতিকগণ অধিক সম্মানিত হইয়াছিল। যে স্থানে পদাতিক সৈন্যের সমাদর, তথায় রাজ্যশাসনপ্রণালীও নিতান্ত যথেচ্ছাচার বিদূষিত হইতে পারে না।

রোমও স্বতন্ত্র-প্রজ দেশ ছিল। তথায় পদাতিক সৈন্যেরও সমধিক আদর ছিল। গ্রীক এবং রোমীয় পদাতিক সৈন্যের সহিত সংগ্রামে তাৎকালিক কোন জাতীয় লোকেই জয়লাভ বা সমকক্ষতা করিতে পারে নাই। যাহারাই ঐ দুই জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই পরাজিত এবং যেমন অনলে তূলারাশি দগ্ধ হয়, তদ্রূপ অত্যল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যেও যুদ্ধ প্রণালী অবিকল এইরূপ হইয়া আসিতেছে, দেখা যায়। যাবৎ উহাদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারিবর্গের প্রাধান্য ছিল, তাবৎকাল পদাতিক সৈন্যের যথোচিত আদর ছিল না। ক্রমে যেমন শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ হইতে লাগিল, অমনি পত্তিগণেরও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইল।

পদাতিকের সমধিক গৌরব হইলে সমরপ্রণালীর আরও একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। সকল রাজ্যেরই প্রথমাবস্থায় প্রজাগণ শান্তিকালে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে শস্ত্রধারী হইয়া রণস্থলে যায়। তৎকালে ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব ভূমাধিকার হইতে ঐ সকল সেনা লইয়া গিয়া রাজার সহায়তা করেন। কিন্তু রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূম্যধিকারিগণ খর্ব্বগৌরব হইলে আর এইরূপ থাকে না। তখন রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি ভৃতিভুক্ সেনা নিযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। তাহারা রাজকোষ হইতে ভৃতি প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র যুদ্ধ ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই প্রকার হইয়াছে। অপরন্তু তথায় প্রজা সাধারণের মধ্যেও যুদ্ধ বিদ্যার শিক্ষা হইয়া থাকে। ইউরোপের এক একটী রাজ্য যেন এক একটী প্রকাণ্ড সৈনিকাবাস হইয়া উঠিতেছে।

ইউরোপে এক্ষণে যুদ্ধবিদ্যা একটী প্রধান বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত। পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়নাদি বিবিধ শাস্ত্র, শস্ত্রবিদ্যার সহকারী হইয়াছে। কোন অসভ্য জাতির এমত সামর্থ্য নাই যে, নব্য ইউরোপীয়দিগকে পরাভূত করিতে পারে। কিন্তু যেমন বিদ্যাবাহুল্যপ্রযুক্ত এক্ষণে যুদ্ধের কৌশল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি শান্তিগুণেরও প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যুদ্ধের অনেকানেক ভয়ঙ্কর দোষের পরিহার হইয়াছে। এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধের সময়ে বালক, বৃদ্ধ, বনিতাগণের প্রতি প্রায় অকারণে অত্যাচার করা হয় না—শত্রু শরণাপন্ন হইলে প্রায় তাহার প্রাণনাশ করা হয় না। কোন পরাজিতরাজ্যের প্রজাগণকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করা হয় না এবং কোন কোন সদাশয় ব্যক্তির মনে এমন ভাবোদয়ও হইয়াছে যে কোনরূপে যদি জাতীয় বিবাদ সমস্ত শালিসীর দ্বারা নিষ্পত্তি করিয়া একেবারে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেই ভাল হয়।

ধর্ম্মপ্রণালী।

কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ জ্ঞান মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ সংস্কারমূলক। কোন দেশে কোন কালে এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহার মনে অতি শৈশবাবধিই এই জ্ঞানের অঙ্কুর দেখিতে না পাওয়া গিয়াছে। আর যদিই এমত কেহ থাকে, তবে তাহার তাদৃশ অবস্থা মানসিক পীড়ার মধ্যে গণ্য

করা আবশ্যক। যাহা কিছু দেখি তাহারই মূলানুসন্ধানে সকলেই প্রবৃত্ত হই। বিনা কারণে কিছু হইয়াছে বলিলে কদাপি বিশ্বাস করি না।

যেমন কার্য্যকারণের অনুসন্ধান করা [illegible] প্রকৃতি-সিদ্ধ, তেমনি যাহার কারণ [illegible] মনে [illegible] এবং চমৎকৃত হওয়া [illegible] ভক্তির সহিত সংযুক্ত [illegible] সেই ভাবের নাম "আরাধ[illegible] হইয়া থাকে সেই "আরাধ্য বস্তু" [illegible] যাচ্ঞা করা যায়, তাহা হইলে উহার পূজা [illegible] কোথাও কখন জন্মে নাই। ইহাই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। অতএব যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আমাদিগের শরীরধর্ম্ম, তেমনি ধর্ম্মানুষ্ঠানও আমাদিগের মানসিক-প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু যাহার যেমন বুদ্ধি, যেমন জ্ঞান, তাহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও তেমনি বিশুদ্ধ অথবা মলীমস হইয়া থাকে। এই নিয়মের কদাপি অন্যথাভাব ঘটিতে পারে না। পুরাবৃত্তানুসন্ধান দ্বারা বিভিন্নদশাপন্ন ব্যক্তি-দিগের মধ্যে যে যে প্রকার ধর্ম্মপ্রণালীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

প্রাকৃতিক ব্যাপার সমস্ত যত অধিক পর্য্যবেক্ষিত হয় ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটী কারণ হইতে বহুবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই এক একটী কারণকে পণ্ডিতেরা 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলিয়া অভিহিত করেন। নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিলেই বোধ হয়, যেন ঐ সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। উহা-দিগের নিয়ম প্রকাশের পূর্ব্বেও ঐ সকল ব্যাপার যেমন বুদ্ধির অগম্য ছিল, নিয়ম প্রকাশ হইলেও উহারা সেইরূপ থাকে। নিয়ম জানাতে কেবল আপনাদিগের কার্য্যের কতক সুবিধা হয়, এই মাত্র লাভ। কিন্তু যখন প্রাকৃতিক ব্যাপারের সমধিক অনুসন্ধান না হইয়াছে তখন প্রত্যেক প্রকৃতি-কার্য্যই অতি অদ্ভুত রসাস্পদ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অগ্নিদ্বারা দহন হইতেছে, আলোক দ্বারা প্রকাশ হইতেছে, মেঘ হইতে বারি পড়ি-তেছে, ইত্যাদি যাবৎ ব্যাপারই নিতান্ত বিস্ময়জনক হয়। অদ্যাপি ঐ বিস্ময়ের যে সম্পূর্ণরূপ অপগম হইয়াছে তাহাও নহে; কিন্তু এক্ষণে জনগণ

উহাদিগের এক একটী নিয়মরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। তখন ঐ সকল নিয়মের নামও জানা ছিল না। সুতরাং অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া উক্ত কার্য্যসমুদয়ে অবিচন্তনীয় বিশেষ বিশেষ শক্তির প্রাদুর্ভাব স্বীকার করা হইত। ঐ সকল শক্তির উপাসনাই মনুষ্য-দিগের আদিম ধর্ম্ম। এই আদিম-ধর্ম্ম এক্ষণে 'জড়োপাসনা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যখন জড়োপাসনার প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, তখন উপাসকেরা স্ব স্ব দেবশরীরকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এইরূপ বোধ করিয়া থাকে। যে জল বা অগ্নি তাহারা সম্মুখে দেখে, তাহাকেই মূর্ত্তিমদ্দেবতাবিশেষ ভাবে। কিন্তু অতি শীঘ্রই এই বুদ্ধির কিঞ্চিৎ অন্যথা হয়। সকল জলই এক, সকল অগ্নিই এক, সকল মৃত্তিকাই এক—ইত্যাদি জ্ঞান উপস্থিত হইলে, ঐ সকল ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও একজন আছেন, এমত বোধ হইতে থাকে। তখনকার ধর্ম্মপ্রণালীকেও জড়োপাসনা বলা যায়, কিন্তু ইহা প্রথমকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। ইহাতে পূজাকালীন দেবতার আবাহন এবং পূজাবসানে বিসর্জ্জন আবশ্যক হয়। সুতরাং ইহাকেই নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে। ঐ কাল হইতে গগনবিহারী জ্যোতিষ্ক সমুদয়ের উপাসনা প্রবল হইতে আরম্ভ হয়। মর্ত্তের বায়ু, জল, মৃত্তিকা, বহ্নি অপেক্ষা ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যে অবশ্য উৎকৃষ্ট তাহার কোন সন্দেহ হয় না। বিশেষতঃ, আলোকের সহিত জীব মাত্রের এমত সম্বন্ধ যে, তদ্দর্শনেই সকলে পুলকপূর্ণ হইয়া উঠে। সূর্য্যের প্রকাশে যেন জগতে পুনর্জীবন্যাস হয়। অতএব প্রথমাবধিই আলোকের সহিত জীবনের বিশিষ্ট সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সূর্য্যাতপ সংযোগে পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হয়, ফল সকল পরিণত হয়, শৈত্য নিবারিত হয়, অতএব সূর্য্য মনুষ্যের যেমন হিতকারী, এমন আর কেহই নাই। যাজকেরাও ঐ সময় হইতে জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করেন। সুতরাং জ্যোতিষ্ক উপাসনাই এই সময়ে পরম ধর্ম্ম হইয়া থাকে।

এই ধর্ম্মপ্রণালী পূর্ব্ব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইহাতে সাকার উপাসনা হয় বটে, কিন্তু ইহার উপাস্য পদার্থ, দূরবর্ত্তী অবিনশ্বর ও হিতকারী বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব ইহাদের উপাসনাধীন চিত্ত বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। ইহাই জগৎপাতা ঈশ্বরের উপাসনার দ্বিতীয় সোপান।

মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান এই পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিলেই ক্রমে ক্রমে আর একপ্রকার উপাসনার আরম্ভ হয়। মানবগণ জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির শক্তি

সমুদয় স্ব স্ব বুদ্ধির অগম্য দেখিয়া তৎসমুদয়কে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, কিন্তু জীবন পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চমৎকারজনক। জীবন কি? কেহই এই প্রশ্নের সমগ্র উত্তর প্রদানে সমর্থ নহেন।

অতএব সর্ব্বস্থলেই জড়োপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণী-উপাসনারও আরম্ভ হইয়া থাকে। তখন যত প্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দৃষ্ট হয় সকলেতেই কোন গুহ্য দেব-শক্তি বর্ত্তমান আছে এমত প্রতীত হয়। বিশেষতঃ যে সকল জীব মনুষ্যের অধিক হিতকারী, অথবা বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন তাহাদিগের উপাসনায় সমধিক গৌরব হয়।

এইরূপ প্রাণিপূজা এবং পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্কপূজা, উভয়পূজা কিছুকাল একত্রিত হইলেই উপাসনার আর একটী নূতন প্রণালী জন্মে। যে সকল ব্যক্তি সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রু জয় করেন, অথবা প্রয়োজনোপযোগী শিল্প নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া দেবতা বলিয়া পূজ্য হন। এইরূপে মনুষ্যোপাসনা আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার সহিত পূর্ব্ব প্রণালীর সংযোগ রাখা আবশ্যক। এই হেতু প্রথম প্রথম যে সকল মনুষ্য দেবতা বলিয়া পূজিত হন, তাঁহারা প্রায়ই জ্যোতিষ্কদিগের নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাও সাকার উপাসনা বটে কিন্তু ইহার বিষয়ীভূত যে সকল পদার্থ তাহারা চিজ্জড়াত্মক, কেবল জড়মাত্র নহে। অতএব ইহা চিন্ময় ব্রহ্মোপাসনার তৃতীয় সোপান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মনুষ্যোপাসনার আরম্ভ হইয়া সভ্যাবস্থার উন্নতি হইলে যখন শত্রুজয় এবং শিল্পনির্ম্মাণ মাত্র মনুষ্যের প্রয়োজনীয় থাকে না, সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মোপদেশই সমধিক আবশ্যক বোধ হয়, তখন যে সকল মহাত্মা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের উপদেশ করেন তাঁহাদিগকে এই সকলের অপেক্ষাই বড় বলিয়া বোধ হয়। জল, বায়ু, বহ্নি অতি আশ্চর্য্য পদার্থ, জ্যোতিষ্কগণ তদপেক্ষাও অধিক চমৎকারজনক, জীবন আরও রহস্য বস্তু, বৈষয়িক সুখ দুঃখের ব্যাপার সকলের চিত্তাকর্ষক, কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান যেমন অতীব গুহ্য এবং বিস্ময়জনক এমত আর কিছুই নাই! অতএব যাঁহারা মূর্ত্তিমৎ জ্ঞানস্বরূপ তাঁহারা যে নরগণের অবশ্য পূজ্য হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? তাঁহারা চিন্ময় ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। এই অবস্থায় যে ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত হয় তাহার নাম অবতারোপাসনা। অবতার উপাসনা আরম্ভ হইলে মনুষ্যদিগের দিন দিন ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায় হয়। কারণ উক্ত অবতারেরা নর-

জাতির সমীপে চিন্ময় ঈশ্বরের প্রতিরূপস্বরূপে পরিচিত হয়েন; এবং ঐ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া জনগণ ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারে।

মনুষ্যের মন কার্য্য কারণ সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্মদর্শনক্ষম হইলে উহাতে ক্রমশঃ দ্বৈতভাবের হ্রাস হইয়া অদ্বৈতবাদ গ্রহণে উন্মুখতা জন্মিতে থাকে। অদ্বৈতবাদী ভক্তিপরিসিক্তহৃদয়ে জড়জগৎকেও সেই একমাত্র অদ্ভুতময় শক্তি হইতে অভিন্ন দেখিতে চেষ্টা করেন এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে সেই চিন্ময় পরমেশ্বরকে আপনাতেই দেখিতে পান।

এই বিষয়োপলক্ষে আরও একটী কথা বক্তব্য আছে। ধর্ম্মপ্রণালীর পরিবর্ত্তন হইলে কোথাও পূর্ব্বপ্রথা একেবারে অপ্রচলিত হইয়া যায় না। পূর্ব্ব ধর্ম্মের সহিত পর ধর্ম্মটীর সংযোগ হইয়া কিছুকাল দুইই এক সময়ে চলিতে থাকে। ক্রমে দ্বিতীয়টীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ হয়, প্রথমটী তাদৃশ প্রবল থাকে না। যেমন বালকদিগকে প্রথমে বর্ণমালা পড়াইতে হয়, তাহার পর তাহারা বানান ফলা প্রভৃতি শিখে, কিন্তু সেইগুলি শিখিবার সময় যে বর্ণমালা ভুলিয়া যায় এমত নহে, বস্তুতঃ ঐ বর্ণমালা শিক্ষা হইয়াছে বলিয়াই তাহারা অপরগুলি শিখিতে পারে। ধর্ম্মশিক্ষাতেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। জড়োপাসনার পর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপাসনা আরম্ভ হয়, পরন্তু তৎকালে জড়োপাসনাও একেবারে পরিত্যক্ত হয় না। প্রত্যুত জড়োপাসনাধীন উপাসনায় যেরূপ সমস্ত বিধির শিক্ষা হইয়াছে, জ্যোতিষ্ক উপাসনায় সেই সকল বিধিই প্রচলিত হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে।

মনুষ্যের পূর্ব্বাপর অবস্থা সম্বন্ধে মতভেদ।

মনুষ্যজাতির ইতিবৃত্ত বিষয়ে প্রাচীন এবং নব্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে একটী বিশেষ মতভেদ আছে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেকেই বলিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্য জাতির অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, ক্রমে কালসহকারে সেই অবস্থা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা এই মতের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন না। ইহাঁরা বলেন, মনুষ্য আদিমাবস্থায় কি ধর্ম্মজ্ঞানে, কি সমাজ-বন্ধনে, কি উপভোগ্য-সাধনে সকল বিষয়েই অতি হীনদশাপন্ন থাকে, ক্রমে অতি সুদীর্ঘ-কালে নানা বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া অল্পে অল্পে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতঃ সকল বিষয়েই উন্নতিলাভ করে। যেমন শিশুদিগের কোন জ্ঞান এবং কোন

ক্ষমতাই থাকে না, সেইরূপ আদিম অবস্থায় মনুষ্যজাতিরও জ্ঞান এবং ক্ষমতার অভাব থাকে। শিশুরাও যেমন অল্পে অল্পে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করে, মনুষ্যজাতিও সেইরূপে সকল বিষয় শিখিয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান বর্ব্বর-দশাপন্ন বন্য লোকদিগের মধ্যেই মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থার দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। যে সকল প্রাচীন পণ্ডিতেরা মনুষ্যের আদিম অবস্থার উৎকর্ষের বর্ণন করেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে, অতি-মনুষ্যশক্তি-সম্পন্ন দেবাদিই মনুষ্যগণের আদিম শিক্ষক। তাঁহাদিগের মতে, প্রথমে দেবতারাই মনুষ্যদিগকে ভাষা এবং লিপিকর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয় শিখাইয়াছিলেন। সেই সময়ে মনুষ্যের সহিত দেবগণের সংস্রব অতি ঘনিষ্ঠরূপই হইত, সুতরাং তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং সুখের যৎপরোনাস্তি আতিশয্য ছিল।

পরস্পর অতিবিরুদ্ধ এই দুইটী মতবাদের মধ্যে নব্য পণ্ডিতদিগের মতটীই বিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিতে হয়। অপর মতটী বুঝিবার নিমিত্ত তেমন কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। অমুক দেবতা অমুক জাতীয় জনগণকে অমুক বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন—একথা বলিলে কেমন করিয়া শিখাইয়াছিলেন, কেন শিখাইয়াছিলেন, কখন কাহাকে শিখাইয়াছিলেন, এ সকল প্রশ্নের স্থল প্রায়ই থাকে না। দেবতাদিগের প্রবর্ত্তিত প্রণালী, তাঁহাদের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ এবং সেই অনুগ্রহনিগ্রহাদির কালাকাল—এ সকল বিষয় মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ব্যাপার, সুতরাং এসকল কথা বিচারের বিষয় নহে। আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করা মনুষ্যের স্বভাব। সেই স্বভাবানুযায়ী হইয়াই ঐ সকল বিবরণে প্রতীতি স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, মনুষ্যেরা আপনা হইতেই অল্পে অল্পে সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছে—তাঁহাদিগের কথাগুলি বুঝিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা না করিলে, কোন ক্রমেই বুঝিতে পারা যায় না। যে দিকে দৃষ্টি করা যাউক, পশ্বাদির সহিত তুলনায় মনুষ্যের উন্নতি এত অধিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় যে, সেই উন্নতির আরম্ভ এবং চরমসীমা ত নির্দ্দিষ্ট হইতেই পারে না; তাহার ক্রম নিরূপণ করাও বিলক্ষণ দুরূহ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

কিন্তু উন্নতির ক্রম নিরূপণ করা যদিও দুরূহ ব্যাপার বটে, তথাপি পণ্ডিতদিগের ঐ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি, মনুষ্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রাকৃতিকশক্তির প্রভাবে বিভিন্ন মনুষ্য-

সমাজে উন্নতি বা অবনতিসাধন হইতেছে, কস্মিন্‌কালেও তদর্থ অপর কোন শক্তির প্রয়োজন হয় নাই। এখনও যে সকল কারণের কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইতেছে, সকল সময়েই সেইরূপ কারণেরই কার্য্য হইয়া আসিয়াছে।

যুগভেদের পর্য্যায়ক্রম।

প্রাচীনদিগের মতে পৃথিবীতে চারিটী যুগ হইয়াছে এবং সেই সকল যুগভেদ সমস্ত পৃথিবীতে একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়াছে। তাঁহাদিগের মতে প্রথম যুগটী অতি উৎকৃষ্ট—উহা সুবর্ণকাল। ঐ সময়ে নরগণ স্বর্ণপাত্রে ভোজনাদি করিত। তাহার পরে রজতযুগ। ঐ সময়ে রৌপ্য পাত্রাদির ব্যবহার। তদনন্তর তাম্রযুগ—তাম্রপাত্রাদির বহুল প্রচার। সর্ব্বশেষে লৌহযুগ এবং লৌহবিনির্ম্মিত পাত্রাদির প্রচলন।

নব্য পণ্ডিতবর্গের অনুসন্ধানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নরগণ বিভিন্নরূপ উপাদানের দ্বারা আপনাদিগের প্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। পৃথিবীর যে সকল অতি নিম্নবর্ত্তী স্তরে মনুষ্যের কঙ্কাল, আবাস-গর্ত্ত, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়াছে যে, ঐ সকল যন্ত্র এবং অস্ত্রাদির অধিকাংশই প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। এই জন্য সেই আদিম সময়কে প্রস্তরযুগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা ইহাও দেখিয়াছেন যে ঐ প্রস্তরযুগ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক সময়ে প্রবৃত্ত হয় নাই। কোন কোন স্থানে, (যথা ফিজি দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে এবং ভারতবর্ষেরও দুই একটী পার্ব্বতীয় প্রদেশে) ঐ যুগ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ ঐ সকল স্থানের লোকেরা এখনও প্রস্তরবিনির্ম্মিত অস্ত্রাদির বহুল ব্যবহার করে—কোন প্রকার ধাতব দ্রব্য হইতে অস্ত্র বা যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিতে জানে না। প্রস্তরবিনির্ম্মিত অস্ত্রাদির মধ্যেও একটী বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। যে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন, তাহা প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বা চিরিয়া নির্ম্মিত। যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সেগুলি ঘর্ষণের দ্বারা সুপরিষ্কৃত। প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রাদিতে এই প্রভেদ নিরীক্ষণ করিয়া পণ্ডিতেরা প্রস্তরযুগটীকে দুইটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেন। তাহার একটীর নাম ঊর্দ্ধতন-প্রস্তরযুগ, অপরটীর নাম অধস্তন প্রস্তরযুগ। ঐ উভয় যুগেই কাষ্ঠ, শৃঙ্গ এবং অস্থি হইতেও অস্ত্রশস্ত্রাদি

নির্ম্মিত হইত। ঐ সময়ে, বিশেষতঃ অধস্তন প্রস্তরযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে, স্বর্ণ এবং রৌপ্যেরও কিয়ৎপরিমাণে ব্যবহার আরব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ধাতব দ্রব্যের মধ্যে তাম্রই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। উহা প্রায়ই ভূগর্ভে অতি গভীরভাবে নিহিত থাকে না এবং অনেকানেক স্থলে উহা অবিমিশ্র অবস্থাতেও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কোন কোন দেশের ভাষায় উহা লোহিতপ্রস্তর নামেই খ্যাত। অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কঠিনতম প্রস্তরের অন্বেষণ করিতে করিতেই নরগণ তাম্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং তাম্রকে এক প্রকার প্রস্তর বলিয়াই মনে করিয়াছিল। পরে উহারা উহার বিশেষ গুণ জানিতে পারে। প্রথমে অবিমিশ্র বৃহৎ বৃহৎ তাম্রখণ্ডকে প্রস্তর দ্বারা পিটিয়াই প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্রাদির প্রস্তুত হইয়াছিল, পরে তামা গলাইয়া লইবারও উপায় আবিষ্কৃত হইয়া উঠে। ফলতঃ প্রস্তরযুগের পরেই যে একটি তাম্রযুগ দেখা দিয়াছিল, একথা বলা যাইতে পারে। পরন্তু তাম্রযুগ সমধিককাল স্থায়ী হয় নাই। যখন তামা গলাইয়া ঢালিয়া লইবার উপায় উদ্ভাবিত হয়, তখন মনুষ্যের বিষয়জ্ঞতা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তখন অপর একটী ধাতু যথা রাঙ্গ বা টিন পাইলে তাহাকে তামার সহিত মিশাইয়া একটী মিশ্রধাতুর উৎপাদন করা আর তত কঠিন কার্য্য হয় নাই। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ তামা অধিক নমনীয়। তাহা হইতে যে অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, তাহা তেমন কঠিন বা তীক্ষ্ণধার হয় না। এই জন্য তামাকে সমধিক কঠিন করিয়া লইবার প্রয়োজন স্বতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তামা এবং রাঙ্গের মিশ্রণে যে ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহার ইংরাজী নাম 'ব্রন্‌জ'। বাঙ্গালায় উহাকে পিত্তল বলে—আর তামা এবং দস্তার মিশ্রণে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকেও পিত্তল বলা যায়। যে সময়ে নরগণের মধ্যে পিত্তল বিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাদির বহুল ব্যবহার, সেই সময়টীকে পৈত্তলযুগ বলা গিয়া থাকে।

পৈত্তলযুগটী তাম্রযুগের ন্যায় স্বল্পকালস্থায়ী হয় নাই। পিত্তলযুগের উদাহরণস্থল অতি বিস্তৃত। প্রাচীন গ্রীকেরা মহাকবি হোমরের সময় পর্য্যন্ত পিত্তল বিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাদির সমধিক ব্যবহার করিত। রোমীয়দিগের মধ্যেও পিত্তলমণ্ডিত ঢাল সমধিক প্রচলিত ছিল।

কিন্তু ঐ দুই জাতীয় লোকেরা এবং মিসরীয়, ফিনিকীয়, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন জাতীয়েরা যে সকল পিত্তলেরই ব্যবহার জানিত এমত নহে। উহারা সকলেই লৌহ ধাতুর গুণও জানিতে পারিয়াছিল। অতএব উহা-

দিগের সময় হইতেই পিত্তলযুগের পরবর্ত্তী যে লৌহযুগ তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, এমন বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ঐ লৌহযুগ এখনও চলিতেছে। লৌহের অপেক্ষা মনুষ্যের অধিকতর প্রয়োজনোপযোগী অপর কোন ধাতু এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান ধাতু পিত্তলযুগের পূর্ব্ব হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল ধাতু শোভা-সম্বর্দ্ধনের এবং ধন সঞ্চয়ের যেমন উপযোগী, মনুষ্যের অপর কোন সাক্ষাৎ প্রয়োজন সাধনে তাদৃশ উপযোগী নহে। ঐ প্রকার ধাতুর আবিষ্কার প্রাকৃতিক শক্তির উপর মনুষ্যের প্রভুতা সম্বর্দ্ধনের হেতুভূত হইয়া যুগভেদের প্রবর্ত্তন করিতে পারে না।

বিজ্ঞানবিৎ নব্য পণ্ডিতদিগের এই যুগ পর্য্যায়ের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, মনুষ্যের আদিম অবস্থা অতি অপকৃষ্ট—সেই অবস্থা হইতে মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে যেমন কাষ্ঠময় লগুড়াদি হইতে কঠিনতর প্রস্তর, প্রস্তর হইতে তাম্র, তাম্র হইতে পিত্তল এবং পিত্তল হইতে লৌহের ব্যবহার দ্বারা উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে, তেমনি সর্ব্ব বিষয়েই আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে।

নানা দেশে বিশেষতঃ ইউরোপ এবং আমেরিকা খণ্ডে, নব্য পণ্ডিতেরা সুগভীর ভূগর্ভ নিহিত নর-কঙ্কাল সকল পরীক্ষা পূর্ব্বক বলেন যে, যত পূর্ব্ব কালে যাওয়া যায়, মনুষ্য ততই খর্ব্বশরীর, ক্ষুদ্রশিরস্ক এবং স্বল্পবলশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের মতে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে দীর্ঘায়ত দীর্ঘশিরস্ক এবং দীর্ঘায়ু মনুষ্যের সঞ্চার হইয়াছে।

অগ্নি-ব্যবহার, রন্ধন এবং পাত্রাদি-গঠনের পর্য্যায়ক্রম।

প্রস্তর যুগেরও বহু পূর্ব্বে অবশ্যই এমন একটী সময় ছিল যখন পশ্বাদির ন্যায় মনুষ্যেরাও অগ্নির কোন ব্যবহার জানিত না। কিন্তু সেই অনগ্নিক দশায় মনুষ্যের যে কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা মনে মনেই অনুমান করিবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহার কোন উদাহরণ স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পর্য্যটকেরা দ্বীপনিবাসী কোন কোন বর্ব্বর দশাপন্ন লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন বটে, যে তাহারা অগ্নির ব্যবহার জানে না। কিন্তু তাঁহাদের সে কথার যাথার্থ বিষয়ে তেমন প্রমাণ নাই। আর ভূগর্ভনিহিত প্রাচীনতম মনুষ্যবাসের মধ্যেও সর্ব্বত্রই

কাষ্ঠদহনজাত অঙ্গারাদিরূপ অগ্নি ব্যবহারের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মনুষ্যেরা যে সময়ে অগ্নির ব্যবহার জানিত না, সে সময়ের কোন চিহ্নই এক্ষণে বিদ্যমান নাই। সে সময়ে নরগণ নিতান্ত পশুভাবাপন্নই ছিল।

কিন্তু অগ্নির প্রয়োজন এত অধিক, উহা প্রাপ্ত হইবার উপায়ও এত অধিক এবং উহার ব্যবহার করিতে পারিলে এত বিঘ্ন বিপত্তির নিবারণ এবং কার্য্যের সুবিধা হয় যে, মনুষ্যের বুদ্ধি শক্তির প্রথম উন্মেষ মাত্রেই যে অগ্নির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমে মনুষ্যেরা স্বইচ্ছাতঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কৃত করিতে পারে নাই। এই জন্য তাহারা অতি যত্নপূর্ব্বক অগ্নি রক্ষা করিত, পরে কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। [illegible] অরণিযন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ উহার উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় অগ্নি উৎপাদনের পরিশ্রম লঘু হইয়া আইসে। তাহার পর লৌহ এবং প্রস্তরের পরস্পর সংঘাতে অগ্নি উৎপাদনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া গেলে অরণি-যন্ত্রের ব্যবহার সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হয়। পরে লুসিফর শলাকা উদ্ভাবিত হইয়া চকমকির স্থান গ্রহণ করে এবং চকমকির ব্যবহার প্রায় উঠিয়া যায়।

অগ্নির ব্যবহার অবগত হইলেই ইতর জন্তু হইতে মনুষ্যের পার্থক্য বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হইতে থাকে। ইতর হিংস্র জন্তু মাত্রেই অগ্নিকে ভয় করে এবং যেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিতে পায়, সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করে। সুতরাং অগ্নির ব্যবহারের আরম্ভ মাত্রেই মনুষ্যের আবাস গুলি অনেকটা ভয় এবং বিঘ্নশূন্য হইয়া উঠে। প্রস্তরযুগে মনুষ্যদিগের অস্ত্র শস্ত্রাদি ভাল থাকে না। অগ্নির ব্যবহার শিখিয়া মনুষ্যেরা অগ্নি দ্বারাই উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারে। বড় বড় কাঠ কাটিয়া তাহার অন্তর্ভাগ খুদিয়া ডোঙ্গা প্রস্তুত করা অগ্নির সাহায্যে অল্পায়াস এবং অল্পকাল সাধ্য হইয়া যায়। তাম্রাদি ধাতু হইতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্র, যন্ত্র এবং পাত্রাদি নির্ম্মিত হয়, অগ্নির দ্বারা ঐ সকল ধাতুকে গলাইয়া তাহা সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। আর আম মাংস মৎস্যাদি ভক্ষণ করিবার যে রীতি প্রচলিত থাকায় মনুষ্যের বুদ্ধি এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পাইত না, অগ্নির ব্যবহার আরব্ধ হইলে সেই রীতি ক্রমশঃ রহিত হইয়া যায় এবং

খাদ্য সামগ্রীর প্রকারভেদ, স্বাদুতা এবং উপকারিতা বর্দ্ধিত হইয়া নরগণকে সুখী, সুধী এবং শান্তশীল করিয়া তুলে।

পাক করিয়া খাওয়া এক্ষণে মনুষ্যের একটী বিশেষ ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। রন্ধনের প্রকারভেদ এবং তাহার কৌশল এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সূপকারিতা একটী বিশেষ বিদ্যা এবং ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অগ্নির ব্যবহার যখন প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন পাকের এত পারিপাট্য হয় নাই। তখন খাদ্য সামগ্রীকে অগ্নিতে পোড়াইয়া লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। তাহার পর, অগ্নির সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ব্যতিরেকে শূল্যাদি প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। তদনন্তর খাদ্য দ্রব্য উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া লইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সে সময়ের সিদ্ধ করিবার রীতি এক্ষণকার রীতি হইতে স্বতন্ত্র। তখন হাঁড়ি, কলসী, মালসা প্রভৃতি মৃৎ পাত্রের এবং কড়া, বাঁটুলা, বহুগুণা প্রভৃতি ধাতু পাত্রের কিছুরই সৃষ্টি হয় নাই। তখন ভূমি মধ্যস্থ গর্ত্তে, অথবা মৃগয়ালব্ধ পশুর চর্ম্মে, কিম্বা গাছের ডাল কাটিয়া তাহার চেয়াড়ির দ্বারা নির্ম্মিত চুপড়িতে অথবা বৃহদাকার শম্বুকাদির কিম্বা বৃহৎ বৃহৎ ফলের খোলায়, তরল পদার্থ ধারণের উপযোগী পাত্র প্রস্তুত হইত। ঐ সকল পাত্রের কোনটীতেই অগ্নির জ্বাল দিবার যো নাই। এই জন্য তখনকার লোকেরা কোন দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইলে, ঐরূপ কোন পাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে সেই দ্রব্যটী রাখিয়া অন্য স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিত এবং সেই অগ্নিতে উপলখণ্ডাদি উত্তপ্ত করিয়া ঐ পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে জলে গরম হইয়া উঠিত এবং সেই জল খাদ্য দ্রব্যটী এক প্রকার সিদ্ধ হইত। এরূপ করিয়া সিদ্ধ করিতে অনেক সময় যায় এবং অনেক পরিশ্রম হয়। সুতরাং ইহার প্রতি বিধানের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টাই হইতে থাকে। প্রথমে প্রস্তর দ্বারাই জ্বালসহ পাত্রের নির্ম্মাণ চেষ্টা হয়। পরে চেয়াড়ি অথবা পশুচর্ম্ম কিম্বা শম্বূক অথবা ফলের খোলায় যে সকল পাত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহার তলায় খুব পুরু করিয়া মাটির লেপ দিয়া উহাদিগকে জ্বালসহ করা হয়। এইরূপ করিতে করিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, শুদ্ধ মাটি হইতেও তদ্রূপ পাত্রের গঠন হইতে পারে। মাটির পাত্রকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়াই প্রথম ব্যবস্থা, তাহার পর তাহাকে পোড়াইয়া লইবার রীতিও প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়। কুম্ভকারের ব্যবসায়ের এইরূপে অল্পে অল্পে উদ্ভব হইয়াছে। এদেশে উহা এই পর্য্যন্তই উন্নতি লাভ করিয়াছে।

চীনের বাসন প্রস্তুত করা এবং সে সকল বাসন চিত্রিত ও অতি দিব্যগঠন করা কুম্ভকারব্যবসায়ের চরম উন্নতি।

অগ্নির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে নরগণের যে সকল সৌকর্য্য সাধিত হইয়া গিয়াছে, বারুদের এবং বাষ্পীয় কলের সৃষ্টি হইয়া অবধি তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এক্ষণে আগ্নেয় অস্ত্রের প্রভাবে মনুষ্য সর্ব্বজয়ী হইয়াছেন। মনুষ্য মনে করিলেই অন্য যে কোন জীব হউক তাহার ধ্বংসসাধন করিতে পারেন। শুদ্ধ অন্য জীব নহে, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার না জানে এমত কোন নরজাতিও আর আগ্নেয়াস্ত্রধারীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। বাষ্পীয় কলের সহকারিতা লব্ধ হওয়াতে মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক শক্তি সকলের সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, বারুদের এবং বাষ্পীয় ও তাড়িতযন্ত্রের আবিষ্কার পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

ভাষার পর্য্যায়ক্রম।

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নরগণের প্রাকৃতিক বর্ণভেদের অনুসারে কোন্ কোন্ মূল ভাষা ছিল, ইহা যেমন স্পষ্টরূপে আবিষ্কৃত করিয়াছেন, ভাষার প্রথম সৃষ্টি বিষয়ে তেমন কোন বিশুদ্ধ নিয়ম এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রাচীনদিগের মধ্যে একটী দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী নরজাতিসমূহ একমাত্র আদিম মনুষ্যদম্পতী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তেমন একমাত্র মূল ভাষা হইতে সর্ব্ব প্রকার ভাষারও উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বকালের কোন কোন রাজা সেই মূল ভাষা কি, তাহার নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রকার পরীক্ষাবিধান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মিসরের কোন রাজা সদ্যোজাত দুইটী শিশুকে একটী মূক ধাত্রীর হস্তে পালনার্থ সমর্পণ করিয়া রাখেন। পরে তাহারা সর্ব্বাগ্রে যে ভাষার শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা শুনিয়া স্থির করেন যে ফ্রিজীয় ভাষাই সকল ভাষার মূল! শুনা যায়, স্কট্‌লণ্ডের কোন রাজা অবিকল ঐরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, হিব্রুভাষাই সকলের মূল ভাষা! মোগল সম্রাট্ আকবর্ সাহ আগরা নগরের সন্নিহিত কোন স্থানে চারিটী সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া কয়েকজন মূক ধাত্রীর দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া দেখিয়াছিলেন

যে, শিশুরা কি মৌলবী, কি পণ্ডিত, কি পাদ্রি কাহার পরিজ্ঞাত কোন ভাষার শব্দই উচ্চারণ করে না—কেবল হাত পা নাড়িয়া এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে অপরিস্ফুট শব্দ করিয়া আপনাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে পারে।

আকবর সাহের অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষা বিধানের বিবরণ সত্য হউক বা না হউক, ইহার মধ্যে একটী প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে। মনুষ্যেরা প্রথমতঃ অঙ্গভঙ্গী দ্বারাই আপনাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করে। সেই সকল অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত, যেমন পশ্বাদিরও হইয়া থাকে, তেমনি মনুষ্যেরও মুখবিবর হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপ শব্দ নির্গত হয়। যে প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী এবং শব্দ একই সময়ে উদ্ভূত হয়, তদুভয়ই একই ভাবব্যঞ্জক বলিয়া তাহাদিগের পরস্পরে এক প্রকার দৃঢ় সাদৃশ্য থাকে। যে পরিমাণে সেই সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণে শব্দদ্বারা ভাবপ্রকাশ, অঙ্গভঙ্গী বা ইঙ্গিত দ্বারা ভাব-প্রকাশের স্থান অধিকার করে।

কিন্তু নূতন শব্দসৃষ্টিরও বিশেষ বিশেষ ক্রম আছে। তাহার মধ্যে একটী ক্রম এই যে, যে দ্রব্য হইতে যে প্রকার শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, সেই শব্দের অনুকরণেই সেই দ্রব্যের নামকরণ হইয়া থাকে।* আর একটী ক্রম এই যে, যে দ্রব্য যেরূপ কার্য্য করিতেছে বা করিয়া থাকে বলিয়া অনুভূত হয়, সেই কার্য্যের প্রকৃতি এবং নাম হইতে ঐ দ্রব্যের নামকরণ হয়। † এই দুইটী নিয়ম বুঝিলেই ভাষাসৃষ্টির মূল কিরূপ, তাহা অনেকটা বুঝা যায়। কিন্তু কোন ভাষার সকল শব্দই যে, ঐ দুই প্রকারে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। পৃথিবীতে যত ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণতম ভাষাতেও এমন অনেক শব্দ থাকে, যাহাদিগকে উৎপত্তির ক্রম উল্লিখিত উভয় নিয়মের কোনটীরই অন্তর্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্বনাম শব্দ, অব্যয় শব্দ এবং অপরাপর অনেক শব্দ ঐরূপ। উহারা কোন স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণজাত অথবা স্বতঃই কোন ক্রিয়াবাচক মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ঐ সকল শব্দ উচ্চারণসৌকর্য্যের নিমিত্ত কালসহকারে এতদূর রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে, উহাদিগের উৎপত্তির প্রণালী সম্যক্ প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

---

* যথা—কা শব্দ হইতে "কাক"।

† যথা—কর্ কর্ করিয়া কাটার শব্দ হইতে "করাত"।

ভাষার ক্রমোন্নতি বিষয়ে আর কয়েক নি ম প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার একটী নিয়ম এই যে, ভাষার আদিমাবস্থায় দ্রব্যবাচক, গুণ-বাচক এবং ক্রিয়াবাচক শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সেই অবস্থায় উপসর্গ এবং বিভক্তির ব্যবহার হয় না। উপসর্গ এবং বিভক্তিগুলি পূর্ণাবয়ব শব্দ সকলের অপভ্রংশ হইতে বহুকাল পরে জন্মিয়া থাকে। তাহাদিগের সৃষ্টি হইয়া গেলে ভাষার প্রগাঢ়তা এবং জটিলতা ক্রমে এতই বর্দ্ধিত হয় যে, উহার বৈয়াকরণবন্ধনগুলি নিতান্ত দৃঢ় হইয়া উঠে। কোন জাতীয় লোকের ভাষা এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইলে যদি সেই জাতি অপর কোন ভিন্নভাষী জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আইসে, তবে কথোপকথনে ঐ জটিল ভাষার ব্যবহার স্বতঃই রহিতপ্রায় হইয়া যায় এবং ঐ ভাষার অনেকানেক অংশ শিথিলবন্ধ নূতন ভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তঃসারতা সম্বর্দ্ধিত করে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের এবং ইউরোপখণ্ডে লাটিন ভাষার অপভ্রংশ সমস্ত এইরূপে আধুনিক ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে। উভয় স্থলেরই আধুনিক ভাষাগুলি বিলক্ষণ সতেজ এবং পরিপুষ্ট, কিন্তু কোনটাই প্রাচীন সংস্কৃত এবং লাটিনের ন্যায় দৃঢ়সম্বদ্ধ নহে।

লিপির পর্য্যায়ক্রম।

মনুষ্যের মনোগত ভাব প্রকাশের আদিম এবং সাধারণ উপায় অঙ্গভঙ্গী বা ইঙ্গিত। যদিও সকল দেশে এবং সকল বিষয়ে ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গী অবিকল একরূপ হয় না বটে, তথাপি দৃষ্ট হইয়াছে যে, অনেক স্থলেই এবং অনেক বিষয়েই ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত দ্বারা ভাব প্রকাশের রীতি প্রায় একরূপই হইয়া থাকে। ইউরোপ খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বধির এবং মূকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিদ্যালয়ের স্থাপনা হইয়াছে, তাহাতে প্রায় একই প্রকার অঙ্গভঙ্গীর প্রচলন হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর-আমেরিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, প্রভৃতি নানা স্থান হইতে যে বর্ব্বর লোকদিগকে সময়ে সময়ে আনিয়া একত্র করা হইয়াছে, তাহারা যদিও কেহ কাহার ভাষা বুঝিতে পারে না, তথাপি অনায়াসেই পরস্পরকৃত ইঙ্গিত বুঝিয়া এক প্রকার আলাপ করিতে পারে। উল্লিখিত মূকবধিরদিগের বিদ্যালয়ে ঐ বর্ব্বর লোকদিগকে লইয়া দেখা গিয়াছে যে, মূক-বধির ছাত্রেরা উহাদিগের ইঙ্গিত বুঝিতে

পারে এবং উহারাও ছাত্রদিগের ইঙ্গিত বুঝিয়া তাহাদিগের সহিত আলাপে বিশেষ সন্তোষ অনুভব করে। এই সকল এবং অন্যান্য অনেক প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ হয় যে, ইঙ্গিত দ্বারা ভাবের প্রকাশ করা মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে একবিধ কার্য্য এবং উহা প্রায়ই এক রীতিতে সম্পাদিত হয়।

বাস্তবিক ইঙ্গিতব্যঞ্জনা একরূপ হইবার একটী বিশেষ কারণই বিদ্যমান আছে। অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা কোন বস্তুর বোধ জন্মাইতে হইলে হস্তাদির দ্বারা সেই বস্তুর অনুকৃতি বা ছবি প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করা নৈসর্গিক ব্যাপার। এক বস্তুর ছবি মোটামুটি একরূপই হইয়া থাকে। এই জন্যই সর্ব্ব দেশের সর্ব্বকালের ইঙ্গিতব্যঞ্জনা সুবহুস্থলেই একবিধ হয়।

ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার সারভূত যে চিত্রকরণ ব্যাপার, তাহা হইতেই লিপিকার্য্যের আরম্ভ। দুইটী মনুষ্য পরস্পর সন্নিহিত থাকিলেই ইঙ্গিত দ্বারা অন্যোন্যকে আপনাদিগের অভিপ্রায় অবগত করিতে পারে। কিন্তু দূরবর্ত্তী স্বজনদিগকে মনোগত ভাব জানাইবার প্রয়োজন সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিকে যে ইঙ্গিত প্রদর্শিত হয়— দূরবর্ত্তী ব্যক্তিকেও তাহারই অনুকৃতি চিত্রিত করিয়া পাঠাইতে হয়। বাস্তবিক বর্ব্বরজাতীয় লোকদিগের মধ্যে এই প্রকার চিত্রলিপির প্রচলন সর্ব্বদেশ-সাধারণ। হঠাৎ বোধ হইতে পারে যে, মনুষ্যদিগের তেমন নিকৃষ্টাবস্থায় চিত্রকার্য্যের তাদৃশ বাহুল্য কিরূপে হয়? কিন্তু শিশুদিগের মধ্যে কয়লা খড়ি প্রভৃতি দ্বারা মাটিতে আঁচড় কাটিয়া খেলা করিবার রীতি যেমন অতি অল্প বয়সেই দেখা দেয়, তেমনি দৃষ্ট বস্তুর অনুকৃতি প্রস্তুত করার প্রবৃত্তি মানবজাতির অতি আদিম অবস্থা হইতেই জন্মে। যেখানে ভূগর্ভনিহিত মনুষ্যকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, সেই খানেই তৎকালেও মনুষ্যেরা যে খোদকতা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল, এবং ঐ কার্য্যে কতকটা দক্ষতাও লাভ করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সশব্দ ইঙ্গিতব্যঞ্জনা এবং বৃক্ষের পত্রে, ত্বকে, কাষ্ঠে, প্রস্তরফলকে এবং স্বশরীরে সেই ইঙ্গিত সকলের চিত্রকরণ বা খোদকতা, একই সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যদিও এমন কথা বলা যাইতে পারে না বটে, তথাপি যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহাতে উহাদিগের অন্তরকাল যে অধিক ছিল এরূপ অনুমানও করিতে পারা যায় না। প্রায় প্রথম হইতেই সশব্দ ইঙ্গিত এবং চিত্রকরণ— এই উভয় কার্য্যই যেন একযোগ হইয়া চলিয়াছে বোধ হয়।

কিছুকাল এইরূপ চলিলে এবং শব্দের উচ্চারণ অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে, দ্রব্যবোধক ইঙ্গিতে এবং সেই ইঙ্গিতের চিত্রে এবং তদ্বোধক শব্দে একটী অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। অর্থাৎ চিত্রগুলি যেমন দ্রব্যের তেমনি শব্দেরও পরিচায়ক হইয়া উঠে।

চিত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধে যেমন দ্রব্যের পরিচায়ক, তেমনি সেই দ্রব্যবোধক শব্দেরও পরিচায়ক হইলে, ক্রমে ক্রমে চিত্রের অঙ্গভঙ্গ হইয়া তাহার সংক্ষেপ-সাধন হইতে থাকে। প্রথমে এক একটী চিত্রাংশ এক একটী পূর্ণাবয়ব পদকেই বুঝায়, পরে ঐ চিত্রাংশ খর্ব্ব হইয়া যায়, এবং পদাংশকে বুঝাইতে আরম্ভ করে এবং পরিশেষে চিত্রাংশগুলি আরও ভগ্ন এবং ক্ষুদ্র হইয়া এক একটী বর্ণমাত্রকে বুঝায়।

লিপিকার্য্যের সৃষ্টি এইরূপে অল্পে অল্পে হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা চিত্রলিপি পর্য্যন্তই করিতে পারিত—দক্ষিণ আমেরিকার পেরু এবং মেক্সিকো দেশনিবাসী লোকেরা চিত্রলিপি এবং শব্দলিপি দুই প্রকার লিপিকার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারিত। উহারা কেহই বর্ণলিপি করিবার রীতি উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ঐ সামর্থ্য প্রাচীন মিসরীয়দিগের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। মিসরীয় যাজকেরা চিত্রলিপি, শব্দলিপি এবং বর্ণলিপি—এই তিনপ্রকার লিপিকার্য্যই নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত বর্ণমালা য়িহুদী এবং ফিনিকীয়েরা প্রাপ্ত হয় এবং বর্ণলিপিজ্ঞান ক্রমশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র এবং অন্যান্য খণ্ডেও প্রচারিত হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষ, তিব্বত এবং ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণলিপিজ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে, মিসরীয় বর্ণলিপি তাহার মূল বলিয়া বোধ হয় না। যদিও বর্ণলিপিজ্ঞানের উদ্ভাবন প্রণালী একই, তথাপি অনুমান হয় যে, তাহার কোন স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক মূল থাকিবে। কিন্তু সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত তেমন কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

সাংখ্যালিপির পর্য্যায়ক্রম।

চিত্ররূপ লিপি, সকল বিষয়েই খাটে। কোন ঘটনাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে, তাহা চিত্রলিপি খানির পূর্ব্বাপর ভাগের অনুক্রমে চিত্রিত করিলেই হয়। কোন বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া তাহার

অপেক্ষাও সহজ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুটী চিত্রিত করিয়া তাহার উপরিভাগে তাহার সংখ্যাবোধক দাঁড়ি দিয়া দিলেই চলিতে পারে। কিন্তু নরগণ বস্তুর সংখ্যা বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমে ঐ প্রণালী অবলম্বন করে নাই। তাহারা প্রথমতঃ দড়িতে গাঁইট বাঁধিয়া সংখ্যা বুঝাইত। এই ব্যাপার কোন কোন দেশে (১) এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, রাজকোষের খাজনা, তহবিলের হিসাব এবং আদমসুমারীর হিসাব পর্য্যন্ত দড়ির গাঁইটেই রাখা হইত! ঐ দড়ি কখন কখন চারি শত হাত লম্বা এবং অনেকানেক শাখা প্রশাখাযুক্ত হইত; এবং গাঁইটগুলিও বিভিন্ন রূপের এবং বিভিন্ন তাৎপর্য্যের হইত। ইহাও এক প্রকার লিপিকার্য্য এবং ইহার মূল সংখ্যাবিষয়ক জ্ঞান। কিন্তু সংখ্যাবিষয়ক জ্ঞান সুপরিস্ফুট হইতে অনেক কাল লাগিয়াছিল। অদ্যাপি এমন দুই চারিটী বর্ব্বর জাতি আছে, যাহারা পাঁচের অধিক গণনা করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা ছয় বা সাত বলিতে হইলে, পাঁচ আর এক, পাঁচ আর দুই, এইরূপ বলিয়া থাকে। কোন কোন পর্য্যাটক বলিয়াছেন যে, এমনও বর্ব্বরভাষা আছে যাহাতে এক আর দুই সংখ্যার নাম ভিন্ন আর কোন সংখ্যার নাম নাই। কিন্তু আবার কোন কোন অসভ্য জাতি এক হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত গণনা করিয়া তাহার পর এক কুড়ি আর এক, এইরূপে গণনা করিত। ফল কথা, সর্ব্বাদৌ নরগণ মনোগত ভাব প্রকাশের নিমিত্ত অপরাপর স্থলে যেমন করিয়াছিলেন, তেমনি সংখ্যা বুঝিবার এবং বুঝাইবার নিমিত্তও সর্ব্বপ্রথমে ইঙ্গিতব্যঞ্জনার আশ্রয় লইয়াছিল, অর্থাৎ আঙ্গুলপাঁজি করিয়াই আপনারা সংখ্যার অবধারণা করিত এবং আঙুল দেখাইয়াই সংখ্যার পরিমাণ অন্যকে বুঝাইত। এক হাতে পাঁচটী অঙ্গুলি—এই জন্য অনেক জাতি অনায়াসেই পাঁচ পর্য্যন্ত সংখ্যার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামকরণ করিয়া সংখ্যাগুলিকে অঙ্গুলি প্রদর্শনের অনুকরণপূর্ব্বক চিত্রিত করিত। এই ব্যাপারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ রোমান সংখ্যালিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—যথা,

এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ
I	II	III	IV	V

এস্থলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, এক, দুই, এবং তিন, এই তিনটী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হস্তের এক, দুই এবং তিন অঙ্গুলি প্রদর্শনের অনুরূপ। পাঁচ সংখ্যা

(১) পেরু ও মেক্সিকোয় দড়ির শাখা প্রশাখা প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশ ও গ্রামাদি বুঝাইত।

দেখাইতে একটী কৌশল প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এক হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি এই দুইটী মাত্র অঙ্গুলিকে বিস্তৃত ভাবে রাখিয়া এবং মধ্যের তিনটীকে মুড়িয়া রাখিয়া পাঁচ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। চারি সংখ্যাটী যেরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অপর একটী কৌশল আছে। চারি সংখ্যা যে পাঁচ হইতে এক কম উহা সেই ভাবে প্রকাশিত।

পাঁচের পরবর্ত্তী সংখ্যালিপিতেও ঐ প্রকার ইঙ্গিতচিত্রের এবং কৌশলের লক্ষণ আছে। যথা—

ছয়	সাত	আট	নয়	দশ
VI	VII	VIII	IX	X

এস্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে, এক হাতে পাঁচ দেখাইয়া তাহার দক্ষিণে অপর হস্তের একটী, দুইটী এবং তিনটী অঙ্গুলির যোগে ক্রমান্বয়ে ছয় সাত আট সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইত। দুইটী হস্তের মণিবন্ধে মণিবন্ধে তির্য্যগ্‌ভাবে সংযুক্ত করিয়া একবারে উভয়েই পাঁচ দেখাইলে যেরূপ হয়, তাহার চিত্র দশ সংখ্যার জ্ঞাপক এবং তাহা হইতে এক বাদ দিয়া নয় সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।

রোমান সংখ্যালিপির পরীক্ষাদ্বারা, কিরূপে যে ইঙ্গিতচিত্র হইতেই সংখ্যার লিপি সাধিত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সংখ্যার নামকরণ কিরূপে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। পণ্ডিতেরা অনেক বিচার করিয়া এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন যে, মানবগণ কোন দৃষ্ট পদার্থের নাম হইতেই এক একটী সংখ্যার নামকরণ করিয়াছিল। ক্রমে পুনঃ পুনঃ কথনাধীন সংখ্যাবাচক নামগুলির এত অপভ্রংশ ঘটিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের মূল আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।

ভারতবাসীদিগের সংখ্যালিপির পর্য্যায়ক্রম নির্দ্দেশ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। আর্য্যজাতীয় লোকেরা এত বহুপূর্ব্বকাল হইতে সংখ্যা সম্বন্ধে সুপরিস্ফুট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং গণনা কার্য্যে এত পটুতা লাভ করিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের আদিম অবস্থার চিহ্ন সমুদয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কৌশলের উপর কৌশল পড়িয়া যে মূল হইতে যাহা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরাই দশোত্তর গণনার সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহাদিগের স্থানেই পৃথিবীর অন্য সকল সুসভ্যজাতি ঐ গণনারীতির জ্ঞানলাভ করিয়াছে। কিন্তু দশোত্তর গণনা

প্রণালী যতই উৎকৃষ্ট হউক, উহা যে মানুষের দশটী অঙ্গুলি থাকাতেই জন্মিয়াছে; সুতরাং ইঙ্গিত-চিত্রের অনুকরণেই ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। যদি আর্য্যেরা বা অপর কেহ নিরপেক্ষ বিচারমাত্রকে মূল করিয়া গণনার রীতি অবধারিত করিতে পারিতেন, তবে উহা দশোত্তর না হইয়া তাহা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতর যে দ্বাদশোত্তর গণনার রীতি, সেই রীতিক্রমেই হইত। কোন অতিমানুষ শক্তিদ্বারা গণনার রীতি উদ্ভাবিত হইলেও সেইরূপ হইত, আর মনুষ্যের দুই হাতের আঙ্গুল যদি দশটী না হইয়া বারটী হইত, তাহা হইলেও সেইরূপ হইত।

মুদ্রাদি প্রচলনের পর্য্যায়ক্রম।

ভাষা এবং লিপি-কার্য্যাদির আদ্যারম্ভ নির্দ্দেশ করা যেমন দুরূহ ব্যাপার, মুদ্রাদি ব্যবহারের প্রবর্ত্তন এবং তাহার ক্রমোন্নতি নিরূপণ করা তেমন কঠিন কার্য্য নহে। যখন দুই চারিটী মনুষ্য-পরিবার পরস্পর সন্নিহিত ভূগর্ভে অথবা বৃক্ষশাখায় বাস করিয়াছে, তখন হইতেই সমাজের সৃষ্টি এবং অন্যোন্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় আরম্ভ হইয়াছে। যে পরিবারের কোন বস্তুর অভাব বোধ হইয়াছে, সে পরিবার অপর পরিবারের স্থানে বস্তুটী পাইবার নিমিত্ত আপনাদের অর্জ্জিত অপর কোন বস্তু প্রদান করিতে চাহিয়াছে, এবং যদি এই বস্তুটী ঐ দ্বিতীয় পরিবারের প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, তবে উভয়ের মধ্যে আদান প্রদান সহজেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে ঠিক এরূপ ঘটিয়া উঠে না। অর্থাৎ যাহা একটী পরিবারের নাই, তাহাই অন্য পরিবারের মধ্যে অধিক পরিমাণে আছে, অথবা এরূপ পরিবার যাহা চায়, তাহাই অপরটীর স্থানে আছে, এরূপ সর্ব্বদা ঘটেনা। সুতরাং ক্রমে ক্রমে সকল পরিবারের লোকেই স্বোপার্জিত অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। তাহা করিতে আরম্ভ করিলেই বিনিময়ের বিশেষ সৌকর্য্যসাধন হইতে থাকে। পাঁচ সাতটী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা বিনিময় সাধন করিতে করিতে দৃষ্ট হয় যে, যে দ্রব্যটী যে জাতীয়ের প্রধান উপজীব্য, বিনিময় কালে তাহাই সমধিক কার্য্যে আইসে। মৃগয়ালু জাতীয়েরা দেখিতে পায় যে, পশুচর্ম্মের দ্বারাই তাহাদিগের অধিক বিনিময় সম্পন্ন হয়; জালজীবী জাতীয়েরা দেখিতে পায় যে, মৎস্যই

তাহাদিগের বিনিময় কার্য্যের বিশেষ সাধক ; কৃষ্যুপজীবীরা দেখে যে, ধান্য, গোধূম বা অপর কোন শস্য হইতে তাহাদিগের বিনিময় সহজে সাধন হয়। এরূপ হইবার কারণ অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে জাতির যে দ্রব্যটী প্রধান উপজীব্য, সে জাতির মধ্যে সেই দ্রব্যটীই সমধিক প্রকার কার্য্যে লাগে। সুতরাং সেই দ্রব্যেরই প্রয়োজন অপর সকল দ্রব্যের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক হয়, এবং সেই জন্যই তাহার দ্বারা বিনিময় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। এই জন্যই মৃগয়ালু প্রাচীন রুসীয় এবং আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে পশুচর্ম্মই বিনিময়-সাধক ছিল। পাশুপাল্যোপজীবী প্রাচীন গ্রীক রোমান এবং জর্ম্মণদিগের মধ্যে গো মেষাদি পশুর আদান প্রদান দ্বারা বিনিময় সাধন হইত। কৃষ্যুপজীবী সকল জাতীয়েরাই প্রথমাবস্থায় কৃষিজাত শস্য দ্বারা বিনিময় সাধন করিয়া থাকে। আবিসিনিয়া দেশে এবং আফ্রিকার অপরাপর স্থানে লবণ একটী বিনিময় সাধন দ্রব্য। আইসলণ্ড এবং নিউফৌণ্ডলণ্ড দ্বীপে শুষ্ক মৎস্য দ্বারাই সকল দ্রব্যাদির বিনিময় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কোথাও না কোথাও উল্লিখিত সকল প্রথাই অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

উল্লিখিত প্রয়োজনসাধনযোগ্য দ্রব্যের সহিত আর এক প্রকার দ্রব্যেরও বিনিময় কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। সমাজের আদিমাবস্থায় যখন প্রতি পরিবারকেই বিনিময় সৌকর্য্যার্থে অনেকগুলি করিয়া দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে অলঙ্কারের উপযোগী কতক বস্তুও সংগৃহীত হইত। প্রবাল, কড়ি, রঞ্জিত প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি দ্রব্য অলঙ্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত এবং মনুষ্যজাতির আদিমাবস্থাতেও অলঙ্কারপ্রিয়তা বিশেষ প্রবল থাকে বলিয়া সর্ব্বদাই ঐ প্রকার দ্রব্যের সমূহ প্রয়োজন বোধ হইত, এবং তাহাদিগেরই দ্বারা বিনিময় কার্য্য সুবহু স্থলেই সুসাধিত হইত। বস্তুতঃ সুবহু প্রাচীন যে প্রস্তরযুগ তাহাতেও স্বর্ণ রৌপ্যাদির ব্যবহার নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ছিল না। পরে যখন সমাজের অধিকারবিস্তৃতি সম্পাদিত হইল এবং শিল্পাদির উন্নতি সাধিত হইয়া অনেকানেক বহুমূল্য দ্রব্যের আবিষ্কৃতি এবং প্রয়োজন বোধ হইতে লাগিল—তখন অপর সকল বিনিময় সাধন সামগ্রী অপেক্ষা ধাতুদিগের দ্বারাই উহার বিশেষ সৌকর্য্য অনুভূত হইয়া উঠিল। ধাতু সকল বহুকাল অবিকৃত থাকে—উহাদিগকে অধিক পরিশ্রম দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়, অতএব উহাদিগের মূল্যও অধিক হয়—উহাদিগকে

অনায়াসে বিভক্ত করা যায় এবং অগ্নিতে একত্র গলাইয়া আবার সংঘটিত করা যায়। ধাতুদিগের এই সকল অনন্যসাধারণ গুণ থাকায়, কালে উহারাই বিনিময় সাধনের বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠে।

পরন্তু, প্রথমে যখন ধাতুদিগের দ্বারা বিনিময় সাধন হইত, তখন উহাদিগের মূল্য ওজনদ্বারা এবং কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে সময়ের অপব্যয় হইত এবং মূল্য নির্দ্ধারণও সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ববাদিসম্মত হইত না। এই জন্য যখন সমাজ সম্বর্দ্ধিত হইয়া কোন কুলপতি বা রাজার আশ্রয় লাভ করে, তখন বিনিময় সাধক ধাতুখণ্ডগুলি তাঁহা কর্ত্তৃক তুল্যাকৃতি ও তুল্যপরিমাণে স্বনামে অথবা কোন দেবতার নামে মুদ্রিত হইতে থাকে। সেই সকল মুদ্রিত ধাতুখণ্ডের মূল্য রাজকর্ত্তৃক এবম্প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ওজন করিয়া আর তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয় না। সেগুলির দ্বারা বিনিময়কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে থাকে। সেগুলিকে মুদ্রা বলে।

যতগুলি ধাতু প্রচলিত আছে তাহার সকলগুলি হইতেই কোন দেশে বা কোন কালে মুদ্রা প্রস্তুত করা হইয়াছে। লৌহের মুদ্রা প্রাচীন স্পার্টা নগরে এবং অত্যল্পকাল গত হইল জাপান দ্বীপে চলিয়াছিল। সীসক মুদ্রার প্রচলনের কথা গ্রীক এবং লাটিন কবিগণের গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। রাঙ্গ বা টিনের মুদ্রা কোন সময়ে ইংলণ্ডে এবং জাবাদ্বীপে এবং মেক্সিকো দেশে চলিয়াছিল। তাম্র মুদ্রা বহুকালাবধি অনেক দেশেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। রোম সাম্রাজ্যে, রুসিয়াতে এবং সুইডেন দেশে অনেকদিন পর্য্যন্ত তাম্র মুদ্রারই সমধিক প্রচলন ছিল। রৌপ্য এবং স্বর্ণের মুদ্রা যে এক্ষণে সকল সুসভ্য দেশেই প্রচলিত, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্লাটিনম এবং নিকেল নামক দুইটী ধাতু হইতেও মুদ্রা প্রস্তুত করিবার প্রথমে যে চেষ্টা হইয়াছিল, সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সুসভ্যদেশ মাত্রে প্রচলিত মুদ্রা তামার, রূপার এবং সোণারই হইয়া থাকে। কাগজের নোটের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার মধ্যে যেমন দিন দিন নূতন খনির আবিষ্কার হইয়া ধাতুগুলির অধিকতর পরিমাণে উদ্ধরণ হইতেছে, তেমনি অল্পমূল্যের ধাতু অধিকতর অল্পমূল্য হইয়া যাইতেছে, এবং এই প্রকার ধাতুর মুদ্রার প্রচলন ন্যূন হইয়া পড়িতেছে। ইউরোপের অনেক দেশে তাম্র এবং রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন সংক্ষিপ্ত হইয়া স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনই বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মনুষ্যসমাজ সুসম্বর্দ্ধিত এবং রাজ্যগুলি অধিক সুবিস্তৃত হইলে স্বর্ণ রৌপ্যা-দির মুদ্রা ব্যবহারেও বাণিজ্য কার্য্যের সম্যক্ সুবিধা হয় না—দূর প্রদেশে বা দূরবর্ত্তী ভিন্ন দেশে স্বর্ণ রৌপ্যাদির মুদ্রা প্রেরণ করা অনেক অসুবিধাজনক হয়। কিন্তু সমাজের তাদৃশ অবস্থায় প্রায়ই লিপিকার্য্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব দূরবর্ত্তী স্থানে ধাতু বিনির্ম্মিত মুদ্রাদি প্রেরণের পরিবর্ত্তে বরাত চিঠি এবং হুণ্ডির প্রচলন হইয়া উঠে। কিছুকাল হুণ্ডির প্রচলন হইতে হইতেই নোটের চলনও আরম্ভ হইয়া যায় এবং তাহা হইলে বাণিজ্য কার্য্যের যৎপরোনাস্তি সৌকর্য্য-সাধন হয়। এক্ষণে সকল সুসভ্য দেশেই নোটের চলন প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তবে কোন কোন দেশে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নিজ নামে নোট প্রচলিত করেন। ভারতবর্ষে এইরূপ হইয়াছে। চীন সাম্রাজ্যে সম্রাটের নিজ নামাঙ্কিত তাম্র ফলকের নোট চলে। গবর্ণমেণ্টের নোটকে করেন্সি নোট বলে। কোন কোন দেশে যথা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক হইতেই বিশেষ বিশেষ রাজনিয়মের অনুসারে নোট প্রচলিত হয় এবং সেই জন্য ঐ সকল নোটকে ব্যাঙ্কনোট বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বঙ্গ সমাজে অন্তঃশাসন।

হিন্দু সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্রই অন্তঃশাসনের উপায় আছে। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে ঐ সকল উপায় ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি এখনও এখানে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা নিতান্ত কম নয়। ইংরাজ এদেশের রাজা হইয়া এবং সর্ব্বত্র আপনার দত্ত ক্ষমতার বিস্তার করিয়া এদেশের সমাজ-শাসন-প্রণালী বন্ধপ্রায় করিয়াছেন। তথাপি কোথাও কোথাও তাহার কিছু কিছু অবশেষ আছে। সেই অবশিষ্ট ভাগ আমি কিরূপ দেখিয়াছি, তাহা বলিব।

কোন সময়ে বর্দ্ধমান জেলার একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। গ্রামটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়—উহাতে প্রায় পাঁচ শত ঘর জানা আগুরি জাতীয় লোকের বাস এবং গ্রামের মণ্ডল সংখ্যা পাঁচ জন। ঐ গ্রামের মধ্যস্থলে একটী শিবালয় এবং শিবালয়ের চতুঃপার্শ্বে অতি সুপরিষ্কৃত ভূমি। ঐ দিন অপরাহ্ণে গ্রামের পাঁচজন মণ্ডল এবং গ্রামের অপরাপর অনেক লোক শিবালয়ের চতুঃপার্শ্বে সমবেত হইয়া একটী অপরাধীর বিচার করিলেন। অপরাধ ধান-চুরি। চুরির মাল ধরা হইল, চুরির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল, চোরকে আত্মদোষ ক্ষালনার্থ অবসর দেওয়া হইল। চোর অধোবদনে দোষ স্বীকার করিল এবং বলিল যে নিতান্ত দারিদ্র্য নিবন্ধনই সে ঐ কাজ করিয়াছিল। চোর যে পাড়ায় বাস করে সেই পাড়ার মোড়ল তাহার দারিদ্র্যের প্রমাণ দিলেন। তখন পাঁচজন মোড়লে বিচার করিতে লাগিলেন চোরের প্রতি কিরূপ দণ্ড হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার চৌর্য্যবৃত্তি না বাড়ে তাহার কি উপায় করা যাইবে। শিবালয়ের পুরোহিত ঠাকুর এবং উপস্থিত আরও চারি পাঁচজন ঐ বিচারে যোগ দিলেন। পরিশেষে অবধারিত হইল যে, দুইজন লোক চোরের কানে ধরিয়া পাঁচবার শিবালয় প্রদক্ষিণ করাইবে, আর চোর আপনার পাড়ার মোড়লকে জানাইলে তিনি তাহার মজুরি জুটাইয়া দিবেন অথবা তাহাকে চাউল ধার দিবেন—ধার লইলে তাহাকে খাটিয়া শোধ দিতে হইবে। যাহার ধান চুরি গিয়াছিল সে ধান লইয়া যাইবার সময় চোরকেই

বলিয়া গেল, "যদি কালিকার কাজ আর কোথাও না জুটিয়া থাকে, তবে আমারই ক্ষেতে যাইস।"

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমার বোধ হইল যে রাজার শাসন অপেক্ষা গ্রামের শাসন শত সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট। আমি ঐ গ্রাম্য মণ্ডলদিগের মধ্যে একজনকে নিভৃতে বলিলাম, "তোমরা চোরের দণ্ড যেরূপ করিলে তাহা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। কিন্তু চোর যদি থানায় গিয়া নালিস করে যে তাহার শারীর দণ্ড করা হইয়াছে, তাহা হইলে কি হইবে?" * * * "সে থানায় যাইবে না। আর মনে করুন যদিই যায় তাহা হইলে সে ত গ্রামে আর কাহার স্থানে মজুরি পাইবে না। তাহাকে এ গ্রামের বাস উঠাইতে হইবে।" * * * "ভাল, ঐ ব্যক্তি যদি গ্রামান্তরের লোক হইত, তাহা হইলে কি করিতে?" * * * "যদি গ্রামের ভিতরেই ধরিতে পারিতাম, ভাল করিয়াই উত্তম মধ্যম দিতাম, দিয়া ছাড়িয়া দিতাম।" * * * "সে নালিস করিলে কি হইত?" * * * "কিছুই প্রমাণ হইত না।" কথায় কথায় জানিতে পারিলাম যে ঐ গ্রামের কোন লোক গ্রামান্তরবাসী কাহার স্থানে টাকা কর্জ্জ করে না। কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন হইলে মণ্ডলদিগকে জানায় এবং মণ্ডলেরা গ্রাম হইতেই টাকা কর্জ্জ দেওয়ায়। ঐ গ্রামের জমিদার যখন আইসেন, তাঁহার যথেষ্ট সম্মান সমাদর করে, তাঁহাকে চাঁদা তুলিয়া দর্শনী দেয়; কিন্তু গ্রামের ভিতরে ঢুকিতে নিষেধ করে। যে জমীদারের অধিকারে ঐ গ্রাম তিনি প্রজাদিগের মন রাখিয়াই চলিতেন দেখিয়াছি। এবং শুনিয়াছি তিনি স্বচ্ছন্দে আপনার ঘরে বসিয়াই যথাকালে খাজনা এবং যাহা আবোয়াব ধার্য্য ছিল তাহা নির্ব্বিঘ্নে পাইতেন।

কিন্তু ওরূপ স্বাধীন-তন্ত্র গ্রাম আর অধিক নাই। অধিক স্থলেই গ্রামের শাসন জমীদারের হস্তগত হইয়া গিয়াছে। আমি যশোহর জেলার একটী জমিদারী কাছারিতে ফৌজদারী বিচার যেরূপ দেখিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিব; উহাও সমাজের আত্মশাসন শক্তির একটী উদাহরণ।

জমীদারের নায়েব বিচারপতি, গোমস্তা এবং মুখ্য মণ্ডলেরা সভাস্থ এবং নায়েব মহাশয়ের সহকারী। অভিযোক্তা একটী ব্রাহ্মণ। অভিযোগের বিষয় এই—সেকরাকে একযোড়া রূপার বালা গড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। সেকরা বালা গড়িয়া যথাকালে দেয় নাই আর অনেক পরে একযোড়া সীসকপূর্ণ বালা দিয়া রূপা চুরি করিয়াছিল। বিচারপতি বালা যোড়াটী দেখাইয়া

সেকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই বালা তুই গড়িয়া দিয়াছিলি? সেকরা বলিল আমি দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমি নিজ হাতে গড়ি নাই, আমার এক বেটা কারিগর ওটা গড়িয়াছিল এবং সেই উহাতে সীসা পুরিয়া দিয়াছিল! একজন মণ্ডল জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর কোন কারিগর রে।" সেকরা একটু ঢোক গিলিয়া একজনের নাম করিল। অমনি আর একজন বলিয়া উঠিল "সে ত আজি দুই বৎসর তোর দোকান ছাড়া হইয়াছে। তোরা দুই বাপ বেটা ভিন্ন আর কেহ তোদের দোকানে কারিগর নাই।" সেকরা আমতা আমতা করিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় অভিযোক্তা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয় ভরি রূপা দিয়াছিলেন ঠাকুর?" * * * "আট ভরি"— সেকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন রে আট ভরি বটে?" * * "আজ্ঞা আট ভরি" * * "আট ভরির দাম আট টাকাই ধরা যাউক" এই বলিয়া সেকরাকে বলিলেন, "এই আট টাকা, আর জুয়াচুরির জরিমানা দুই টাকা, আর মিথ্যা ওজর করিয়াছিস তাহার জরিমানা আর দুই টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ বারটী টাকা এইক্ষণে হাজির কর।" সেকরা বলিল "এত রাত্রে অত টাকা কোথায় পাব?" * * "ফের যদি কোন কথা কবে জরিমানা বাড়িবে।" সেকরা আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, দুইজন পাইক তাহার সঙ্গে গেল, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বারটী টাকা আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণ আটটী টাকা হাতে হাতে পাইয়া চলিয়া গেলেন। সেকরা সেই সীসক পূর্ণ বালা ফেরত চাহিল, নায়েব একটু মুচকি হাসিলেন, গোমস্তা চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া বলিলেন, ঐ বালা লইয়া বুঝি আবার কাহাকেও ঠকাইতে চাহিস্ এই বলিয়া সেকরাকে গালি গালাজ করিলেন। জমিদারী অন্তঃশাসনে রাজশাসনের ছায়া দেখিলাম, তথাপি সাক্ষাৎ রাজশাসনের অপেক্ষা ইহার মলিনতা অনেক কম বোধ হইল। উহা নিতান্ত বিচার বিক্রয়ের দোকানও নয়, মিথ্যা প্রবঞ্চনার নিজস্ব ক্ষেত্রও নয়, আর অভিযোজ্য এবং অভিযোক্তা উভয়ের সর্ব্বনাশেরও পথ নয়।

এ সকল অনেক দিনের কথা। ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্ট অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগে একটু মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটারীর সহিত দেখা হইলে তিনি একটী স্থানের নাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি ঐ স্থানে কখন গিয়াছিলাম কি না। তিনি যে স্থানটীর নাম করিলেন সেটী রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। আমি একাধিকবার সেখানে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম ঐ স্থানে একটী মুন্সেফী আদালত

বসিয়াছিল। কিন্তু আদালতে একটীও নালিস রুজু হয় নাই। সুতরাং আদালতটী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুলিসের একটী থানা আছে বটে, কিন্তু পুলিসকেও বড় কিছু করিতে হয় না। আমি ঐ কথা বলিয়া আরও বলিলাম "দেশের সর্ব্বত্র যদি ঐরূপ হয়, তবে বড়ই ভাল হয়।" সেক্রেটারী সাহেব ঐ কথায় রাগ করিলেন না। বলিলেন, "ওরূপ হওয়া প্রার্থনীয় বই কি—কিন্তু জমিদারেরা কি সুবিচার করেন বলিয়া তোমার বোধ হয়—উহাঁরা কি পক্ষপাত করেন না—উহাঁরা কি ব্রাহ্মণ অপরাধীর প্রতি অকাতরে দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারেন?" আমি বলিলাম, আমার বোধ হয় পারেন, আর যদি নাই পারেন তাহাতে দোষ কি? দণ্ডদানের মূল যাহাই হউক, সমাজ যাহার পক্ষে যে দণ্ড উচিত মনে করে, তাহাই কি প্রকৃত দণ্ড নয়? অন্যরূপ হইলে সাধারণতঃ বিচারের উপরে অভক্তি ও দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতিই কি সমাজের সহানুভূতি জন্মে না? গবর্ণমেণ্টের আদালতে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-নির্ব্বিশেষে শারীর দণ্ড প্রয়োগ হয়। কিন্তু হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ড অতি অযুক্ত বলিয়াই ভাবে। এমন স্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি শারীর দণ্ড প্রয়োগে কি কোন শুভ ফলোৎপত্তি হইতে পারে? সেক্রেটরী সাহেব ওসকল কথা আর গায়ে মাখিলেন না। বলিলেন, "যাহাদিগের হস্তে ধর্ম্মাধিকরণ শক্তি স্বতঃই পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট করাই ভাল। আমি বলিলাম, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সৃষ্টিতে ঐ সকল লোকের হাত হইতে প্রকৃত ধর্ম্মাধিকরণ শক্তি বাহির হইয়া যাইবে; আপনাদের নিয়মানুযায়ী বিচারে এবং আপনাদের পর্য্যবেক্ষিত কার্য্যে আর কোন স্বাধীনতাই থাকিবে না। বিচার কার্য্যটা কেবল "কাগুজে বিচার" হইয়া উঠিবে। চুরির মালও আদায় হইবে না, যাহার মাল সেও তাহা পাইবে না, জরিমানার হার বৰ্দ্ধিত হইবে এবং লোকের দুঃখ বাড়িবে।" সেক্রেটারী সাহেব একটু হাসিলেন মাত্র। দুই মাসের মধ্যেই গেজেটে দেখিলাম ঐ জমিদারের দেওয়ান অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। ঘোলে দুগ্ধের স্বাদ থাকে না। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বিচার প্রণালীতে সামাজিক অন্তঃশাসনের সমস্ত শুভ ফল ফলিতে পারে না।

হিন্দু সমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। স্থূলতঃ এই শাসনের বিষয় এমন সকল পাপাচরণ যাহা রাজদণ্ডের অন্তর্ভূত নহে।

ইউরোপের ইতিহাসে দুইবার মাত্র এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যখন সমাজের মধ্যে পবিত্রভাবের উত্তেজন হেতু রাজদণ্ড্য অপরাধে এবং সমাজ দণ্ড্য পাপাচারে কোন ইতর বিশেষ করা হয় নাই। একবার রোমীয়দিগের অভ্যুদয়ের এবং অতি প্রাবল্যের সময়ে, তাহাদিগের সেন্‌সর নামক কর্ম্মচারীরা প্রজাব্যূহ আপনাপন গৃহে বসিয়া কিরূপ ব্যবহার করে তাহারও সংবাদ লইতেন এবং পাপাচারীর দণ্ড করিতেন। ঐ সময়ে রোমীয়েরা যেমন সতেজ হইয়াছিল তেমন আর কখন হয় নাই। ইংলণ্ডও যখন প্রথমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যখন ইংরাজ যোদ্ধৃগণের সাহস, বীর্য্যবত্তা এবং ধর্ম্মশীলতা ইউরোপীয় অপর সকল লোকের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ ক্রমওয়েলের অধিকারকালে, পাপাচরণে এবং অপরাধে বড় ইতর বিশেষ করা হইত না। তখন যেমন অপরাধের তেমনি পাপাচারেরও বিচার এবং দণ্ড হইত। তখন ইংরাজেরা বাহ্য এবং গার্হ্য বা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এইরূপ দুইটী-জীবন ধারণ করিতেন না, অর্থাৎ এখন যেমন কথা উঠিয়াছে আমি সরকারি কাজ কর্ম্ম কিরূপ নির্ব্বাহ করি তাহাই দেখ, আমি ঘরে বসিয়া কি করি না করি অন্যের তাহা দেখিবার কোন অধিকার নাই—তখন সেরূপ কথা উঠে নাই। ইংরাজ তখন তেজোবীর্য্যে জাজ্জ্বল্যমান হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষেও কোন কালে পাপাচরণের প্রতি রাজদণ্ড যুক্ত হইত। কিন্তু সে কাল অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। আমার অনুমান এই যে বৌদ্ধ রাজাদিগের সময়েই রাজদণ্ড্য অপরাধে এবং অন্যবিধ পাপাচরণে প্রথমে প্রভেদ জন্মে এবং মুসলমানদিগের সময়ে সেই প্রভেদ সম্পূর্ণ বদ্ধমূল হইয়া যায়। আর্য্যেতর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলে, তাঁহারা সমাজপতি হইতে পারিলেন না। সুতরাং পবিত্র হিন্দু সমাজকে আপনার পবিত্রভাব রক্ষার নিমিত্ত অন্তঃশাসনের উপায় করিতে হইল। অতএব সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট প্রধান প্রধান লোকদিগকেই সমাজপতির স্থানীয় করিয়া লওয়া হইল এবং তাহাদিগের শাসন শিরোধার্য্য করা হইল। পুরাণ সংহিতাদিতে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে যে, সমাজ রক্ষার্থ "মহাত্মগণ" বা "মনীষিগণ" এই এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। ঋষিগণ অথবা "সংহিতাকারগণ" বলিয়া ঐ সকল লোকের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজে আত্মশাসন কেমন সুবিস্তৃত এবং কেমন দৃঢ়মূল। শাস্ত্রের কথা না লইলে হিন্দুরা কোন কথা শুনে না বলিয়া যে প্রবাদ আছে সেটী প্রকৃত কথা নহে।

"মহাত্মারা" যাহা বলেন "বুদ্ধিমানেরা" যে উপদেশ দেন হিন্দুরা ভক্তিপূর্ব্বক সে সকল কথাও শুনে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করে। শাস্ত্রে উল্লেখ না থাকিলেও "দেশাচার" এবং "দেশব্যবহার" ইহাদিগের নিকট অতি মান্য।

ইউরোপীয়েরা এই সকল শাসনের তেমন বশীভূত নহেন। এই জন্য উহাঁদিগের সকল কাজই আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, আর যেখানে আইন কিছু স্পষ্ট নির্দ্দেশ না করিয়াছে সেইখানেই ইউরোপীয় জনগণ একেবারে নিরঙ্কুশ। রাজব্যবস্থা পাপের অতি স্থূলাংশই ধরিয়া চলিতে পারে, পাপের সূক্ষ্মাংশ গুলি রাজ ব্যবস্থার হাতে ঠেকে না। কিন্তু রাজব্যবস্থা ভিন্ন ইউরোপীয়দিগের পাপাচরণ দমনেও আর কোন প্রকৃতরূপে কার্য্যকারী বিধান নাই, সুতরাং উহারা অধিক পাশবাচার।

ইউরোপীয় সমাজের এই দোষ লক্ষ্য করিয়া এবং উহাদিগের পরিগৃহীত ধর্ম্মপ্রণালী হইতে ঐ দোষের কোন অপনয়ন হয় না দেখিয়া অগষ্ট কোমটি আপনার শিষ্যদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তোমরা প্রকাশ্য ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে অর্থাৎ তোমাদিগের আচার ব্যবহারের প্রতি আত্মসমাজের চক্ষু পড়িতে দিবে। সমাজের চক্ষু পড়িলেই আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ হইবে।

হিন্দুদিগের সামাজিক শাসন ঐ কাজটী করিয়া আসিতেছে। সকল হিন্দুকেই প্রকাশ্যভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পথে স্থিরতর রাখিতেছে। আজি কালি অনেকে সমাজের শাসন অমান্য করিতেই শিখিতেছেন। তাঁহারা ভাবেন না যে তাঁহাদিগের আত্ম সমাজই তাঁহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান এবং নীতিজ্ঞানের একমাত্র অবলম্ব, তাঁহারা মনে করেন না যে আত্মসমাজের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার অতি নীচ প্রকৃতির লক্ষণ, তাঁহারা জানেন না যে ভারতবর্ষে যতদিন সমাজ শাসন সম্মানিত হইতেছে ততদিন এই দেশ পরাধীন হইয়াও কতক পরিমাণে স্বাধীন, তাঁহারা ভাবেন না যে যদি সমাজ শাসন একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়, তবে ভারতবাসী আর কখন জাতীয় ভাব প্রাপ্ত হইবে না। সমাজশাসন বিলুপ্ত হইলেই পশুভাব প্রবল হইবে, পাপাচরণ বাড়িবে এবং হিন্দু জাতীয়দিগের যে উন্নত ধর্ম্মনীতির জন্য ইহাঁরা এখনও পৃথিবীর সর্ব্বোপরি অবস্থিত সেই ধর্ম্মনীতির অধঃপাত হইবে। এই বিষয়ে একটা বড়ই স্থূল কথা কখন কখন শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন যে অপরাধের দণ্ড রাজ ব্যবস্থানুসারে হইবে, আর পাপ কার্য্যের দণ্ড ঈশ্বর করিবেন, এই

দুই শাসনের মধ্যে আবার একটা সমাজ-শাসন রাখিবার প্রয়োজন নাই। কোম্‌টির মতাবলম্বীরা এরূপ কথা বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা সমাজের শাসনকেই সকল শাসনের অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া মানেন। অপরাপর খৃষ্টান ইউরোপীয়রাই ঐ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন যে রাজব্যবস্থা এবং ধর্ম্মব্যবস্থা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের ভদ্র সমাজে একটা ইজ্জতের বা সম্ভ্রমের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে এবং ঐ ব্যবস্থা ইউরোপীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে আছে বলিয়াই উহাঁরা "ভদ্রলোক" আর ইউরোপীয় ছোট লোকদিগের মধ্যে ঐ ব্যবস্থা সূত্রের নাম গন্ধও নাই বলিয়াই তাহারা নিতান্ত পশু। ফলকথা লোকে কাহার আচার ব্যবহারকে ভাল বলে কি না বলে, তাহা জানিতে না পারিলে অনেকানেক স্থলে এবং অধিকাংশ লোকেরই ধর্ম্মচ্যুতি হয়। এই জন্য রাজশাসন এবং ধর্ম্মশাসন সত্ত্বেও সমাজ শাসনের বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে। সমাজের শাসন অসম্মানিত হওয়া অতি দুর্লক্ষণ। উহা হওয়া লোকের প্রকৃতিতে পাশব স্বৈরভাবের উত্তেজনা বুঝায় এবং পাপাচরণের বৃদ্ধি সূচনা করে।

বঙ্গদেশে, সমাজের শাসন নিতান্ত অল্প প্রবল নহে। রাজধানীতে এবং বড় বড় সহরে কিছু কম বটে, কিন্তু সমস্ত পল্লীগ্রামে সমাজের শাসন বিলক্ষণ সজীব এবং সতেজ। সহরের অপেক্ষা পল্লীগ্রামের লোকেরা সরল এবং ধর্ম্মভীরু। কোন সমাজেরই শাসন সাক্ষাৎ শারীর দণ্ড বা সাক্ষাৎ ধনদণ্ড প্রয়োগ দ্বারা সাধিত হয় না। সমাজের দণ্ড ত্যাগরূপকই হইয়া থাকে। সমাজ পিতৃতুল্য; দুষ্ট সন্তানের প্রতি বলেন, "রে দুষ্ট! তোকে আমি ত্যাগ করিলাম।" বঙ্গসমাজ ঐ ত্যাগের কয়েকটী চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছেন যথা—(১) পংক্তি বারণ—(২) নিমন্ত্রণ বারণ—(৩) হুঁকা বারণ –(৪) আসন বারণ—(৫) নাপিত ধোবা বারণ।

কিছুকাল পূর্ব্বের কথা বলিতে পারি, আমি স্বচক্ষে তিন চারিটী গ্রামে ঐ সকল দণ্ডের কোন কোনটীর প্রয়োগ এবং তাহাতে অতি সুফল ফলিয়াছে দেখিয়াছি। একজনের প্রতি হুঁকা বারণ হইয়াছিল; তিনি সত্য সত্যই একটী অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন—একজন ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রহার করিয়াছিলেন। হুঁকা বারণ হইলে ঐ ব্যক্তি গলবস্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং সমাজের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

আর একস্থলে একজনের নিমন্ত্রণ বারণ দেখিয়াছিলাম। তিনিও একটা

উৎকট দোষে দূষিত হইয়াছিলেন। আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া নীচজাতীয়া কন্যাকে লইয়াছিলেন। তিনি উহাকে পরিত্যাগ করিলেন, পত্নীকে গৃহে আনিলেন এবং সজাতীয় অনেকগুলি লোককে ভোজন করাইয়া পুনর্ব্বার নিমন্ত্রণ পাইবার যোগ্য হইলেন। অপর একস্থলে নিমন্ত্রণ বারণে কোন ফল না হওয়াতে ধোবা নাপিত বারণের উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু তাহার উল্লেখ হইবামাত্র লোকটা সমাজের বশে আসিল। যে দোষে লিপ্ত হইয়াছিল তাহা ত্যাগ করিল এবং অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সমাজে সমন্বয়ীকৃত হইল।

সম্প্রতি একটী স্থানে দেখিলাম, অতি দুষ্কর্ম্মা কোন এক ব্যক্তিকে একটা নিমন্ত্রণে বাদ দেওয়া হইল। অমনি সে ব্যক্তি কোন পদশালী একটী বাবুজীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনিও ঐ নিমন্ত্রণে গেলেন না, একটী নূতন দল বাঁধিয়া ঐ দুষ্ট ব্যক্তিকে সমাজদণ্ড হইতে রক্ষা করিলেন—সে আর এক ঘরে হইল না। গ্রামে দলাদলি বাধিয়া রহিল।

এইরূপে যে দলাদলি হয় তাহাতে সমাজকৃত দণ্ড কার্য্যকারী হইতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ কাণ্ড বহুস্থলে ঘটে না। আর যিনি ওরূপে দলাদলি বাধান তাঁহাকেও অনেক ব্যয় ব্যসন করিতে হয়, সুতরাং সমাজকৃত দণ্ডের যে একেবারেই কোন ফল ভোগ করেন না তাহাও নহে।

একজন চাকুরে প্রবাস হইতে স্বগ্রামে আসিয়া আপনি যে অনেক টাকা রোজগার করিয়া আসিয়াছেন তাহার জাঁক করিতেন। কিন্তু কখন কাহাকেও কিছু দান করিতেন না, মুষ্টিভিক্ষাও না। গ্রামবাসীরা তাঁহার বাটীতে প্রতিমা ফেলিয়াছিল। তিনি প্রতিমার পূজা করিলেন না; কাটিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। গ্রামস্থেরা বাবুকে একঘরে করিয়া রাখিল। তাঁহার নিষ্কৃতি হইল না। তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন।

একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত কোন অযাজ্যজাতীয় লোকের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণপণ্ডিতটীর অনেকগুলি ব্রাহ্মণ যজমান ছিল। সেই যজমানদিগের মধ্যে একজন অপর একজনের সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়া বলিলেন—"শিরোমণি ত আপনারও পুরোহিত আমারও পুরোহিত। উনি অমুকের স্থানে তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে দানগ্রহণ করিয়াছেন এই জন্য আমাদের উহাঁকে ত্যাগ করা উচিত"। অপর ব্যক্তি বলিলেন—"শিরোমণিকে আমরা বার্ষিক কত দিয়া থাকি, দেখা যাউক। যদি উহার সপরিবার ভরণ পোষণের উপযোগী দিয়া থাকি এমত হয়, তবে উনি লোভপরবশ হইয়াই অমুকের

স্থানে দানগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ হইবে, এবং আমরা উহাঁকে অবশ্যই ত্যাগ করিব। কিন্তু যদি আমরা উহাঁকে সপরিবার ভরণ পোষণোপযোগী টাকা না দি, তবে ব্রাহ্মণের তেমন দোষ ধরিতে পারি না। কারণ উহারও উদরান্নের উপায় করা আবশ্যক।" এই কথা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইল। শিরোমণির ব্রাহ্মণ যজমানেরা মিলিয়া তাঁহার আয় বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া অযাজ্য লোকের স্থানে দানগ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু শিরোমণি লোভসম্বরণ না করিতে পারিয়া পুনর্ব্বার অযথা লোকের দান গ্রহণ করিলেন, ব্রাহ্মণ যজমানেরাও তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। তিনি ঠেকো হইয়া রহিলেন।

অনেকে মনে করেন যে সমাজের শাসনে আর কোন বলই নাই। সেটী প্রকৃত কথা নহে। যদি বঙ্গীয় সমাজে কোন বল না থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে দেশের সকল লোকেই মদ্যপ হইয়া উঠিত। মদ্যপান পূর্ব্বাপেক্ষায় বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কেহ পল্লীগ্রামে প্রকাশ্যভাবে মদ্যপান করিতে পায় না। এখনও মদ্যপায়ীর প্রতি একটা ঘৃণা সকল লোকেরই মনে মনে আছে। তবে ভারতবর্ষের অপরাপর ভাগ অপেক্ষা বাঙ্গালায় পানদোষের বৃদ্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই; এবং ঐ দোষ যতটুকু বাড়িয়াছে, সমাজ শাসনের বল অবশ্যই ততটুকু কমিয়াছে।

জাতিভেদ।

অগষ্ট কোম্‌টিকে ইউরোপীয়েরা "সমাজ বিজ্ঞান" শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণন করেন। তিনি মনে মনে মনুষ্য সমাজের একটী আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, উহাতে (১) যাজক বা উপদেষ্টৃ সম্প্রদায় (২) শাসন কর্ত্তৃ বা রাজপুরুষ সম্প্রদায় এবং (৩) কৃষি বাণিজ্য শিল্পাদি নির্ব্বাহকারী সাধারণ প্রজা সম্প্রদায়, এই তিনটী সম্প্রদায় থাকা আবশ্যক। তিনি উল্লিখিত তিনটী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমটীকে অর্থাৎ যাজক সম্প্রদায়কে ব্যবস্থা-প্রণয়নের ও শাসন কার্য্যোপদেশের এবং কৃষি প্রভৃতি সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিবার ভার দিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বাঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে যাজকবর্গ কখনই ধনসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে না, প্রত্যুত সমাজান্তর্গত অপর সম্প্রদায়ের প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করিবে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তৃতীয় সম্প্রদায়সম্ভুক্ত লোকেরা স্ব স্ব পিতৃ ব্যবসায়ই শিখিবে। যিনি এইরূপ

আদর্শ সম্প্রদায়ের কল্পনা করিয়া ইউরোপীয় জাতিদিগকে উহার অনুরূপ করিয়া আপনাপন সমাজ সংঘটনে অনুরোধ এবং উত্তেজনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি বহু প্রাচীন কালের লোক নহেন, তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য সম্বন্ধীয় অনেক লোক এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন এবং তিনি স্বয়ং একত্রিংশ বর্ষ * হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি যে তাদৃশ আদর্শের অনুযায়ী সমাজ গঠন করিতে উপদেশ দেন তাহার কারণ স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয়রা বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে; উহারা একান্ত বিব্রত উত্যক্ত এবং স্বাস্থ্যহীন হইয়াছে—উহাদিগের সমাজ বন্ধন সুঘটিত না হইলে, উহাদিগের কোন সুখশান্তি হইবে না এবং উহারা দিন দিন বিপথে যাইয়া ক্রমেই অধর্ম্মাচারী হইয়া বিনষ্ট হইবে।

এখন মনে কর, কোম্‌টির আদর্শে গঠিত একটী অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্য সমাজ কোন কারণে স্বদেশ বিচ্যুত হইয়া অপর একটী দেশে তথায় আপনাদের অপেক্ষা রূপে গুণে অনেক অপকৃষ্ট এমন বিপক্ষজাতীয় লোকের মধ্যে লব্ধ-প্রবেশ হইল। বিপক্ষেরা যুদ্ধ করিয়া বিজিত হইল। সমাজের শীর্ষ স্থানীয় যাজকেরা কি করিবেন? নিজ সমাজের এবং ঐ বিজিত দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগের হিতকামনায় তাহাদিগকে এক প্রকার কোমল দাসত্বে নিযুক্ত করিবেন; বহু বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ না রাখিয়া বিজিত লোকদিগের কন্যাগণের পাণি গ্রহণে সম্মতি দিবেন এবং অনুলোমবিবাহ দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জন্মাইয়া সেই সঙ্কর জাতীয়দিগকে বিবিধ শিল্পকার্য্য শিখাইবেন। যে অনুলোম সঙ্কর যত উৎকৃষ্ট সে তদনুযায়ী উৎকৃষ্ট শিল্প ব্যবসায়াদি শিক্ষা করিতে থাকিবে এবং পৈত্রিক ব্যবসায় শিক্ষা করায় লোকের সুবিধা অধিক হয় বলিয়া এবং আপনাদের সমাজে ঐরূপ আদর্শ আছে বলিয়া, সঙ্কর বর্ণ সম্ভুক্ত জনগণ পৃথক পৃথক ব্যবসায়ী এবং পৃথক পৃথক সম্প্রদায় সম্ভুক্ত হইয়া উঠিবে।

ভারতবর্ষে অবিকল এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। কোম্‌টীর আদর্শ-ভুক্ত যাজক প্রধান ত্রিধাবিভক্ত সমাজ আর্য্যদিগের। ভারতবর্ষে আসিয়া আদিম অধিবাসীদিগের সংস্রবে দাসনিয়োগ এবং বর্ণসঙ্কর উৎপাদনপূর্ব্বক চতুর্থ সম্প্রদায়, শূদ্র জাতি এবং তদন্তর্নিবিষ্ট বহুশাখা প্রশাখা জন্মাইয়াছে। অবশ্য কোন বিশিষ্ট প্রবল কারণ বশতঃই শূদ্র একেবারে আর্য্য-সমাজের তৃতীয় সম্প্র-

* অগষ্ট কোম্‌টি = ১৭৯৮—১৮৫৭

দায় বৈশ্যদিগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায় নাই এবং যতদিন সে কারণ বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বৈশ্যদিগের মধ্যে শূদ্রের অন্তর্নিবেশ হইতে পারিবে না।

কিন্তু তাদৃশ অন্তর্নিবেশ যে কালক্রমে অবশ্যম্ভাবী এবং উহাদিগের পার্থক্য রক্ষা করিবার কারণ যে বহুদিন হইতে হীনবল হইতেছে তাহা বুদ্ধদেবের এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকানেক মহাপুরুষের উদ্যম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব, মহাত্মা নানক, কবীর, চৈতন্য মহাপ্রভু, ইহাঁরা সকলেই হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন— সাম্যধর্ম্মী মুসলমানেরাও পুনঃ পুনঃ ঐ চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয় নাই। কেন হয় নাই—কোন প্রবলতর শক্তি ঐ সকল চেষ্টাকে বিফল করিয়াছে সন্দেহ নাই। স্বল্পদর্শীরা বলিবেন সেই শক্তি ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর বিপক্ষতা। কিন্তু ঐতিহাসিক বৃহদ্ব্যাপার সকল প্রাকৃতিক শক্তিরই কার্য্য— ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের বিপক্ষতা বা স্বপক্ষতা ওরূপ কার্য্যের সাধক হয় না। বিশেষতঃ বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কালে ব্রাহ্মণেরাও একবারে মাটি হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধরাজধানী পাটলিপুত্র নগরের সন্নিহিত বিহার প্রদেশেরত জাতি বিচার রহিতই হইয়া গিয়াছিল। যদি জাতি-ভেদের কোন নৈসর্গিক কারণ না থাকিত তবে কি উহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টায় আর পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারিত? তাহার পর দেখ পঞ্জাব প্রদেশ। ওখানে মুসলমানের বল যার পর নাই বাড়িয়াছিল—এতদূর বাড়িয়াছিল যে ওখানে হিন্দুমতবাদ এবং মুসলমান মতবাদ উভয়ে সংশ্লিষ্ট হইয়া যে শিখ মতবাদ উঠিল তাহাতেও জাতিভেদ প্রণালী স্থান পাইল না। কিন্তু ক্রমে পঞ্জাবী-দিগের মধ্যে "নমাজী সিং" 'রংরেটী সিং' এইরূপ অনেক শিখ জাতি উঠি-য়াছে—এবং মুসলমানদিগেরও মধ্যে একটু জাতিভেদ প্রথা প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটী বিবরণ শুন। আমি কোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে একটী স্ত্রী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম।—ছাত্রীদিগের মধ্যে একটী বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্না স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাহার জাতি কি জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম সে "রাজপুত মুসলমান"! 'রাজপুত মুসলমান কি'? "ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা রাজপুত ছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু আপনাদের সদৃশ অপর রাজপুত মুসলমানের সহিত উহাদের বিবাহাদি নির্ব্বা-হিত হয়, অপর মুসলমানের সহিত হয় না।" "এরূপ কতদিন চলিতেছে"?— 'মুসলমান হইয়া অবধি ছয় সাত পুরুষ।" "অন্যান্য মুসলমানের মধ্যে কি

এইরূপ নিয়ম আছে?" "প্রায় সকল ভাল ভাল ঘরেই আছে। লালা মুসলমানেরা এবং ক্ষত্রিয় মুসলমানেরা প্রায়ই স্ব স্ব ঘর বাছিয়া বিবাহ করে—জাঠ টাঠেরা তাহা বড় একটা করে না"।

বাঙ্গালায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে কতকটা ঐরূপে জাতি বিচার করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা চলে তাহা যিনি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিতে পারিবেন। আর কৃত খৃষ্টানদিগের মধ্যেও যে ওরূপ বিচার একেবারে নাই তাহাও নয়। এই সকল স্থলে জাতি-ভেদ দেখা দেয় কেন? উহার প্রকৃত কারণ এই যে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে রূপগুণের প্রভেদ অনন্যজাতি-সাধারণ। জাতিভেদের প্রকৃত অর্থ বৈবাহিক সম্বন্ধের পার্থক্য মাত্র, ভোজনাদিতে যে ভেদ করা হইয়াছে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য বৈবাহিক পার্থক্য বজায় রাখা। যদি ভারতবাসীদিগের মধ্যে রূপ গুণের যত পার্থক্য এখনও লক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক ন্যূন হইয়া যায়, তবে অবশ্যই জাতিভেদ প্রথা তিরোহিত হইবে। এখনও লোকের মুখে শুনা যায়—"কায়েত বামুনের চেহারা!" অর্থাৎ অপরাপর জাতীয়দিগের অপেক্ষা ঐ দুই জাতীয়ের সৌন্দর্য্য এবং শ্রী অধিক। যখন বিভিন্ন জাতীয়দিগের মধ্যে এত অন্তরতা না থাকিবে তখন জাতিভেদও থাকিবে না। তবে বুদ্ধ নানকাদি মহাত্মাগণ ঐ জাতিভেদ উঠাইতে গিয়াছিলেন কেন? তাহার উত্তর এই—ধর্ম্মজ্ঞেরাও দূরদর্শী, নীতিজ্ঞেরাও দূরদর্শী, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞদিগের দূরদর্শন ভাবাত্মকতামূলক, নীতিজ্ঞদিগের যুক্তিমূলক—ভাবাত্মকতা কালাকাল বিচার করে না। এই সকল কথা শুনিয়া যদি কোন অর্ব্বাচীন বিচারসহ বলেন যে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া বিভিন্ন জাতীয়ের মধ্যে কন্যার আদান প্রদান করিলেত আকারগতভেদ সত্বরেই মিটিয়া আইসে, তাঁহার কথার অনেক উত্তর আছে—কিন্তু এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে ওরূপ কাণ্ড নর নারীদিগের এবং জন্তু মাত্রেরই অস্বাভাবিক।

জাতিভেদ সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। ইহার অভ্যন্তর ভাগে কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ এবং গুণ আছে।

(১) বিজিত জাতীয় লোকের মধ্যে সহজেই আত্মগৌরব নষ্ট হইয়া যায়।

(২) সকল বর্ণের লোকেই একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহার অপেক্ষা আপনাদিগকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না।

(৩) জাতিভেদ থাকায় ধনের গৌরব নিতান্ত বৃদ্ধি হইতে পায় না।

(৪) জাতিভেদ থাকায় জনগণ আপনাপন অভিলাষানুযায়ী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পায় না বলিয়া একটা শেখা কথা কাহার কাহার মুখে শুনা যায়, সেটা কিছুই নয়। বৌদ্ধবাদ প্রবল হইবার পর অবধি এক যাজকতা ভিন্ন অপর সকল ব্যবসায়ই সকলের পক্ষে খোলা হইয়া গিয়াছে। শিক্ষকতা পর্য্যন্ত শূদ্রের অধিকারে আসিয়াছে।

(৫) জাতিভেদ থাকায় ভারতবর্ষের সমুদয় শিল্পকার্য্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঢাকার সূত্রবস্ত্র, কটকের গহনা, দাক্ষিণাত্যের ভূতপূর্ব্ব ভাস্করীয় কার্য্য সমস্ত পৃথিবীতে তুলনারহিত। এরূপ কারুকার্য্য হিন্দু সমাজ বন্ধনের গুণেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তবে ইউরোপীয় পথ ভিন্ন উন্নতির অন্য পথ নাই যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা এ দেশের কিছুই যথাযথ মনে করেন না। একজন মান্দ্রাজী সিবিলিয়ান আমাকে বলিয়াছিলেন, "শ্রমবিভাগের নিয়ম ভারতবর্ষে খুব পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সত্য, কিন্তু লোকের অকর্ম্মণ্যতা দোষে তাহাতেও কোন ফল দর্শে নাই।"—"কেন? তোমাদের কুম্ভকারেরা ত পুরুষানুক্রমে হাঁড়ি, কলসী গড়িতেছে।" "ছিছি। উহাদিগের "সিবর্স বাস" (Sevres vase) গড়া উচিত ছিল।" "সিবর্স বাস কি প্রত্যহ গড়িবার এবং ফেলিয়া দিবার জন্য হইতে পারে?"

(৬) জাতিভেদ প্রচলিত থাকায়, হিন্দু সমাজ ভারতবর্ষের অপরাপর সমাজকে আপনার অন্তর্নিবিষ্ট করিবার বিশেষ সুবিধাই পাইয়াছে, সুতরাং পরেও পাইবে। একেবারে ভিন্ন সমাজের লোককে লইয়া তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদির প্রচলন করা কঠিন। উহাদিগকে সমাজান্তর্গত একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করা তত কঠিন নয়। আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি হিন্দুসমাজের সজীববৎ ব্যবহার দেখ। সাঁওতালেরা হিন্দু হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে সংখ্যায় অধিক হইতেছে তথায় 'খারবার' নামে অভিহিত হইয়া জল আচরণীয় হইতেছে। মেকেরা'ও অনেকে এরূপে জল আচরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে, শিখেরা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগী, কিন্তু উহারাও ক্রমে আপনাদিগকে নানকপন্থী হিন্দু বলিতেছে। কবীরপন্থীরা এবং দাদুপন্থীরা আপনাদিগকে হিন্দু সমাজান্তর্গত মনে করে। বাঙ্গালায় জাতিভেদ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও একটী বৈষ্ণব জাতি জন্মিয়া গিয়াছে।

মালদহ জিলায় কোন মুসলমানের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল।

কথোপকথনে জানিলাম, তিনি নিরামিষভোজী। দেখিলাম, তিনি আবুবকর প্রভৃতি খলিফাদিগের মধ্যে একজনেরও নাম জানেন না, কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের নাম জানেন। তিনি বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে যেমন নানা জাতি আছে না, আমরা মুসলমানেরাও সেইরূপ একটী জাতি। মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি জিলার সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের বাটীতে অনেকানেক মুসলমান চাকর থাকে, এবং যদিও তাহাদিগের জল আচরণ না হউক, দুগ্ধ আচরণ হয়। অনেক মুসলমান গোমাংস খাও কি, জিজ্ঞাসা করিলে দন্তদ্বারা জিহ্বা কাটিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। ওয়াহাবি মতবাদের অভ্যুত্থানের পর ঐ ভাব যেন কিছু কমিয়া গিয়াছে। আর কোন কোন ইংরাজ হাকিমেরাও যেন হিন্দুরপ্রতি মুসলমানের বিরোধ একটু রক্ষা করিয়া চলিতেছেন বলিয়াই কোথাও কোথাও সন্দেহ হয়। কিন্তু ও সব চেষ্টা বিফল হইবে।

বাঙ্গালী সমাজ।

শান্তিপ্রবণ হিন্দু সমাজ সুখাভিলাষী ইংরাজকে আপনার শিরোদেশে ধারণ করিয়াছে। নিবৃত্তিমার্গে দীক্ষিত জনগণ প্রবৃত্তি-মার্গানুসারী লোককে আপনার আদর্শ স্থলে প্রাপ্ত হইয়াছে। উচ্চাধিকারী নিকৃষ্টাধিকারীর বশে আসিয়াছে। অন্তর্দর্শী বাহ্যদর্শীর স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিতেছে। এই অতি বিপুল সমাজ সংঘর্ষের ফল কি হইতেছে, তাহা বাঙ্গালী সমাজটীর বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে অতি সুস্পষ্টরূপেই বোধগম্য হইবে—এবং পরেও কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহারও অনেক দুর অনুমান করা যাইতে পারিবে। কারণ, ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালীতেই ইংরাজ প্রাধান্য অধিককাল বদ্ধমূল এবং বিস্তৃত হইয়াছে; বাঙ্গালীদিগের অভ্যন্তরেই ইংরাজী রীতিনীতি দূরতর প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং বাঙ্গালীদিগের মধ্যেই ইংরাজী বিদ্যার বহুল প্রচার হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের মধ্যেই আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্য উভয় ভাগের প্রকৃতি এমন সুন্দররূপে সম্মিলিত যে, এখানে যেরূপ যেরূপ ঘটিয়াছে, সমস্ত ভারতবর্ষেই সেইরূপ ব্যাপার ঘটিবে, এরূপ মনে করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। আর্য্যাবর্ত্তে উচ্চজাতীয় এবং নিকৃষ্টজাতীয় লোকদিগের মধ্যে আকার বৈসাদৃশ্য কম, দাক্ষিণাত্যে বেশী; বাঙ্গালায় কমও

বটে, বেশীও বটে, অর্থাৎ এখানে উচ্চজাতীয় এবং অন্ত্যজ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী এমন কতকগুলি জাতি জন্মিয়া আছে, যাহাদের সহিত ব্রাহ্মণাদির বৈসাদৃশ্য অনধিক অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায়; কিন্তু নিতান্ত অন্ত্যজদিগের সহিত বৈসাদৃশ্য অধিক অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের ন্যায়। এই সকল কারণে এবং আমি নিজে এই সমাজের লোক এবং যদি কেহ আমার লেখা পড়েন তবে এই সমাজের লোকেই পড়িবেন, ইহা মনে করিয়া বাঙ্গালী সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলা আবশ্যক বোধ হয়, তাহাই বলিব।

বাঙ্গালী জাতি অপরাপর আর্য্যাবর্ত্তবাসীর ন্যায় আর্য্যপ্রধান। সেই প্রধানতম উপাদানের সহিত অনেকটা কোলেরীয় কতকটা দ্রাবিড়ী এবং কিছু পরিমাণ তাতারীয় মিশ্রিত হইয়া আছে। বাঙ্গালার মুসলমানেরা কোন নূতন উপাদান নহে। কোলেরীয়রা কোন অতি পূর্ব্বকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা আসাম প্রদেশ ভেদ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে ছোটনাগপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দ্রাবিড়ীয়রা দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে, কাহার কাহার মতে সমুদ্র পথে বঙ্গোপসাগর দিয়া, উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে উঠিয়াছিল। তাতারীয়রা ব্রহ্মদেশ হইতে কতক আসামের ভিতর দিয়া কতক মণিপুর প্রদেশের পাহাড় উপচিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। আর্য্যেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে গঙ্গা প্রবাহের অনুক্রমে আসিয়া উল্লিখিত তিনটী বিভিন্ন স্তরের উপর বিস্তৃত হইয়াছিলেন। এই বহু পূর্ব্বগত ব্যাপার এখনও সম্পূর্ণরূপে বিরত হয় নাই। কোলেরীয়দিগের আর কোন চিহ্ন বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব কি মধ্য ভাগে দৃষ্ট হয় না, এবং পশ্চিম ভাগেও অতি অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু দ্রাবিড়ীয় সাঁওতালেরা এখনও হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, রাজমহল প্রদেশ দিয়া উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে চলিতেছে দেখা যায়, আর আসামের ভিতরে এবং খসিয়া পর্ব্বতাদিতে পূর্ব্বদিক হইতে নূতন নূতন পার্ব্বতীয় লোকের সঞ্চার এখনও হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আর্য্য সঞ্চারেরও এখন সম্যক্ নিবৃত্তি হয় নাই। ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম প্রভৃতি পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী জেলাগুলিতে এখনও বিহার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে নূতন লোক আসিতেছে এবং বাস করিতেছে। পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল জেলার কোন মেলা স্থানে গিয়া খাস তদ্দেশীয় লোক যত দেখিতে পাওয়া যাইত এখন আর তত পাওয়া যায় না—এখন হিন্দুস্থানী আকারের লোক বাড়িয়াছে। এখন সাঁওতাল নাচে আর খাস-সাঁওতাল

তেমন অধিক থাকে না। কি সাঁওতাল পরগণার ভিতরে কি মৌরভঞ্জে অর্থাৎ সমস্ত সাঁওতাল-ভূমির পার্শ্বদেশে যে স্ত্রীপুরুষ সাঁওতাল বলিয়া নাচে উপস্থিত হয়, তাহার পনর আনা লোক মিশ্র জাতীয়। অবিমিশ্র সাঁওতাল নয়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, কোন দেশের উপরিভাগ যেরূপ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া থাকে, তাহার হেতুনির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বগত কোন অদ্ভুত শক্তির কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, বর্ত্তমান যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে সেইগুলিই অধিক কাল ব্যাপিয়া কার্য্যকারী হইয়াছে মনে করিলেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থির হয়। ভূমিভাগের স্তর সম্বন্ধেও যে কথা, আর ভূমিনিবাসী মনুষ্যদিগের সম্বন্ধেও সেই কথা। যে ব্যাপার আজি হইতেছে দেখিতেছ, তাহাই পূর্ব্বাবধি হইয়া আসিয়াছে মনে করিলেই বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপে জন্মিল তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। আজি দক্ষিণ ভাগলপুরে, সাঁওতাল পরগণায়, মৌরভঞ্জে যাহা হইতেছে দেখিতেছি, পূর্ব্বেও তাহাই হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চল হইতে আর্য্যসম্ভূত জনগণ আসিয়া এই সকল অঞ্চলের লোকের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণেরাই অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে মিশিয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষাটী কেমন করিয়া জন্মিল, সেই কথা লইয়া আমাদিগের কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি কিছু মতামত প্রকাশ এবং বাদানুবাদ করিয়াছেন। আমি যে সকল স্থানের নাম করিলাম সেই সকল স্থানের কথা শুনিলেই একেবারে বাঙ্গালা ভাষার সুতিকাগারটী দেখা যায়। ঐ সকল স্থানে হিন্দি ভাঙ্গিয়া যায়, দেশীয় কথাও ঠিক থাকে না—একটু দূরে হইতে শুনিলে যেন বাঙ্গালা ভাষার স্বরই শুনিতেছি বলিয়া বোধ হয়। ক্রিয়াপদ গুলিই প্রথমে বাঙ্গালার ধরণে ভাঙ্গে। ভাষা সৃষ্টিও ক্রিয়াপদ লইয়াই হয়।

আর একটী ব্যাপারও বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশ মাত্রেই লক্ষিত হয়। কি কাছাড়ী কি খসিয়াদিগের মধ্যে, কি আসামে, কি ছোটনাগপুর প্রদেশে, কি ভাগলপুরে সর্ব্বত্রই পশু পক্ষ্যাদি বলি প্রদান দ্বারা কোন না কোন দেবীর পূজা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেবীর নাম এবং রূপ ভিন্ন হয় বটে, কিন্তু পূজার পদার্থটী পুংদেবতা নয়, স্ত্রীদেবতা এবং পূজার অতি প্রধান অঙ্গ জীব হনন, এ দুইটী বিষয়ে সকলেরই মিল আছে। এমন কি ভূটীয় সিকিমী প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিরা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াও বিবিধ বর্ণের এবং বহু পরিমাণ হস্ত সমন্বিত বুদ্ধশক্তি সকল স্বীকার করিয়া থাকে।

বাস্তবিক আর্য্যাবর্ত্তের অপর সকল ভাগের অপেক্ষা, বাঙ্গালা দেশেই শক্তির পূজা বিশেষ প্রবল। বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা এবং মধ্বাচারী কৃষ্ণভক্তেরা কেহই সীতা অথবা কোন কৃষ্ণশক্তিকে রাম বা কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করেন না, কিন্তু বাঙ্গালার নিমায়ৎ বৈষ্ণবেরা শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণের উপরেও প্রাধান্য দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ নিমাইৎ বৈষ্ণবদিগের মতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীরাধিকা স্বয়ং এবং সেই জন্যই একান্ত কৃষ্ণপ্রেমময় শরীর। চৈতন্য চরিতামৃতেরও অভ্যন্তরীণ ভাব ঐরূপ। বেদের উপাস্য ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। কিন্তু বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্রাদি সকলেই পুরুষ। বেদে উপাস্য স্ত্রীদেবতা নাই বলিলেই হয়। "শোভমানা হৈমবতীর" কথা আছে, "শ্রমইব রূপ ধারিণী উষার" কথা আছে, "হিরণ্যবর্ণা হরিণী লক্ষ্মীর" নাম আছে, কিন্তু উঁহারা দেবতা বলিয়া বিশিষ্টরূপে উল্লিখিত নহেন। কিন্তু বঙ্গদেশে, কি আর্য্যদিগের মধ্যে কি প্রত্যন্তবাসী বৌদ্ধদিগের মধ্যে কি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে শক্তি সেবারই বিশেষ সমাদর এবং গৌরব। এই কারণে এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি শক্তি-সাধন-প্রধান তন্ত্রশাস্ত্রের আকার ধারণ করিয়া আছে এবং এখানে সাংখ্যদর্শনের মত বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়াতে অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত চিন্ময় পুরুষ তন্ত্রশাস্ত্রে জড়ময় এবং সাংখ্যোক্ত জড়প্রকৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে চিন্ময়ী হওয়াতে, বঙ্গদেশে সাংখ্য-দর্শনের সমাদর ন্যূন হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সাংখ্যদর্শনের সমাদর অল্প হওয়াতেই বোধ হয় যে, ন্যায়দর্শন এপ্রদেশে অধিক সমাদৃত হইয়াছে। ন্যায় দর্শনে পরমাণুবাদই প্রবল, পুরুষ প্রকৃতি লইয়া কোন বিচার নাই। কিন্তু আর্য্যজাতীয় লোকের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বরূপ যে অদ্বৈতবাদ তাহাও বঙ্গদেশে অক্ষুন্ন রহিয়াছে। তন্ত্রেরও চরম কথা বেদান্ত দর্শনের চরম কথা হইতে অভিন্ন। বঙ্গদেশের বেদ আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রে দীক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সেই দীক্ষা গ্রহণে সকল জাতীয় লোকের সমান অধিকার উক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, তন্ত্রশাস্ত্রে ভৈরবী চক্র প্রভৃতি এরূপ সকল সাধন-সমিতির উল্লেখ আছে যাহাতে বর্ণভেদের বিচার নিষিদ্ধ। এই সকল লক্ষণে বোধ হয় যে, বৌদ্ধপ্রবর্ত্তিত সমীকরণ ব্যাপার কিয়ৎপরিমাণে তন্ত্রশাস্ত্র কর্তৃক আর্য্য-প্রণালীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের এবং সাধন-প্রণালীর বৃদ্ধি হওয়াতে বৈদিক যজ্ঞবিধির বিধান সকল বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল।

সাময়িক পরিবর্ত্ত।

সেই অতি পূর্ব্বে বৈদিক কালে হিন্দু সমাজ যেরূপ ছিল আজিও সেই ভাবাপন্নই আছে, এ কথা পূর্ব্বে পূর্ব্বে কেহ কেহ বলিতেন বটে, এখন আর কেহ বলেন না। প্রথমে বেদ ত্রয়ী ছিল, চারিটী বেদই ছিল না। পরে অঙ্গিরা ঋষি (অবশ্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার স্থানে শিক্ষা করিয়া) নিজ পুত্র অথর্ব্বনকে চতুর্থ বেদটীর শিক্ষা দান করেন। অথর্ব্ব বেদের সময়ে চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের বিশিষ্টরূপেই উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে এবং আদিম অধিবাসীদিগের অনেকানেক দেবতা আর তাহাদিগের কর্ম্ম কাণ্ড ঐ বেদের মধ্যে অভিচারাদি ক্রিয়া রূপে পরিণত হইয়াছে এবং ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের বিশেষ বাহুল্য হইয়াছে। এই প্রথম পরিবর্ত্ত।

সমাজ শাস্তা এবং যুদ্ধকর্ত্তা দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে যে অতি ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় এই সময়ে। অঙ্গিরা বংশীয় পরশুরাম ক্ষত্রিয় কুলের দমনকারী। ঐ বংশীয় গাধিরাজ পুত্র বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষির বিদ্বেষ্টা—এইরূপ পৌরাণিক উপাখ্যান সকল দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করে এবং সেই বিচ্ছেদ জন্য যাজন এবং যুদ্ধ ব্যবসায় সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। এই দ্বিতীয় পরিবর্ত্ত।

ইহার পর মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণাদির আচার ব্যবহারের সুদৃঢ়বন্ধন এবং আশ্রম বিভাগ; দ্বিজাতীয়দিগের অসবর্ণা বিবাহজাত বহুল সঙ্কর জাতীয় লোকের তালিকা; তন্মধ্যে অনুলোম সঙ্করের উৎকর্ষ এবং বিলোম সঙ্করের অপকর্ষ ব্যাখ্যাত। ঐ সংহিতার সময়ে সমাজের গঠন প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং ব্রাহ্মণজাতীয়দিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়া অপরাপর জাতীয় জনগণ বিবিধ বিদ্যা ও শিল্পাদির চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সঙ্কর জাতীয়েরাও ক্রমশঃ রূপে গুণে আর্য্যসাদৃশ্য লাভ করিতেছে। এই তৃতীয় পরিবর্ত্ত।

অধিবাসীদিগের মধ্যে রূপগুণের পরস্পর সাদৃশ্য ভারতবর্ষের যে ভাগে অধিক হইল সেই ভাগে জাতিভেদ উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই জন্মিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ অযোধ্যা প্রদেশে, বেন প্রভৃতি রাজগণ মধ্যে মধ্যে ঐরূপ চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন তাহা পুরাণে উল্লিখিত আছে। অনন্তর বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইল। তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্মকার্য্যের দোষ, এবং জ্ঞান ও উপাসনা কার্য্যের গুণকীর্ত্তন করিলেন এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদিতে বর্ণভেদনির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার স্থাপন করিলেন। এই চতুর্থ পরিবর্ত্ত।

এই পরিবর্ত্ত ক্রিয়ার অপর সকল বিষয় রহিয়া গেল, কেবল জাতিভেদ

প্রথাটী যে একেবারে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল সেইটী বিফল হইল। বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব সময়ে যে আর্য্যাবর্ত্তভাগের ব্রাহ্মণেরা সুখাভিলাষী এবং সমাজশাসনে অমনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহার অনেকানেক নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যভাগে তখনও ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মণ্যতেজঃ অক্ষুণ্ণ ছিল, শাস্ত্রে অধিকার ছিল, আচার পবিত্র ছিল এবং তর্কশক্তি সুমার্জ্জিত ছিল। সেই দাক্ষিণাত্যের প্রান্তবর্ত্তী কানারা দেশে শঙ্করস্বামী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং বিচার দক্ষতায় বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা পরাজিত হইল, বেদার্থ প্রকাশিত হইল এবং হিন্দু ধর্ম্মমত বৌদ্ধাধিকাররূপ অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া পুনর্ব্বার জ্যোতির্ম্ময়রূপে দৃষ্ট হইল। জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া গেল না; কিন্তু বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবের ফলস্বরূপ আরও কতকগুলি সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া রহিল। এই পঞ্চম পরিবর্ত্ত।

ঐ পঞ্চম পরিবর্ত্তের পরবর্ত্তী কোন সময়ে আর কয়েকটী বিশেষ নিয়ম হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। সেগুলি কয়েকখানি অপ্রধান পুরাণ এবং উপপুরাণে নিবদ্ধ হইয়া আছে। সেই নিয়মগুলির প্রকৃতি কিরূপ এবং তাহাদিগের সংস্থাপনই বা কিরূপে হইয়াছে তাহা একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। ঐ নিয়মগুলি ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে নিবদ্ধ। বোধ হয় ছন্দানুরোধেই উহারা পরস্পর সঙ্গতিক্রমে ব্যবস্থাপিত হয় নাই। কিন্তু নিয়মগুলির প্রকৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহারা পৃথক পৃথক চারিটী শ্রেণীগত। তাহার দুই শ্রেণী আচার-বিষয়ক, আর দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর নিয়মগুলি কতকটা বৌদ্ধবাদের অনুকূল, অপর শ্রেণী উহার প্রতিকূল।

বৌদ্ধবাদের প্রাবল্যে শূদ্রাদি সকল জাতীয় লোকেই যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেড়াইত। কোন সমাজের অধিক লোক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষোপজীবী হইলে সমাজের ক্ষতি হয়। অতএব সমাজের হিতার্থ নিয়মিত হইল যে (১) দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য করিবে না; (২) কমণ্ডলু ধারণ করিবে না; (৩) অতি দূরস্থিত তীর্থদর্শনে গমন করিবে না; (৪) সমুদ্রযাত্রা করিবে না; (৫) বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে না। পূর্ব্বে আর্য্যদিগের মধ্যে একটী বিধান ছিল যে, অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা অথবা ভৃগুপতন দ্বারা স্বেচ্ছাতঃ আপনাপন জীবন ত্যাগ করিতে পারিতেন। অনুমান করা যায় যে, আর্য্য-দিগের মধ্যে ঐরূপ আত্মহত্যা অনেক ন্যূন হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু

বৌদ্ধেরা উহার বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছিল, অতএব (৬) ভৃগুপতন এবং অগ্নিপ্রবেশও নিষিদ্ধ হইল। উল্লিখিত নিয়মগুলি বৌদ্ধবাদের প্রতিকূল।

কিন্তু অপর কতকগুলি আচারবিধি যাহা বৌদ্ধবাদের সময় বিশেষ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, সেগুলির উচ্ছেদ চেষ্টা হয় নাই ; ওগুলি সমাদর পূর্ব্বক গৃহীত হইল। (১) অতিথি সৎকারে পশু হনন নিষেধ। (২) শ্রাদ্ধাদিতে মাংসের ব্যবহার নিষেধ এবং (৩) অশ্বমেধ (৪) গো-মেধ এবং (৫) নরমেধ যজ্ঞ নিষেধ। এইগুলি পূর্ব্ব হইতেই ন্যূন হইয়া আসিতেছিল, বৌদ্ধ প্রাবল্যের সময় স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ নিরসনের পরেও স্থগিত হইয়া রহিল।

যেমন আচার-কাণ্ডগত নিয়মগুলি দ্বিবিধরূপে—কতকগুলি বৌদ্ধবাদের প্রতিকূলে আর কতকগুলি তাহার অনুকূলে ব্যবস্থাপিত হইল, তেমনি ব্যবহার কাণ্ডের নিয়মগুলিও কতক বৌদ্ধবাদের প্রতিকূলে ও কতক অনুকূলে নির্দ্দিষ্ট হইল।

বৌদ্ধাচারে বিবাহ-বিচারটা প্রায় নাই বলিলেই হয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং বিশিষ্টরূপেই বিজিতেন্দ্রিয় ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইবার পর, কি ভারতবর্ষে, কি তাহার বহির্ভাগে কোথাও বৌদ্ধ মতাবলম্বীদিগকে বিশেষ সংযমী বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে জাতিভেদ প্রথা শিথিল করিয়া দিয়া বৌদ্ধেরা নিতান্ত ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল। সেই দুষ্টাচারের মূলোচ্ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে নিয়মিত হইল যে, (১) দত্তক এবং ঔরস ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পুত্র হইবে না। (২) অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ হইবে না। (৩) দেবরের দ্বারা সন্তানোৎপত্তির বিধি চলিবে না। (৪) বাগ্‌দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান হইবে না। (৫) বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবে না। এই সকল বৈবাহিক নিয়মের পোষকস্বরূপ ভোজনের নিয়ম হইল, (৬) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ নিজ দাস, গোপাল প্রভৃতির অন্ন ভোজন করিবে না (৭) শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পাক ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে না।

উল্লিখিত আচার ব্যবহারের নিয়মগুলি কোন রাজব্যবস্থা বলিয়া প্রচারিত হয় নাই—কিন্তু তখন হিন্দু রাজার অভাব ছিল না। ওগুলি কোন ঋষির বাক্য, অতএব অবশ্যকরণীয় শাস্ত্রশাসন একথাও বলা হয় নাই। কিন্তু তখনও ঋষি সকল ছিলেন। ওগুলি মহাত্মাদিগের কর্ত্তৃক এবং পণ্ডিতদিগের কর্ত্তৃক এবং বুদ্ধিমানদিগের কর্ত্তৃক সমাজের রক্ষার্থ নিরূপিত এবং ব্যবস্থাপিত হইয়া-

ছিল—এই কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। আর একটী অপূর্ব্ব ভাবে ঐ সংস্কার কার্য্যটী নির্ব্বাহিত হইয়াছিল দেখা যায়। ইহাতে কোন ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের উল্লেখ মাত্র নাই। ভারতবর্ষে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের কোন কথা না উঠাই উচিত। ধর্ম্মসম্বন্ধে এখান হইতে বেশী কথা বা উচ্চকথা আর কোথাও হয় নাই—হইতে পারিবেও না। রাজা রামমোহন রায় মহম্মদীয় মতবাদ, খৃষ্টীয় মতবাদ এবং বৌদ্ধ মতবাদ সকলগুলিই অতি উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। তিনি সকল দেখিয়া শুনিয়া বৈদিক উপনিষদেই ধর্ম্মের সার তত্ত্ব আছে জানিয়াছিলেন। তাঁহাকে কিছু কোরাণ, কিছু বাইবেল, কিছু ধর্ম্মপদ হইতে লইয়া পাঁচ ফুলে ধর্ম্মসাজি পুরাইতে হয় নাই। আপেক্ষিকত্ব পরিহার দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা সোপেন্‌হারও বলিয়া গিয়াছেন—"বৈদিক উপনিষদ শাস্ত্র পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয়, ঐগুলি আমার জীবনের সুখ এবং মৃত্যুকালের একমাত্র সম্বল।"

জাতীয় ইতিবৃত্ত।

নব্য ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে তাতারীয়দিগের ন্যায় সন তারিখ দেন, ইহাঁরা ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় কার্য্যকারণসূত্র ঘটাইবার জন্য চেষ্টা করেন, ইহাঁরা গ্রীক্ এবং রোমীয়দিগের ন্যায় স্বজাতি পক্ষপাত এবং স্বদেশ গৌরব খ্যাপন করেন, আর য়িহুদীদিগের ন্যায় ঐতিহাসিক ব্যাপারে বিশ্বপাতা ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দেখিতে পান।

ঐতিহাসিক ব্যাপারে কারণ পরম্পরা কিরূপ কার্য্যকারী তাহা বুঝিবার দুইটী পরস্পর পৃথক্ ভাব আছে। এক ভাব এই যে, যাবতীয় ঘটনা পরম্পরায় সমালোচন করিয়া যখন ঐগুলির চরম ফল কি হইবে তাহা কতকদূর স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, তখন এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, ঐ চরম ফল উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছে। ইহার নাম সেশ্বর ভাব। আবার যদি ঐ ঘটনা পরম্পরার চরমফল বুঝিয়া তৎপ্রতি কোন উদ্দেশ্যবিশেষের আরোপ না করা যায়, অর্থাৎ ঘটনা সকল ঐ ঐ রূপ হওয়াতে এইরূপ চরম ফল হইবে এই মাত্র বুঝিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায়, তাহার নাম নিরীশ্বর ভাব। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ফলাফল বিচার সম্বন্ধে সেশ্বর ভাবের পথ যাহা, নিরীশ্বর ভাবের পথও তাহাই। সে পক্ষে ঐ দুইটী ভাবের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

এই জন্য ভারত ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান কয়েকটী ঘটনার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি উল্লিখিত সেশ্বর এবং নিরীশ্বর উভয় ভাবের উপযোগী শব্দ সকল প্রয়োগ করিব—তাহাতে প্রকৃত বিচারের কোন দোষ নাই। ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তের প্রাথমিক ব্যাপার সমস্ত বৈদিক গ্রন্থসমূহে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, আর্য্যঋষিগণ এই মহাদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া কৃষ্ণকায়, বিকৃতাকার, বিরুদ্ধাচার, শিল্পজ্ঞান এবং ধর্ম্মজ্ঞানপরিশূন্য, পরস্পর অসম্বদ্ধ, বহুরূপ ভাষাবিশিষ্ট, বিভিন্নগোষ্ঠীয় বন্যদশাপন্ন নরগণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে দস্যু, দৈত্য দানব, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। উহারা আর্য্যবংশীয়দিগের সহিত নিরন্তর বিবাদ করিয়া পরিশেষে দমিত হইয়া যায় এবং তাহাদিগের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া কৃষি এবং শিল্পাদি শিক্ষা করে।

বৈদিক মন্ত্রাদির আধুনিক ব্যাখ্যাতৃগণ কেহ কেহ যে সর্ব্বস্থলেই সৌরভাবের বা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যঞ্জনা বাহির করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী কালের সম্বন্ধে সত্য হইলেও মূলতঃ সত্য নহে। বজ্রধর ইন্দ্র, চক্রধর বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যে সকল দৈত্য দানবাদির বিনাশসাধন করিয়াছিলেন তাহারা সম্ভবতঃ মানবশরীরী আর্য্যকুলবিদ্বেষ্টা অতি দুর্দ্দান্ত লোক ছিল। বৃত্র, অহি এবং পাণি প্রভৃতি বৈদিকদেবদ্বেষ্টৃবর্গ প্রথম হইতেই সজল মেঘ, অন্ধকার এবং কুজ্ঝটিকার স্থানীয় ছিল না, কালে তাহাদিগের স্বরূপের স্মৃতি বিলোপ হইয়া গেলে উহারা কবিগণের হস্তে ঐ সকল আকার ধারণ করিয়া উঠে।

ফলকথা, প্রাকৃতিক বস্তু এবং শক্তি সকলে যে বিশিষ্ট সজীবতা এবং মানবভাবের আরোপ হয়, তাহারও মূল ঐতিবৃত্তিক ঘটনাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেখ, পুরাণে যে সকল দেববিদ্বেষীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ অতি প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত—উহারা সত্যযুগের লোক। কিন্তু উহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্ন, ব্রহ্মর্ষিদেশ বা পঞ্জাবের প্রত্যন্তভাগেই পাওয়া যায়। মুলতানে হিরণ্যকশিপুভ্রস্তম্ভ বলিয়া একটা উচ্চভূমি প্রদর্শিত হয় এবং সেখানকার অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অদ্যাপি হিরণ্যকশিপুঘাতী নরসিংহদেবের উপাসক। অতএব হিরণ্যকশিপু কখনই বিশুদ্ধ কবিকল্পনা নহে। বৃত্রাদির স্থলেও ঐরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

আদিম অধিবাসিগণ দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আর্য্যদিগের সংস্রবে উৎকর্ষ লাভ করিতে এবং তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বকালের দাসত্ব এখনকার ইউরোপীয়দিগের প্রবর্ত্তিত দাসত্ব প্রণালীর ন্যায় অতি কঠোর ব্যাপার ছিল না। আমি সেই পূর্ব্বকালের দাসত্ব দশার অতি ঈষন্মাত্র চিহ্ন উড়িষ্যা ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিয়াছি। খাণ্ডাইত জাতীয় অতি সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তির গৃহে দিন কয়েক অতিথি হইয়াছিলাম। সেই গৃহে কয়েকটী সুন্দর যুবা পুরুষকে ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা কোন জাতীয়। শুনিলাম, উহারা "পাউলিপুয়া" অর্থাৎ উহারা গৃহ-পালিতা দাসীদিগের গর্ভজাত পুত্র। পূর্ব্বেও এই প্রণালীতে আর্য্যদিগের গৃহে গৃহে উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই কারণেই প্রথমে ব্রহ্মর্ষিদেশ তদনন্তর ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ এবং পরিশেষে সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি কিয়ৎপরিমাণে আর্য্যলক্ষণাক্রান্ত মনুষ্যের বাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে।

মনুসংহিতায় স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে অনুলোম বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি তেমন দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। উচ্চপুরুষ নীচ-কুলের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন—কিন্তু নীচকুলের পুরুষ উচ্চ কুলের কন্যা গ্রহণ করিলে বড়ই দোষ হইত। এই অনুলোম বিবাহের ব্যবস্থা এবং বিলোম বিবাহের নিষেধ যে জীবমাত্রের স্বভাবসিদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। ইহারই প্রভাবে ভারত-বর্ষের সমুদয় উত্তরাঞ্চল এবং মধ্যভাগও অনেক দূর পর্য্যন্ত আর্য্যলক্ষণা-ক্রান্ত হইয়া গেল। শুদ্ধ শারীর লক্ষণেই যে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর সাদৃশ্য হইল তাহা নহে, যেমন আর্য্য পুরুষদিগের ঔরসে আদিমনিবাসী স্ত্রীদিগের গর্ভে সুন্দরশ্রী সন্তান সকল জন্মিয়া পরস্পর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল, তেমনি আদিম জাতীয়দিগের বিবিধ ভাষার প্রতি আর্য্যভাষা সংস্কৃতের বলপ্রয়োগ হওয়াতে প্রাকৃতাদি ব্যাপকতর ভাষাও জন্মিল, আর অনার্য্যজাতীয়দিগের উপাসিত এবং পূজিত বিভিন্ন দেবদেবীগুলিও আর্য্যঋষিদিগের শাস্ত্রমধ্যে পরিগৃহীত হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ করিয়া উঠিল।

কিন্তু উল্লিখিতরূপে যেমন শারীরসাদৃশ্য, ভাষা সাদৃশ্য এবং ধর্ম্ম সাদৃশ্য জন্মিয়া উঠিল, অমনি তাহার অবশ্যম্ভাবি ফলও ফলিল। বিলোমসঙ্কর উৎপন্ন হইতে লাগিল, প্রাকৃতাদি ভাষার প্রচলন সংস্কৃতের অপেক্ষা বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং ধর্ম্মভাবে আধ্যাত্মিকতা ন্যূন হইয়া অনুষ্ঠানমাত্রের আড়ম্বর প্রবল হইল। ব্রাহ্মণদিগের আর পূর্ব্বের মত শ্রীও রহিল না, বিদ্যাও রহিল না, আর তপঃপ্রবৃত্তিও রহিল না।

যখন আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যতেজঃ অতি বিস্তৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্তিমিত ভাব প্রাপ্ত হইতে লাগিল তখনও দাক্ষিণাত্যে উহা সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল—সাগরসঙ্গম স্থলে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইলেও নদীর উচ্চভাগে জোয়ারের জল অনেকক্ষণ চলিতে থাকে। সরযূ, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, সরস্বতী তীরে, অযোধ্যা, কাশী, প্রয়াগ, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা প্রভৃতি স্থানে আর্য্যের তেজ কম, কিন্তু রেবাতটবর্ত্তী বিশালায়, শিপ্রাসন্নিহিত উজ্জয়িনীতে, গোদাবরী সমীপস্থ নাসিকে আর কাবেরীতীরে ও কাঞ্চীপুরে ঐ তেজঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হইয়া চলিল এবং অনার্য্য গোষ্ঠীয়রা কিয়ৎপরিমাণে আর্য্যভাববিশিষ্ট হইতে লাগিল। ও প্রদেশে আর্য্যতেজস্বিতার হ্রাস হয় নাই।

আর্য্যভাব যে প্রদেশে অতি প্রবল হইয়া প্রথমেই বিশিষ্টতা পরিহার করিয়াছিল সেই অযোধ্যা প্রদেশেই ক্ষত্রিয় রাজকুলে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইলেন এবং নীতির প্রাধান্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অপ্রাধান্য, তপোবলের উৎকর্ষ এবং জাতিভেদের অপকর্ষ অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের সাম্যবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শুষ্ক ইন্ধন অগ্নি পাইবামাত্র জ্বলিয়া উঠে, তেমনি সাম্যভাবপ্রাপ্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বৌদ্ধধর্ম্মে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অশোক, বিম্বসার প্রভৃতি অধিরাজবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। শূদ্রজাতীয়েরা যতি ধর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইল। প্রাকৃত হইতে অনধিক ভিন্ন পালি বা পারীভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ সকল বিরচিত হইতে লাগিল এবং বৈদিক ধর্ম্মের স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত বৌদ্ধ যতিগণ দক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিলেন—দাক্ষিণাত্য ছাড়াইয়া লঙ্কাদ্বীপে, যব দ্বীপে, মালাকা, ব্রহ্ম এবং চীনে স্বধর্ম্ম বিস্তার করিতে গেলেন। দূরবর্ত্তী দেশ সকল উহাঁদিগের সাম্যবাদের স্থল হইল। উহাঁরা চীন, ব্রহ্ম, জাপান, তাতার প্রভৃতি ভূভাগকে স্বতঃ পরতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন—ঐ সকল দেশের অধিবাসীরা রূপে গুণে অনেকটা সমপ্রকৃতিক। কিন্তু ভারতবর্ষে তখনও জনগণের মধ্যে সম্যক্ সমভাব জন্মে নাই। দক্ষিণাত্যের লোক সকল যে আর্য্যাবর্ত্তের জনগণ হইতে কত বিভিন্ন তাহা যিনি একবার ঐ প্রদেশে গিয়াছেন তিনিই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন। আবার কি দাক্ষিণাত্য, কি আর্য্যাবর্ত্ত উভয় প্রদেশের লোক সকল হইতে বন এবং পর্ব্বতনিবাসী ভিল, গোন্দ, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতির বৈলক্ষণ্যের সীমা নাই—ইহারাই বোধ হয় আদিম অধিবাসীদিগের বংশধর। তদ্ভিন্ন কি আর্য্যাবর্ত্তে, কি দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্রই

সম্প্রদায় এবং বর্ণভেদে জনগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্যই আছে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আর্য্যজাতীয়দিগের রূপ গুণ অপর জাতীয়দিগের অধিকাংশ ব্যক্তি অবিকল প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ অন্তর্বাহ্য ভেদ বিদ্যমানে সাম্যবাদ কখনই গৃহীত হইতে পায় না। এই জন্য বৌদ্ধধর্ম্মটী আপন জন্মভূমি ভারতবর্ষের মধ্যে স্থান পাইল না।

ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত সীমায় যে কানারা নামে একটী প্রদেশ আছে তাহা সর্ব্ব দক্ষিণে, এই জন্য তথায় ব্রাহ্মণদিগের প্রদেশ সর্ব্বশেষেই হয়। সেখানে গিয়া অনার্য্যরীতির উৎসাদনার্থ তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপেই চেষ্টান্বিত থাকিতে হয়। ঐ ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মতেজঃ ন্যূন হইয়া যাইতে পায় নাই। তাঁহাদিগকে আচারপূত এবং বেদবিদ্যার অনুশীলনে রত থাকিতে হইত। সেই কানারা প্রদেশীয় নাম্বুরি ব্রাহ্মণবংশে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন। যেমন ব্রাহ্মণ তেজঃ উপশান্ত অযোধ্যায় বুদ্ধদেবের জন্ম তেমনি ব্রহ্মতেজে উদ্দীপিত কানারা প্রদেশে শঙ্করের জন্ম। শঙ্করাচার্য্য দিগ্‌জয় করিলেন—বৌদ্ধেরা তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইল। বৈদিকধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনা হইল। কিন্তু সেই পুনঃসংস্থাপিত হিন্দুধর্ম্মের বৌদ্ধবাদ মিশিয়া গেল। শূদ্রাদির দীক্ষা গ্রহণ এবং ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার রহিল, আর ক্রিয়াকাণ্ড যে জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা হীনমার্গ তাহাও স্বীকৃত হইল। বৌদ্ধ নিরসনের পর হইতে হীনবর্ণে বিবাহ, বিধবার দ্বিতীয় পরিণয়, কমণ্ডলু ধারণরূপ যতিলক্ষণ গ্রহণ—এইরূপ কতকগুলি কার্য্য রহিত হইয়া যায়।

হিন্দু সমাজে খাওয়া দাওয়া।

হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদের মূলকথা যে, উদ্বাহ ব্যাপারের পার্থক্য, তাহা দুই দশটী বুদ্ধিমান ইংরাজ ভিন্ন আর কাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। জাতিভেদকে অধিক লোকেই একত্রে পানভোজনের প্রতিষেধক মনে করেন এবং মুসলমানদিগকে এক সানকে এবং ইংরাজদিগকে এক টেবিলে খাইতে দেখিয়া হিন্দুদিগের ভিন্নরূপ ব্যবহারকে কুসংস্কারজাত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশীয় কোন আদমসুমারী বিজ্ঞাপনের এক স্থানে একজন সিবিলিয়ান প্রকৃতই লিখিয়াছেন—"বিবাহ-পার্থক্যই জাতিভেদের প্রকৃত দুর্গ, অসবর্ণদিগের মধ্যে একত্রে পান ভোজনাদির নিষেধ সেই দুর্গের বহিঃস্থ প্রাচীর মাত্র।"

কোন কোন ইংরাজ বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে, ভারতবাসীরা তাসের কাগজের ন্যায় বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন বর্ণ। বাস্তবিক কোন এক দেশীয় এবং এক জাতীয় লোকের মধ্যে এত বর্ণ এবং এত রূপবৈচিত্র্য নাই। ফলতঃ সেই কারণেই এখানে অসবর্ণে বিবাহ প্রতিষিদ্ধ এবং তাহারই সহিত একত্রে ভোজনও প্রতিষিদ্ধ।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে প্রদেশে রূপবৈচিত্র্য কম সেই সেই প্রদেশে খাওয়ার আঁটাআঁটিও কম। পঞ্জাবে কাহার বা ঝিগর বা জাঠ বা অপর জাতীয় লোকদিগের দাউল, রুটি প্রভৃতি পক্ক ভোজ্য সামগ্রীর খোলা দোকান আছে—ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া খায়। সমুদয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং অযোধ্যা প্রদেশে পক্কমাংস এবং ব্যঞ্জনাদি কাহার কুর্ম্মি প্রভৃতি জাতীয়েরা মাথায় করিয়া বহে এবং ক্ষত্রিয়, রাজপুত, লালা প্রভৃতিরা তাহা গ্রহণ করে। উহাতে কিছু মাত্র স্পর্শদোষ হইয়াছে মনে করে না। বিহার অঞ্চলে এবং মধ্য প্রদেশেরও অনেকানেক স্থানে ভৃত্যেরা মাংস ও ব্যঞ্জনাদি রান্ধিয়া দিলে—ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই খায়। পঞ্জাবে জনগণের মধ্যে রূপভেদ অপেক্ষাকৃত অল্প, সেখানে সকল খাওয়াই একত্রে চলে। উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা, এবং মধ্য প্রদেশাদিতে রূপভেদ তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক, সেখানে ভাত, দাউল, রুটি—এই তিনের "আয়েব" আছে আর কিছুরই নাই। বাঙ্গালায় এবং উড়িষ্যায় রূপভেদ আরও অধিক; ঐ সকল প্রদেশে আচমনীয় মাত্রেই নিষিদ্ধ; তবে লুচি, কচুরি, মণ্ডা, মিঠাইয়ের চলন আছে। ও সকলে বড় একটা স্পর্শ দোষ ধরা হয় না। কিন্তু, দাক্ষিণাত্যে রূপভেদ সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক এবং ওখানে উচ্চ শ্রেণীর লোকে নিকৃষ্ট জাতীয়দিগের হস্ত হইতে ফল জল লওয়াতেও অনেকটা দোষানুভব করে। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতীয়ের স্পৃষ্ট জলও গ্রহণ করেন না।

খাওয়ার আঁটাআঁটিও যে প্রদেশে যত কম বিবাহের বৈবাহিক সম্বন্ধে জাতি বিচারের আঁটাআঁটিও তথায় সেই পরিমাণে কম। (১) আমার একটী পঞ্জাবী আত্মীয় তাঁহার পত্নী সমভিব্যাহারে আমার বাটীতে দিন কয়েকের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ক্ষত্রিয়কন্যা, তিনি স্বয়ং জাঠ। সমাজে তাঁহার তত দোষ ধরে না। (২) কোন সময়ে কনোজ নগরে একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আবাসে ছিলাম। তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন এবং আমার প্রতি ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন। একদিন উভয়ে একত্রে বসিয়া

আছি এমন সময়ে কোন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রের যজ্ঞোপবীত উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। উভয়ের যে কথাবার্ত্তা হইল তাহাতে বুঝিলাম যে যাঁহার উপনয়ন সংস্কার হইবে তিনি ঝিমর জাতীয় দাসী গর্ভজাত। এতদিন তাঁহার মাতা জীবিতা ছিলেন বলিয়াই উপনয়ন দেওয়া হয় নাই, এখন হইবে ; এবং সমাজে ঐ বালক ব্রাহ্মণ বলিয়াই একরূপ চলিয়া যাইবে। (৩) বিহার অঞ্চলের 'দেও' নামক গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয়ে কতকগুলি বিশেষ শ্রীমতী কাহার জাতীয়া বালিকাকে দেখিয়া জানিয়াছিলাম যে, উহারা ক্ষত্রিয়ের ঔরস সম্ভূত। কাহারদিগের মধ্যে উহাদের জাতি সম্বন্ধে কোন দোষই ধরে না। (৪) উড়িষ্যা প্রদেশে একজন সম্ভ্রান্ত মাইতির বাটীতে কতকগুলি সুন্দর-মূর্ত্তি ভৃত্য দেখিয়া তাহাদিগের জাতি জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম উহা "পাতলিপুয়" বা দাসীগর্ভজাত সন্তান। উহারা পরিচয় দেয় "শ্রীকরণ", সমাজেও চলে। (৫) দাক্ষিণাত্যের অনেকানেক স্থানে স্মার্ত্তাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কুমারীদিগের বিবাহে অতিরিক্ত পণ লাগে। আর্য্যাবর্ত্তে কন্যার পণ গ্রহণ যত দোষ বলিয়া গণ্য, ঐ সকল প্রদেশে তত দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয় না। ঐ সকল প্রদেশে অপ্রকাশ্যেও অসবর্ণা গ্রহণ কম হয়। (৬) দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দ্রাবিড় প্রদেশগুলিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবল, মহারাষ্ট্রে শৈবধর্ম্ম বলবান। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবেরা রামানুজ সম্প্রদায় ভুক্ত। রামানুজ সম্প্রদায়ীরা যদিও বাঙ্গালার চৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বীদের ন্যায় জাতিভেদ বিরোধী নহে তথাপি শৈব এবং স্মার্ত্ত বৈষ্ণবদিগের অপেক্ষা জাতিভেদের অল্প বিদ্বেষ করে। ফলেও দেখা যায় যে, দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণেরা আর্য্যাবর্ত্তের এবং মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কুরূপ।

ফলতঃ যেখানে খাওয়া দাওয়ার আঁটাআঁটি কম সেখানেই বৈবাহিক সম্বন্ধ ও উৎপত্তির কথা (অর্থাৎ জাতির খুঁত) কম বাছা হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজীশিক্ষিতদিগের মধ্যে যাহাদের খাওয়া দাওয়ার কোন বিচারই নাই তাহাদের মধ্যেই অসবর্ণবিবাহাদির ইচ্ছা জন্মিতে পারে।

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত তথ্য তাহা বলিলাম। এক্ষণে ঐ বিষয়ে যে সকল কথা সর্ব্বদাই শুনা গিয়া থাকে, তদ্বিষয়েও কিছু বক্তব্য আছে। কেহ কেহ বলেন, একত্রে পান ভোজন না হইলে সামাজিকতার বৃদ্ধি হয় না, পরস্পর দৃঢ় সম্মিলন হয় না এবং জাতীয় ভাব জন্মিতে পারে না। একথাগুলি প্রকৃত কথা নয়। এক মুসলমান ছাড়া, পৃথিবীতে অপর কোন

জাতি নাই যাহাদিগের মধ্যে সকল লোকের একত্রে পান ভোজন প্রচলিত আছে। ইংরাজেরাও সকলে একত্রে খায় না। "স্যর" উপাধিধারী কোন সম্ভ্রান্ত সিবিলিয়ান কোন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিলে, তত্রত্য অপরাপর ইংরাজেরা তাঁহার স্থানে একটী ভোজ যাজ্ঞা করিয়াছিল। তিনি খুব সমারোহপূর্ব্বক ভোজ দিলেন। জিলার জজ সাহেবকে ছাড়িয়া অপর সকলের নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু স্বয়ং ভোজে বসিলেন না; এমন কি ঐ সময়ে বাটীতেও রহিলেন না, অপর একজনের প্রতি অভ্যর্থনাদির ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং আণ্টা খেলিবার ঘরে গিয়া আণ্টা খেলিতে লাগিলেন!

আমার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দসম্পন্ন কোন ইউরোপীয় আমাকে তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, আমি তাহা অস্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি অস্বীকার করিলে, আমি আর জিদ করিব না, কিন্তু কেন অস্বীকার করিলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে।" আমি বলিলাম, "তোমার সহিত একত্রে ভোজন করা আমাদিগের সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহা অপেক্ষা গুরুতর কারণ আর কি হইতে পারে? তদ্ভিন্ন, ভাবিয়া দেখ, আমাদের কি আছে? আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা গিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মের প্রতি তোমাদের আক্রমণ হইতেছে, আমাদের সাহিত্য শাস্ত্রও এপর্য্যন্ত এমন ভাব ধারণ করে নাই যে, তজ্জন্য বিশেষ আত্মগৌরব জন্মে। আমাদের আত্মগৌরবের এবং স্বাতন্ত্রিকতার বস্তু আর কি আছে? থাকিবার মধ্যে কুসংস্কারই বল আর সমাজনিয়মই বল, এই জাতিভেদ এবং আচার ভেদ আছে, আমি তাহারও বিসর্জ্জন দিতে পারি না।" তিনি বলিলেন, "আর কখন তোমাকে ওরূপ অনুরোধ করিব না—আমি ঐরূপ কুসংস্কারগুলিকে বিশিষ্ট সম্মান করিয়াই চলিয়া থাকি; প্রত্যুত সকল প্রকার কুসংস্কারবিচ্যুত ব্যক্তি যদি কেহ থাকেন, তিনি হয় পরম জ্ঞানী অথবা "সবলোঠ" হইবেন—আমরা কেহই পরম জ্ঞানী নহি, "সবলোঠ" হওয়া অনাবশ্যক।"

অপর কোন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমাকে একত্র ভোজনের জন্য অনুরোধ করেন; আমি অস্বীকার করি। তিনি ইহার উপর তাহার নাম করিয়া বলিলেন—ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহার সহিত খাইয়াছে। কিন্তু যখন তিনি আমার স্বীকৃতি না পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"বড় ক্ষোভের বিষয়!

যাহাদিগের সহিত আমরা একত্র খাইতে চাই তাহারা স্বীকার করে না, আর মনে মনে যাহাদের সহিত চাহি না, তাহারাই খাইতে আইসে"। তখন বলিলাম "যদি মহাশয়ের সহিত ভোজন স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে যাহাদের সহিত চাহেন না আমিও সেই দলভুক্ত হইয়া যাইতাম না কি?" তিনি অপ্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

আমার স্থির নিশ্চয় এই যে, শুদ্ধ বিজাতীয় ভোগসামগ্রীর লালসায় সমাজপ্রচলিত ব্যবহারের বিপরীতাচরণে সামাজিকতার বৃদ্ধি, কি জাতীয় ভাবের প্রকৃত অনুশীলন কিছুই হয় না।

আর একটী কথা শুনা যায়—খাওয়া দাওয়ার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? ধর্ম্ম মনোগত কাজ, এটা খাইলাম বা ওটা খাইলাম না বলিয়া ধর্ম্মের হানি বা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। এটীও পাকা কথা নয়। আহার্য্যের সহিত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। তদ্ভিন্ন এই সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমির সর্ব্বাঙ্গব্যাপক হিন্দু-সমাজের সর্ব্বত্র আহারের বিধি নিষেধ সম্বন্ধে ব্যবহারও অবিকল একরূপ নহে। হিন্দুরা এক গোমাংস ভিন্ন অপর সকল ভক্ষ্যই কোথাও না কোথাও ভোজন করে। মহারাষ্ট্র এবং দ্রাবিড়ের শূদ্র জাতীয়েরা মুর্গী খায়—বনভূমিনিবাসী যাবতীয় লোক ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে শূকরমাংস ভোজন করে। আর মদ্যপান ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির পক্ষে শাস্ত্রেও তত নিষিদ্ধ নহে। অতএব আহারের সহিত হিন্দুধর্ম্মের যে ততটা ঘনিষ্ট সংস্রব নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাচ্ছিল্যপূর্ব্বক দেশাচারের বিরুদ্ধ হইয়া চলা অতি অপকর্ম্ম। উহা কি জন্য অপকর্ম্ম, তাহা এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, স্বজনের সহিত সহানুভূতিই ধর্ম্মের বীজ; যেখানে সেই সহানুভূতি না থাকে, তথায় ধর্ম্মজ্ঞানের মূলেই কীট লাগিয়াছে বুঝিতে হয়।

পরধর্ম্ম গ্রহণ।

পৈত্রিক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণটা অতি গুরুতর ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু আমরা ও কাজটাকে যত গুরুতর মনে করি, ইউরোপীয়রা ততটা করেন বলিয়া বোধ হয় না। ফরাসিদিগের ত কথাই নাই—উহারা যখন বোনাপার্টির সহিত মিশরে আসিয়াছিল, তখন উহাদিগের দলকে দল মুসলমান হইবে, এরূপ কথা উত্থাপন হইয়াছিল। কিন্তু জর্ম্মণ

ইংরাজ, আমেরিকান প্রভৃতি যে সকল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তুরস্ক সম্রাটের অধীনে সৈনিক বা অপরাপর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহারাও প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। আজি কালি চীন সাম্রাজ্যেশ্বরীও অনেকানেক ইউরোপীয় এবং আমেরিকান লোককে আপনার সৈনিক দলে প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা যদিও অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে আপনাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করে, কিন্তু মুসলমানদিগের ন্যায় উহাদের তত প্রৌঢ়ি নাই, এই জন্য যে সকল খৃষ্টানজাতীয় চীনদেশে চাকুরি পায় তাহাদিগকে বৌদ্ধ হইতে হয় না, কিন্তু নাম এবং পরিচ্ছদ চীনীয়দিগের অনুরূপ করিতে হয়। ঐ সকল লোকের মতে অন্নদাতা মনিবের যেমন অন্ন গ্রহণ করা যায় তেমনি তৎপ্রদত্ত বস্ত্র নাম এবং ধর্ম্মও লওয়া যাইতে পারে।

হিন্দুরা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে আর যত অপকর্ম্ম করিতে পারুন, আপনাদের পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কেহ তলোয়ার উচাইয়া বলিল, আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নচেৎ কাটিয়া ফেলিব; হিন্দু ঐরূপ প্রাণভয়ে কখন কখন পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; কেহ দুর্ভিক্ষের সময়ে ভাত খাওয়াইয়া জাতি মারিয়া ফেলিল, হিন্দু অগত্যা ঐ জাতিমারাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল; অথবা হিন্দুর শিশুকে পাখি পড়াইবার মত করিয়া কোন ধর্ম্ম মন্ত্র পড়াইল, সে না বুঝিয়া তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিল। হিন্দুর স্বধর্ম্ম ত্যাগ এইরূপেই অধিক হয়।

হিন্দুদিগের তুল্য না হউক, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে ইহুদীয়েরা এবং মুসলমানেরাও আপনাপন ধর্ম্মে দৃঢ় হইয়া থাকে। উহাদিগের ধর্ম্মে যাহা আছে তাহা অপেক্ষা খৃষ্টান ধর্ম্মে কোন উচ্চতর ধর্ম্ম ভাব নাই—আর হিন্দুধর্ম্মে, অধিকারী ভেদে, যে সকল ক্রমোন্নত ধর্ম্মভাব আছে তাহা অপর কোন জাতীয় লোকে অতিক্রম করা দূরে থাকুক, সম্যক্‌রূপে হৃদ্বুদ্ধ করিতেও পারে নাই, অপর জাতীয় বিশেষ তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিরাই তাহা এপর্য্যন্ত কিছু কিছু বুঝিতেছেন মাত্র।

যাঁহারা উল্লিখিত প্রকৃত তথ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন না, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুরা অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন না, আর অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাদিগের হইতে ভজাইয়া লয়, সুতরাং কালে হিন্দুধর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যাইবে। কথাটী বলিতে সহজ বটে, জমাখরচের হিসাবের উপর একটী কৈফিয়ৎ কাটার মত। কিন্তু কথাটী প্রকৃত নয়। বন পর্ব্বতাদি কুষ্টল নিবাসী কোল, ভিল, সাঁওতাল, মেক, গারো প্রভৃতি

লোকেরা নিরন্তরই হিন্দু সম্প্রদায় সম্ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। তাহারা অন্ত্যজ জাতীয়দিগের দলপুষ্ট করিতেছে বটে, কিন্তু যে সকল হিন্দু খৃষ্টান হইয়াছে তাহাদিগের পনর আনা তিন পাই কি অন্ত্যজ হিন্দু ভিন্ন অপর কিছু? দশ পাঁচটী ভদ্রবংশীয় হিন্দুও খৃষ্টান হইয়াছে দেখা যায়—কিন্তু হিন্দু দর্শন শাস্ত্র কি অপর ধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রবংশীয় সুশিক্ষিত এবং বিদ্যাবানদিগকেও আপনার মতবাদ গ্রহণ করায় নাই? মুসলমানদিগের মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'সুফি' সম্প্রদায় সেটী কি বেদান্ত-মত-বাদগ্রাহী মুসলমান নয়? জর্ম্মণ জাতির যে ট্রান্সেনডেণ্টাল দর্শন, তাহাও কি সাক্ষাৎসম্বন্ধে এবং কতকটা পরম্পরাসম্বন্ধে বেদান্ত দর্শন-জ্ঞান সম্ভূত নয়? চৈতন্য মহাপ্রভু কত বড় বড় মুসলমানকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। পাদ্রি সাহেবেরা যদি তাঁহার সময়ে এদেশে থাকিতেন, তাঁহাদিগের অনেককেই তুলসী মালার কণ্ঠী ধারণ করিতে হইত। রামমোহন রায় শুদ্ধ মৌলবীআবদুর রহিমকেই নিজ ব্রাহ্মমতবাদে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এমত নহে; পাদ্রি আদমকেও ঐ মন্ত্র গ্রহণ করাইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র উহার অধিকারী ভেদ ব্যবস্থা নিবন্ধন—কি হীনবুদ্ধি কি উন্নতবুদ্ধি সকলকেই আপনার আয়ত্ত করিতে সমর্থ।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক থিওসোফি মতাবলম্বী ইউরোপীয়দিগের উল্লেখ করা অনাবশ্যক। মান্দ্রাজ নগরের সমীপবর্ত্তী আডেয়ারের আশ্রমে শ্বেতাঙ্গদিগকে পদ্মবীজাদির মালা গলায় ও শুভ্র ওভারকোট এবং শুভ্র ইজার পরিধান, অনাবৃত পদ দেখিয়া উহাঁদিগের প্রচারিত মাসিক পুস্তিকা পাঠ করিয়া এবং সংস্কৃতের আলোচনার প্রবৃত্তি দান দেখিয়া যতই সন্তুষ্ট হওয়া যাউক, উহাঁদিগের নিকট হিন্দুয়ানী যে খাঁটি ও সত্বগুণবিশিষ্ট থাকা সম্ভব নহে একথা সর্ব্বদাই মনে করা উচিত।

হিন্দুধর্ম্মের অতি ব্যাপকতা বশতঃ ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ। তদ্ভিন্ন সকলের পক্ষেই আপন আপন পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কেবল পাগলামি। যে ব্যক্তির জ্ঞানোদয় যে পরিমাণ তাহার ধর্ম্মও ঠিক সেই পরিমাণে উন্নত বা অবনত হইবে। ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রকৃত উন্নতি কোন একটী দুইটী সূত্র জানা থাকা বা না জানা থাকা নয়। ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল বস্তুর কথা বলে, যথা 'ঈশ্বর' 'পরকাল' 'প্রাক্তন' ইত্যাদির "অপ্রকৃত" হইতে "প্রকৃতভাব" পাওয়া আর কিছুই নয় শুধু "অপরিস্ফুট" হইতে "পরিস্ফুট" বোধ লাভ। এই জন্ম একটী ধর্ম্ম গিয়া

আর একটী হয় না। যেটী প্রথমাবধি থাকে সেইটীই বাড়ে বা কমে। একটী সুবোধ স্বদেশীয় যুবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়! দেশে ত এতগুলি ধর্ম্মপ্রণালী রহিয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মটী সত্য।" আমি বলিলাম "তোমার পক্ষে তোমার পিতার যে ধর্ম্ম তাহাই সত্য।" আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, পিতৃ পিতামহাদি হইতে প্রাপ্ত যে সংস্কার সেই সংস্কারই ধর্ম্মমূল। অতি আত্মীয় কোন ইউরোপীয় আমাকে বলিয়াছিলেন— "যে ব্যক্তি পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহার মস্তিষ্কের কোথাও না কোথাও একটু ফুটো আছেই আছে।" আমারও তাহাই বোধ হয়।

মস্তিষ্ক-সংস্থান-শাস্ত্রে বলে যে মস্তিষ্কের সর্ব্বনিম্ন ভাগে পূর্ব্বপুরুষ গত এবং অধিক অভ্যাসজনিত সংস্কারসকল নিবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং মস্তিষ্কের অপরাপর চারিভাগ যাহাতে পাশবপ্রবৃত্তি, ভাবুকতা এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মে, সেগুলির স্থান ঐ সংস্কার নিবদ্ধ ভাগের উপরে। অতএব পূর্ব্বগত সংস্কার মূলের সহিত যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিশ্লিষ্ট দেখায়, তাহার বিশ্লেষ যেন কোন অস্বাভাবিক আঘাত বলেই হইয়াছে বোধ হয় এবং তাদৃশ মস্তিষ্কে কোথাও ফুটা হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

হিন্দু সমাজ ধর্ম্মনীতি।

শাব্দ প্রমাণ অন্যান্য প্রমাণ অপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার বল নিতান্ত অল্প নয়। 'ভগবান' নামক কোন ব্যক্তি অপর দশ জনের কথায় আপনাকে 'ভূত' বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই প্রসিদ্ধ গল্পটীতে শাব্দ প্রমাণের বল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষাও উচ্চ বলিয়া দেখা যাইতেছে। অন্ততঃ পাঁচ জনে জড়িয়া একটা কোন কথা বলিলে, আর সেই কথা পুনঃ পুনঃ বলিলে, উহা অনেকস্থলে সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া যায়। ইংরাজেরা কোন বিষয়েই আপনাদের ব্যাখ্যা বাহির করিতে ত্রুটি করেন না। উহাঁরা অনুক্ষণ আপনাদের ধর্ম্মনীতিরও প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং ইংরাজী শিক্ষিত নব্যদলও শুক পক্ষীর ন্যায় ঐ বাক্যটী পুনঃ পুনঃ শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া লয়েন। কি করিবেন, ইংরাজীতে কথা কহিতে এবং ইংরাজীতে লিখিতে গেলেই ইংরাজের মত না বলিলে এবং না লিখিলে যেন যতিভঙ্গ দোষের ন্যায় একটা "এবারতে" দোষ পড়িয়া যায়। আজি কালি যে সে ইংরাজ বলিতেছেন, আমরা

ভারতবাসীদিগের ধর্ম্মনীতি উন্নত করিয়া দিতেছি—আর কৃতবিদ্যেরা সেই কথা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেছেন। ভগবান আপনাকে ভূত বলিয়াই জানিয়াছে।

কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মনীতিকে উন্নত করিবার কোন ক্ষমতা কি ইংরাজ ধর্ম্মনীতিতে আছে? একটু ভাবিয়া দেখ। ইংরাজের এবং সকল ইউরোপীয় জাতির ধর্ম্মনীতি গ্রীক্, রোমীয়, প্রাচীন জর্ম্মণ, ইহুদী এবং খৃষ্টীয় নীতি হইতে সংগৃহীত। গ্রীকেরা স্বাধীনতা, স্বদেশহিতৈষীতা এবং সাহসিকতার গৌরব করিত। সৌন্দর্য্যবোধও তাহাদিগের অতি সুপরিস্ফুট হইয়াছিল—সুতরাং তাঁহারা শারীর সৌন্দর্য্যও বুঝিত আর মানস সৌন্দর্য্যও বুঝিত। রোমীয়দিগের প্রকৃতি অতি ভীষণ এবং কঠোর ছিল। তাহাদের উগ্র পাশব ভাবের দময়িতা কেবল বিধিনিষ্ঠতা। রোমীয়রা স্বদেশীয় বিধি ব্যবস্থার লঙ্ঘন করিত না। প্রাচীন জর্ম্মণেরা রোমীয়দিগের অপেক্ষাও কঠোর এবং দুর্দ্দান্ত কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি গৌরবযুক্ত এবং একপত্নীক ছিল। তাহারা দস্যুবৃত্তি এবং দলবন্ধনে পটু ছিল। ইহুদী অপর সকল লোকের বিদ্বেষ্টা এবং স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে ইহকালপরায়ণ। খৃষ্টান পরকালটা মানে মাত্র। খৃষ্টানধর্ম্মে শান্তিশীলতা, নম্রতা, দানশীলতার উপদেশ আছে। আর পাপ কার্য্যের প্রতিও যথেষ্ট ভয় প্রদর্শন আছে। কিন্তু খৃষ্টান উপদেশের মূলে দুইটা বড় বড় গলৎ আছে। প্রথম গলৎ উহার দ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদ নিবন্ধন পৃথিবীর কতকটা ভাগ এবং পৃথিবীস্থ মনুষ্যের কতকগুলি, মূলতঃ দোষময়। সুতরাং খৃষ্টানেরা যেটীকে বা যাহাকে ঐ দোষময় ভাগের মধ্যে ধরিয়া লইতে পারে, তাহাই নষ্ট করিতে এবং নিপীড়িত করিতে উদ্যত হয়। কাথলিক খৃষ্টানদিগের এই দোষটা অধিক। স্পেনীয়রা এবং পোর্ত্তুগিজেরা সেই জন্যই ইউরোপীয়েতর জাতীয়দিগের প্রতি সয়তানের দলভুক্তবোধ যেখানে যতদূর পারিয়াছে অত্যাচার করিয়াছে। দ্বিতীয় গলৎ অনুগ্রহ-বাদ। অনুগ্রহ-বাদের তাৎপর্য্য এই যে মানুষ অবশ্যই আপনার কর্ম্মফল ভোগ করে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতঃ পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের তিরস্কার হয়। ঈশ্বরের প্রতি এই প্রকার স্বৈরাচারিতার আরোপ করিয়া ঐ মতাবলম্বীরাও নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদিগের মধ্যে এই ভাব বিশিষ্টরূপেই দেখা দিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ইংরাজের ধর্ম্মনীতিতে যদি উহার উপাদানগুলির মধ্যে যেগুলি পরস্পর বিরোধী সেগুলি বাদ দিয়া লওয়া যায়—তবে পাই—(১) স্বাধীনতা (২) স্বদেশহিতৈষা (৩) সাহসিকতা (৪) সৌন্দর্য্যবোধ

(৫) বিধিনিষ্ঠতা (৬) এক পত্নীকতা (৭) দলবন্ধনে পটুতা (৮) স্বেচ্ছাচারিতা। উল্লিখিত আটটী থাকিল সাধারণ জাতীয় ভাব। ইহুদী স্থানে প্রাপ্ত যে (১) পরজাতিবিদ্বেষ এবং (২) ঐহিকনিষ্ঠতা—তাহার সহিত বিপরীত সম্বন্ধ খৃষ্টীয় উপদেশ সম্ভূত—(১) শান্তিশীলতা (২) নম্রতা (৩) দানশীলতা (৪) পাপভীতি। সুতরাং জাতিস্বভাবে ঐ দোষ এবং গুণ উভয়ের তেজঃ কিছু কিছু স্তিমিত হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ প্রাচীন জর্ম্মণ জাতির ঔদ্ধত্য খৃষ্টীয় নম্রতাদিকে ন্যূন করিয়া দিবে। অথবা শিক্ষাদি ভেদে কতক লোকের মধ্যে ঐ সকল দোষ, আর কতক লোকের মধ্যে ঐ সকল গুণ অধিকতর প্রবল হইবে। যাঁহারা ইংরাজের শুদ্ধ কথা শুনেন নাই বা বহি মাত্র পড়েন নাই—অথবা যাঁহারা উহাদিগের কথার এবং ব্যবহারের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, ইংরাজধর্ম্মনীতির উল্লিখিত ব্যষ্টীকরণ প্রকৃত হইল কি না।

হিন্দু ধর্ম্মনীতিকে উহার উপাদান ধরিয়া বিভাজিত করা অসাধ্য। আর তাহার প্রয়োজনও নাই। যে সকল সদ্‌গুণের কথা হইল, তাহার মধ্যে কোন্ উৎকৃষ্ট গুণটী হিন্দুর ধর্ম্মনীতির মধ্যে এবং এই জাতির স্বভাবে নাই? খৃষ্টীয় উপদেশে যাহা যাহা পাইবার তৎসমুদয়ই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। ঐ উপদেশে পরকালের কথা আছে, হিন্দুশাস্ত্র পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিতে অস্থিতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে। গল্প আছে যে, গ্রীক্ পণ্ডিত প্লেটো প্রণীত একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরকালের অস্তিত্বে এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে একটী গ্রীক যুবা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র দ্বারা পরকালে বিশ্বাস এতদূর হইয়া আছে যে, সেই অতিপূর্ব্বকাল হইতে আর এই সেদিন পর্য্যন্ত মুনি, ঋষি, বীর, যোদ্ধা, যুবা, বৃদ্ধ, বনিতা, অনেকেই অনায়াসে আপনাদের জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। আর হিন্দুর শান্তিশীলতা নম্রতা এবং দয়ালুতা পৃথিবীতে আদর্শস্থলীয় হইয়া আছে। তদ্ভিন্ন (১) আত্মনিবেদন ও (২) বাহ্য ভাব—ভক্তি পথে এই দুইটী, আর (১) সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন (২) সর্ব্বত্র আত্মদর্শন এবং (৩) একত্বমাত্র দর্শন, জ্ঞানপথে এই তিনটী, হিন্দুর ধর্ম্মেই আছে, আর যে হিন্দুর স্থানে শিখিয়াছে, তাহার ধর্ম্মেও আছে, অপর কোথাও নাই। তদ্ভিন্ন, (১) পবিত্রতা (২) নিষ্কামতা (৩) পরার্থ জীবন—এ সকলের কিছুই ইউরোপীয়দিগের নাই। গ্রীক এবং রোমীয় উভয়েই অতি অপবিত্র পাপকর্ম্মা জাতি ছিল। তাহাদিগের মধ্যে অতি প্রধান প্রধান লোকেরও এমন দোষ ছিল যে সে দোষের নাম করিতে নাই। খৃষ্টমতাবলম্বীদিগের মধ্যেও

একটী অপূর্ব্ব অপবিত্র বিচার প্রণালী আছে। উহাঁরা কেহ কেহ বলেন যে শরীর এবং আত্মা দুইটী পৃথক্ বস্তু। শরীর কৃত পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে না এবং আত্মা যে পাপ করে, তাহা শরীরে লব্ধ হয় না! কি আশ্চর্য্য! আবার এই জাতির লোকেরা স্পর্দ্ধা করিয়া হিন্দুসন্তানকে ধর্ম্মনীতি শিখাইতে চায়!

যাউক, উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মভাবে যে ইউরোপীয়ের হিন্দুকে শিখাইবার কিছুই নাই, শিখিবার জিনিসই অনেক আছে, সে কথা নিশ্চয় হইল। এখন দেখা আবশ্যক যে নীচের দিকে হিন্দুর কিছু শিখিবার আছে কি না। আমার বোধ হয় একটী বিষয় বিশেষ শিক্ষণীয়ই আছে—সেটী দল বাঁধিবার ক্ষমতা। যদি হিন্দুরা ইংরাজের স্থানে ঐ ধর্ম্মটী শিখিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে আর কোন দুঃখই থাকে না। একটী ইংরাজের সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি "উই" (we আমরা) বলিয়াছিলাম। তিনি একবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "দেখ, তোমার যদি আমরা বলিবার যো থাকিত, তাহা হইলে আমরা এখানে থাকিতাম না!" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে দুইজনেও একমত হইতে অক্ষম!

কেহ কেহ মনে করিবেন, ইংরাজের নিকট সৌন্দর্য্যবোধটীও শিক্ষা করা আবশ্যক। আমি তাঁহাদিগকে বলি, একবার দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া আইস। কুম্ভকোণম, চিদাম্ব্রম, মদুরা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ভাস্করীয় মূর্ত্তি এবং নির্ম্মাণ এখনও বিদ্যমান আছে, সেগুলি স্ব স্ব চক্ষে দেখ। বুঝিতে পারিবে, কি জন্য ভারতবর্ষ বিদ্বেষী ইউরোপীয়রা ঐ সকল কীর্ত্তিকে গ্রীক কারুবর্গের কীর্ত্তি বলিয়া থাকেন।

আবার যদি কেহ বলেন ইংরাজের স্থানে একপত্নীকতা শিক্ষা করা আবশ্যক। আমি বলিব একপত্নীকতা আমাদিগের শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসিত আছে। আর এক্ষণে একপত্নীকতা প্রায়ই সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

পারিবারিক নীতি।

ইংরাজ সমাগমে আমাদিগের অত্যুচ্চ ধর্ম্মনীতির উপর আঘাত হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট অধিকারী কখন অপকৃষ্ট অধিকারীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে পারে না।

কিন্তু আমাদিগের পারিবারিক রীতি নীতির দশা কি হইবে? ঐ রীতি

নীতি যদি ইংরাজ রীতি নীতি হইতে তত উৎকৃষ্ট হয় অথবা এতদ্দেশের অধিকতর উপযুক্ত হয় তবে উহাও অক্ষুন্ন থাকিবে নচেৎ উহা অবশ্যই কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থার মূল নিয়ম, পরিবারস্থ সকলের একত্রে মিলিয়া থাকা। উহারই অবশ্যম্ভাবি ফল—অল্প বয়সে বিবাহ।

আমাদিগের দেশ কৃষি-প্রধান, শিল্প-প্রধান এবং বাণিজ্য-প্রধান নয়। কৃষি প্রধান দেশ ভাল কি বাণিজ্য প্রধান দেশ ভাল যদিও তাহার বিচারের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তথাপি ও বিষয়েও কয়েকটী কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইংলণ্ড, হলণ্ড এবং বেলজিয়ম ভিন্ন পৃথিবীর অপর সকল দেশই কৃষি প্রধান। এক্ষণে, ইংলণ্ড বাণিজ্য প্রধান হইয়াও অপরাপর কৃষি-প্রধান দেশ অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া আছে। কোন সময়ে হলণ্ডও খুব প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর হলণ্ডের পূর্ব্ব প্রাধান্যের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? জর্ম্মণেরা মনে করিতেছেন উহাকে একদিন গ্রাস করিয়া ফেলিবেন। বেলজিয়ম অতি ক্ষুদ্র বস্তু, কেবল অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের পরস্পর ঈর্ষা বশতঃ একটী স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে রহিয়াছে, ফ্রান্সের কবলীকৃত হয় নাই। ফলকথা, বাণিজ্য-প্রধান দেশগুলির বল কৃষি-প্রধান দেশের অপেক্ষা কখনই অধিক বলিয়া প্রতীত হয় নাই। প্রাচীন কাল হইতেও দেখ, ফিনিকীয়রা বাণিজ্য-প্রধান, কৃষিপ্রধান পারসিকদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল; বাণিজ্য-প্রধান কার্থেজ কৃষিপ্রধান রোম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল; এথেন্স কৃষিপ্রধান স্পার্টা কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল; বাণিজ্যপ্রধান বেনিস কৃষিপ্রধান অষ্ট্রীয়ার শরণাপন্ন এবং বাণিজ্যপ্রধান জেনোয়া কৃষি-প্রধান ফ্রান্সের দাস ছিল। অতএব বাণিজ্যপ্রধান হইলেই যে কোনদেশ প্রবলতর এ কথা সত্য নহে। প্রত্যুত নেপোলিয়ান বোনাপার্টি স্পষ্টাভিধানে বলিতেন যে, কৃষি-প্রধান দেশের বল অনেক পরিমাণেই অধিক এবং উহা বিশিষ্টরূপেই স্থায়ী বল। তিনি ফরাসিদিগকে কৃষিপ্রধান থাকিবার নিমিত্তই পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোন দেশ কৃষিপ্রধান হইবে কি বাণিজ্যপ্রধান হইবে, ইহা কাহার উপদেশ বা পরামর্শের স্থল নহে। যে দেশের যেরূপ অবস্থান এবং যেরূপ প্রকৃতি, সে দেশ তদনুযায়ী হইয়া কৃষিপ্রধান বা বাণিজ্যপ্রধান হইয়া উঠে। ফ্রান্স দেশ স্বতঃই কৃষিপ্রধান। উহাতে দ্রাক্ষার চাষ এত অধিক এবং উত্তম হয় যে

ওদেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট এবং অধিক মদ্য আর কোথাও জন্মে না। ঐ দ্রাক্ষা-কৃষির বলেই ফ্রান্স এত বলবান এবং বলশালী। একজন ইটালীয় রসায়নবিৎ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের মৌয়া ফুল হইতে অবিকল ফরাসিদেশ-প্রস্তুত ব্রাণ্ডির ন্যায় ব্রাণ্ডি প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহা এত অধিক এবং এত স্বল্প মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে যে ফ্রান্সকেও এখানকার ব্রাণ্ডি কিনিয়া খাইতে হয়। তাঁহার স্থানে ঐ কথা শুনিবার কিছুকাল পর হইতে দেখিতেছি যে ইটালী এবং ফ্রান্সে আমাদের মৌয়া লের রপ্তানী হইতেছে। মৌয়া ফুল হইতে যে মদ্য এখানে জন্মে উল্লিখিত রসায়নবিৎ তাহার দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার উপায় বাহির করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার কাজই আমাদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রসায়নাদি বিদ্যা প্রকৃতরূপে শিখিয়া এ দেশীয় কৃষি শিল্পাদির উৎকর্ষ সাধন চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। ঠিক ইংরাজদিগের অনুরূপ শিল্প বাণিজ্যাদি বিস্তারের চেষ্টা সফলও হইবে না, আর প্রয়োজনীয়ও নহে।

ফলকথা, ভারতবর্ষ দেশ কৃষিপ্রধানই আছে, আর কৃষিপ্রধানই থাকিবে। যদি কৃষিপ্রধান থাকে, তবে সম্মিলিত রিবার বা একান্নবর্ত্তিতাও অবশ্য থাকিয়া যাইবে। কৃষিপ্রধান দেশমাত্রেই একান্নবর্ত্তিতার অগৌরব নাই। যদি কোন কারণে কৃষিপ্রধান দেশে সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থা ভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে সেই দেশে একটী বড়ই অনিষ্ট ঘটনা হইয়া থাকে। ভূমি-শূন্য এবং একান্ত নিরন্ন শুদ্ধ মজুরদার লোকের সংখ্যা অতিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। আমাদের দেশে মজুরদার লোক সকল বহুকাল ভূমিসম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকে না, পরিশ্রমশীল এবং মিতব্যয়ী হইলে অল্প দিনের মধ্যেই ভাগে বা অন্য-প্রকারে প্রায়ই অল্প স্বল্প জমা জমি ভোগ করিতে পায়। কৃষিপ্রধান রুসিয়া দেশ আরও ভাল। সেখানে গ্রাম শুদ্ধ লোকের ভূমিতে মিলিতস্বত্ব, সুতরাং গ্রামস্থ সকল লোকেই অল্প স্বল্প চাষবাস করে। কেবল মজুরদারি করিয়া খায় এমন লোক নাই বলিলেই হয়। মূলে এই সম্মিলিত স্বত্বের ভাব আছে বলিয়াই রুসিয়ার মধ্যে সর্ব্ব প্রকার সম্মিলিত স্বত্ব জন্মাইবার এত চেষ্টা হই-তেছে। রুসিয়ার মধ্যে যে সামাজিক (So·ialist) এবং বিনাশক (Nihi ist) দলের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহার হেতু রুসিয়া সম্রাটের একাধিপত্য অথবা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। ভৌমিক সম্মিলিত স্বত্বের অস্তিত্বই তাহার প্রকৃত কারণ। ফরাসিদিগের দেশেও ঐ সামাজিক (Socialist) এবং সম্মিলিতিক (C mmunist) দল আছে। কিন্তু তাহাদের অভ্যুত্থান

স্বতন্ত্র কারণে হইয়াছে। পৈত্রিক ধন সম-বিভক্ত হইবার নিয়ম থাকায় এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালী না থাকায় ভূমি সম্পত্তি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া যায় যে তাহার এক এক খণ্ড এক একটী পরিবার পোষণের যোগ্য থাকে না, সুতরাং বিক্রীত হয়। সেই গুলি বিক্রীত হইয়া গেলেই তাহার পূর্ব্ব অধিকারীরা একেবারে ভূমি সম্পর্ক শূন্য হয় এবং তাহাদিগকে উপজীবিকার নিমিত্ত মজুরদারের পেশা গ্রহণ করিতে হয়। ঐ মজুরদার লোক সকলকে কাজ দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিলেই তাহারা উৎপাত করিতে আরম্ভ করে এবং কখন কখন রাষ্ট্রবিপ্লবাদি অতি তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে। ফ্রান্সের এই দল সর্ব্বদা অসন্তুষ্টচিত্ত এবং রাজ্য শাসনের নিয়ম যখন যাহা থাকুক তাহা পরিবর্ত্ত করিয়া সুখী হইবার জন্য যত্নশীল হয়। ইংলণ্ডেও ভূমি সম্পর্ক রহিত শ্রমজীবী লোকের দারিদ্র্য অতি কঠোর। কিন্তু ইংলণ্ড শিল্পবাণিজ্য-প্রধান দেশ। ওখানকার শ্রমজীবীরা হয় স্বদেশীয় কলকারখানায় কাজ পায়, না হয় দেশ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষীয়েরা ওপথে যাইতে পারিবে না। গ্রেটব্রিটেনে সাড়ে তিন কোটি মাত্র লোক। উহাদিগেরই সন্তান সন্ততি এত হয় যে শিল্পবাণিজ্য এবং উপনিবেশাদি দ্বারা তাহাদিগের খোরাক যোগাইতে সমস্ত পৃথিবীই যেন কুলায় না। ভারতবর্ষের পঞ্চবিংশ কোটি লোকের সন্তান সন্ততি যদি উহাদের মত শিল্প বাণিজ্য এবং উপনিবেশ দ্বারা আপনাদিগের আহার্য্য সাধন করিতে যায় তবে সমস্ত সৌর জগৎটা ইহাদিগের প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে।

অতএব সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান থাকিবে এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালী রক্ষা করিবে। যদি তাহাই হয় তবে কি এখানকার বৈবাহিক প্রণালী সাধারণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে? আমার বোধ হয় তাহা পারিবে না। এ দেশে বাল্যবিবাহই প্রচলৎ থাকিবে। দেশ-ভেদে বিবাহের বয়স ভিন্ন হয়। শীতপ্রধান দেশমাত্রে অধিক বয়সে এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশমাত্রে অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে।

অতএব অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া যে ভারতবর্ষীয়দিগের কোন একটা বিশেষ রোগ তাহা নহে। ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এবং ইহার খুব উচ্চ স্থানীয়। উহাদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবার রীতি কন্যার ১৬ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে। অতএব বাল্যবিবাহের সহিত হিন্দুয়ানির তেমন কোন সংস্রব নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা অধিক বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিতেন তাহার

পরে বিবাহ করিয়া গৃহী হইতেন। বৌদ্ধদিগের সময়ে যতি ধর্ম্মের আত্যন্তিক বাহুল্য দেখিয়া তাহাদিগের নিরসনের পর দীর্ঘব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং সেই অবধি অল্প বয়সে ব্রাহ্মণের বিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখন দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য ছিল তখনও এদেশে কন্যাকাল বার তের বৎসরের অধিক বলিয়া অবধারিত হয় নাই।—ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।

তবে কি বৈবাহিক ব্যাপারে কোন পরিবর্ত্তই আবশ্যক হয় নাই?—আমার মতে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। (১) যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়া রাজকার্য্য করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে অল্পবয়সে বিবাহ অকর্ত্তব্য। (২) কতক-গুলি লোক উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ একেবারে পরিত্যাগ করুন এবং স্বদেশীয় কৃষিশিল্পাদি উত্তমরূপে বুঝিয়া আমেরিকা ইউরোপ চীন জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া কৃষি শিল্পাদির উন্নতির উপায় অবগত হউন। তাঁহারা নির্লোভ নিঃস্বার্থ এবং ভোগ-সুখ ত্যাগী হইয়া যে উপদেশ দিবেন তাহা দেশীয় বড়লোক এবং ছোটলোক সকলেই সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হইবে। ভারত-বর্ষে যে এতটুকু নিঃস্বার্থতা আছে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা এরূপে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন তাঁহারা মাতৃভূমির প্রকৃত উপাসনা করিবেন—এবং সে উপাসনা ঈশ্বরোপাসনা হইতে অভিন্ন।

আমি ঐ পর্য্যন্ত করিবার বিশেষ চেষ্টাই করিতে বলি। আমি বেশ জানি ইংরাজ সম্মিলিত স্বত্বাধিকার ভাল বলেন না এবং তিনি প্রমাণ দ্বারা দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং ব্যবস্থা শাস্ত্রকেও কিছু মোচড় দিয়া সম্মিলিত স্বত্বাধিকার প্রণালী বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজ অল্প বয়সে বিবাহেরও বিপক্ষ—কোন্ নিয়ম কোন্ দেশে খাটে, তিনি তাহা ভাবিয়া বুঝেন না। তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান যে তাঁহার নিজের যে রীতি নীতি তাহাই ভাল, আর সকল রীতি নীতিই অপকৃষ্ট; সুতরাং ইংরাজ ভারতবর্ষেও ইংলণ্ডের উপযোগী ব্যবস্থা চালাইতে চাহেন। করুন, কিন্তু যখন প্রাকৃতিক শক্তি ঐ চেষ্টার বিরুদ্ধ তখন ওরূপ কোন মোহান্ধ এবং অবৈধ চেষ্টায় বিশেষ ফলই ফলিবে না। আর যদি তাঁহার চেষ্টার ফল সত্য সত্যই ফলে, তবে এমনি বিষময় হইবে যে, পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে তাহার লক্ষণ এপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

হিন্দুসমাজ ও কূপমণ্ডূকতা।

হিন্দু সমাজের প্রতি এই একটী দোষারোপ হইয়া থাকে যে, ইহার শাসনে থাকিয়া হিন্দুরা কখন স্বদেশের বাহির হইতে পান না এবং সেই জন্য স্বদেশ বহির্ভূত কোন ব্যাপারই শিখিতে বা বুঝিতে পারেন না, নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ-হৃদয় হইয়া থাকেন কূপমণ্ডূকতা দোষ বই কি—কিন্তু অপরাপর লোকের পক্ষে উহা যত দোষ হিন্দুর পক্ষে তত দোষ না হইতে পারে। হিন্দুর বাসভূমি সমুদয় পৃথিবী মণ্ডলের প্রতিকৃতি স্বরূপ। এই বাসভূমির বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন পুণ্যতীর্থ—তীর্থ দর্শন করা শাস্ত্রের বিধি, আর হিন্দুরা সেই বিধি পালনপূর্ব্বক পর্ব্বে পর্ব্বে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। অতএব স্থূল-দৃষ্টিতে হিন্দুদিগকে যত বদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা তত বদ্ধভাবাপন্ন নহে।

হিন্দুদিগের সমুদ্রগমন নিষেধ চিরকালের অবস্থা নহে। হিন্দু বণিকেরা অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে যে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন তাহার ভূরি পরিমাণ উল্লেখ সামান্য কাব্য গ্রন্থে এবং কিম্বদন্তীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, এবং লম্বক দ্বীপে যে হিন্দুদিগের উপনিবেশ সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার অতি সুস্পষ্ট চিহ্ন সকল সুদূর সাগর মধ্যস্থ সেই সকল স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। অদ্যাপি সেই সকল স্থানে রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ লম্বক দ্বীপের রাজা হিন্দু, সেখানে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মুসলমান ইতিবৃত্তেও দৃষ্ট হয় যে, সিন্ধুদেশ হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমুদয় উপকূলভাগের লোক সামুদ্রিক বাণিজ্য করিত। আরব বোম্বেটিয়াদিগের দৌরাত্ম্যেই ঐ বাণিজ্য শৃঙ্খলা-বিচ্ছিন্ন এবং বিলুপ্ত হইয়া যায়। আবার ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং যদিও এদেশীয়দিগের মধ্যে সেই বাণিজ্য কার্য্যে মুসলমানেরাই প্রধান, তথাপি হিন্দু জাতীয় বিভিন্ন শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ও নিতান্ত পশ্চাৎপদ নহে। মান্দ্রাজ অঞ্চলের "নাডগোট" নামক স্থানের চেটী বা শ্রেষ্ঠীরা যবদ্বীপের সহিত বাণিজ্যে যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। মদুরাধিষ্ঠাত্রী দেবী "মিনাচি" বা "মীনাক্ষীর" নামে তাঁহাদের ষ্টীমারের নামকরণ হইয়াছে। সমুদ্রগমনে জাতিপাত যদিও লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু লোকের আচারে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। অতি বিচক্ষণ কোন একটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনারা স্বজাতীয়

বিলাতফেরৎদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন?" তিনি বলিলেন "আমরা ওবিষয় লইয়া কোন বিচার বাহুল্য করি না। যিনি বিলাত হইতে আসিলেন, তিনি বিনা আড়ম্বরে প্রায়শ্চিত্ত ও কেশাদি সংস্কার করিয়া কয়েকদিন পরে স্বজাতীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদিগের স্বজনেরাও তাঁহাদিগের বাটীতে যান। চলন লন দেশীয় রীতি ক্রমেই হয়; ক্রমে তাঁহাকে দুই একটী ক্ষুদ্রভোজে নিমন্ত্রণ করি, তিনি আসিয়া ভোজনাদি করিয়া যান। অনন্তর বৃহৎ বৃহৎ ভোজাদিতে তাঁহার নিমন্ত্রণ চলে, এবং পরিশেষে তিনি নিমন্ত্রণ করিলে সকলে গিয়া তাঁহার বাটীতে ভোজন করি। আমাদের প্রণালী এই; আমরা বিলাত যাওয়া লইয়া কোন গোলযোগই করি না।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুজাতীয় ব্যক্তি, বিনা সমাজত্যাগে সমুদ্র-গমন এবং বিদেশে পরিভ্রমণ করিতে পারেন। তবে আত্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের ভক্তি এবং মমতা আছে, তাঁহারাই ওরূপ পারেন। যাঁহারা একে-বারে আত্মগৌরব পরিশূন্য হইয়া নিজ সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ভাল বাসেন এবং সমাজের নিকট নতভাব ধারণ না করিয়া তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারা সমাজ মধ্যে পুনর্ব্বার গৃহীত হইতে পারেন না, সেই স্থলেই প্রায় প্রায়শ্চিত্তাদির কথা উত্থাপিত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে আত্মগৌরব এবং সমাজগৌরব আছে। প্রকৃত কথা এই যে, যদি বিদেশ গমনের তাদৃশ প্রয়োজন এবং যথাযোগ্য উপায় থাকে, তবে বিদেশ গমনে হিন্দুসমাজ বিশেষ বাধা প্রদান করেন ব লিয়া বোধ য় না। স্পর্দ্ধা করিয়া সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিলে কোন সমাজই কখন ক্রুদ্ধ হয় না। হিন্দুসমাজ বিনয় ব্যবহার মাত্র চাহেন। এই সমাজ উদ্ধত দুর্ব্বৃত্তদিগেরই প্রতি দণ্ড করেন। অন্যান্য সমাজে কোন ব্যক্তি যদি প্রচলিত মতবাদ হইতে অপর কোন মতবাদ গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। হিন্দু সমাজে ওরূপ কখনই হয় নাই, পরধর্ম্মবিদ্বেষ কূপমণ্ডূকতার প্রধান লক্ষণ—তাহা হিন্দু সমাজে আজিও নাই, কস্মিন্‌কালেও ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কথিত আছে, ভগবান শঙ্কর স্বামীর সময়ে কোন কোন বৌদ্ধের তুষানল হইয়াছিল। কিন্তু তৎসম্বন্ধে ইহাও কথিত আছে যে, ঐ প্রায়শ্চিত্ত সমাজ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয় নাই। যে পণ করিয়া বিচার হয় সেই পণ রক্ষা মাত্র।

যাহা হউক, কূপমণ্ডূকতার সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা আবশ্যক।

স্বদেশ হইতে বাহির না হইলেই যে মানুষের কুপমণ্ডূকতা জন্মে আর বাহির হইলেই যে ঐ দোষ একেবারে ঘুচিয়া যায়, একথাও প্রকৃত কথা নহে। কত ইংরাজের সহিত আলাপে দেখা যায়, অনেকানেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়াও তাঁহারা সেই সেই দেশের প্রকৃতি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। আর অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ পনর, কেহ বিশ, কেহ ত্রিশ বৎসর এদেশে কাটাইয়াও এদেশের অতি সাধারণ বিষয় সকলেও ঘোর মূর্খ থাকিয়া যান।

ঐ সকল লোককে দেখিলে একটী রুসীয় ভদ্র সন্তানের সহিত মহাত্মা পীটরের যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে, সেই কথা মনে পড়ে। মহাত্মা পীটর স্বয়ং সাম্রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া অনেকানেক ইউরোপীয় রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বড় বড় জমীদারদিগের সন্তানদিগকে ইউরোপের নানা দেশে প্রেরণ করিলেন। একজনকে ইটালী যাইতে অনুজ্ঞা হইল। স্বদেশবৎসল রুসীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা তখন পরদেশে পদার্পণ করাও দোষ মনে করিত। যে ব্যক্তি ইটালী যাইতে আদিষ্ট হইল সে নিজ ব্যয়ে একটা সুবৃহৎ যান প্রস্তুত করিল। এবং তাহারই ভিতর রান্না খাওয়া প্রভৃতি সকল কাজ চলে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইল। সে ঐ যান মধ্যে রহিল, ভৃত্যেরা উহা ইটালী দেশের প্রধান নগর রোম পর্য্যন্ত লইয়া গেল এবং তথা হইতে ফিরাইয়া আনিল। সে ইটালী হইতে প্রত্যাবর্ত্ত হইয়াছে শুনিয়া সম্রাট পীটর তাহাকে ডাকিলেন এবং সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইটালী দেশ কেমন দেখিলে?" * * "আজ্ঞে দেশ দেখি নাই।" * * "দেশ দেখ নাই কি—এই সেদিন মাত্র তথা হইতে আসিলে না?" "আজ্ঞে তা বটে—কিন্তু দেশ দেখি নাই" * * "গেলে এলে কেমন করে?" আজ্ঞে একটা বড় গাড়ি করিয়া গিয়াছিলাম, একবারও বাহির হই নাই"—পীটর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিলেন।

অনেকানেক ইউরোপীয়ের বিশেষতঃ কোন কোন ইংরাজের ঐরূপ এক একটী যান সমভিব্যাহারেই থাকে— উহাঁরা কখন তাহার ভিতর হইতে বাহির হয়েন না। ঐ যান কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত নয়—উহা অহঙ্কার, দাম্ভিকতা, পরজাতির প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ বিনির্ম্মিত, উহা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর পদার্থ—ইংরাজ উহারই ভিতরে বসিয়া সকল দেশ ভ্রমণ করেন এবং ভারতবর্ষে চাকুরি করিয়া ঘরে ফিরিয়া যান। আমাদের সমাজ ওরূপ কূপমণ্ডূকতার সৃষ্টি করিতে পারে না।

বঙ্গ সমাজে ইংরাজ পূজা।

সুয়েজ প্রণালীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বহু দেশের আচার ব্যবহারের দ্রষ্টা বিচক্ষণ-ধর লেসেপ সাহেব বলেন যে, মিশরদেশ কখন কোন ইউরোপীয় জাতির অধীন হইয়া থাকিবে না। কারণ মিশর দেশীয়া রমণীগণ কখনই ইউরোপীয়দিগকে বিবাহ করিতে সম্মতা হয় না। একথার তাৎপর্য্য এই যে, পতিভাবে গ্রহণই ভক্তি এবং প্রণয়ের চিহ্ন; মিশরীয় স্ত্রীলোকেরা যখন ইউরোপীয়দিগকে পতি-ভাবে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু, যখন ভক্তি প্রেম-সুলভ স্ত্রীহৃদয়েও ইউরোপীয়ের প্রতি ঐ ভাব জন্মে না, তখন ঐ আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন জাতির [illegible] স্বীকার করিবে না, অথবা যদি হয়, সে অধীনতা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে [illegible]

কোন সময়ে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিয়াছিলাম [illegible]দেশীয়া ভদ্র-মহিলাগণও পদস্থ ইংরাজদিগের রক্ষিতা স্বরূপ হইয়া থাকিতে [illegible] বোধ করে না। প্রত্যুত তাহারা তাদৃশ অবস্থাকে আপনাদিগের গৌরবস্থ[illegible] মনে করে। ঐ দেশেই দেখিয়াছিলাম অতি ভদ্রবংশীয় স্ত্রী পুরুষ সকলে [illegible]পনাদিগের পুরোহিতবর্গ পরিবৃত হইয়া কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহা পদদ্বয়ে পুষ্প চন্দন দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন।

যখন ঐ ব্যাপার দর্শন করি, তখন মনে হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় কি সমূহ মঙ্গল হইতেছে! ঐ [illegible] থাকাতে লোকে স্বজাতীয়দিগের মধ্যেই বড় লোক দেখিতে পায়, বিদেশীয় রাজপুরুষ-কেই সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোপরি দেখে না এবং সেই জন্য উহাঁদিগের প্রতি অযথা ভক্তিও করে না। আমি ভাবিলাম, যে ব্রহ্মদেশীয়েরা যে কাজ করিতে পারিল আমাদিগের অতি নীচ জাতীয় লোকেও তাহা করিতে ঘৃণা বোধ করে। ভারতবর্ষীয় কোন লোক যদি নিতান্তই আত্মবিস্মৃত হয়েন, তবে ইংরাজ করস্পর্শ পূর্ব্বক তাঁহার সমাদর না করিলে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েন; যদি নিতান্তই হীনচেতা হয়েন তবে ইংরাজের সহিত একত্রে খানা খাইতে ভাল বাসেন; যদি একান্ত মুগ্ধ হইয়া থাকেন তবে ইংরাজ তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলে বা তাঁহার নামটীর সম্বোধন পূর্ব্বক পত্রাদি লিখিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন; যদি সর্ব্বতোভাবে পৈত্রিক গুণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তবে ইংরাজের অনুরূপ চাল চলন অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়েন; ভরতবাসী ইংরাজী পড়িয়া শুনিয়া যদি অত্যধিক নীচ হইলেন, তবে স্বজাতীয় ধর্ম্ম এবং নীতি এবং আচার অপেক্ষা ইংরাজের ধর্ম্ম

এবং নীতি এবং আচার প্রণালীকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিলেন এবং ইংরাজের সমকক্ষ হইবার নিমিত্ত অহরহ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি আপনার ভগিনী ও কন্যাকে ইংরাজের রক্ষিতা করিয়া দিয়া এবং ইংরাজের পায়ে পুষ্প চন্দন দিয়া স্বয়ং চরিতার্থ হইতে পারেন না। যেখানে জাতিভেদ নাই এবং পরাধীনতা আছে, সেখানে পরাধীনতার অতি বিষময় ফলই ফলে, সেখানে আত্মগৌরব একবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, মন ক্ষুদ্র হয় এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মিবার কোন পথই থাকে না। আমাদিগের দেশে ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেবতা স্বরূপে সম্পূজিত হয়েন না। কিন্তু তাঁহারা পূজা পাইবার নিমিত্ত যেন বিলক্ষণ সচেষ্ট হইয়াছেন ; এবং তাহার ফললাভও কিছু কিছু করিতেছেন।

আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, বাঙ্গালার প্রথম চারিজন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যখন দেশের বিভিন্ন ভাগ পরিদর্শনে বাহির হইতেন, তখন কোন আড়ম্বরই হইত না। হালিডে সাহেব নীলকরদিগের বাটীতে বাটীতে থাইতেন, রাজা এবং জমিদারদিগের সহিত ছোট ছোট দরবারে দেখা করিতেন, মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর, জজ প্রভৃতির আদালত দেখিতেন এবং কোন গোলযোগ না করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেন। গ্রাণ্ট সাহেবের রীতিও প্রায় ঐরূপ ছিল, তবে তিনি নীলকর সাহেবদিগের বাটীতে গিয়া ভোজ খাইতেন না এবং প্রজারা যে সকল দরখাস্ত দিয়া আপনাদের দুঃখ জানাইত তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন। বীডন সাহেব বড় একটা ভ্রমণ করিতেন না, যাহা একটু করিতেন তাহাতেও আড়ম্বর হইত না। গ্রে সাহেব কিছু কিছু বেড়াইতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি স্বহস্তে ছাতা ধরিয়া একটী বাজারের ভিতরে পাদচারে বেড়াইতেছেন এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য কেমন কেমন দরে বিক্রীত হইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেছেন।

তাহার পরে কাম্বেল সাহেব আসিলেন এবং সমভিব্যাহারে সওয়ার যাইবে, যেথানে যাইবেন সেথানে বাজি পুড়িবে এবং আলোক দেওয়া হইবে এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কমিশনর এবং মাজিষ্ট্রেটেরা একটু একটু মুচকি হাসিলেন, কিন্তু আজ্ঞাপালন করাইলেন। আর কি, লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল! টেম্পল সাহেবের আমলে বাজি পোড়ান এবং আলোকদান বাড়িয়া উঠিল। তখন কলাগাছের সারি দিয়া আলোক দিবার জন্য এবং বাঁশের গেট করিবার জন্য এত আড়ম্বর হইত যে কোন কোন গ্রাম একেবারে বাঁশ ও কদলীবৃক্ষ শূন্য হইয়া পড়িত।

ইডেন সাহেবের সময়ে বাজীপোড়ান আলোকদান পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন হইল না, ধ্বজার সংখ্যা অতিবর্দ্ধিত হইল এবং স্থানে স্থানে সফের-ফৌজ তাঁহার বডিগার্ড বা শরীর-রক্ষক সৈন্যরূপে দর্শন দিতে লাগিল। টমসন সাহেবের সময়ে ইডেনের মতই সব, বেণীর মধ্যে ব্যাঙ বাজে। কথিত আছে বেলী সাহেবের সময়ের উৎসবে গয়াতে ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়। যেমন ঐ সকল আড়ম্বর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া আসিতেছিল, তেমনি উহার সহিত ভোজের ধুমধামও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইলিয়ট সাহেব কিছু কমাইতেছেন; তাঁহার সকল ধরণেই একটু বিশেষত্ব আছে; তাঁহাকে এক রকম ছাড়িয়া বলা যায় যে, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরেরা নিতান্ত ভোজভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; উহাঁদিগকে এখন যে ডাকে তাহারই বাটীতে গিয়া ভোজ খান। যাঁহারা ভোজ দেন তাঁহাদিগের মান সম্ভ্রম কি বাড়ে তাঁহারাই জানেন, কিন্তু ধন ব্যয় অপরিমিতরূপেই হয়। এক একটা শর্ব্বরী ভোজের খরচে চারি পাঁচটা খুব জাঁকাল দুর্গোৎসব হইতে পারে—অনেক বড় বড় দিঘীর পঙ্কোদ্ধার হইতে পারে। আমি বেশ জানি যে, একজন মহারাজ কোন মাড়য়ারী মহাজনের স্থানে আট হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া একটী সান্ধ্য ভোজ দিয়াছিলেন। আর একজন মহারাজের ঐরূপ উৎসবে পনর হাজার টাকা ব্যয় হয়; আর একজনের কয়েকদিনের ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশ হাজারের কিছু অধিক হইয়াছিল।

গবর্ণর সাহেবদিগের দেখাদেখি, কমিসনর সাহেবেরা, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এবং চুনা পুঁটি সকল সাহেব, দেশীয় লোকদিগের খরচে ভোজ খাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করেন। বাজি পোড়ান, আলোক দান, নিশান খাড়া ত কথায় কথায় হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজজাতির আড়ম্বর প্রিয়তা ছিল না, কিন্তু সেটী বিলক্ষণই বাড়িয়া উঠিতেছে। ইংরাজ মনে করিতেছেন যে, এইরূপ হইতে হইতে তিনি ক্রমে পূজা পাইবেন। ইংরাজ মুখে বলিতেছেন যে তিনি দেশীয়দিগের বাটীতে ভোজ খাইয়া তাহাদিগের সহিত সুসামাজিকতা করিতেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যে প্রকার করিলে পূজিত হইতে পারেন, ইংরাজ সে পথে যাইতে জানেননা। তাঁহার ভোজ খাইয়া বেড়ানতে তিনি ভারতবাসীর চক্ষে নিতান্ত নির্লজ্জবৎ ব্যবহার করিতেছেন।

শুদ্ধ নির্লজ্জবৎ নয় অতিশয় নিষ্ঠুরের কাজই করিতেছেন। রাজা মহারাজ বেচারারা ত একে ঋণজালে জড়িত, তাহাতে ঐ সকল ভোজ দিবার দায়ে

তাহারা আরও ঋণগ্রস্ত হইতেছে; আর যে দেশে চারি পাঁচ কোটি লোক অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করে তথায় দানের প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে।

সেদিন শুনিলাম কোন জিলার জজ সাহেব মাস কয়েকের জন্য ছুটি লইয়া একবার স্বদেশে যাইবেন। অমনি তাঁহাকে একটী ভোজ দিবার জন্য একটা চাঁদার বহি বাহির হইল, উহাতে সহি হইল, টাকা উঠিল এবং জজ সাহেব ও অপরাপর সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণ করিলেন। আর একদিন শুনিলাম, একজন অতি প্রধান তীর্থের প্রধান দেবসেবক নিজ ভবনে নূতন কালেক্টর সাহেবের আগমন উপলক্ষে ইংরাজভোজের একটা প্রকাণ্ড আয়োজন করিতেছেন। ভোজের ফর্দ্দ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে মুর্গি, ভ্যাড়া এবং বেঙ্গের ব্যঞ্জন এক একটী এবং গোমাংসের ব্যঞ্জন তিনটী। মদ্য বহু-বিধ। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, দেবসেবক, রাজা রাজড়ার পুরোহিতের এই কীর্ত্তি! দেখিয়া শুনিয়া ভয় হইল, কালে বঙ্গদেশও বা ব্রহ্মদেশের ন্যায়—ইংরাজ পূজায় অবনত-মস্তক হইবে। যদি দেশের জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া যায়, যদি বিদেশীয় রীতি নীতিই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, যদি দেশীয় লোকের জ্ঞানচক্ষুঃ একবারে অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তবে ওরূপ হইলেও হইতে পারে।

একটী সার কথা বলিয়া রাখিতেছি। ইংরাজ যতই ভোজ খাউন, মদের গ্লাস হাতে করিয়া যতই লম্বাচৌড়া বক্তৃতা করুন, উনি আপনার কাজ ভুলিবার লোক নহেন। তুমি রাজা বা মহারাজ বা বড়লোক যে কেবল উহাঁর খোসামোদ করিতেছ—কোন "মতলব" আছে, তাহা উনি বিলক্ষণ জানেন; তুমি উহাঁর প্রতি ভয়প্রযুক্তই ওরূপ করিতেছ ভালবাসার জন্য তিলার্দ্ধও নয় তাহাও জানেন; এবং তাহা জানিয়া তুমি একটু ঘেঁসিতে গেলেই তোমার অপমান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। বীরপ্রকৃতিক ইংরাজের ওরূপ পূজা নিতান্ত অফল পূজা। পূর্ব্বোল্লিখিত দেবসেবকটী ঐ ভোজ দেওয়ার পর তাঁহার ইন্‌কমট্যাক্স বেশী ধরা হইয়াছে বলিয়া যখন আপীল করিলেন তখন কর্ত্তব্যপরায়ণ নবাগত কালেক্টর মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, "যে এক রাত্রে পাঁচ হাজার টাকা ভোজে খরচ করিতে পারে, তাহার আয় অত কম কখনই হইতে পারে না।"

যদি আমার পরামর্শ কেহ শুনেন তবে আমি বলি, ইংরাজের সম্মান কর; কিন্তু এমন ভাবে কর, যাহাতে সম্মানিত ইংরাজের নাম থাকে এবং দেশীয়

লোকের উপকার হয়। বাজি পোড়াইয়া আলো জ্বালিয়া টাকা নষ্ট করিও না। ভোজ দিয়া অনর্থক অপব্যয় এবং অপকর্ম্ম করিও না। যে ইংরাজের তুষ্টিসাধনার্থ ঐ সকল করিয়া থাক, তাঁহার নামে ইন্দারা, দীর্ঘিকা, রাস্তা, ঘাট, স্কুল, অতিথিশালা, ছাত্রবৃত্তি, মেডাল, চিকিৎসালয় প্রভৃতি যাহা কিছু পার, স্থাপন কর। এরূপ করিতে আরম্ভ করিলেই দেখিতে পাইবে যে বীরপ্রকৃতিক ইংরাজ "সত্য সত্যই" তোমার গৌরব করিবেন। এখন তোমার খরচে তোমার বাটী বসিয়া ভোজ খাইয়া মনে মনে তোমাকেই অশ্রদ্ধা করেন।

ঈর্ষ্যাপ্রবণতা।

ইংরাজের সংস্পর্শে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে একটী বিশেষ দোষ জন্মিতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমার বোধ হয় সে দোষটী ক্রমে ক্রমে ন্যূন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এখনও উহার এত অবশেষ আছে যে, তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। ঐ দোষটীর নাম ঈর্ষ্যাপ্রবণতা। বাঙ্গালী স্বজাতীয় লোকের প্রতি অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। যখন ১৮৩৫ অব্দের পর মুন্সেফ সদর-আমীন প্রভৃতির পদ সৃষ্ট হইল, তখন অনেক লোক শুদ্ধ স্বজাতীয় হাকিমদিগের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বলিত, আমরা কালা হাকিমদিগের নিকটে বিচার প্রার্থনা করি না—ইংরাজ হাকিমেরা আমাদিগের মোকদ্দমার বিচার করিলেই আমরা অধিক সন্তুষ্ট হই। কোন কোন ইংরাজ ঐ কথার সূত্র পাইয়া এককে এক শত করিয়া বাড়াইয়াছিলেন এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভাতেও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয়েরা স্বজাতীয় লোক সকলকে উচ্চপদস্থ দেখিতে পারে না—অতএব উহাদিগকে উচ্চপদ দিয়া কাজ নাই। আজিও ইংরাজদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ কথা বলিয়া থাকেন। এবং বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, ও কথা বলিবার সকল কারণ এখনও নিঃশেষিত হয় নাই।

আমরা এখনও স্বজাতীয় লোকের সম্যক্ গৌরব করিতে শিখি নাই। ইংরাজেরা যেমন সকল কথাতে এবং সকল কাজে স্বজাতীয় সকল লোকের সম্মান এবং মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, বাঙ্গালীদের এখনও সেরূপ শিক্ষা পাকিয়া উঠে নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, যে সকল বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষা এবং ইংরাজী বিদ্যা এমন উত্তমরূপে শিখিয়াছেন যে ঐ বিজাতীয়

ভাষায় অনর্গল লিখিতে এবং বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহাদের ক্ষমতা কি অল্প। অপর কোন ভাষায় ওরূপ লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে কয়জন বড় ইংরাজই সমর্থ। শ্রুত আছে যে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিস্রেলি সাহেব যখন বার্লিন নগরে গমন করিয়াছিলেন তখন সেখানকার মন্ত্রি-সমিতির মধ্যে ভাল করিয়া ফরাসি-ভাষাও কহিতে পারেন নাই এবং সেই জন্য বিসমার্ক তাঁহাকে ইংরাজী ভাষাতেই কথোপকথন করিতে বলিয়াছিলেন। আর যে যাহার পরিচিত সাহেবদিগের মধ্যেই দেখ না, তাহার মধ্যে কয়জন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অথবা বিশুদ্ধ হিন্দিতে আপনাদিগের মনের ভাব সকল সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা কেমন ইংরাজী শিখে, আর কত শিখে। ইংরাজেরা যে উহাদের অনাদর করেন, তাহার একটা হেতু আছে। অনাদর না করিলে তাঁহাদিগের জাতীয়ভাব থাকে কৈ—আর আপনাদের অন্নসংস্থানই বা কৈ থাকে। কিন্তু উহাঁদিগের দেখাদেখি, আমাদিগেরও কি স্বদেশীয় কৃতবিদ্যগণকে অনাদর করিতে আছে? মনে কর, মহামহোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র কি একজন সামান্য লোক ছিলেন, উহাঁর ন্যায় পণ্ডিত বিচক্ষণ তীক্ষ্ণদর্শী এবং বাগ্মী কয়জন লোক ছিলেন? কিন্তু আমরা কি উহাঁর সম্পূর্ণ গৌরব করিয়া থাকি? অথবা যতদিন ইংরাজকেও উহাঁর গৌরব করিতে না দেখিয়াছিলাম, ততদিন উহাঁর প্রকৃত গৌরব করিতে জানিতাম? উহাঁর সমান আর কেহ থাকুন বা না থাকুন, কিন্তু আমাদিগের সম্পূর্ণ গৌরবের যোগ্য আরও অনেক আছেন। সে সকলকে আমাদিগের মাথায় করিয়া রাখা উচিত।

তাহার পর ধর, যাঁহারা স্বজাতীয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা করেন—ইংরাজের নিকট আদর খুঁজেন না, আমরা কি তাঁহাদিগেরও বেশ গৌরব করিতে পারি? বঙ্কিমচন্দ্র কি একটা সামান্য লোক! আজি কালি উহাঁর দুই একটী পুস্তক ইংরাজীতে এবং জর্ম্মেণ ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে দেখিয়া আমাদিগের মনে যদি একটু প্রকৃত ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে ত বলিতে পারি না—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে উনি যে কতটা ভক্তির পাত্র, তাহা সকলে বুঝিতে পারে নাই। একটী তথ্যকথা এই—ইংরাজমাত্রেই সকল বাঙ্গালীর অপেক্ষা বড়লোক নহেন। যত বাঙ্গালী আছে, সকলের চেয়েই বড়লোক যদি এমন ইংরাজ থাকেন ত সে ইংরাজ এখানে আইসেন না। যদি বাঙ্গালী স্বজাতীয় প্রধান লোকদিগের পৃষ্ঠপূরক হইয়া উঠে, তাহা হইলে এখনও দেখিতে পায় যে, বঙ্গভূমি সত্য সত্যই রত্নপ্রসবা। যে দেশে শিরোমণি এবং

জয়দেব এবং চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে দেশের সকল লোক কখনই জন, চার্লস্, হেনরি, মাথু হইতে নিকৃষ্ট হইতে পারে না। * * * * * তবে সমস্ত রাজশক্তি ইংরাজের হস্তগত, ইংরাজের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে চাকুরি হয় না, পদমর্য্যাদাও বাড়ে না. কোন কিছুতেই সুবিধা পাওয়া যায় না, এই জন্য লোকে ইংরাজের মনস্তুষ্টি করিতে যায়—এবং ইংরাজ আমাদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যার চিহ্ন দেখিতে পাইলে কিছু বিশেষ তুষ্টই হইয়া থাকে। এই জন্য অনেক অল্প-প্রাণ বাঙ্গালী ইংরাজদিগের সাক্ষাতে স্বজাতীয়ের নিন্দাসূচক অনেক কথাই কহিয়া ফেলে।

একজন ইংরাজের সহিত কথোপকথন হইতে হইতে এ দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে কথা উঠিল। তিনি বলিলেন "—স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা না দেওয়া বড় অপকর্ম্ম।" * * আমি বলিলাম "স্ত্রীস্বাধীনতা একটা নূতন বিশেষ কথা বলিয়াই আমার বোধ হয় না। যে দেশের পুরুষেরা যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে, সে দেশের স্ত্রীলোকেরা তাহা অপেক্ষা কিছু অল্প পরিমাণে স্বাধীনতা পাইয়া থাকে—এই নিয়ম বই আর কিছুই নহে। তোমাদের ইংলণ্ডে আজও ত স্ত্রীলোকের সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার বিষয়ে গণ্ডগোল চলিতেছে; অতএব সেখানেও পুরুষের স্বাধীনতা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অবশ্যই কম হইবে।" * * "তাহা বটে, কিন্তু তোমরা ত আপনা আপনির মধ্যেও স্ত্রীলোকদিগকে সভাস্থলে আসিতে দেও না—ইহার কারণ কি?" এই বলিয়াই ইংরাজটী বলিলেন—অমুক বাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালীরা বরং ইংরাজদিগের সভায় আপনাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বজাতীয় পুরুষদিগের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ়তর অবিশ্বাস !!" এই কথাটী শুনিয়া একবারে অবাক্ হইয়া রহিলাম। তাঁহার "বাবুটীকে" চিনিতাম। মনে করিলাম আর কোন কথা বলিব না, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ হইল না। বলিলাম, "আপনারা অমন সকল কথায় কিরূপে বিশ্বাস করেন, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ও কথাটা শুনিলেই ত অবিশ্বাস হয়। যদি কোন চীনীয় কি অপর জাতীয় কোন লোক আমার কাছে ঐরূপ বলিত যে, সে স্বজাতীয় লোকের অপেক্ষা আমাকে অধিক শ্রদ্ধা করে, তবে আমি অবশ্যই অনুমান করিতাম যে, ঐ ব্যক্তি প্রকৃত কথা বলিতেছে না, তাহার কোন স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় আছে। কিন্তু আপনারা অনায়াসে ঐরূপ কথাগুলা গিলিয়া ফেলেন কেমন করিয়া? ইংরাজ কি

এতই তোষামোদের বশ হইয়া গিয়াছে? আমি দৃঢ় করিয়া বলিতেছি যে, ঐ বাবু আপনার নিকট সত্য কথা বলে নাই। * * মার্কিনদিগের স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা অধিক স্বাধীন, ইউরোপীয় স্ত্রীগণ ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণ অপেক্ষা স্বাধীন। আর ভারতবর্ষের ভিতর যে প্রদেশে হিন্দুজাতির স্বাধীনতা অধিক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীগণের স্বাধীনতা ভারতের অপর সকল প্রদেশীয় স্ত্রীগণের অপেক্ষা অধিক। স্ত্রী-স্বাধীনতা পুরুষ স্বাধীনতারই ফল মাত্র।"

বিদেশীয়ের নিকট স্বজাতীয়ের অকারণ নিন্দা ব্যতীত আরও এক প্রকারে বঙ্গবাসীর ঈর্ষ্যা দোষ দেখা দেয়। যদি কোন বাঙ্গালীর কোন উচ্চ পদ অথবা অন্যরূপ সুবিধা হইল, অমনি অনেকে তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সকল সময়েই ওরূপ করা ভাল বলিয়া বোধ হয় না। কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন—"দেখ, অমুক কর্ম্মটী আমি অমুককে দিলাম বলিয়া অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, এই পাঁচজন আপনাপন মনের দুঃখে কাঁদিয়া গেল। ওরূপ করিলে কি কোন প্রকারে মনের সন্তোষ লাভ করা যায়? কাজ একটী, তোমরা ছয় জনেই তাহার উপযুক্ত। অতএব একজনের বইত ছয় জনেরই ও কাজটী হইবে না। যাহার হইল সে অযোগ্য কি না দেখ, যদি অযোগ্য না হয়, তাহা হইলেই আর দোষ ধরা বা দুঃখ করা উচিত নহে। ফলতঃ তোমাদের তুষ্ট করিবার জন্যই ত একটী ভাল চাকরী ইংরাজকে না দিয়া তোমাদের একজনকে দেওয়া হইল। ইহাতেও যদি তোমরা সকলেই তুষ্ট না হইলে তবে কি জন্য আমরা স্বদেশীয় একজনকে বঞ্চিত করি?" কথাগুলি ঠিক বলিয়াই আমার বোধ হয়। আমি অনেক-বারই দেখিলাম যখন কাহার একটা কিছু ভাল হইয়াছে, অমনি তাঁহার হইল কেন, অমুকের না হইল কেন, এই ভাবে গোল উঠিয়াছে। ওটা ভাল নয়। স্বদেশীয় যাহার যখন কিছুই ভাল হইয়াছে তাহাতেই সকলের ভাল হইল মনে করা উচিত! তবে "নিতান্ত" অযোগ্য লোকের উন্নিত হইলে তাহা অবশ্য দুষিতে হয়। কিন্তু উনিশ বিশ এমন কি পনর বিশ লইয়াও দোষ ধরিতে নাই।

বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষ।

ভারতবর্ষ যতদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন ছিল, ততদিন ইংরাজেরা বলিতেন যে, ভারতবর্ষের লোক সকলকে আত্মশাসনে সক্ষম করিয়া তুলিবার নিমিত্তই আমরা ভারতবর্ষে আছি। ইহারা আত্মশাসনে সক্ষম হইয়া উঠিলেই আর আমাদিগকে ইহার শাসন ভার বহন করিতে হইবে না। কথাটা গোড়াথেকেই মিছা। কিন্তু কথাটার একটা মহৎ গুণ ছিল। ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য যে একটা অত্যুচ্চভাব মনে রাখিয়াই করিতে হইবে, ঐ কথাটা দ্বারা তাহা অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইত। ভারতবর্ষবাসীকে আত্মশাসনের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে—সুতরাং (১) ইহাদিগের অন্তর্বিচ্ছেদ যাহা কিছু আছে তাহা মিটাইয়া দিতে হইবে। (২) ইহারা যাহাতে পরস্পর খাওয়াখায়ি না করে তাহা করিতে হইবে (৩) ইহারা যাহাতে একান্ত ধনহীন হইয়া না পড়ে তাহার উপায় করিয়া চলিতে হইবে (৪) ইহারা যাহাতে কূপমণ্ডূকতা শূন্য হয় এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখে তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে—ফলতঃ ভারতবর্ষকে সম্মিলিত, সম্বদ্ধ, ধনশালী এবং স্বাধীন প্রকৃতিক করাই ইংরাজ-শাসন-প্রণালীর মূখ্য উদ্দেশ্য হইবে, ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরাজদিগের নিজের লাভ অবান্তর বিষয় থাকিবে। তখনকার কোন কোন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিতেন—দেখ, আমেরিকার ইউনাইটেড্ প্রদেশ যতদিন ইংলণ্ডের অধীন ছিল ততদিন ইংলণ্ডের বড় কিছুই লাভ হয় নাই; ঐ প্রদেশ স্বাধীন সবল এবং ধনশালী হইয়া অবধি উহার সহিত ইংলণ্ডের যে বাণিজ্য ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে ইংলণ্ডের সমূহ লাভ হইতেছে। তেমনি ভারতবর্ষ সবল এবং ধনশালী হইলে ইংলণ্ডের যত লাভ, উহা দুর্ব্বল এবং অক্ষম অবস্থায় ইংলণ্ডের গলায় পড়া হইয়া থাকিলে তত লাভ নাই। কেহ কেহ এরূপও বলিতেন যে, ভারতবর্ষ উহার বর্ত্তমান অবস্থায় ইংলণ্ডের বলবর্দ্ধক পদার্থ নহে, উহা ইংলণ্ডের পক্ষে ক্ষতিজনক বস্তু হইয়া আছে।

এখন আর ওরূপ কথাসকল শুনা যায় না। মহারাজ্ঞীর খাস দখলে আসিয়া অবধি ইংরাজেরা কথা বদলাইয়াছেন। ডিউক অব আর্গিলই বোধ হয় ষ্টেট সেক্রেটারী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বলেন যে ভারতবর্ষকে আমাদিগের চির-অধীনাবস্থায় রাখাই আমাদিগের রাজ-নীতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। তাহার পর অবধি ঐ ভাবের কথা যার তার মুখে শুনা যাইতেছে। একদিন একটি

ইংরাজের সহিত ঐ সম্বন্ধে কথা কহায় তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর যে ভারতবর্ষকে আত্মশাসনে সক্ষম করাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ?" আমি বলিলাম "আমি স্বপ্নেও তাহা মনে করি নাই—আমি এই মনে করি যে ওরূপ একটা উচ্চতম সদুদ্দেশ্যে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে রাজ্যের সুপালন হয়। যেমন যিশু বলিয়াছেন, ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হইবার চেষ্টা কর। তাহাত বস্তুতঃ কেহ হইতে পারে না, কিন্তু ওরূপ আদর্শ মানসচক্ষে রাখিয়া চলায়, অনেকের শুভ ফল ফলে। আমি সেইরূপ ভাবিয়া মনে করি যে ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে ইংরাজ পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা বলিতেন তাহা ভালই বলিতেন, উহাতে কতকটা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল। এখন ঐ কথার বদলে যে কথা উঠিয়াছে তাহাতে কি শুভ ফল দেখিতেছেন ?"—"এখন কি কথা উঠিয়াছে ?" আমি—"এখন সময়ের অসময়ের বিনা বিচারে বলা হইতেছে, এদেশে সকল বিষয়ে ইংরাজ প্রাধান্য রক্ষা করাতেই এ দেশীয় লোকের উপকার - সেই জন্য ইংরাজ-প্রাধান্য রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক প্রয়োজনীয়।" তিনি বলিলেন - "এমন কথা কে বলে ?"। আমি বলিলাম—"অমন কথা আজি কালি কে না বলে ?—গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব ত স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন যে, কোন ইংরাজ কোন ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করিলে, ইংরাজের কোন দণ্ড হওয়া উচিত নয়। কারণ ইংরাজভীতি ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে খুব বদ্ধমূল করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য —এমন কথাতেও ত কোন ইংরাজ কিছু বলিলেন না, প্রত্যুত ওরূপ কথা যে লিখিয়াছিল, তাহাকেই প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান হইল! কিন্তু ঐ মত রক্ষা করিয়া চলিলে অর্থাৎ সাধারণতঃ ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজের দৌরাত্ম্য বাড়িতে দিলে ফল কি হইবে ? ন্যায়পরতা রক্ষা না করিলেই রাজ্য ছারখার হয়—স্থায়ী হয় না!"

অপর একটী সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত আত্মশাসন সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "এখনও দেশীয় লোকের হস্তে কোনরূপ আত্মশাসন-শক্তি দিবার সময় হয় নাই—এখনও গবর্ণমেণ্টের বল দেশের লোকের উপর তেমন চাপিয়া বসে নাই।" আমি বলিলাম—"মহাশয় মনে করিতেছেন গবর্ণমেণ্টের বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, গমর্ণমেণ্টের বাঁধন এমনি কড়াকড় হইয়া বসিয়াছে যে, প্রায় পক্ষাঘাতের উপক্রম হইয়াছে।" উল্লিখিত মহাশয় সেই পর্য্যন্ত

আমার উপর চটিয়া রহিলেন। কিন্তু ইনি গ্রাণ্ট ডফের চেয়ে ভাল লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। গ্রাণ্ট ডফ্ ভারতবাসীর পীড়ক—ইনি স্বজাতিপোষক মাত্র, ফল বলতঃ পীড়ক।

আমি অপর আর এক প্রকার ইংরাজের নমুনা পাইয়াছি। এই দল দেশীয়-দিগের ইংরাজী শিক্ষার বড়ই প্রতিকূল। ঐ দলের কোন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন—"ইংরাজী পড়িয়া লোকে চাকুরি চাকুরি করিয়া বেড়ায়—চাকুরিও যোটে না—উহারা বড়ই ক্লেশ পায়—আমার ইচ্ছা করে ইংরাজী স্কুল কলেজের সংখ্যা কমিয়া যায়।" আমি বলিলাম—"আমার ইচ্ছা করে যে ইংরাজী স্কুল কলেজের সংখ্যা আরও অনেক বাড়ে।" তিনি বলিলেন—বাড়িলে কি হইবে? আরও কতক গুলা উমেদার বাড়িবে বইত নয়।" * * "বাড়ায় হানি কি? উমেদার অধিক হইলে চাকুরি দিবার নিমিত্ত ভাল লোক পাইবার সম্ভাবনা বাড়ে বইত কমে না?" * * "তাহাতে দেশের মঙ্গল কই?" * * "তবে লোকে কি করিবে?" * * "শিল্প বাণিজ্যাতে যাইবে, নূতন নূতন শিল্প কার্য্যের উদ্ভাবন করিবে" * * * "বটে—ওকথা ইংরাজের মুখে কতই শোভা পায়— যে কার্য্যে অধিক মূলধন কি অধিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ প্রয়োজন নাই, আমাদিগের সেই লবণোৎপাদন শিল্প পর্য্যন্ত ইংরাজ কত পরিশ্রম এবং কত অবিচার করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে—আজি সেই ইংরাজ আমাদিগকে শিল্প কার্য্যের শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করিতেছে, ধন্য ইংরাজের নির্লজ্জতা।" ইংরাজটী অধোবদন হইয়া রহিলেন, কিন্তু নিজ মাহাত্ম্যগুণে আমার উপর চটিলেন না, পূর্ব্বোপেক্ষায় যেন কিছু অধিক সদয় হইয়াই থাকিলেন।

আর একটী ইংরাজের কথা বলিব। তিনি অনেকদিন বঙ্গদেশে কর্ম্ম করিয়া বাঙ্গালীর প্রকৃতি এবং চরিত্র বিশেষরূপেই অবগত হইয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপর একজন ইংরাজ ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় একটী উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়া প্রথমোল্লিখিত ইংরাজের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে বাঙ্গালীদিগকে প্রিয় হইবেন। প্রথমোল্লিখিত ইংরাজ পরামর্শ দিলেন—"বাঙ্গালীদিগের নিকটে যাইতে দিও, উহাদিগকে কথা কহিতে দিও—উহারা আমাদের কাছে আসিয়া কথা কহিতে পাইলে বড়ই আনন্দিত হয়। এই পর্য্যন্ত করিলেই হইবে—আর কিছু করিতে হইবে না।"

এই যে কয়েকটী উদাহরণ দিলাম, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী দলের লোকও দেখা যাইতেছে।

(১) পীড়ক (২) স্বজাতিপোষক (৩) বাহ্যদর্শক (৪) অবজ্ঞাকারক। এরূপ হওয়া ভাল নয়। ইংরাজ রাজপুরুষগণ এ দেশীয়দিগের আদর্শ স্বরূপ থাকাই সঙ্গত। তবে এদেশাগত ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যেও যে অতি মহাত্মা লোক সকল আছেন সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। প্রকৃত বড় লোক ব্যতীত কোন জাতি এত বড় থাকে না এবং ধর্ম্মসূত্রের অনুসারে না চালাইলে কোন রাজত্বও সকল দিকেই এমন সুচারুরূপে চলে না।

স্বাধীন বা অবাধ বাণিজ্য।

ইংরাজকৃত যাবতীয় কার্য্যের হাড়ে হাড়ে যে স্বার্থপরতা মিশাইয়া থাকে তাহা তাঁহার অনুমোদিত স্বাধীন বা শুল্কবিহীন বাণিজ্য প্রণালীর ইতিবৃত্ত এবং তদ্বিষয়ক বিচার প্রণালীর পর্য্যালোচনার দ্বারা অতি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়। ইংরাজের মাতৃভুমি তেমন উর্ব্বরা নহে, এই জন্য সেখানে শস্যোৎপত্তি ভাল হয় না এবং শস্যোৎপত্তি ভাল না হইলে জমির খাজানা বাড়ে না। ভূম্যধিকারীদল আপনাদিগের খাজানা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিলেন যে বিদেশ হইতে শস্যের আমদানী হইতে পাইবে না অর্থাৎ আমদানী শস্যের উপর এত অধিক শুল্ক গ্রহণ হইবে যে, সে শুল্ক দিয়া বিদেশীয় শস্য দেশীয় শস্যের অপেক্ষা সস্তা দরে বিক্রীত হইতে পারিবে না। তাহা হইলেই দেশজাত শস্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং উহাঁদের খাজনারও বৃদ্ধি হইবে। এই ব্যবস্থা (কর্ণ ল) ভূমাধিকারিবর্গের অসীম স্বার্থপরতার ফল। সাধারণ লোক, বিশেষতঃ শিল্পজীবীরা এই ব্যবস্থায় আপনাদের স্বার্থের ব্যাঘাত দেখিল। তাহারাও স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত আন্দোলন করিতে লাগিল। এবং ঐ আন্দোলনের সমকালীন বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহাদের প্রস্তুত শিল্পজাত বিনা শুল্কদানে অপরাপর দেশে বিক্রীত হইতে পায়, তাহা হইলে উহাদের যথেষ্ট লাভ হয়। ঐরূপ হইলে অপরের ক্ষতি হয় কি না, তাহা ভাবিয়া বুঝিবার আর অবসর হইল না। উহাদের আগ্রহে কব্‌ডেন সাহেব নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন যে স্বাধীন বাণিজ্যটী বড়ই উৎকৃষ্ট বস্তু। তিনি আমেরিকায় গিয়া ঐ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করেন, রুসিয়ায় গিয়া তত্রত্য সম্রাট নিকোলাস ও ফ্রান্সে গিয়া সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানকে ঐ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কব্‌ডেনের মতানু-

গামীরা বলেন যে, তিনি সকলকেই স্বাধীন বাণিজ্যের সার তথ্য বুঝাইয়া দিলেন এবং সেই জন্যই ১৮৪৬ অব্দে প্রকাশ্য বক্তৃতায় নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিয়াছিলেন, "আর দশ বৎসর মধ্যেই সমুদয় পৃথিবীময় স্বাধীনবাণিজ্যপ্রণালী প্রচলিত হইয়া যাইবে ।" ইংরাজ অন্যের ইষ্টানিষ্ট কিছুই বুঝিতে পারে না। সে পরচিত্তবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবেশনী শক্তিতে একেবারেই বঞ্চিত। যাহাতে তাহার ভাল তাহাতে অপরের মন্দ হইতে পারে ইংরাজের এ বোধটী নাই। অথচ এই স্বাধীন বাণিজ্য ব্যাপারের বিচারটী একবার স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলেই ইহার অসারতা দেদীপ্যমান হইয়া পড়ে। বিচারটী এই—কোন দেশের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন দ্রব্যজাত স্বল্পতর পরিশ্রমে এবং সুন্দরতররূপে জন্মে। ঐ বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যদি অব্যাহতে আপনাপন প্রদেশজাত দ্রব্যের বিনিময় করিতে পায় তাহা হইলে কি সকলেরই ভোগসুখ বৃদ্ধি হয় না? অবশ্যই হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেই স্বাধীন বাণিজ্য প্রথা জন্মে, অতএব ঐ কথাও শুভকরী।

এস্থলে স্পষ্টই দেখা যায় যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ একরাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের ন্যায় নহে। উহাদের রাজা ভিন্ন, সমাজ ভিন্ন, লাভালাভ ভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, খনিজ ও কৃষ্যাদিপ্রসূত দ্রব্যসমূহের প্রতি যে কথা খাটে, মানব কৌশলজাত শিল্পদ্রব্যের প্রতি সে কথাগুলি ঠিক খাটে না, শিল্পজাত সকল দেশে সমান হইলেও হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ইংরাজ যে ভাবে স্বাধীন-বাণিজ্য চালাইতে চাহেন তাহাতে সকলেরই সমূহ ক্ষতি। ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত লইয়াই দেখ। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলা হয়, এখানে তুলা জন্মে বটে, কিন্তু ঐ তুলা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করায় ভারতবর্ষে যত পরিশ্রম লাগে ইংলণ্ডে তাহা লাগে না। ভারতবর্ষের তন্তুবায়দিগের হস্তের বল লাগে, ইংলণ্ডে বাষ্পীয় যন্ত্রের বলে কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু বাষ্পীয় যন্ত্রের বল ভারতবর্ষেই প্রযুক্ত হউক না, তাহা হইলে দোকর জাহাজ ভাড়ার ব্যয় এবং অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে। ভারতবর্ষীয়েরা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে জানে না। তাহা শিখাও বা শিখিবার অবকাশ দাও। যতদিন যন্ত্র প্রস্তুত করিতে না পারে যন্ত্রই পাঠাইতে থাক, বিনা শুল্কে কাপড় পাঠাও কেন? কয়েক বৎসরের জন্য আমদানী কাপড়ের উপর "কড়া" শুল্ক স্থাপিত হইলেই এদেশে অনেক কল বসে। ফলকথা, স্বাধীন বাণিজ্য প্রথায় অনেক অপচয়।

মার্কিনেরা এবিষয়ে বড় যুক্তিযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করে। ইউরোপ

হইতে কোন একটী নূতন দ্রব্য তাহাদের দেশে গেল। তাহারা নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য ঐ দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া দেয়। সেই কয় বৎসরের মধ্যে তাহাদের দেশের শিল্পীরা ঐ দ্রব্যটী প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের চেষ্টা সফল হইলে শুল্ক উঠাইয়া লওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন বাণিজ্য প্রথাটী দেশীয় শিল্পোন্নতির ব্যাঘাতক এবং অনর্থক অর্থহানিকর।

কিন্তু ইংরাজ সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, ঐ জাতির বার্ত্তাশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতেরা স্বাধীন বাণিজ্য প্রণালীর যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই—অন্ততঃ এতদিন পারেন নাই। কিন্তু যাই জর্ম্মণী ও আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য তাঁহাদের তুল্য অথবা তাঁহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে অমনি কেহ কেহ দেখিতে পাইতেছেন যে, স্বাধীন বাণিজ্য প্রথাটী বিশুদ্ধ প্রথা নয়, প্রত্যুত উহার প্রতি তাহাদের যে ভক্তিটা ছিল তাহা নিতান্ত অপসিদ্ধান্তমূলক !!

স্বাধীন চিন্তা।

কোন সময়ে পল্লিগ্রামনিবাসী একজন বর্ষীয়ান্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি ইংরাজদিগের মধ্যে এ অমুক ও অমুক বলিয়া চিনিতে পার কিরূপে? ওদের ত সকলেরই বর্ণ, গঠন, পরিচ্ছদ একরূপ!" এ কথাটীতে একটী প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে। সাদৃশ্যোপলব্ধি সামান্য জ্ঞানমূলক, বৈসাদৃশ্যোপলব্ধি বিশেষ জ্ঞানমূলক। দূর হইতে দেখিলে পরস্পর বিসদৃশ বস্তুজাতকে পরস্পর সদৃশ বোধ হয়, নিকটে আসিয়া দেখিলে পরস্পর সদৃশ বস্তুর মধ্যেও যে সূক্ষ্ম ভিন্নতা আছে তাহা উপলব্ধ হইয়া উঠে।

ইংরাজেরা ভারতবর্ষে রাজ্য করিতেছেন, ভারতবর্ষীয়দিগের অনেক সংস্রবে আসিতেছেন, আমাদিগের ভাষাও কেহ কেহ শিখিতেছেন, এবং কেহ কেহ বা আমাদিগের শাস্ত্রাদি সমালোচনা করিতেছেন। কিন্তু যতই করুন তাঁহারা ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্নরুচি, ভিন্নপ্রকৃতি। তাঁহারা কখনই ভারতবাসীর তেমন ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন না। এবং সেই জন্য তাঁহারা ভারতবাসী জনগণের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য ভাবই অধিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন ভারতবাসীদিগের মধ্যে গতানুগতিকতাই প্রবল, উহাদিগের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাতন্ত্রিকতা অল্প। যখন ইংরাজ এই কথা বলিলেন

তখন ইংরাজি শিক্ষিত এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরাও যে ঐ অভিমতি ধ্রুব জ্ঞানে গ্রহণ করিবেন তাহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু তত্বজ্ঞ সকলেই জানেন যে, হিন্দুসমাজে বিভিন্ন সময়ে শাস্ত্রবাক্যের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সময়োপযোগী সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন বৈদিক রীতি নীতির এবং পৌরাণিক রীতি নীতির পর্য্যালোচনা করিলে এবং এখনকার সামাজিক নিয়ম সকল ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, হিন্দুসমাজে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন নিতান্ত অল্প হয় নাই এবং উহাঁদের মধ্যে কতকটা স্বাধীন পথাবলম্বনক্ষম চিন্তাশীল ব্যবস্থাপকদিগের অপ্রতুল ছিল না। ঋষিদিগের সন্তানেরা তাঁহাদেরই পদানুসরণ করিয়া অধিকারীভেদে বিধির ভেদ হয় এই তথ্য সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া মদ্যাদি ব্যবহারের সঙ্কোচন, বর্ণসঙ্কর এবং শূদ্রদিগের অবস্থার উন্নতিসাধন, অতি অল্পে অল্পে কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণেই করিয়া আসিতেছেন। মিতাক্ষরার সম্মিলিত স্বত্বাধিকার ব্যবস্থা হইতেই যিনি বঙ্গদেশের অধিকতর উপযোগী দায়ভাগের ব্যবস্থা বাহির করিয়া লইলেন তিনি ইয়ুরোপীয়ের চক্ষেও কি স্বাধীন চিন্তাশীল নহেন? শ্রুতিবাক্যের উপরেই যড়্ দর্শন স্থাপিত বটে, কিন্তু ও গুলির প্রত্যেকই কি স্বাধীন চিন্তাশীল ঋষিদিগের প্রণীত নয়? ভাষ্যকার এবং টীকাকারেরা যে প্রধান প্রধান গ্রন্থের স্ব স্ব মতবাদানুসারী ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও ত স্বাধীন চিন্তার ফল।

আমাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ছিল এবং এখনও আছে, একথা ইংরাজী শিক্ষিতদিগের কর্ণে বড়ই বিসদৃশ বোধ হইবে, এই জন্য "স্বাধীন" এবং "স্বাধীন চিন্তা" এই দুইটী কথার অর্থ একটু সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। আমরা যখন বলি ইংরাজেরা "স্বাধীনজাতি" তখন এই কথাই বলিতে চাহি যে, উহারা ভিন্নজাতীয় অধিনায়কদিগের অধীন নহেন, স্বজাতীয় রাজপুরুষদিগের অধীনে এবং স্বজাতীয় ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত।—ইহাই স্বাধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার ইচ্ছানুসারে চলিলে, কোন প্রকার নিয়মের ও ব্যবস্থার অধীন না হইলে, তাহাকে স্বাধীনতা বলে না—তাহার নাম "উচ্ছৃঙ্খলতা"। উচ্ছৃঙ্খল মানুষ বা সমাজ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ইংরাজ যখন বাইবেল মানেন, স্বদেশীয় রীতিনীতি মানিয়া চলেন তখনও তিনি স্বাধীনচিন্তাশীল হইতে পারেন। আমরা আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কুলাচার মানিয়া ও তদ্রূপ স্বাধীন চিন্তাশীল থাকিতে পারি। তাহাতে পরাধীনতা ঘটে না। তবে শাস্ত্রে

আছে, "যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"। শাস্ত্রের আদেশগুলি আমাদের যুক্তির মুখে বুঝিয়া লইতে শুধু স্বাধীনতা দেওয়া আছে এমন নয়, বিশেষ আদেশ করাই আছে। প্রতিকূল যুক্তিগুলি শুন, অনুকূল যুক্তিগুলি ভাবিয়া দেখ, ভক্তি থাকিলে উপযুক্ত গুরু পাইবে এবং অনুকূল যুক্তি-গুলিই ধরিতে পারিবে, সংশয় ঢুকিতে পারিবে না এবং অন্ধ গোঁড়ামিও করিতে হইবে না। চেষ্টা করিলেই এরূপ "প্রকৃত স্বাধীন চিন্তার" বলে তথ্য জানিতে পারিবে এবং বুঝিবে যে, যাঁহারা আপনার শাস্ত্র মানে তাঁহারাই স্বাধীন। তাঁহাদের মন পরাধীন হয় নাই। এই "স্বাধীনতা" আছে বলিয়াই আমাদের দেশের ব্যবস্থাপকেরা কখন প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসন ত্যাগ করেন নাই। "প্রাচীন শাস্ত্রাচার এখন আর খাটে না, এখন অপরের আচার গ্রহণ করিতে হইবে"—এমন কথা আমাদের একান্ত আত্মগৌরবসম্পন্ন মহাত্মা-দিগের মনে কখনও উদয় হইতে পারে নাই।

"এখনকার অবস্থায় এরূপ করা ভাল বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু আরও বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক যে সেইরূপই ভাল কি না"?—"অনেক ভাল লোকেরই ভাল বোধ হইতেছে? তবে ভাল হওয়া অসম্ভব নয়"।—"কিন্তু প্রাচীন সর্ব্বদিগ্‌দর্শী শাস্ত্রকারেরা তাহা হইলে সে উপদেশ দেন নাই কেন? আমাদেরই ত ভুল হইবার কথা"। "তাই ত! এই শ্লোকটীর প্রকৃত অর্থ কি এইরূপ নয়? ঋষিরা এ বিষয়ে কতকটা মত দিয়াছেন বলিয়াই ত দেখাই-তেছে! আচ্ছা যতটুকু মত দিয়াছেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে তাহা যখন পবিত্রতা রক্ষার—নিবৃত্তিমার্গের—অনুকূল, তখন ততটুকু মাত্র আচার ও ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন করা যাউক"।—আমাদের দেশের স্বাধীন চিন্তা এইরূপ। এবং এই জন্যই সকল সময়ে আমাদের শাস্ত্র বচনের অনুসন্ধান। ফলতঃ, ভক্তিমান, আত্মগৌরবসম্পন্ন, ধীরস্বভাব ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতার উপায় নাই। সংযত ব্যক্তিকে সকল কাজ সাবধানে করিতে হয়। তাঁহাকে যদি স্বাধীনতাহীন বলিতে পার তবে হিন্দুও তোমার কাছে স্বাধীন চিন্তাবিহীন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন আমাদের সংস্কারকেরা তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ মত প্রচার করিতে দেখিয়া নিজেদের ন্যায় "স্বাধীন চিন্তাশীল" বলিয়া স্থির করেন এবং আনন্দে অধীর হন। তিনি যে আচার ব্যবহারে নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন, সেটা তাঁহাদের বড় বিসদৃশ ঠেকিত। শেষে তিনি যখন সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে মত দিলেন

তখন আর "কৃতবিদ্যেরা" তাঁহাতে স্বাধীন চিন্তার আভাষ দেখিতে পাইলেন না। বিধবা বিবাহ প্রবৃত্তিমার্গের অনুকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন তাহার বিপরীত বলিয়া ঐ চেষ্টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে চাঁদে কলঙ্ক বলিয়াই আমি মনে করি, কিন্তু যে জন্যই তাঁহার ঐ বিষয়ে ঐদিকে প্রবৃত্তি হউক তাঁহার জীবনে অনেকটা বরাবর একই ভাবের নিয়মানুগামিতা দেখিতে পাই। তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময়ে অন্তঃকরণের পরাধীনতা প্রকাশ করিয়া বৈদেশিক মত প্রচার চেষ্টা করিতেছিলেন না। ইংরাজী শিক্ষিতেরা তাহা মনে করিয়াই সুখী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃত পক্ষে পরাশর স্মৃতির অধীনে আসিয়া কতকটা স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আন্দোলনের সময়েও সেই স্বজাতীয় নায়কেরই অধীন ছিলেন, সুতরাং সহবাস সম্মতি সম্বন্ধে স্মৃতির মতবাদ ত্যাগ করিয়া ইংরাজী মতের পোষক অন্য কোন কিছু খুঁজিতে যান নাই, এবং ইংরাজের গত গুলি "নিজের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত" বলিয়া খ্যাপন করিতে যান নাই। তবে তিনি যে সামাজিক সংস্কার বিষয়ে রাজব্যবস্থার অনুকূল ছিলেন, সেটি দেশকাল পাত্র বিবেচনায় তাঁহার বুঝিবার ভুল।

যে মনুষ্য যেরূপ কুলে জন্মিয়াছে, যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিন্তাশক্তি সেইরূপ। যিনি সংস্কৃত শিক্ষা পাইয়াছেন, ধর্ম্মশীল কুলে জন্মিয়াছেন, নৈসর্গিক ভক্তিপ্রবণতা আছে, তীর্থভ্রমণে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; সাধু সঙ্গে পবিত্র হইয়াছেন, তিনি শাস্ত্রাচারের পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি সেই জন্যই ইংরাজীওয়ালার চক্ষে স্বাধীন চিন্তাহীন। উহাঁরা বলিবেন—"সকল কথায় শাস্ত্রের উল্লেখ কেন? যুক্তি কি বলেন দেখুন"। বলি, তোমার ঐ "যুক্তিটা" আর কখন কেহ ব্যবহার করিয়াছে কি? যদি কখন কেহ করিয়া থাকে তবে তুমি তাহার অধীন! তাহার সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া "তুমি" স্বাধীন কিসে হইলে? যিনি সংস্কৃত শিখেন নাই, বৈদেশিক সংসর্গে অধিক আসিয়াছেন, ইংরাজি ভাক্ত বিজ্ঞানের দুটা গত শুনিয়া শিখিয়া লইয়াছেন, এবং নৈসর্গিক উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী, তিনি নিজের বা নিজের অনুরূপ অবস্থাপন্ন লোকের চক্ষে "স্বাধীন চিন্তাশীল" হইলেও স্বজাতীয় সাধারণের নিকটে এবং প্রকৃত বুদ্ধিমান সকল জাতীয় লোকের নিকটেই স্বাধীন চিন্তাবিহীন। তিনি অসম্পূর্ণ ইউরোপীয় ভাক্ত বিজ্ঞানের দুটা গতের এতই অধীন যে, ঐ গত কয়েকটী অপেক্ষা উচ্চতর কিছু থাকিতে পারে, এইটুকু অনুমান করি-

বারও ক্ষমতা তাঁহার নাই! তাঁহার চিন্তার পরাধীনতা এতই কঠোর। ফলতঃ সংস্কার ও শিক্ষা ছাড়িয়া চিন্তাই হইতে পারে না। সুতরাং "স্বাধীন চিন্তা" একটা কথার কথা মাত্র।

স্বাধীন চিন্তার প্রকৃত অর্থ স্বজাতীয় শাস্ত্রব্যবস্থার ও আচারের অনুকূল যুক্তির আলোচনার দ্বারা স্বজাতীয় বিধির প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে রাখিয়া আপনাদিগের পথেই অনুশীলন দ্বারা আচার ব্যবহারের পরিমার্জ্জন। উহা করিতে করিতে মহাত্মাদিগের মনে শাস্ত্রীয় আদর্শের উত্তরোত্তর উন্নত চিত্র পরিস্ফুট হইতে থাকে। উহাই স্বাধীন চিন্তার প্রকৃষ্ট ফল।

স্বজাতীয়ের অধীনে থাকিয়া ভিন্ন জাতীয়ের আগমন হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারিলে যেমন স্বাধীনতা রক্ষিত হইল বলা গিয়া থাকে, তেমনি আপনার শাস্ত্রের অধীনে থাকিয়া ভিন্নজাতীয় শাস্ত্রকে যুক্তি-মুখে নিজের পক্ষে অনুপযোগী প্রতিপন্ন করিয়া প্রত্যাখ্যাত করিলেই মানসিক স্বাধীনতা রক্ষা হয়। তবে আত্মরক্ষার অনুকূল বুঝিয়া ভিন্ন জাতীয়ের নিকট কোন কোন অস্ত্র চালনা বা অস্ত্র নির্ম্মাণ শিক্ষা করায় যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হয় না, তেমনি ভিন্ন জাতীয়ের কোন ভাব বা ব্যবস্থা স্বজাতীয় শাস্ত্ররক্ষার অধিকতর অনুকূল বলিয়া বোধ হইলে তাহা একেবারে নিজস্ব করিয়া লইতে পারায় স্বাধীন চিন্তার কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত প্রকৃত স্বাধীনতারই রক্ষা হয়।

মুসলমানের স্বধর্ম্মে দৃঢ়তা, ও সকল শ্রেণীর স্বধর্ম্মীর প্রতি মমতা, ইংরাজের আলস্যহীনতা ও স্বসমাজের হিতার্থ সুদৃঢ় দলবন্ধন ক্ষমতা শিক্ষা করিতে পারিলে আর্য্যশাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করাই হইবে। ওগুলিও আমাদের শাস্ত্রীয় উপদেশেরই অন্তর্ভূত। ইদানীন্তন কালের মুসলমানদিগের বিলাসিতা ও বহু বিবাহ বিষয়ে প্রবণতা এবং ইংরাজের ঐহিকতা ও পরজাতিবিদ্বেষ যদি আমরা স্বাধীন চিন্তাবলে (অর্থাৎ আপনাদের শাস্ত্রকারদিগের বিধি অনুসারে) বাদ দিয়া উহাদের উপরি উক্ত গুণ কয়েকটী মাত্র গ্রহণের চেষ্টা করি তাহা কোন মতেই মানসিক পরাধীনতার লক্ষণ বলিয়া দৃষ্ট হইবে না। তাহা করিতে পারিলে নিবৃত্তিমুখে প্রকৃত শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করাই হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এদেশে স্বাধীন চিন্তার বলে ক্রমশঃ আসুর ও পৈশাচিক বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে। এখন কোমটিষ্টেরা যাহা বলে তাহা আমাদের শাস্ত্রের সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত বলিয়া যদি আমরা সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মধ্যে মৃতপত্নীকের বিবাহ প্রতিষেধ ধীরে ধীরে লোকাচার প্রবর্ত্তন দ্বারা

ক্রমশঃ সামাজিক বিধির অন্তর্ভূত করিতে পারি তাহা হইলে উৎকৃষ্ট স্বাধীন চিন্তারই ফল পাওয়া যায়। বড় ঘরে ছোট ব্যবহার অর্থাৎ ম্লেচ্ছাচার, বিধবা বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি—ঢুকাইবার চেষ্টা "পরাধীন চিন্তারই" লক্ষণ।

লক্ষ্মীছাড়া দশা।

ইংরাজদিগের চাল চলন ওঁদের নিজের দেশে কি রকম, তাহা ত কিছুই দেখিতে পাই না। এখানেও উহাঁদিগের চাল চলনের সমুদয়টা আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা দেখিতে পাই, উহাঁরা খুব জোরে পা ফেলিয়া চলেন, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, কেহ কিছু বলিতে গেলে একেবারে অগ্নিশর্ম্মার আকার ধারণ করেন, অনেকে চাকর বাকর্‌কে পশুবৎ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট পীড়ন করেন, এবং সময়ে সময়ে এক পয়সার জায়গায় এক সিকি, এক মুঠার জায়গায় এক সের, এক হাতের জায়গায় পাঁচ হাত খরচ করিয়া ফেলেন। আমাদের দেশে ইংরেজের মেজাজ যেমন গরম, তেমনই আলী।

ইংরেজ এ দেশে সর্ব্বাপেক্ষায় বড় হইয়াছেন। যে বড়, তাহারই রীতি নীতি অনুকরণীয় হইয়া থাকে। অতএব দেশীয়েরাও ইংরেজের অনুকরণ করেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা এবং তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ করিয়া ইংরেজী মন্ত্রে দীক্ষিত ইংরেজীনবিস "কৃতবিদ্যেরা"।

"কৃতবিদ্য" বাঙ্গালীদিগের চলন, বলন, হাস্য পরিহাস, শব্দোচ্চারণ, মুদ্রা, ব্যবহার সকলেই একটু একটু ইংরেজী গন্ধ পাওয়া যায়। একজন সেকেলে হিন্দু বা মুসলমান তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তুমি দেখিবে তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, ধীরে ধীরে চলিয়া আসিবেন, মুখে হাস্যের একটু মৃদুপ্রভা মাত্র দেখা দিবে, এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া তিনি অল্পে অল্পে কোমল স্বরে তোমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন। কিন্তু যখন ইংরাজীওয়ালা আসিতেছেন, তখন সিঁড়িতে উঠিবার সময় দম্‌দম্‌ করিয়া শব্দ হইবে, জুতা মস্‌ মস্‌ করিয়া ডাকিবে, ঝনাৎ করিয়া কবাটের শব্দ হইবে, দর্শনমাত্রে অট্ট-হাস্যের হো হো রব উঠিবে, ঘড় ঘড় শব্দে চেয়ার সরিবে, অন্তঃপুরবাসিনীরা পর্য্যন্ত জানিতে পারিবেন, বাটীতে একজন মানুষ আসিয়াছেন বটে!

ইংরাজের অনুকরণে আমাদিগের বাহ্য ব্যবহারে এইরূপ হঠকারিতা দোষ

জন্মিয়াছে। ভিতরে অপেক্ষাকৃত অতি গুরুতর দোষ সকল দেখা দিতেছে। এই সেদিন আমি একখানি পত্র দেখিলাম। পত্রখানি এক জন ইংরাজী কৃতবিদ্য তাঁহার বিদেশস্থ পীড়িত পিতাকে লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম এই— "শ্রীচরণেষু—মহাশয় ত সে প্রদেশে গিয়া রহিলেন। বাটীতে যাঁহারা আছেন, সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে অল্প বা অধিক পরিমাণে ভুগিতেছেন। আমার আর কোন সেবা শুশ্রূষাই হয় না"। ইহার বহুকাল পূর্ব্বে ঠিক ঐরূপ ঘটনা হওয়াতে আর এক জন তাঁহার বিদেশগত পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারও মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "শ্রীচরণেষু—খুড়ি ঠাকুরাণী এবং পিশি ঠাকুরাণী উভয়েই পীড়িতা হইয়া আছেন। আমারও শরীর যেরূপ তাহাতে উহাঁদিগের প্রকৃতরূপে সেবা হয় না—অতএব বিরাজকে তাহার শ্বশুরালয় হইতে একবার এবাটীতে আনয়ন করিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে। কিন্তু তাহারও ছেলেরা পাছে এখানে আসিলে পীড়িত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে একটু ইতস্ততঃ করিতেছি। মহাশয়ের যেরূপ অনুমতি হইবে, সেইরূপ করিব। ইতি"

এই দুইখানি পত্রের দুইজন লোকই ইংরেজীনবিস—প্রথম খানির লেখক একেলে, দ্বিতীয় খানির লেখক সেকেলে। ঐ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! একেলে নিজের সেবার ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়াই ব্যতিব্যস্ত,—সেকেলে গুরুজনের সেবা করিতে অসমর্থ বলিয়া উদ্বিগ্ন। কিন্তু একটী কথা বলিয়া রাখি—অনেক একেলের মধ্যে সেকেলে আছেন, এবং অনেক সেকেলের ভিতরেও একেলে ছিলেন। কোন সম্প্রদায় বা দল বিশেষের প্রতি দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়—ইংরাজীর বৃদ্ধি এবং ইংরেজের অনুকরণে অহং ভাবের আতিশয্য হইতেছে, ইহাই বলা মাত্র উদ্দেশ্য।

এ দেশে ইংরাজেরা খুব মোটা মাহিয়ানা পান, খুব বড় বড় বাড়িতে থাকেন, জমকাল গাড়ী ঘোড়া চড়েন এবং দলে দলে চাকর নফর রাখিয়া থাকেন। "কৃতবিদ্যেরা" আপনাদিগের কি অবস্থা এবং ইংরেজদিগের কি অবস্থা, তাহা না বুঝিয়া ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া সময়ে সময়ে বড়ই বিভ্রাট করিয়া ফেলেন। থাকেন ছোট বাড়িতে—ঘরে ঢুকেন লাফ দিয়া—মাথায় দ্বারের চৌকাঠ ঠেকে। চাকর একটীর বেশী নাই—সেই জল তুলিবে, বাজার করিবে, গোরুর জাব কাটিবে, কিন্তু বাটীর "কৃতবিদ্য" বাবুর সেই খানসামা —"বেহারা"। বাবু নিজে কোন কাজ স্বহস্তে করিবেন না— স্বহস্তে কাজ করা দূরে থাকুক, জুতা, কাপড় লাঠি, ঘড়ি, কেতাব পত্র সব

ছড়াইয়া ফেলিবেন; কিছুই যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিবেন না। ফল এই হয় যে, দ্রব্য সামগ্রী তছরূপ হয়, চুরি যায় এবং প্রয়োজনের সময়ে হাতে আইসে না। যে "কৃতবিদ্য' মদ ধরেন নাই, তাঁহারও সাধারণ অনুকরণ দোষে এই দশা। ইংরাজদিগের দেখাদেখি মদ ধরিলে ত আর কথাই নাই, লক্ষ্মীছাড়া দশা পূর্ণমাত্রায় ঘটে।

"* * ঐ যে সাহেবের জিনিসপত্রগুলি নীলামে কেনা গেল, ওগুলি কেমন পরিষ্কার রহিয়াছে, ঠিক যেন নূতন।" * *—ইংরেজেরা জিনিস পত্র নষ্ট করেন না, উহাঁরা বড় সাবধানে দ্রব্যাদির ব্যবহার করেন—ভাঙ্গা চোরা ময়লা করা উহাঁরা বড়ই দোষ মনে করেন। উহাঁরা বাবুয়ানা করিতে জানেন, অথচ বাবুয়ানা করিয়া লক্ষ্মীছাড়া হন না।"

ইংরাজ অনেক কাজ স্বহস্তে করিয়া থাকেন—সকল কাজই স্বহস্তে করিতে পারেন। জিনিস পত্র ঝাড়া পোঁচা সযত্নে করাইয়া থাকেন। প্রত্যহ ঘোড়ার গায়ে হাত দিয়া দেখেন, "মলাই ডলাই" ভাল হইয়াছে কি না। রুমাল দিয়া জিনের কোন অংশ ঘসিলে যদি ময়লা বাহির হয়, তাহা হইলে সহিসকে ফৈজত করেন—ঘোড়দৌড় মাত্র করিয়া ঘোড়ার সম্বন্ধে উদাসীন হয়েন না। উহাকে উপযুক্তরূপ টহলান হয় কিনা দেখেন—উহার দানা খাওয়ান দেখেন—প্রত্যহ স্বহস্তে কিছু না কিছু খাওয়ান। কোট ভাল করিয়া রৌদ্রে দিয়া বুরুষ করা হইয়াছে কি না দেখিয়া লয়েন।—"এইরূপে বুরুষ করিতে হয়"—দেখাইয়া বলিয়া দিতে পারেন।

ইংরাজের বাবুয়ানায় "আলস্য" নাই। ঘরদ্বার বল, ফুলবাগান বল, বাড়ীর ভিতরের রাস্তা বল, সকল দিকেই সযত্ন দৃষ্টি থাকে। এ দেশে অগাধ টাকা পাইয়া ইংরাজ নবাবী চাল দেখান এবং স্বজন প্রতিপালন করেন না বলিয়া নিজের উপর অধিক খরচ করিতে পারেন—কিন্তু ভিতরের খবর জানিলে উহাঁরা কিরূপ সাবধানে ও সুবিধায় জিনিস পত্র ক্রয়াদি করেন তাহা বুঝা যায়, এবং যত খরচ দেখায় তত যে নয় তাহার উপলব্ধি হয়। ফলতঃ অধিকাংশ ইংরাজই বেশ সঞ্চয়ী। উহাঁরা দেশে গেলে অতি সামান্য ভাবেই দিনপাত করিতে পারেন। উহাঁদের লক্ষ্মীছাড়া দশা নহে।

তবে উহাঁরা সকলেই স্ত্রী পুত্রের জন্য তেমন চিন্তা করেন না, কাজ কর্ম্মের অনেক সুবিধা বলিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ জন্যও তেমন ভাবেন না, হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ যাইতে বা ইনসলভেণ্ট হইতে লজ্জা বোধ করেন না,

মদ্যাদি পান করেন—এজন্য অল্প আয়ের ও নিম্নশ্রেণীর ইয়ুরেশীয়ের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবেই লক্ষ্মীছাড়া দশা আছে। আমাদের কৃতবিদ্যেরা উহাদেরই অনুকরণ করিতে যাইতেছেন। "মধ্য শ্রেণীর ইংরাজের ইংলণ্ডীয় ব্যবহারের" অনুকরণ করিতে গেলে যে একেবারে আলস্য বর্জ্জন করিতে হয়।

রাজভক্তি।

স্বহস্তঘটিত মূর্ত্তির প্রতি দেববুদ্ধি হইতে পারে। আমরা যাহাকে আপনাদিগের মনঃকল্পিত গুণ এবং শক্তি সমূহের আধার বলিয়া জ্ঞান করি, তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি, ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করা আমাদিগের পক্ষে কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রত্যুত বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, আমরা সর্ব্বস্থলেই আদৌ নিজ মানসম্ভূত গুণাবলী দ্বারা পদার্থ বিশেষকে বিভূষিত করিয়া লইয়া এবং তদনন্তর সেই অলঙ্কৃত পদার্থের প্রতি স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি, প্রভৃতি ভাবের আবির্ভাব করতঃ তত্তৎ রসে একান্ত নিমগ্ন হইয়া থাকি।

রাজভক্তি এইরূপ ভাব। সকলেই জানি যে রাজাও অন্যান্য সামান্য ব্যক্তির ন্যায় রোগশোকাদির বশীভূত, তিনি ভয়লোভাদিকে অতিক্রম করেন নাই, ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার ধন, গৌরব, শক্তি, মর্য্যাদা কিছুই নাই—রাজার যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার প্রজাবর্গের দ্বারা প্রদত্ত—তিনি প্রজাব্যূহের প্রতিভূ বই আর কিছুই নহেন। কিন্তু এ সমস্ত জানিয়াও আমরা রাজাকে সমস্ত শক্তির এবং গৌরবের আধার জ্ঞান করি। তিনি নরদেব—মনুষ্যের মধ্যে দেবতা—তিনি পূজ্যপাদ, তিনি নিষ্পাপ, তাঁহার দর্শনে পুণ্য, তাঁহার স্পর্শে রোগক্ষয় হয়। অন্য কথায় কাজ কি?—'সর্ব্বানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ"—রাজ-শরীরে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবেরাদি যাবতীয় লোকপাল সমস্ত বিদ্যমান—তিনি ভূস্বামিরূপে পিতৃতর্পণের অংশাধিকারী।

ফলতঃ, রাজভক্তি যে আমাদিগের কল্পনামূলক ভাব তাহার কোনও সংশয় নাই। সুতরাং ব্যক্তিভেদে, জাতিভেদে এবং সমাজের অবস্থাভেদে যেমন কল্পনাশক্তির তারতম্য হয় সেইরূপ রাজভক্তিরও যে ইতর বিশেষ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। কল্পনাশক্তির প্রাবল্য থাকিলে উহা মনঃকল্পিত পদার্থের বাস্তবিক প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবেই বিস্মৃত করিয়া দেয় এবং ঐ শক্তি দুর্ব্বল হইলে প্রকৃত বিষয় কখনই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া যায় না।

প্রাচ্যদেশবাসী অপেক্ষা প্রতীচ্যদেশবাসীদিগের কল্পনাশক্তি প্রবলতর। সুতরাং ইউরোপখণ্ড:অপেক্ষা আসিয়াখণ্ডে রাজভক্তির আধিক্য। ইংরেজদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা স্বভাবতঃ সমধিক রাজভক্ত। ইউরোপীয়দিগের যে রাজভক্তি তাহার সহিত রাজার সমাজপ্রতিভূত্ব এবং লোভদ্বেষসঙ্কুল মানুষভাব সর্ব্বদা সুস্পষ্টরূপে মিশ্রিত থাকে এবং রাজার প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের সর্ব্বদা সচকিত ভাবে দৃষ্টি প্রযুক্ত থাকে। ভারতবাসীরা রাজার প্রতি সমস্ত গুণের আরোপ করিয়া, বিশ্বস্ত অন্তঃকরণে মন ভরিয়াই তাঁহাকে ভক্তি করেন। এই জন্য এদেশে সর্ব্বদা অতি সযত্নেই প্রজার হিতার্থে রাজশক্তির পরিচালনা করা আবশ্যক। যাহারা রাজাকে সর্ব্বগুণাধার মনে করেন তাহাদের সুখস্বপ্ন সুধুসুধু ভাঙ্গিয়া দিতে নাই। তাহাদের কোনও ভার বৃদ্ধি করিতে নাই। "একার্য্যটা অন্যায়, তথাপি সম্প্রদায় বিশেষের বা রাজনীতির অনুরোধে করিতেছি" একথা কখন বলিতে নাই। অনেক ইংরাজ রাজনৈতিক মনে করেন "আধুনিক দেশীয় সামন্ত রাজাদের মধ্যে অনেকে যখন সুধু নিজের সুখের এবং আড়ম্বরের দিকেই দৃষ্টি করেন, তখন এদেশের রাজধর্ম্মের আদর্শই ঐরূপ। হিন্দু মুসলমানের আমলে রাজা সমস্ত রাজস্ব নিজের ব্যয়ার্থে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, ঐ টাকা হইতে প্রজার জন্য কিছুই করিতে হইত না।"—কিন্তু রাজকোষ যে ন্যস্তধন, ইহা এই পুণ্য ভূমিতে নূতন কথা নহে। রামরাজ্যই ভারতবর্ষে রাজধর্ম্মের আদর্শ। বল বিক্রম এবং প্রজারঞ্জন উভয়েই অতুল্য! মুসলমান সম্রাট নাজীর উদ্দিন স্বহস্তে কোরান লিখিয়া তাহার আয় হইতে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করিতেন। সাম্রাজ্যের রাজস্বের এক কপর্দ্দকও নিজের শরীরের জন্য ব্যয় করিতে আপনাকে অধিকারী মনে করিতেন না। এ কার্য্য মুসলমানদিগের প্রকৃষ্ট অভ্যুদয়কালেই হইয়াছিল বটে, কিন্তু কখন কোনও ইউরোপীয় রাজা স্বপ্নেও একথা ভাবিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহারা সকলেই মোটা পেনসন পান এবং কখন প্রজারা দূর করিয়া দিলে কি খাইবেন তাহার জন্য সকলেই আমেরিকা ও সুইজারলণ্ডে সম্পত্তি কিনিয়া ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ানের ন্যায় দুটাকা গুছাইয়া রাখিতেছেন।

এদিকে হিন্দুশাস্ত্রের মহিমা এরূপ যে, দেশীয় রাজাদের জাঁকজমক প্রভৃতি—তুলা পুরুষ দান, দীর্ঘিকা খনন, সহরের জল আনয়ন প্রভৃতি—এবং সাধারণের ব্যবহার্য্য দেবালয়াদির নির্ম্মাণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যেই মুখ্যতঃ ধনের প্রয়োগ করিয়া দেয় এবং দেশীয় শিল্পজাতেরও উৎকর্ষ উৎপাদন

করে। ঢাকাই মসলিন, কাশীর কিংখাপ, কাশ্মীরী শাল, গাজিপুরী আতরের সৃষ্টি এদেশীয় রাজা ও নবাবদিগের আড়ম্বরপ্রসূত বটে, কিন্তু তাহার উৎপাদনে বহু শত বর্ষকাল ধরিয়া বহু সহস্র এদেশীয় লোক প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে রাজা ও জমিদারেরা যে কিরূপ সামান্য বাটীতে থাকিতেন এবং কত বড় বড় যে দীর্ঘিকা খনন করাইতেন তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এই জন্যই ইউরোপীয়ের চক্ষে একান্ত অকর্ম্মণ্য সামান্য রাজাও কার্য্যতঃ অনেকটা প্রজাহিতকারী এবং প্রকৃত পক্ষে প্রজার ভালবাসার পাত্র। উহাঁদের "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে খাওয়ান" ইউরোপীয়েরা একটা নিন্দার কথা স্বরূপ উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা যে অনেকটা শিক্ষাবিভাগের বৃত্তির রূপান্তর মাত্র তাহা বুঝেন না।

আজকাল দেশীয় রাজারা দীর্ঘিকা খনন, তুলাদান, দেশীয় শিল্পজাতের ব্যবহার, সকলই কম করিয়া বিলাতী শিল্প, বিলাতী খানা দেওয়া এবং বিলাতী কর্ম্মচারীতেই অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং সেই জন্য তাঁহারা পাশ্চাত্য ধরণে "সিভিল লিষ্ট, বজেট এবং ডিপার্টমেণ্ট" প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় প্রজারঞ্জনে সমর্থ হইতেছেন না। প্রজারা রাজাকে যে পরিমাণ টাকা দিয়া দেশীয় কর্ম্মচারীর বেতনে, শিল্পের মূল্যে ও দানে তাহার যে পরিমাণ ফিরিয়া পাইত, এখন তদপেক্ষা অধিক টাকা দিতে হইতেছে—অথচ ফিরিয়া অনেক কম পাইতেছে। কতক ইংরাজীশিক্ষা প্রবেশ করায় দেশীয় রাজ্যেও প্রধান প্রকৃতিবর্গ ঐ সকলের খোঁজ লইতে আরম্ভ করিতেছে।

রাজার কার্য্যের প্রতি এখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে অভ্যাস হওয়ায় এখনকার ইংরাজী শিক্ষিতেরা আর "দেশীয় বেবন্দোবস্তী নিয়ম খারাপ ছিল এখনকার বন্দোবস্তে সবই ভাল হইয়াছে" এই কথা শুনিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন না—তাঁহারা আর মোটা কথায় ভোলেন না। ঠিক ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞদিগের সুরে জিজ্ঞাসা করেন—"মোটের উপর দেশীয় প্রজারা এসব বন্দোবস্তে রাজস্বের টাকা বেশী ফেরৎ পাইয়াছে কি না?" তাহা না পাইলেই ত ইউরোপীয় মতে রাজকার্য্যের বন্দোবস্তে মৌলিক দোষ পড়িল।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয়দিগের রাজভক্তির এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন তাঁহাদের মানসিক স্বাস্থ্যোন্নতির অনুকূল নহে। এই জন্যই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় "ভোট" দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রভৃতির হাঙ্গামা তেমন উপকারী বলিয়া বোধ হয় না। প্রদেশে রাজা ধর্ম্মপ্রণোদিত হইয়া ধার্ম্মিক

মন্ত্রীদিগের সহায়তায় যাহা যাহা করেন, তাহা তখনই হউক, অথবা দুই দিন পরেই হউক সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে ন্যায্য এবং প্রজাহিতকারীরূপে প্রতীয়মান হইলে ইংরাজীশিক্ষিত প্রজার মধ্যেও রাজার প্রতি একটা দেববৎ ভক্তি জন্মিবার কথা। "আমরা কি বুঝি—এত দূরদর্শন—এত সহানুভূতি মানবে কি সম্ভবে ?" এদেশীয় প্রজার মনে রাজার সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের উদ্রেকই প্রার্থনীয়। নচেৎ প্রজার ধর্ম্মহানি হয়। ইংরাজীশিক্ষিত হইলেও তাঁহারা ত এদেশজাত বটেন সুতরাং রাজাকে সর্ব্বগুণময় মনে করিতে অন্তঃকরণের অন্তঃস্থলে তাঁহাদেরও অপ্রবৃত্তি নাই। এসকল গেল ইংরাজীশিক্ষিতদিগের কথা। এদেশীয় সাধারণ প্রজা সকল অবস্থাতেই রাজভক্ত আছে এবং নিজের গুণেই চিরকাল তাহা থাকিবে।

জীবনরক্ষা বা দৈনন্দিন পুস্তক।

সেদিন আমাদিগের বহুপূর্ব্ব পরিচিত কোন আত্মীয়ের পৌত্রপর্য্যায়ী একটী ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। ইঁহার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট আমার পিতৃঠাকুর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কখন কখন আমাদিগের বাটীতে আসিতেন এবং আমার বয়স যখন আট দশ বৎসর তখন আমাকে লইয়া একটু আদর করিতেন এবং আমার অধ্যয়নাদি কিরূপ হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। পিতৃঠাকুরের ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমার বেশ স্মরণ আছে, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃপৌত্র এই আগন্তুককে আমি কখনই পূর্ব্বে দেখি নাই। ইনি আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। পরিচয় পাইবামাত্র পিতৃ ঠাকুরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্মরণ হইল, তাঁহার সম্বন্ধে পিতৃঠাকুর যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহাও স্মরণ হইল এবং পিতৃ ঠাকুরের পাঠ্যাবস্থার যে সকল বিবরণ বালককালে শুনিয়াছিলাম তাহাও স্মরণ হইল। আমি আগন্তুকের সহিত সেই সকল পূর্ব্ব কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম। ৫২।৫৩ বৎসর পূর্ব্বে যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা যেন গত কল্য বা পরশ্ব হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। কাল যেন কিছুই চাপা দেয় নাই—সকলই সজীব এবং জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। জীবনের পথে গমন করিতে করিতে যখনই পাছু দিকে চাহিয়া দেখি, প্রায়ই অতীতভাগ অধিক-দূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না—কিছু দূর মাত্র দেখা যায়। সেইজন্যই আপনাদের জীবিত কালটী অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি কোনও কারণে

অতীত কালভাগ অধিক দূর পর্য্যন্ত স্মৃতির চক্ষে খুলে, তবে আর আয়ুষ্কালকে তত অল্প বলিয়া বোধ হয় না এবং জীবনসুখভোগটী অতি গাঢ়তররূপেই হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে।

বস্তুতঃ কালের পরিমাপক, ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই। যে কালের মধ্যে ক্রিয়ার আধিক্য তাহাই দীর্ঘকাল। যে কালের মধ্যে ক্রিয়ার অল্পতা তাহাই অল্পকাল। নিদ্রাতে স্বপ্ন দর্শন অধিক হইলে নিদ্রার কালটী দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়—নিদ্রা গাঢ় এবং স্বপ্নশূন্য হইলে কালের অনুভব মাত্র থাকে না। এই জন্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে কাল ক্রিয়ার আধার মাত্র নহে, ক্রিয়াই কাল।

এই ভাবিয়া আমি আত্মীয় স্বজনকে একখানি দৈনন্দিন পুস্তক রাখিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিয়া থাকি। যিনি যিনি সেই পরামর্শানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদের আয়ুষ্কালও তাঁহাদের দীর্ঘকাল বলিয়া বোধ হইয়াছে—তাঁহাদের কাহার মুখ হইতে কখন পরমায়ুর অল্পতা নিবন্ধন কোন দুঃখের কথা শুনিতে পাই নাই।

বাঙ্গালীর উদ্যম হীনতা।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ"। এ দেশের লোকেরা সেই বাণিজ্য অথবা কৃষিকার্য্য কিছুই উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করেন না বলিয়াই ইঁহারা নির্ধন হইয়া আছেন। যদি মনে করা যায়, কেনই ইঁহাদিগের ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা হয় না, তাহার আর কোন উত্তরই ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যায় না, কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইঁহারা ক্ষীণপ্রকৃতি ও ভীরুস্বভাব এবং অত্যন্ত আলস্যপরায়ণ, অতএব ইঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা দুর্ব্বল, ইঁহারা কোন নূতন কর্ম্মে হাত দিতে পারেন না এবং পরিশ্রমকেই তদ্দারা প্রতিবিধেয় সকল দুঃখের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

মহাভারতে একটী শ্লোক আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে সমুদয় পৃথিবীতে যাবৎ রত্ন আছে, সমুদয় প্রাপ্য হইলেও দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিদিগের মন পরিতৃপ্ত হয় না।

পৃথিবী রত্নসম্পূর্ণা হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎসর্ব্বং তস্মাত্তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ।

আমি যখন ঐ শ্লোকটি শুনিলাম তখনই মনে মনে এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে, এমন লোক কি কখন এই বাঙ্গালার মাটীতে জন্মিয়াছিল যে, পৃথিবীর

সমুদয় রত্ন পাইলেও সে তুষ্ট হইত না। সম্প্রতি ত তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না! সচরাচর মনুষ্যেরা বিদ্যা সম্ভ্রম শক্তি এবং ধন এই চারিটি পাইবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এক্ষণে "এণ্ট্রেন্স" পর্য্যন্ত বিদ্যা করিয়া তুলিতে পারিলেই অধিকাংশ সন্তুষ্ট হয়েন। যিনি এল-এ পর্য্যন্ত উঠিলেন, তিনি ত মহামহোপাধ্যায় হইলেন। যিনি বি-এ তিনি অতীতাধ্যাপক, আর যিনি এম-এ তাঁহার কথাই নাই—তাঁহার বিদ্যা উপচিয়া পড়িতে থাকিল—শরীর মধ্যে আর উহার স্থান হয় না—তাঁহার চলিতে বা কথা কহিতে গেলেই বিদ্যাবত্তার চিহ্ন সমস্ত যেখানে সেখানে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু ইউরোপে ত এরূপ হয় না। সেখানকার বি-এ বা এম-এ রাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়লোক নহেন, যাঁহারা কোন তথ্য উদ্ভূত বা আবিষ্কৃত করিতে না পারেন তাঁহারা আপনাদিগকে সামান্য লোকের মধ্যেই জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমাদের এখানেত কেহই কোন নূতন ব্যাপার বাহির করিবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সচেষ্ট হইলেন না। বিদ্যালয়ের নিয়োজিত কয়েকখানি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইলেন। আমাদিগের বোধ হয় যদি দুই একজন বাঙ্গালী কিছু নূতন কাজ করিয়া তুলিতে পারিতেন তাহা হইলেই বাঙ্গালা দেশের নাম উজ্জ্বল হইয়া উঠিত এবং বাঙ্গালী জাতিটীর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়া এদেশের শাসন প্রণালীও এক্ষণকার অপেক্ষাও অনেকাংশে ঔৎকর্ষ লাভ করিত।

বিদ্যা বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ত এইরূপ। সম্ভ্রমের আকাঙ্ক্ষা ইহা অপেক্ষা বড় অধিক প্রবল বলিয়া বোধ হয় না।

শান্তি ও সুখ।

শান্তি ও সুখ দুইটী শব্দ লোকের মুখে শুনিতে যত পরস্পর নিকটবর্ত্তীভাবব্যঞ্জক প্রকৃত পক্ষে উহারা তেমন নিকটসম্বন্ধবিশিষ্ট নয়। নিকট কি? প্রত্যুত ঐ দুইটীর মধ্যে অনেকটা বৈপরীত্য সম্বন্ধই দেখা যায়। শান্তি ধৈর্য্যগুণকে অবলম্বন করে, স্থৈর্য্যকে সমানয়ন করে, আত্মপরে সম্মিলন করে; বিষয়ানুরাগ হ্রাস করে, নম্রতা, দয়া, ক্ষমা, তুষ্টি প্রভৃতি কোমল মনোভাবের পোষণ করে। সুখ কার্য্যপরতাকে অবলম্বন করায় দুরাকাঙ্ক্ষার সমানয়ন করে, আত্মপরভেদ বৃদ্ধি করিয়া দেয়, বিষয়ানুরাগ জ্বালাইয়া তুলে, ধৃষ্টতা কাঠিন্য লালসা এবং অসন্তোষ প্রভৃতি মনোভাবকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে।

শান্তি এবং সুখে অনেক প্রভেদ। শান্তি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে, সুখ বিষমতা আনিয়া দেয়।

ঐ যে কথাগুলি বলা হইল তাহার উপর একটী বিচার চালান যায়। বস্তুতঃ আজি কালি ইংরেজদিগের হিতবাদ এবং জর্ম্মণদিগের অনুশীলনবাদ শিখিয়া ইংরাজীশিক্ষিত নব্যদল বুঝিয়াছেন যে, সুখই জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং শান্তিতে এবং সুখেতে আমি যে প্রভেদ আছে বলিলাম তৎসম্বন্ধে তাঁহারা বলিতে পারেন—শান্তিই কিসের জন্য? উহাও ত সুখের জন্য। আমি বলি তাহা নয়—শান্তি শান্তিরই জন্য। যে সমাজে ধর্ম্ম শিক্ষাদি গুণে লোকের মন শান্তির দিকে যায়, সে সমাজে লোকের প্রকৃতি কিরূপ হয়, আর যে দেশে মানুষের মন সুখানুসন্ধানেই রত তথায় মনের ভাব কিরূপ হইয়া থাকে, আমি ইহাই বলিয়াছি। তবে ইহাও বলিয়া রাখি যে, যাঁহারা বলেন মানুষ সুখের জন্যই সকল কাজ করে তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে অনেক প্রকার কষ্ট কল্পনা করিতে হয় সাক্ষাৎ সুখানুসন্ধান সকল কার্য্যের মূল নহে। ঐ যে সেদিন মান্দ্রাজের অগ্নিকাণ্ডে একটী সুশিক্ষাসম্পন্ন যুবাপুরুষ চারিটী লোকের প্রাণ বাঁচাইয়া পঞ্চমটীকে বাঁচাইতে গিয়া স্বয়ং মারা পড়িল সে কি আত্মসুখের জন্যই ওরূপ করিয়াছিল? যদি এমন সকল স্থলে সুখানুসন্ধানের আরোপ করা যায়, তাহাতে প্রকৃত তথ্যের নির্ব্বাচন কিছুই হয় না। সুখ শব্দের লক্ষণ মাত্র পরিবর্ত্তিত করা হয়, অর্থাৎ এই বলা হয় যে, যে জন্য যাহা কিছু করা হউক সে সকল উদ্দেশ্যেরই নাম সুখ।

ইহাকে আত্মাশ্রয় দোষ বলে। বস্তুতঃ মানুষই বল, আর অপর প্রাণীই বল, আর উদ্ভিদই বল, আর যাহা কিছু বল, সকলই শক্তির আধার অথবা শক্তিময় অথবা শক্তিস্বরূপ বলিতে পার। একটী পরমাণু যে আর একটী পরমাণুকে আকর্ষণ করে তাহার কারণ কি? অগ্নি যে স্থানে থাকে তাহার চতুর্দ্দিকে উত্তাপ বিতরণ করে কেন? উদ্ভিদ যে দিকে আলোক পায় ফিরিয়া ঘুরিয়া সেই দিকেই বাড়িয়া যায় কি জন্য? সদ্যোজাত বানরশিশু যে মাতৃগর্ভ হইতে অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া বৃক্ষশাখা ধরিতে পারে তাহার হেতু কি? নরশিশু জাতমাত্র মাতার স্তনে মুখ দেওয়াইলেই তাহা টানে কেন?—পরদুঃখ দেখিলেই ধর্ম্মশীল মনুষ্যের মনে দয়ার উদ্রেক হইয়া সেই দুঃখ নিবারণের চেষ্টা হয় কেন?—এই সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—উহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ অথবা সংস্কারজাত কিম্বা শিক্ষালব্ধ গুণ। যদি তাহারও কারণ জিজ্ঞাস্য হয় তবে

নিরীশ্বরবাদীকে "জানি না" বলিতে হয় এবং সেশ্বরবাদী বলেন "ঈশ্বরের ইচ্ছা—কিন্তু সেই ইচ্ছার কারণ কি জানি না।" মানুষের কাজও স্বভাবসিদ্ধ, সংস্কারসিদ্ধ এবং শিক্ষাসিদ্ধ বস্তু। সুতরাং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই কোনও উদ্দেশ্যই নিশ্চিত থাকে না, কর্ত্তার নিজের মনেও উদ্দেশ্য অনুভূত হয় না। যেগুলির উদ্দেশ্য অনুভূত হয়, সেগুলিও সকলে সুখানুসন্ধানপ্রেরিত হয় না। এই জন্য কর্ম্ম দ্বিবিধ—নিত্য আর কাম্য। নিত্য কর্ম্মে কোনও উদ্দেশ্য নাই করিতে হয় তাই করি। কাম্য কর্ম্মে উদ্দেশ্য এবং অভিলাষাদি থাকে। নিত্য কর্ম্মও যেমন বিধি প্রণোদিত হইয়া করিতে হয় কাম্য কর্ম্মও সেইরূপ বিধি নিষেধ মানিয়া সংযতচিত্তে করিতে হয়। যাহা ইচ্ছা তাহাই যে নিজের সুখোদ্দেশ্যে অসঙ্কুচিতরূপে করিয়া ফেলিতে পারা যায় তাহা নহে। তবে বিধিপ্রণোদিত কার্য্যেই ক্রমশঃ শান্তি লাভ হয়।

সমাজ সংস্কার।

কোন সমাজেরই সংস্কার বিশুদ্ধ অনুকরণের দ্বারা হইতে পারে না। হিন্দু সমাজের কোন নিয়ম তোমার মন্দ বোধ হইয়া থাকে এবং তাহার সংশোধনের ইচ্ছা হইয়া থাকে, একটু মনোযোগ পূর্ব্বক দেখ যে, ঐ নিয়মের সহিত অপর কোন্ কোন্ নিয়মের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, এবং তাহা দেখিলেই কোন্ ভাগে কেমন করিয়া পরিবর্ত্ত করিতে হইবে, আর হইবে কি না তাহা বুঝিতে পারিবে। ৺ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়া গিয়াছেন যে, সংস্কারক গাছে গাছে ফলে না। প্রকৃত সংস্কারক বড়ই অসাধারণ জিনিস। কিন্তু আজি কালি যে দুই পৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়াছে সেই সংস্কারক। হিন্দু সমাজ বড়ই উচ্চ পদার্থ; যে ইহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই ভাগ্যবান পুরুষ। এই সমাজ পৃথিবীর অপর সকল সমাজ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তির অধীন, সুতরাং ইহাতে উপদেষ্টৃ যাজকবর্গের প্রাধান্য। উপদেষ্টার প্রাধান্য সংযম ও বিদ্যাবত্তার উৎকর্ষে; অতএব ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সংযমশীল ও বিদ্যাবান করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, সকল শুভফল ফলিবে এবং হিন্দু সমাজের সম্যক্ বলবত্তা জন্মিবে। শুদ্ধ আর্য্যশাস্ত্রে বিদ্যাবান করিলেও অনেক দূর হইবে, কিন্তু যদি উভয়, সংস্কৃত দর্শনে এবং ইংরাজী বিজ্ঞানে, দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে প্রগাঢ় বিদ্যাসম্পন্ন করিতে পার তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই। হিন্দু সমাজ যে জন্য এতদিন এত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া সজীবাবস্থ আছে, সেই উদ্দেশ্য বিনা বিঘ্নে এবং

অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহা না হইলেই যে পারিবে না এমন নহে। তবে মধ্য পথে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি হইবে, কথন কথন শত্রুপক্ষীয়েরা হাসিবে আর মিত্রপক্ষীয়েরা নিরাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু যদি সত্য অসত্য হইতে বলবান, অস্বার্থপরতা স্বার্থপরতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশুদ্ধ ভাব মার্গ হইতে উৎকৃষ্ট হয় তবে হিন্দু সমাজ অবশ্যই উহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, ভারতবর্ষীয় অপরাপর সকল সমাজগুলিকে আত্মসাৎ করিবে, এবং ইউরোপ খণ্ডাদি পৃথিবীময় প্রকৃত জ্ঞানের এবং ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করিবে। বেকন, ডেকার্ট, কাণ্ট প্রভৃতিরা যে পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রের জ্যোতিঃ তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিবে এবং হিন্দু চীন জাপান প্রভৃতি আসিয়া খণ্ডকে যেমন ধর্ম্ম জ্যোতিঃ দিয়াছে তাহা অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, রমণীয়তর জ্যোতিঃ ইউরোপে বিকীর্ণ করিবে। জর্ম্মণ দার্শনিক সোপেনহার বলিয়াছেন, "যেমন গ্রীসদেশ হইতে ইউরোপ যত বিদ্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, আবার ভারতবর্ষ হইতে তাহার অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল আলোক পাইবে— আমার জীবনের সুখ এবং মৃত্যুর সম্বল যে ভারতবর্ষীয় উপনিষদ গ্রন্থনিচয় তাহা অনধিক কাল মধ্যে ইউরোপীয় এবং অন্যান্য জাতীয় সকল গ্রন্থের উপরিভাগে অতি গৌরবে আসন পরিগ্রহণ করিবেই করিবে।"

সামাজিক ব্যবস্থা।

সমাজে ব্যবস্থার প্রয়োজন দুইটী কারণে হয়। এক কারণ সমাজান্তর্গত জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি নিবন্ধন উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রীর অভাব; দ্বিতীয় কারণ, ভিন্ন সমাজের সহিত সংঘর্ষ। প্রথম কারণ হইতে সমাজান্তর্গত যাবতীয় নিয়মের উৎপত্তি। খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণের সহিত জনসংখ্যার সমীকরণ দুই প্রকারে হইতে পারে—(১) খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ বাড়াইয়া এবং (২) জনসংখ্যা অতিবর্দ্ধিত হইতে না দিয়া। সকল সমাজে ঐ দুইটী অবলম্বিত হইয়া থাকে। তবে সমাজের মূল প্রকৃতি অনুসারে ঐ পথগুলি বিভিন্ন হয়। খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রথম উপায় ভূম্যাদিতে স্বত্বসংস্থাপন। তাহা (১) অনাবাদী ভূমির আবাদ দ্বারা হয়, আর (২) আবাদী ভূমির কৃষির পারিপাট্য বৃদ্ধি করিয়া হয়। দেশের ভূমি হইতেই মনুষ্যের জীবনোপায়, অতএব ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত উহাতে স্বত্ব নিরূপণ হয়। স্বত্ব সংস্থাপিত

হইলেই দ্রব্যের প্রতি স্বত্বাধিকারীর যত্ন হয়। প্রথমে স্বত্বটা গোষ্ঠীপতি বা গৃহস্বামীতে প্রকটীভূত হইয়া থাকে। বন জঙ্গল কাটিয়া যে ব্যক্তি কোন ভূমির আবাদ করিবে, সে ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারী হইবে, যে সমাজে এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, (যথা মনুসংহিতার সময়ে এদেশে হইয়াছিল) তথায় অনাবাদী ভূমির সত্বরেই আবাদ হইয়া যায়। তাদৃশ সমাজে কৃষির পারিপাট্যও জন্মে। তদ্রূপ সমাজে পিতৃধনে সকল পুত্রেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। যে সমাজে ওরূপ নিয়ম না হইয়া সমুদয় বা অধিকাংশ ভূমি রাজার অথবা প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীর বস্তু বলিয়া অবধারিত হয় (যেমন ফিউডাল সিষ্টেমের সময় ইউরোপে হইয়াছিল) তথায় অনাবাদী ভূমির সত্বরে আবাদও হয় না, আর কৃষিকার্য্যের তেমন পারিপাট্যও জন্মে না। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যে সকল দেশে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পর স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃষকবর্গের নিব্যূঢ় স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে সেই সকল দেশেই ভূমির আবাদ ভাল হইয়াছে এবং কৃষিকার্য্যেরও উৎকর্ষ জন্মিয়াছে। কোন কোন দেশে এখনও ভূমিতে প্রজার স্বত্ব স্বীকৃত হয় না—যথা ইংলণ্ডে। ওখানে প্রজাস্বত্ব স্বীকৃত হওয়া উচিত এই কথা বলিয়া আজি কালি অনেকে মত প্রচার করিতেছেন এবং ভূম্যধিকারিবর্গের বিহারের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূমিভাগ যে অকৃষ্ট থাকিবে আর যাহাও কৃষ্ট হইবে তাহা পাশুপাল্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে, ইহাও অতি অন্যায্য ব্যবস্থা বলিয়া অনেকের প্রতীত হইতেছে।

ইংলণ্ডে ভূম্যধিকারিবর্গের প্রভুতা অধিক এবং দায়াধিকার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সকল স্বত্ব বিভাগের প্রতিকূল। ওখানে পৈত্রিক ধনের অধিকার জ্যেষ্ঠ পুত্রতেই বর্ত্তে আর কোনও পুত্র কিছুই পায় না। এরূপে ঘটিত যে সমাজ তাহার অন্তরে জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধিসহকারে জীবনোপায় বৃদ্ধি পায় না, সে সমাজের লোককে বাঁচিতে হইলে স্বদেশের বাহিরে চলিয়া অসিতে হয় অথবা কৃষি ভিন্ন অন্য কোন জীবনোপায় বাহির করিতে হয়। ইংরাজেরা দুইই করিয়াছেন। স্বদেশ হইতে দলে দলে বাহির হইয়া অপরাপর দেশ অধিকার করিয়াছেন আর আপনাদের দেশেও কলকারখানা প্রস্তুত করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় আপনাদের শিল্পজাত বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে বিজিত রাজ্যের ভূমিতে রাজার স্বত্ব স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু পৈতৃক ধনে পুত্র কন্যা উভয় প্রকার সন্তানেরই স্বত্ব গ্রাহ্য হইয়া থাকে। তাহা হইলেই ভূমিবিভাগ জন্মে এবং স্বদেশ মধ্যেই অধিক লোকের জীবনো-

পায় হয়। চীনীয় এবং জাপানীয়দিগের মধ্যে ভূসম্পত্তি রাজার বলিয়াই গণ্য এবং আর্য্যদিগের মধ্যে রাজস্ব যেমন রক্ষণাবেক্ষণের ভৃতিস্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত, উহাদিগের মধ্যে তাহা নয়, রাজস্বটী রাজার স্বত্বাধিকারিতার ফল—তাঁহার ভাগধেয়। কিন্তু উহাদিগেরও মধ্যে পৈতৃক ধনবিভাগ সকল পুত্র সন্তানের মধ্যে সম পরিমাণে হয়—আর জ্যেষ্ঠাধিকারের ত কথাই নাই—ভারতবর্ষেও যে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রচলিত ছিল তাহারও নাম গন্ধ নাই। চীন জাপান প্রভৃতি দেশে অনাবাদী ভূমি নাই বলিলেই হয়, উহারা কৃষিকার্য্যেও অতি নিপুণ অতএব ঐ সকল সমাজে, ও স্বদেশের অন্তর্ভাগেই জীবনোপায় করিবার জন্য প্রকৃত চেষ্টা হইয়াছে।

সমাজে জনসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার নিমিত্তও সর্ব্বত্র চেষ্টা হইয়াছে, বৈবাহিক বিশেষ বিশেষ নিয়ম সেই চেষ্টাসম্ভূত বস্তু। কোনও সমাজের আদি অবস্থার বৈবাহিক প্রথা ভাল নয়। আমাদের যে আট প্রকার বিবাহের কথা মনুসংহিতায় উল্লিখিত আছে তাহার একটী ভিন্ন সকলগুলিই পশুবদাচরণসম্পন্ন এবং ঘৃণাকর। সীজর নিজ গ্রন্থে তৎকালের ইংলণ্ডবাসী লোকেরা "—কেও" পত্নীত্বে গ্রহণ করিত বলিয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে আমাদের আট প্রকারের বিবাহের সকল প্রকারই ছিল, আর বৌদ্ধ জাতীয়েরা যে ঐ বিষয়ে বড়ই অল্প বিচার করিত তাহা উহাদিগের বর্ত্তমান ব্যবহার দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সমাজের আদিমাবস্থা গিয়া যখন বিচারের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বিবাহ দুই প্রণালীতে মাত্র হইয়া থাকে—এক যাহাকে আমরা ব্রাহ্মবিবাহ বলি, আর দ্বিতীয় যাহাকে গান্ধর্ব্ব বলা যায়। হিন্দুসমাজে আর গান্ধর্ব্ব বিবাহও প্রচলিত নাই, কেবল ব্রাহ্ম বিবাহ আছে। ইউরোপে গান্ধর্ব্ব এবং ব্রাহ্ম অথবা উভয় মিশ্র আছে, মুসলমানদিগের ব্রাহ্ম এবং পিশাচ আছে, বৌদ্ধদিগের ব্রাহ্ম গান্ধর্ব্ব আছে। অতএব বিবাহপ্রণালীর সংকোচ হিন্দুসমাজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এবং বোধ হয় সেই জন্য দত্তক এবং ঔরস দুই প্রকারের পুত্রত্ব বিধান হইয়াছে। অন্য সকল সমাজে ঔরস ভিন্ন পুত্র হয় না। হিন্দুসমাজে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের বিধান দ্বারা এবং ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিধবাবিবাহের নিষেধ দ্বারা বৈবাহিক প্রণালীর আরও সংকোচ হইয়াছে। বাল্য বিবাহের দ্বারা সন্তান জনন অল্প হয়, কি অধিক হয় সে বিষয়ে কোনও নিশ্চয় মত পাওয়া যায় নাই—আমার অনুমান এইরূপ যে, বয়োধিক বিবাহে যত সন্তান হইবার সম্ভাবনা বাল্যবিবাহে তাহার অধিক

নয়। যে গাছে আগে ফল ধরে তাহার ফল শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, যদি একথা প্রকৃত হয় তবে বাল্যবিবাহও অন্যান্য উপায়ের ন্যায় লোকসংখ্যা ন্যূন না করুক উহা বৃদ্ধি করিতেছে না। ইউরোপীয় সমাজগুলিতেও জনসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার উপায় হইয়া আছে। যে সকল দেশ কাথলিক মতাবলম্বন করিয়া আছে, সেগুলিতে অনেক নরনারী চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে, আর যে সকল দেশ প্রটেষ্টাণ্ট মতানুগামী সেখানে চিরকৌমার ব্রত না করুক কিন্তু অনেক লোকে বিবাহ করে না, আর যাহারা করে তাহারা অধিক বয়স হইলে বিবাহ করে সুতরাং সন্তান অল্প হয়। ইংলণ্ডে কুমারীগণ ১৪।১৫ বৎসর বয়সে গর্ভধারণ যোগ্যা হয়, কিন্তু ওখানে ২১।২২ বৎসরে তাঁহাদিগের বিবাহ হয়; অতএব ইহাতে যে সাত আট বৎসর বাদ যায়, সে সময়ের মধ্যে বিবাহ হইলে তিন চারিটী সন্তান হইতে পারিত। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ফরাসিজাতীয়েরাই সামাজিক নিয়মের বিনাবলম্বনে আপনাদিগের জনসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিয়াছে, মুসলমানেরা অল্প বয়সে বিবাহ করে এবং অনেক বিবাহ করে। সেই বহুবিবাহ অপত্যসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখে। ভূতপূর্ব্ব নবাব নাজিমের ২৬টী বেগম ছিল কিন্তু নবাব সাহেবের সন্তানসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬টী হইয়াছিল এবং তাহারও বত্রিশটী নাকি শৈশবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, ২৪টী বই বাঁচে নাই। কি এখানে, কি অন্যত্র, বড় ছোট অনেক মুসলমানের ঘরেই এইরূপ হইয়া থাকে।

বৌদ্ধমতাবলম্বি জাতীয়দিগের বিবাহ এক সময়ে একাধিক হয় না, তাহারা খুব বয়স পার করিয়া দিয়াও বিবাহ করে না। ইহাদিগের বৈবাহিক প্রণালীতে সন্তানসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার কোন উপায়ই দেখা যায় না, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে শিশুহত্যা প্রচলিত।

অধিকারী ভেদ ও স্বদেশানুরাগ।

আমি মাতৃভূমির নানা দেশ দর্শন করিয়াছি। যে সকল ভাগ স্বচক্ষে দর্শন করি নাই তাহারও বিবরণ যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছি। যখন যেখানে গিয়াছি অথবা যেখানকার বিবরণ পাঠ করিয়াছি সকলই যেন দুই প্রকার চক্ষুতে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইয়াছে—এক, আমার চর্ম্মচক্ষুতে; অপর, হৃদয়াধিষ্ঠিত কোন মহাপুরুষের জ্ঞানচক্ষুতে। যখন আমার বয়ঃক্রম পঞ্চম বর্ষের অনধিক, তখন পিতৃদেবের স্থানে রামায়ণের প্রথম শ্লোক আবৃত্তি

করিতে শিখিয়াছি, পরে যখন দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স তখনও তাঁহারই স্থানে ঐ শ্লোকের সর্ব্বজনবিদিত লৌকিক ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। যখন বয়স দ্বাবিংশবর্ষ তখন তাঁহারই স্থানে আবার ঐ শ্লোকের আধ্যাত্মিক ভাব অবগত হইয়াছিলাম। একই শ্লোক একই গুরু, একই শিষ্য—কিন্তু কাল ভেদে অধিকার ভেদ এবং ব্যাখ্যায় প্রভেদ।

যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে হিন্দু-জাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ, ঐ ভাবার্থ প্রকাশক কোন কার্য্যেই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস নিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। তখন অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে আর্য্যবংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্ন পীঠ সমন্বিত সমুদয় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরী দেহ।

ধর্ম্ম-বুদ্ধি, ভক্তি-প্রীতি ও আচার রক্ষা।

বহুজন্ম জন্মান্তরে মনুষ্যদেহধারণ হইয়াছে, সেই দেহে মস্তিষ্কভাগ প্রধান এবং পরবর্ত্তী অপর মস্তিষ্কের মধ্যে ধূম্রভাগ (grey matter) সর্ব্ব প্রধান। সেই ভাগ বুদ্ধি এবং ধর্ম্মবৃত্তিদিগের স্থান। অতএব মনুষ্য যেরূপে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, যদি সেই অনুক্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তবে বুদ্ধি এবং ধর্ম্মবৃত্তিদিগের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করাই আবশ্যক। বিনা অনুশীলনে বৃত্তিদিগের বলহানি হয়।

যথা পরিণতং শস্যং পতেৎ প্রসববন্ধনাৎ।
তে পরিণতপাপ্মানঃ পতিষ্যন্তি তথা স্বয়ং॥

অর্থাৎ শস্য পাকিলে যেমন আপন বোঁটা হইতে খসিয়া পড়ে তেমনি পাপ পরিণত হইলে পাপিগণ আপনারাই পতিত হয়।

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ, আচারঃ পরমং তপঃ।
আচারাৎ বর্দ্ধতে হ্যায়ুঃ, আচারাৎ পাপসংক্ষয়ঃ।

সুখ, ধর্ম্মের সহচর হইতেও পারে নাও হইতে পারে। কারণ সুখ দুঃখ উভয়ই অভ্যাসস্থলে লঘু হইয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্মাচরণের বিশিষ্ট অভ্যাসই ধর্ম্ম।

মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধতমভাগে ভক্তি (veneration) এবং প্রীতির (love) অবস্থান। ঐ দুই বৃত্তি সর্ব্বশেষে উন্মেষিত হয়। অতএব উহাদিগের অনুযায়ী কার্য্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। 'ভক্ত্যা প্রীত্যাচ পুজয়েৎ' এই মহাবাক্যের বিশেষ সমর্থন করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহাদের কার্য্যদর্শনে এরূপ প্রতীতি জন্মে যে তাঁহাদিগের মস্তকে ভক্তি এবং প্রীতি সমধিক প্রবলা, তাঁহাদিগের অনুকরণ করা সৎপরামর্শ। তাঁহারাই প্রকৃত "মহাজন"।

যাঁহাদের অন্তঃকরণে প্রীতি থাকে, তাঁহারা কথনই "আত্ম সমাজের বিগর্হিত আচরণে" প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

প্রকৃতি দেবী ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। এই জন্য বিভিন্ন দেশবাসীদিগের ধর্ম্ম প্রণালী ভিন্ন এবং আচারপদ্ধতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। একদেশের ধর্ম্ম অন্য দেশে পরিগৃহীত হইতে গেলেই আচার পদ্ধতির বিকৃতি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য এক দেশের বা এক জাতির ধর্ম্ম অন্য দেশের বা অন্য জাতীয়ের উপর প্রচালিত করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ইউরোপীয়েরা জাত্যন্তর (য়িহুদীদিগের) হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে একেবারে আচারপদ্ধতিপরিশূন্য হইয়াছেন এবং সেই জন্যই ইউরোপের ছোট লোকেরা নিতান্ত পশুবৎ হইয়া আছে। ভারতবর্ষীয়েরা এখনও আচারপদ্ধতি-পরিহীন হয়েন নাই বলিয়াই এখনও তাঁহাদিগের মধ্যে কতকটা উৎকর্ষ সংরক্ষিত হইতেছে!

স্বাধ্যায় রক্ষা না করিলে বুদ্ধিবৃত্তি এবং কার্য্যপ্রবৃত্তি হ্রস্বতেজা হইয়া যায়। এই জন্যও অর্থাৎ যদি বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন বোধ না হয়, তথাপিও কিছু কিছু স্বাধ্যায় পাঠনার নিত্য প্রয়োজন।

সৃষ্টি স্থিতি ও লয়।

সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিনটী কথা যেন কতকটা কথার কথা বলিয়াই মনে হইতেছে। যাহাকে স্থিতি বলে, সেত কেবল বর্ত্তমান কাল লইয়া। কিন্তু বর্ত্তমান কালের অস্তিত্বই প্রকৃতরূপে অবধারণ হয় না। উহার কিয়দংশ অতীতের অন্তর্ভুক্ত এবং অপরাংশ ভাবীর মধ্যগত। সুতরাং বর্ত্তমান কালই নাই এবং সেই জন্য স্থিতিও নাই। যাহাকে স্থিতি বলে তাহার যে ভাগ বর্ত্তমানের প্রথমাংশে সেটী কারণতাপ্রাপ্ত সুতরাং তাহা উৎপত্তি বা সৃষ্টি এবং

যে ভাগ বর্ত্তমানের উত্তরাংশে সেটী কার্য্যতাপ্রাপ্ত বা লয়। অতএব সৃষ্টি এবং লয় বই স্থিতির অন্যবিধ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু তাহা কি সত্য? —নূতনও কিছুই সৃষ্টি হয় না, লয় হইয়াও কিছু একেবারে যায় না। যাহাকে নূতন বলে তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র এবং যাহাকে বিনাশ বলে তাহাও রূপান্তর-প্রাপ্তি মাত্র। যখন কোন দ্রব্য সৃষ্টি হইতেছে বলি, তখন যে আর কতক-গুলির লয় হইয়া গেল তাহা ভাবি না, আবার কোন বস্তুর লয় হইল যখন বলি তখনও যে সেই লয় জন্য অপর বস্তুর উৎপত্তি হইল তাহা ভাবি না। যদি তাহা ভাবিতাম তবে সৃষ্টিতে আর লয়েতে কোন বিশেষ দেখিতে পাইতাম না। অতএব সৃষ্টি এবং লয়ে অভেদ—কারণে এবং কার্য্যে—অভেদ। তবে দাঁড়াইল এই যে, সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়—এই তিন প্রকার দৃষ্টি স্থূল দৃষ্টি মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগের মধ্যে কোন ভেদ নাই। একই ক্রিয়াপ্রবাহ চলিয়া যাইতেছে—তাহার বিরাম নাই—এবং তাহার আদি বা অন্ত আছে কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই। এই জন্যই উহার নাম জগৎ। ক্রিয়া মাত্রই গমন বা স্পন্দন। জগৎও ক্রিয়াময়, স্পন্দনময়, পরিবর্ত্তনময়। "ইহা যাইবে—থাকিবে না" এমন অর্থে ইহাকে জগৎ বলা হয় নাই।

সন্তানোৎপত্তি।

মহাযোগী শ্রীমহাদেব প্রথমে কামকে জয় করেন, তাহার পরে পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্য যে জীবজন্তুগণের কাম পরিতৃপ্তি দ্বারা স্ব স্ব সুখ সাধনোদ্দেশে হয় নাই ইহাই এই কথার তাৎপর্য্য। ফলতঃ কেবলমাত্র কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত স্ত্রীসংসর্গ করা দোষ। এই জন্যই শাস্ত্রে পর্ব্বাহাদিতে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং এক্ষণকার লোকে শাস্ত্রীয় বিধি সকল অমান্য করাতে উত্তরোত্তর জাতীয় অপকর্ষ সাধন হইতেছে এবং লোকে নানা প্রকার ক্লেশে পতিত হইতেছে। ধন্য য়িহুদী জাতি। উহারা এ সকল বিষয়ে আপনাদিগের আচার পদ্ধতি রক্ষা করিয়াই এত বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া অদ্যাপি আপনাদিগের জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে অপর সকল জাতি অপেক্ষা অকাল মৃত্যু অল্প, শরীরের এবং মনের শক্তি অধিক, এবং আয়ুষ্মত্তা দীর্ঘতর।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

আর্য্য পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীন কাল হইতে ঈশ্বরের স্বরূপতা কিরূপ উপলব্ধ করিয়াছিলেন, তাহা দুইটী বৈদিক মহাবাক্যে স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে। তাহার একটী 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মং'—অপরটী 'তত্ত্বমসি'। এই দুইটী মহাবাক্য হইতে যে ভাব প্রকাশিত হয় তাহা যে কেবলমাত্র আর্য্যপণ্ডিতদিগের হৃদয়েই সমুদিত হইয়াছিল, অপর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই এমত নহে। সকল জাতির ভাষাতেই ঈশ্বরের একটী নামার্থ "সর্ব্ব"। 'আল্লা' নামটী মহম্মদের স্বকপোল কল্পিত নহে। উহা আরবদেশে পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল এবং 'আকাশ' 'সূর্য্য এবং 'বলশালী' এই তিনটী অর্থই বুঝাইত। য়িহুদী জাতির মধ্যে 'যেহোভা' নাম প্রসিদ্ধ। তাহার অর্থ 'অহমস্মি' বা 'অস্তীতি মাত্র' বা 'তৎসৎ'। গ্রীক-দিগের 'জিউস' শব্দ 'আকাশ' বা 'ব্যাপকত্ব' বোধক। চিনীয়দিগের 'টিয়েন' শব্দ, আকাশ এবং ঈশ্বরবাচক। সংস্কৃত ব্রহ্ম শব্দও ব্যাপকত্ব বুঝায়। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক সেণ্ট পল্ বলিয়াছেন 'ঈশ্বরেই আমাদিগের জীবন, গতি এবং সত্ত্বা' খৃষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা সেণ্ট আগষ্টিনও বলেন "ঈশ্বর এরূপ একটী বৃত্তস্বরূপ যে তাহার কেন্দ্র সর্ব্বস্থলে, পরিধি কোথাও নাই।"

অতএব উল্লিখিত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যের ভাব কোন না কোন সময়ে সকল জাতির মধ্যেই সমুদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে সকলের মধ্যে যে সমভাবে পরিস্ফুট হয় নাই তাহাও নিঃসন্দেহ। কারণ অপর কোন জাতির মধ্যে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই মূল সূত্রের বৃত্তিস্বরূপ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের আবির্ভাব এমন স্পষ্টাভিধানে দেখা যায় না। আর্য্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেই 'তত্ত্বমসি' জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব এবং সেই প্রাদুর্ভাবেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের 'হংস' মন্ত্রাভিধান এবং 'সোহং' জ্ঞানাভ্যাসের উপদেশ, সমুদয় কার্য্যেই পূজাভাবের সন্নিবেশ, সমাধি যোগের অনুষ্ঠান, নিষ্কামতার প্রশংসা এবং মুক্তির নিমিত্ত অভিলাষ।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও তন্ত্র শাস্ত্র।

(১)

আমাদিগের দেশের চূড়ামণি স্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় হিন্দু ধর্ম্মের উৎকর্ষ এবং সর্ব্বপ্রাধান্য প্রকটনপূর্ব্বক স্বাভিমত ব্যক্ত করায় অনেকানেক স্বল্পবিদ্য, অপরিণামদর্শী, অসূচিকীর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিব্যূহের ভ্রমভঞ্জন

এবং মোহান্ধকার তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যে আনন্দোৎসব উচ্ছলিত হইয়াছে, তাহা বাক্যাতীত। যে ধর্ম্ম-প্রণালী সুদূরদর্শী গাঢ় চিন্তাপরায়ণ, পবিত্রমনা মহর্ষিদিগের দ্বারা সৃষ্ট হইয়া আর্য্যসন্তানগণকে বহুসহস্র বর্ষাবধি পাপস্পর্শ হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছে, যে ধর্ম্ম প্রণালী সুদৃঢ় সমাজিক বন্ধনের সোপান হইয়া এই বহ্বায়ত ভারতভূমি নিবাসী হিন্দুমাত্রের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে একজাতিত্ব ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, যে ধর্ম্ম প্রণালী সুখময়, পবিত্রতাময় হিন্দু গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছে, যে ধর্ম্মপ্রণালী আধ্যাত্মিক চিন্তার চরম উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে সংসাধিত করিয়াছে, যে ধর্ম্মপ্রণালী হিন্দু জাতীয়-দিগকে পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা অস্বার্থপর ঈশ্বরপরায়ণ এবং পারলৌকিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে, সেই ধর্ম্মপ্রণালীর গুণ-গরিমা গীয়মান হইলে কাহার অন্তঃকরণে তৃপ্তি বোধ না হয়? আমি রাজ-নারায়ণ বাবুকে সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম, এবং তাঁহার সহিত অভিন্নহৃদয় হইতে অভিলাষী হইলাম।

রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মমতাবলম্বী, আমি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মানুবর্ত্তী, কিন্তু রাজনারায়ন বাবু আর হিন্দুধর্ম্মের দ্বেষ করেন না, এবং যিনি পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ না করেন তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জ্ঞানপথাবলম্বী হইয়াছেন, এবং যথাকালে মুক্তিভাক্ হইতে পারেন। যে ধর্ম্ম প্রণালীর মূলে ইহলৌকিক সমৃদ্ধিকামনা নিহিত থাকে, যে ধর্ম্মপ্রণালী বিজিগীষা হইতে সমুদ্ভূত হয়, সেই ধর্ম্মপ্রণালীই পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ শিখাইয়া দেয়। আর্য্যধর্ম্ম সেরূপ মূল হইতে জন্মে নাই। একান্ত অস্বার্থপর হিন্দু মানসক্ষেত্রে, জ্ঞানবীজ হইতে, ভক্তিবারি সিঞ্চনে, এই কল্পবৃক্ষ জন্মিয়াছে, ইহার শাখাপল্লব বিটপাদি সামা-জিক শুভ নিয়ম সমস্ত, ইহার পুষ্প পবিত্রতা, ইহার ফল শান্তি।

আমি কখনই ব্রাহ্ম মতাবলম্বীদিগের প্রতি বিরক্ত হই নাই। ব্রাহ্মদিগের জন্মিবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মেরা জন্মিয়াছেন, আমার চিরকালই এই বোধ আছে। ব্রাহ্মদিগের বিষয় যখন ভাবিয়াছি, তখনই পৌরাণিক বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ সংবাদ আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় এবং রিপুদমনশীল বশিষ্ঠ মহর্ষির একটী কামধেনু ছিল। রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় সন্তান বিশ্বামিত্র রাজা সেই কামধেনুকে বলে হরণ করিবার চেষ্টা করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বয়ং কিছুই করিলেন না, কিন্তু নন্দিনী (ঐ কামধেনু) আপন

শৃঙ্গ ক্ষুর পুচ্ছাদি হইতে যুদ্ধপরায়ণ বিবিধ ম্লেচ্ছজাতীয়ের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহারা বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করিয়া কামধেনুকে উদ্ধার করিয়া দিল। আমার মনে নিরীহ হিন্দু জাতিই বশিষ্ঠ, কামধেনু হিন্দুধর্ম্ম, বিশ্বামিত্র প্রবল প্রতাপ রাজধর্ম্ম, এবং কামধেনুর শরীর নিঃসৃত ম্লেচ্ছগণ ব্রাহ্ম মতাবলম্বী আধুনিক যুবকবৃন্দ। ব্রাহ্মদিগের রূপ ধারণ করিয়াই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আপন প্রভাব প্রকাশ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মকে সুদূরপরাহত করিলেন। কামধেনুপ্রসূত বিদ্বেষ বিবর্জ্জিত ঐ ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক।

এতক্ষণ মনের কথা বলিলাম। এক্ষণে একটী কাজের কথা বলিব।

রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের স্বরূপ প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তন্ত্র শাস্ত্রেরও সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তিনি ভালই করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েকজন নিতান্ত অল্পজ্ঞ অসার ব্যক্তির প্রলাপ বাক্যকে প্রামাণিক বাক্য মনে করিয়া ডাক্তার মরে মিচেল সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিরাও ঐ জন্য রাজনারায়ণ বাবুর দোষ ধরিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবু যে আত্মপক্ষ সমর্থনে অশক্ত তাহা নহে। তিনি স্বয়ংই ঐ সকল প্রতিবাদ খণ্ডনে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। তথাপি আমি তন্ত্র শাস্ত্রের বাস্তবিক প্রকৃতি কিরূপ তাহা কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। রাজনারায়ণ মহারথীর অনুবর্ত্তী সামান্য পদাতি হওয়াও গৌরবের বিষয়।

ধর্ম্মপ্রণালী মাত্রেই ত্রিধা হইয়া থাকে। প্রথম আভ্যন্তরিক, অপর গার্হ, তৃতীয় সামাজিক। ইংরাজদিগের প্রণালী দেখ, তাঁহারা শয়নকালে এবং শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে এক একবার ঈশ্বরোপাসনা করেন। ঐ সময়ে অপর কেহ তাঁহাদিগের নির্জ্জন আভ্যন্তরিক উপাসনার সহযোগী হয়েন না। ঐ উপাসনা উপাস্য এবং উপাসকের পরস্পর সাক্ষাৎসম্বন্ধ পরিচায়ক। তাঁহারা ভোজন করিতে বসিবার পূর্ব্বক্ষণেও ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। ঐ উপাসনায় তাঁহাদের পরিবারবর্গের সাহচর্য্য হয়। ইহা গার্হ। তাঁহারা গির্জ্জা ঘরে গিয়া প্রতি রবিবারে উপাসনা করেন। এইটী সামাজিক। হিন্দু প্রণালীতেও উপাসনা ঐ প্রকারে ত্রিবিধ—যথা ইষ্টদেবতার পূজাদি। ইহা আভ্যন্তরিক। শালগ্রাম শিলা, বিগ্রহ এবং শিবাদির পূজা। ইহা গার্হ। দোল দুর্গোৎসবাদি উৎসব কার্য্য। ইহা সামাজিক।

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পূজাবিধি ঐ প্রণালী ত্রিতয়ের এক ভাগ অর্থাৎ প্রথম ভাগকেই বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করে। অপর দুই ভাগের প্রতি ইহার স্পষ্ট দৃষ্টি নাই। কেন নাই এবং যাহা কিঞ্চিৎ আছে, তাহা সেইরূপ আছে কেন, তদ্বিষয়ে

অধিক বলিব না। হিন্দুরা অপর ধর্ম্মাবলম্বিদিগের অধীন হইলে পর তন্ত্রশাস্ত্র প্রকটিত হয়, এক্ষণে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

সম্প্রতি বিচার করিয়া দেখ, আভ্যন্তরিক উপাসনার প্রকৃত মূল কি হইতে পারে? আত্মার সম্যক্ এবং সমগ্র উন্নতির সাধনই এই উপাসনার যথার্থ উদ্দেশ্য। আত্মোন্নতি কিরূপে হইবে? আত্মার সর্ব্বপ্রধান শক্তির উত্তেজনা দ্বারা। আত্মার সর্ব্বপ্রধান শক্তি কি? ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি থাকাতেই মনুষ্যকে স্বাধীন জীব, সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ছায়া স্বরূপ এবং সেই প্রোজ্জ্বল পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গ বলিয়া অনুভব হয়। অতএব ইচ্ছাশক্তির সম্বর্দ্ধন তান্ত্রিক উপাসনার উদ্দেশ্য। ইচ্ছাশক্তির খর্ব্বতা কি কি হেতুতে জন্মে? কতক শরীরের দোষে, কতক মনের দোষে। শরীরের দোষ নিবারণ তন্ত্রোক্ত যোগশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, মনের দোষ সংশোধন তন্ত্রোক্ত সাধনাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম, যোঢ়া, ষট্চক্রভেদ প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ শরীর সংস্কারের উপায়। (১) শব, চিতা, পঞ্চমুণ্ডী, কমলাসন প্রভৃতি সাধন, ভয় বিশেষতঃ মৃত্যুভয় জয় করিবার উপায়, (২) লতা সাধনাদি ব্যাপার কামজয়ের উপায় (৩) কুটীচর ধর্ম্ম পালনাদি লোভ এবং ক্রোধ জয়ের পন্থা (৪) মানসপূজা এবং ধ্যান ধারণাদি মনের একগ্রতা এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিবর্দ্ধক।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃতি এই। যে শাস্ত্রের প্রকৃতি এরূপ সে শাস্ত্র যে মদ্যপান এবং পরস্ত্রীগমন শিক্ষা দিতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। তবে একটী কথা আছে, সেইটী ভাল করিয়া বুঝিয়া হিন্দুশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে কথা এই—

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, গুরূপদেশ নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহারা সাধারণের বোধগম্য করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণালী ব্যাখ্যা করিতেন না। দ্ব্যর্থ অথবা গূঢ়ার্থ কিম্বা বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদক শব্দের ব্যবহার তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিতেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ত কেবল কথার কথা ছিল না। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকে একটী শিক্ষণীয় প্রকৃত বিদ্যা করিয়া তুলিয়া ছিলেন। এই জন্য যেমন ঘড়ি গড়া, জুতা গড়া, ছুতারের কাজ, স্থপতির কাজ গুরূপদেশসাপেক্ষ, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানও তেমনি গুরূপদেশ সাপেক্ষ।

(২)

আমি পূর্ব্বপত্রে তন্ত্রশাস্ত্রের বাস্তবিক প্রকৃতি কিরূপ, তাহার স্থূল স্থূল বর্ণন করিয়াছি। সম্প্রতি তদ্বিষয়ে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। তন্ত্রের

সংস্কৃত কালিদাসের সংস্কৃত অপেক্ষাও ললিত এবং সম্মার্জ্জিত এবং তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় প্রকৃতি এরূপ যে, পরকীয় অধিকারের প্রভাব দেশের উপর পতিত না হইলে সেরূপ হইতে পারিত না। যেমন কোন উদ্ভিদের পত্রের বর্ণ দেখিয়াই বলা যায় যে, সেটী রৌদ্রাতপে পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, ছায়াতলে জন্মিয়াছে, সেইরূপ সাহিত্যাদি শাস্ত্রের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রকটন সময়ে সমাজ স্বাধীন কি পরাধীন ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

তন্ত্রশাস্ত্র প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই প্রকটিত হয়। এ বিষয়েও সংশয় করিবার প্রয়োজন নাই। তন্ত্রের সংস্কৃত জয়দেব গোস্বামীর সংস্কৃতের গৌড়গন্ধে গন্ধিত, তন্ত্রের উপমালঙ্কারাদি বঙ্গদেশের প্রকৃতির সহিত বিশিষ্টরূপেই মিলে, এবং তন্ত্রে যে অক্ষরমালার নির্দ্দেশ আছে, তাহা বাঙ্গালা অক্ষর। কিন্তু যাঁহারা ভারতবর্ষের নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, তন্ত্রশাস্ত্র এখনও বঙ্গপ্রদেশের বহিঃস্থ অনেকানেক স্থানে বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়া থাকে। আমি দিল্লীতে, আগ্রায় এবং কাশ্মীররাজের অধিকারে তান্ত্রিক দীক্ষা হইয়া থাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এবং বুন্দেলখণ্ডে ও ত্রৈলঙ্গের কোন কোন স্থানে এখনও তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচলন আছে, তাহাও প্রামাণিক লোকমুখে শুনিয়াছি। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি এবং প্রচার সম্বন্ধে ৺রাজা রামমোহন রায়ের প্রমুখাৎ যে শ্লোকটী কেহ কেহ শুনিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না।

"গৌড়েনোৎপাদিতা বিদ্যা মৈথিলীপ্রবলীকৃতা।
কচিৎ কচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা॥"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, তন্ত্রশাস্ত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরাধীনাবস্থায় এই বঙ্গদেশে স্বতঃ সমুদ্ভূত হয়, এবং স্বতঃই ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়া পড়ে। এ শাস্ত্র কি বঙ্গবাসীদিগের অশ্রদ্ধার পাত্র হওয়া উচিত? এ শাস্ত্র কি তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্তই অযোগ্য হইতে পারে? এ শাস্ত্রের কি কোন ভাগে এমন কিছু থাকা সম্ভব নয় যাহা জানিতে পারিলে এবং জানিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের বিশিষ্ট উপকার দর্শে? বুদ্ধিমানেরা আপনাপন মনোমধ্যে উল্লিখিত প্রশ্ন কয়েকটীর সদুত্তর প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ন করুন। তাঁহারা ইংরাজীভাষা শিখিয়া যত সাহিত্য এবং যত পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন তৎসমুদয়ের "অর্থ" পর্য্যালোচনা করুন। অনর্গল বাক্য প্রয়োগের অপেক্ষা প্রকৃত অনুষ্ঠানের কত

সমধিক মাহাত্ম্য তাহা অনুধাবন করুন। তাঁহাদিগের শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই। অনেক বাকী আছে—সারভাগই বাকী আছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝুন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম মুসলমান অধিরাজদিগের একচ্ছত্র রাজ্যকালে সমুৎপন্ন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মও রোমীয় সম্রাটদিগের সাম্রাজ্যসময়ে সমুৎপন্ন, এই জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মের সম প্রকৃতিক, এবং খৃষ্টধর্ম্মের সমপ্রকৃতিক বলিয়া ঐ ধর্ম্ম নবীন ব্রাহ্মদিগের নিকট সমাদৃত এবং তৎকর্ত্তৃক কিয়ৎপরিমাণে অনুকৃত হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের অবস্থা যেরূপ, আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে যে ধর্ম্ম আমাদিগকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এবং রিপুদমন শিখাইয়া আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিকে তেজস্বিনী করিয়া তুলিবে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে বাক্‌বিতণ্ডা পরিহারপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন অভ্যাস করাইবে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে পরপ্রত্যাশারূপ পিশাচীর হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া স্বাবলম্বনের পরাকাষ্ঠায় উন্নত করিবে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে গুহ্য অনুষ্ঠানে শুভময় ফল গ্রহণে লোলুপ করিবে, যে ধর্ম্ম আমাদিগের আলস্য এবং জড়তার অপনয়ন করিয়া সাধনমাহাত্ম্য আমাদিগের চক্ষে জাজ্বল্যমান করিয়া দিবে, সেই ধর্ম্ম আমাদিগের প্রকৃত অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবে। কলিতে নিগমই বেদ, শিবের উক্তি এই। প্রস্তাব দীর্ঘ হইল, তথাপি শিবভগবতীর একটী কালোচিত স্তব পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। স্তবটী আমি এখন নিজে গড়িলাম না, যেন কোথাও পূর্ব্বে দেখিয়াছি, স্মরণ হইতেছে।

"হে দেশহিতেচ্ছা দেবি! দুর্গতি বিনাশিনি! দনুজদলনি! তোমার সাধকেরা কি কঠোর তপস্যাই করিয়াছেন:—ঐ দেখিতেছি একটী যুবা পুরুষ জ্বলন্ত অনল মধ্যে আপন বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহাই হোমীয় করিতেছেন! ঐ একটী স্ত্রীলোক আপন দন্তবিচ্ছিন্ন রুধিরাক্ত জিহ্বাগ্রকে দেবীর চরণতলে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন! আবার ঐ একজন গম্ভীরদর্শন মধ্যবয়স্ক পুরুষ আপন প্রিয়তম পুত্রদিগকে দেবীর সমক্ষে বলিপ্রদান করিতেছেন।

হে ধর্ম্ম সংস্কার! হে দেবাদিদেব! তোমার আরাধনাও সামান্য কঠিন কার্য্য নয়! কোন্ ব্যক্তি তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সংসার সুখ কামনা পরিহার না করিয়াছেন? তোমার কোন্ সেবক কলঙ্কাভিলিপ্ত সমাজ বহিষ্কৃত এবং রাজনিগ্রহে নিগৃহীত না হইয়াছেন? ঐ দেখিতেছি একজন রাজবংশসম্ভূত মহানুভাব নিজ সদয় হৃদয় দর্শিত অহিংসা ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ পৈত্রিক রাজ্য সম্পদ তুচ্ছ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন! ঐ আর একটী

মনুজদেব পৃথিবীর পাপভার স্বয়ং বহন করতঃ চৌরবৎ দণ্ডিত হইয়াও ঐশী দয়ালুতার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন!”

আরও কেমন করিয়া বলিব? তন্ত্র শাস্ত্র গুহ্য প্রকরণ। ‘ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।’ “গুহ্য? তবেই মন্দ, যা ভাল তাত গোপন করিতে হয় না।” বটে রে, পুঁটে ছেলে! তুই গোপনের ফল কি বুঝিবি? তুই ইংরাজীতে বক্তৃতা কর্, গ্যাড্ ম্যাড্ ফিস্ ফাস্ কর্, সাহেবেরা তোর মাথায় হাত বুলাবেন, যদি চাহিস্ ত বড় চাকুরিও দিবেন, ইংরাজী কাগজে তোর নামটাও উঠিবে।

কলিতে অর্থাৎ পাপেতে মনুষ্য বামন হয় অর্থাৎ খর্ব্ববুদ্ধি হয়।

(৩)

রাজনারায়ণ বাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী ওয়ালা। বোধ হয়, এখনকার যে সকল পুঁটে ছেলেরা বড়ই ইংরাজীর গোঁড়ামী করে, রাজনারায়ণ বাবু তাহাদিগের সকলকেই দশ বৎসর ধরিয়া ইংরাজী পড়াইতে পারেন।

যখন সেই রাজনারায়ণ বাবুই হিন্দু ধর্ম্ম এবং তন্ত্র শাস্ত্রের প্রশংসা করিয়াছেন, তখন আমি বুঝিতেছি যে, ইংরাজী বিদ্যায় এমন কিছু নাই যাহাতে স্বধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করাকে নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী করিয়া দেয়। এইরূপ বুঝিয়া আমার বড়ই সুখ হইতেছে। যখন রাজা ইংরাজ তখন রাজবিদ্যা ইংরাজী শিখিতেই হইবে, আর ইংরাজী শিখিলেই যদি স্বধর্ম্মবিদ্বেষ্টা হইতে হয়, তবে সকলেই ক্রমে স্বধর্ম্মবিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিবে। যখন যখন এইরূপ ভাবিতাম তখনই চক্ষুতে জল আসিত, প্রাণ বিকল হইত, শীঘ্র মৃত্যু হয় প্রায় এমন ইচ্ছাও করিতাম। কিন্তু আজি কালি একটু আশ্বস্ত হইয়াছি, আর মনে মনে করিতেছি, শিবের উক্তি কি মিথ্যা হইবে—দুইদিন পরে হউক, দশদিন পরে হউক তন্ত্র শাস্ত্রের সমাদর বাড়িবে, ইংরাজী ভক্তির যে প্রবল স্রোতঃ বহিতেছে তাহার মোহানায় চর পড়িবে—আবার নিজের ধর্ম্ম, নিজের দেশ ভাল লাগিবে। আহা! এমন দিন কি হবে? শবসাধন সিদ্ধ হবে? মরা আবার বাঁচিবে? মহানিশা ত উপস্থিত। কৈ সে সাধক মহাপুরুষ কৈ?

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃতি কিরূপ, ঐ শাস্ত্র কেমন সময়ে প্রকট হইয়াছিল, এবং আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে ঐ শাস্ত্রের কেমন উপযোগিতা অনুভব হয়, তাহা পূর্ব্ব দুই পত্রে বলিয়াছি। এক্ষণে তন্ত্র শাস্ত্রের আর একটী অপূর্ব্ব ভাবের উল্লেখ করিব।

ভারতবর্ষবাসী আর্য্য সন্তানদিগের সকল দুর্ভাগের মূল কি? গৃহ

বিচ্ছেদ—অনৈক্য! সেই গৃহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ সাম্প্রদায়িক মতভেদ। এই কথাটী মনে রাখিয়া তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তন্ত্রের একটী প্রকৃত গুণ উপলব্ধ হইবে।

পুরাণ পাঠ কর দেখিতে পাইবে, পদে পদে সাম্প্রদায়িক মতভেদ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবদিগের পুরাণই ভিন্ন ভিন্ন। স্কন্দ পুরাণে শিবই সর্ব্বেসর্ব্বা; কালিকাপুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আদ্যা ভগবতীর অপত্য বৈ নয়, পদ্মপুরাণে বিষ্ণুই পরমেশ, ব্রহ্মা এবং শিব তাঁহার বিভূতি এবং ভগবতী তাঁহারই যোগমায়া অথবা বিদ্যাশক্তি; ফলতঃ পুরাণের সময়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বড়ই প্রভাব। শুদ্ধ মতভেদের প্রভাব নয়—মুখো-মুখিও যেমন, হাতাহাতিও তেমনি। শিবরামের যুদ্ধ, বাণরাজা এবং কৃষ্ণের যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপার সমস্ত বিলক্ষণ রক্তারক্তি ব্যাপার, তাহার সংশয় নাই।

যে ধর্ম্ম প্রণালীর মধ্যে ওরূপ সাম্প্রদায়িক মতভেদ জন্মে, তাহারই একটী প্রবল শত্রু জন্মিয়া থাকে। যখন ঘরাও ঝগড়া তখনই বাহিরের শত্রুর উপদ্রব। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়দিগের পরস্পর অনৈক্যের যখন বড়ই প্রাদুর্ভাব, সেই সময়ে মহম্মদীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি; প্রোটেষ্টাণ্টদিগের পরস্পর মতভেদের সময় জেস্থইট-দিগের উদয়, স্থন্নি সিয়ার বিবাদ কালে স্থফিদিগের জন্ম, এবং পঞ্চোপাসক-দিগের পরস্পর বিসংবাদকালে বুদ্ধদেবের অবতার। আমার বোধ হয় পঞ্চোপাসকেরা যে সময়ে বিবাদ করিতেছিলেন সেই সময়ে বৌদ্ধবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, এবং বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রাবল্যে ভয়যুক্ত হইয়াই হিন্দু পঞ্চো-পাসকেরা কিয়ৎ পরিমাণে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এবং সেই সম্মিলনের ফলে ষড়দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং গুপ্ত তান্ত্রিক সাধনাও "আরম্ভ" হয়।

যাহা হউক, পঞ্চোপাসকেরা একবার পরস্পর বিবাদ পরিহার পূর্ব্বক মিলিলেন। যিনি রাম তিনিই শিব, যিনি ব্রহ্মা তিনিই গণেশ, যিনি লক্ষ্মী তিনিই গৌরী এইরূপ অভেদ জ্ঞানের কথা সকল শাস্ত্রে প্রচারিত হইল, বিবাদ মিটিল, নূতন ক্ষত্রিয়কুলের সৃষ্টি হইল, বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার চলিল, যুদ্ধও চলিল, বৌদ্ধেরা হারিল, নির্ব্বাসিত হইয়া গেল।

পঞ্চোপাসকদিগের জয়, জয়ের পরেই জয়োল্লাস, আবার গৃহবিচ্ছেদ। উপ-পুরাণ কয়েকটী এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ ঐ বিবাদের পরিচায়ক। রাজা দিগের মধ্যেও বিবাদ। কাশী এবং কালঞ্জরে জয়চন্দ্র এবং পৃথ্বীরাওয়ে যে সকল যুদ্ধের কথা শুনা যায় তাহা ঐ অন্তর্বিচ্ছেদের দুই একটী শেষ শিখা মাত্র।

অন্তর্ব্বিচ্ছেদে ও ভ্রষ্টাচারে তেজ হ্রাস হইল। মুসলমান আসিল, সকল আগুনই একেবারে নিবিল। স্বাধীনতা গেল, সাম্প্রদায়িক মতভেদের বিচার থামিল। আবার সম্মিলনের চেষ্টা। সেই চেষ্টার ফল তন্ত্রশাস্ত্রের পুনর্ব্বার চর্চ্চা।

তন্ত্রশাস্ত্রে ভেদজ্ঞানের বড়ই নিন্দা। কালী কৃষ্ণে, তারা রামে, বিষ্ণু শিবে ভেদ জ্ঞান করিলেই নিশ্চয় অধোগতি। রূপভেদ, নামভেদ, মন্ত্রভেদ কিছুই নয়—ওগুলি কেবল উপাসকেরই সুবিধার নিমিত্ত।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥

তন্ত্রশাস্ত্র সমাজের পরাধীনতার সময়ে সমুৎপন্ন। পরাধীনতা দেশবাসী-দিগের তেজস্বিতা থাকিতে সংঘটিত হয় না। অতএব তান্ত্রিক দীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য লোক সকলকে তেজস্বী করা। পরাধীন জাতির মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিবার যো থাকে না। মুখ ফুটিয়া বলিতে চাও বিজেতাদিগের মনের মত যাহা হয় বল তাহাদিগের মনের মত যাহা না বলিবে তাহাতেই তাঁহারা রুষ্ট হইবেন। তন্ত্রশাস্ত্র বাহিরের চেঁচাচেঁচির মধ্যে না গিয়া, মনঃস্থির করিতে, গোপন সাধন করিতে শিক্ষা দেয় - হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান বাহির করে না। তন্ত্রশাস্ত্র এক প্রকার ফ্রিমেশনরি। বড় বড় অনেক সাহেব ফ্রিমেশন আছেন। তাঁহারা কি মন্দ লোক? কোন সময়ে ফ্রিমেশনরি দ্বারা পৃথিবীর কি অনেক উপকার হয় নাই? এখনও যে কি হইতেছে কি না হইতেছে কে বলিতে পারে? অতএব তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি ব্যর্থ কটূক্তি করিও না। তন্ত্রশাস্ত্র বই আর কোন শাস্ত্র শবসাধন শিখাইতে পারে না, মরাকে বাঁচাইতে পারে না।

বঙ্গ সমাজের বিবরণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিহার প্রদেশেই অতি প্রবল হইয়াছিল। বিহার বাঙ্গালার সন্নিহিত দেশ। অতএব বাঙ্গালাতেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বৌদ্ধের প্রাদুর্ভাবে বেদ-বিদ্যার লোপ হইয়া যায়। কথিত আছে, গৌড়-রাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে "বেদবিদ্যাপারগ ব্রাহ্মণ" আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন।

আমি কান্যকুব্জ নগরেও এই বঙ্গকিম্বদন্তীর অনুরূপ কথা শুনিয়াছি এবং

---

* বারভূঞাদের সময়ে কিয়ৎপরিমাণে তান্ত্রিক বীরাচারী প্রকৃত বীরপুরুষদিগের আবির্ভাব বাঙ্গালীর মধ্যেই হইয়াছিল। তান্ত্রিক শিক্ষায় তখন এই বাঙ্গালীকে কি করিয়াই তুলিয়াছিল।

ঐ নগর হইতে অনধিক দূরে মিনেসরাই নামক গ্রামে গিয়া দেখিয়াছি, সেখানকার ব্রাহ্মণেরা ভরদ্বাজ গোত্র এবং শ্রীহর্ষের সন্তান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। বঙ্গকিম্বদন্তীর সহিত কান্যকুব্জ কিম্বদন্তীর বিশেষ এই, কনোজিয়ারা বলেন যে, রাজ সভায় ছয় জন প্রধান পণ্ডিত এবং কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার মধ্যে পাঁচ জন সসন্তান আর একজনের কোন সন্তান হয় নাই। যিনি নিরপত্য ছিলেন রাজা তাঁহাকে পাঠাইলেন না, অপর পাঁচ জনকে তাঁহাদের সন্তানগুলিকে দেশে রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে, বঙ্গদেশে যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হইয়া আছে, সে প্রথাটি বঙ্গ দেশেই জন্মে নাই। ইহার মূল কান্যকুব্জেই ছিল এবং অদ্যাপি আছে। রাজা বল্লাল সেন এই কৌলীন্যপ্রথার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। তবে বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মেল বন্ধন রাজা বল্লাল সেনের সময়েই হইয়াছিল, একথা সত্য।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাঙ্গালায় আইসেন, তাহার মধ্যে যিনি শ্রীহর্ষ নামধারী তিনিই সুপ্রসিদ্ধ নৈষধচরিত নামক সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রণেতা। যদি তাহা হয় (না হইবার কোন কারণই দেখা যায় না) তবে উহাঁদিগের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের যথেষ্ট প্রাবল্য হইয়াছিল বলিতে হয়। নৈষধে তান্ত্রিক শাস্ত্রানুমোদিত মন্ত্রগ্রহণের বিশিষ্ট ফলই কথিত আছে। শ্রীহর্ষ স্বয়ংই তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া আপনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "সেই চিন্তামণি মন্ত্র (ত্রিপুরা সুন্দরীর ত্র্যক্ষরী মন্ত্র) চিন্তন কালেই আমি এই কাব্য প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছি।"

তখন হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সমাজপতি ছিলেন। তখন শুদ্ধ নৈষধ বলিয়া নয়, বেণীসংহার, কাদম্বরী প্রভৃতি কত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল বিরচিত হইতেছিল। তখন বংশমর্য্যাদানুসারিণী কুলপ্রথাকে তাহার গুণ বর্ণনার দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত। অমুকের সন্তান অতএব কুলীন শুদ্ধ একথা বলিতে হইত না। অমুকের সন্তান অতএব এই এই নবলক্ষণযুক্ত, অতএব কুলীন এরূপ বলা যাইতে পারিত। যেখানে বংশমর্য্যাদার গৌরব গুণগৌরবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে সে বড় ভাগ্যবান দেশ। বঙ্গদেশ কিছুকাল এইরূপ ভাগ্যবান দেশই ছিল। কথিত আছে, ঐ সময়ে বাঙ্গালার রাজগণ সমুদয় গৌড়ভূমির উপর আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। তখন এই বাঙ্গালীর মধ্যেই যুদ্ধবিদ্যা-নিপুণ সাহসিক বীরপুরুষদিগের অভাব ছিল না; কেনই বা থাকিবে? তখন তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত বীরাচার প্রবল ছিল।

তন্ত্রের ভ্রষ্টাচার প্রবল হইয়া সে অবস্থা গেল। বঙ্গদেশ মুসলমানের অধীন হইল। শাস্ত্রের লোপ হইল, আচার দূষিত হইল। পরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, তান্ত্রিকাচারের দোষ ঘোষণ করিলেন কুতর্কের মস্তক ভগ্ন করিলেন। বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির সংবাদ প্রচারিত করিলেন; তাঁহার প্রেমময় সাম্যবাদ আবার সমুদয় দেশটীকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। দেশ প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা গৌরবযুক্ত হইল; উহাতেও গ্রন্থাদি প্রণীত হইতে লাগিল, আর সংস্কৃতে অতি রমণীয় কাব্য নাটক স্মৃত্যাদি প্রণীত হইল। তীর্থ-যাত্রা, কীর্ত্তন, মহোৎসব প্রভৃতির দ্বারা বৈষ্ণবদল দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যেও যেমন রামানুজস্বামী কর্ত্তৃক বৈষ্ণবাচারের প্রচার আরম্ভ হইবামাত্র প্রাচীন আর্য্যদিগের আচার প্রণালী স্মার্ত্তাচার নামে অভ্যুত্থিত হইয়াছে, বাঙ্গালাতেও তাহাই হইল। মহাপ্রভু যে সময়ে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হয়েন, রঘুরাম শিরোমণিও সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইলেন। শিরোমণি সমুদয় পুরাণ এবং স্মৃতি হইতে অষ্টাদশ আচার কাণ্ড প্রস্তুত করিলেন এবং বঙ্গদেশে সেই পূর্ব্বাচরিত আচার সকল যাহা বৌদ্ধের প্রভাবে এবং তন্ত্রের প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল সেগুলিকে পুনর্ব্বার জাগরিত করিয়া তুলিলেন। সেই অবধি স্মার্ত্তাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে এবং বৈষ্ণবাচারী বৈষ্ণবে পরস্পর বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল এবং উহাদিগের পরস্পরের প্রতিযোগিতায় দিন দিন আচারের আঁটআঁটি বাড়িতে আরম্ভ হইল।

ইংরাজদিগের প্রথম আগমনের সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গ দেশে সমাজের পতি ছিলেন। তিনি স্মার্ত্তাচারের পক্ষ হইয়া বৈষ্ণবাচারকে নিন্দনীয় করিলেন এবং নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং দুই একটী নূতন পূজোৎসব বাহির করিয়া তান্ত্রিক মতের পোষণ করিলেন।

রাজা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদকে সম্মিলিত করিবার জন্য সুন্দর কৌশলই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি তান্ত্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তান্ত্রিক আচারও স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তান্ত্রিক চরম মতবাদও অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উহাই দেশের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু তন্ত্রের প্রতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বিদ্বেষ দেখিয়া তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের নামোল্লেখ করেন নাই। বেদান্ত দর্শন এবং উপনিষদের সহিত তন্ত্রের শিক্ষা অভিন্ন দেখিয়া তাহাদেরই দোহাই দিয়া সকল কথা কহিলেন। যদি তাঁহার পরবর্ত্তী [redacted] তাঁহার ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ এবং

সুদূরদর্শী হইতেন, আর জাতীয়ভাব সংরক্ষণের প্রকৃত উপায় সকল বুঝিতেন, তাহা হইলে তিনি যে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে স্খলিতপদ হইতেন না। রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়া নব্য ব্রাহ্মেরা হতবীর্য্য হইয়াছেন। তাঁহারা যাহাই করুন, ইংরাজী শিক্ষিত ভিন্ন অপর কোন লোকের উপর বড় কিছু করিতে পারিবেন না, অধিকন্তু ক্রমশঃ স্বজাতির সহিত সহানুভূতি শূন্য হইয়া পড়িবেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পর শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আবির্ভাবই প্রধানতঃ উল্লেখ যোগ্য। ইনি অতি সরল ভাষায় হিন্দু মতবাদের শাস্ত্র সম্মত সামঞ্জস্য করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন "তাহার প্রকৃত অর্থ তাঁহার নিজের জীবনচরিত হইতে বুঝিয়া" যদি প্রকৃত তান্ত্রিক সাধনায় বাঙ্গালী ভক্তিপূর্ব্বক রত হয়, তাহা হইলে আবার সমাজ মধ্যে একাগ্রচিত্ত, উদ্যমশীল, নির্ভীক, কর্ম্মঠ ও ধার্ম্মিক লোকের বৃদ্ধি অবশ্যই হইবে।

রাজা রামমোহন রায় এবং তন্ত্র শাস্ত্র।

(১)

জীবনচরিত পাঠে যে অশেষ উপকার দর্শিতে পারে অনেক স্থলেই জীবনচরিত গ্রন্থগুলির অসম্পূর্ণতা দোষে সেই উপকারের ব্যাঘাত হয়। ধর্ম্মসংস্কারকদিগের চরিতাখ্যান এই কথার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ সকল চরিতাখ্যানে প্রায়ই কিছু না কিছু অলৌকিক অদ্ভুত ভাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। কোন্ বীজ হইতে কিরূপে কোন্ উচ্চ ভাব ঐ সংস্কারকদিগের মানসক্ষেত্রে প্রথমে অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা হয় না, এবং কি কি সুযোগেই বা সেই ভাবের পরিবর্দ্ধন হইয়াছিল তাহারও কোন প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারা যায় না। অমুক এত অল্প বয়সেই এই তথ্যটী অবগত হইয়াছিলেন এবং ঐ তথ্যের জ্ঞান সমস্ত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া সেই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পুরুষকর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া এক্ষণে জাতি সাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে, সকল ধর্ম্মসংস্কারকের জীবনচরিতই এই অদ্ভুত ভাবের ব্যঞ্জক।

বঙ্গদেশের আধুনিক ধর্ম্মসংস্কারক রাজা রামমোহনের চরিতেও কতক পরিমাণে অদ্ভুত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলেন, "রামমোহন তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়সে একেশ্বর মতবাদ প্রচার করিতে গিয়া

আপন পিতার সহিত বিবাদ করিয়া স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।”

কথাটী যে ভাবে লেখা তাহাতে বোধ হয় যেন, রামমোহনের মনে “একমেবাদ্বিতীয়ং” এই জ্ঞানটী স্বতঃ উদ্ভূত হইয়াছিল, যেন তাঁহার পিতা রামমোহনের মুখে ঐ কথা শুনিয়া একেবারে তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং পিতার তাদৃশ ক্রোধ হওয়াতেই রামমোহনকে দেশান্তরে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ ওরূপ কিছুই হয় নাই। একেশ্বরবাদটী এদেশে নূতন মতবাদ নয়, রামমোহনের পিতাও তেমন অজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না। রামমোহন নিজ পিতার আদেশানুসারে ফারসী পড়িয়া গোঁড়া মৌলবীদিগের স্থানে সাধারণ হিন্দুশ্রাদ্ধাদিকে “পিশাচ পূজা” আখ্যায় নিন্দা করিতে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ৺কাশীধামে গিয়া শাস্ত্রোক্ত পুরশ্চরণও করিয়াছিলেন। তিনি মিশনরী সাজিয়া পরধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

ফলকথা, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, রামমোহন রায় নিজে একটী নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিবেন এরূপ অভিমানে সম্বদ্ধ হয়েন নাই। কয়েক বৎসর গত হইল নগেন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার পুস্তিকায় স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় তন্ত্র শাস্ত্র হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল পত্তন করিয়াছিলেন। রামমোহনের ধর্ম্মসংস্কার যে আজি কালিকার সংস্কারকদিগের ন্যায় কেবল মন্ত্র অনুকরণ বা স্বেচ্ছাচারমূলক নহে, তাঁহার নিজের ইচ্ছা এবং কল্পনার উপর তিনি যে নির্ভর করেন নাই তাহা বিশেষ পরিষ্কার করিয়া দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধখানি লিখিলাম।

রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতেই জানিয়াছিলেন যে,

কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ২য় উল্লাস ৯ শ্লোক)

কলিতে আগম উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি অন্যপথপ্রবর্ত্তিত হন, তাঁহার গতি নাই; ইহা সত্য, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই।

তিনি ইহাও জানিয়াছিলেন যে, আগম অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই সকল তন্ত্রের সারাৎসার।

যথা নগেষু হিমবান্ তারকাসু যথা শশী।
ভাস্বান্ তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিদং তথা॥

সন্তি তন্ত্রাণি বহুধা শাস্ত্রাণি বিবিধান্যপি।
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য মহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে।
বিদিত্বৈতন্মহাতন্ত্রং ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১৪ উল্লাস ২০১, ২০৯, ২১০ শ্লোক)

পর্ব্বতের মধ্যে হিমাচল যেরূপ, তারকামণ্ডলীর মধ্যে শশী এবং তেজঃ পদার্থের মধ্যে সূর্য্য যেরূপ, তন্ত্রসমূহের মধ্যে এই তন্ত্ররাজ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও সেইরূপ। তন্ত্র অনেক এবং শাস্ত্রও অনেক আছে সত্য, কিন্তু কেহই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ষোড়শাংশের একাংশের যোগ্যও হইতে পারে না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মাহাত্ম্য তোমায় (শিব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন) আর কি বলিব, এই মহাতন্ত্রে জ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এই সকল সুস্পষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া রামমোহন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি মহম্মদীয় বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় মতবাদ সমস্ত জানিতেন, কিন্তু সে সকল জানিয়াও তান্ত্রিক মতবাদ এইদেশে এবং এই কালে স্বতঃ উদ্ভূত সুতরাং উহাই এই দেশের এবং এই কালের উপযোগী হইবে বলিয়া তাঁহার বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

রামমোহন রায় দেখিয়াছিলেন যে, তন্ত্র শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং পবিত্র যথা।—

আয়ুরারোগ্যবর্চ্চসং বলবীর্য্যবিবর্দ্ধনং।
বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণাম প্রযত্নশুভঙ্করং॥
যেন লোকাঃ ভবিষ্যন্তি মহাবল পরাক্রমাঃ।
শুদ্ধচিত্তা পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করা॥
স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ।
দেবতা গুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ॥
ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্ম বিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ।
সিদ্ধ্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১ম উল্লাস ৭০, ৭৩ শ্লোক)

যদ্দ্বারা মনুষ্যের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, শুভ অনায়াস লভ্য হইয়া পড়ে, যাহাতে লোকে মহাবল পরাক্রম, শুদ্ধচিত্ত, পরহিতে রত, পিতামাতার প্রিয়কর, স্বপত্নীনিরত, পরস্ত্রীপরাঙ্মুখ, দেবতা ও

গুরুতে ভক্তিসম্পন্ন, পুত্র ও স্বজনগণের পোষক এবং ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্ম-চিন্তনে রত হয়, মনুষ্যের লোকযাত্রা নির্ব্বাহের এবং পারলৌকিক হিতের নিমিত্ত আপনি তাহাই বলুন।

উল্লিখিত বিষয়গুলিই বঙ্গদেশের প্রয়োজন, অতএব সেই সকল প্রয়োজন সাধনোপযোগী যে ধর্ম্মপ্রণালী রামমোহন রায় তাহাই অবলম্বন করিলেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত স্তবাদি লইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি হইল।

(২)

ঐ তন্ত্রের তৃতীয়োল্লাসে উক্ত পঞ্চরত্ন নামক স্তোত্রটী ব্রাহ্মসভার স্তব বলিয়া এক্ষণে প্রসিদ্ধ।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং।
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাং।
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপা প্রকাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্তিতত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ।
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৩য় উল্লাস ৫৯, ৬৩)

অর্থাৎ তুমি সৎ অর্থাৎ নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি চিৎস্বরূপ, অদ্বৈততত্ত্ব ও মুক্তিদাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি নির্গুণ, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই একমাত্র জীবের আশ্রয়, তোমার ন্যায় বরণীয় আর কেহ নাই, তুমিই একমাত্র জগতের কারণ, তুমি বিশ্বরূপ, তুমি জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্ত্তা, তুমি একমাত্র পরমপুরুষ, তুমি নিশ্চল ও কল্পনাশূন্য, তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ, প্রাণিগণের একমাত্র গতি, পবিত্রতা বিধায়কেরও পবিত্রতার সাধন। তুমি মহান্ উচ্চপদস্থগণের (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির) নিয়ামক, তুমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, রক্ষকের রক্ষক। হে পরেশ, হে প্রভো, তুমি সর্ব্বরূপ কিন্তু অপ্রকাশী, তুমি অবিনাশী অনির্দ্দেশ্য এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর। হে সত্য, হে অচিন্ত্য, হে অক্ষয়, হে ব্যাপক, হে অব্যক্ততত্ত্ব, হে জগদ্ভাসক চন্দ্র সূর্য্যাদির অধীশ্বর, (অথবা হে জগতের দীপ্তিস্বরূপ, অধীশ), তুমি আমাদিগকে ভক্তি বুদ্ধ্যাদির বিশ্লেষ হইতে রক্ষা কর। সেই একমাত্র ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করি, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা জপ করি, সেই এক জগৎ সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্মকে আমরা প্রণাম করি। সেই তুমি সৎ, একমাত্র জগতের নিধান, স্বয়ং আশ্রয়শূন্য, সেই তুমি ঈশ্বর ভবসমুদ্রের পোতস্বরূপ; আমরা তোমার শরণ লইলাম।

ঐ তৃতীয়োল্লাসের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতেই যে রামমোহনের পূজার প্রণালী সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জ্জনে।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু সাধয়েদ্ব্রহ্মসাধনম্ ॥
অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মলমানসঃ।

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস ৭৭-৮)

অর্থাৎ পরমব্রহ্মের পূজায় আবাহন বিসর্জ্জন নাই। সকল সময়ে এবং সকল স্থানে ব্রহ্মসাধন হইতে পারে। স্নাতই হউক বা অস্নাতই হউক ভুক্তই হউক বা অভুক্তই হউক, নির্ম্মলচিত্ত হইয়া পরমাত্মার পূজা করিবে।

ভক্ষ্য পেয়াদি বিচার সম্বন্ধে যেরূপ অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরিশূন্য নহে। তৃতীয়োল্লাসে লিখিত আছে—

গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোঽপি বর্ত্ততে।
পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে।

পক্কং বাপি ন পক্কং বা মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতম্।
সাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ॥
যদি স্যান্নীচজাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্।
তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস ৮০, ৮১, ৯১)

অর্থাৎ গঙ্গাজলে বা শালগ্রাম শিলাদিতে অর্পিত দ্রব্যের স্পর্শদোষ থাকিতে পারে, কিন্তু পরব্রহ্মার্পিত দ্রব্যে স্পর্শদোষ হয় না। যে কোন দ্রব্য পক্কই হউক আর অপক্কই হউক, "ব্রহ্মার্পণ মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মসাৎ" করিয়া সাধক ব্যক্তি স্বজনগণের সহিত তাহা ভক্ষণ করিবেন। নীচজাতীয় লোকের অন্ন যদি ব্রহ্ম সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদান্তে পারদর্শী ব্রাহ্মণও সেই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবে।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে রামমোহন রায় যে সকল উপদেশ প্রদান করেন তাহারও মূল ঐ তৃতীয়োল্লাসে যথা—

কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিং
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধি স্মৃতঃ॥
কৃতেনাস্য ফলং নাস্তি নাকৃতেনাপি কিল্বিষং
নবিঘ্নঃ প্রত্যবায়োঽস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাৎ॥
অস্মিন ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥
মাৎসর্য্যহীনো দম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ॥
ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যান্নপরানিষ্টচিন্তনং
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস ৯৭-১০২)

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহার বৈদিকাচারই বা কি আর তান্ত্রিকাচারই বা কি? তাঁহার স্বেচ্ছাচারই বিধিস্বরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিলেও তাহাতে তাঁহাদের কোন ফল হয় না, না করিলেও প্রত্যবায় হয় না। হে মহেশ্বরি! সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকার

নিরত, নির্ব্বিকার, সদাশয় হইয়া এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মাৎসর্য্যহীন, দম্ভরহিত, দয়ালু, বিশুদ্ধহৃদয়, মাতা পিতার প্রিয়কারী ও তাঁহাদের সেবনে তৎপর হইবেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যশ্রবণ করিবেন, ব্রহ্ম চিন্তা করিবেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মের অনুসন্ধান বা তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিবেন। সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইয়া "ব্রহ্ম সাক্ষাৎ" ইহা ভাবনা করিবেন, কখন মিথ্যা কহিবেন না, পরের অনিষ্ট করিবেন না, বা পরস্ত্রী গমন করিবেন না।

এই সকল প্রমাণ প্রদর্শনের পরিশেষে দুইটী কথা বক্তব্য। একটী কথা এই যে, রামমোহন রায় কোন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই, করিতে চাহেন নাই। দ্বিতীয় কথা, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মেরই অন্তর্নিবিষ্ট। উহাকে একটী নূতন ধর্ম্ম বলিয়া অকারণে উহার প্রকৃত ভাবের অপহ্নব করায় দোষ বই গুণ হইতেছে না। "আমরা তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মপদ্ধতির অনুসরণ করি" ব্রাহ্মগণ একথা স্বীকার করেন না কেন?

তন্ত্রের ত্রুটি না ত্রুটি নয়?

তন্ত্রশাস্ত্রের শিক্ষা যথাযোগ্য গুরুর দ্বারা হইলে শরীরসাধন, বুদ্ধিবৃত্তির তেজস্বিতা সম্পাদন এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অসীম বলবত্তা সাধন হয়। পক্ষান্তরে যথাযোগ্য গুরুর অভাবে তন্ত্রের শিক্ষায় বিবিধপ্রকার দোষের সংঘটন হইয়া থাকে। শরীর বিকৃত, বা পীড়াগ্রস্ত হয়, বুদ্ধি মার্জ্জিত এবং পরিষ্কৃত না হইয়া অসম্ভব প্রত্যাশায় মুগ্ধ হইয়া বিকৃত হয় এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দৃঢ়তর না হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে ব্যাঘাত জন্মে এবং কার্য্যাকার্য্য বিচারশক্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনেকানেক তান্ত্রিককে এক প্রকার উন্মাদগ্রস্ত বলিলেও চলে। তাঁহারা মুখে 'ভৈরবোহং' 'শিবোহং' বলেন, অভেদ বুদ্ধির শ্লোক আবৃত্তি করেন এবং মদ্য পানাদি বিবিধ দোষে বিলিপ্ত হইয়া পিশাচের ন্যায় ব্যবহার করেন।

তন্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞান এবং তদনুযায়ী শিক্ষা ও অভ্যাস না হইবার এই সব ফল। কিন্তু তন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্যক্ রূপে অবগত হইয়া তদনুযায়ী শিক্ষা এবং অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেও যেন একটী প্রধান বিষয়ে ত্রুটি থাকিয়া যায় বলিয়া বোধ হইতে পারে।

সহজেই মনে হইতে পারে,—"তন্ত্রশাস্ত্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষলাভের পথ

দেখাইয়া দেন, কিন্তু জাতিগত উৎকর্ষলাভের কোন পথ নির্দ্দেশ করেন না। তান্ত্রিক সাধক বীরপুরুষ বুদ্ধিমান পুরুষ এবং ধর্ম্মশীল পুরুষ হইতে পারেন। প্রকৃতরূপে তান্ত্রিক সাধন করিলে মনুষ্যকে অবশ্যই তাদৃশ পুরুষ হইতে হইবে। কিন্তু সমাজের উন্নতির পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্র হইতে কোন পাকা উপদেশ পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। তন্ত্র মৌনী হইতে, চিন্তাশীল হইতে, মন্ত্রগুপ্তি করিতে, ইন্দ্রিয় সংযম করিতে শিখাইবেন, কিন্তু বাগ্মী হইতে, অন্যকে আপনার পক্ষে আনিতে, নিজ মন্ত্রে অন্যকে দীক্ষিত করিতে, দলবন্ধন করিতে শিখাইবেন না। তন্ত্র সমাজবন্ধন শিথিল করিতে পারিবেন, খাদ্যাখাদ্য বিচারে খুঁটিনাটীর বাড়াবাড়ির বাহির করিতে পারিবেন, ধর্ম্মের অনুষ্ঠানভাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইতে পারিবেন, অভেদ জ্ঞান বিস্তৃত এবং বদ্ধমূল করিয়া প্রণয়স্রোত বর্দ্ধমান করিতে পারিবেন, কিন্তু জাতীয় ভাব জন্মাইতে পারিবেন না।”

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র যে অপর সকল শাস্ত্র অপেক্ষা অধুনাতন তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তন্ত্রশাস্ত্র যে বৌদ্ধবাদ প্রবর্ত্তনের অনেক পরবর্ত্তী তাহাও নিঃসন্দেহ। তন্ত্রশাস্ত্র যে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের পরে প্রবল হইয়াছে তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। এমত অবস্থায় সমুদ্ভূত হইয়াও তন্ত্রশাস্ত্রে জাতীয় ভাবের সুস্পষ্ট সমুদ্রেক দৃষ্ট হয় না কেন? ও ভাবটী ত ভারতবর্ষ দেশের অনুপযোগী ভাব নয়!—ঐ ভাবের যে চিহ্ন সকল আজি কালি দেখা দিতেছে সেগুলি ত শুদ্ধ বিদেশীয় ভাবের অনুকৃত মাত্র নয়!

সুতরাং সাক্ষাৎসম্বন্ধে তন্ত্রে জাতীয় ভাব উত্তেজনার তেমন কোন চিহ্ন না থাকিলেও উহার অনুযায়ী শিক্ষা অনেকাংশে বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্যই উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই। অতএব জাতীয় ভাব বৃদ্ধির নিমিত্ত সাক্ষাৎ কোন চেষ্টা না করিয়া তন্ত্রের প্রদর্শিত পথে বিনা আস্ফালনে এবং বিনা আড়ম্বরে অল্পে অল্পে পাদ সঞ্চারণ করিয়া দেখিলে হয় যে ফল কি হয়। শরীর শক্ত এবং দৃঢ় কর, বুদ্ধি প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধান করুক, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলবান হইয়া উঠুক। ঢাক বাজান ছাড়, মৌনাবলম্বন শিক্ষা কর, আর তন্ত্রশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক “গুরু” স্বীকার করিয়া গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে ভক্তি করিতে এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে আরম্ভ কর। কিছুতেই “গুরু” ত্যাগী না হইয়া দেখ—কি হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

তন্ত্রের কথা।

(১)

গুরু।

তন্ত্রশাস্ত্রে "গুরু" শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। 'গ" অক্ষর "সর্ব্বসিদ্ধি," "র" অক্ষর "পাপধ্বংস" এবং "উ" অক্ষর "শিব" বুঝায়। অতএব "গুরু" শব্দের তাৎপর্য্য সিদ্ধিদাতা এবং পাপধ্বংসকারী শিব। তন্ত্রের মতে শিবই প্রকৃত গুরু। শিবের অধিষ্ঠান সর্ব্বত্র। তিনি জগদ্ব্যাপক ও জগন্ময়। পক্ষান্তরে এই নরদেহটীও সমুদয় জগন্মণ্ডলের প্রতিরূপস্বরূপ। সুতরাং নরদেহেও সর্ব্বময় শিবের অধিষ্ঠান। তন্ত্রশাস্ত্রে এই দেহের একটী স্থল শিবের বিশেষরূপে অধিষ্ঠানভূত বলিয়া চিন্তা করিবার আদেশ আছে। স্থানটি দ্বিদল অক্ষিদ্বয়সম্ভূত একটি কল্পিত পদ্ম, অর্থাৎ মস্তিষ্কের পুরোভাগ। বিশিষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন হইলে ঐ স্থলেরই স্নায়ুমণ্ডল সমধিক পরিচালিত হয়। চিন্তাকারীর সেই ভাগের পেশীগুলিও যে সঙ্কুচিত হইয়া যায় তাহা সকলেই দেখিতে পায়। তাদৃশ চিন্তা করিতে থাকিলে শিরোদেশের ঐ ভাগের ক্লান্তির অনুভব হয়। অতএব ঐটী যে বুদ্ধিবৃত্তির অধিষ্ঠানস্থল তাহা ভূয়োদর্শন ও অভিনিবেশ দ্বারা সহজেই সকলের অনুভূত হইয়া থাকে। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার প্রয়োগ এবং পরীক্ষাবিধান দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে, মস্তিষ্কের পুরোভাগের দ্বারাই বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য সমুদয় সাক্ষাৎরূপে সম্পন্ন হয়। অতএব প্রাচীন আর্য্যপণ্ডিতেরা তাঁহাদিগের বর্ণনা প্রণালীর অনুসারে মস্তিষ্কের যে অংশটীকে শিবের অধিষ্ঠিত বলিয়াছেন, তাহাই যে নব্যবিজ্ঞান অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যস্থল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অতএব পরমগুরু শিবের যে প্রকার অধিষ্ঠানস্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত হয় যে পরমগুরুর আশ্রয় গ্রহণ এবং স্বাবলম্বন একই কথা। গুরু সম্বন্ধীয় প্রকৃত তথ্য এই। এই তথ্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকলেরই

স্বীকৃত হইয়া আছে। কিন্তু তথ্যের অবিষ্কার বা জ্ঞানলাভ হইলেই ফল হয় না। মানুষকে কাজ করিতে হয়। এই জন্য কোন তথ্যের আবিষ্কার হইলে তাহা কিরূপে কাজে লাগিবে তাহা বুঝিবার এবং তাহা বুঝিয়া কাজ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠান-প্রণালী জন্মে। অনুষ্ঠানপ্রণালী কতক স্বত উদ্ভূত, আর কতক শাস্ত্রের উপদিষ্ট। গুরু সম্বন্ধীয় তথ্যের স্বত উদ্ভূত অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রোপদিষ্ট অনুষ্ঠান যেরূপ যেরূপ হয় তাহার স্থূলস্থূল কথা পরে বলা যাইবে।

---

(২)

সাধন প্রকরণ।

সাধন প্রকরণ অতি বিস্তৃত ব্যাপার। কিন্তু সকল প্রকার সাধনের উদ্দেশ্য রিপু দমন এবং ইচ্ছাবৃত্তির বলবৃদ্ধি। রিপুদিগের মধ্যে ভয়, লোভ, কাম, ক্রোধ অতি প্রবল। উহাদিগের সমক্ষে বুদ্ধি কার্য্যকারিণী হয় না এবং ইচ্ছা অন্যবিধ থাকিলেও রিপুদিগের প্রভাববশতঃ কলুষিত হইয়া বিপথগামিনী হয়। কিন্তু যে চারিটী রিপুর উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে ক্রোধ ভয়ের এবং লোভ কামের অঙ্গ। লোভ এবং ক্রোধ ইহারা সাধারণতঃ কার্য্যের উত্তেজক, কার্য্যের নিবারক নহে। ভয়টী কার্য্যের ব্যাঘাতক।

তন্ত্র মতে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি—এই তিনের মধ্যে ক্রিয়াশক্তি সকলের প্রধান। তন্ত্রশাস্ত্র ক্রিয়ার লোপ করিতে চায় না। এই জন্য কাম, ক্রোধ এবং লোভ জয়ের অপেক্ষা ভয়ের জয়কেই বিশেষরূপে অভ্যস্ত করিতে বলে। 'নিঃশঙ্ক' 'নির্ভীক' 'ভয়হর' এবম্বিধ শব্দ তন্ত্রশাস্ত্রের সর্ব্বস্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'ভয়' বিনাশের উপায় বীরসাধনের অন্তর্ভুক্ত। বীরসাধন প্রধানতঃ (১) শবসাধন (২) চিতাসাধন (৩) পঞ্চমুণ্ডী সাধন। এই সকল সাধনই মহানিশায় জনশূন্যস্থানে একাকী মৃতদেহ বা সাক্ষাৎ মৃত্যুসূচক পদার্থ-সংস্পৃষ্ট হইয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়। সকল ভয়েরই মূল মৃত্যুভয়। সংসর্গে সকল ভয়েরই লাঘব হয়। বীরসাধনে মৃত্যুর সহিত পুনঃ পুনঃ সম্যক্ সংসর্গ হওয়াতে এই সাধনের দ্বারা মৃত্যুভয় লঘু হইয়া আইসে। বীরসাধনের মূল তাৎপর্য্য এই। পুস্তকে বীরসাধনের অনেক ফলশ্রুতি আছে। কিন্তু গুরূপদেশের অভাবে ঐ সকল অর্থবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য আর বোধগম্য হয় না এবং ব্যাপারটী কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্র হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু তাহা হইলেও আমি স্বচক্ষে বীরসাধনকারী কয়েকজনকে দেখিয়াছি —তাঁহাদিগের মধ্যে একজন উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় ফলশ্রুতি হইতেই ইঁহার বীরসাধনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। অপর সকলকেই নির্ভীক নিঃশঙ্ক-হৃদয় বলিয়া বোধ হইতেছে। ইঁহারা রাত্রিকালে একাকী সর্ব্বস্থলে যাইতে পারিতেন; নৌকারোহণে যাইতে যাইতে প্রবল ঝটিকা উঠিলে বিকল-চিত্ত হইতেন না; অতি প্রিয়তম কাহার পীড়া হইলেও হাত পা হারার ন্যায় উদ্বেগে বিহ্বল হইতেন না। এ গুলি তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত বীরসাধনেরই অবশ্যম্ভাবি শুভ ফল বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়া আছে। ঐ সকল ব্যক্তির ক্রোধও তাঁহাদিগের অনায়ত্ত ছিল না, তাঁহারা মনে করিলেই ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারিতেন, তখনই ক্রোধের দমন করিতে পারিতেন। কামজয়ের ব্যবস্থাও তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইহাকে লতাসাধন বলে। লতাসাধনের প্রকৃত পদ্ধতি বিলুপ্তপ্রায় হওয়াতে অনেক প্রকার অযথাচার ব্যাপারের প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গুরুসন্নিধানে উপদেশলাভ করিয়া যাঁহারা এই অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যে সত্য সত্যই কামজয় করিয়া "স্মরহরসমান ক্ষিতিতলে" হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। যেমন মৃত্যুসংসর্গে মৃত্যুভয়ের জয়ের বিধান, তেমনি কামিনী সংসর্গেই কামজয়ের বিধান সৃষ্ট হইয়াছে।

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কয়েকব্যক্তি কোন মহাপীঠে মন্ত্র জপ করিতে-ছেন, এমত সময়ে একটা পর্ব্বের উপলক্ষে অনেক স্ত্রীলোক সেই পীঠস্থলে সমাগত হইল। তাহারা স্থানাভাবে ক্রমে ক্রমে ঐ জপকারীদিগের সমক্ষে তাহাদের শরীরে ঠেস দিয়া বসিল—হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল—কিন্তু তদ্দ্বারা জপকারীদিগের জপের কোন ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল বোধ হইল না। আমার বোধ হইল ইঁহারা লতাসাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তাদৃশ বিকারের হেতুসত্ত্বেও ইঁহাদের চিত্তবিকার জন্মে নাই।

(৩)

আসন।

"যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং।"

তান্ত্রিকদিগের অনুষ্ঠেয় কোন কার্য্যই পূজার বহির্ভূত নয়। পূজা ভিন্ন তাঁহারা কোন কাজই করেন না। তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে শরীরই অভীষ্ট দেবতার

মন্দির। সুতরাং এই মন্দির দৃঢ় শুচি এবং যথাযথ রাখিবার জন্য যে যত্ন করা তাহা পূজারই অঙ্গ। ঠাকুরের ঘর ঝাঁট্‌পাট্ দেওয়া, তাহা ধোয়া মাজা, তাহার উচিতরূপ সংস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম—না করিলে প্রত্যবায় আছে। 'আসন' এই সকল কার্য্যের মুখভাগ। 'আসন' করা না হইলে সামান্য বাহ্য-পূজাতেও অধিকার জন্মে না। স্নানাদি যে সকল অপর আহ্নকৃত্য আছে, তাহার কোন না কোন অনুকল্প হইতে পারে। অর্থাৎ যদি কোন দিন কোন কারণে জলে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে না পারে, মন্ত্রবিশেষের দ্বারা কথঞ্চিৎ সে কাজ চলিতে পারে। কিন্তু 'আসন' না করিলে কোনরূপেই চলে না। আসনের পরিবর্ত্তে মন্ত্রাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা নাই।

তন্ত্রশাস্ত্রে যে কি জন্য 'আসনের' কোন অনুকল্প নির্দ্দিষ্ট হয় নাই—তাহা আসনের প্রকৃতি বুঝিলেই অতি সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। 'আসন' প্রকৃত-প্রস্তাবে ব্যায়াম মাত্র। শারীরিক ব্যায়ামে মাংসপেশী সমস্তের দৃঢ়তা এবং পটুতা সাধন হয়; তন্ত্রশাস্ত্রের আসন প্রকরণে অবিকল সেই ফলই ফলে। যিনি বেদিয়াদিগের বা ইংরাজী সার্কাসের বাজী দেখিয়াছেন, তিনি যদি তন্ত্র-শাস্ত্র শুনেন, তবে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবেন যে, 'বীরাসন' 'বদ্ধ পদ্মাসন' 'ময়ূরাসন' 'বৃক্ষাসন' 'গরুড়াসন' প্রভৃতি আসন সমস্ত ব্যায়ামকার্য্যেরই বিশেষ বিশেষ অঙ্গ। তিনি জানিতে পারিবেন যে, 'বীরাসন' 'পদ্মাসন' এবং 'গরুড়া-সন' বেদিয়াদিগের 'নোটন্-পায়রা' খেলার এবং ইংরাজদিগের "বল অব্ রবর" হওয়ার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার। 'বৃক্ষাসন'ও বেদিয়াদিগের দ্বারা এবং সারকসের অনেক বাজীতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ঐ আসনে মাথা ভূমিতে রাখিয়া ঋজুভাবে পদদ্বয় উর্দ্ধে রাখিতে হয়—কখন কখন মাথাও ভূমি হইতে উন্নত করিয়া দুই হাতের উপর মাত্র ভর দিয়া পা উচ্চ করিয়া থাকিতে হয়।

পাঠক এক্ষণে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, কি জন্য 'আসনের' অনুকল্প হয় না। 'আসন' ব্যাপারটী 'কুস্তি'। কুস্তির বদল কিছুতেই হইবার যো নাই। তবে আতুর অক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই নিষিদ্ধ মাত্র। তান্ত্রিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিবেন যে, 'আসন' গুলি উদ্ভিদ্ পশ্বাদির অনুরূপতা বই ত নয়—জ্ঞানময় মন্ত্র তাহাদিগের অপেক্ষা উচ্চতর। উচ্চতর পদার্থ অধস্তন পদা-র্থের অনুকল্প বা প্রতিভূ হইতে পারে না। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য শরীরে খনিজ, উদ্ভিদ, এবং পাশব প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম নিহিত আছে। ঐ সকল ধর্ম্ম সেই শরীরের ভিত্তিমূল; এবং সেই ভিত্তিমূলের দৃঢ়তাসাধন এবং

সংস্করণই 'আসন' প্রকরণের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহা উর্দ্ধতন মনুষ্য প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত কোন জ্ঞানময় ব্যাপারের দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। বাটীর বুনিয়াদ বা একতালার মেরামত উপরের দু-তালার বা তে-তালার কোনরূপ মেরামতে নির্ব্বাহ হয় না।

আসন সম্বন্ধে আর একটী নিয়ম আছে। সে নিয়ম এই যে, একই প্রকার আসনে চিরকাল চলে না। একটী আসন অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর একটী করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলগুলি করিতে হয়। আসন প্রকরণে যে এ প্রকার নিয়মের প্রয়োজন, তাহার কারণ বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শরীরস্থ সকল পেশীরই দৃঢ়তা সাধন চাই। একপ্রকার আসনে কতকগুলি অঙ্গেরই পেশী দৃঢ় হইল, সুতরাং অপর পেশীর ব্যায়ামসাধনের নিমিত্ত আসনান্তর আবশ্যক।

আর একটী ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আসন করিতে হয়। 'পদ্মাসন' প্রাতে, 'ময়ূরাসন' 'গরুড়াসন' সায়াহ্নে, 'বৃক্ষাসন' মহানিশায়। এরূপ ব্যবস্থার কারণ প্রধানতঃ এই বুঝা যায় যে, কোন আসন অর্থাৎ 'ব্যায়াম' শিক্ষিত হইয়া গেলে তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিলে চলে না—চিরকাল সকল প্রকার ব্যায়ামের অভ্যাস রাখিতে হয়। যেমন কুস্তিতে 'ওঠ বইস্' 'ডন' 'মুগুরভাঁজা' প্রভৃতি ব্যাপার ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া শিখা উচিত এবং সকলগুলিরই চর্চ্চা রাখা আবশ্যক, 'আসন' কাণ্ডেও তাহাই। কিন্তু যদি সকল প্রকার আসনেরই অভ্যাস রাখা উল্লিখিত নিয়মের প্রকৃত তাৎপর্য্য হয়, তবে দূরতর করিয়া তাহাদিগের সময় ভেদ করিবার প্রয়োজন কি? উপর্য্যুপরি প্রাতে সায়াহ্নে এবং মধ্যরাত্রিতে সকল প্রকার আসনই করিতে হইবে এই বিধি করিলেই ত হইত। এই কোটির সিদ্ধান্ত তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। শিক্ষা গ্রহণ করাইতে হইলে অভ্যাস করাইতে হয়। অভ্যাসের নিমিত্ত কালাত্যয় আবশ্যক। কোন অভ্যাসকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিতে হইলে তাহার সত্বর পরিবর্ত্তনে অনেক প্রকার দোষ জন্মিয়া যায়।

(৪)

মুদ্রা।

যে মূল কারণ হইতে জীবদেহের কোন বিশেষ সৌষ্ঠব জন্মে সেই সৌষ্ঠবের সম্বর্দ্ধন এবং কার্য্যকারিতার অভ্যাসে সেই মূল কারণেরও প্রাবল্য দর্শে।

এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই বাহ্যপূজার অঙ্গীভূত জপপ্রণালীতে কর ধরিবার ব্যবস্থা যে কি জন্য হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্যদেহ যে যে লক্ষণে অপরাপর জীবদেহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহার মধ্যে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যে অপর সকল অঙ্গুলির সর্ব্বস্থান স্পর্শ করিতে পারে এই লক্ষণটী অতি প্রধান। উহাই শিল্প প্রণালীর নিদানভূত। শিল্পকার্য্য বাহ্যপূজার প্রকারভেদ মাত্র। বিশেষ বিশেষ শিল্পকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলির বিশেস বিশেষ সমাবেশ হয়। 'কর ধরিয়া' জপ করিতে গেলে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলাদির সম্যক্ সমাবেশ হইয়া থাকে।

কিন্তু শুদ্ধ তাহাই নয়। কর ধরিয়া জপ করিবার সময় শরীর উন্নত এবং ঋজু রাখিবার বিধি আছে। শরীর উন্নত এবং ঋজুভাবে রক্ষা করা মানুষের ধর্ম্ম, অন্য কোন জীবের নয়। এই বিধিরও উদ্দেশ্য শরীরের সেই ভাবের অভ্যাস এবং সম্বর্দ্ধন—যে ভাব বহু জন্মজন্মান্তরে মনুষ্য শরীরেই বর্ত্তিয়া গিয়াছে। কি কি গুণের প্রাদুর্ভাবে মনুষ্যশরীরের ঐ ঋজু এবং উন্নতভাব জন্মিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে দেহে ঐ ভাবের সম্বর্দ্ধন হয়, সেই দেহে ঐ সকল গুণ বজায় থাকিবে, এবং তাহাদিগের আধিক্য জন্মিবে ইহা সংস্কৃত শিক্ষাশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ কথা।

ইংরাজীশাস্ত্রজ্ঞ যুবাদিগকে এই সূত্রটী বুঝাইবার নিমিত্ত এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে কোমত্ তাঁহার প্রণীত কোন গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দয়াবৃত্তির উত্তেজন এবং পোষাণার্থে দরিদ্রদিগের কর্ত্তব্য যে. তাহারা প্রত্যহ 'উপুড়-হস্ত' করিবার মুদ্রাটী অভ্যাস করে; অর্থাৎ যেন কিছু হাতে করিয়া লইয়া কাহাকে কিছু দিতেছে এইরূপ শরীরভঙ্গী করে। কোমত্ বলেন যে, ঐ মুদ্রার প্রয়োগে মাংসপেশীদিগের এবং তৎসহ স্নায়ুসমষ্টির তথাবৎ সঞ্চালন হইয়া মস্তিষ্কে দয়াবৃত্তির উত্তেজন করিয়া দেয়। অতএব কোমত্ জানিতেন যে দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া স্নায়ুদিগের যেরূপে উত্তেজিত করে এবং সেই স্নায়ুরা মাংসপেশীদিগকে উত্তেজিত করিয়া যে প্রকারে কার্য্য করায় সেই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ তথাবৎ মাংসপেশীর সঞ্চালন হইলে স্নায়ুদিগেরও সঞ্চালন হইয়া মস্তিষ্কে দয়াবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিতে পারে।

অতএব "ঋজু এবং উন্নতভাবে শরীর রাখিয়া কর ধরিয়া জপ করা" নিতান্ত অল্প শিক্ষা নহে। উহা দ্বারা মনুষ্যদেহের প্রকৃতভাব রক্ষা হওয়াতে সাধারণতঃ মনুষ্যত্বের সম্বর্দ্ধন হয় এবং শিল্পকার্য্যের অভ্যাসে মনুষ্যত্বের যে ভাগ লাগে তাহারও বিশিষ্টরূপ উত্তেজন হয়।

এই পর্য্যন্ত স্থির হইলেই তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতির মধ্যে যে 'মুদ্রা' প্রকরণ

বাহ্যপূজার অঙ্গীভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর অঙ্গ-ভঙ্গীমাত্র বলিয়া বোধ হইবে না। প্রত্যুত বাহ্যপূজার মুদ্রা প্রয়োগের অবশ্য প্রয়োজনীয়তাই সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। মুদ্রা অনেক প্রকার। সে সকলের নাম প্রকৃতি এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা তন্ত্রশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য এবং গুরুমুখে শ্রোতব্য। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, প্রচলিত 'মুদ্রা' গুলির অধিকাংশই অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলিদিগের বিশেষ বিশেষ বিন্যাস; এবং অপ্রচলিত অনেকগুলি যাহাতে অপরাপর অঙ্গের বিভিন্নরূপ বিন্যাসের প্রয়োজন হয় সেগুলি 'আসন' প্রকরণের অন্তর্ভূত।

আর একটী কথা বলিলেই এই প্রকরণের শেষ হয়। মুদ্রা প্রয়োগের অভ্যাস দৃঢ় হইলে পীড়া অল্প হয়, প্রায়ই হয় না এবং যদি হয় তাহার উপশম অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে। তন্ত্রশাস্ত্রের এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন প্রকৃত যুক্তি দেখা যায় না। প্রত্যুত, শুনা যাইতেছে আজি কালি ইউরোপ-খণ্ডের মধ্যেও এইরূপ একটী মতবাদ প্রকাশোন্মুখ হইয়াছে, কোন কোন ইউরোপীয় চিকিৎসক আলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি প্রভৃতি সকল প্রকার প্যাথির অপেক্ষা এই ব্যবস্থাই উৎকৃষ্টতর বলিয়া ব্যাখ্যা করি-তেছেন। তাঁহারা বলেন রোগ বিশেষে শরীরের বিশেষরূপ সংস্থান এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশেষরূপ সঞ্চালন করিলে রোগের আশু প্রতীকার হইয়া থাকে, ঔষধাদি সেবনের প্রয়োজন হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রও সাধকদিগের পক্ষে অবিকল তাহাই বলিয়াছেন এবং যাহারা আসন মুদ্রাদি সাধন করে না কেবল তাহা-দিগেরই নিমিত্ত ঔষধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন।

(৫)

হঠযোগ।

যোগ বলিলে একটী অতি উচ্চ ভাবই বুঝায়,—সর্ব্বময় ঈশ্বরের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার সম্মিলনসাধন বুঝায়। কিন্তু এই বাহ্যপূজা প্রকরণে সে 'সমাধিযোগের' কোন কথা বলা হইতেছে না। সে যোগের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহা হইতে বহুদূরবর্ত্তী যে শরীরসাধন ব্যাপারকে কোন কোন স্থলে 'যোগ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, সেই 'হঠযোগের' কথাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহাও যথেষ্ট সংযম ও মনোযোগ ও যত্নসাপেক্ষ। 'হঠযোগ'

অতি অসামান্য বস্তু। আমার বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন দেশে এই বিষয়ের প্রকৃতভাব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয় নাই। ভাবটী এই ;—"যেমন ব্যায়ামচর্চ্চা অর্থাৎ আসনাদিদ্বারা শরীরের বাহ্যপেশী সমস্তকে দৃঢ় এবং সবল করিতে হয়, সেইরূপ অন্তস্ত্বক্‌ এবং পেশীসমস্তকে দৃঢ় এবং সবল করা উচিত এবং তাহা করা যাইতে পারে।" বাস্তবিক অন্তস্ত্বক এবং পেশীদিগের ব্যায়াম সাধনের নামই 'হঠযোগ'। 'হঠযোগ' অনেক প্রকার। তন্মধ্যে 'নেতী' 'ধৌতী' এবং 'বস্তী'র নাম অনেকে শুনিয়াছেন, এবং কেহ কেহ উহাদিগের অনুষ্ঠানও স্ব স্ব চক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। 'নেতী'র অনুষ্ঠান নাসিকা দ্বারা জলশোষণ করিয়া সেই জল মুখবিবর দ্বারা নির্গত করা 'ধৌতী'র অনুষ্ঠান জলপান করিয়া তাহা উদর হইতে পুনর্ব্বার উদ্গীর্ণ করা। 'বস্তী'র অনুষ্ঠান জলের উপর বসিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া জল তুলিয়া লইয়া ক্ষণকাল বিলম্বে সেই জল ঐ দ্বার দিয়া পরিত্যাগ করা। এই ত্রিবিধ অনুষ্ঠানই লোকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এক্ষণে 'নেতী' ধৌতী' করিতে জানেন যদিও এমন লোক দুই একজন দেখিতে পাওয়া যায়—"বস্তী" করিতে পারেন এমত ব্যক্তি নিতান্তই বিরল। যাঁহারা এই ত্রিবিধ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরভাগ প্রত্যহ সুচারুরূপে ধৌত করিয়া ফেলিতে পারিবেন, তাঁহারা যে অবশ্যই শ্লেষ্মা, অজীর্ণ এবং উদরাময়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবেন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু 'হঠযোগ' ঐ ত্রিবিধ অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত নহে। হঠযোগ মনুষ্য শরীরের যাবতীয় অনৈচ্ছিক পেশীকে ইচ্ছাবৃত্তির বশীভূত করিতে চায়। ইংরাজী-বিজ্ঞানশিক্ষিত সকলেই জানেন যে, শরীরে দুই প্রকার পেশী আছে। এক প্রকার পেশী জীবের ইচ্ছাধীন হইয়া কার্য্য করে—যেমন হাতের, পায়ের, চক্ষুর এবং অন্যান্য অঙ্গের পেশী। আর এক প্রকার পেশী ইচ্ছার অধীন নহে ; ইচ্ছা না করিলেও তাহারা আপনাপন কার্য্য করিতে থাকে, যেমন হৃৎপিণ্ডের এবং ফুস্‌ফুসের পেশী ; অথবা ইচ্ছা করিলেও কোন কাজ করে না, যেমন কাণের পাতার পেশী। হঠযোগ ঐ সকল অনৈচ্ছিক পেশীকে ইচ্ছাবৃত্তির আয়ত্তাধীন করিবার নিমিত্ত যত্ন করে। "এ কার্য্য অস্বাভাবিক—এ কার্য্য অসাধ্য" যদি এরূপ বলিয়া কেহ নিবৃত্তি করিতে যান হঠযোগ সে কথা শুনে না।—বলে, "কি স্বাভাবিক আর কি অস্বাভাবিক তাহার কোন ঠিকানাই নাই; যতক্ষণ যাহা না হয়, ততক্ষণই তাহা অস্বাভাবিক—একবার হইয়া উঠিলে আর তাহা অস্বাভাবিক থাকে না।" যদি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের স্বাদগ্রাহী কেহ বলেন

যে, "ঐচ্ছিক পেশীগুলিতে যে সকল স্নায়ু আছে, তাহা ঊর্দ্ধভাগে বৃহন্মস্তিষ্কে পরিণত সুতরাং ইচ্ছাবৃত্তির বশীভূত, আর অনৈচ্ছিক পেশী নিহিত স্নায়ুগুলির মূল পশ্চাদ্ভাগে দীর্ঘীভূত মস্তিষ্কে সেখানে ইচ্ছাবৃত্তির কার্য্যকারিতা নাই"— হঠযোগ এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতিও দৃক্‌পাত করে না। বলে, "অনৈচ্ছিক পেশীর স্নায়ু দীর্ঘীভূত মস্তিষ্কে যাইবার পূর্ব্বে বৃহন্মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া যায় তবে কেন ইচ্ছাবৃত্তির বশে আসিবে না?—চেষ্টা করিতে করিতে নূতন স্নায়ুরও সৃষ্টি হইতে পারে; এই জন্মেই না হউক, জন্মান্তরেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে,—পুরুষানুক্রমিক চেষ্টায় কতক ফল অবশ্যই পাওয়া যাইবে—কিন্তু চেষ্টা না করিলে ত কখনই হইবে না।" এই সুদৃঢ় অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া হঠযোগ হৃৎপিণ্ডের এবং ফুস্ ফুসের অনৈচ্ছিক পেশীকে ঐচ্ছিক পেশী করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পায়। এই প্রয়াসের নাম 'প্রাণায়াম' 'কুম্ভক' 'সমাধি'। এই অধ্যবসায়ের প্রতি নির্ভর করিয়া 'হঠযোগ' পশ্বাদি সাধন ব্যাপারেও প্রবৃত্ত হয়। বলে, "মনুষ্যশরীরে পশ্বাদি শরীরের অনেকানেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে—পশুদিগের অপেক্ষা মানুষ অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াও কোন কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—তাহা কেন হইতে দিব? সম্যক্‌রূপে মনুষ্যত্বের রক্ষা করিব এবং পশুদিগের ঐ উৎকৃষ্টগুণগুলিও পুনর্ব্বার আপনাদিগের আয়ত্ত করিব। যদি তাহাই না পারি, তবে মনুষ্য বুদ্ধিতে কার্য্য কারণ জ্ঞান কি জন্য উদ্ভূত হইল—মনুষ্যের ইচ্ছাবৃত্তিই বা কেন বলবতী হইয়া অপর সকল বৃত্তিকে আপনার আয়ত্ত করিতে সক্ষমা হইল? যদি পশুসিদ্ধিই অসাধ্য হয়, তবে ঈশ্বর সিদ্ধি কিরূপে সাধ্যায়ত্ত হইবে?" হঠযোগের মূল কথা এই— "মানুষকে বড় হইতে হইবে, সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে হইবে, কিন্তু তাহা কি পূর্ব্বার্জ্জিত গুণের লোপ করিয়া হইতে পারে, না সে সমুদয়ের রক্ষা এবং নূতন গুণের উপার্জ্জন করিয়া হইতে পারে? যদি প্রথম প্রণালীতে না হয় এবং দ্বিতীয় প্রণালীতেই কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হয়, তবে দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলা উচিত, এবং পশুদিগের মধ্যে যে সকল গুণ আছে মনুষ্যের নাই—সে গুণ গুলি অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাওয়া উচিত।—চেষ্টার অসাধ্য ত কিছুই নাই!" হঠযোগের এই যুক্তিমূলক যে অনুষ্ঠানপরম্পরা তাহার নাম "পশ্বাদিসাধন"।

পাঠক একটু মনোযোগপূর্ব্বক হঠযোগের অধ্যবসায়টীর প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। তাহা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে শাস্ত্র হইতে এই হঠযোগ

প্রসূত সে তন্ত্রশাস্ত্র কেমন উন্নতিশীল পদার্থ।

---

(৬)

পশ্বাদি সাধন।

অনেকানেক পশুর শরীরে এমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, যাহার যৎসামান্য চিহ্ন মাত্র নর শরীরে দৃষ্ট হয়। এরূপ হইবার কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞান-বিদেরা বলেন যে, অবস্থাভেদে যে জীবের যে অঙ্গের ব্যবহার অধিক হয়, সেই অঙ্গ সবল হইয়া থাকে—আর যে অঙ্গের ব্যবহার অল্প হয়, সে অঙ্গ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যাহার ব্যবহার অধিক, তাহার সম্বর্দ্ধন এবং পোষণ, যাহার ব্যবহার অল্প, তাহার দৌর্ব্বল্য এবং ক্ষয় ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। এই নিয়ম জানিয়া মানুষের কর্ত্তব্য কি? কোন "গুণই" ত বিনষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত সঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগের সকলকেই জীবৎ বলবান এবং কার্য্যক্ষম রাখা মানুষের কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সকল জীবদেহের গুণ মনুষ্যদেহে আবির্ভূত করিবার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ মানুষের শরীর এমন হইবে যে, হস্তীর বা গণ্ডারের দেহের ন্যায় ইহা শীত বাত তপনক্লেশসহিষ্ণু হইবে, বানরের ন্যায় ইহা দীর্ঘ লম্ফ প্রদান ও স্বল্পাবলম্বনে অবস্থান করিতে পারিবে ভেকের ন্যায় ইহা প্লুতগতিসমর্থ হইবে, পক্ষীর ন্যায় আকাশপথে উড্ডীন হইতে পারিবে, মৎস্যের ন্যায় জলমধ্যে বিচরণ করিবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-বিদেরা বলেন যে, মানুষের ঐরূপ ক্ষমতা আর তাহার শারীরিক কোন পরিবর্ত্তের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। মানুষ ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিজীবী হইয়াছে। মানুষের এখন যাহা কিছু করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা বুদ্ধিবল প্রয়োগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাই হইবে। মানুষ উড়িবে, কিন্তু বেলুন যন্ত্রের যোগে, নিজ শরীর হইতে পাখা বাহির করিয়া নয়; মানুষ জলতলে বিচরণ করিবে, কিন্তু ডাইবিং বেলের সহায়তায়, আপনার দেহভাগ হইতে স্বতন্ত্র কানক বাহির করিয়া নয়। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কথাই যে সফল হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তান্ত্রিক 'হঠযোগ' শরীরকোষ হইতেই ঐ সকল অঙ্গের সৃষ্টি বা তাদৃশ অঙ্গের কার্য্যক্ষম অন্যবিধ কোন গুণ জন্মাইতে চায়।

এই বিষয়ে হঠযোগের বিচারপ্রণালী কিরূপ, তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতেছে। বিড়াল ব্যাঘ্রাদি রাত্রিকালে যেমন পরিষ্কার দেখিতে

পায়—মানুষ তেমন পায় না। হঠযোগ বলে মানুষ সাধন করিলে, অর্থাৎ যথোচিত চেষ্টা করিলে ঐ শ্বাপদদিগের ন্যায় রাত্রিদৃষ্টি সম্পন্ন হইতে পারে। এ কথা যে অমূলক নয়, তাহা অনেকেই বলিতে পারেন। চৌকীদার প্রভৃতি যে সকল মানুষ রাত্রিতে অধিক চলা ফেরা করে, তাহারা অন্যের অপেক্ষা রাত্রিতে অধিক দেখিতে পায়। চক্ষুতে একটী গুণের আধিক্য হয়। উহাদিগের কণীনিকার দ্বার সমধিক পরিমাণে খুলে—সুতরাং অধিক আলোক গ্রহণ করিতে পারায় অন্ধকারেও স্পষ্ট দর্শন জন্মে। হঠযোগ বলে দ্রব্যগুণেও ঐরূপ হইতে পারে—কিন্তু দ্রব্যগুণের সাহায্য গ্রহণ অপেক্ষা সাধনের দ্বারা কোন কার্য্যে সিদ্ধ হওয়াই ভাল। বেলুনযোগে উড্ডীন হওয়া অপেক্ষা খেচরী-মুদ্রার প্রয়োগ সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট, ডাইবিং বেলের যোগে জলতলে বিচরণ করা অপেক্ষা কুম্ভকের সাহায্যে জলস্তম্ভ করা শ্রেয়ঃ।

এখন কথা এই—বেলুন, ডাইবিং বেল প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহাদিগের দ্বারা মানুষের প্রয়োজন সাধনও হইতেছে। কিন্তু খেচরী মুদ্রা এবং জলস্তম্ভন ব্যাপার ত কখন দেখা যায় নাই—কেবল কথাতেই শুনা হইয়াছে। কাহার কাহার বিচারে এই কথাতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যায়—আর দ্বিরুক্তির অবসর থাকে না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই ঐ কথাতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না। আরও অনেকগুলি কথা বাকী থাকে। প্রথম কথা এই—পুঁথির লেখা যে মিথ্যা হইবেই হইবে, ইহা কি স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে? দ্বিতীয় কথা এই যে, খেচরী মুদ্রা এবং কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিতে করিতে আকাশ গমন এবং জলতলে বিচরণ হউক বা নাই হউক, শরীরের অন্য কোন বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে না কি? আর তৃতীয় কথা এই, হঠযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা শরীরসাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, যন্ত্রাদি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগ করিতে কি কেহ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখে? যদি তাঁহারাও অন্যান্য বিজ্ঞানবিৎদিগের ন্যায় অবাধে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ বা শক্তির প্রয়োগ করিতে পারেন এমন হয় এবং হঠযোগের অনুষ্ঠানে উত্তমরূপ শরীরসাধন হইতে পারে নিশ্চিত হয়, তবে হঠযোগও কাহার অগ্রাহ্য পদার্থ না হইয়া সকলেরই বিশেষ সমাদরেরই বস্তু হইল। হঠযোগের পুস্তকোক্ত ফল সমস্ত যদিই অত্যুক্তি দূষিত হইয়া থাকে, তথাপি শরীরসাধনে উহার বিশিষ্ট উপকারিতা ত থাকিতে পারে।

গাছের ডালে পা আটকাইয়া মাথা নীচে করিয়া বাছড়ের মত ঝুলিতে

পারা, পদ্মাসনে বসিয়া বেঙ্গের মত লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতে পারা—জিহ্বাকে গো জিহ্বার ন্যায় দীর্ঘ করিয়া তদ্দ্বারা দাড়ি ছুঁইতে পারা—শৃগালের ন্যায় অন্ধকার রাত্রিতেও সুস্পষ্ট দর্শনশক্তি লাভ করা ইত্যাদি ইত্যাদি বহুপ্রকার পশুসাধন আছে। এগুলিকে পশুসাধন বলিতে ইচ্ছা না হয় বলিয়া কাজ নাই। ব্যায়ামচর্চ্চা এবং ইন্দ্রিয়সাধন বল। কিন্তু বস্তু একই হইবে, পৃথক্ হইবে না।

---

(৭)

জপপ্রণালী।

মনোবৃত্তি নিচয়ের শক্তিসম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আবশ্যক সে সমুদয় সাধনপ্রকরণের অন্তর্ভূত। সাধনের দুই অঙ্গ। এক, যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয়; অপর, যাহাতে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির তেজস্বিতা সম্পাদিত হয়। জপপ্রণালী প্রথমোক্ত অঙ্গের মুখভাগ। ইহা বাহ্যপূজা এবং সাধনের মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জপ কর ধরিয়া করিতে হয়, শরীর ঋজু এবং উন্নত ভাবে রাখিয়া করিতে হয়, নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া করিতে হয়, এবং অভীষ্ট দেবতার মূর্ত্তি মানসচক্ষে দেখিতে দেখিতে করিতে হয়। কর ধরিয়া এবং শরীর ঋজু এবং উন্নত ভাবে রাখিয়া কেন জপ করিতে হয়, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিবার কারণও সহজে বুঝা যাইতে পারে। দৃষ্টি ঐরূপ করিতে গেলেই চক্ষুর এমত অবস্থান হয় যাহাতে চক্ষুগোলক পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া আইসে। চক্ষুগোলকদ্বয়ের নিকটাবস্থান মনের একাগ্রতার এবং বুদ্ধির প্রবেশ-চেষ্টার বিশেষ ব্যঞ্জক। সুতরাং অক্ষিগোলকদ্বয়ের নিকটাবস্থানের অভ্যাসে মনের একাগ্রতা এবং বুদ্ধির প্রবেশ শক্তির বৃদ্ধি হইয়া উঠে। অতএব ইহাও এক প্রকার মুদ্রা এবং বাহ্য পূজার অঙ্গ।

কিন্তু, মনে মনে ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি স্থির ভাবে রাখিয়া ওষ্ঠে জপ করা, করে সেই জপের সংখ্যা নির্ণয় করা, নাসার অগ্রভাগে চক্ষুর দৃষ্টি স্থির রাখা এবং শরীর উন্নত এবং ঋজুভাবে রক্ষা করা, এই সকলগুলি কাজ এক সময়ে করিবার আদেশ আছে। এরূপ আদেশে কি বুঝা যায়? এই বুঝা যায় যে, মনুষ্য যে যে বিশিষ্ট শরীর লক্ষণে বিভূষিত শরীরের সেই সমস্ত লক্ষণ রক্ষা করিয়া জপের দ্বারা কাল এবং সংখ্যার জ্ঞান পরিস্ফুট করতঃ ধ্যানের দ্বারা

রূপ এবং আকারের স্থির চিন্তায় নিবিষ্ট হইতে হয়, এবং এই বিধির অনুযায়ী কার্য্য করিলেই "কাল""সংখ্যা"এবং "রূপ" এই তিন বিষয়ে মনের অভিনিবেশ আরম্ভ হইল। এই তিনটী বিষয় যে সমস্ত মানস ব্যাপারের ভিত্তি মূলস্বরূপ এবং সকল মানসব্যাপারই ঐ ত্রিবিধ জ্ঞান বিশিষ্ট থাকে একথা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। বস্তুতঃ জপ প্রণালীকে যে অন্তর পূজার প্রারম্ভ বলা যায় তাহার কারণ ইহার ধ্যানভাগের গুণে রূপের এবং আকারের স্মরণ শক্তি সম্বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু, বিশুদ্ধ মানসজপে সংখ্যা এবং কালকেও মানস ব্যাপারের আয়ত্ত করিয়া লয়। মানসজপে কর ধরিয়া জপের সংখ্যা রাখিতে হয় না। মনের মধ্যেই একটী বর্ণময়ী মালার সৃষ্টি করিয়া রাখিতে হয় এবং ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে সেই মনোময়ী মালার দ্বারা জপের সংখ্যা করিয়া যাইতে হয়। মানুষের মন কোন এক সময়ে একাধিক কার্য্যে নিবিষ্ট হইতে পারে কি না, এই কথা লইয়া প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন যে এক সময়ে একাধিক কার্য্যে নিবিষ্ট হওয়া মনুষ্য মনের অসাধ্য। কিন্তু তান্ত্রিকেরা এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন মানুষ চলিয়া যাইতে যাইতে কোন বিষয় ভাবিতে পারে, করে জপের সাংখ্যা রাখিতে রাখিতে ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান করিতে পারে, মুখে কথা বলিতে বলিতে মনে চিন্তা করিতে পারে। তাঁহারা বলেন, সাধন করিলে এক সময়ে দুই কাজ কেন, বহুসংখ্যক কাজ মনুষ্য মনে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। মনোময়ী মালার জপের সংখ্যা রাখিতে রাখিতে অবিচ্ছেদে ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করা অসাধ্য ব্যাপার নহে। প্রথমে কিছুদিন ধ্যানের ভঙ্গ হইতে থাকিবে, কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে আর কোন ব্যাঘাত হইবে না, দুই কার্য্যই অবাধে এক সময়ে চলিবে। তন্ত্রের মতে কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিলেই তাহার শিক্ষা হয় না, স্মৃতিতে তাহার ধারণা হইয়া গেলেও শিক্ষা হয় না, শিক্ষণীয় ব্যাপারটী যতক্ষণ অভ্যাসগুণে মনের অঙ্গীভূত না হইয়া যায় অর্থাৎ যতক্ষণ বিনা জ্ঞানকৃত মনোযোগেও উহার সাধন না হয় ততক্ষণ শিক্ষার পূর্ণতা জন্মে না। এই কথাটী অতি সার কথা এবং আজি কালিকার শিক্ষাপ্রণালী এই কথাটীর অনুযায়ী কার্য্য না করায় অনেকানেক স্থলে বিপথগামিনী হইতেছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানাচার্য্যেরা এক্ষণে বলিতেছেন মস্তিষ্কের সর্ব্বনিম্ন অর্থাৎ পঞ্চম ভাগে শিক্ষিত বিষয় সমস্ত সংস্কার-

রূপে নিহিত হয় এবং সেই ভাগের বলে মনুষ্যেরা বিনা মনঃসংযোগেও অভ্যস্ত কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই প্রকৃত তথ্যের অনুসারে যদি এখানকার শিক্ষাপ্রণালী আবার সংঘটিত হয় তবে তান্ত্রিক মতবাদের সমাদর হইলে হইতে পারে। সম্প্রতি সেরূপ হইবার কোন প্রত্যাশাই করা যায় না। এখন শিক্ষকেরা মনে করেন ছেলেদিগকে শিক্ষণীয় বিষয়টী বুঝাইতে পারিলেই হইল, ছেলেরাও মনে করে একবার বুঝিতে পারিলেই সব হইল। এ প্রণালীর শিক্ষায় মনের প্রকৃত শক্তির বড় একটা বৃদ্ধি হয় না। রাশি রাশি গ্রন্থের আলোচনা হয় মাত্র। কোম্‌ত রাশি রাশি গ্রন্থাধ্যয়নে দোষ দিয়াছেন বটে, কিন্তু নব্য শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই যে ঐ রাশি রাশি গ্রন্থ পড়িবার ব্যবস্থা এবং ব্যবহার জন্মিয়া গিয়াছে, সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই। ইউরোপে ঐ দোষ সারিয়া যাইবে কিন্তু আমাদের দেশীয় শিক্ষায় যে গুণ ছিল তাহা গিয়া যখন দোষ আসিল তখন তাহার সংশোধন হওয়া অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

---

(৮)

মানস পূজা।

মানস-পূজার ব্যাপারটী বাহ্যপূজা ব্যাপারেরই ছায়া। ইহার মধ্যে যে সকল ভাল ভাল কথা অছে, তাহা শুনিয়া ইংরাজী শিক্ষিত অনেকানেক যুবাও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হৃদয়রূপ পদ্মে ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান—নিজ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যে সঞ্চলন এবং তজ্জাত ধ্বনি তাহাই সে দেবতার সন্তোষকর নৃত্য গীত বাদ্য—ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিগুলি ৺দেবপূজার ফুল—কাম ক্রোধ প্রভৃতি দুষ্ট বৃত্তি সকল দেবপূজার বলি—মানসপূজার এই প্রকার অনেকানেক রূপক বর্ণনায় অতি সুন্দর কবিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি যে অতি পবিত্রভাব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

কিন্তু কবিত্ব তন্ত্রশাস্ত্রের সার পদার্থ নয়। এই মানস পূজার অভ্যাসে কোন্ কোন্ মানসিক শক্তি কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা না দেখিলে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হয় না। মানসপটে কল্পিত মূর্ত্তির জাজ্বল্যমান চিত্র প্রস্তুত করিবার শক্তি যে মানস-পূজার অভ্যাসে বিশিষ্টরূপেই উত্তেজিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। ধ্যানে যে কাজ হয়, মানসপূজায় তাহা অনেক বাড়িয়া থাকে। তদ্ভিন্ন একটী মহৎ তথ্যেরও জ্ঞান ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে।

ক্রমে এই ভাবের উদয় হয় যে, বাহ্য ব্যাপার এবং আন্তরিক ব্যাপার, ইহারা পরস্পর অভিন্ন—অন্যোন্যের প্রতিরূপ মাত্র। মানস-পূজার একটী প্রধান অঙ্গ ষট্‌চক্র ভেদ। এই ব্যাপারে অনেকটা বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত করিয়া রাখিতে হয়, পর্য্যায়ক্রমে একের পর এক তাহার পর এক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয় মানসচক্ষুর সমক্ষে আনিতে হয়, এবং সমুদয়টীর কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ বা অস্ফুট রাখিবার যো থাকে না। এই অভ্যাস অস্ফুটভাব গ্রহণের নিতান্ত বিরোধী। এবং সেই জন্য প্রকৃতশিক্ষাগ্রহণের অত্যন্ত উপযোগী। ষট্‌চক্রভেদ অভ্যস্ত হইলে আবছায়া মাত্র দেখিয়া আর তৃপ্ত হইবার পথ থাকে না—পরিষ্কাররূপে কিছু দেখিতে না পাইলে মনের কষ্টানুভব হয় এবং সেই কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে ষট্‌চক্রভেদ সাধন করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রম অর্থাৎ কার্য্যকারণ সম্বন্ধটী অতি স্পষ্টরূপেই হৃদ্গত হইয়া যায়। সকল ব্যাপারই এক মূল শক্তিতে পরিণত এই সংস্কার দৃঢ়তর হইয়া যায়। অতএব অতি সুস্পষ্ট-রূপে মানসচিত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা—বাহ্যব্যাপারকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপা-রেরই প্রতিরূপ স্বরূপ বোধ—অস্ফুট মানসদৃষ্টিতে অসন্তোষ এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের দৃঢ়তা জ্ঞান, এই সমুদয় মানসপূজা অভ্যাসের ফল। অর্থাৎ মানস পূজায় মনের স্থিরতা, অভিনিবেশ, সূক্ষ্মদর্শন, তাৎপর্য্য গ্রহণে আসক্তি এবং ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্যক্‌রূপে মার্জ্জিত হওয়াতে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করিয়া তুলে।

তদ্ভিন্ন পূজাবিধির নিত্যত্ব থাকায় মনের চাঞ্চল্য একেবারেই নিবারিত হইয়া যায়। কোন কাজ ভাল লাগিলে করিব, ভাল না লাগিলে করিব না, পূজার অনুশীলনে এই চঞ্চলভাব একবারেই জন্মিতে পারে না। এক্ষণকার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এইরূপ চাঞ্চল্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশে অনেককালের শিক্ষাগুণে বিধিসমূহের নিত্যত্ব উপলব্ধ হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সেই অভ্যাসের লোপ পাইয়া আসিতেছে। প্রয়োজন পড়িলেই করিব, বিনা সাক্ষাৎ প্রয়োজন বোধে কিছুই করিব না, এই পাশবভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি জানি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সমস্ত বৎসর ধরিয়া প্রায়ই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া পুস্তক আলোচনা করেন না; পরীক্ষার সময়ে একেবারে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়। পূজাদি নিত্যকর্ম্ম সাধনের প্রণালী যত দিন অবাধে প্রচলিত হইতেছিল, ততদিন এই দোষ জন্মিতে পায় নাই।

যিনিই যাহা বলুন, মানুষ অভ্যাসের দাস বই ত নয়। তন্ত্রশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে এই তথ্য স্বীকার করে এবং তাহা স্বীকার করিয়া মানুষের দেহ বুদ্ধি এবং নীতিকে এমতভাবে গঠিত করিতে চায়, যাহাতে শরীর সর্ব্ব কার্য্যক্ষম, বুদ্ধি তথ্য নিরূপণক্ষম এবং নীতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরাজয়ক্ষম হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের সাধনোপায় অভ্যাসবিধির নিত্যত্ব স্বীকার সাপেক্ষ। যাহারা বিধির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যে হতাদর না হয়, তন্ত্র তাহাদিগকেই শিখাইতে পারে। খাম্‌খেয়ালির লোকেরা তন্ত্রের শিক্ষার বহির্ভূত পদার্থ—বোধ হয় তাহারা সকল শিক্ষারই বহির্ভূত। পূজা বিধি-পালনের নিত্যত্ব অভ্যাস করায় —এই জন্যই তাহার এত সমাদর।

---

(৯)

প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম হঠযোগেরই অঙ্গ। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য অতি বৃহৎ। ইহার সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য ফুস্‌ফুসের পেশীগুলিকে ইচ্ছাবৃত্তির বশীভূত করা, পরম্পরা উদ্দেশ্য অমরত্বলাভ করা। যদি এই কথা শুনিয়া কেহ মনে করেন যে, প্রাণায়াম যোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, লেখক তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারেন না। যখন এ পর্য্যন্ত কোন মানুষ কোথাও অমর হয় নাই তখন কেহ অমর হইতে পারে না এ কথা বলিলে তাহার খণ্ডন করাও যায় না। কিন্তু অমরত্বসাধন না হউক, প্রাণায়াম যোগের প্রভাবে দীর্ঘজীবিতা সাধিত হয়। তাহা হইলেও ত অনেক হইল বলিতে হইবে। অতএব দেখা যাউক, প্রাণায়াম দীর্ঘজীবিতা সাধনের উপযোগী হইতে পারে কি না। প্রাণায়াম যোগের প্রথম প্রণালী এই।—নাসিকারন্ধ্রের এক মুখ এক অঙ্গুলি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া তাহার অপর মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ আস্তে আস্তে করিবে; মনে মনে মন্ত্রজপ করিতে করিতে করিবে; পরে নাসিকার উভয় রন্ধ্রই অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ করিয়া যত বার মন্ত্রজপ করিতে করিতে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলে তত বার সেইরূপে মন্ত্রজপ করিবে; অনন্তর নাসিকার যে রন্ধ্র প্রথমে বন্ধ করিয়াছিলে, তাহা উন্মুক্ত করিয়া যত বার মন্ত্রজপ সহকারে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলে, তত বার সেই প্রকারে মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিশ্বাস ছাড়িবে। মনে কর, যেন কোন মন্ত্রের দশবার করিয়া জপ করিতে করিতে এইরূপ প্রাণায়াম করিয়াছ এবং কয়েকদিন তাহা করায় ঐ কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া

গিয়াছে। তাহা হইলে দ্বাদশবার করিয়া আরম্ভ কর। এবং তাহাও অনায়াস সাধ্য হইলে অল্পে অল্পে মন্ত্রজপের সংখ্যা বাড়াইতে থাক। মনে কর ক্রমে এক শত বার জপ করিতে পারিলে। তাহা পারায় তোমার কি হইল?— এই হইল যে, প্রথমে যতক্ষণ ধরিয়া দম লইতে এবং দম রাখিতে পারিতে এখন তাহার দশ গুণ অধিককাল ধরিয়া পার, তাহা কেন পার? তোমার ফুস্‌ফুসের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার পরিচালক পেশী গুলি দৃঢ় হইয়াছে এবং তাহার অন্তঃস্থিত সকল বায়ুকোষগুলির কার্য্যকারিতা সম্বর্দ্ধিত হওয়াতে তাহারা সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। ফুস্‌ফুসের বল এইরূপে বর্দ্ধিত হওয়াতে আর কি হইয়াছে? হৃৎপিণ্ড হইতে সমধিক পরিমাণে রক্তস্রোত আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেই প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত হৃৎপিণ্ডকেও অধিক রক্ত ধারণ করিবার উপযোগী হইতে হইয়াছে। উহাও পূর্ব্বাপেক্ষায় বৃহত্তর হইয়াছে। লোকেও তোমাকে দেখিয়া বলে যে পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার ছাতি ফুলিয়া উঠিয়াছে। যাহাদিগের সহিত একত্র হইয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে এবং সাঁতার দিতে বা ডুবোডুবি খেলিতে তাহারা আর কেহ তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না। তুমি অধিকক্ষণ সাঁতার দিতে পার—অধিকক্ষণ ডুব দিয়া থাকিতে পার—শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড় না। বিশালবক্ষ, পরিশ্রমক্ষমতা, অক্লান্তি—এগুলি যদি বলের লক্ষণ হয়, এবং বলবত্তা যদি আয়ুষ্মত্তার লক্ষণ হয় তবে প্রাণায়াম যোগ তোমাকে বলবান এবং দীর্ঘায়ুঃ করিয়াছে বলিতে হইবে।

প্রাণায়ামযোগটী যেরূপে বর্ণিত হইল, এরূপে সকলেই করিতে পারে— জপের দ্বারা সময় ঠিক রাখিতে নিতান্তই অনিচ্ছা হয়, ঘড়ি ধরিয়া করিলেও এ যোগের কোন হানি হইবে না। কিন্তু ইহা নিত্য করা চাই—অল্পে অল্পে করা চাই এবং নিশ্বাস গ্রহণ, তাহার ধারণ এবং রেচন সমান সময়ে হওয়া চাই। এ সকল নিয়ম ব্যতিক্রম করিলে উপকার না হইয়া অপকারের যথেষ্ট সম্ভাবনা।

কিন্তু প্রাণায়ামযোগে জপের সংখ্যা যদি পরিমিত না হইয়া আরও অধিক হয়, মন্ত্রের পূর্ণমাত্রা পর্য্যন্ত হয়, তাহা হইলে আর ওরূপে নাসিকারন্ধ্রকে অঙ্গুলি দ্বারা সম্বদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয় না। নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া তাহার সংরোধ করিতে হয় এবং সেই অবস্থায় পূর্ণমাত্রা জপ করিতে হয়। এইরূপ করাকে 'কুম্ভক' বলে। আমি এই ব্যাপারের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাই। তবে ইহার বিবরণ শুনিয়াছিলাম বলিয়া কুমার-সম্ভবে মহাদেবের তপশ্চরণ বর্ণন অতি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

পর্য্যঙ্কবন্ধ-স্থির-পূর্ব্বকায়
মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসং
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ
প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাত নিষ্কম্প মিব প্রদীপং॥

'কুম্ভক' করিয়া যদি কেহ যথেচ্ছকাল থাকিতে পারে, তবে সেই অবস্থাকে 'সমাধি' বলা যায়। সত্যসত্যই কেহ 'সমাধি' করিতে পারেন কি না, অর্থাৎ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, হৃৎপিণ্ড স্থগিত করিয়া জীবন্মৃতবৎ হইয়া কেহ থাকিতে পারেন কি না, সে বিষয়ের অনুসন্ধান করা অসাধ্য। অনেক জীবদেহের ওরূপ অবস্থা আপনা হইতেই হয়। রণজিৎ সিংহের নিকট একজন সন্ন্যাসী দশ মাস ঐ ভাবে ছিল বলিয়া কোন কোন ইংরাজী পুস্তিকায় লিখিত আছে। কলিকাতার নিকট ভূকৈলাস নামক স্থানে একজন মহাপুরুষ সমাধিযোগে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি এতদ্দেশে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু সমাধিযোগ লাভ হউক বা নাই হউক সামান্য প্রাণায়াম যোগের যে শুভফল আছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

---

(১০)

পূর্ণাভিষেক।

পূর্ণাভিষেক সংস্কারে কুলাচারপরায়ণ গুরুর একান্ত আবশ্যকতা। যদি অকুলাচার গুরুর স্থানে পূর্ব্বে দীক্ষা গ্রহণ হইয়া থাকে, তবে পূর্ণাভিষেকের সময় কুলাচারী গুরুর স্থানে আবার নিজ মন্ত্র শ্রবণ করিতে হয়। সেই কৌল গুরুকেও অপরাপর কৌলদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এই সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। পূর্ণাভিষেকের শেষভাগে যে কয়েকটী উক্তি প্রত্যুক্তির বিধান আছে, তাহার তাৎপর্য্য অতি অসামান্য।

শিষ্য গুরুকে বলিবেন—
শ্রীনাথ জগতাংনাথ মন্নাথ করুণানিধে।
পরামৃত প্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথং॥

হে শ্রীনাথ! হে জগন্নাথ! হে দয়াময় মদীয়নাথ! আপনি পরমামৃত (ব্রহ্মানন্দপ্রদ মন্ত্র) প্রদান করিয়া আমাদের মনোরথ পূর্ণ করুন।

গুরু বলিবেন—

আজ্ঞা মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।

সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতং ॥

হে প্রত্যক্ষ শিবরূপী কৌলগণ! আপনারা আদেশ করুন, আমি বিনীত সৎ শিষ্যতে পরমামৃত প্রদান করি।

কৌলেরা বলিবেন—

চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।

কৃতার্থং কুরু সচ্ছিষ্যং দেহ্যস্মৈ কুলামৃতম্॥

হে কৌল কমল-ভাস্কর পরমেশ্বর! হে ষট্‌চক্রেশ! আপনি ঐ সৎশিষ্যকে কুলামৃত প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।

পূর্ণাভিষেক হইলে নূতন নামকরণ হয়। সেই নামের শেষভাগে 'আনন্দ-নাথ' এই পদদ্বয় সংযুক্ত হইয়া থাকে। পূর্ণাভিষেক ব্যতিরেকে কেহ কুলাচারী হইতে পারেন না।

পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তির পক্ষে 'কর্ম্মত্যাগে' এবং 'কর্ম্মের অনুষ্ঠানে' পার্থক্য-বোধ পরিত্যাজ্য। 'ঈশ্বর পূজা' যে 'লোকের হিতচেষ্টায়' পর্য্যবসিত ইহাই নিরন্তর চিন্তনীয়—এবং চক্রেশ্বর গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

---

(১১)

সংন্যাস।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে আশ্রম প্রধানতঃ দুই প্রকার; গার্হস্থাশ্রম এবং ভৈক্ষুকাশ্রম। কিন্তু এই দুই আশ্রমের বিভিন্নভাব পরস্পরে ভিন্নরূপে অনুস্যূত হওয়ায় অন্যান্যরূপ আশ্রম জন্মে। যথা—

(১) গৃহস্থাশ্রমী যদি ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক হয়েন তাঁহাকে যতি বা সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাদৃশ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মাবধূত বলা যায়।

(২) গৃহস্থাশ্রমী পূর্ণাভিষিক্ত হইলে তাঁহাকেও সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে—তাঁহাকে শৈবাবধূত বলে।

(৩) ব্রাহ্মাবধূত এবং শৈবাবধূত পরিব্রাজক হইলে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম পরি-ত্যাগ করিলে তাঁহাকে পরমহংস বলে।

গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতেই হইবে, তন্ত্রশাস্ত্রে এরূপ কোন

বিধি নাই। তবে যদি কেহ স্বেচ্ছাতঃ পরিব্রাজক হইতে চাহেন, তাঁহাকে কি কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার বিধান আছে। পিতা, মাতা, ভার্য্যা, শিশু-সন্তান অথবা অন্য কোন অবশ্যপোষ্য বিদ্যমান থাকিলে কেহ পরিব্রাজক হইতে পারেন না। যাঁহার ঐ সকল নাই তিনি স্বজন এবং স্বগ্রামনিবাসীদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন। তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী কোন শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর নিকটে গিয়া আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। শ্রাদ্ধবিশেষ দ্বারা পিতৃঋণ, দেবঋণ এবং ঋষিঋণ পরিশোধিত করিতে হয়, হোম করিয়া শিখা এবং যজ্ঞোপবীত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হয় এবং পরিশেষে পিতৃবর্গের সহিত আপনারও পিণ্ডদান গুরুচরণে প্রণত হইয়া করিতে হয়। * গুরু কি করিবেন তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত হইবে—

গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিমং
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোহং বিভাবয়।
আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসা গুরুং
নমস্তুভ্যং নমোমহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমোনমঃ
ত্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোস্তুতে॥

অর্থাৎ গুরু দণ্ডবৎপ্রণত শিষ্যকে উত্তোলন করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে এই কথা বলিয়া দিবেন—"হে মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি নিজেকে 'আমিই সেই' মনে করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদ চিন্তা কর।" শিষ্য তখন গুরুকে আত্মস্বরূপ মনে করিয়া অবনতশিরে এই বলিয়া প্রণাম করিবেন—'আপনাকে প্রণাম করি, আমাকে প্রণাম করি, আপনাকে ও আমাকে উভয়কেই প্রণাম করি, আপনিই "সেই" সেই, "আপনিই", বিশ্বরূপ আপনাকে প্রণাম।"

* এইরূপ শিক্ষায় শরীর ও মন দৃঢ় ও সংযত হইলে, ইচ্ছাশক্তি অতীব তেজস্বিনী হইলে—নিজের পিণ্ডদান করিয়া—প্রকৃতই ধীর গম্ভীর ভাবে জীবন উৎসর্গ পূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞায় যে ব্যক্তি—শুধু মুখে নয় সমস্ত প্রাণের বলের সহিত "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যংবা সাধয়েয়ং" বাক্য উচ্চারণ করিয়া কোন সৎকার্য্যে লোকহিত জন্য অগ্রসর হয় তাহার অসাধ্য কিছু আছে কি? ঐরূপ কয়েক শত লোক যে সমাজে প্রস্তুত হয় সেই সমাজই অক্লেশে মহামহিমান্বিত হইয়া পড়ে।

(১২)

কুলাচার।

কুলাচার সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের আদেশগুলি পাঠ করিলে নিতান্তই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

প্রথম আদেশ এই যে, কুলাচারে বীরভাব ধারণ করিতে হয়, ঋজুভাব এবং দিব্যভাব এ সময়ের উপযোগী নহে।

দ্বিতীয় আদেশ এই যে, যখন দেশে অধর্ম্মের আধিক্য, সামাজিক বন্ধনের শৈথিল্য, রাজা বৈদেশিক এবং লোকের অন্ন কষ্ট এবং পরস্পরে মনোবাদ, তাদৃশ কালেই সত্যনিষ্ঠ সত্যব্রত সাধুশীল ব্যক্তিরা কুলাচারী হইবেন।

তৃতীয় আদেশ এই, অপরাপর সময়ে কুলাচার গুপ্তভাবে নির্ব্বাহ করা বিধেয়, কিন্তু কলিজনিত দোষ প্রবল হইয়া উঠিলে কৌলাচার গোপন করায় দোষ বই গুণ নাই।

কুলাচারীর পক্ষে প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থান, গুরুর মানস পূজা, মলাদি ত্যাগ, প্রাতঃস্নান, আসন, প্রাণায়াম, ইষ্টদেবতার সাঙ্গ বাহ্য পূজা, সাঙ্গ মানস-পূজা, পঞ্চতত্ত্বের শোধন এবং তদনন্তর সস্ত্রীক ও সবন্ধুক হইয়া পান ভোজন করিবার ব্যবস্থা।

তন্ত্রে কুলশব্দের অর্থ প্রকাশিত আছে। কুল শব্দে নয়টী পদার্থকে বুঝায় (১) জীব (২) প্রকৃতিতত্ত্ব (৩) দিক্ (৪) কাল (৫) আকাশ (৬) ক্ষিতি (৭) অপ্ (৮) তেজ (৯) বায়ু। এই নবসংখ্যক পদার্থে কল্পশূন্য যে ব্রহ্মবুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধির অনুচারিণী যে আচরণ তাহার নাম কুলাচার।

(১৩)

চক্রানুষ্ঠান।

চক্রানুষ্ঠান কৌলিকাচারের শিরোভূত ব্যাপার। চক্র প্রধানতঃ দুই—তত্ত্ব চক্র এবং ভৈরবী চক্র। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই তত্ত্ব চক্রের অনুষ্ঠানে অধিকারী। এই চক্রে যাঁহারা প্রবেশ করিবেন তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ, কুলভেদ, আচারভেদ থাকিবে না। সকলেই পরস্পর সমকক্ষ ভাবে একত্র হইয়া আপনাদিগের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা হইবে তাঁহাকেই চক্রেশ্বররূপে বরণ পূর্ব্বক সর্ব্বমধ্যস্থলে সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়া তাঁহার অনুমত্যানুসারে কুলপূজা নির্ব্বাহপূর্ব্বক পান ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

ভৈরবী চক্রের নিয়মও ঐ প্রকার। তবে এই চক্রে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতা অপেক্ষা করে না এবং সেই চক্রের নায়ক ব্যক্তিবিশেষেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু এ চক্রেও জাতি কুল এবং আচারের পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্য নিষিদ্ধ। চক্রপ্রবিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই ব্রাহ্মণ। চক্র হইতে নিবৃত্ত হইলেই তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ পুনঃপ্রবিষ্ট হইতে পারে। তন্ত্রের শিক্ষায় যেথানে জাতিভেদ নাই সেখানে ব্রাহ্মণ উপবীত ফেলিয়া শূদ্র হয় না। সেখানে উচ্চকার্য্যে একত্রীকৃত সকলেই পবিত্র ও দ্বিজোত্তমের অবস্থায় উন্নত। সকল উচ্চ কার্য্যেই এদেশীয় সকল বর্ণের লোকদিগের সম্মিলনজন্য ইহা কি সুন্দর ব্যবস্থা! সম্মিলন জন্য ব্রাহ্মণ শূদ্রে একত্রে খাইবার বা ছেলে মেয়ের বিবাহ দিবার প্রয়োজন নাই। দেবীর কার্য্যসাধন জন্য "যখন" সকলে সম্পূর্ণ সম্মিলিত হইবে "তখন" তোমরা সকলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ!

---

(১৪)

পঞ্চ-মকার।

পঞ্চ মকারের কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা পঞ্চ-মকারের উল্লেখ করিয়া ঐ শাস্ত্রের নিন্দা করেন, যাঁহারা তান্ত্রিক প্রণালীর অনুকূল পক্ষ তাঁহারা অনেকেই পঞ্চ-মকারের কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। গুরুমুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, পঞ্চ-মকারের যথাযথ প্রয়োগে গুণ আছে, দোষ নাই এবং উহার প্রকৃত তাৎপর্য্যও শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত আসন, মুদ্রা, পূজা, ধ্যান, সাধনাদির সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলেই বোধ হইবে যে, এই শাস্ত্র অপরাপর ধর্ম্ম শাস্ত্রের ন্যায় কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহে শিক্ষা প্রদান করিয়া নিবৃত্ত হয় না। তন্ত্র, মনুষ্যের দেহ, মন, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, ব্যবহার, জ্ঞান, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া দেয়। তন্ত্র, মনুষ্যের ধর্ম্মকে স্বতন্ত্র, জ্ঞানকে স্বতন্ত্র, দৈহিক কার্য্যকে স্বতন্ত্র, সামাজিক ব্যবহারকে স্বতন্ত্র এবং উহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধবিহীন এরূপ মনে করিয়া শিক্ষাদান করে না। মানুষ এক এবং যাহার যাহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ তাহাও সুতরাং এক। অতএব প্রকৃত শিক্ষার অধীনে উহারা একদিকগামী এবং পরস্পরের বলবর্দ্ধক হইয়াই চলিবে, বিভিন্ন দিক্‌গামী হইবে না। কেহ কাহাকে দূষিত বা দুর্ব্বল

করিবে না, ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত। তন্ত্র নিয়ম করাইবে, সংযম করাইবে ইন্দ্রিয়দমন শিখাইবে, লোভ নিবৃত্ত করাইবে, ভয় উৎসাদিত করিবে, কামকে পরাজয় করাইবে। কিন্তু এ সকল কেন করাইবে? কেবল ইচ্ছাবৃত্তির সম্যক বলবত্তা সাধন করিবার নিমিত্ত—ইন্দ্রিয় গ্রামকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নয়—নিশ্চেষ্ট হইবার জন্য নয়, জড় ধর্ম্ম পাইবার অভিলাষে নয়। কি উপায়ে মনুষ্যের আয়ু, আরোগ্য ও তেজ বল বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কি উপায়ে মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি প্রখরা হয়, কি উপায়ে মনুষ্য বলবান বিশুদ্ধচিত্ত অন্যের হিতসাধনে নিরত এবং মাতা পিতার প্রিয়কারী ও স্বদারনিষ্ঠ এবং দেবতা ও গুরুভক্ত এবং পুত্র স্বজনাদির প্রতিপালক হয় এবং কিরূপে তাহারা প্রকৃত পরম জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া "আদর্শ মনুষ্যত্ব" বা নরদেহেই দেবত্ব বা মুক্তপুরুষত্বসম্পন্ন হইতে পারে এই সমুদয় উপায় ব্যক্ত করাই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তন্ত্রের এইরূপ উদ্দেশ্য অতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তও যে এই সকল উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, একথাও তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্টাভিধানে কথিত হইয়াছে। তবেই বলিতে হইল যে তন্ত্রশাস্ত্র অন্যান্য আর্য্যশাস্ত্রের ন্যায় প্রবৃত্তি মার্গের নিষেধক এবং নিবৃত্তি মার্গের প্রবর্ত্তক নহে। অপর সকল আর্য্য শাস্ত্র হইতে তন্ত্র শাস্ত্রের এই বৈচিত্র্য। ইহা প্রবৃত্তির বিনাশ সাধনের নিমিত্ত যত্ন করে না। ইহা নিবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সংস্কার সাধন করিয়া প্রবৃত্তিকেই চির বলশালিনী করিবার চেষ্টা করে। পঞ্চ-মকারের সামান্য লোক প্রসিদ্ধ অর্থ যে নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে। আবার তন্ত্রশাস্ত্র যে সকল প্রকার অনুষ্ঠানকেই এক মাত্র ইচ্ছাবৃত্তির তেজস্বিতা এবং স্বাধীনতা সাধনের সহকারী করিতে চায় ইহা মনে করিলেই পঞ্চ মকার যে অবশ্যই কোন গূঢ় তাৎপর্য্যেরও সূচক হইবে তাহাও সম্ভবপর বোধ হইবে।

বস্তুতঃ যাহাকে পঞ্চ-মকার বলে তাহাকেই পঞ্চ তত্ত্বও বলে। আদ্য মকার মদ্য, উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ অগ্নি। দ্বিতীয় মকার মাংস উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ বায়ু। তৃতীয় মকার মৎস্য উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ জল। চতুর্থ মকার মুদ্রা উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ পৃথিবী। পঞ্চম মকার মৈথুন, উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ আকাশ।

সকল আর্য্য শাস্ত্রের বিশেষতঃ তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে একটী মূল সিদ্ধান্ত মনে মনে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখিতে হয়। সে মূল সিদ্ধান্তটী এই যে মানুষের ধর্ম্ম মানুষের সামান্য প্রাকৃতিক অনুষ্ঠান সকল হইতে

পৃথক্‌ভূত নয়। বার, তিথি, ঋতু ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার বিধি আছে সত্য, কিন্তু সে সকল বিধি কেবল নিয়ম রক্ষার অভ্যাস করাইবার নিমিত্ত—বাহ্য পূজা, মানস পূজা প্রভৃতির বিধি আছে সত্য, কিন্তু সে সকল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত—আহার বিহারাদিও ধর্ম্ম নিয়ম দ্বারা দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে সকল নিয়মের উদ্দেশ্য পশুভাবের একান্ত অপনয়ন।

তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকৃতিতে এই বৈচিত্র্য কি জন্য জন্মিয়াছে? ইহা যে আর্য্যজাতীয়দিগের সম্বন্ধে নিতান্ত অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার একথা বলা যায় না।

প্রাচীন বেদ শাস্ত্রের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ক্রিয়াসাধন এবং ঐহিক সুখলাভই বৈদিক ঋষিদিগের বিলক্ষণ অভিলষিত ছিল। প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা যেরূপে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন এবং তাঁহারা দেবতাদিগের স্থানে যে সকল ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত বরপ্রার্থনা করিতেন তাহাতে দেখা যায় ঐ সময়ে প্রবৃত্তির একান্ত নিরোধ আর্য্যজাতীয়দিগের অভিমত ছিল না। বস্তুতঃ অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মধ্যে যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপে নিবৃত্তিপূত প্রবৃত্তির প্রাবল্য আর্য্যদিগের মধ্যে হইয়াছিল। তাহার পর জ্ঞানের চর্চ্চা, ভক্তির চর্চ্চা, যোগ সমাধির অনুষ্ঠান, প্রবৃত্তির একান্ত নিরোধ, নিশ্চেষ্টতা, দৌর্ব্বল্য এবং অধঃপাত। সেই অধঃপাতের পর তন্ত্রশাস্ত্রের আবির্ভাব, সুতরাং যাহাতে আর্য্যজাতীয়দিগের পুনর্ব্বার উত্থান সাধন হয় তাহাই তন্ত্রশাস্ত্রকারদিগের অবশ্য অভিলষিত হইয়া থাকিবে। এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে আবার উন্নতির অভিলাষ, আবার প্রবৃত্তির উত্তেজনা, আবার নিবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সংস্করণের উপায়ের ভাবনা। এই জন্যই বঙ্গ সমাজের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কারকর্ত্তা রামমোহন রায় তন্ত্রবিশেষকেই অবলম্বস্বরূপ করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই জন্যই তন্ত্রোক্ত অনেক কথার সহিত বৈদিক উপনিষদাদির ঐক্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। আধুনিক ব্রাহ্মেরা জানুন বা নাই জানুন, তন্ত্রশাস্ত্রই তাঁহাদিগের মতবাদের ভিত্তিমূল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মসংহিতায় এমন কোন সার কথা নাই যাহা তন্ত্র শাস্ত্র হইতে সমুদ্ধৃত নহে। নব্য ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের শাস্ত্রকে প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ হইতে পৃথক্‌ভূত মনে করিয়া যে আপনাদিগের পদ্ধতির প্রকৃত ভাব রক্ষা করিলেন, কি জাতীয় ভাবের দৃঢ়তা সাধন করিলেন, কি সেই পদ্ধতিরই সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্নতার অনুকূলতা করিলেন এরূপ বোধ হয় না। এই অসংখ্য দলে বিভক্ত আত্মবিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন পরস্পর প্রতিকূলাচারী ঈর্ষ্যাদ্বেষ মাৎসর্য্য-সমাকুল হিন্দুসমাজে

অকারণে আর একটী দল বাড়াইলেন বলিয়াই ত বোধ হয়। শাস্ত্রে অতি সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে আগম বা তন্ত্রেরই প্রাধান্য—অন্য কোন বিধানের নয়। শাস্ত্রে ইহাও সুব্যক্ত আছে যে তন্ত্রের মধ্যে তন্ত্রবিশেষই সর্ব্ব প্রধান। ঐ তন্ত্রটী দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, তাহা হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অনার্য্যভাবে কলুষিত করিয়া কেন হিন্দু সমাজকে দুর্ব্বল করা হইতেছে? কি জন্য সনাতন ধর্ম্মের আধুনিকতা প্রতিপাদন করা হইতেছে? ইহার আনুপূর্ব্বিকতার লোপ করিয়া কি সদভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে? কোন কালে কোন দেশে কি ধর্ম্ম সংস্কার এরূপে সিদ্ধ হইয়াছে না হইতে পারে? মানুষ ঐতিহাসিক জীব। মানুষ একেবারে পূর্ব্বভাব পরিহার করিয়া নূতন ভাব পরিগ্রহ করিতে পারে না। যেমন চলিবার সময় একপদ অগ্রবর্ত্তী হয় অপরপদ পূর্ব্বস্থানেই স্থির থাকে, সেইরূপ সংস্কার কার্য্যেও যে ভাব ছিল তাহা স্থিরতর রাখিয়া নূতন ভাবে অগ্রসর হইতে হয়। ব্রাহ্মেরা ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দু সমাজে সর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক উৎসাহশীল, তাঁহাদিগেরই মনে জাতীয় উন্নতি সাধনের ইচ্ছা জাগ্রৎ হইয়াছে, এক আধটুকু পরস্পর বন্ধনের চিহ্নও তাঁহাদিগেরই মধ্যে দেখা দিয়াছিল,—আর কি বলিব? তাঁহারা যে তন্ত্র শাস্ত্র হইতে আপনাদিগের মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সম্যক্ প্রাধান্য স্বীকার করুন সেই শাস্ত্র যে গুরু গ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধ করুন, স্ব স্ব প্রাধান্যের ইচ্ছা একেবারেই পরিহার করুন। তাহা করিলেই সাধারণ হিন্দু সমাজের গ্রাহ্য এবং সেই সমাজের অভাব মোচনের অভিপ্রায়ে সম্ভূত এমন একটী সংস্কৃত শাস্ত্র ব্রাহ্মদিগের দাঁড়াইবার স্থল হইবে, বশ্যতাই যে একতার মূল তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইবে এবং সম্মিলন যে প্রকৃত প্রাধান্য সাধনের একমাত্র উপায় তাহাও সপ্রমাণ হইয়া উঠিবে। উঁহারা ইহা না করিতে পারেন সাধারণ হিন্দু সমাজ হইতেই অপরে সেই কার্য্যে যে অগ্রসর হইবে তাহাতে আস্তিক মাত্রেরই সন্দেহ নাই।

মদ্যমাংসাদি সেবন সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রের প্রকৃত অভিমত মনুসংহিতার একটী বচনে সমুদ্ধৃত আছে—

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

তন্ত্রশাস্ত্রও অবিকল তাহাই বলে, "প্রায়" বলিলাম না এই জন্য যে

"একেবারে" প্রবৃত্তির নিরোধ প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রেরও উদ্দেশ্য ছিল না। "সৌত্রাসণ্যাং সুরাম্পিবেৎ" এই বিধি, 'যজ্ঞার্থে পশবঃ স্রষ্টাঃ' এই প্রামাণিক বাক্য এবং 'ঋতৌভার্য্যামুপেয়াৎ' এই সকল অনুজ্ঞা বৈদিকশাস্ত্র সম্মত সুতরাং একেবারে প্রবৃত্তির নিরোধ বৈদিক কালের ব্যবস্থা নয়। অনুষ্ঠান বিশেষ সহকারে, চিত্তের সংযম সহকারে, মনের বিকৃতি নিরাকরণ সহকারে দেশ কাল পাত্রের যথাযথ বিচার সহকারে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুযায়ী আচরণে বহুল শুভ ফল সমাহিত হয় ইহাই মনুবচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য, তন্ত্রের ব্যবস্থাও তাই। আয়ুস্তেজ বলবুদ্ধি বিত্তার সম্বর্দ্ধনকর পঞ্চ-মকারের অনুষ্ঠান দূষ্য নহে। পূজাবিশেষ, অনুষ্ঠানাদিবিশেষ, ও ভাবনাদিবিশেষ সহকারে পঞ্চ-মকারের প্রয়োগে উপকার আছে। কিন্তু সেই উপকার লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে "বিজিতেন্দ্রিয়" কুলাচারী হইতে হয়। অসংযত অনধিকারীর উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারেই তন্ত্র শাস্ত্রের নিন্দা হইয়াছে।

দেবমূর্ত্তি।

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় অতি "স্থূল স্থূল" রূপে তৎসমুদয়ের নাম, প্রকার এবং তাৎপর্য্য বলা হইয়াছে। এক্ষণে তন্ত্রবর্ণিত দেবমূর্ত্তিগুলির এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগুলির প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ যত্ন করা আবশ্যক। কাহার কাহার বিবেচনা এরূপ যে, তাৎপর্য্যপ্রকাশে শাস্ত্রের প্রতি লোকের ভক্তি যায়, আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিলে শাস্ত্রের প্রতি প্রকৃত ভক্তির উদয় হইতেই পারে না। ইউরোপ খণ্ডের এক সম্প্রদায় খৃষ্টানেরা স্পষ্টই বলেন যে, প্রচলিত দেশভাষা গুলিতে বাইবেল গ্রন্থের অনুবাদ হওয়ায় ধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে এবং ধর্ম্মবিষয়ে বিচার প্রবৃত্তিই বাড়িয়াছে। অপর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন যে, বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছে বলিয়াই ইউরোপ খণ্ডের ধর্ম্মান্ধতা দূর হইয়াছে। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব কোন সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের একটী দুরূহ ভাগ বাঙ্গালায় অনুবাদিত করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার একজন সতীর্থ তাঁহাকে আগ্রহাতিশয় সহকারে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া দিলেন। আমারও একজন পরমাত্মীয় ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছেন যে, দেবমূর্ত্তি সকলের তাৎপর্য্য প্রকাশে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত অপকারেরই সম্ভাবনা আছে। কিন্তু

পক্ষান্তরে অপরাপর অনেকে বলেন যে শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ বুঝিবার চেষ্টা করায় লোকের অবকাশ এবং স্পৃহা ন্যূন হইয়া যাইতেছে, অতএব এ সময়ে তাহাদিগের শ্রমবিমুখতা দূর করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রের যে গূঢ় তাৎপর্য্য আছে তাহা কতক দেখাইয়া দিয়া অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করা আবশ্যক। যাঁহারা স্বজাতীয় শাস্ত্র সমূহে স্বতঃই ভক্তিমান হইতে অভিলাষ করেন, কেবল বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে তাহা সমগ্র করিতে পারে না তাঁহাদিগের কিছু সহায়তা করার প্রয়োজন আছে। ততটুকু করিলে অনধিকারীকে গূঢ় উপদেশ দেওয়ার দোষ ঘটে না—প্রত্যুত তাহা না করিলে বিদ্যার উপযুক্ত প্রকারে ব্যাঘাত ঘটে। দেবমূর্ত্তির রূপাদির যে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য্য আছে তাহা তন্ত্র শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং সরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্ মনসোগোচরম্॥
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্ত মিদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্ব্বহু সমাধিভিঃ।
মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যান প্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥ *

এই কয়েকটী শ্লোকে দেবমূর্ত্তিকল্পনার প্রয়োজনাদি পরিষ্কাররূপেই বলা হইয়াছে, এবং স্থূল ধ্যান যে সূক্ষ্ম ধ্যান বুঝাইবার নিমিত্তই কথিত হইয়াছে, আর গুণ এবং ক্রিয়ার অনুসারেই যে স্থূল রূপের কল্পনা হইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। †

সম্পূর্ণ

* সরূপ ও অরূপ ভেদে ধ্যান দুই প্রকার। তোমার অরূপ ও অবাঙ্ মনসোগোচর ধ্যান অব্যক্ত এবং সর্ব্বতোব্যাপ্ত। উহা এই এই প্রকার ইত্যাদি বলা যায় না। উহা অগম্য, কেবল কৃচ্ছ্রসাধ্য বহু সমাধি দ্বারাই যোগীদিগেরই গম্য হয়। মনে যাহাতে উহার ধারণা হয়, যাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঐ সূক্ষ্মধ্যানের বোধ জন্মে, তজ্জন্য স্থূল ধ্যানের কথা আমি তোমাকে বলিতেছি। কালের মাতা, মহাদ্যুত, অরূপা কালিকার রূপকল্পনা। গুণক্রিয়ানুসারেই করা হইয়া থাকে।

† আচার প্রবন্ধে কতক দেবমূর্ত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণই ছিল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

হুগলী

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৺ ভুদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

হুগলী

বুধোদয়যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটীর সহিত দ্বিতীয়টীর কোন সম্বন্ধই নাই। উভয় উপন্যাসেই রাজ্য-সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাস মূলক। অপরাপর যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন অংশমাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সর্ব্বতোভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য নহে।

ইংরাজীতে 'রোমান্স, অব হিষ্টরী' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফলস্বপ্ন' নামক উপন্যাসটী প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

এতদ্দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত হজ্‌সন্‌ প্রাট্‌ সাহেব এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করত বিশিষ্টরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাহাতেই সাহস প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই। পরে মুদ্রণ কালে হুগলী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের বিশিষ্ট আনুকূল্যে ইহার সংশোধন করা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

সফল স্বপ্ন।

প্রথম অধ্যায়।

একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জু-মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্ত্তী নির্ঝর তীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্য্যকিরণ প্রায় সর্ব্বতোভাবেই আচ্ছাদিত; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন, উহারা উপরিস্থ পর্ণচন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে। অদূরে বন-হস্তিগণ সুশীতল ছায়াতলে সুষুপ্তি সুখানুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা প্রমাণ করিতেছে। ফলতঃ বিধাতা নিভৃত নির্জ্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই মনুষ্য-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, নিঃশব্দ, শান্ত-রসাস্পদ স্থানে নানা অদ্ভুত বস্তুর সন্দর্শন হওয়াতে মন অবশ্যই ভক্তি শ্রদ্ধা ও ঔদার্য্য গুণ অবলম্বন করিয়া সেই মহৈশ্বর্য্যশালী জগৎকর্ত্তার সন্নিধানে নীত হয়।

অনুমান হয়,পথিক্ তাদৃশ উদারভাবে নিমগ্ন-চিত্ত হইয়া ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় সম্মুখস্থ নির্ঝরের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে হঠাৎ সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্রশাখী সমুদায় প্রবল বেগে সমালোড়িত, তাবৎ অরণ্য গভীর গর্জ্জনে শব্দায়মান এবং পথিকের অশ্ববর এক প্রকাণ্ড সিংহের পদাঘাতে ভূতলশায়ী হইল। পথিক নিমিষ মধ্যে সিংহের সমীপবর্ত্তী হইয়া নিষ্কোষিত করবাল দ্বারা এক এক আঘাতেই তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের শিরাচ্ছেদন করিলেন। মৃগরাজ ছিন্নপদ হওয়াতে চলৎশক্তি রহিত হইয়া অশ্বকে পরিত্যাগ করিল—কিন্তু অশ্ব তাহার দারুণ পদাঘাতে একান্ত আহত এবং নখর বিদারণে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল—অতএব ক্ষণমাত্র পরেই প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে গর্জ্জন করিতেছিল—তাহার চক্ষুর্দ্বয় তেজে উদ্দীপ্ত এবং কেশর উত্থিত হইয়াছিল—কিন্তু সেই ক্রোধ কোন কার্য্যকারী হইল না। পশু সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, পথিক নির্ভয়ে গমনপূর্ব্বক তাহার মস্তকে খড়্গ প্রহার করিলেন; দ্বিতীয় আঘাতেই পশুরাজ আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

পথিক বাহন বিনাশে নিতান্ত ক্ষুব্ধ-চিত্ত হইলেন—কিন্তু কি করেন, অপ্রতিবিধেয় দুঃখে দুঃখী হওয়া অকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন বহুক্ষণ অতীত হইয়াছে, দিবা ভাগ থাকিতে থাকিতেই পদব্রজে অরণ্য উত্তীর্ণ হইতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়া বাজিপৃষ্ঠে যাবৎ পাথেয় দ্রব্য সামগ্রী ছিল, সমুদায় স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করত দ্রুতবেগে গমনোন্মুখ হইলেন। বহুক্ষণ কাননের কুটিল পথে গমন করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, এমত সময়ে সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল। অগ্রসর হইয়া দেখেন,প্রান্তর মধ্যভাগে এক নবপ্রসূতা হরিণী স্বীয় শাবক সমভিব্যাহারে তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। পথিক সত্বরপদে আসিয়া অনতিবেগবান্ সদ্যোজাত সেই হরিণ শিশুকে গ্রহণ করিলেন। ভয়বিহ্বলা হরিণী প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। মৃগয়া সফল হওয়াতে পথিক মনে মনে ভাবিলেন, এইক্ষণে উত্তম উপযোগ দ্রব্য পাইলাম, কাননে রাত্রি যাপন করিতে হইলেও হানি নাই। এই ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে মৃগশাবকের পদে রজ্জু বন্ধন করিয়া লইলেন, এবং প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অটবী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে

ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণের যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া হরিণ-শিশুকে একটা বৈদ্যুতাগ্নি-শুষ্ক বৃক্ষমূলে স্থাপন করত দুই খানি শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। অনন্তর অসি ধারণপূর্ব্বক মৃগশাবকের প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছেন, দৈবাৎ অদূরে দণ্ডায়মানা মৃগমাতার প্রতি নেত্রপাত হইল। আহা! পশু জাতির মধ্যেও অপত্য স্নেহ কি প্রবল! হরিণী উন্নতমুখী হইয়া জলধারাকুল লোচনে পথিকের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছিল। পরে, ক্ষণে স্বীয় শাবকের প্রতি এবং ক্ষণে পথিকের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এক এক পা করিয়া শাবকের সমীপাগত হইলে, পথিক কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। হরিণী এক লম্ফে শাবকের সন্নিহিত হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল এবং পার্শ্বে শয়ন করিয়া নানা প্রকারে স্পষ্টরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। পথিক পুনর্ব্বার নিকট গমনের উপক্রম করিলেন। হরিণী অমনি দীর্ঘলম্ফ প্রদান করিল। কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধন প্রযুক্ত পলায়ন করিতে পারিল না—পূর্ব্ববৎ অপত্য-বিরহ-বিষাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পশুযোনিতে ঈদৃক্ মানুষ-সদৃশ বাৎসল্য ভাব অবলোকনে কাহার মনে সত্ত্ব গুণের উদয় না হয়? পথিক কারুণ্যরসের প্রাদুর্ভাবে বিচলিতান্তঃকরণ হইয়া কুরঙ্গের কোমলাঙ্গ হইতে বন্ধন মোচন করত অপার পবিত্র আনন্দানুভব করিলেন। মৃগশাবক মুক্ত হইয়া অতি শীঘ্র মাতৃসন্নিহিত হইল এবং সিদ্ধ-মনোরথা হরিণী তৎক্ষণাৎ আনন্দধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিল—কিন্তু শাবক সমভিব্যাহারে অটবী মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, একবার সন্তানের জীবন-রক্ষিতার প্রতি সজল দৃষ্টিদ্বারা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গেল।

ধর্ম্মাত্মা পথিক এইরূপ সদাশয়তা প্রকাশ দ্বারা অতীব চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিলেন। জীবন অপেক্ষা ইহলোকে অধিকতর প্রেমাস্পদ পদার্থ আর কি আছে? বিশেষতঃ নিকৃষ্ট জীবগণ অপরিণামদর্শী ও ইন্দ্রিয়-প্রীতিপরায়ণ। এই জন্য জিজীবিষাবৃত্তি পশ্বাদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকে। হায়! তাহারা কি নির্ঘৃণ, যাহারা অকারণে কোন প্রাণীর জগদীশ্বর প্রদত্ত সর্ব্ব-সুখ নিদান প্রাণাপহরণ করিয়া আপনাদিগের চিত্ত কলুষিত করে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! অনুমান হয়, পবিত্র-

চিত্ত ধর্ম্মাত্মার অন্তঃকরণে জগদীশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং সৃষ্ট প্রাণিমাত্রের প্রতি তাঁহার হিংসা দ্বেষ ক্রোধাদি ভাব অপনীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস জন্মে। দেখ, পথিক কুরঙ্গ শাবককে মোচন করিয়া অবধি সেই ভয়াবহ গহনবনকে প্রার্থনীয় পুণ্যতীর্থ বোধ করিয়া স্থানান্তরে রাত্রি যাপনের মানস পরিত্যাগ করিলেন এবং পাথেয় তণ্ডুলের কিয়দংশ হইতে যথাকথঞ্চিৎরূপে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ক্ষুধাশান্তি করত অতীব তৃপ্তিলাভ করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। সুধাংশুমণ্ডলনিঃসৃত জোৎস্নারাশি মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত মহীরুহগণ কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বন দেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গ-প্রভারন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং শুষ্কপত্র পতনের মর মর শব্দ, নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ও রাত্রিচর পশুগণের গভীর নিনাদ সমুদায় মিলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন জগদ্‌যন্ত্র বাদ্যের মধুর লয়সঙ্গতি হইতেছে এবং উহারই মোহিনীশক্তিপ্রভাবে যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্ত-শক্তি হইয়াছে।

পথিক বৃক্ষমূলে পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়া পথ পরিশ্রম বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু দিবাভাগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তদ্দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তিনি নিদ্রাবস্থায় একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, মৃগাঙ্ক-মণ্ডল হইতে জ্যোতির্ম্ময় দেব-মূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পরে ক্ষণকাল তাঁহার প্রতি সহাস্যাননে এবং সুস্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন—"রে বৎস! তুমি অদ্য অতি সুকৃত করিয়াছ, অতএব যিনি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবকে সমভাবে সুখ দুঃখভাজন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্মা তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ তুমি অচিরে গজনন্ নগরের অধিপতি হইবে, কিন্তু দেখিও, যেন প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া নিজ নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জিত হইও না, অদ্য পশুযোনির প্রতি যাদৃশ সদয়তা প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন নরলোকের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিও।"

এই বলিয়া দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন নিশা অবসান হয় নাই। গগনমণ্ডলে নক্ষত্র-

মণ্ডল পরিবেষ্টিত অম্লানকিরণ দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তাদৃশ স্বপ্ন দর্শনে পথিক এমত চঞ্চল-মনা হইয়াছিলেন যে, আর নিদ্রাবেশে নেত্র নিমীলিত করিতে পারিলেন না। পর্ণশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক হিমাংশুর ব্যোমান্ত অবলম্বন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নভোমণ্ডল ঈষৎশুক্লাম্বর ধারণ করিল, চন্দ্রমামুখ ম্লান হইল, এবং দূরস্থ গিরি শৃঙ্গ সমুদায় হইতে কুজ্ঝটিকারাশি উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রচ্ছন্ন করিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইল—পরে সহস্রাংশুর তীক্ষ্ণ রশ্মি সমুদায় কুজ্ঝটিকা জাল বিদীর্ণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল—দূরস্থ মহীধর শৃঙ্গসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিরাশিপ্রায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—নীহারমণ্ডিত বৃক্ষগণের পত্রবিটপাদি বালাতপ সংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধরিল—এবং শিশির-সিক্ত শষ্পশয্যা যেন, রাত্রিবিহারী বনদেবীগণের পরিচ্যুত অঙ্গাভরণ বিভূষিত হইয়া তাদৃশ চাক্‌চিক্যশালী হইতে লাগিল—তথা প্রশস্ত পত্র মাত্রেই পবিত্র অম্বুভারে অবনত হইয়া সহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় সদ্‌গুণাধার বশতঃ নিজ নিজ নম্রতা স্বীকার করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে অথবা রবিরশ্মি সংযোগে যে যাহার আপনাপন শোভা—কেহ বা পৃথিবীতে অভিষেক করিল, কেহ বা স্বর্গাভিমুখে প্রেরণ করিল—করিয়া, সকলে শান্তিপ্রদ হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়া রহিল।

পান্থ প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর শুষ্ক পত্রাদি সংযোগে অগ্নি জ্বালনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিবসের ন্যায় অন্ন পাক করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। পরে পাথেয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদায় স্কন্ধে আরোপণ করিয়া ভূতলে জানু পাতনপূর্ব্বক আন্তরিক ভক্তি সহকারে সংযতমনোবৃত্তি হইয়া স্বীয় ধর্ম্মের শাসনানুযায়ী পুণ্যধাম মক্কার প্রত্যভিমুখে ঈশ্বরারাধনা করিয়া পুনর্ব্বার গমনোদ্যত হইলেন।

অপরিজ্ঞাত কানন পথে একাকী যাইতে যাইতে পূর্ব্বরাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নটী বারম্বার স্মৃতি পথারূঢ় হইতে লাগিল। স্বপ্নটী তাঁহার চিত্তপটে এমনি স্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছিল যে, এক এক বার বোধ হইল উহা অবশ্যই সত্য হইবে; আবার ভাবিলেন, আমি এই দেশে নাম ধাম বিহীন আগন্তুক

ব্যক্তি,আমি এই দেশের একাধিপতি হইব ইহা স্বপ্নেরই বিষয় হইতে পারে, কোন ক্রমেই বিশ্বাস যোগ্য নহে; স্বপ্ন কেবল বাতিকের ক্রীড়া মাত্র; জাগ্রদবস্থায় যে সকল ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়, মনুষ্য তাহা বুদ্ধিবলে দমনকরিয়া মনোবৃত্তি সকলকে আপন আপন উচিত কার্য্যে নিযুক্ত করেন; স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়, সুতরাং মনোমধ্যে বিবিধ অসঙ্গতভাবের আবির্ভাব হইবে আশ্চর্য্য কি? অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখন স্বপ্নে বিশ্বাস করেন না—বিশেষতঃ এরূপ দুরাশা সঞ্চিত করায় মহৎ হানির সম্ভাবনা; কারণ যদিও ইহা কস্মিন্‌কালে সফল হয়, তাহাতেই বা তাৎকালিক সুখের আধিক্য কি? আর যদি সফল না হয়, তবে যতকাল বাঁচিব ততকাল লোভরূপ দাবাগ্নিদ্বারা অন্তর্দাহ হইতে থাকিবে; অপরন্তু, সংকীর্ণ ধর্ম্ম-পথাবলম্বী হইয়া ঈদৃশ দুশ্চিন্তা-নিমগ্ন হইলে স্খলিত-পদ হইয়া অধঃপতিত, অথবা অন্যমনস্কতা বশতঃ বিপথগামী হইতে হয়—অতএব হে জগৎপতে! আমার এই প্রার্থনা, কখন যেন অন্তঃকরণে লোভের ভার এমত না হয় যে, তজ্জন্য অবিনশ্বর ধর্ম্ম পদার্থকে এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা লঘু বোধ করি।

শুদ্ধাত্মা পথিক এই সকল চিন্তাদ্বারা উদ্রিক্ত দুরাকাঙ্ক্ষা নিরাকরণের চেষ্টা করিতে করিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পথিক এইরূপ চিন্তা-মগ্ন হইয়া কুটিলকানন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ একটি স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি একত্র উপবেশন করিয়া কেহ বা তাম্রকূট ধূম পানে কেহ বা অন্যান্য উপযোগে মনোযোগ করিয়া আছে। পর্য্যাটক মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহারা যদি শত্রুতা করে, তবে কখনই পলাইয়া রক্ষা পাইব না, আর শত্রুতাই করিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?—মিত্রতা করিলেও করিতে পারে। অতএব ইহাদিগের সম্মুখে সাহস করিয়া গিয়া পথ জিজ্ঞাসা করি, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। এইরূপে সাহসে ভর করিয়া তিনি ঐ বনেচরদিগের সম্মুখীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ওহে ভাই সকল! আমি পথিকজন—এই স্থানের পথ জানিনা, অনুগ্রহ করিয়া কহিয়া দেও।" এই কথা শ্রবণমাত্র একজন শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিকট হাস্য করত কহিল "ওহে পথিক! ভাল, বল দেখি, যদি এই খানেই তোমার গতি শেষ করা যায়, তাহাতে হানি কি?" পর্য্যাটক উত্তর করিলেন "তাহাতে অনেক ক্ষতি আছে, কিন্তু সে সকল কথা কহিবার অবকাশ নাই—এক্ষণে পথ বলিয়া দেও উত্তম—নচেৎ চলিলাম"। বনেচর কহিল "তুই আর কোথা যাবি?—জানিস্ না, আমরা এই কানন-রক্ষক, যে যে এখান দিয়া যায় সকলের স্থানেই আমরা শুল্ক আদায় করি—আমাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহই এখান দিয়া যাইতে পারে না"। পথিক কহিলেন "ভাই আমি পণ্যজীবী বণিক্ নহি, কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করি না।—আমার স্থানে কি শুল্ক পাইবে"। তস্কর তখন আপন প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিল, 'ওরে মূর্খ! তুই নিঃসহায়, আমরা আট জন, তোর দুই হস্তের কি এত বল হইবে যে, আমাদিগের আট জনের সহিত একাকী যুদ্ধ করিবি?—যদি ভাল চাহিস্, তবে বাক্ছল পরিত্যাগ কর, সমভিব্যাহারে যে ধন-সম্পত্তি বা ভক্ষ্য-সামগ্রী সম্ভার আছে

সমুদায় আমাদিগকে আনিয়া দে, দিয়া সচ্ছন্দে চলিয়া যা, নিবারণ করিব না—আমাদিগের এই ব্যবসায়, কেহ কখন আমাদিগের কথার অন্যথা করিতে পারে না"। "তবে তোমরা চৌর্য্যবৃত্তি"? "আমরা চোর হই বা না হই সে কথায় তোর প্রয়োজন কি"?। "এই প্রয়োজন, যে তোমার সাতজন মাত্র সহায়, কিন্তু যদি সাতশত হয় তথাপি জীবনসত্ত্বে আমি আজ্ঞাবহ হইব না"। তস্কর পথিকের সাহসের কথা শুনিয়া আপন সহযোগি-গণকে কহিল, "এ বেটা বলে কি রে?—এ যে মরিতে বসেও কার্দ্দানি ছাড়ে না—ভাল দেখা যাউক, দুই এক ঘা ওসারিয়া দিলেই ইহার বুদ্ধি স্বস্থান প্রাপ্ত হইবে" এই বলিয়া পথিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল—"আইস তোমার পিঠ্‌বোচ্‌কাটি নামাইয়া দি, ছি ছি কুব্জের মত পিঠে থাকাতে কি কদাকার দেখাইতেছে, একবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রূপ-খানি দেখাও"। পথিক তস্করের উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "রে চোর! আমি প্রাণের ভয় করি না, বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমত কোন সুখ পাই নাই এবং কখন পাইব এমত আশাও করিতেছি না যে, জীবনভয়ে কাতর হইয়া তোর শরণ প্রার্থনা করিব—মৃত্যু আমার পক্ষে প্রার্থনীয়—অতএব সাবধান হইয়া আমার গতি রোধ কর্"। এই বলিয়া পথিক এক বৃহৎ বনতরুকে আশ্রয় করিয়া নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। চোরেরা ঈদৃশ সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে চমৎকৃত হইল। পরে এক জন দুরাত্মা দূর হইতে সন্ধান করিয়া পথিকের অপসব্য হস্তে শর নিক্ষেপ করিল। পথিক তৎক্ষণাৎ শরকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু শরধারে বাহুর শিরা ছিন্ন হইয়াছিল, অতএব যুদ্ধ করিবেন কি, ভুজোত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না। চোরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিরস্ত্র করিল, এবং তাঁহার পৃষ্ঠস্থিত থলিয়া মোচন করিয়া ফেলিল।

লুব্ধেরা পথিকের সমুদায় সম্ভার বাহির করিয়া দেখে তাহাতে এমন কিছুই নাই যে, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু পথিক সেই সকল দ্রব্য-সামগ্রীর জন্যই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া কেহ পরিহাস করিতে লাগিল, এবং কেহ অদ্ভুত ব্যাপার মানিয়া তূষ্ণীভূত হইয়া রহিল।

অনন্তর তস্করপতি নিজ অনুচরদিগকে আদেশ করিয়া কহিলেন "দেখ ইহার সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নাই, কিন্তু ইহার শরীর বিলক্ষণ সবল এবং পরিশ্রমক্ষম, এমন দাস পাইলে অনেকে ক্রয় করিবে, অতএব চল উহাকে সঙ্গে করিয়া লই, যে কয়েক দিবস হাতের ঘাটা আরাম না হয়, আমাদিগের সঙ্গেই থাকুক, পরে কোন গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিলেই হইবে"। এইরূপ কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ হইলে চোরেরা পথিকের হস্তযুগল তাঁহার নিজ উষ্ণীষ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করত তাঁহাকে আপনাদিগের মধ্যবর্ত্তী করিয়া লইল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পথিক তাহাদিগের কর্ত্তৃক কতিপয় কুটীর সম্মুখে নীত হইলেন। ঐ সকল কুটীর তস্করদিগের নির্ম্মিত এবং তাহাদিগের পরিজনের আবাস। চোরেরা সেই স্থানে পথিকের নিমিত্ত একটি নূতন কুটীর প্রস্তুত করিয়া দিল। পান্থ বনেচরদিগের সমভিব্যাহারে তিন দিবস যাপন করিলেন। তাঁহার বাহুর ক্ষত প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল, আর দুই চারি দিবসে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার সম্ভাবনা, এমত সময়ে তস্করেরা একত্র হইয়া তাহাকে সম্মুখীন করিল, এবং তাহাদের অধিপতিদ্বারা কহিতে লাগিল, "শুন পথিক! আমরা তোমার দেহ-শক্তি এবং সাহস দর্শনে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি, আমরা চোর বটি, কিন্তু যথার্থগুণের পুরস্কারে পরাঙ্মুখ নহি, তোমার পাথেয় দেখিয়া নিতান্ত দুরবস্থা বুঝিয়াছি, অতএব আমরা তোমাকে সমভিব্যাহারী করিতে স্বীকার করিলাম; দেখ আমাদিগের কন্যা কলত্রাদি আছে এবং আমরা বনেচর বলিয়া নিতান্ত ক্লেশে কালযাপন করি না—ইচ্ছা হয়ত আমাদিগের সহিত মিলন কর, নচেৎ পূর্ব্বে যে অভিসন্ধি করিয়াছি অবশ্য তাহাই করিব"। পথিক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, আমি কোনক্রমেই অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিব না—বরং তোমাদিগকে অগ্রে সাবধান করিতেছি যে, আমাকে কোন রহস্যানুসন্ধান জ্ঞাত করিও না, করিলে, প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা জানিবে"। তস্করপতি কহিলেন—"আমরা সে ভয় করি না। সাহসী বীরগণ কখন বিশ্বাস-হন্তা হইতে পারে না, বিশ্বাস-ঘাতকতা নীচ-প্রকৃতি ভীরুগণেরই ধর্ম্ম"। পথিক কহিলেন "তোমরা সে আশা পরিত্যাগ কর, চোর ও দস্যুপ্রভৃতি যে সকল দুরাত্মা মনুষ্যমাত্রেরই অপকারক, তাহাদিগকে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির ন্যায় উচ্ছেদ

করা সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম—না করিলে,ধার্ম্মিকগণের অনুপকার করা হয়"। চৌরপতি পথিকের ভৎ'সনা বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"আর তোর সাধুতা প্রকাশ করিতে হইবে না, আমি বুঝিলাম, তুই না ধার্ম্মিক জনের, না সাহসীপুরুষদিগের সংসর্গী হইবার যোগ্য—অতএব তুই যাদৃশ নীচপ্রকৃতি অচিরাৎ তদুপযুক্ত দাস্যবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি"। পথিক উত্তর করিলেন "নিরস্ত্র এবং আহত ব্যক্তিকে অধার্ম্মিক ভীরুজনেরাই অপমান করে—তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই"। চৌরপতি ঈষৎ লজ্জাযুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করত কহিলেন "ভাল ভাল এত বাক্ বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই—তুমি আমার অনুচর হইতে অস্বীকার করিলে, অতএব চল তোমার শরীর বিক্রয় করিয়া আমাদিগের এতাবৎ পরিশ্রম সফল করি"। এই বলিয়া তস্করেরা পথিককে সমভিব্যাহারে করিয়া চলিল এবং বন উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইল। সেই গ্রামের হট্টে একজন দাসক্রেতা পথিককে ক্রয় করিয়া লইল। চোরেরা মূল্য পাইয়া চলিয়া গেল। পথিক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার স্বপ্ন বিলক্ষণই সফল হইল। আমি কি নির্ব্বোধ, যে এমন দুরাশাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম! কোথায় রাজ্যেশ্বর হইব, না দাস হইলাম! বিধাতা কপালে আরও কি লিখিয়াছেন, বলা যায় না; কিন্তু যাহা হউক এমত কোন কর্ম্ম করা হইবে না, যাহাতে শেষে অনুতাপ বা অপযশের ভাজন হইতে হয়।

দাস-ক্রেতা পথিকের অঙ্গস্পর্শ করিয়া এবং বীরলক্ষণাক্রান্ত শরীর দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম সহিষ্ণু বুঝিয়াছিলেন। অতএব আপন আলয়ে আনিয়া বিশিষ্ট যত্নপূর্ব্বক ভেষজসেবন করাইয়া তাহার হস্তের ক্ষতদোষ সংশোধন করাইলেন। কিন্তু তিনি লোভপরবশ হইয়া ঐ দাসটীর প্রতি যেরূপ অধিক মূল্য নিরূপিত করিলেন, তাহাতে কেহই ক্রয় করিতে চাহিল না। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে দাস-বিক্রেতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই দাসটীর জন্য অনেক ব্যয়ব্যসন করিলাম, কিন্তু কেহই ইহাকে ক্রয় করিতে চাহে না,—কি করি?—অথবা উহার যাদৃশ শ্রী দেখিতে পাই, তাহাতে উহাকে সদ্বংশজাত বলিয়া বোধ হয়, অতএব উহাকেই জিজ্ঞাসা করি যদি আমাকে অর্থদ্বারা তুষ্ট করিতে পারে, তবে দাস্যবন্ধন হইতে

মোচন করিয়া দিব। এই ভাবিতে ভাবিতে দাসের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে! তুই স্বাধীন হইতে চাহিস্ কি না"? "মহাশয়! এ কথা কি জিজ্ঞাস্য? পিপাসাতুর কি জল পান করিতে পরাঙ্মুখ হয়"? "ভাল, তবে তুই আমাকে তুষ্ট করিবি কি না"। "কি প্রকারে তুষ্ট করিব, অনুমতি করুন"। "অর্থদ্বারা"। দাস দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল "স্বাধীনতা প্রাণিমাত্রের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কেহ কাহাকে এই ধনে বঞ্চিত করিতে পারে না, আমিও সেই নিজস্ব অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে সম্মত নহি—তাদৃশ অধার্ম্মিক জনের প্রবঞ্চনাতেই দুষ্ট লোকে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দুর্ভাগ্য জনের স্বাধীনতা অপহরণ করে"। এই বলিতে বলিতে দাসের চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে লোহিত বর্ণ এবং শরীর কম্পমান হইতে লাগিল। দাস-বণিক্ ভয়ে সঙ্কুচিত-চিত্ত এবং ম্লান-বদন হইয়া শীঘ্র প্রস্থান করিল। সেই অবধি তাহার চেষ্টা হইল, যাহাতে দাসকে অন্য হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিষ্কৃতি পায়।

কিয়দ্দিনান্তর সৌভাগ্যক্রমে খোরাসান প্রদেশাধিপতি অতি বদান্য এবং ক্ষমতাবান্ অলেপ্তাগীন্ ঐ দাসকে ক্রয় করিয়া আপন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

দাস কিছুকাল মহীপালের আশ্রয়ে বাস করিতে করিতে প্রভুকে স্বীয় গুণে বদ্ধ করিল। রাজা তাহার ধর্ম্ম-পরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরালস্য এবং স্বামি বাৎসল্য দেখিয়া পরম তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা আপন সমীপে রাখিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার পদোন্নতি করিয়া দিলেন। এক দিন দুই জনে একত্র বসিয়া আছেন এমন সময়ে রাজা নিজ দাসের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত অবগত হইবার ইচ্ছা খ্যাপন করিলে দাস কহিতে লাগিল।

"মহারাজ! আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অতি সঙ্ক্ষেপ। আমি দাস হইয়াছি বটে, কিন্তু কখন এমত কোন কর্ম্ম করি নাই যাহাতে বংশের কলঙ্ক হয়। যখন মুসলমানেরা 'কালিফ্ ওথ্মানের' আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করে, তখন পারস্য-ভূপাল 'ইস্দগর্দ' তাহাদিগের পরাক্রম অসহিষ্ণু হইয়া তুর্কস্থানে পলায়ন করেন। আমি সেই রাজার বংশজাত। তাঁহার সন্তানেরা তদ্দেশের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া তুর্কীয়জাতি হইয়া গেলেন। আমিও সেইরূপে তুর্কী হইয়াছি।—আমার পিতা নির্ধনছিলেন, সুতরাং বালক কালাবধি আমাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম এবং ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে আমার বপু সবল এবং মন উৎসাহশীল ও পরিশ্রমানুরক্ত হইল। অতএব আমি দরিদ্রাবস্থাকে ক্ষেমঙ্কর বলিয়া মানি।—পিতা নির্ধন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানযোগ ছিল। তিনি প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ অনেক জানিতেন, কিন্তু তত্তাবৎ পাঠ করাইবার অনবকাশ বশতঃ সমুদায় বিদ্যার সার পদার্থ যে ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাই অহরহ শিক্ষা করাইতেন। অতএব তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ আমি বালককালাবধি ইন্দ্রিয়দমন করিতে এবং জগৎপাতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে অভ্যাস করিয়াছিলাম।—শৈশবাবধি আমার অন্তঃকরণে এই ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, আমার দ্বারা পরিবারের ক্লেশ মোচন হইবে। সেই আশা অবলম্বন করিয়া উনবিংশতি বর্ষ বয়ঃকালে পিত্রালয় পরিত্যাগ করি। ইচ্ছা ছিল,

কোন রাজসংসারে যোদ্ধৃ-কর্ম্ম স্বীকার করিব। পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক পরাভূত এবং দাস্যে নিযুক্ত হওয়াতে সেই বর্দ্ধমান আশালতা একেবারে ছিন্নমূলা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অবধি তাহা পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত, সম্বর্দ্ধিত এবং ফলিত হইয়াছে ”

আলেপ্তাগীন এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাসত্ব মোচন করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত-পদ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিত্বে এবং সর্ব্বসৈন্যাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিলেন। দাস তাদৃশ উচ্চপদারূঢ় হইয়া ব্যবহারের কিছুমাত্র অন্যথা করিলেন না। তাঁহার দান্তস্বভাব ও বিচক্ষণতায় সেনাপুঞ্জ বিলক্ষণ ভক্তিমান ও সুশিক্ষা সম্পন্ন হইল। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে রাজার সকল শত্রু ক্ষীণবল হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, এবং রাজ্য ও নিরুপদ্রবে পালিত হওয়াতে প্রজাবৃন্দের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই এই অমাত্যের পিতা লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, অতএব আত্মজের ঈদৃশ বিভব দেখিতে পান নাই। কিন্তু জননী তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন, অতএব তিনি পুত্র সন্নিধানে আনীত হইয়া তাঁহার তাদৃশ গৌরব দর্শনে ও গুণকীর্ত্তন শ্রবণে চক্ষুকর্ণের চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। কি চমৎকার! যে ব্যক্তি সহায় সম্পত্তিবিহীন হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করত সিংহ ভল্লুকের সহবাসী হইয়াছিল, যে নানা সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জীবন-মৃত্যুস্বরূপ দাসত্ব-দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এক্ষণে পৃথ্বিপতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র নরগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া তাহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিল! পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা! তিনি অতি উচ্চকে নীচ করিয়া এবং অতি অধমকেও প্রধান পদারূঢ় করিয়া মানবকুলকে সর্ব্বদাই সাংসারিক বিভবের অস্থায়িত্ব এবং ধর্ম্মপদার্থের অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ দর্শাইতেছেন। ফলতঃ প্রধান মন্ত্রী এক্ষণে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং বাল্যাবস্থায় নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরম সুখ অধিকতর প্রীতিজনক বোধ হইতে লাগিল।

আলেপ্তাগীন্ রাজার একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার যাদৃশ লাবণ্য-মাধুরী তাহার গুণও তাদৃশ ছিল। অতএব দেশীয় এবং বৈদেশিক আঢ্য কুলীন সন্তানগণ তাহার পাণি গ্রহণাভিলাষে আসিয়া নিরন্তর উপাসনা করিত। কিন্তু রাজকন্যা উপাসনার বশ ছিলেন না। তিনি ক্রমে ক্রমে সকল বিবাহার্থীকেই বিদায় করিয়া অনূঢ়াবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজার অন্য অপত্য ছিল না। কেবল সেই একমাত্র কন্যা। সুতরাং কন্যা বিবাহে সম্মতা হইয়া উপযুক্ত বরপাত্র গ্রহণ করেন, এমত একান্ত বাসনা থাকিলেও কন্যার অনভিমতে তাহার বিবাহ সম্পন্ন করণে ইচ্ছা করিতেন না।

প্রধান মন্ত্রীকে সর্ব্বদাই রাজবাটীর অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত। সেই সকল সময়ে রাজকন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ পরিচিত হইয়া পরস্পর অধিকতর নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন। আন্তরিক ভাবমাত্রই নয়ন দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশমান হয়। বিশেষতঃ প্রকৃত অনুরাগের অঙ্কুরোদয় হইলে প্রণয়িযুগলের প্রীতি-প্রফুল্লনেত্র এমত রমণীয়, সস্নেহ, সতৃষ্ণদৃষ্টি ধারণ করে যে, দেখিবামাত্রই পরস্পরের মন বিকসিত হইয়া উঠে, এবং কথা না কহিলেও তাদৃশ নয়নদ্বারাই মনোগত সমুদায় ভাব ব্যক্ত হইয়া যায়। একদিন প্রধান মন্ত্রী রাজনন্দিনীর সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া আপন মানস ব্যক্ত করণের সাহস প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কি বলিলেন, এবং গুণবতী জেহীরা কি উত্তর করিলেন তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। যথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাবে শুদ্ধাত্মা মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণধারণ করে তাহা কে বলিতে পারে? তখন শরীরের জড়তা অপগত হয়, অন্তঃকরণের অসাধুতা দূরীভূত হয়, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করেন, এবং সর্ব্বতোভাবে আত্ম-বিস্মৃতি উপস্থিত হওয়াতে অন্তরিন্দ্রিয়গণ পরোক্ষ দৃষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে। আহা! জগদীশ্বর যে প্রীতি-পদার্থকে পরমসুখের প্রধান বর্ত্ম করিয়া দিয়াছেন, অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ নিরঙ্কুশ রিপুগণ কর্ত্তৃক

সেই বস্ত্র দ্বারাই কি বিষম বিপাকে পতিত হইতেছে! প্রধান মন্ত্রী আপন মনোগতভাব প্রকাশ করিলে পর সরল হৃদয়া রাজপুত্রীও সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। পরে কিঞ্চিৎকালান্তরে কহিলেন "আমি তোমার সহিত মিলিত-জীবন হইয়া যাবজ্জীবন তোমার সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইতে অসম্মতা নহি, কিন্তু অগ্রে পিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান গুরু, কিন্তু যে কামিনী অনূঢ়াবস্থায় পিতার অসম্মান করে, সে যে গৃহিণী হইয়া স্বামীর বশীভূতা হইবে এমত সম্ভাবনা অতি বিরল"। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, আমি এইক্ষণে রাজ-সন্নিধানে চলিলাম, তাঁহাকে আমাদিগের মানস ব্যক্ত করিয়া বলিব। তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বটে, তথাপি আভিজাত্যাভিমান মানবগণের অন্তঃকরণে অতি প্রবল বলিয়া শঙ্কা হয়"।

সেই দিনেই রাজা এবং রাজমন্ত্রী উভয়ের ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইল। মন্ত্রী স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে ভূপাল কিছুমাত্র বিরূপ না হইয়া উত্তর করিলেন, "দেখ জেহীরা আমার একমাত্র সন্তান—এই জীবন-বৃক্ষের একমাত্র পুষ্প, যাহার দ্বারা আমার সংসার কানন আমোদিত এবং অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া আছে। অতএব আমার একান্ত বাসনা যে, তাঁহাকে এমন পাত্রসাৎ করি, যাহাতে চিরকাল সুখভাগিনী হইয়া থাকে। অনেক রাজপুত্র এবং কুলীনসন্তান বিবাহার্থী হইয়া তাহার উপাসনা করিয়াছেন, সে কাহাকেও বরমাল্য প্রদানে সম্মতা হয় নাই—আমিও এই বিষয়ে তাহার অনভিমত করিতে চাহি না। অতএব তুমি অগ্রে তাহার মত কর তাহা হইলেই আমার সম্মতি পাইবে"। মন্ত্রিবর উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনকার কন্যার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে সম্মতা আছেন; কেবল আপনকার অনুমতির অপেক্ষা; এক্ষণে আপনকার অনুকূলতার প্রতি আমার যাবজ্জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে"। রাজা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন "যদি তুমি জেহীরার সম্মতিলাভ করিয়া থাক, তবে আর আমার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, আমি এই দণ্ডেই অনুমতি দিতেছি, যে পরম পুরুষ মনুজগণের মধ্যে উদ্বাহ সংস্কার

সংস্থাপন করিয়াছেন তিনি এই কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাবহ করুন,—যাহাহউক, এই আমার পরম পরিতোষ যে, জেহীরা অনুপযুক্ত পাত্রে প্রীতি সমর্পণ করে নাই"।

অনন্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই ভূপাল মহা সমারোহ পুরঃসর স্বীয় প্রিয়পাত্রের সহিত আত্মজার উদ্বাহ সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। অজ্ঞাত কুলশীল জনের সহিত কন্যার পরিণয় সম্বন্ধ করাতে দেশীয় কুলীনবর্গ মৎসর-ভাবাপন্ন হইলেন, কিন্তু মন্ত্রীর গুণগ্রামে বশীভূত প্রজাসাধারণ অত্যন্ত প্রফুল্লমনে আনন্দ মহোৎসব করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস পরে আলেপ্তাগীন গজনন্ নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া পঞ্চদশ বর্ষকাল পরম সুখে রাজ্যভোগ করিলেন। তাঁহার পরলোক হইলে পুত্র পৌত্রাদি কেহ না থাকাতে ঐ জামাতাই রাজ্যাধিকারী হইয়া নিজ স্বপ্ন সফল বোধ করত সবক্তাগীন নামে বিখ্যাত হইলেন। ইহাঁরই পুত্র গজ্‌নবী মহম্মূদ, যৎকর্ত্তৃক এই ভারতভূমি সর্ব্ব প্রথমে আক্রান্ত এবং মুসলমানাধিকার সম্ভুক্ত হয়।

অঙ্গুরীয় বিনিময়।

প্রথম অধ্যায়।

পর্ব্বত-শ্রেণী সকল মানচিত্রে দেখিলে যেরূপ প্রাচীরবৎ সমান উচ্চ বোধ হয়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে ছেদ থাকে, এবং সেই সকল দ্বার অবলম্বন করিয়াই নির্ঝরিণী সমস্ত নির্গত হয় এবং মনুষ্যপশ্বাদি এক দিক হইতে অপর দিকে যাতায়াত করে। কিন্তু ঐ সকল পর্ব্বতীয় পথ অত্যন্ত কুটিল, কোথাও কোথাও অতিশয় সংকীর্ণ এবং প্রায় সর্ব্বস্থানেই বন্ধুর। এতাদৃশ পথের নাম গিরি-সঙ্কট। ভারত-বর্ষের নৈর্ঋত ভাগে যে মলয় পর্ব্বত সমুদ্রের বেগ রোধ করিতেছে, তাহাতেও ঐরূপ অনেক গিরি-সঙ্কট আছে।

একদা তত্রত্য উপত্যকাবিশেষে বহুসংখ্যক ব্যক্তি—কেহ বা পাদ-চারে কেহ বা অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতীয় শিলা সকল উদ্ভিদ্-সম্বন্ধরহিত হওয়াতে, দিবাভাগে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় বলিয়া, তাহারা সুস্নিগ্ধ সমীরণবাহী সন্ধ্যাকালের প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সূর্য্যাস্ত না হইতে হইতেই, উদগ্র গিরিশিখর-চ্ছায়ায় সেই কুটিল পথ একেবারে অন্ধ-তমসাবৃত হইতে লাগিল। অনতিদূর গমন না করিতে করিতেই, শৈল সমুদয়ের বিচ্ছেদভাগ অন্ধকারপূর্ণ হওয়াতে পথিকেরা আপনাদিগকে অভেদ্য-অসিতবর্ণ প্রাকারবেষ্টিতবৎ অবলোকন করিলেন। ঊর্দ্ধভাগে দৃশ্যমান সমুদায় নভোভাগ নক্ষত্রময় হইয়া শ্বেতকার্ম্মিক ঘটিত নীল চন্দ্রাতপ সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। শ্রুত আছে, সুগভীর কূপাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে দিবসেও গগনবিহারী নক্ষত্রগণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পথিকেরা সন্ধ্যার প্রথমাবস্থাতেই সেই গভীর পর্ব্বত-তল হইতে তাদৃশ তারাচয় নিরীক্ষণ করিয়া সেই

কথা সপ্রমাণ করিলেন। কিন্তু গিরিতলস্থ নিবিড় অন্ধকার, নক্ষত্রগণের মৃদুল-জ্যোতিঃ দ্বারা ভেদ্য হইবার নহে, অতএব পথিকেরা অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যস্থ দিব্যগঠন ও বহুমূল্য কৌশেয় বস্ত্রাবৃত যে শিবিকা ছিল, তদ্বাহকেরা ঐ বন্ধুর পথে পাছে স্খলিতপদ হয়, এই জন্য সকলে বিলম্ব করিয়া যাইতেছিলেন। শিবিকা-বাহকগণের অস্পষ্ট শব্দ পরম্পরা, সমভিব্যাহারী ভৃত্য ও রক্ষিবর্গের পরস্পর কথোপকথন এবং পথ-প্রদর্শকদিগের উচ্চস্বর, চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বত মধ্যে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে, যেন সহস্র সহস্র ব্যক্তি ব্যঙ্গ করিয়া পথিকদিগের শব্দের অনুকরণ করিতেছে বোধ হইতে লাগিল।

এবম্প্রকারে যাইতে যাইতে পথিকেরা এমনি একটি সংকীর্ণ পথে উপস্থিত হইলেন যে, তাহাতে দুই জনও পাশাপাশি হইয়া গমন করা কঠিন। কোন সময়ে ভূমিকম্প দ্বারা তথায় উভয় পার্শ্বে স্থূলোপল সমস্ত ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া পথটিকে তাদৃশ অপ্রশস্ত করিয়া থাকিবে। শিবিকা-বাহকেরা সেই স্থানে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া অতি যত্নে শিবিকা নির্গমন করিতে লাগিল, এবং আর আর সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। এইরূপে শিবিকা নির্গত হইবামাত্র হঠাৎ তদ্বাহকেরা কতিপয় অস্ত্রধারী পুরুষ কর্ত্তৃক একেবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইল এবং চকিতের ন্যায় কতিপয় বলবান পুরুষ তাহাদিগের স্কন্ধদেশ হইতে শিবিকা আচ্ছিন্দন করিয়া অতি ত্বরিত-গমনে প্রস্থান করিল। রক্ষিবর্গ ঐ আক্রমণ কোলাহল শুনিয়া শিবিকা রক্ষার্থে দ্রুতবেগে তদভিমুখে ধাবমান হইলে তাহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী পুরুষ আক্রমণকারী জনৈকের শূলাগ্রবিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার সেই ভয়ানক রোদন শব্দে পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যচয় ভয়ে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন আক্রমণ-কারীদিগের মধ্যে একজন সুগম্ভীর স্বরে কহিল—"এক পদ মাত্র অগ্রসর হইলেই প্রাণ হারাইবে। যে যেখানে আছ স্থির হইয়া থাক, স্বল্পক্ষণেই নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে দিব"। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি হাস্য করত কহিল, "কখন দেখিয়াছ একটিমাত্র শাখামৃগ, ভিমরুল চাকের দ্বার রোধ করিয়া কেমন একটী একটী করিয়া সমুদায় ভৃঙ্গ বিনাশ

করে? বাহির হইবার চেষ্টা করিলে তোমাদিগেরও সেই দশা হইবে"। রক্ষিবর্গের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিল "আমাদিগের শিবিকা কোথায়?" "শিবিকা যেথায় হউক সে কথার প্রয়োজন নাই—তবে এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা তদারোহিণী কিশোরী কে, তাহা বিলক্ষণ জানি, অতএব তাঁহার যথাযোগ্য সম্ভ্রমের ত্রুটি হইবে না। তিনি এই দুর্গম পথ পরিশ্রমে অবশ্য শ্রান্তা হইয়াছেন, অতএব একবার আমাদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, হানি কি? "হায়! আমরা প্রভুকে কি বলিব—তুমি কে?" "আমি যে হই, তোমরা বাদসাহকে কহিও তিনি যাহাকে পার্ব্বতীয় দস্যু বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহার আত্মজা সেই দস্যুরই করকবলিত হইয়াছেন"। এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতেই শিবিকাবাহীরা সেই সুপরিজ্ঞাত পথ দ্বারা অতি দূরে প্রস্থান করিল, এবং যিনি কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনিও হঠাৎ শত্রু সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

আরঙ্গেবের সৈন্যগণ বহির্গত হইয়া বাদসাহকে কি প্রকারে এই অশুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবে তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা বাদসাহের স্বভাব বিলক্ষণ জানিত। তিনি অতি ক্রূর-প্রকৃতি ছিলেন। কোন অননুভূতপূর্ব্ব দৈবনিবন্ধন বা দুর্ঘটনা কর্তৃক যদি কোন প্রযুক্ত-কর্ম্মের ত্রুটি হইত তথাপি ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার স্বেচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটিয়া উঠিলেই ভৃত্যবর্গের প্রতি পরুষ দণ্ড প্রয়োগ করিতেন। বস্তুতঃ আরঙ্গেবও অন্যান্য নৃশংস-স্বভাব একাধিপতি রাজাদিগের ন্যায় একান্ত স্বার্থ-পরায়ণ ছিলেন—ক্ষান্তি, দয়া ও সমবেদনা কাহাকে বলে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতেন না। অতএব তাহারা সকলে অক্ষত-শরীর থাকিতে তদ্রক্ষিতা রাজপুত্রী শত্রুগ্রস্ত হইয়াছেন এই সংবাদ লইয়া তাদৃশ প্রভুর সমীপগমনে সকলের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। পরে সকলে এক মত হইয়া পরামর্শ স্থির করিল যে, বাদসাহকে কহিব, হিন্দুস্তানীয় শিবিকা বাহকেরাই দুষ্টতা করিয়া আমাদিগকে বিপথে আনয়ন করত দুর্বৃত্ত দস্যুর হস্তগত করিয়াছিল। বাদসাহের প্রথম ক্রোধোদ্যমে ইহারাই বিনষ্ট হইবে, আমরা সকলে রক্ষা পাইলে পাইতে পারি। আহা! প্রকৃতদর্শী পণ্ডিতেরা উত্তম কহিয়াছেন যে, অন্তে আমাদিগের সমক্ষে অপ্রিয় বাক্য

পরিহারপূর্ব্বক যে, সর্ব্বদাই অনৃত বাক্য প্রয়োগ করে তাহাও আমাদিগের দোষ। যেহেতু আপনারা ক্ষমাবান হইলে কাহার মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করিবার প্রয়োজন থাকে না। সে যাহাহউক, সামন্তবর্গ এইরূপ স্থির করিয়া দুর্ভাগ্য বাহকবর্গকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইল, এবং যেখানে দিল্লীশ্বর আরঞ্জেব মাহুরা নগর সন্নিধানে শিবির সংস্থাপন করিয়া পরম প্রিয়তমা আত্মজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় শীঘ্র গমনে উপনীত হইলেন। বাদসাহ স্বীয় দুহিতা সম্বন্ধীয় দুর্ঘটন ঘটনা শ্রবণমাত্র যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, সৈন্যগণের অনেক নিগ্রহ করিলেন, এবং দুরদৃষ্ট বাহকেরা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই যে শীঘ্র দণ্ডার্হ হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

এখানে শিবিকাপহারীরা বাদসাহ-পুত্রীর শিবিকা বহন করত নানা কুটিল পদবী উত্তীর্ণ হইয়া একটী পর্ব্বতীয় দুর্গসমীপে উপনীত হইল। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্থান পর্ব্বতের অধিত্যকা, অতএব তারা এবং চন্দ্র কিরণে উপত্যকা অপেক্ষা শিথিলান্ধকার ছিল। তথায় কোন বিশেষ সঙ্কেত করিবামাত্র দুর্গস্থিত ব্যক্তিরা উর্দ্ধ হইতে একটী দোলাযন্ত্র অবতারিত করিয়া দিল। নৃপাল-তনয়া বহুবিধ সম্মানপুরঃসর তাহার উপর আরোহণ করিতে আদিষ্ট হইলে তিনি অগত্যা শিবিকা ত্যাগ করিয়া ঐ দোলাযন্ত্র অবলম্বন করত চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। দোলা-যন্ত্র নারিকেলত্বগ্‌ নির্ম্মিত কঠিন রজ্জু-সংযোগে নির্ব্বিঘ্নে শূন্যমার্গে উত্থিত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলে ঐ দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ প্রান্তে উত্তীর্ণ হইলে, দুর্গের কবাট উন্মুক্ত হইল, তখন সকলেই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

বাদসাহ কন্যার আবাস হেতু ঐ দুর্গমধ্যে যে গৃহটী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইলে তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দিল্লীর রাজ-ভবনে যাদৃশ মহামূল্য গৃহোপকরণ শোভাসামগ্রী পরিবৃত হইয়া থাকিতেন এখানে তাহার কিছুই নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যেরও অসদ্ভাব ছিল না। রাজভবনে হেমপাত্র পরিপূর্ণ আতর গোলাপ মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সকল গৃহ আমোদিত করিত, এখানে অগুরু চন্দন ও অকৃত্রিম স্নিগ্ধ সুগন্ধি পুষ্পাদি তাঁহার সেবার্থে সমাহৃত হইয়াছিল। পিত্রালয়ে কাশ্মীর দেশ প্রসূত সালের শয্যায় উপবিষ্ট হইতেন, এখানে সুকোমল রোমশ-পশু

চর্ম্মে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে অন্তঃপুর রক্ষিগণ সর্ব্বদা নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে পরিভ্রমণ করিত, এখানে তাদৃশ কিছুই দৃষ্ট হইল না।

তৎকালে বাদসাহ-পুত্রীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষমাত্র হইয়াছিল। তাঁহাকে যদিও প্রধানাসুন্দরীদিগের মধ্যে গণ্য করিতে না পারা যায়, তথাপি অবশ্যই প্রশংসনীয়রূপা বলিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটী একটী করিয়া বিবেচনা করিলে রোসিনারার কোন কোন অবয়বের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দোষ নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু সদা সুস্থশরীর এবং আনন্দ-যুক্ত অন্তঃকরণ থাকিলে মুখমণ্ডলের যাদৃশ মনোহারিতা হয়, নৃপদুহিতা সেই শোভাতেই জনগণের কমনীয়া ছিলেন। পিতৃ-শত্রুর কবলিত হওয়াতেও তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি মনে মনে জানিতেন পিতা সকল সন্তান অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিকতর স্নেহ করেন, অতএব অচিরাৎ তাঁহার উদ্ধারার্থ যত্ন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; এবং প্রবল প্রতাপ আরঞ্জেব যত্ন করিলে কৃতকার্য্য হইবার অসম্ভাবনা কি? এই ভাবিয়া রোসিনারা নিশ্চিন্ত-প্রায় ছিলেন। বরং মধ্যে মধ্যে এমনও মনে করিতেছিলেন, এই দুর্ব্বোধ দস্যুরা পিতার সন্নিধানে বিপুল অর্থ পাইবার লোভেই আমার শরীর আয়ত্ত করিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের অর্থ লাভ হওয়া দূরে থাকুক, জাত ক্রোধ বাদসাহের সমক্ষে প্রাণ রক্ষা হওয়াও ভার হইবে—আমি সেই সময়ে তাঁহার ক্রোধোপশমের নিমিত্ত যত্ন করিয়া ইহাদিগের মহাসম্ভ্রম-সূচক ব্যবহারের প্রত্যুপকার প্রদান করিব। এই রূপে রোসিনারা অনুদ্বিগ্ন-মনা হইয়া কিঞ্চিৎ উপযোগানন্তর রাত্রি যাপন করিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় আবাস গৃহ দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একস্থানে অতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ফর্দ্দোসি, হাফেজ, সেখ সাদি প্রভৃতি মহা কবিগণের পারস্য ভাষায় বিরচিত রমণীয় কাব্য গ্রন্থ সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে। রোসিনারা বাল্যাবস্থায় স্বজাতীয় ভাষা পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। অতএব ঐ সকল গ্রন্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। কাব্য পাঠ করিয়া তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ সকল তাদৃশ স্থলে প্রাপ্ত

হইয়া তাঁহার অত্যন্ত চমৎকার জন্মিল। অতএব স্বীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কাহার ঐ সকল পুস্তক এবং কে বা সেই দুর্গস্বামী, জানিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে কেহই তাঁহার কৌতূহল পরিপূরণ করিল না। দাসীগণ কেহ বা মৌনাবলম্বী হইয়া রহিল, আর কেহ বা মাতঃ কেহ বা স্বামিনি অথবা কিশোরি ইত্যাদি সমর্য্যাদ সম্বোধনানন্তর কহিতে লাগিল, "আমাদিগকে মার্জ্জনা করুন—আমরা এই বিষয় কিছুই বলিতে পারিব না—কর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিবেন—আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, তিনি তোমার মনোরঞ্জনার্থেই এই সকল পুস্তক এবং তোমার সেবার্থেই আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন"। এই সকল কথায় বাদসাহ পুত্রীর কৌতূহল আরও শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় উদ্ধারের জন্য যত উদ্বিগ্ন না হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি তাদৃশ ভাবসম্পন্ন কে, ইহা জানিবার জন্য ততোধিক ব্যগ্র হইলেন।

এইরূপে তিন রাত্রি গত হইল, চতুর্থ দিবস প্রাতে দুর্গ মধ্যে বহু-জন-সমাগমের শব্দ কর্ণগোচর হইল, এবং দাস দাসীবর্গ চকিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। রোসিনারা এই সকল লক্ষণে অনুমান করিলেন, দুর্গস্বামী আসিয়াছেন, অতএব শীঘ্রই তাঁহার সন্দর্শনলাভ করিব। এই স্থির করিয়া কিরূপে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন তাহাই ভাবনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যহ যে সকল দাস দাসী তাঁহার পরিচর্য্যার্থ যাতায়াত করিত, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কেহই গৃহান্তরালে আসিল না। ক্রমে বেলা অধিক হইল, এবং বাদসাহপুত্রী অত্যন্ত চঞ্চল-চিত্তা হইয়া আহারে অনিচ্ছা খ্যাপন, পরিচারিকাদিগের প্রতি বৈরক্তি প্রকাশ, এবং মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অশ্রু বিনির্গমের হেতু পরাধীনতার ক্লেশ, অথবা আপনাকে দুর্গ-স্বামীর অবজ্ঞের বোধ, তাহা নির্ণীত হয় নাই—তাহা ভাবুক জনেরই নির্দ্ধার্য্য।

এমত সময়ে হঠাৎ সেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ব্যক্তি বিশেষ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অনতিদীর্ঘছন্দ, প্রশস্ত ললাট এবং বক্ষঃ, বিশাল গ্রীবা এবং আজানুলম্বিত ভুজ প্রভৃতি সমুদায় বীর-

লক্ষণাক্রান্ত শরীর এবং সুন্দর ও সহাস্য মুখমণ্ডল, একাধারেই বীরত্ব এবং কমনীয়ত্ব গুণের প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ অতি তীব্রা, বোধ হয় যেন তদ্দৃষ্টি সমুদায় প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করণে সক্ষম। কোন মহাকবি কহিয়াছেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় মস্তিষ্কের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া উহাই অন্যান্য অবয়ব এবং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বভাব জ্ঞাপক হয়। কারণ যাহা হউক, ফল সত্য বটে তাহা নিঃসন্দেহ। ঐ আগন্তুক ব্যক্তির অক্ষিদ্বয় দেখিলেই অতি প্রখর বুদ্ধি এবং তেজস্বী স্বভাব অনুমান হইত। যাহার প্রতি সেই দৃষ্টিপাত হইত তিনি বুঝিতেন, এই ব্যক্তি আমার সমুদায় গূঢ় অন্তঃকরণ-বৃত্তি পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, অতএব কেহই তাঁহার নয়নের সহিত নিজ নেত্রের সঙ্গতি করণে সাহস করিত না। কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই কেবল অধৃষ্যতার লক্ষণ ছিল। নচেৎ আর সর্ব্বমুখাবয়ব মাধুর্য্যভাব প্রকাশক এবং যথাবিন্যস্ত প্রযুক্ত সুদৃশ্য ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ। ফলতঃ পুরুষ-শরীর বলবিক্রম প্রকাশক না হইলে সম্পূর্ণরূপে সুশোভন হয় না। ঐ শরীরে তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু উহা অপরিসীম বীর্য্যবান্ হইয়াও একান্ত কর্কশ অথবা অকোমল বলিয়া অনুভব হয় নাই।

তাদৃশ ব্যক্তি হঠাৎ বাদসাহ পুত্রীর সম্মুখীন হইয়া ঈষদবনত-মস্তকে অভিবাদন করত নিজ বক্ষে বাহুবিন্যাস পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। বাদসাহ-পুত্রী তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন বোধ হয় না। যাহাহউক, আগন্তুক তাঁহার প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টি সহকারে মৌনাবলম্বনে রহিলেন দেখিয়া রোসিনারা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। "কোন্ ব্যক্তি আমাকে এইরূপ আতিথ্য স্বীকার করাইতে-ছেন আপনি বলিতে পারেন?" আগন্তুক উত্তর করিলেন 'শিবজী'। রোসিনারা কহিলেন—"আমি দিল্লীশ্বর আরঙ্গেবের কন্যা, কি জন্য এবং কোন্ সাহসেই বা শিবজী আমার গমনের ব্যাঘাত করিয়া এই দুর্গমধ্যে আনয়ন করিলেন"? "আপনি বাদসাহ-পুত্রী তাহা অপরিজ্ঞাত নহে—এবং শিবজী বাদসাহের সহিত স্থির সৌহার্দ্দ এবং সম্বন্ধ নিবন্ধন করিবার অভিপ্রায়েই তদ্দুহিতাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন"। "একি অসঙ্গত

কথা! তৈমুর বংশসম্ভূত দিল্লীশ্বরের সহিত পর্ব্বতীয় দস্যুর সম্বন্ধ নিবন্ধন!” শিবজী, কিঞ্চিৎক্ষণ নতশিরঃ থাকিয়া মুখোত্তোলন পুরঃসর উত্তর করিলেন “আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন সেইরূপ কহিবেন আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ আমি দস্যুবৃত্তি নহি। আমি এই পর্ব্বতীয় দেশের স্বাধীন রাজা। যদি বলেন আমার বংশমর্য্যাদা এরূপ নহে যে তৈমুরলঙ্গ বংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ যোগ্য হই, তাহার উত্তর এই যে, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় করিয়া দিগন্ত বিশ্রুত-নাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশে জন্ম অপেক্ষা যিনি তাঁহাদিগের ন্যায় স্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং সক্ষম, তিনি কি সহস্রগুণে প্রধান নহেন? আমি এই পর্ব্বতোপরিস্থ প্রস্রবণ সদৃশ হইয়াছি, আমার মহারাষ্ট্র সেনা বেগবান্ নির্ঝরতুল্য হইয়া সমুদায় উপত্যকা আক্রমণ করিয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্ত্তৃক তাবৎ ভারতরাজ্য প্লাবিত হইবে। আমাকে তাবৎকাল জীবদ্দশায় থাকিতে হইবে না, কিন্তু আমি সেই দিন অদূরে দেখিতেছি, যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ দিল্লীর রাজকোষ হইতেও করাকর্ষণ করিবে। সে যাহা হউক, আপনি এক্ষণে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে থাকুন। কেবল মাত্র এই দুর্গ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, নচেৎ আর আর সর্ব্ব বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহারের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। আমি এক্ষণে প্রত্যহ এক একবার সাক্ষাৎকারমাত্র প্রার্থনা করি। বোধ হয় কালে আমাকে দস্যু অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইলেও হইতে পারে। এক্ষণে বিদায় হই”।

এই বলিয়া শিবজী অতি মধুর হাস্যমুখে বাদসাহপুত্রীর প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি করত প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অস্মদ্দেশে 'মোগল পাঠান' নামক একটী যুদ্ধানুকরণ ক্রীড়া প্রচলিত আছে, সকলেই জানেন। কিন্তু যাঁহাদের ইতিহাস পাঠ করা নাই তাঁহারা জানেন না যে, ঐ ক্রীড়াটি দুই প্রবল মুসলমান জাতির পূর্ব্ব-কালীন বাস্তবিক বৈরিতার প্রকাশক। ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রথমে সিন্ধু-নদের পশ্চিমাঞ্চলবাসী পাঠান জাতীয় মুসলমানদিগের কর্তৃক আক্রান্ত এবং পরাজিত হয়। তাহারা অগ্রে ইহার উত্তরাংশ পরে দক্ষিণ ভাগ জয় লব্ধ করে। কিন্তু সুবিস্তীর্ণ ভারত রাজ্য বহুকাল একচ্ছত্র থাকিবার নহে। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণাঞ্চল অতি শীঘ্রই স্বতন্ত্র ভূপাল বংশের অধিকৃত হইল। ইহারই কিছুকাল পরে হিমালয়ের উত্তরাংশ-নিবাসী মোগল জাতীয়েরা আসিয়া দিল্লীস্থ পাঠান বাদসাহকে সিংহাসন-চ্যুত করিল। কিন্তু দক্ষিণ দেশের পাঠান রাজারা বহুকাল স্বাধীন ছিলেন। প্রবল প্রতাপ মোগল-দিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাদিগের দিন দিন বল হীন হইতে লাগিল, তথাপি উহাঁদের রাজধানী বিজয়পুর কখন সর্ব্বতোভাবে শত্রুগ্রস্ত হয় নাই।

এতাদৃশ সময়েই শিবজীর জন্মগ্রহণ হয়। তিনি অতি অল্প বয়সেই দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অসামান্য বুদ্ধি সহকারে কখন বা মোগলদিগের সহায়তা করিয়া কখন বা পাঠানদিগের পক্ষ হইয়া, আপনার বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, বিধর্ম্মি মুসলমানদিগের উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও সহিত তাঁহার স্থির সখ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি জানিতেন যে, এক জাতীয় রাজারা যে সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার শেষে সন্ধি-বন্ধন হইয়া সমুদায় বিবাদ নিষ্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু যেখানে জাতিবিশেষ প্রবল হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অপর জাতীয়দিগের পরম প্রিয়তর ধন ধর্ম্ম বিনাশে যত্নশীল হয়, সেখানে আর সন্ধির কথা থাকে না। সেখানে যত কাল একের সম্পূর্ণ তেজোহ্রাস, অথবা সমূলে সংহার না হয়, তাবদ্দিন সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে। শিবজী এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাদৃশ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু চতুরতা অপেক্ষাও তিনি যে সকল নিয়ম-নিবন্ধন এবং সৈন্য-শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় করেন, তদ্দ্বারা অধিক কার্য্য সাধন হয়। তাঁহার পৈতৃক অধিকার পুনা প্রদেশে অতি সবল-শরীর এবং প্রভুপরায়ণ এক প্রকার সঙ্কর জাতি নিবাস করিত। শিবজী সেই সকল লোককে সুশিক্ষা-সম্পন্ন করিয়া খড়্গ এবং মল্ল-যুদ্ধ-বিশারদ 'মাওলী' নামক পদাতি সৈন্য প্রস্তুত করেন। আর অনতিদূরবর্ত্তী বরণা, রেবা ও ভীমা প্রভৃতি নদীকূলে এক প্রকার খর্ব্ব-গঠন বীর্য্যবান্ অশ্বজাতি প্রসূত হয়। মহারাষ্ট্রপতি সেই সকল স্থান স্বাধিকার সম্ভুক্ত করিয়া 'বর্গী' নামক উত্তম অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত করেন। অপরন্তু, পরশুরাম-ক্ষেত্র (যাহাকে কঙ্কণ দেশ বলে) জয়লব্ধ হইলে তত্রত্য নিকৃষ্ট জাতীয় অনেককে সৈন্য সম্ভুক্ত করিয়া গোলন্দাজ এবং ধানুষ্ক প্রস্তুত করতঃ পদাতিদিগকে 'হিতকরী' এবং অশ্বারোহী সকলকে 'সিলিদার' আখ্যা প্রদান করেন। আর তথাকার যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার সৈন্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া—কখন সন্ন্যাসী কখন গণক এবং কখন বা ফকীর অথবা ঐন্দ্র-জালিক ইত্যাদি বেশে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া তত্তৎস্থলের সমুদায় রহস্য সন্ধান আনিয়া শিবজীর কর্ণগোচর করিত। এই সকল চর 'যাসু' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ যাসুদিগের সহায়তায় শিবজী নানা সঙ্কট উত্তরণ এবং বিবিধ প্রকারে শত্রুদ্রোহ করণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারাই দিল্লীশ্বর-কন্যার পিতৃ সন্নিধানে আগমন বার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করে, এবং সেই সংবাদ পাইয়াই তিনি রোসিনারাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হরণ করিয়া আনেন।

শিবজী বাদসাহ-পুত্রীকে হরণ করিয়া যে দুর্গ মধ্যে আনয়ন করেন, তাহা দুর্লঙ্ঘ্য। তথায় শত জন সাহসী ব্যক্তি মিলিত হইলে দশসহস্র বিপক্ষ সেনাকে পরাভব করিতে পারে, বিশেষতঃ তাহার পথ শিবজীর নিজ অনুচর ব্যতীত আর প্রায় কাহারও জ্ঞাত নহে, সুতরাং তথায় রাজ-পুত্রীকে আনিয়া তিনি তদপগমন বিষয়ে এককালে নিঃশঙ্ক হইয়াছিলেন।

রোসিনারা সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর যত্নে এবং মাধুর্য্যভাবে বশীভূতা হইলেন। তিনি এক দিনের জন্যও শত্রু-

গ্রস্ত হইয়াছেন এমত অনুভব করিতে পারেন নাই। যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেন। বস্তুতঃ পিত্রালয়ে যেরূপ সর্ব্বদা গৃহ-পিঞ্জর-নিরুদ্ধা থাকিতেন, ঐখানে তদপেক্ষা অনেক গুণে স্বাধীনা হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি প্রত্যহ এক এক বার করিয়া তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কথোপকথন কালে অতি সরল মনে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং ভবিষ্যৎ কল্পনা সমস্ত সবিস্তার বর্ণন করিতেন। সেই সকল আশ্চর্য্য বিবরণ এবং মহতী মন্ত্রণা সমুদায় পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে বাদসাহ-পুত্রী ক্রমে ক্রমে সেই বীর পুরুষের সহিত মিলিত-জীবন হওয়া প্রার্থনীয় বোধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এই শুনিয়া এমন অনুমান করিবেন যে, সুবুদ্ধি শিবজী কেবল কৌশল দ্বারা রোসিনারার মনোহরণ করিলেন, তাঁহারা মনুষ্য প্রকৃতির বাস্তবিক রহস্যানুসন্ধায়ী নহেন। সত্য বটে, যখন শিবজী আরঙ্গেব কন্যাকে উপত্যকা মধ্য হইতে হরণ করিয়া আনেন, তখন শত্রুদ্রোহ মাত্র তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তিনি অদৃষ্ট-পূর্ব্বা রোসিনারার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার অন্তঃকরণে যথার্থ অনুরাগের সঞ্চার হয়, এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐ নব কিশোরীর হৃদয়াকর্ষণে এমত ঝটিতি সক্ষম হইলেন। মনুষ্যেরা যতই কেন কৌশল অবলম্বন করুন না, এবং ঐ কৌশলকে যতই কেন কার্য্যক্ষম বোধ করুন না, ফলতঃ তদ্দারা অকাল্পনিক প্রীতিলাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। রোসিনারা স্ত্রীলোক, এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই বিলক্ষণ জানেন যে, মিষ্ট কথা সুসামাজিকতা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, অলঙ্কারাদি উপঢৌকন প্রদান কেবল বদান্যতা হইতেও জন্মে, কিন্তু যে নায়ক নানা কার্য্য-ব্যাপৃত হইয়াও নিজ সময় দানে পরাঙ্মুখ নহেন, তিনি বাস্তবিক স্নেহভাব-সম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই। শিবজী প্রত্যহ যে সকল মন্ত্রণা করিতেন তাহা ব্যক্ত করিয়া রোসিনারাকে শ্রবণ করাইতেন, এবং পরদিবস, পূর্ব্বদিন কিরূপে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আবার নূতন নূতন মন্ত্রণা স্থির করিয়া যাইতেন। অতএব বাদসাহ-পুত্রী আপনাকে তাঁহার একান্ত বিশ্বাস এবং প্রীতি-ভাজন বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত একমত হইবেন আশ্চর্য্য নহে।

এই সময়ে আবার এমত একটী ঘটনা উপস্থিত হয়, যৎকর্ত্তৃক বাদসাহ কন্যার মন শিবজীর নিতান্ত বশীভূত হইল। রোসিনারা প্রত্যহ বৈকালে বিমল-পর্ব্বত বায়ু সেবনার্থ দুর্গ প্রাকারে গমন করিতেন। একদা ঐ সময়ে কোন সৈন্যাধ্যক্ষের নয়ন গোচর হয়েন। সেনানী তাঁহার লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তৎসমীপে স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এবং সেই তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া বাদসাহ পুত্রীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন। শিবজী সেই সময়ে কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনান্তর এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রোসিনারার নিকট গমন পূর্ব্বক তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় বিদিত হইলেন, এবং অবিলম্বে দুর্গরক্ষী তাবৎ ব্যক্তিকে স্বসমীপে আহ্বান করিয়া উক্ত সেনানীর সম্বোধনানন্তর কহিতে লাগিলেন, "তুমি অদ্য অতি জঘন্য কর্ম্ম করিয়াছ, দুর্ব্বলদিগের রক্ষা করাই যোদ্ধাদিগের ধর্ম্ম, তাহাদিগের পীড়ন করা বীরপুরুষের কর্ম্ম নহে, তুমি যে স্ত্রীলোকের অপমান করিয়াছ আমাকেই তাহার রক্ষিতা বলিয়া জান, এবং এইক্ষণে অস্ত্রধারী হইয়া আমার সহিত দ্বৈরথ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সর্ব্ব সমক্ষে অসিচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যে এক একটী কর্ম্ম করেন, তাহার নানা ফল হয়, অন্যদাদির শত কার্য্যও একটী অভিপ্রেত সাধনে সমর্থ হয় না। দেখ, শিবজী রাজ-শক্তি অবলম্বন দ্বারা অনায়াসেই অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ বলবান পুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব সংগ্রামে প্রাণ-পণ করাতে একেবারে বাদসাহ-পুত্রীকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ এবং নিজ অনুচর বন্ধুবর্গকে বিশিষ্ট ভক্তিভাজন করা হইল।

পরে শিবজী এবং সেনানী উভয়ে সমান রূপ অস্ত্রধারণ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়েই এক সময়ে স্ব স্ব কৃপাণকোষ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি বদ্ধ-দৃষ্টি হইলেন এবং উভয়েই একোদ্যমে পৃথ্বী, আকাশ, পর্ব্বত প্রভৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া যেন সকলের স্থানে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে পরস্পর নিকটাগত হইতে লাগিলেন। হঠাৎ শিবজী শ্যেনবৎ বেগে উল্লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সেনানীর ঢালে আপন ঢালের দৃঢ় প্রহার করতঃ

সেই উদ্যমেই তাহার প্রতি খড়্গ প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ ব্যর্থ হইল না। সেনানীর স্কন্ধদেশ হইতে শোণিত ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় আক্রমণেও ঐরূপ হইল। প্রতিপক্ষ এইরূপে দুই বার আহত হইলে ব্যথিত-মর্ম্ম হইয়া মহা ক্রোধ সহকারে মহারাষ্ট্রপতির প্রতি আক্রমণ করিল। সেনানী, শিবজী অপেক্ষা শিক্ষা এবং বিক্রমে ন্যূন ছিল বটে, কিন্তু শারীরিক বলে এবং দৈর্ঘ্যতায় তাঁহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। অতএব তাহার বিক্রান্ত ভুজবলে পরিচালিত তীক্ষ্ণধার অসির প্রহার হইলে শিবজী তৎক্ষণাৎ ছিন্নশীর্ষ হইতেন। কিন্তু তিনি নিজ ফলক দ্বারা সেই খড়্গাবেগ নিবারণ করিয়া রক্ষা পাইলেন। রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু ঐ আঘাতে তাঁহার ফলক একেবারে দ্বিধা হইয়া গেল। শিবজী ব্যর্থ চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অতি সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণে বিপক্ষের প্রতি আক্রমণ, ক্ষণে দূরে পলায়ন, কখন শত্রুর দক্ষিণ ভাগে, কখন বামে, এই তাহার সম্মুখে, আবার নিমেষ মধ্যেই পশ্চাতে, এইরূপে হুহুঙ্কার করিয়া ভ্রমণ করাতে, শত্রু অত্যন্ত ব্যস্ত এবং ক্রমশঃ শোণিত প্রস্রবণে নিতান্ত হীন-বল হইয়া দণ্ডায়মান হইল। শিবজীও তৎক্ষণাৎ খড়্গ প্রয়োগ করিলেন, এবং সেনানী সেই আঘাতেই আর্ত্তনাদ সহকারে ভূতল-শায়ী হইল।

মহারাষ্ট্রপতি এই প্রকারে লব্ধ-বিজয় হইলেন বটে, কিন্তু আপনিও সম্পূর্ণ অক্ষতদেহ ছিলেন না। সেনানীর দারুণ প্রহারে কেবল তাঁহার ফলকই ভিন্ন হইয়াছিল এমত নহে। খড়্গটা ঢাল ভেদ করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রীভাবে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হওয়াতে তথাকার অস্থি ভগ্ন হইয়াছিল। তজ্জন্য অধিক শোণিত পাত হয় নাই। কিন্তু আন্তরিক পীড়ার পরিসীমা ছিল না। তথাপি ক্লেশসহিষ্ণু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনের কি মানসিক বল! শিবজী যুদ্ধ কালে অথবা তদবসানে তিলার্দ্ধেও কাতরতা প্রকাশ করিলেন না, সেনানীর মৃতবৎ দেহ রজ্জুবদ্ধ করিয়া দুর্গ বহির্ভাগে অবতারিত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং অম্লান মুখে সকলকে স্ব স্ব স্থানে যাইতে কহিয়া পরে নিজ আবাস গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিন্তু অল্প ক্ষণেই প্রচার হইল মহারাষ্ট্রপতি যুদ্ধে আহত হইয়া অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন। এই দুঃসমাচার রোসিনারার কর্ণগোচর হইবামাত্র

তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইয়া এক জন পরিচারিকা সমভিব্যাহারে শীঘ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। আসিয়া শিবজীর শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় কোমল কর অর্পণ করিবামাত্র শিবজী উন্মীলিত নেত্র এবং সহাস্য মুখ হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রোসিনারা বাক্য দ্বারা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু শিবজী তাঁহার জিজ্ঞাসু নয়ন দ্বয়কে আশ্বাস বাক্যে উত্তর করিলেন,"শস্ত্র ব্যবহারী মাত্রেরই এইরূপ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তোমাকে আমার নিমিত্ত কাতর দেখিয়া এমত সুখ হইতেছে যে, তজ্জন্য এমত বেদনা শত শত বার ভোগ করাও প্রার্থনীয় অনুমান হয়"। রোসিনারা ঈষল্লজ্জান্বিতা হইয়া এই মাত্র উত্তর করিলেন,"আমিই এই অনর্থের মূল"। এই বলিয়া তিনি মহারাষ্ট্রপতির গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মনে মনে স্থির করিলেন, ইনি যে পর্য্যন্ত সুস্থ না হয়েন তাবৎকাল সেবা করিয়া এই কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধের যত্ন করিব। আহা! স্ত্রীলোকেরা কি মনুজগণের দুঃখ দূর করণার্থই সৃষ্ট হইয়াছেন! তাঁহারা সম্পদ এবং সুখ সময়ে যেরূপ হউন, কিন্তু প্রিয় জনের দুঃখ উপস্থিত হইলে আর অন্যভাব থাকে না। বিশেষতঃ রোগীর সেবায় সহিষ্ণু-প্রকৃতি স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার নিপুণ এবং মনোযোগী, পুরুষেরা কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। কে না দেখিয়াছেন, মাতা নিজ পীড়িত শিশুকে ক্রোড়ে শয়ান করাইয়া আহার নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক কেবল তাহার মুখার্পিত নয়নেই দিবারাত্রি যাপন করেন?—কোন্ ব্যক্তি রোগ-সন্তপ্ত হইয়া নিজ সহোদরাদিগের অন্তঃকরণে ভ্রাতৃবাৎসল্য ভাবের অনুভব না করিয়াছেন?—আর কে বা তাদৃশ দুঃসময়ে নিজ প্রনয়িনীর কোমল করস্পর্শ সুখানুভব করতঃ আপনাকে বিগত-ক্লেশবৎ দর্শাইয়া প্রিয়তমার অন্তঃকরণের দুঃখভার মোচন করিবার যত্ন না করিয়াছেন?—অপিচ, কন্যাপুত্রবন্ত কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহার কোন্ সন্ততিগণের কাকলীস্বর অধিকতর মধুর হয়?—কাহারদিগের মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপ একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায়?—আর কাহারা ধৃষ্টস্বভাব ভ্রাতৃবর্গকে সান্ত্বনা করিয়া রাখে? অতএব আশৈশব মৃদুস্বভাব স্ত্রীজাতিই পীড়িত জনের প্রতি বিশিষ্ট সমবেদনা খ্যাপন করেন। ইটি তাঁহাদিগের একটী

প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রায় বোধ হয়! দেখ বাদসাহ-পুত্রী রোসিনারা কখন কাহার সেবা শুশ্রূষা করেন নাই। তথাপি স্ব-ইচ্ছায় শিবজীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার ক্লেশ নিবারণার্থ নিরন্তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রম সম্পূর্ণই সফল হইল। শিবজী কতিপয় দিবস মধ্যেই স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। আর তাঁহার এই একটী অধিক লাভ হইল, রোসিনারা তৎপ্রতি নিরন্তর সমবেদনা খ্যাপন করতঃ তাঁহার সহিত মিলিত-মন এবং বদ্ধ-প্রণয় হইলেন। না হইবেন কেন? যেমন সুবর্ণখণ্ডদ্বয় অগ্নিতাপে উত্তপ্ত হইলে সহজেই সংযুক্ত হয়, তেমনি মনুজদিগের মনও দুঃখপরিতপ্ত হইলে শীঘ্র বদ্ধ-সৌহার্দ্দ হইয়া থাকে। অতএব মহারাষ্ট্রপতি একদা অনুরোধ করিলে তৎপত্নীত্ব স্বীকার করণে তখন তাঁহার যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহা তিনি একটী পারস্য কবিতার অর্থ করিয়া প্রকাশ করিলেন, "গুরু-জনের অসম্মত কর্ম্ম পরিণামে মঙ্গলাবহ নহে, কিন্তু তাহার কোন উপায় হইলে উভয়েই সুখী হই"।

তৃতীয় অধ্যায়।

যে মহারাষ্ট্র সেনানী শিবজী কর্ত্তৃক আহত এবং পরাভূত হইয়া দুর্গ বহির্ভাগে অবতারিত হইয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ প্রাণসম্বন্ধ বর্জ্জিত হয়েন নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নিজ শিরস্ত্রাণ বস্ত্র ছিন্ন করতঃ ক্রমে ক্রমে সমুদায় ক্ষতভাগ বন্ধন করিলেন। এবং তদ্দ্বারা শোণিত প্রস্রবণ নিবারণ হইলে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিলেন। সেই রাত্রি যে তাঁহার জীবদ্দশায় যাপন হইবে এমত কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। মলয় পর্ব্বত বহু হিংস্রজন্তুর আবাস, বিশেষতঃ তথায় ব্যাঘ্র এবং সর্পভয়, বঙ্গদেশীয় সুন্দরবনের অপেক্ষা ন্যূন নহে। কিন্তু দৈবাধীন সেই রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে প্রভাত হইল; পরন্তু পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষাও তাঁহার শরীর অধিকতর ব্যথিত দুর্ব্বল ও তৃষ্ণায় শুষ্ক-কণ্ঠ-তালু হইয়াছিল। পিপাসার পীড়ায় কাতর হইয়া সেনানী ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ নির্ঝর পার্শ্বে গমন করিয়া সেই পবিত্র বারি পান দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ করিলেন। এবং পুনরায় নিতান্ত দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তথায় নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিলেন। সেই দিবা এবং রাত্রি এইরূপে গত হইল। কিন্তু পরদিন অনেক সুস্থ এবং সবল হইলেন। তিনি যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, মদ্যমাংসভুক্ হইলে অবশ্যই মৃত্যু কবলিত হইতেন। কিন্তু শিবজীর প্রায় সকল সৈন্যই শিব-পরায়ণ ছিল, মদ্যমাংস ভোজন করিত না, অথচ তাহারা কখন পরিশ্রম-বিমুখ বা অধ্যবসায়-বিহীন হয় নাই। যাহাহউক, সেনানী দিন দিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সবল হইয়া বন্য-ফল ভোজন এবং সেই নির্ঝর অম্বুপান দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ এইরূপে গত হইলে, তিনি ক্রমে অতি মৃদু গমনে স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করতঃ প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পরে সমুদায় পর্ব্বতীয় পথ উত্তীর্ণ হইলে আরঙ্গেব বাদসাহের কোন সেনানীর স্কন্ধাবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। দুর্বুদ্ধি মহারাষ্ট্র সেই শিবির সন্নিহিত হইয়া প্রহরিগণকে কহিল তোমরা আমাকে সেনানীর সমীপস্থ কর, আমি শিবজীকে ধৃত করিবার উপায় বলিয়া দিব। শিবির-রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে

সমাদর করিয়া সেনাপতির নিকট আনয়ন করিল। মুসলমান সৈন্যপতি তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "রে মহারাষ্ট্র! তোর বেশভূষায় দেখিতেছি তুই শিবজীর অনুচর হইবি, অতএব কি প্রয়োজনে এই সৈন্য মধ্যে আসিয়াছিস্ বল্?" মহারাষ্ট্র আপন শরীরের ক্ষতভাগ সকল দেখাইয়া কহিল, "যে দুরাত্মা এক্ষণে মহারাষ্ট্রপতি নামধেয় হইয়াছে সেই আমার এই দশা করিয়াছে। এই সকলের শোধ দেওয়াই আমার এখানে আসিবার তাৎপর্য্য।" "কিন্তু তোর কথায় আমার বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা কি? যে স্বজনের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত, শত্রুর বিশ্বাসহন্তা হইতে তাহার কতক্ষণ?" মহারাষ্ট্র কিঞ্চিৎ ক্রোধ করিয়া উত্তর করিল, "যদি আমার দ্বারা স্বকার্য্য সাধনে আপনার এতই অনিচ্ছা হয়, তবে অন্য কোন মুসলমান সেনাপতির নিকট যাই।" এই বলিয়া গমনোদ্যম করিলে বাদসাহের সেনাপতি ভাবিলেন, এই ব্যক্তির আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণই বোধ হইতেছে যে শিবজী কর্ত্তৃক আহত হইয়া ক্রোধপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত আসিয়াছে। যদি অন্য কেহ ইহার সহায়তায় এই যুদ্ধে কৃতকার্য্য হয়, তবে তাহারই সম্পূর্ণ যশোলাভ হইবে। অতএব ইহাকে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মহারাষ্ট্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমাকে হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করিলাম, যদি কোন প্রকারে সেই দস্যুকে আমার হস্তগত করিতে পার তবে যথোচিত পুরস্কার করিব।" মহারাষ্ট্র কহিল, "আমার অন্য পুরস্কারে প্রয়োজন নাই। আমি অর্থ লোভে জন্ম-ভূমির অপকারে প্রবৃত্ত নহি, কেবল সেই দুরাত্মার শোণিত দর্শন করিতে চাহি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার সেই মানস সিদ্ধ না হয়, তাবৎকাল বাদসাহের পক্ষ হইলাম।" মুসলমান সেনানী এই কথায় কিঞ্চিৎ চমৎকৃত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, সকল জাতিরই অভ্যুদয় কালে তত্তৎজাতীয় জনগণের ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রবল হয়। এমন কি, সেই জাতীয় অতি নিকৃষ্ট-তামস-প্রকৃতি জনের মনেও কিঞ্চিৎ তেজস্বিতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিবজীর সময়ে মহারাষ্ট্রদিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল। এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি লোকান্তর গত হইলেও মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের উপরে

কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহারা সমুদায় ভারত রাজ্যকে কখন স্বদেশ বলিয়া বোধ করে নাই বটে। কারণ এই বিস্তীর্ণ দেশ নানাপ্রকার লোকের আবাস। এদেশীয়গণের ব্যবহার, ভাষা, বৃত্তি সকলই পরস্পর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সেই জন্য যখন যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজ মহারাষ্ট্র খণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইত, তখনই পরদেশ বলিয়া প্রজামাত্রের প্রতি অত্যাচার করিত। কিন্তু স্বদেশে তাদৃশ অত্যাচারের লেশমাত্র ছিল না। তাহারা বাস্তবিক স্বদেশবৎসল ছিল। দেখ, ঐ দুষ্ট মহারাষ্ট্র সেনানী স্বদোষে দণ্ডিত হইয়া প্রভুর অপকারে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু বিধর্ম্মি শত্রুর স্থানে ভৃতি স্বীকার করিল না। তাহার তেজো-গর্ব্ব-বাক্যে মুসলমান সৈন্যপতি বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শীঘ্র ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আমার পুরস্কার গ্রহণ কর বা না কর, তুমি কি উপায়ে শিবজীকে আমার হস্তগত করিবে, বল ?" মহারাষ্ট্র উত্তর করিল, "এক্ষণে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আমি সুস্থ এবং সবল হই। পরে আমার সমভিব্যাহারে দুই শত উত্তম সৈন্য দিবেন। আমি অন্যের অবিদিত পথ দ্বারা তাহাদিগকে শিবজীর আবাসে লইয়া যাইব। পরন্তু আপনি অস্ত্র ধারণ করিতে না পারিলে অন্যের নিকট গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিব না। তিনি যেমন আমাকে দ্বৈরথ্যযুদ্ধে আহত করিয়াছেন, আমিও স্বহস্তে তাহার প্রতিফল প্রদান করিতে চাহি"। মুসলমান জাতীয়েরা স্বভাবতই দাম্ভিক, তাহাতে অবজ্ঞেয় হিন্দুর প্রমুখাৎ তাদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে আশ্চর্য্য কি? পরন্তু মুসলমান সৈন্যপতি তৎকালে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া স্বকার্য্য সাধনাভিপ্রায়ে ঐ ব্যক্তির যথাযোগ্য সেবা এবং চিকিৎসার্থ ভৃত্য ও ভিষক্ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্র অতি গুপ্তভাবে তাঁহার শিবিরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুসলমান সেনানী স্বয়ং শিবজীকে ধৃত করিবেন, এই মানসে নিজ বাদসাহকেও এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন না।

আরঙ্গেব কোন প্রকারে শিবজীর অনুসন্ধান বা আত্মজার উদ্ধারে সমর্থ না হইয়া কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়াতে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন। কিন্তু যাইবার কালীন তাঁহার যে সেনাপতির নিকট মহারাষ্ট্র সেনানী বাস করিতেছেন, তাহারই নিকট কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া আদেশ করিয়া গেলেন, শীঘ্র পর্ব্বতীয়-যুদ্ধ-নিপুণ জয়পুর প্রদেশাধিপতি রাজা জয়সিংহকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিবেন, যাবৎকাল তিনি না আইসেন ততদিন কোন বিশেষ চেষ্টা না করেন। এদিকে শিবজী ঐ সুযোগে অনেক পার্ব্বতীয় দুর্গ নিজ অধিকার সম্ভুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে শত্রু সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া আপন বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি চিরকাল এইরূপ ছিল। বিপক্ষকে প্রবল দেখিলে দুর্জ্জয় দুর্গ সকলের শরণ লইতেন, আর তাহাদিগকে ক্ষীণবল দেখিলে নিজ সৈন্য সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। একদা মহারাষ্ট্রপতি নিজ দুর্গ প্রাকারোপরি বায়ু সেবন করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন একজন নিম্ন ভাগ হইতে দুর্গে আসিবার নিরূপিত সঙ্কেত করিল এবং সঙ্কেতানুসারে দ্বারপালগণ কর্ত্তৃক রজ্জু নিক্ষিপ্ত হইল। ঐ ব্যক্তি তদবলম্বনে দুর্গে প্রবেশ করিলে সকলে মৃত সেনানীকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সেনানী তৎক্ষণাৎ শিবজীর সমীপস্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত সহকারে কহিল,; "সাক্ষাৎ শিবাবতার, শিবজীর জয়! এই অধীনকৃত অপরাধ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার ইহাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক"। শিবজী ঐ সেনানীর প্রতি পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ স্নেহ করিতেন, এবং তাহার অপরিসীম বীর্য্য এবং সাহসিকতাগুণে তদ্দ্বারা তাঁহার অনেকানেক কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব সে তাঁহার হস্তে একেবারে প্রাণ বর্জ্জিত হয় নাই দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিলেন, "তুমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে তাহা স্মরণ করিতে হইলে তোমার মুখ দর্শন করাও অযোগ্য, কিন্তু কেবল আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া যে কোন মহারাষ্ট্র স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনে নিবৃত্ত থাকিবে আমার এমন অভিপ্রায় নহে—অদ্য রাত্রি এই স্থানে অবস্থিতি কর, কল্য প্রাতে বিবেচনা করিয়া তোমাকে দুর্গান্তরে নিযুক্ত করিব"। সেনানী অবনত শির হইয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই রাত্রি দুই প্রহর সময়ে ঐ দুরাত্মা আপনার নির্দ্দিষ্ট নিলয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গ প্রাকারোপরি আরূঢ় হইল। জনৈক প্রহরী সেই স্থান রক্ষা করিতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেনানী কহিল, "ভাই রে! অনেক দিন তোমাদিগের কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, আর কল্য প্রাতেই এখান হইতে যাইতে হইবে, অতএব ভাবিলাম যদি কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় কথাবার্ত্তায় রাত্রি যাপন করিব"। এইরূপ সরল ভাষায় প্রহরীর প্রতীতি জন্মাইয়া দুষ্ট ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং হঠাৎ তাহার পাদদ্বয় আর্কষণ করতঃ তাহাকে একেবারে দুর্গের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিল। প্রহরী সেই উন্নত স্থল হইতে অন্যূন দুই শত হস্ত নিম্নে নিপতিত হইয়া একেবারে চূর্ণ-সর্ব্বাঙ্গ হইল। বিশ্বাস-ঘাতক তখন নিরুদ্বেগে অঙ্গাবরণের অন্তর হইতে একটি দীর্ঘ রজ্জু বাহির করিল, এবং নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে সেই রজ্জু দ্বারা এক জন বলবান মোগল যোদ্ধাকে উন্নত করিল। সেই ব্যক্তির স্থানেও ঐরূপ একটী রজ্জু ছিল। উভয়ে স্ব স্ব রজ্জু সংযোগে আর দুই জনকে দুর্গে আনয়ন করিল। এইরূপে মুহূর্ত্তেক মধ্যে শতাধিক বিপক্ষ সেনা শিবজীর দুর্গান্তরালে প্রবিষ্ট হইল।

মহারাষ্ট্র সেনানীর মানস ছিল কোন গোলমাল না করিয়া শিবজীর গৃহে প্রবেশ করতঃ স্বহস্তে তাঁহাকে হনন করে। কিন্তু মোগল সৈন্যেরা ক্রমশঃ আপনাদিগকে বর্দ্ধিত-বল বুঝিয়া সাবধানতা চ্যুত হওয়াতে দুর্গ রক্ষিগণ অনেকে জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের একজন উর্দ্ধশ্বাসে মহারাষ্ট্রপতির গৃহদ্বারে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "মহারাজ! শত্রু সেনা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, উপায় করুন"। শিবজী তৎক্ষণাৎ নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে বাহির হইয়া কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই নিশীথ সময়ে মহারাষ্ট্র ভট সকলের 'হর হর ভবানী'! এবং মোগল সেনার 'আল্লাঃ আকবার'! এইরূপ যোধ-রাব পুনঃ পুনঃ গগন বিদীর্ণ হইয়া উত্থিত হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়রা দুর্গের পথ সকল উত্তম জানিত বলিয়া হঠাৎ আক্রান্ত হইয়াও অতি উত্তম যুদ্ধ করিতে লাগিল। মোগলেরা অন্ধকারে অপরিজ্ঞাত স্থানে তাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ

করিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী কতিপয় পর্ণ এবং তৃণ কুটীরে অগ্নিদান করিল। শিবজী দেখিলেন যুদ্ধে বিজয় সম্ভাবনা নাই। অতএব সত্বর-গমনে বাদসাহ্ পুত্রীর গৃহে আগমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার পিতৃ সৈন্যে আমার দুর্গ অধিকার করিল—তোমার কোন বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমি ধৃত হইলে অবশ্যই বধ্য হইব"। রোসিনারা ব্যগ্র-চিত্ত হইয়া কহিলেন, "যদি কোন উপায় থাকে, নিমেষমাত্র বিলম্ব করিও না, পলায়ন কর, আর কখন যদি পুনর্ব্বার মিলিত হইবার পথ হয় আমি যেখানে থাকি তোমারই রহিলাম জানিও"। এদিকে মোগলদিগের জয়ধ্বনি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সুতরাং আর বিলম্বের অবকাশ নাই, শিবজী শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দুর্গের এক প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন।

দুর্গের সেই ভাগ অন্যান্য দিক্ অপেক্ষাও বরং অধিক বন্ধুর হইবে। কিন্তু সেই পার্শ্বে পর্ব্বত গাত্রে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখি-সকল জন্মিয়াছিল, আর নীচে একটী নদী বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। শিবজী সেই বৃক্ষ সকলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নামিতে লাগিলেন। মধ্যভাগে যে ক্ষুদ্র গাছটির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন তাহা পদভরে উন্মূলিত হইল। কিন্তু ভাগ্যবলে শিবজী বহুদূর নিপতিত না হইতে হইতেই আর একটী অধিকতর-বদ্ধমূল বৃক্ষকে ধারণ করিতে পাইয়া রক্ষা পাইলেন। সেই স্থান হইতে নদীজল অন্যূন বিংশতি হস্ত দূর হইবে। শিবজী নিকটস্থ কতক-গুলি তৃণ লইয়া আপন পৃষ্ঠতলে বিন্যস্ত করিয়া বাঁধিলেন, এবং পর্ব্বত পার্শ্বে পিচ্ছলাইয়া অনতি-ক্ষতশরীরে নদীজলে পড়িলেন। সেই স্থলে নদী গভীর ছিল, এবং তন্মধ্যে বৃহৎ শিলাদি কোন কঠিন পদার্থও ছিল না। অতএব বেগে জলমগ্ন হইলেও মহারাষ্ট্রপতির কোন ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি জলে ভাসমান হইয়া সন্তরণদ্বারা স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন।

গ্রন্থকার এইবার বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। পাঠকবর্গকে উদার-চরিত্র শিবজী এবং কোমল-প্রকৃতি রোসিনারার সহিত পরিচিত করাইয়া তাঁহার এমত অনুভব হইয়াছে যে, সকলেই ইহাঁদিগের পরে কি হইয়াছিল জানিতে

ব্যগ্র হইবেন। যতদিন তাঁহারা উভয়ে একত্র ছিলেন, একের বিবরণেই অপরের আনুষঙ্গিক বর্ণন হইয়াছে। এক্ষণে উভয়ের বিচ্ছেদ হইলে কাহার বিষয় অগ্রে বর্ণনীয়?—সর্ব্ব স্থানেই পুরুষের সম্মান অধিক। সুতরাং শিবজী পুরুষ বলিয়া তাঁহারই বৃত্তান্ত অগ্রে বর্ণিত হইতে পারে। কিন্তু এইক্ষণে কোন কোন সুধীর-স্বভাবা কামিনীরাও কাব্য শাস্ত্রাদি পাঠে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন, অতএব পাছে তাঁহারা কেহ রোসিনারার কথা না বলিলে মনোদুঃখ করেন এই জন্য বাদসাহ-পুত্রীর বিবরণ অগ্রে বলাই বিধেয় হইতেছে। যাঁহারা মনের দুঃখ মনেই রাখেন, তাঁহাদিগের মন রাখাই সাধু পরামর্শ! বিশেষতঃ মুসলমানেরা তাহাদিগের পরম শত্রু শিবজী মরিয়াছেন এই বিবেচনাই করিয়াছিল, এবং তিনিও কয়েক দিবস কোথায় কি করিতেছিলেন, প্রথমতঃ তাহার কিছুই প্রকাশ হয় নাই, অতএব এই অধ্যায় মধ্যেই সংক্ষেপে বাদসাহ-পুত্রীর কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মুসলমান সৈন্যপতি দুর্গাধিকার বার্ত্তা প্রাপ্ত হইবামাত্র মহা আনন্দসহকারে যাত্রা করিয়া পর দিবস তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ বাদসাহ-পুত্রীকে সহস্রাধিক সামন্ত সমভিব্যাহারে পিতৃ-সদনে প্রেরণ করিলেন। রোসিনারা কতিপয় দিবস পরে পথিমধ্যে রাজা জয়সিংহের সৈন্যে উপস্থিত হইলেন। সিংহ মহারাজ মুসলমান সৈন্যপতির লিপি প্রাপ্ত হইয়া জানিলেন, শিবজীর দুর্গ জয় হইয়াছে এবং তিনিও প্রস্থান কালে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। অতএব তিনি যেমন শীঘ্র সসৈন্যে আসিতেছিলেন, তাহা না করিয়া বাদসাহকে সমুদায় শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন এবং পরে আপনি কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। সেই স্থান হইতে রোসিনারা নির্ব্বিঘ্নে পিত্রালয় প্রাপ্ত হইলে বাদসাহ, একেবারে আত্মজার উদ্ধার এবং শিবজীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। কিন্তু কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথা প্রসঙ্গে তৎপ্রমুখাৎ শিবজীর গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা রহিল না তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ কন্যার আর মুখাবলোকন করিবেন না। অতএব যে কারাগৃহ-তুল্য-অবরোধ মধ্যে আপন পিতা

সাজাহানকে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহারই এক দেশে কন্যার বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। সেই স্থানে রোসিনারা কিরূপে কালযাপন করিতেন, এবং কালে তাঁহার মানস কতদূর কিরূপে সফল হইয়াছিল, তাহা সময়ান্তরে ব্যক্ত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

যে দেশে প্রজাগণ অধিকাংশই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং রাজবর্ত্ম সকল পরিপাটীরূপ না থাকাতে বণিক্-বৃত্তি সুসম্পন্ন হয় না, তথাকার রাজাদিগের কর্ত্তব্য প্রজার স্থানে সুবর্ণ রজতাদিরূপে কর না লইয়া যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহারই কোন নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন। এইরূপ না করিলে প্রজার অত্যন্ত ক্লেশ হয়। তাহাদিগকে অল্প মূল্যে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, অথবা দূরস্থিত আপণে কৃষি-প্রসূত দ্রব্যজাত লইয়া যাইতে অনেক পরিশ্রম এবং কালক্ষয় করিতে হয়। শিবজী এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজস্ব আদায়ের নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রজারা যাহার যেরূপে ইচ্ছা, তাঁহার ভাগধেয় প্রদান করিবে। এই নিয়মানুসারে তাঁহার পার্ব্বতীয় দুর্গ সন্নিহিত প্রজাগণ ঐ দুর্গস্থিত তৃণ ও পর্ণকুটীর সকল নির্ম্মাণার্থ তদুপযোগী পত্র তৃণ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী প্রদান করিত; তাহাদিগের স্থানে আর অন্য করাদান ছিল না। পরন্তু যখন তাহারা ঐ নিয়মানুসারে তৃণাদি প্রদান করিতে আসিত, সেই সময়ে পরস্পর দ্রব্যাদি বিনিময়ের সুবিধা হয় বলিয়া দুর্গ মধ্যে এক প্রকার বাজার বসিত।

মুসলমান সৈন্যপতি তাঁহার অধিকৃত দুর্গের সকল কুটীর অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া প্রজাদিগের স্থানে ঐরূপ তৃণাদি গ্রহণের অনুমতি করিলেন। তাঁহার মানস ছিল ঐ দুর্গে বহুতর সৈন্য নিযুক্ত রাখেন; অতএব এককালে অনেক কুটীর নির্ম্মাণের আদেশ করিয়া যাবৎ তৎসমুদায় সমাপন না হয় তাবৎ আপনি শিবির মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ঘোষণানুসারে দুর্গ জয় হইবার তিন বা চারি দিবস পরে শতাধিক ব্যক্তি নানা দ্রব্যজাত লইয়া দুর্গ সন্নিধানে উপনীত হইল। তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে দুর্গ মধ্যে প্রবেশিত হইল তাহার সহিত একজন মোগল যোদ্ধার এইরূপ কথোপকথন হয় এবং সেই অবসরে আর আর সকলে ক্রমে ক্রমে দুর্গোপরি উত্থাপিত হইতে লাগিল। মোগল যোদ্ধা প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিল, "কেমন রে কাফের! তোদের রাজা এখন কোথায়? বেটা ডাকাইত ছিল—তেমনি একবারে জাহান্নমে গিয়াছে"। মহারাষ্ট্র কহিল, "হাঁ শুনিয়াছি, শিবজী না কি মরিয়াছেন। আমাদের পক্ষে যিনিই রাজা হউন, উচিত কর দিব, রাজ্যে বাস করিব; আমাদিগের ভালও নাই মন্দও নাই—ভাল, তবু বল দেখি শিবজী মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে; তোমরা কি তাঁহার শব দেখিয়াছ?" "বেটা নদীর জলে পড়িয়া কোথায় মরিয়া ভাসিয়া গিয়াছে কিরূপে দেখিব"। "তবে তিনি মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে?" আমরা সেই রাত্রিতে মসাল জ্বালিয়া সকল জায়গা পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াছিলাম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না—পর দিন গড়ের মুর্চ্চার উপর উঠিয়া দেখি এক জায়গায় একটা গাছ উপড়িয়া গিয়াছে—আর বালিতে পায়ের দাগও পড়িয়া রহিয়াছে। যে নেমকহারাম্ আমাদিগকে এই গড়ে আনিয়াছিল সেই ঐ পায়ের দাগ দেখিয়া কহিল শিবজীই এই থান দিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া মরিয়াছেন"। মহারাষ্ট্র ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই নেমক্‌হারাম্ এখন কোথায়?—তাহার কি হইয়াছে কিছু বলিতে পার?" মোগল দুর্গজয় হওয়াতে নিতান্ত আনন্দমগ্ন অন্তঃকরণ হইয়াছিল বলিয়াই জিজ্ঞাসুর তাদৃশ ব্যগ্রতা দেখিয়াও সন্দিহানমনা হইল না। সে হাস্য করিয়া উত্তর করিল, "সে এই থানেই আছে, কিন্তু তাহার জিয়ন্তে কবর হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হয় তোদের সকলকেই সেইরূপ করি"। মহারাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমরা তোমাদের কি করিয়াছি"। "তোরা কাফের, ভূতের পূজা করিস্"। মহারাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কহিল, "রে বিধর্ম্মি মুসলমান, তুই মনে করিয়াছিস্ শিবজী মরিয়াছেন, এই তাঁহাকে সম্মুখে দেখ্"। এই বলিতে

বলিতে কৃষীবল-বেশধারী শিবজী আপন আনীত তৃণ কাষ্ঠাদি মধ্য হইতে তীক্ষ্ণধার খড়্গ বাহির করিয়া ঐ ভয়ার্ত্ত মোগলের শিরশ্ছেদন করিলেন। আর আর মহারাষ্ট্র সকলেও ঐরূপে নিজ নিজ অস্ত্র বাহির করিয়া 'শিবজীর জয়! শিবজীর জয়!' এই শব্দসহকারে মোগলদিগকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিল। মোগলেরা অনেকেই নিরস্ত্র, বিশেষতঃ শিবজী মরিয়াছেন জানিয়া একান্ত অনবধান ছিল। অতএব শিবজী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহা ভয় প্রযুক্ত যে যাহার প্রাণ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকেই স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না। আর যাহারা যাহারা সাহস করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল, তাহারাও সুশিক্ষিত মাওলীগণ কর্ত্তৃক স্বল্পায়াসেই পরাজিত হইল।

এইরূপে শিবজী নিজ দুর্গ পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া সেই বিশ্বাস-হন্তা সেনানীর অনুসন্ধানার্থ কতিপয় অনুচরকে প্রেরণ করিলেন। পরে যথানিয়মে লোক নির্দ্দিষ্ট করতঃ তৎক্ষণাৎ দুর্গের আরক্ষ বিধান করিতে লাগিলেন। তাহা করিতে করিতে দুর্গের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখেন একটী ক্ষুদ্র কুঠরীর দ্বার নূতন প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত এবং চতুর্দ্দিকস্থ সকল গবাক্ষ সেইরূপে বদ্ধ হইয়া আছে। ছাদের উপর উঠিয়া দেখেন, কেবল তন্মধ্য ভাগে একটী ছিদ্র মাত্র আছে, আর সর্ব্ব দিক্ সর্ব্ব প্রকারে বদ্ধ, অন্য কি, বায়ু গমনাগমনেরও পথ নাই। তখন স্মরণ হইল, মোগল কহিয়াছিল সেনানীর জীবৎ-সমাধি হইয়াছে। অতএব তাহাই বুঝি এই হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেই কুঠরীর দ্বার উন্মুক্ত করণের অনুমতি করিলেন। দ্বারের গ্রথিত প্রস্তর কতিপয় স্থানান্তরিত হইলে সেই অন্ধতমসাবৃত কুঠরী মধ্যে আলোক প্রবেশ করাতে একটা মৃতকল্প-মনুষ্য-দেহ দৃষ্ট হইল। তখন সকলেই ব্যগ্র হইয়া দ্বার উন্মোচন করিতে লাগিলেন। শিবজী স্বয়ং ঐ পরিশ্রমে বিমুখ হইলেন না। পরে গৃহান্তরালে প্রবেশ করিয়া যেরূপ দর্শন করিলেন তাহা বর্ণনীয় নহে—ঐ স্থান সাক্ষাৎ-প্রেতভূমি। গৃহ মধ্যে স্থালী স্থালী পূর্ণ শোণিত সংহত হইয়া তিমির বর্ণ হইয়া রহিয়াছে, দীর্ঘ দীর্ঘ অস্থিসহ মাংসখণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং মধ্যভাগে সেই মহারাষ্ট্র সেনানীর শীর্ণ

এবং পাংশু বর্ণ শরীর নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন হইবামাত্র মহারাষ্ট্রপতি ব্যস্ত হইয়া বহির্ভাগে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ঐ মৃতকল্প শরীর বহির্দ্দেশে আনয়ন করিল। বহির্ভাগের পবিত্র বায়ু স্পর্শে সেনানীর মুখে পুনর্ব্বার রক্ত সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া শিবজী কহিলেন, "এখন ও জীবন আছে, শীঘ্র শীতল জল আনিয়া উহার মুখে সেচন কর"। কেহ বারদ্বয় ঐরূপ করিলে ঐ হতভাগ্য হঠাৎ করদ্বারা মুখ আবরণ করিয়া কম্পিত শরীরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, "আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না!—আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না"! সকলে চমৎকৃত হইয়া শিবজীর প্রতি দৃষ্টি করিলে তিনি কহিলেন, "অনুমান হয়, দুরাত্মা মুসলমান কর্ত্তৃক এই অন্ধকূপ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া জল প্রার্থনা করিলে উহাকে পানার্থ রক্ত প্রদান করিয়াছিল; এখনও প্রকৃত চৈতন্য হয় নাই, অতএব তাহাই পান করিবে না কহিতেছে"। পরে কহিলেন, "বোধ হয়, পাপিষ্ঠেরা ইহাকে গোরক্ত এবং গোমাংস দিয়া থাকিবে, বুঝি তাহাই ঐ গৃহ মধ্যে দর্শন করিলাম। হায়! ভারত-ভূমি আর কত দিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে"? তিনি এইরূপ কহিতেছেন এমত সময়ে সেনানী একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। কিন্তু শিবজীর প্রতি দৃষ্টি হইবামাত্র চীৎকার শব্দ করিয়া পুনর্ব্বার অচেতন হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁহার মুখে জলসেক করিতে লাগিলেন, এবং ঝটিতি কিছু খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে কহিলেন। সেনানী ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্ব্বার সচেতন হইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক শিবজীর মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন "মহারাজ! তবে কি আমি সমুদয় স্বপ্ন দেখিয়া ছিলাম? তবে কি আমি আপনকার বিশ্বাস-ঘাতী নহি?—আমি কি মুসলমানদিগকে দুর্গমধ্যে আনয়ন করি নাই?—আমি কি আপনকার মৃত্যু ইচ্ছা করি নাই?—না, না, সে সকল স্বপ্ন নহে! আমি প্রহরীকে নিক্ষেপ করিলে সে যে উৎকট আর্ত্তস্বর করিয়াছিল তাহা এক্ষণেও আমার কর্ণকুহর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে—আর আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি এবং শ্রবণ করিয়াছি তাহাও মিথ্যা হইবার নহে"।

শিবজী নিজ সেনানীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তুমি এই ক্ষণে আর সেই সকল কিছু মনে করিও না, এই কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য গ্রহণ এবং জল পান কর, পরে যাহা যাহা হইয়াছে সবিস্তার শ্রবণ করিব। সেনানী কহিল, "মহারাজ! আর আমাকে আহার করিতে বলিবেন না, এক্ষণে যাহা বলি সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন"। এই বলিয়া সেনানী উঠিয়া বসিলেন, এবং প্রথমতঃ যে প্রকারে বাদশাহী সৈন্যে মিলিত হইয়াছিলেন, এবং শিবজীকে বিনাশ করিবার যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর যেমন করিয়া মোগলদিগকে দুর্গে আনয়ন করিয়াছিলেন সমুদায় ব্যক্ত করিয়া পরে কহিতে লাগিলেন—"মহারাজ! দুর্গ অধিকার হইবার পর আপনার মৃত্যু নিশ্চয় হইলে আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, অবশিষ্ট জীবিত কাল তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই ভাবিয়া দুরাত্মা মুসলমান সৈন্যপতির স্থানে বিদায় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি কি জন্য রুষ্ট হইয়াছিল বলিতে পারি না, বিদায় প্রদানে সম্মত না হইয়া বিশ্বাস-হন্তা বলিয়া আমায় বিস্তর তিরস্কার করিল, পরে কহিল, "তুই মুসলমান হইয়া বাদসাহের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হ"। তাহার ভর্ৎসনায় আমারও অত্যন্ত ক্রোধ হইল। না হইবে কেন? যে ব্যক্তি যে অপরাধে বাস্তবিক অপরাধী হয়, কেহ তাহার সেই দোষটি কহিলেই ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আমারও সেইরূপ হইল, এবং আমি মুসলমান ধর্ম্মের অনেক নিন্দা করিলাম। সৈন্যপতি তখন কতিপয় অনুচরের প্রতি ইঙ্গিত করিলে, অনুমান হয়, তাহারা পূর্ব্বেই শিক্ষিত হইয়াছিল, অতএব আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি সেই প্রহারেই বিচেতন হইয়াছিলাম। পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বোধ হইল যেন যমালয়ে আসিয়াছি। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার—সমুদায় নিঃশব্দ, অনুমান হয় এইরূপে বহুকাল গত হইলে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল চাহিয়াছিলাম। জল! জল! এই শব্দ বার বার উচ্চারণ করিলে পর, মহারাজ! দেখিলাম যে আপনকার আরাধ্যা ভবানী দেবী ঘোর-বেশা ডাকিনী কতিপয় সমভিব্যাহারে আসিয়া কহিতেছেন, "রে নরাধম! তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস—তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহ বিবর্জ্জিত হইয়া তাহা বিধর্ম্মি

শত্রুর হস্তগত করিলি—জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্ব্ব দ্রব্য প্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে, সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে। অতএব তোর পক্ষে এই দেশের সমুদায় জল গোরক্ত এবং সকল ভক্ষ্য বস্তু গোমাংস হইয়াছে—এই লইয়া আহার কর্"—মহারাজ! ডাকিনীগণ তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে গোরক্ত এবং গোমাংস প্রদান করিল—মহারাজ! পৃথিবীতে আমার আর ভক্ষ্যও নাই পানীয়ও নাই"।

সেনানী এইরূপ কহিতে কহিতে পুনর্ব্বার প্রায় চৈতন্য-শূন্য হইলেন, এবং শ্রোতৃগণ একেবারে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎ ক্ষণ কাহারও মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না। এমত সময়ে একজন মহারাষ্ট্র সমীপস্থ হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! ভগবান্ রামদাস স্বামী দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন,সংবাদ প্রদানার্থ আমাকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন।" পরক্ষণেই দৃষ্ট হইল শীর্ণ অথচ সরল শরীর, প্রশস্ত ললাট, সহাস্য মুখ, বিভূতি-ভূষণ এবং আরক্ত বহির্ব্বাস পরিধান ও ত্রিশূল-হস্ত সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান সন্ন্যাস-স্বরূপ পুরুষবর তাঁহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছেন। মহারাষ্ট্রপতি নিজ দীক্ষা গুরুর দর্শন লাভমাত্র একাকী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিলে, গুরু আশীর্ব্বাদ সহকারে কহিলেন, "বৎস তোমার মঙ্গল হউক! আমি যে যে কর্ম্মের ভার লইয়াছিলাম সমুদায় সুসিদ্ধ হইয়াছে। যে শিষ্য প্রতিনিধি হইয়া ফকীর বেশে শত্রু সৈন্যে গিয়াছিল, সে এই মাত্র আসিয়া কহিল তথায় দুর্গ বিজয়ের কোন সংবাদ যায় নাই, আর তোমার সকল সেনাপতিই স্ব স্ব দুর্গ হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর—আমি তোমার স্বস্থান প্রাপ্তি দর্শন করিলাম, তুষ্ট হইয়া আশ্রমে গমন করি"। শিবজী উত্তর করিলেন, "গুরো! আপনি প্রসন্ন আছেন আমার অমঙ্গল সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু প্রথমতঃ যে রাত্রি মোগলেরা এই দুর্গ অধিকার করে এবং আমি বহু কষ্টে পলাইয়া আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হই, তখন বোধ হইয়াছিল সম্মুখ সংগ্রামে শত্রু সৈন্য পরাভব না করিলে দুর্গ অধিকার করিবার উপায়ান্তর নাই। সেই ভাবিয়াই আপনার শিষ্যগণকে তৎক্ষণাৎ

দুর্গে দুর্গে প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহের উপায় করি। পরন্তু, যাহা কর্ত্তৃক আমার কৌশল সমুদায় ব্যর্থ হইবার শঙ্কা ছিল, বিধর্ম্মি শত্রু তাহারই প্রতি অত্যাচার করিয়া আমার কার্য্য সাধন অতিশয় সহজ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ঐ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তজ্জন্য এক প্রকার কার্য্যসিদ্ধি হইলেও, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হইতেছে"। এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেনানীর প্রমুখাৎ যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন অবিকল আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। রামদাস স্বামী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"আগামী যুদ্ধে অবশ্য বিজয় লাভ হইবে!" পরে শিবজীকে বলিলেন, "তোমার ঐ সেনানীকে অদ্য রাত্রি আমার সমীপে আসিতে কহিও, আজি আর আশ্রমে গমন করিব না;—এক্ষণে যুদ্ধের যাহা যাহা আবশ্যক তদ্বিধানে মনোযোগ কর"।

পঞ্চম অধ্যায়

সেই রাত্রে অনূ্যন বিংশতি সহস্র মহারাষ্ট্র সেনা বাদসাহী সৈন্য শিবিরাভিমুখে গমন করিতেছিল। সর্ব্বাগ্রে এক দল ধানুষ্ক গমন করিল। তাহাদিগের গতি ব্যাঘ্রবৎ এবং কর্ম্মও ব্যাঘ্রবৎ। তাহারা কোন উচ্চ শিলা বা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সম্মুখভাগ সমুদায় উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে এবং শত্রু নিযুক্ত প্রহরী দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ অব্যর্থসন্ধান বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের প্রাণ হরণ করে। এই সকল ব্যক্তি রাত্রি-যুদ্ধে কুশল। শিবজীর শিক্ষায় ইহারা পুনঃ পুনঃ নিশাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়া অন্ধকারেও অপূর্ব্ব দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক "হিৎকরী" সেনা গমন করিল। তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র বন্দুক, কিন্তু কটিবন্ধে এক এক খানি অসি দোদুল্যমান হইতেছিল। ইংলণ্ডীয়দিগের এবং তৎশিক্ষিত অস্মদ্দেশীয় শিপাহিগণের বন্দুকে যেরূপ সঙ্গিন থাকে, শিবজীর সেনার সেরূপ ছিল না—তাহারা যুদ্ধকালে স্ব স্ব কৃপাণ দ্বারাই সঙ্গিনের কার্য্য নির্ব্বাহিত করিত। ঐ 'হিৎকরী' সেনার অনতিদূর পশ্চাতে মহারাষ্ট্র-পতির বিশিষ্ট সমাদৃত অসি-চর্ম্মধারী 'মাওলী' সৈন্যদল গমন করিল। তাহারা সকলেই অতি বলিষ্ঠ এবং বিক্রমশালী। তাহাদিগের খড়্গ সাধারণ খড়্গ অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। এই জন্য অসিযুদ্ধে ইহারা প্রায় কখনই কাহা কর্ত্তৃক পরাভূত হইত না। পর্ব্বতীয় দুর্গম স্থান গমনেও ইহারা অত্যন্ত পটু ছিল। যে উন্নত গিরিশিখরে অজ এবং সরীসৃপ ব্যতিরেকে অন্য ভূচর জন্তুর গমন অসাধ্য, বোধ হয়, শিবজীর মাওলীগণ সেই সকল স্থানও লঙ্ঘন করিতে পারিত। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং এই সকল সৈন্য লইয়া পাদচারে যুদ্ধ করিতেন। ইহাদিগের পশ্চাতে 'বর্গী' নামক অশ্বারোহী সেনা গমন করিল। ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র সুদীর্ঘ শেল। কিন্তু কাহার কাহার স্থানে একটি একটি বন্দুকও ছিল, এবং সকলেরই কটিবন্ধে করবাল দোদুল্যমান হইতেছিল। এই সকল সৈন্যের বহুদূর পশ্চাতে 'শিলিদার' নামক অশ্বারোহী দল দৃষ্ট হইল। তাহারা ইহাদের সকলের ন্যায় সুশিক্ষিত বা

সুব্যবস্থিত নহে। তাহাদিগের বেশ ভূষা অস্ত্র শস্ত্র বিবিধ প্রকার। তাহারা পার্য্যমাণে কখনও সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত না, কিন্তু যুদ্ধাবসানে প্রেরিত হইলে পলায়ন-পর শত্রুর অনেক অপচয় করিতে পারিত।

'শিলিদার' ভিন্ন আর সকল সৈন্যের বেশ প্রায় একবিধ ছিল। সকলেরই মস্তকে উষ্ণীশ এবং সকলেরই সেই উষ্ণীশের এক এক ফের্ চিবুক নিম্নভাগ দিয়া উদ্বদ্ধ। সকলেরই অঙ্গ এক একটী অঙ্গরক্ষিণী দ্বারা আবৃত, সকলেই কটিবন্ধ বিশিষ্ট, এবং সকলেরই পায় পা-জামা পরিধান। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেকেরই কর্ণে এক এক প্রকার কর্ণভূষণ এবং হস্তে বলয় ছিল। সাধারণ সৈন্যের এইরূপ বেশভূষা। সেনানায়কগণের পরিধেয় বিবিধ প্রকার। পরন্তু তাঁহারা অনেকেই নিজ নিজ পরিচ্ছদের উপরিভাগে লৌহজাল বিনির্ম্মিত এক প্রকার অনতি গুরুভার সন্নাহ ধারণ করিতেছিলেন।

সৈন্যগণ এইরূপে গমন করিয়া সূর্য্যোদয় সময়ে যে স্থলে উপস্থিত হইল, তাহারই নিম্নে বাদসাহী সৈন্য-শিবির সন্নিবেশিত ছিল। তত্রত্য তাম্বু সকলের বিচিত্র বর্ণ, এবং সোণালী কলস সকলের প্রভা, সেই পর্ব্বততলী হইতে অতি ঈষদ্ভাবে প্রকাশমান হইতে ছিল। কিন্তু মুসলমান সৈন্যপতি শত্রু এমত নিকট আসিয়াছে ইহার কিছুই জানিতেন না। বিশেষতঃ তৎপ্রদেশীয় দুর্গাধিকার হওয়াতে তিনি সেই দিক্ হইতে এইরূপে হঠাৎ আক্রান্ত হইবার কোন শঙ্কাই করেন নাই। অতএব যখন কোন মোগল প্রহরী পর্ব্বতের উপরিভাগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাণিত অস্ত্রে সূর্য্য রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল, তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাসই করিলেন না। পরে অনেকেই ঐ রূপ দেখিয়া গোলযোগ আরম্ভ করিলে তিনি স্বয়ং বাহির হইয়া দর্শন করিলেন। তখন সম্পূর্ণ সূর্য্যোদয় হইয়াছে, বিশেষতঃ পর্ব্বতের উপরিভাগ কোন স্থান অপ্রকাশ নাই। অতএব সৈন্যপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্ট্র সেনায় পর্ব্বতের শিরোদেশ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন দুই প্রজ্বলিত আগ্নেয় শরীর সেই শত্রু সৈন্যের ঊর্দ্ধভাগে দণ্ডায়মান হইয়া আছে। মুসলমানেরা দেবশরীর তেজোময় বলিয়া জানে। অতএব মোগল সৈন্যপতির বিলক্ষণ প্রতীতি হইল, দেবতাদ্বয়ই বুঝি শত্রুর অনুকূল

পক্ষ হইয়া আসিয়াছেন। পরে দেখিলেন ঐ দুয়ের মধ্যে একজন একটি সুদীর্ঘ খড়্গ গ্রহণ করিয়া অপরের হস্তে প্রদান করিলেন এবং পরক্ষণেই সমুদায় শত্রুসৈন্য হইতে গগন-স্পর্শী গভীর জয়ধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণ-কুহর ভেদ করিল। তখন তিনি নিজ সৈন্যের প্রতি নিতান্ত দৈবাঘাত বুঝিলেন। অতএব এই তাঁহার পরম সাহস বলিতে হয় যে, একবারও পলায়ন করিবার মনন করেন নাই। তিনি শীঘ্র "সাজ! সাজ" শব্দ-সহকারে যথাস্থানে সৈন্য বিনিবেশ করিতে লাগিলেন। মোগল সৈন্য দলে দলে আসিয়া রণস্থল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

কিন্তু যেমন পর্ব্বতের উপরিভাগে ঘোরতর বৃষ্টি হইবার পর প্রভূত জলরাশি ভয়ঙ্কর বেগে নিপতিত হয় এবং সম্মুখস্থ গিরিশৃঙ্গ ও বিস্তীর্ণ শাখা-পল্লববিশিষ্ট তরুবর সকলকে উন্মূলিত করিয়া যায়, বেগবান্ মহারাষ্ট্র সৈন্য সেইরূপে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল এবং শত্রুদল তাহাদিগের সমক্ষে সেইরূপে পরাভূত হইতে লাগিল। যদি কোন শত্রুসেনাপতি বিশিষ্ট সাহস করিয়া কোন কোন সৈন্য দলকে রণস্থলে সুস্থির করিবার চেষ্টা করেন, তখনই কোথাও বা শিবজী স্বয়ং পাদচারে, আর কোথাও বা অশ্বারূঢ় এক অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি দীর্ঘকায় পুরুষ, শীঘ্র উপনীত হইয়া নিমেষ মধ্যে বিপক্ষ পক্ষকে পরাভূত করেন। সেই অশ্বারোহীর প্রজ্জ্বলিত দীর্ঘ খড়্গ দর্শন মাত্রেই শত্রুগণ ভয়ে পলায়ন করে, অথবা বিনা যুদ্ধে নিহত হয়। এইরূপে শিবির সম্মুখস্থিত মোগল যোদ্ধা সকল ভগ্ন হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা শত্রুর তাম্বু মধ্যে প্রবেশোদ্যম করিল।

কিন্তু সেই থানে মোগল সৈন্যপতি স্বয়ং দৃঢ়-প্রহরী উত্তম উত্তম সামন্ত সমস্ত পরিবৃত হইয়া রহিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বেগে তন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, যেমন জলন্ত হুতাশন খরধার বৃষ্টি পাতে স্তিমিত-তেজঃ হয়, তেমনি সেই সুশিক্ষিত প্রতিপক্ষ ভট সকলের প্রযুক্ত গুলি প্রহারে তাহারা খর্ব্ব-বেগ হইল, এবং পলায়নপর মোগলেরাও ঐ অবকাশে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে স্থির হইতে লাগিল। মুসলমানেরা বহুকালাবধি হিন্দু জাতিকে রণে পরাভব করিয়া আসিতেছিল, অতএব অবজ্ঞেয় শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হওয়া বিশিষ্ট ঘৃণাকর বোধ করিত। শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া তৎপ্রতিবিধান

চেষ্টা না করা অত্যন্ত দোষ। কিন্তু রণস্থলে শত্রুর প্রতি তাচ্ছিল্যভাব থাকিলে প্রায়ই জয়লাভ হয়। এই স্থানেও সেইরূপ হইবার উপক্রম হইল। শিবজী সঙ্কট দেখিয়া স্বয়ং সংগ্রামসম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তথাপি কিছুই করিতে পারিলেন না। হস্তীপৃষ্ঠারূঢ় মোগলসৈন্যপতি কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া তাঁহার মাওলী দলও ক্রমে ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল। এইরূপে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, হঠাৎ দৃষ্ট হইল, সেই অশ্বারূঢ় পুরুষ বিপক্ষ সৈন্য-পতির প্রতি বেগে ধাবমান হইতেছেন, এবং তাঁহার অপসব্য হস্তে সেই তীক্ষ্ণধার খড়্গ অনল শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে। মুসলমান সৈন্যপতি সর্ব্বাগ্রেই তাঁহাকে দর্শন করেন। দর্শন করিয়া অবধি যেমন কোন বিষধর জন্তু বিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত হইলে শরীর নিশ্চল হয়, তদ্দংশন নিবা-রণার্থেও পলায়ন করিবার শক্তি থাকে না, তিনিও সেইরূপ হইয়া এক দৃষ্টে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যখন ঐ পুরুষবর অশ্ববেগে সামন্ত সমুদায় ভেদ করিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলেন, পর্য্যাণ-রেকাবের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পরাক্রান্ত ভুজবলে খড়্গ প্রয়োগ করিলেন, তখনও সেনাপতি পলায়ন বা সেই প্রহার নিবারণের যত্ন কিছুই করিতে পারিলেন না। সুতরাং একেবারে ছিন্নশীর্ষ হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

মোগল সেনাগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিল, একেবারে নিরুৎসাহ হইল, এবং পলায়ন করিতে লাগিল। সেনাপতির বিনাশে সর্ব্বদেশীয় সৈন্যই যুদ্ধে নিরুৎসাহ হয় বটে, কিন্তু এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ যেরূপ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে এরূপ অন্যত্র অধিক শ্রুত হওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, এখানকার রাজারা একাধিপত্য-শক্তি সম্পন্ন বলিয়া আপনাদিগের শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। তাঁহাদিগের সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি কোন রাজকার্য্যে প্রজাদিগের কোন মতামত থাকে না। সুতরাং যিনি রাজা হউন না কেন, আমাদিগের সেই দশাই থাকিবে বুঝিয়া, সেনাগণ রাজার অথবা রাজ-প্রতিভূ সৈন্যপতির বিনাশ হইলেই রণস্থল ত্যাগ করিয়া যায়। মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রতি বিশিষ্ট দ্বেষ-ভাব-সম্পন্ন ছিল। তথাপি সৈন্যপতির বিনাশে চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল।

শিবজীর অনুমত্যনুসারে পদাতি সমস্ত শত্রু-শিবির প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য

বিপুল অর্থ এবং দ্রব্যজাত লুঠ করিতে লাগিল আর অশ্বারোহিগণ পলায়নপর শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। পরে মহারাষ্ট্রপতি আপনিও কতক সামন্ত সমভিব্যাহারে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার গুরুদেব ভগবান রামদাস স্বামী সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, "বৎস! অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ—জয় সম্পূর্ণই হইয়াছে—আর স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন নাই, এই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।" শিবজী তাহাই করিয়া কহিলেন—"গুরো! আপনকার আশীর্ব্বাদে বিজয় লাভ সম্পূর্ণই হইল—কিন্তু অদ্য সেনানী কর্ত্তৃক অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি—সে না থাকিলে আজি ঘোর বিপদ্ ঘটিত—সে অদ্য অতিমানুষ কর্ম্ম করিয়াছে।" গুরু উত্তর করিলেন, "আমি পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে তাহাকে ভবানী প্রদত্ত খড়্গ প্রদান করিয়া অবধি তাহারই প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম, তৎকৃত সমুদায় কর্ম্ম দেখিয়াছি। মহারাজ! দেবতারা যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহার কার্য্যসাধনের উপায়ও অগ্রে করিয়া রাখেন। ঐ দেখ দেখি যে আসিতেছে উহার শরীরে কি তাদৃশ বল সম্ভব হয়?" শিবজী রামদাস স্বামীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশানুসারে দৃষ্টি করতঃ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই মোগল সৈন্যপতির বধকারী অশ্বারোহীর সমীপস্থ হইলেন; এবং তিনি বেগে গমন করিয়া তাহাকে ধারণ করিলেন বলিয়াই সে ভূমিপৃষ্ঠে নিপতিত হইল না! এক্ষণে আর সেই বীরমূর্ত্তি নাই। অঙ্গের নানা স্থানে অস্ত্রাঘাত হওয়াতে অজস্র শোণিত প্রস্রুত হইতেছিল। শিবজী তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আপন ক্রোড়ে লইলেন, এবং মুমূর্ষু কালে মুখ যেরূপ শ্রীহীন হয়, তাহার মুখ সেইরূপ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালেও সেই যুদ্ধবীর হস্তের খড়্গ পরিত্যাগ করেন নাই। শিবজী ঐ অসি লইবার জন্য যত্ন করিলে, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন—মুখ ঈষৎ হাস্য প্রভাযুক্ত হইল—এবং পরক্ষণেই সমুদায় শরীর একেবারে নিস্পন্দ হইল। রামদাস স্বামী কহিলেন "মহারাজ! ব্যর্থ ক্রন্দন সম্বরণ কর—সেনানী তাঁহার জীবন ঋণ পরিশোধ করিলেন।"

এই ব্যাপার হইতে হইতেই অনেক মহারাষ্ট্র সেনা সেই স্থলে প্রত্যাগত হইয়াছিল। সেনানীর মৃত্যু দর্শনে কাহারও চক্ষু নিরশ্রু ছিল না, এবং

সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া আপনাদিগের অন্তকালও যেন সেইরূপ হয়, মনে মনে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল। রামদাস স্বামী কিঞ্চিদ্বিলম্বে মৃত সেনানীর খড়্গ উত্তোলন করিয়া কহিলেন—"মহারাজ! এই খড়্গ ভবানী প্রদত্ত। অতএব ইহারও নাম ভবানী হইল। ইহা আপনি গ্রহণ করুন্—অদ্য ইনি যে প্রকারে শত্রু নিধন করিলেন, চিরকাল এইরূপ করিবেন। এই বলিয়া গুরুদেব সেই খড়্গ মহারাষ্ট্রপতিকে প্রদান করিলেন। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। সেই অবধি ঐ খড়্গের মূর্ত্তি মহারাষ্ট্রদিগের ধ্বজে চিত্রিত হইল, এবং অদ্যাপি সেতারা প্রদেশীয় ভূপাল বংশীয়েরা প্রতি বৎসর মহা সমারোহ করিয়া ঐ খড়্গের পূজা করেন। ক্ষণকাল পরে রামদাস স্বামী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! তুমি সচ্ছন্দে স্বধর্ম্মে রাজ্যপালন করিতে থাক, আমি এক্ষণে বিদায় হই, বৈষয়িক কার্য্যের কেমন মাহাত্ম্য, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মনকেও ক্রমে ক্রমে আপনার বিধেয় করিয়া ফেলে—অতএব আমি আর বিলম্ব করিব না। সম্প্রতি আশ্রমে চলিলাম কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে, শীঘ্রই তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইব। মহারাজ! দুঃখিত হইও না—যাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার তৎসাধনে নিযুক্ত হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার কেমন বিশ্বাস হইতেছে, স্থানান্তরে তোমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহার পর শিবজী আপন সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "তোমরা অদ্যকার যুদ্ধে যেরূপ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন এইরূপ করিলে ভগবানের অনুগ্রহে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। আজি তোমাদিগের প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা প্রথম বারেই সম্মুখসংগ্রামে প্রবল মোগল সৈন্যের পরাভব করিলে, অতএব তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করিব। সৈন্য সাধারণকে একটি একটি রৌপ্য বলয় এবং সেনা-নায়ক সকলকে একটি একটি সুবর্ণালঙ্কার প্রদান করিবার অনুমতি করিলাম"। মহারাষ্ট্র সেনাগণ শিবজীর স্থানে প্রায় কদাপি অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার নিয়মানুসারে তৎকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও রাজকোষ সম্ভুক্ত হইত। অতএব এই যৎসামান্য

পুরস্কার প্রদান করিবেন শ্রবণ করিয়াও তাহারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ যাহারা সর্ব্ববিষয়েই ভৃত্যবর্গকে অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন, তাঁহারা ঐ রীতির সমুদায় দোষ অনুভব করেন না। একবার অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে আর অন্য কোন পুরস্কার মনঃপূত হয় না। বরং ক্রমশঃ প্রশংসনীয় কার্য্যের প্রতি অনুরাগ হ্রস্ব হইয়া অর্থের প্রতিই লোভ জন্মে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিবজী জীবদ্দশায় আছেন এবং হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মুসলমান সৈন্য-পতিকে পরাজয় করিয়াছেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বেই রাজা জয়সিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎশ্রবণমাত্র নিজ পরাক্রান্ত রাজপুত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সেনা শিবজীর অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক ছিল, এবং আপনিও পর্ব্বতীয় যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। দিল্লীশ্বর যেখানে যেখানে অত্যন্ত বিপদে পড়িতেন, সেই সকল স্থানেই রাজা জয়সিংহের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; বিশেষতঃ হিন্দু রাজাদিগের সহিত বিবাদকালে রাজা জয়সিংহই আরঙ্গেবের ব্রহ্মাস্ত্র প্রায় ছিলেন। অতএব এই সংগ্রাম-সাগর মহারাষ্ট্র-পতির পক্ষেও দুস্তর বোধ হইবে আশ্চর্য্য কি? অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন, বুঝি তিনি এইবার মগ্ন হইলেন।

কিন্তু মহাত্ম-জনের মানসাকাশ কখনও দুর্ভাবনা কর্ত্তৃক এমন আচ্ছন্ন হয় না যে, আশারূপ নির্ম্মল নক্ষত্র-জ্যোতিঃ তাঁহাদিগের নির্ণীত পথ প্রদর্শন না করে। শিবজী সেই বিষম সঙ্কটে পড়িয়াও এমন একটী অসমসাহসিক কর্ম্ম করিলেন, যাহা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কেবল অসাধ্য মাত্র নহে, তাহাদিগের বুদ্ধিরও অগম্য। সেই কর্ম্ম তিনি যে কি সাহসে বা কি বিবেচনায় করিলেন তাহা অন্যের বুঝিবার নয়। তদ্দ্বারা তাঁহার অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল, অতএব তাঁহার পরামর্শ কেবল ফলানুমেয় এবং তাঁহার সাহস সকল লোকের চমৎকার-জনক হইয়া রহিয়াছে।

এক দিবস রাজা জয়সিংহ স্বীয় শিবিরে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ মহা-রাষ্ট্রপতি একাকী এবং নিরস্ত্র তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। জয়পুরপতি তৎক্ষণাৎ তটস্থ হইয়া কিছুকাল ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু বীরপুরুষেরা উপযুক্ত প্রতিপক্ষেরও গুণ গ্রহণে সক্ষম। জয়সিংহ শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়া-ছিলেন যে, তাঁহার আপনার সৈন্যসংখ্যা অতিরিক্ত না হইলে তিনি স্বয়ং

অকিঞ্চিৎকর হইতেন। অতএব শিবজীর প্রতি তাঁহার বিশিষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছিল। তিনি মহারাষ্ট্রপতিকে নিজ সমীপস্থ দেখিয়া প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিশিষ্ট সমাদর সহকারে ভ্রাতৃ-সম্বোধন এবং আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক স্বপার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করাইলেন। মহারাষ্ট্রপতি মৌনী হইয়া বসিলেন। রাজা জয়সিংহ ভাবে বুঝিতে পারিয়া পারিষদদিগকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা স্থানান্তর হইল। শিবজী কহিতে লাগিলেন।

"মহারাজ! আমাকে এমত সময়ে দেখিয়া আপনি অবশ্য বিস্মিত হইয়াছেন। হইবেনই ত। আমি যে দুরাশার বশীভূত হইয়া আসিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আপনিই বিস্ময়াবিষ্ট হই। কিন্তু মহারাজ! মন যাহা বলে তাহা কখন নিতান্ত মিথ্যা হয় না। কিছু কাল হইল আমার অন্তঃকরণে কেমন সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে উভয়ের তাৎপর্য্য অবগত হইলেই এই দুরন্ত সমরাগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, এবং আমরা যেমন উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক জাতি এবং (বোধ করি আপনি জানেন) এক গোত্রোদ্ভব, তেমনই আশা করি, উভয়ে একপরামর্শী এবং এককর্ম্মা হইব। মহারাজ! আমাদিগের একত্র মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। যাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং অন্য সর্ব্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম্ম কি কর্ত্তব্য নহে ? । দেখুন দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত হই, অথবা আপনি আমা কর্ত্তৃক হ্রস্ব-তেজা হয়েন, উভয়ই আরঙ্গেবের মঙ্গলাবহ। স্মরণ করুন, তিনি এই উপায়দ্বারা ক্রমে ক্রমে কোন্ হিন্দু মহীপালকে স্বপদাবনত না করিলেন ? শুনিয়াছি, উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে সিন্ধু এবং পুর্ব্বে ব্রহ্মরাজ্য এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভারতভূমি তাঁহার কবলিত হইয়াছে। কোথাও একটী স্বাধীন হিন্দু রাজা নাই। কেবল রাজপুতানায় আপনারা এবং দক্ষিণে আমি অদ্যাপি হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু নাম রক্ষা করিতেছি। আরঙ্গেব কেবল আমাদিগকেই কিঞ্চিৎ ভয় করেন, বুঝি তাহাও আর অধিক কাল করিতে হইবে না।

ফলতঃ মহারাজ! আমি আর পরস্পর যুদ্ধে স্বজাতির বিনাশ অবলোকন করিতে পারি না। আপনার যেরূপ কর্ত্তব্য বোধ হয়, অনুমতি করুন।

"মহারাজ! বাদসাহ কখন আপনার অগৌরব করেন নাই সত্য, কারণ তিনি আপনাকে ভয় করেন। কিন্তু যদি আপনি আজি লোকান্তরগত হয়েন, তবে কালি আপনার পরিবারেরা বুঝিবেন বাদসহ আপনকার কেমন সুহৃদ্। মহারাজ! পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান বাদসাহেরা হিন্দু রাজাদিগের স্থানে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কর প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। ইনি ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজা মাত্রের তেজোহ্রাস করিতেছেন, ইহাঁর মানস সম্পূর্ণ সফল হইলে একটীও হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা থাকিবে না। আমি জানি কেহ কেহ আরঙ্গেবকে জিতেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি অল্পস্বভাব হইলে আমার এমত ভয় হইত না। নৃশংস নির্ব্বোধ রাজারা যে সকল অত্যাচার করেন, তজ্জনিত দুঃখ স্বল্পকাল ব্যাপী হয়, কিন্তু ক্রূর-মতি নৃপালগণের যে বিষ-বৃক্ষ রূপ-মন্ত্রণা তাহার ফলাস্বাদনে সন্তান-সন্ততি সমুদায় খর্ব্ব-বীর্য্য হইয়া যায়। আমি জানি, অনেকেরই মনে এক্ষণে এমত প্রতীতি হইয়াছে যে, যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জগদীশ্বর-নির্দ্দিষ্ট জাতি প্রণালী হইয়া আসিতেছে, মুসলমানও সেইরূপ বাদসাহের জাতি। মুসলমান বই আর কেহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে পারে না। এইরূপ বোধ থাকাতেই এত হিন্দু রাজা অত্যন্ত পরাক্রমশালী হই-য়াও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। তাহা করুন—রাজ-শক্তি যে ব্যক্তিতে কেন অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, বা অন্য যে কোন জাতীয় হউন, সুশীল বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতী হইলেই প্রজাগণ সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে এবং কৃতী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করে। আকবরসাহ মুসলমান জাতীয় ছিলেন। তথাপি কি হিন্দু কি মুসলমান সকল প্রজার প্রতিই পক্ষপাত শূন্য হইয়া ব্যবহার করি-তেন বলিয়া কত কত হিন্দু রাজারা তাঁহার সময়ে রাজকার্য্যে বুদ্ধি নিয়ো-জন করিয়া সুশাসন-বিধি সমস্ত নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই দেশে সুবোধ লোকের কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। আরঙ্গেব এত চেষ্টা করিয়াও সকল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। এখনও আপনারা কয়েক জন

সুমহৎস্তম্ভবৎ তাঁহার রাজ্যভার বহন করিতেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বাদসাহেরা যদি ইহাঁর দৃষ্টান্তানুযায়ী হইয়া চলেন, তবে স্বল্পকাল মধ্যেই সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যাদি-প্রসবা ভারতভূমি আর উৎকৃষ্ট নররত্ন প্রসবে সমর্থা হইবেন না। মহারাজ! আমার এই প্রার্থনা যেন এমন দিন কখনও উপস্থিত না হয় যে, কোন বাদসাহ হিন্দু জাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মহারাজ! যাহারা আপনারাই এই জাতিকে নিস্তেজ করিয়া পরে ক্ষীণবীর্য্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের কি সাধারণ দুষ্টতা! মহারাজ! অধুনা ভারতরাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবাবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সে বিকারাপন্ন রোগীর দৌর্ব্বল্যাধীন নিস্পন্দ হওয়ার ন্যায়—তাহা সুষুপ্তি সুখানুভব নহে"।

রাজা জয়সিংহ মহারাষ্ট্রপতির আগমনেই আপনার প্রতি তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন, আবার এই সকল সরল তথ্য-ভাষা শ্রবণ করিয়া উন্মীলিতজ্ঞান-চক্ষুঃ এবং উন্মুক্ত-প্রণয়-প্রণালী হইলেন। কিন্তু রাজপুত্রদিগের কি বাঙ্নিষ্ঠা! তিনি শিবজীকে ধৃত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতে পারিলেন না। অতএব অনেক বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন। "মহারাজ! তোমার কথায় আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যাহা যাহা বলিলে সকলই সত্য বোধ হইতেছে। কিন্তু প্রথমতঃ আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে তাহার উত্তর করিলে পর আমার যেরূপ পরামর্শ হয় বলিব"। "কি জিজ্ঞাস্য আছে অনুমতি করুন"। "আমি তোমার নিকট যদি এমত প্রতিশ্রুত হই যে, বাদসাহ তোমার কোন অপমান করিলে, আমি সেই অপমান আপনার হইল বোধ করিয়া তাহার প্রতিফল প্রদানের চেষ্টা পাইব, তবে তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস কর কি না"। শিবজী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "তাহা হইলে আমি নিরুদ্বেগে গমন করিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। কারণ তিনি আমার কোন অপমান করিলে আপনি তাঁহার শত্রু হইবেন এবং তাহা হইলেই হিন্দু জাতির অভ্যুদয় কাল পুনরুপস্থিত হইবে, অতএব এমত স্থলে আমি মৃত্যু স্বীকার করিতেও সম্মত আছি"। রাজা জয়সিংহ আশ্চর্য্যাপন্ন হইয়া কহিলেন,—"এমত সাহস

না হইলে কি কেহ সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম হয়! এমন কার্য্য-পরতন্ত্র না হইলে কি মহৎকার্য্য সিদ্ধ হয়!—মহারাজ! কোন সন্দেহ নাই, আরঙ্গেব এত নির্ব্বোধ নহেন যে, আমি নির্ভয় করিলে তিনি কাহারও অপমান করিবেন—এক্ষণে আমার যেরূপ পরামর্শ শ্রবণ করুন। আপনি যাহা যাহা বলিলেন কিছুই মিথ্যা নহে। এতদ্দেশীয় তাবল্লোকেরই প্রতীতি হইয়াছে, তৈমুরলঙ্গবংশীয় ব্যতিরেকে আর কেহ বাদসাহ পদাভিষিক্ত হইতে পারে না। আমি সেই জন্যই বিবেচনা করি, প্রকাশে আরঙ্গেবের প্রতিকূলতাচরণে কোন বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। শুনিয়াছেন ত, মহব্বৎ খাঁ নামক জাহাঙ্গীর বাদসাহের একজন প্রধান সেনাপতি পাঁচ সহস্র রাজপুত্র সেনার সহায়তায় বিংশতি সহস্রাধিক মোগল সৈন্যের মধ্য হইতে বাদসাহকে নিজ করকলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে, প্রজা সমস্ত তাঁহার প্রতি অনুরাগ-শূন্য হওয়াতে আপনাকেই পুনর্ব্বার বাদসাহের শরণ প্রার্থনা এবং পলায়নপর হইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বলিয়া যে, কোন প্রকার চেষ্টা করিব না তাহাও বলিতেছি না। বাদসাহের মনে যাহাতে কিঞ্চিৎ ভয় থাকে এমনটী করিয়া চলা উচিত! তাহাও, উত্তরে আমি আর দক্ষিণে তুমি থাকিলেই সম্পূর্ণ হইবে। অতএব এক্ষণে বাদসাহের নামে আমি তোমার সহিত সন্ধি নিবন্ধন করিতেছি। কিন্তু পাছে আরঙ্গেব সন্দিহান-মনা হয়েন, এই জন্য তোমাকে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। আমার সৈন্যেরা বাদসাহের নামে যে কয়েকটি দুর্গ জয় করিয়াছে তাহা সম্প্রতি প্রত্যর্পিত হইবে না। কিন্তু আমার সহিত মিলিত হইয়া তুমিও দিল্লীশ্বরের প্রতিপক্ষ বিজয়পুর বাদসাহের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে চল। আরঙ্গেব তাহাতে তুষ্ট হইবেন, এবং সেই সুযোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমিও আপন রাজ্যের সুদৃঢ় সংস্থাপন করিতে পারিবে"।

রাজা জয়সিংহ এই বলিয়া নিঃশব্দ হইলে, শিবজী মনে মনে 'যথালাভ' বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি বাস্তবিক সরল-প্রকৃতি ছিলেন। তিনি সহজে কপট ব্যবহার করিতেন না। তিনি

অত্যুদার-প্রকৃতি না হইলে কখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্তঃকরণে প্রবল স্বদেশহিতৈষিতা উদ্রিক্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকেও মধ্যে মধ্যে কৌটিল্য অবলম্বন করিতে হইত। এই জন্য তাঁহার চরিত্র-লেখক গ্রন্থকার অনেকেই এই মহাত্মাকে কুটিল-স্বভাব বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সে যাহাহউক, তিনি এইক্ষণে বিবেচনা করিলেন আমার পক্ষে কি দিল্লীশ্বর, কি বিজয়পুর-বাদসাহ, উভয়ই সমান। একোদ্যমে দুই জনের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না! অতএব কখন বা ইহার কখন বা উহার পক্ষতা অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ বলবর্দ্ধন করাই সদ্যুক্তি; আর হয় ত, আরঞ্জেব তুষ্ট হইলে পরিণামে রোসিনারা লাভ হইলেও হইতে পারে। মহারাষ্ট্রপতি মনোমধ্যে এই সকল অনুধাবন করিয়া নিজ সম্মতি প্রকাশ পুরঃসর কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেই রূপই করিব। কিন্তু আমার সৈন্যগণ বাদসাহের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বাদসাহ নিজকোষ হইতে তাহাদিগের ভৃতি প্রদান না করিয়া তৎকর্ত্তৃক বিজিতভূমির নির্দ্দিষ্ট করের চৌৎ অর্থাৎ চতুর্থাংশ প্রদানের অনুমতি করিলেই সৎপরামর্শ হয়। কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে আপন ধনাগার হইতেও কিছু দিতে হইবে না, আর সৈন্যগণও বিশিষ্ট যত্ন করিয়া অধিক ভূমি জয় করিবে"। রাজা জয়সিংহ এই কথার ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলেন কি না বলা যায় না। ফলতঃ শিবজী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাষ্ট্রীয় রাজারা ঐ চৌৎ আদায়ের নামেই ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ভারত-ভূমির উপর আপনাদিগের কর্ত্তৃত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। যাহাহউক, জয়পুরপতি তখনই স্বীকার করিয়া এই সকল নিয়মানুযায়ী সন্ধিপত্র লিখাইলেন, এবং বাদসাহের সম্মতির নিমিত্ত তাহার অনুলিপি প্রেরণ করিয়া অচিরাৎ শিবজী সমভিব্যাহারে সসৈন্য বিজয়পুর প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই কথাটী দ্বারা বাদসাহের পার্থিব বিভবের মাত্র আতিশয্য দেখিয়া জগদীশ্বরের সহিত তাঁহার উপমা দেওয়াতে অত্যন্ত অত্যুক্তি প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা অবশ্য দুষ্য বটে। কিন্তু যে সকল পর্য্যাটক তৈমুরলঙ্গবংশীয় বাদসাহদিগের সময়ে দিল্লীনগরের এবং তত্রত্য রাজসভার শোভা নয়ন গোচর করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, তখন পৃথিবীতে আর কোথাও তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শন করেন নাই। প্রাচীন রাজধানী শোভা-বিহীন হইয়াছিল বলিয়া আরঞ্জেবের পিতা সাজাহান সমুদায় নগরটী নূতন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সাজাহানাবাদ অর্থাৎ নবদিলীর রাজবর্ত্ম সকল কেমন প্রশস্ত হইয়াছিল!—তন্মধ্যে এবং উভয় দিকে কেমন পরিপাটীরূপ বিন্যস্ত পাদপগণ নগরটীকে শোভাময় এবং সুখ-প্রদ করিয়াছিল! এক্ষণে দিল্লীর সেই শোভা নাই। তথাপি ইংলণ্ডীয় সম্রাট্‌দিগের রাজধানী কলিকাতা নগরী তাহার নিকট অনেক বিষয়ে লজ্জা পায়েন। নগরের প্রাসাদগুলিও কি সুন্দর! বিশেষতঃ শ্বেত মার্‌বেলে নির্ম্মিত মসীদ্‌টীর শোভার প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন। রাজবাটী দুর্লঙ্ঘ্য-প্রাকার-বেষ্টিত—এবং বহুমূল্য মার্‌বেল প্রস্তরে অতি পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত। মুসলমানেরা যে হর্ম্ম্যশিল্প বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হইয়াছিল তাহার এই প্রমাণ যে, তাহাদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকা সকলের খোদকতা কার্য্যের আধিক্য, তথাপি দ্রষ্টৃবর্গের মনে অদ্ভুতরসের বই অন্য রসের উদয় হয় না। কোন সুবিজ্ঞ পর্য্যাটক কহিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের নির্ম্মাণ সকলে জহুরির ন্যায় সূক্ষ্মকারুতা এবং অসুরের ন্যায় অতিমানুষত্বপ্রতীয়মান করে। বিশেষতঃ ঐ সাজাহান ভূপাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আগ্রা নগরস্থিত জগদ্বিখ্যাত তাজ্‌মহল অট্টালিকা ঐরূপ নির্ম্মাণ কীর্ত্তির অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থল। যেমন নিশাকালীন আকাশ মণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকস্তবক খচিত হইয়া মানবগণের অন্তঃকরণে বিপুল আনন্দের আবির্ভাব করে, তাজ্‌মহলও সেইরূপ অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা

দর্শকমাত্রের মনে অদ্ভুত রসের উদয় করে। আর ঐ সাজাহান নির্ম্মিত 'ময়ূরতক্ত' নামক সিংহাসনের শোভাই বা কি বলিব? সেই রাজাসন দুইটি দিব্য-গঠন ধাতু নির্ম্মিত ময়ূরের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত। ঐ ময়ূরদ্বয়ের পুচ্ছদ্বয় সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকিত। নৃত্যকারী ময়ূরের পক্ষ ও পুচ্ছে যে সকল বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, ঐ পুচ্ছেও নানাবিধ মণি মাণিক্যাদি দ্বারা সেই সমুদায় বর্ণই সুপ্রকাশিত ছিল।

যে সাজাহান এই মনোহর নবদিল্লী, এবং ইহার দিব্যগঠন প্রাসাদ সকল ও মহামূল্য পরম শোভাময় রাজাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কোথায়? যেমন অন্যান্য সংসারাশ্রমী জনেরা যৌবন সময়ে স্ব স্ব বিভবের ভোগ ও বৃদ্ধি করিয়া চরমে তৎসমুদায় সন্তানদিগকে প্রদান করিয়া যায়েন, তিনিও কি সেইরূপে আত্মজ আরঙ্গেবকে সমস্ত রাজ্যের ঈশ্বর করিয়া লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছেন?—না; তাঁহার দুরবস্থার উপমাস্থল নাই। তিনি স্বীয় আত্মজ আরঙ্গেব কর্ত্তৃকই জীবন্মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহা! সাজাহানের দুরবস্থা স্মরণ করিলে কাহার মনে পুত্র হউক বলিয়া আর স্পৃহা হয়? অথবা, কোন্ দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পিতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণের মুখাবলোকন করিয়া স্বয়ং ঐশ্বর্য্যশালী নহেন বলিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান না করেন? অহো! বিভব কি ভয়ানক বস্তু! প্রভুত্বশক্তি লোকের এতাদৃশ প্রার্থনীয় যে, তজ্জন্য মনুষ্যদিগের মন হইতে আশৈশব-প্রতিপালনকারী পিতার প্রতিও শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অপনীত হইয়া যায়! বৃদ্ধ বাদসাহ সাজাহান, দুষ্ট পুত্র আরঙ্গেব কর্ত্তৃক অপহৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া কারাবাসীর ন্যায় অবরোধ নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

তিনি যে তথায় কি পর্য্যন্ত ক্লেশ অনুভব করতঃ কালযাপন করিতে লাগিলেন তাহা বলা বাহুল্য। যিনি সমুদায় ভারতভূমির একাধিপতি হইয়া কোটি কোটি মনুষ্যের ধন প্রাণের হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন, তিনি কি কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট থাকিতে পারেন? বিশেষতঃ সাজাহানের যে এই দুঃখ কালেও কখন হ্রাস হইবে, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। কালে দরিদ্র যন্ত্রণা সহ্য হইয়া যায়, বন্ধু-বিচ্ছেদ ক্লেশও অল্প হইয়া আইসে, অন্য কি, মাতাও ক্রমশঃ অপত্য-বিরহ-বিষাদ বিস্মিতা হইয়া

থাকেন। কিন্তু যে দুর্ব্বিষহ শোক সন্তাপ অন্তঃকরণকে স্নেহ-বর্জ্জিত করে, যাহাতে একজনের দোষে স্বজনমাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হয়, সেই দুঃখ দাবাগ্নি নির্ব্বাণে কালও কুণ্ঠিত-শক্তি হইয়া থাকে। ঐ অনল, নীরস জীবন বৃক্ষকে একেবারে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ হয়, অথবা স্নেহরস বর্ষণে সক্ষম ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেই কিছু মন্দ-তেজ হইতে পারে।

রোসিনারা নিজ পিতার ক্রোধ-ভাজন হইয়া তাঁহার নিকটে অবস্থান প্রাপ্ত হইলে, সাজাহানের ঐরূপ সহচরী লাভ হইল। আরঞ্জেব-পুত্রী উত্তম প্রকৃতি ছিলেন। কিন্তু সম্পদের কেমন দোষ! রোসিনারা অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর পিতার প্রিয়তমা হইয়া প্রথমাবস্থায় আমোদ প্রমোদেই কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তখন দুঃখ যে কি পদার্থ ইহা জানিতেন না বলিয়াই পিতামহের দুঃখে সমদুঃখতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। উদার-চরিত্র শিবজীর সহবাসে তাঁহার মনের সেই ভাবটি দূর হইয়াছিল। শিবজী বাক্য দ্বারা কখন রোসিনারাকে হিতাহিত বিবেচনার শিক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু স্বয়ং একাগ্রমনে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতেন বলিয়াই তৎপ্রতি প্রণয়-বদ্ধা বাদসাহ-পুত্রী তাদৃশ জ্ঞানলাভে সমর্থা হইয়াছিলেন। কার্য্য দ্বারায় যে উপদেশ হয়, তজ্জনিত সংস্কারের প্রায় অন্যথাভাব হয় না। অতএব, পরমেশ্বর মনুষ্য জীবন কেবল হাসিয়া খেলিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাইবার জন্য সৃষ্ট করেন নাই, এই ভাব রোসিনারার অন্তঃকরণে সেই মহাপুরুষের সাহচর্য্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জগতে এমত পদার্থও আছে যাহার জন্য জীবন এবং জীবনের সমুদায় সুখ পরিত্যজ্য হইতে পারে।

শিবজীর সাহচর্য্যে রোসিনারার মানসিক ভাব সকল পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তিনি নানা ইন্দ্রিয়-সুখ-নিধান অন্তঃপুরের অন্যান্য ভাগে বাস অপেক্ষা তাহারই একদেশে পিতামহ সন্নিধানে অন্য-সঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া কালযাপন করিতে প্রীতিপূর্ব্বক অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সাজাহান তাঁহাকে আরঞ্জেবের কন্যা বলিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃণা করিয়াছিলেন। কিন্তু রোসিনারা আপনার বিনীত ব্যবহার, শীলতা ও মধুরালাপ দ্বারা তাঁহার দুঃখ শৈথিল্যের যত্ন করিয়া পিতামহকে পরম পরিতুষ্ট করিলেন। সাজাহান নিজ আধিপত্য

সময়ে অনেক সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রোসিনারার প্রতি স্নেহ সঞ্চার হইলে তাঁহার অন্তরাত্মা যেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তেমন আর কিছুতেই হয় নাই। রোসিনারাও পিতামহ সন্নিধানে মনের কথা সমুদায় ব্যক্ত করিয়া দুঃখের লাঘব করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়াছেন, পিতা অপেক্ষাও পিতামহের সহিত শিশুদিগের কেমন অধিক প্রণয় হয়! সাজাহান নানা কার্য্যাসক্ত থাকাতে সেই প্রণয়-সুখ পূর্ব্বে ভোগ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে নাতিনীকে সহচারিণী ও সমদুঃখভাগিনী পাইয়া তাঁহার মনে যে কি অপূর্ব্বভাব উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

ইহাঁরা উভয়ে নানা কথা প্রসঙ্গে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে শিবজী সম্বন্ধীয় বিবরণই রোসিনারার অধিক মনোগত হইত বলিয়া বৃদ্ধ বাদসাহ তৎকালে শিবজীর সহিত আরঞ্জেবের সেনাপতিদিগের যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, যত্নপূর্ব্বক সমুদায়গুলি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতেন, এবং রোসিনারাকে শ্রবণ করাইতেন। রোসিনারা, যখন শিবজী মুসলমান সৈন্যপতিকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিয়াছেন শ্রবণ করিলেন, তখন আর পিতার সহিত সন্ধি হওয়া ভার হইল বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রপতি রোসিনারার নিমিত্ত আপনার প্রাণদান করিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে পাইবার লোভেও আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে কদাপি পরাঙ্মুখ নহেন, ইহা জানিয়া বাদসাহ-পুত্রী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। পরে যখন শুনিলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে দিন দিন ক্ষীণবল হইতেছেন, তখন নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইতে লাগিলেন। পরন্তু তিনি যে দিন পিতামহ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন যে, শিবজী আরঞ্জেবের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া রাজা জয়সিংহের সহায়তায় বিজয়পুরের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তাঁহার ম্রিয়মাণ আশালতা পুনরুজ্জীবিতা হইতে লাগিল। অনন্তর যেদিন রোসিনারার কর্ণগোচর হইল যে, মহারাষ্ট্রপতির সাহায্যে কৃতকার্য্য বাদসাহ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া নিজসভায় আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু পিতার অত্যন্ত ক্রূর-স্বভাবতা ভাবিয়া মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ শঙ্কাও উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি মধ্যে মধ্যে

ভাবিতেন "যদি পিতা আমাকে সেই ব্যক্তিকে অর্পণ করিবার মনন করিতেন, তবে এতাবৎ আমার প্রতি অক্রোধ না হইলেন কেন? আমি তাঁহারই গুণানুবাদ করিয়াছিলাম বই আর ত কোন অপরাধ করি নাই।"

সাজাহান, যে দিন শিবজী বাদসাহের সম্ভাষণার্থ আসিতেছেন, সেই দিন রোসিনারাকে এই সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক কৌতুক করিয়া কহিলেন, "মহারাষ্ট্রপতি আসিতেছেন—কিন্তু তুমি এমনটি মনে করিও না যে তিনি আসিলেই বৃদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন।" রোসিনারা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু সেই হাস্যপ্রভা আন্তরিক দুঃখান্ধকারই প্রকাশ করিল, তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষ জ্ঞাপক হইল না। পরে বাদসাহ-পুত্রী কহিলেন "বৃদ্ধ আমাকে স্বয়ং ত্যাগ না করিলে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। কিন্তু মহাশয়! আমার মন সম্পূর্ণ সুস্থ নহে—আমি পদে পদে বিপদ শঙ্কা করিতেছি।" বৃদ্ধ বাদসাহ এই কথা শ্রবণে বিস্ময় এবং ঈষৎ ক্রোধযুক্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন।—বিপদ্ শঙ্কা কি?—আরঙ্গেব স্বয়ং পত্রদ্বারা সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়াছে—সে কি আপনার কথা মিথ্যা করিবে?—দিল্লীর বাদসাহ হইয়া প্রতিশ্রুত পালনে পরাঙ্মুখ হইলে কি সেই আসনের আর গৌরব থাকে?" এই বলিয়া রোসিনারার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে অধোবদন দেখিয়া বৃদ্ধ আপনার প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিলেন।—"হায়! আমার আসনের অগৌরব হইবে বলিয়া আমি আরঙ্গেবের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিতেছি; কিন্তু যে ব্যক্তি পুত্র হইয়া পিতার অপমান করিতে পারে সে কি না করিতে পারে?—আমি এমন অল্পবুদ্ধি না হইলেই বা কেন রাজ্যচ্যুত হইব—অধিক বিশ্বাসই আমার কাল হইয়াছে—পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকেই আমাকে কহিয়াছিল পুত্রদিগকে এত বিশ্বাস করিবেন না—আমি কহিতাম যদি আপনার পুত্রদিগকে বিশ্বাস না করিব, তবে কাহাকে করিব? আর পুত্রের প্রতিও অবিশ্বাস করিয়া যদি রাজ্য করিতে হয়, তবে এমন রাজ্য সম্পত্তিতেই বা কাজ কি?—হায় রে! জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম বিশ্বাস-ভাজন দারসীকো! তোমারই সচ্চরিত্রতা দেখিয়া আমি সকলের প্রতি সমান বিশ্বাস করিয়াছিলাম—তুমি সরল-হৃদয় হইয়া-

ছিলে বলিয়া পাপ-পূর্ণা পৃথিবীতে স্থান পাইলে না !—আমি আর কতকাল এই দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিব ? রে কঠিন প্রাণ ! তোমার কি আরো দুঃখ ভোগ করিতে অভিলাষ আছে ? বাহির হও ! যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।” বৃদ্ধ বাদসাহ জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার মৃত্যু স্মরণ করিয়া একেবারে বিচেতন প্রায় হইলেন। বৈষয়িক ভোগের প্রতি নিস্পৃহতা এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্মৃতিশক্তির হ্রাস বশতঃ তিনি আর আর সকল দুঃখ ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতেছিলেন, কিন্তু আরঞ্জেব কর্ত্তৃক প্রিয়তম পুত্র দারা নিহত হইয়াছিল, এই মর্ম্মান্তিক বেদনা তাঁহার মনে চিরকাল সমানরূপে জাজ্বল্যমান ছিল। রোসিনারা ঐ সকল সময়ে পিতামহের সান্ত্বনার জন্ত অন্ত কোন উপায় না করিয়া তৎসমক্ষে দারার স্বরচিত কাব্য পাঠ করিতেন। তিনি জানিয়াছিলেন, যেমন অগ্নিদগ্ধের অগ্নিতাপই স্বাস্থ্যকর, তেমনি সুহৃৎ-বিরহ-যাতনা সেই সুহৃদ্বিষয়িনী কথাতেই শান্ত হয় ;—অন্ত কথা সেই সময়ে বিষতুল্য বোধ হইতে থাকে। রোসিনারা এই বারেও সেইরূপ করিলেন। দারার বিরচিত কাব্যপাঠ একতান মনে শ্রবণ করিতে করিতে সাজাহানের নেত্রযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ বহুক্ষণ পরে কহিলেন, “আহা। এমন পুত্রও মরে--আহা ! সে মরিয়াও কবিতা-মৃত দানে আমার তাপিত মনকে জুড়াইতেছে—হায় ! যে ব্যক্তি আমার এই সকল দুঃখের মূল তাহার কোন সুখেরই অভাব নাই—আমি এমন কি পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার ঔরসে এই রাক্ষস জন্ম গ্রহণ করিল ?—বুঝিলাম—বুঝিলাম—যে পিতাকে অবজ্ঞা করে তাহাকে আপন পুত্র হইতে অবশ্য অপমান-গ্রস্ত হইতে হয়।” বোধ হয়, সাজাহান যৌবনা-বস্থায় নিজ জনক জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল নীরব হইলেন।—পরে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন—“আমি আপনার কর্ম্মের ভোগই ভুগিতেছি—তবে আরঞ্জেবও নিষ্পাপ ?—আমার পিতাও স্বীয় জনকের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন—তবে আমি কি জন্ত অপরাধী হইলাম ?—কপালের লিখন ?—না ! না ! তাহা হইলে অসৎকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া কি জন্য অনুতাপাগ্নি অন্তর্দাহ করিবে ?”

সাজাহান্ স্বীয় আত্মজের কৃতঘ্নতায় অসাধারণ দুরবস্থা-গ্রস্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞানলাভের পথবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই বোধের উপক্রম হইতেছিল যে, পরমেশ্বর পৃথক্‌রূপে সুকৃতির পুরস্কার এবং দুষ্কৃতির দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। এক জনের পাপ দেখিয়া তাহার অনুকরণ করা মনুষ্যের পক্ষে বিধেয় নহে। দুষ্টের প্রতিও দুষ্ট ব্যবহার করিলে দোষ হয়। যাহা হউক তাঁহার মন এমন না হইলে তিনি কি সেই দশায় জীবিত থাকিতে পারিতেন? বৃদ্ধ বাদসাহ ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া পরে রোসিনারাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আর পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অনর্থক কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা নাই, তুমি বুদ্ধিমতী যাহা পরামর্শ সিদ্ধ হয় তাহাই . । আমার বুদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে—বোধ করি আর বহু দিন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না—অনুমান করিয়াছিলাম জগতে আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই—কিন্তু তোমার গুণে বশীভূত হইয়া এক্ষণে এই মাত্র ইচ্ছা হয় যে, তোমাকে সুখভাগিনী দেখিয়া যাই। এই বলিয়া বৃদ্ধ, পৌত্রীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোসিনারাও ক্ষণকাল কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে কহিলেন—"পিতা, মহারাষ্ট্র-পতির যেরূপ সমাদর বা অনাদর করেন তাহা দেখিয়াই কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারিব"। বৃদ্ধ কহিলেন "তুমি অন্যান্য অন্তঃপুর-বাসিনীগণের সমভিব্যাহারে যাইয়া জালরন্ধ্রের অন্তরাল হইতে স্বচক্ষে সমুদায় দেখিও"।

——()০()——

অষ্টম অধ্যায়।

দিল্লীশ্বরদিগের প্রধান সভাগৃহের নাম আম্‌খাস্‌। তাহার তিন দিক অনাবৃত এবং বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভদ্বারা পরিশোভিত। ঐ সকল স্তম্ভ এবং ছাদটি সমুদায় সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত। উত্তরাংশে যে প্রাচীর তাহারই পশ্চাদ্ভাগে অন্তঃপুর। যে দিবস শিবজী রাজসভাভবনে আইসেন, রোসিনারা অন্যান্য অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়া সেই প্রাচীরের গবাক্ষ-বিবর হইতে সমুদায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন, একটি অত্যুচ্চ বেদীর উপরিভাগে আরঙ্গেব ময়ূরতক্তে উপবিষ্ট হইয়াছেন। বাদসাহের পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ সাটিন বস্ত্রে প্রস্তুত, উষ্ণীষ সুবর্ণময়, তন্নিম্নে অতি মহামূল্য হীরক কতিপয় দীপ্যমান হইতেছে, এবং তাহার ঠিক মধ্যভাগে একটি মাণিক্য অর্কতুল্য রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আরঙ্গেবের মুখাবয়ব অসুন্দর বলা যায় না। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, প্রখর দৃষ্টি, উন্নত নাসিকা, এবং অনারক্ত গণ্ডস্থল, দান্ত স্বভাব, কুটিল বুদ্ধি, এবং জিতেন্দ্রিয়তার প্রকাশক হইতেছিল। বেদীর সমীপবর্ত্তী কতকটা ভাগ রজত-রেইল দ্বারা আবৃত। তাহারই অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান ওম্রা ও রাজা এবং রাজপ্রতিভূগণ সসম্ভ্রমে স্ব স্ব বক্ষে বাহু বিন্যাস করিয়া নতশিরা হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। ইহাদিগের মস্তকোপরি কিংখাপের চন্দ্রাতপ সুবর্ণ ঝালর সংযোগে শোভা করিতেছে। রেইলের বহির্ভাগে আর যাবৎ স্থান, তাহাতে মনসব্দার প্রভৃতি যোদ্ধৃ কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদানুসারে বাঙ্‌নিষ্পত্তি বিনা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান আছেন। আমখাসের বহির্দ্দেশে এবং রাজতক্তের ঠিক সম্মুখে একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ সংস্থাপিত ছিল। বাহির হইতে সেই তাম্বু উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বোধ হয়, কিন্তু তাহার অন্তরাল এমন সুন্দররূপে চিত্রিত যে, প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন রমণীয় উদ্যান মধ্যে আসিলাম, চতুর্দ্দিক যেন ফল পুষ্প বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এই

সভামণ্ডপের ভিতর বাহির সকল স্থানেই শত শত ব্যক্তি নানা কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া স্ব স্ব প্রার্থনাপত্রী হস্তে রাজসম্ভাষণের কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে দিল্লীশ্বর স্বকীয় বিভব সমুদায় বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন এমত সময়ে একজন নকীব্ যথানিয়মে রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের সমভিব্যাহারে মহারাষ্ট্রদেশাধিপতি শিবজীর আগমন সংবাদ প্রদান করিল। সকলেই শিবজীর নাম শ্রুত ছিলেন, অতএব চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনার্থ সকলেই উৎসুক হইলেন, বিশেষতঃ রোসিনারা নির্নিমেষ চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবজীকে কিঞ্চিদ্বিমর্ষ বোধ হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ সন্দেহাকুল হইতে লাগিল। শিবজী ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইয়া নকীবের আদেশক্রমে রেইলের বহির্ভাগ হইতে বাদসাহকে তিনবার অভিবাদন করিলেন। এই করিয়া তিনি যেমন পুনর্ব্বার অগ্রসরণোদ্যম করিবেন নকীব উচ্চৈঃস্বরে কহিল "আলমগীর বাদসাহের অনুগ্রহে শিবজী পঞ্চ-হাজারি মনসব্দারের পদে উন্নত হইলেন"। মহারাষ্ট্রপতি এই অপমান-সূচক বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্ষুব্ধ এবং অবশাঙ্গ প্রায় হইয়া সম্মুখস্থ রেইল ধারণ করিলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "দিল্লীশ্বর! আমি স্বাধীন দেশের রাজা, আমাকর্ত্তৃক আপনি অল্পকাল হইল উপকৃত হইয়াছেন, বিশেষতঃ আপনকার প্রতিভূ রাজা জয়সিংহ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন আমি এখানে সমাদৃত এবং সম্মানিত হইব, কিন্তু আপনি আমার এই অগৌরব করিয়া সেই কথা মিথ্যা করিলেন"। আরঙ্গেব উত্তর করিলেন তুমি কি জন্য আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছ বুঝিতে পারিলাম না—তুমি আমার সেনাপতির যুদ্ধে প্রায় পরাজিত হইয়া সন্ধি করিয়াছ—যুদ্ধে জেতার যাহা ইচ্ছা বিজিতের প্রতি তাহাই করিতে পারে—তথাপি জয়সিংহের সহিত তোমার কি কি কথা হইয়াছিল তাহা আমার বিদিত নাই—অতএব যাবৎ কাল পত্রদ্বারা তৎসমুদায় বিজ্ঞাত না হওয়া যায়, তাবৎ তুমি এই নগরে অবস্থান কর, নগরপাল তোমার বাসাবাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, এবং রামসিংহ সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিবেন—পরে আমি যথাযোগ্য শিরোপা দিয়া বিদায় করিব"।

আরঙ্গেবের মানস শিবজীকে কবলিত করেন, কিন্তু জয়সিংহ তাঁহাকে অভয়দান করিয়াছেন, অতএব প্রকাশ্যরূপে কারানিরুদ্ধ করায় অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিয়া এইরূপ কৌশলদ্বারা অভীষ্টসাধনের পরামর্শ করিলেন। "সাপের হাঁচি বেদে চেনে"—শিবজী এবং আরঙ্গেবের উপাখ্যান এই জনপ্রবাদের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। মহারাষ্ট্রপতি বাদসাহ প্রমুখাৎ ঐ সকল কথা শ্রবণ মাত্র তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় একেবারে বুঝিতে পারিয়া আপনিও শাঠ্য অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তর করিলেন "বাদসাহের জয় হউক ;—আমি অবশ্য আপনার আদেশানুসারে রাজা জয়সিংহের প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিব—কিন্তু এই দেশের জল বায়ু আমার অনুচরদিগের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর—আর দক্ষিণ দেশ হইতে আপনার পত্রের প্রত্যুত্তর আসিতেও বহুকাল বিলম্ব হইবে—অতএব যদি অনুমতি হয় তবে নিজ সমভিব্যাহারী সৈন্য সামন্ত সকলকে বিদায় করিয়া কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে করিয়া অবস্থান করি।" ইহা শুনিয়া আরঙ্গেবের অনুমান হইল যে, শিবজী সত্য সত্যই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সরলান্তঃকরণে এই অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি আরও বিবেচনা করিলেন যে,মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ প্রস্থান করিলে শিবজী নিতান্ত অসহায় হইবে অতএব তখন যাহা ইচ্ছা হয় অনায়াসে করিতে পারা যাইবে। এই ভাবিয়া বাদসাহ তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন এবং শিবজীকে তাঁহার যে অত্যন্ত ধূর্ত্ত বলিয়া বোধ ছিল তাহাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। মহারাষ্ট্রপতি অতি সাবধানে বাদসাহের মুখাবয়ব লক্ষ্য করিতেছিলেন। অতএব অনুমতি প্রদান করিতে করিতে বাদসাহ যে ঈষৎ হাস্য করিলেন তদ্দর্শনেই তাঁহার মনোগত ভাব সকল বুঝিতে পারিয়া আপনি তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহারাষ্ট্রপতি বিদায় হইলে বাদসাহ তদ্দিবসীয় রাজকার্য্যে মনোযোগ করিলেন। আরঙ্গেব বাস্তবিক কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। প্রার্থীমাত্রের আবেদন সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন, এবং দৈনিক কার্য্য সমুদায় সমাধা না হইলে, যত বেলা হউক না কেন, সভাভঙ্গ করিয়া যাইতেন না। তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়-পরায়ণ নৃপালগণের ন্যায় মন্ত্রিবর্গের প্রতি সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিতেন না। আপনিই সমুদায় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেন এবং উজীয়

ওত্রা প্রভৃতি সকলে তাঁহার কার্য্যসচিব মাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার আহার বিহারাদিতেও অতি অল্পকাল ব্যয় হইত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আম্খাসে এবং সন্ধ্যার সময়ে গোসল-খানায় গমন করিয়া উজীর অমাত্য প্রভৃতিদ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তদ্ব্যতিরিক্ত কোন কোন দিন আদালত-খানায় গিয়া কিরূপে ব্যবহার সকল নিষ্পন্ন হইতেছে দেখিতেন, কোন কোন দিন অশ্বশালায় এবং হস্তিশালায় যাইয়া ভৃত্যেরা স্ব স্ব নিয়োজিত কার্য্যে মনোযোগী আছে কি না দর্শন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রাজভবনের সম্মুখবর্ত্তী যমুনাতীরস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে সৈন্যগণের কাওয়াজ দেখিয়া কাহার বা বেতন বৃদ্ধি কাহার বা কর্ত্তন করিয়া গুণবানের পুরস্কার এবং গুণহীনের তিরস্কার করিতেন। এইরূপে তাঁহার সমুদয় দিবসাবসান হইত। রাত্রিতেও তাঁহার অধিক নিদ্রা ছিল না। একটী নিভৃত গৃহে বসিয়া অতি প্রধান প্রধান পত্রাদির পাণ্ডুলেখ্য সকল স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। অনেক বিষয় সেই স্থান হইতেই নির্ব্বাহিত হইত। অমাত্যেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতেন না।

যে দিবস শিবজী আইসেন সেই দিন রজনীতে আরঞ্জেব একাকী ঐ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে লেখনী, মসীপাত্র এবং কাগজ প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুই লিখিতেছেন না—তখন এইরূপে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—"রজনী গভীর হইয়াছে—এই সময়ে আমার দীন দুঃখী প্রজাগণ সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে—কিন্তু আমি সকলের অধীশ্বর হইয়াও এক তিলার্দ্ধকাল বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাই না—চিন্তাজ্বরে নিরন্তর আমার অন্তর্দাহ হইতেছে। আমার চিন্তার শেষ নাই—বিরাম নাই—কিন্তু তাহার বিরাম হইয়াই বা কি হইবে?—ভাবি চিন্তা বিরহিত হইলে ভূতকালের দুষ্কৃত সমুদায় স্মরণ হয়!—যাহারা কখন পঙ্কিল পাপ পথের পথিক হয়েন নাই তাঁহারাই নিশ্চিন্ত হইবার যত্ন করুন—আমার পক্ষে নিরন্তর চিন্তাসক্ত থাকাই ভাল। মনুষ্য জীবন সতরঞ্চ খেলার ন্যায়—ইহাতে যত ভাবনা করা যায় ততই সুখ, যত সাবধান হওয়া যায় ততই জিত হইবার সম্ভাবনা!—দেখ এমত ধূর্ত্ত শিবজীও আমার চাতরে পড়িল—সে মনে

করিতেছে যে, আমি জয়সিংহের পত্র পাইয়াই তাহার গৌরব করিয়া বিদায় করিব—কি মূর্খ! ‘জয়সিংহ’—‘জয়সিংহ’—এই নামটা আমার অত্যন্ত কর্ণ-জ্বালাকর হইয়াছে—সে আমার অনেক উপকার করিয়াছে বটে, কিন্তু যে উপকার করিতে পারে সে অপকারেও অসমর্থ নহে—আর কার্য্যসাধন হইয়া গেলে সেই সাধনোপযোগী উপায়েরই বা আবশ্যকতা কি? ফল পাড়া হইলে আকর্ষীতে কি প্রয়োজন?—কিন্তু জয়সিংহকে নষ্ট করিতে পারিলেই বা কি হইবে? পিতা কাহাকে না পরাজয় করিয়াছিলেন?—আমারও ত পুত্র আছে—সে অত্যন্ত বশীভূত বটে—তথাপি অগ্রে সাবধান হওয়া বিধেয়—আর এক্ষণে কে বা আমার শত্রু কে বা মিত্র তাহাও জানিলে ভাল হয়”—এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল পরে আকাশদত্ত-দৃষ্টি হইয়া কহিলেন “জয়সিংহ! সাবধান—এই পরীক্ষায় ঠেকিলেই নষ্ট হইবে,—আমার দোষ নাই—পুত্র! তোমারও এই পক্ষচ্ছেদ করিলাম, আর কখন উড়িবার যত্ন করিও না”। এই বলিয়া বাদসাহ অতি সাবধানে আপন পুত্রকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—“হে আত্মজ! তুমি আমার একান্ত বশীভূত অতএব তোমার দ্বারাই একটি বিষম সঙ্কটাবহ পরীক্ষা করিতে সাহস হয়, অন্য কোন পুত্রের দ্বারা হয় না। তোমাকে শৈশবাবধি আমার বশীভূত হইতে শিক্ষা দিয়াছি; অধিককাল গত হয় নাই, তোমার সাহস এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিতা পরীক্ষার্থ একটা ব্যাঘ্রের সহিত তোমাকে একাকী যুদ্ধ করিতে কহিয়াছিলাম তুমি তাহাও করিয়াছিলে। আমি অনেক ক্লেশে এই ভারতরাজ্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব নিশ্চয় জানিও যে, যে পুত্র আমার সর্ব্বতোভাবে বশীভূত থাকিবে, তাহাকেই রাজ্যাধিকারী করিয়া যাইব। তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহম্মদ বিবিধ গুণশালী হইয়াও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়াই গোয়ালিয়রের দুর্গে জীবনাবশেষ করিতেছে—সাবধান! যেন তোমারও সেই দশা না হয়। তুমি এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সকল সেনাপতিদিগকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া কহিবে যে, আমি পিতার প্রতিকূলে বিদ্রোহ করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব। যে যে তোমার পক্ষতাবলম্বন করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগের নাম লিখিয়া অচিরাৎ আমার নিকট প্রেরণ

করিবে। এই কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই জানিবে যে, আমার যাবৎ পরিশ্রমের ফল পরিণামে তোমারই ভোগ্য হইবে।"

বাদসাহ দুই তিন বার এই পত্রখানি মনে মনে পাঠ করিয়া ভাবিলেন যে, যদি পুত্র আমার মতানুযায়ী হইয়া চলে তবে আমিও আপনার সকল শত্রু একেবারে জানিতে পারি, এবং সে স্বয়ং কখন সত্য সত্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার মনন করিলে কাহা কর্ত্তৃকও বিশ্বাস্য হইবে না—কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সে আপনার পক্ষ বলবান্ দেখিয়া এই বারেই বিদ্রোহ করে তবে কি কর্ত্তব্য?—প্রভুদিগের এই পরম দুঃখ যে কাহাকে না কাহাকে বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য্য সাধন হয় না—হায়! যদি আমি স্বয়ং স্বহস্তে সমুদায় কার্য্য সাধন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগৎ এক দিক্ এবং আমি একলা এক দিক্ হইলেও, বুঝি জয় হইত—পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এক জন অতি বিশ্বাস-ভাজন ভৃত্যকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন—"তুমি এই পত্র লইয়া শীঘ্র বিজয়পুর প্রদেশে যাও—অতি সংগোপনে ইহা আমার পুত্রের হস্তে দিবে—পরে রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সেনানীবর্গ যখন পরামর্শ করিবে তখন নিকটে থাকিতে চাহিও, যদি পুত্র তোমাকে নিকটে থাকিতে দেন তবে তাঁহার তাম্বুলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইও—পরে সকলে যে সকল কথা কহিবেন শ্রবণ করিবে এবং জয়সিংহ আমার পুত্রের আদেশানুসারে যদি বিদ্রোহকরণে স্বীকার করেন তবে তাঁহাকে একটি পান দিবে, সেই পানের মস্‌লা এই—আরঙ্গেব এই বলিতে বলিতে ভৃত্যের হস্তে একটি কাগচের মোড়ক দিলেন এবং কহিতে লাগিলেন "যদি তুমি নিকটে থাকিতে না পাও তথাপি জয়-সিংহের তাম্বুলবাহকের সহিত আলাপ করিও—বুঝিয়াছ!" ভৃত্য হাস্য করিয়া নতশিরা হইল এবং বাদসাহের হস্ত হইতে পত্র ও পাথেয় প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

——০()০——

নবম অধ্যায়

মহারাষ্ট্রপতি নগরপাল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে উপনীত হইয়া অবিলম্বে সমভিব্যাহারী সামন্তবর্গের অধিপতিকে আহ্বান করত তাঁহাকে স্বদেশ গমনের আদেশ করিলেন। সৈন্যপতি রাজাজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ পাথেয় সামগ্রী সকল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। শিবজী মনে মনে ভাবিয়াছিলেন অনুচরবর্গ নিকটে থাকিতে বাদসাহ আমাকে বাসাবাটী হইতে বহির্গত হইতে দিবেন না, কিন্তু বাহির হইতে না পারিলেও প্রস্থানের উপায়াবধারণ হওয়া দুর্ঘট; এই জন্যই তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া নিজ-সৈন্যগণকে বিদায় দিবার অনুমতি গ্রহণ করেন, আর সেই জন্যই যে কয়েক দিন তাহারা সকলে নির্গত না হইল, আপনি পীড়ার ভান করিয়া রহিলেন, একবারও বহির্গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। পরন্তু আরঙ্গেব তখন মহারাষ্ট্রপতিকে কারারুদ্ধ করণের মনন করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শিবজী সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বাস করিতেছে, অতএব যে পর্য্যন্ত জয়সিংহ বিষয়ক কোন সংবাদ না পাওয়া যায় তাবৎ ইহাকে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই—নগরপালের নজর-বন্দি করিয়া রাখিলেই চলিবে। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয় সমুদায় সেনা বিদায় হইয়া গেলে, শিবজী এক দিন নগরপালের সহিত কথায় কথায় স্বাস্থ্য-কর বায়ুসেবনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন নগরপাল অবিলম্বে সম্মত হইয়া স্বয়ং কতিপয় বলবান্ পুরুষ সমভিব্যাহারে অনুগমন করত মহারাষ্ট্রপতিকে বাসাবাটী হইতে নির্গত করিল।

শিবজী এপর্য্যন্ত পলায়নের কোন পন্থা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু যে দিন প্রথমে বাটীর বহির্গত হইলেন সেই দিনেই তাহার সোপান হইল। তিনি রাজবাটীর দক্ষিণ ভাগে যমুনা তটে ক্ষণকাল পরিভ্রমণ করিয়া অন্য-মনস্কতা বশতঃ ক্রমে ক্রমে বাদসাহ ভবনের সম্মুখবর্ত্তী বিপণিতে

উপনীত হইলেন। তথায় বিবিধ দ্রব্যজাত এবং নানা দেশীয় লোকের সমাগম দর্শনে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইয়াছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন। যাঁহারা বহুকাল বিদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারাই অপরিচিত জনময়স্থানে স্বদেশীয় পরিচিত ব্যক্তির সন্দর্শন লাভে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হয় বুঝিতে পারেন। মহারাষ্ট্রপতি ঐ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। শিবজী, ঐ ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে আপনার গুরুদেব রামদাস স্বামীর একজন শিষ্য বলিয়া চিনিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি যে দিকে গমন করিলেন, আপনিও ক্রমে ক্রমে সেই পথে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সমভিব্যাহারী নগরপালের ভয়ে কেহই পরস্পর অভ্যর্থনা দ্বারা পূর্ব্ব পরিচয় প্রকাশ করিলেন না।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহারাষ্ট্রপতি দেখিতে পাইলেন, শ্রীমান্ রামদাস স্বামী কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে একটী বট বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন। মহারাজ মনে মনে তাঁহার চরণ বন্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ পরামর্শাবধারণ করত নগরপালকে কহিলেন, অদ্য আর অধিক গমন করিব না—চল, বাসায় ফিরিয়া যাই—কিন্তু ঐ তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া স্মরণ হইতেছে, আমি পীড়িতাবস্থায় মানসিক সঙ্কল্প করিয়াছিলাম সুস্থ হইলে দেবার্চ্চনা করাইব, উহাঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি; যদি উনি স্বয়ং আমার স্বস্ত্যয়নের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে কল্য প্রাতে বাসায় গমনের নিমন্ত্রণ করিয়া যাই। নগরপাল তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রামদাস স্বামীকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমতঃ অস্বীকৃত-প্রায় হইলেন, পরে শিবজী স্বয়ং যাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। নগরপাল পাছে কোন সন্দেহ করে, এই জন্যই রামদাস স্বামী প্রথমতঃ নিমন্ত্রিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, নচেৎ শিবজীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ হয় ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। অতএব তিনি পরদিবস অতি প্রত্যূষেই মহারাষ্ট্রপতির আলয়দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং নগরপাল অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজসমক্ষে উপনীত করিল। গুরু শিষ্যে একত্র হইয়া যে কথোপকথন হইল, তাহার মর্ম্ম এই—রামদাস

স্বামী কহিলেন, আমি তীর্থ দর্শনে নির্গত হইয়া নানা দিদেশ ভ্রমণান্তর মথুরাধীশ সন্দর্শনার্থ সশিষ্য আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে প্রতিগমনকারী মহারাষ্ট্র সৈন্যপতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় অবগত হই, এবং অবগত হইয়া মনে মনে বিপদাশঙ্কায় শীঘ্র দিল্লীতে আসিয়া নানা স্থানে শিষ্য নিয়োজন করত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার উপায় চেষ্টা করি,—এক্ষণে সেই চেষ্টা সফল হইয়াছে, অতঃপর আরঞ্জেবের শাঠ্যজাল হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? শিবজী কহিলেন "যখন এই ঘোর বিপৎকালে আপনকার সন্দর্শন পাইলাম, তখন অনুমান হয়, বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিব। যাহা হউক অদ্যাপি কিছু স্থির নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু যেরূপ স্বস্ত্যয়নের ভান করিয়া আপনকার সহিত সংগোপনে সন্দর্শন হইল, বোধ হয়, এই উপায়েই কোন সুযোগ হইয়া উঠিবে।

এইরূপ পরামর্শ হইলে রামদাস স্বামী প্রত্যহই প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত জপ পূজা হোমাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে লাগিলেন, এবং নগরপালের যাবৎ হিন্দুজাতীয় অনুচরগণ শিবজীর আদেশানুরূপ বাজার হইতে বিবিধ দ্রব্যজাত আনিয়া স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করিয়া দিতে লাগিল। আর পূজাবসানে নগরপালের নিযুক্ত প্রহরিগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যথেষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়াতে মহারাষ্ট্রপতির এই কর্ম্ম তাহাদিগের সমূহ সুখাবহ হইয়া উঠিল। শিবজী ঐ সকল সামগ্রীর অনেক ভাগ নগরস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগের বাটীতেও প্রত্যহ প্রেরণ করিতেন। এইরূপে প্রায় এক মাস বহির্ভূত হইল। কিন্তু শিবজী এই কাল মধ্যে কেবল আপনারই প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন এমত নহে, প্রিয়তমা রোসিনারার উদ্ধারার্থেও সবিশেষ চেষ্টা দেখিতেছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা কি, এবং উহা কিরূপ সফল হইল, তাহা পরে প্রকাশ হইবে, এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে, তিনি রোসিনারাকে পাইবার সুযোগ কাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহার আপনার প্রস্থানের এত বিলম্ব হইতেছিল, নচেৎ ইতিপূর্ব্বেই তদুপায় নিশ্চিত হইত।

দশম অধ্যায়।

সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে রাজবাটী এবং রাজধানীতে মহাসমারোহে আনন্দ মহোৎসব হইতে লাগিল। মুসলমানেরা ভারত রাজ্য লাভ করিয়া এই স্থানেই নিবাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিশিষ্টরূপ সংস্রব হইয়াছিল। এই হেতু উভয় জাতীয় লোকেরাই পরস্পর ব্যবহারের অনেক অনুকরণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মুসলমান বাদসাহেরা পূর্ব্বকালীন হিন্দু সম্রাটদিগের ন্যায় অনেক আচরণ করিতেন এমত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বোধ হয় তাঁহারা বর্ষে বর্ষে নিজ নিজ জন্মতিথির উপলক্ষে আপনারা যেরূপ সুবর্ণ রজতাদির সহিত তুলিত হইতেন তাহা হিন্দু রাজাদিগের তুলা পুরুষদানের অনুকৃতি হইবে, যেহেতু অপর কোন দেশীয় মুসলমান নৃপালদিগের মধ্যে ঐ রীতি প্রচলিত ছিল এমত বোধ হয় না।

আরঞ্জেব ঐ দিন সুবর্ণ-নির্ম্মিত তুলা যন্ত্রে উত্থিত হইয়া আপনি এক দিকে এবং ধান্যাদি নানা প্রকার শস্য অপর দিকে রাখিয়া তুলিত হইলেন। পরে তাম্র কাংস্যাদি ধাতু দ্রব্যের সহিত, অনন্তর সুবর্ণ রজতাদিব সহিত, তৎপরে কিংখাপ শাল প্রভৃতি মহামূল্য বস্ত্রাদির সহিত এবং সর্ব্বশেষে হীরক মণি মাণিক্যাদির সহিত তুলারূঢ় হইলেন। ঐ সময়ে নাগারখানায় বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান রাজামাত্য এবং ওমরা সকল নানা প্রকার দ্রব্যজাত আনিয়া বাদসাহকে নজর দিতে লাগিলেন। বাদসাহও হেমনির্ম্মিত কৃত্রিম বাদাম পেস্তা খর্জ্জুর লইয়া স্বহস্তে বিতরণ আরম্ভ করিলেন। অশ্বপালেরা দিল্লীশ্বরের সমক্ষে অশ্বশিক্ষার কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিল। মাহুতেরা সুশিক্ষিত হস্তিযূথ আনিয়া বাদসাহকে সেলাম করাইতে লাগিল। এইরূপে রাজকর্ম্মচারী সকলেই অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুরেও অতি চমৎকার উৎসব হইতেছিল! প্রধান প্রধান অমাত্য এবং ওমরাদিগের মহিলাগণ ও দিল্লীবাসিনী অনেক বার-

যোষারাও সেই দিন বাদসাহের অন্তঃপুরে আগমন করিত। যাঁহারা বারবনিতাদিগের তাদৃশ স্থলে গমন হওয়া অসম্ভব বোধ করিবেন, তাঁহারা স্মরণ করুন যে, অদ্যাপি এমত অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আপন আপন স্ত্রী পরিজনকে প্রায় মুসলমান বাদসাহদিগের ন্যায় দৃঢ়তররূপে অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখেন, অথচ মধ্যে মধ্যে বাটীর ভিতরেও নেড়ীর কবি শ্রবণ করাইয়া স্ত্রীলোকদিগের চিত্ত কলুষিত করা নিতান্ত দূষ্য বোধ করেন না। বরং মুসলমান বাদসাহদিগের এই প্রশংসা করিতে হয় যে, তাঁহারা ঐ দিন অশ্রাব্য কাব্য সংগীতাদি শ্রবণার্থ বারবধূগণের আনয়ন করিতেন না। সেই দিন নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোক সমস্ত স্ব স্ব প্রস্তুত রমণীয় শিল্প সামগ্রী লইয়া বাদসাহের অন্তঃপুরে যাইতেন। কেহ বা উত্তম জামদান কেহ বা সুদৃশ্য পসমী জুতা, কেহ বা বুটোকাটা শাটিন, কেহ বা কিংখাপ-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ, কেহ বা স্বহস্ত প্রস্তুত আতর গোলাপাদি সুগন্ধি দ্রব্য, আর অনেকেই মোহনভোগ প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন আনয়ন করিতেন। তথায় অন্য পুরুষমাত্রের যাওয়া নিষেধ ছিল। কেবল বাদসাহ স্বয়ং বা তাঁহার অন্তঃপুরবাসিগণ ক্রেতৃস্বরূপে ঐ মনোহর বাজারে বেড়াইতেন। ক্রয় বিক্রয় কালে কতই কৌতুক হইত। বাদসাহ কোন দ্রব্যটি মনোনীত করিয়া তাঁহার মূল্য নির্দ্ধারণার্থ কতই বিতণ্ডা করিতেন। একটি পয়সার দর প্রভেদ হইলেও বাক্য ব্যয়ের ত্রুটি হইত না। পরন্তু দ্রব্যটী গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্য দিবার সময় যেন ভ্রান্তিক্রমে বিক্রয়িণীকে এক পয়সার পরিবর্ত্তে কখন এক থান সুবর্ণমোহর কখন বা বহুমূল্য হীরক খণ্ড প্রদান করিয়া যাইতেন।

সাজাহান নিজ রাজ্যকালে এই ব্যাপারে বিশিষ্ট আমোদ প্রকাশ করিতেন। রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অবধি তাঁহার ঐ আমোদ ছিল না বটে, কিন্তু এইবার রোসিনারাকে অন্যমনস্ক করিবার আশয়ে অনেক অনুরোধ সহকারে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ঐ মনোহর বিপণিস্থলে আনয়ন করিলেন। রোসিনারা কেবল পিতামহের অনুরোধ রক্ষার্থই আসিয়াছিলেন, নচেৎ আমোদ প্রমোদে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে অবধি শিবজী আরঙ্গেব কর্ত্তৃক সভাস্থলে অপমানিত হইয়া খান্

সেই অবধি তাঁহার আন্তরিক সুখ সমুদায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্তর্মধ্যে কত দুঃখ ও কত শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। পৃথিবীতে মনুষ্যমাত্রকেই বিবিধ দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, কিন্তু কি স্ত্রী কি পুরুষ ইহাদের, ভক্তি ও স্নেহের উপযুক্ত পাত্রের প্রতি যদি কোন কারণ বশতঃ ভক্তি ও স্নেহের হ্রাস হইয়া যায় তবে, তাহা-দিগকে যেমন দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তেমন যন্ত্রনা আর কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। রোসিনারা নিজ পিতার একান্ত অধর্ম্ম মতি বুঝিয়া সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখে দুঃখিতা ছিলেন। সুতরাং সামান্য আমোদ প্রমোদে তাঁহার দুঃখ শান্তি হইবার সম্ভাবনা কি?

তিনি দ্রব্য বিক্রয়িণীগণের কাহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া, পিতামহ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণানন্তর পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তনের মানস করিয়াছেন এবং সাজাহানও তাঁহাকে আমোদিত করিতে না পারিয়া সেই চেষ্টায় ক্লান্তপ্রায় হইয়াছেন, এমত সময়ে এক বারযোষা সমীপবর্ত্তিনী হইয়া একটী অঙ্গুরীয় এবং উষ্ণীষ প্রদর্শনানন্তর সহাস্য বদনে কহিল "বাদসাহ নন্দিনি! এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কিছু ক্রয় করিতে ইচ্ছা হয়?—ইহা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, তুমি গ্রহণ করিলেই সার্থক হয়"। রোসিনারা শিবজীর হস্তে ঐ অঙ্গুরীয় এবং তাঁহার মস্তকে ঐ উষ্ণীষ অনেকবার দেখিয়াছিলেন, অতএব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া বার-বনিতাকে কহিলেন "তুমি আমাদিগের সমভিব্যাহারে নিভৃতে আইস, দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করি"। বারবনিতা শুনিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইল। পরে অন্য সকলের শ্রবণ ও দর্শনের অগোচর হইলে রোসিনারা ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই সকল সামগ্রী কোথায় কি প্রকারে পাইলে?" বার-যোষা কোন উত্তর না করিয়া সাজাহানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রোসিনারা ঐ ইঙ্গিত দ্বারা তাহার ভাব বুঝিয়া কহিলেন "ইনি আমার পিতামহ, ইহাঁর অজ্ঞাত কিছুই নাই তুমি নির্ভয়ে সমুদায় ব্যক্ত কর"। তখন বারবনিতা কহিতে লাগিল "যাঁহার এই সকল সামগ্রী তিনিই আমাকে এই স্থলে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কহিয়া দিয়া-ছেন যে, যদি আপনি এতদিনেও তাঁহাকে বিস্মৃত না হইয়া থাকেন, তবে

তাঁহার সহিত প্রস্থানের উপায় করুন। এইক্ষণে সকলই আপনার হাত, তাঁহার হাত কিছুই নাই” রোসিনারা এই কথায় কোন উত্তর না করিতে করিতে সাজাহান কহিলেন “আমি অনুমতি প্রদান করিতেছি রোসিনারা! তুমি অবিলম্বে প্রস্থানের উপায় কর—আর উপায়ই বা বিশেষ কি করিতে হইবে—ইহার সহিত ছদ্মবেশে গমন করা অদ্য বড় কঠিন হইবে না”। রোসিনারা ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া পিতামহের কথার কোন উত্তর না করিয়া বার-যোষিৎকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি বলিতে পার, তিনি আপনার প্রস্থানের কোন উপায় করিতেছেন কি না?”

বার-বধূ কহিল—তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু আমাকে কহিয়াছেন যে, “যদি তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইতে তোমার সম্মতি হয়, তবে এই রাত্রি শেষে অমুক স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত দুই জনে মিলিত হইবে।” এই বলিয়া শিবজীর নির্দ্দিষ্ট স্থানের নামটী রোসিনারার কর্ণে অতি মৃদুস্বরে কহিল। তাহা সাহাজানেরও শ্রুতিমূল সংলগ্ন হইল না। রোসিনারা তাহার তাদৃশ ব্যবহারে বিশিষ্ট তুষ্টা হইলেন এবং শিবজী নিজ নৈসর্গিক মহানুভবতাগুণে অন্য ব্যক্তিকে কেমন বদ্ধ করিতে পারেন, তাহা তাঁহার জানা থাকিলেও, তিনি অল্পকালের মধ্যেই দুশ্চারিণী বার-বনিতাকেও এমত বিশ্বাসভাজন কি প্রকারে করিয়াছেন, ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন “এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি?—অথবা কর্ত্তব্য আর কি আছে—ইহার সঙ্গেই দাসীবেশে প্রস্থান করি—কিন্তু তাহা কি উচিত হয়—পিতা আমার প্রতি অন্যায় এবং মহারাষ্ট্রপতির প্রতি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন—কিন্তু সেই জন্য কি আমিও অযথাচরণ করিব? না, আমার যাওয়া হইবে না—ভাল, একবার দেখা করিয়া আসিলেই বা হানি কি?—কিন্তু যদি যাইবার কালীন ধরা পড়ি—অথবা যাইবার পূর্ব্বে ইহা কোন রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে আরঞ্জেব এই দোষ দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবধ করিবেন—আর এই স্ত্রীলোক আমাদিগের উভয়ের হিতকারিণী ইহার পক্ষেও অনিষ্ট ঘটিবে, কি করি” ?

রোসিনারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এই অবসরে সাজাহান একজন দাসীর একখানি পরিধেয় বস্ত্র স্বহস্তে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং কহিলেন "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র এই পরিচ্ছদ ধারণ কর এবং ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া যাও, আমাকে স্মরণ রাখিও এবং নিশ্চয় জানিও যে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমার সদাচরণ আমার অন্তঃকরণ মধ্যে দেদীপ্যমান থাকিবে"। এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধের অক্ষিদ্বয় সজল এবং বচন গদগদ-স্বর হইল। তিনি আর অধিক বলিতে পারিলেন না। রোসিনারা পিতা-মহের প্রদত্ত দাসীবেশটী একবার হস্তে লইয়া পুনর্ব্বার রাখিয়া দিলেন, এবং মৃদুস্বরে কহিলেন "আমার যাওয়া কি উচিত হয়?" সাজাহান ব্যগ্র হইয়া উত্তর করিলেন, "কিসে অনুচিত?—সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়বদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই এ পর্য্যন্ত আসিয়া ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছে; সে হিন্দু, তোমাকে বিবাহ করিলে তাহার জাতি নাশ হইবে তাহাও সে স্বীকার করিতেছে; এখানে তুমি এমন কি সুখে আছে যে, যাইতে অনিচ্ছা হয়।" —"অনিচ্ছা! আমার মনোমধ্যে যাইবার ইচ্ছা যে কি পর্য্যন্ত বলবতী হইয়াছে তাহা বক্তব্য নহে, অকর্ত্তব্য বোধ হইলেও মন নিবারিত হইতেছে না, কিন্তু এইক্ষণেই আপনি যাহা বলিলেন তাহাতেই সেই ইচ্ছার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইতেছে, কারণ, বিবেচনা করুন, যদি পিতা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিতেন, তবে পিতাই নিজ জামাতার প্রধান সহায় হইতেন, সুতরাং মহারাষ্ট্রপতির স্বজাতীয়েরা বিরক্ত হইলেও তাহারা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিত না। কিন্তু আমি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হইলে দিল্লীশ্বর এবং মহারাষ্ট্র জাতি উভয়কেই শিবজীর শত্রু করা হইবে, সুতরাং আমা হইতেই সেই প্রণয়াস্পদের সমূহ বিপদ ঘটিবে, অতএব জানিয়া শুনিয়া এমত কর্ম্ম কেমন করিয়া করিব।" সাজাহান এবং ঐ বারবনিতা উভয়ের কেহই জানিত না যে, যথার্থ প্রীতি কি অদ্ভুত পদার্থ! উহার আবির্ভাবে মনুষ্যের মনঃ একেবারে স্বার্থ-শূন্য হয়। অতএব তাঁহাদিগের কেহই রোসিনারার বাক্য সম্পূর্ণরূপে হৃদ্‌গত করিতে পারিলেন না। না পারুন, কিন্তু বৃদ্ধ বাদসাহ তাঁহার যুক্তির ঔদার্য্য উপলব্ধি করিয়া কহিলেন—"তুমি বুদ্ধিমতী যাহা বিবেচনাসিদ্ধ হয়, কর—আমি ভাবিয়া-

ছিলাম শিবজীর সহিত মিলিত হইলেই তুমি সুখভাগিনী হইবে—এবং তাহা হইলেই আমি নিরুদ্বেগে দেহযাত্রা সম্বরণ করিতে পারিব, কিন্তু যদি না যাওয়াই সৎমরামর্শ হয় তবে, ইহাকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া বিদায় কর'। রোসিনারা অবিলম্বে বারবনিতাকে সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইতে কহিয়া আপনি স্বগৃহে গমন করিলেন এবং স্বল্পক্ষণ মধ্যেই একটী লিপি আনিয়া তাহার হস্তে প্রদানান্তর আপনার হস্তাঙ্গুরীয়টী বার-যোষাকে সমর্পণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে মহারাষ্ট্রপতির অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিলেন। বারবনিতা বাদসাহ পুত্রীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহার চরিত্র অনুধাবন করিতে করিতে বিদায় হইল।

একাদশ অধ্যায়।

মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব জীবনবৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারেন যে, উচিত, অনুচিত, বিবেচনাসিদ্ধ বা অসিদ্ধ এই পর্য্যন্ত নিরূপণ করাই মনুষ্যের আপনার হাত, কর্ম্মের ফলাফল মনুষ্যের ইচ্ছার বশীভূত নহে, তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপাতারই অধীন। কত কত ব্যক্তি কত কত মহতী মন্ত্রণা সকল নিরূপণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, আর কত কত স্থলে অতি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়াও জনগণ সুমহৎ ফল-ভাগী হইয়াছেন। অতএব সাধুশীল ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই ফল-সিদ্ধির উদ্দেশ না করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কোন কার্য্যে ব্যর্থ-প্রযত্ন হইলেও অধিক ক্ষুব্ধ এবং কার্য্য সফল হইলেও গর্ব্বিত হয়েন না। তাঁহারা অকৃতার্থ হইলে জগদীশ্বরের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন, এবং সফল-চেষ্ট হইলে তাঁহারই ধন্যবাদ করেন। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা নিয়তই এমত সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের দুষ্ট মন্ত্রণা সকল সিদ্ধ হইলেও দুঃখ এবং অসিদ্ধ হইলেও মনস্তাপ জন্মায়।

শিবজী, যে প্রকারে আরঞ্জেবের শাঠ্য জাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন এবং আরঞ্জেবের ও আপনার দুর্মন্ত্রণা সকল কতক সিদ্ধ হওয়াতে যে প্রকার অনুতাপ এবং কতক বিফল হওয়াতে তাঁহার যে প্রকার দুঃখ জন্মিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত কথাটী মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া যায়। যে সময় বাদসাহের অন্তঃপুরে শিবজীর প্রেরিত গণিকা প্রবিষ্ট হইয়া রোসিনারার স্থানে পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া বিদায় হয়, তাহারই কিয়ৎক্ষণ পরে বাদসাহ, যে ব্যক্তিকে জয়সিংহের বিনাশার্থ প্রেরণ করেন, সে এক পত্র হস্তে বাদসাহ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। দিল্লীশ্বর-দিগের এমত রীতি ছিল না যে, স্বহস্তে কাহারও স্থানে লিপি গ্রহণ করেন। শুদ্ধ সেই কর্ম্মের জন্যই তাঁহাদিগের সমীপে দুই জন প্রধান

ওম্‌রা নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু আরঙ্গেব ঐ ব্যক্তির স্থানে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া লিপি গ্রহণ করিলেন। তাহাতে সমীপবর্ত্তী সকলেরই অনুভব হইল যে, পত্রবাহক কোন অতি প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকিবে। বাদসাহ পত্রার্থ অবগত হইয়া ঈষৎ হাস্যবদনে নগরপালকে আনয়ন করিতে কহিয়া সত্বরে সভার কার্য্য সমাপনানন্তর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

আরঙ্গেব কখনই কৌতুক-প্রিয় ছিলেন না, অতএব তাঁহার জন্মতিথির উপলক্ষে অন্তঃপুরে যেরূপ মোহনীয় বাজার হইত তিনি তাহাতে গমন করিয়াও অধিকক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিতেন না। বিশেষতঃ তখন প্রায় সায়ংকাল উপস্থিত। যে সকল স্ত্রীলোকেরা দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছিল তাহারা প্রায় অনেকেই, যে যাহার আলয়ে গমন করিয়াছিল, আর যাহারা ছিল তাহারাও তদ্বিষয়ীয় কার্য্য সমাপন করিয়া স্ব স্ব বাটী গমনের উদ্যোগ করিতেছিল। অতএব বাদসাহ কোথাও বিলম্ব না করিয়া একেবারে একাকী রোসিনারার মহলে উপস্থিত হইলেন। আরঙ্গেব নিজ কন্যার আরক্ত চক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠাধর ও বিমর্ষমুখাবয়ব প্রভৃতি লক্ষণে অনতি পূর্ব্বেই তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন ইহা অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"তুমি কি জন্য রোদন করিতে ছিলে?" রোসিনারা ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শিবজীর সহিত গমনে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছিল—আবার মহারাষ্ট্র দেশ হইতে প্রত্যা-বর্ত্তনাবধি বহুকাল হইল একবার মাত্র পিতার সন্দর্শন পাইয়াছিলেন, আর যে কখন পাইবেন এমত বোধও ছিল না, বিশেষতঃ যে পিতাকে তিনি পূর্ব্বে তাদৃশ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিতেন, তিনিই এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভয়ের আস্পদ হইয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ হঠাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি ভয়ে এবং দুঃখে একান্ত অধীরা হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন; সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাদৃশ শোক-সূচক চিহ্ন সমস্ত গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং আর-ঙ্গেব যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিতেও পারিলেন না। বাদসাহ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন—"তুমি

কি জন্য রোদন করিতেছ—আপনিই আপনার দুঃখ উপস্থিত করিয়াছ—ভাবিয়া দেখ, আমাদিগের বংশীয় কন্যাগণ প্রায়ই কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিতে পায় না, কিন্তু তোর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতাম বলিয়া উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবার মনন করিয়াছিলাম—সে যাহা হউক, যদি এক্ষণও তোমার দুর্বুদ্ধি গিয়া থাকে, তবে পারস্য রাজতনয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করি—কিছু উত্তর করিলে না যে?—তবে বোধ হয় তোমার অসম্মতি নাই"। রোসিনারা ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "পিতঃ! আমি তোমার অসম্মতিতে কিছুই করিতে চাহি না—এই বংশীয় কন্যাগণের চিরকৌমারাবস্থা যেমন কপালের লিখন, আমারও তাহাই হউক—অন্যের সহিত আমার সম্বন্ধ নিবন্ধনে ক্ষান্ত হউন"। আরঙ্গেব সর্ব্বদাই আপনার আন্তরিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কেবল নিজ পরিবারের মধ্যে কেহ তাঁহার মতের অন্যথা করিতে চাহিলে বৈরক্তির পরিসীমা থাকিত না। বিশেষতঃ তিনি কেবল রোসিনারার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিবেন বলিয়াই তথায় আসিয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ আত্মজার বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"আঃ! পাপীয়সি তোর লজ্জাভয় সকলই গিয়াছে—তুই যে পামর দস্যুর কুহক মন্ত্রের বশীভূতা হইয়াছিস্ তাহার জীবন সত্ত্বে তোর এই দুর্বুদ্ধি যাইবার উপায় নাই, অতএব এই দণ্ডে তাহার ছিন্ন মস্তক তোর সমীপে প্রেরণ করিব—তোর দোষেই সে নিহত হইবে"! রোসিনারা এই দারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র পিতার পাদমূলে নিপতিতা হইলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন "তাত! ক্ষমা করুন—আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। আপনি সেই ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, অতিথির প্রাণবধ করিবেন না, তাহাকে স্বদেশে যাইবার অনুমতি দিউন—আমি আর যত কাল বাঁচিব ভুলিয়াও আপনার মতের বিপরীতাচরণ করিতে চাহিব না"। আরঙ্গেব বিকট হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন, "তবে তুমি পারস্য রাজতনয়ের ধর্ম্মপত্নী হইতে স্বীকার করিলে"? । "আমি সকলই স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমি অপরাধ করিয়া থাকি আমারই দণ্ড বিধান করুন, আমার

দোষে অপরের দণ্ড করিবেন না"। নিষ্ঠুর আরঞ্জেব কন্যার এই সকল বচনে কিছুমাত্র দয়ার্দ্রচিত্ত না হইয়া উত্তর করিলেন—"শুন, রোসিনারা! তুমি আমার উপরোধ রক্ষা কর নাই—আমার কথা বড় নয় সেই দস্যুর প্রাণই তোমার মনে বড় বোধ হইয়াছে—স্বচক্ষে তোমাকে তাহার বিনাশ দেখিতে হইবে, এবং আমি যাহার সঙ্গে বলিব তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে"। বাদসাহের প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রোসিনারা বিচেতনা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আরঞ্জেব আত্মজাকে তদবস্থ রাখিয়াই সত্বরে অন্তঃপুর হইতে বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন।

বাদসাহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবামাত্র পূর্ব্বাহূত নগরপাল সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে অভিবাদনাদি করিল। বাদসাহ তাহাকে সরোষ-বচনে শিবজীর মস্তক আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

আরঞ্জেব ক্ষণকাল সেই থানেই দাঁড়াইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন—"আর কি!—আমার ত সকল মানসই সুসিদ্ধ হইল—পুত্র আমার আদেশানুসারে বিদ্রোহের ভান করিয়া সকলের অবিশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে—অতএব সে আর কখন কাহার বিশ্বাস্য হইবে না—জয়সিংহও, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সেই বিদ্রোহে মিলিত হইতে চাহিয়াছিল, অতএব সে পরীক্ষায় ঠেকিয়াই প্রাণ হারাইয়াছে—তাহাতে আমার পাপ কি?—বিদ্রোহীকে কোন্ রাজা দণ্ড না করিয়া থাকেন—বিষ দ্বারাই হউক আর বধ্যভূমিতে ঘাতকের শস্ত্র দ্বারাই হউক, জীবন বিনাশ একই পদার্থ—আর এতক্ষণে শিবজীরও নিধনসাধন হইল, সে ব্যক্তি পূর্ব্বাবধিই আমার শত্রু আছে এবং বিশেষতঃ সে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, অতএব সে অবশ্যই দণ্ডার্হ—আরঞ্জেব! তুমি এত দিনের পর সত্য সত্যই দিল্লীশ্বর বাদসাহ হইলে, এত দিনে তোমার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল"। দিল্লীশ্বর এইরূপে চিন্তা করিতেছেন এবং তাদৃশ গুরুতর পাপ সমস্ত জনিত প্রবল, অনুতাপাগ্নিকে মনে মনে ব্যর্থযুক্তিরূপ বারিকণা দ্বারা নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমত সময়ে নগরপাল উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া বাদসাহের পদতলে নিপতিত হইল। আরঞ্জেব নগরপালের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়াই আপনার মন্ত্রণার

বৈফল্য অনুভব করত যে, কি পর্য্যন্ত বিষাদে নিমগ্ন হইলেন তাহা কথনীয় নহে। কিন্তু দিল্লীশ্বর, অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন, ইচ্ছা করিলেই দুঃখ ক্রোধ ভয়াদি নিবারণ করিয়া সুস্থির চিত্তে বিবেচনা করিতে পারিতেন। অতএব বাদসাহ অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া নগরপালকে সমীপবর্ত্তী এক জন সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করত স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠাবলম্বনে শিবজীর বাসাবাটীর প্রত্যভিমুখে ধাবমান হইলেন। অমাত্যবর্গও বাদসাহের সমভিব্যাহারী হইল, এবং মহারাষ্ট্রপতির পলায়ন বার্ত্তা প্রচরদ্রূপ হওয়াতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহা-কোলাহল পুরঃসর সেই দিকেই ধাবমান হইতে লাগিল।

বাদসাহ কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, এমত সময় দেখিতে পাইলেন, নগরপালের কতিপয় অনুচর এক ব্যক্তিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আনয়ন করিতেছে। বাদসাহ দূর হইতে ঐ ব্যক্তির পরিচ্ছদাদি দেখিয়া অনুভব করিলেন সেই মহারাষ্ট্রপতি শিবজী হইবে। অতএব অশ্ববেগ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু ঐ সকল লোক নিকটবর্ত্তী হইলে বন্দীর মুখাবয়ব দ্বারা বোধ হইল যে, সে শিবজী নহে। পরে সে ব্যক্তিও বাদসাহ সমীপে আনীত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল "রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমি কিছুই জানি না, আমাকে ব্যর্থ তাড়না করিতেছে"। পরে প্রকাশ হইল যে, ঐ ব্যক্তি নগরপালেরই একজন অনুচর; শিবজীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তাহার খট্টায় শুইয়া ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, নগরপাল তাহাকে মহারাষ্ট্রপতির খট্টায় শয়ান দেখিয়া একেবারে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া আপনি তৎক্ষণাৎ বাদসাহের নিকট আইসে এবং উহাকেও পরে আনয়ন করিতে আদেশ করে। আরঙ্গেব এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "অনুমান হয়, এই ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কোন মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া শিবজী ইহার সহিত পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তনানন্তর ছদ্মবেশে প্রস্থান করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অধিকদূর যাইতে পারে নাই; তাহাকে ধৃত করিতে হইবে—নচেৎ;—আমার অন্য কোন হানি নাই, কেবল যথাযোগ্য প্রসাদ না লইয়া গেলে বাদসাহী পদের অগৌরব করা হয়—তোমরা কেহ, বলিতে পার, সে কি

অন্য এমত কৌশল করিয়া পলায়ন করিল ?—আমার অনুভব হয় যে, সে সভাতে আমার সাক্ষাতে মিথ্যা কহিয়াছিল, অতএব রাজা জয়সিংহের নিকট হইতে লিপি আসিলেই পাছে সেই মিথ্যা প্রচার হয় এই ভয়ে পলায়ন করিয়াছে—যাহা হউক, এক্ষণে রাজা জয়সিংহ তাহার নিকট কিছু প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কি না, তাহা প্রমাণ করিবারও আর উপায় নাই—অদ্য এক লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি তদ্দ্বারা জানিলাম আমার পরম হিতকর চিরসুহৃৎ জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া শিবিরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—হায়! তাঁহার ন্যায় আমার হিতকারী আর কে হইবে" ?। কপটমতি আরঞ্জেব এই কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চাটুকার অমাত্যগণ, আকাশাভিমুখ হইয়া বাদসাহের বাক্য দৈববাণীর ন্যায় ভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আকর্ণন করিতে লাগিল। জনসাধারণ আরঞ্জেবের কৌটিল্যে মুগ্ধ হইয়া ভাবিল—"আহা! বাদসাহ কি করুণ হৃদয়!"—প্রাচীন অমাত্যগণ যাঁহারা আরঞ্জেবের মন্ত্রণার ভুক্তভোগী ছিলেন, তাঁহারা কেবল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাদসাহের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, নিজ নিজ মুখাবয়বে সুখ দুঃখ কোন ভাবই প্রকটিত করিলেন না। আর যে সকল অমাত্য, মৃত রাজা জয়সিংহের প্রতি বাদসাহের মনে মনে মৎসরভাব ছিল, ইহা জানিতেন, তাঁহারা কেহ কেহ বাদসাহের কর্ণগোচর হয় এমত করিয়া মৃদুস্বরে 'কাফের' (বিধর্ম্মী) এই শব্দটী দুই একবার উচ্চারণ করিলেন।

আরঞ্জেব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াও এইরূপ কৌশল সহকারে মনের ভাব সকল গোপন করত ভৃত্যদিগের উপর যথাবিহিত আদেশ প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহার এই ভাবনা হইতে লাগিল।—"হায়! যদি শিবজী ধরা না পড়ে তবে সকল চেষ্টাই বিফল হইল। কেনই বা জয়সিংহকে হনন করিলাম! কেনই বা এই দুর্ব্বহ পাপের ভার আরও বৃদ্ধি করিলাম! জয়সিংহ ত বৃদ্ধ হইয়াছিল, আর কিছুদিন হইলেই কালবশে লোকান্তর গমন করিত—হায়! তাদৃশ সেনাপতিই বা আর কোথায় পাইব।"

——•()•——

দ্বাদশ অধ্যায়।

সেই দিন নিশীথ সময়ে পূর্ব্বোক্ত বারাঙ্গনা একাকিনী সেতুদ্বারা যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই দিক্ প্রাচীন দিল্লী, তথায় অনেকানেক ভগ্ন প্রাসাদ এবং বৃহৎ বৃহৎ দেবালয় সকল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎকালে এক্ষণকার অপেক্ষা আরও অধিক ছিল। ঐ স্থানে একটি মনুষ্যেরও গমনাগমন নাই। কেবল স্থানে স্থানে শৃগালাদি হিংস্র জন্তুরই উপদ্রব আছে। যাহা হউক ঐ স্ত্রী একাকিনী নিঃশঙ্কহৃদয়ে ঐ স্থান দিয়া গমন করত কিয়ৎদূর অন্তরে একটী ভগ্ন দেবালয়ে প্রবেশ করিল। তথায় মহারাষ্ট্রপতি তাহাকে দর্শন করিয়া সম্ভাষণপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংবাদ কি? অথবা সংবাদই আর কি জিজ্ঞাসা করি—তুমি একাকিনী আসিয়াছ—তবে আমার সকল যত্নই বিফল হইয়াছে"। বার-নারী উত্তর করিল—"হাঁ মহারাজ! আপনকার চেষ্টা বিফল হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহা মুখে বর্ণন করিয়া আর কি জানাইব, এই পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া সমুদায় অবগত হউন"। শিবজী ব্যস্ত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং সেই অঙ্গুরীয় যে, রোসিনারারই অঙ্গুরীয় তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন—"তবে বাদসাহ-পুত্রীর সহিত তোমার সন্দর্শন হইয়াছে—তিনি কি বলিলেন? কেমন আছেন? আমার প্রদত্ত সামগ্রী সকল দেখিয়াই কি চিনিতে পারিয়াছিলেন? না তোমাকে পরিচয় দিতে হইয়াছিল? আর তাঁহার আগমনেরই বা কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, সমুদায় একেবারে বল"। স্ত্রী উত্তর করিল "মহারাজ! সেই বাদসাহ-পুত্রীর ন্যায় উদার-চরিত্রা কামিনী কখন দেখি নাই শুনি নাই—যাহা ঘটিয়াছে আনুপূর্ব্বীক্রমে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন" এই বলিয়া বার-বনিতা সমুদায় বর্ণন করিলে শিবজী চমৎকৃত হইলেন, পরে বহুক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত কহিলেন "রোসিনারা অন্যায়

বিবেচনা করিয়াছেন—যদি তাহার নিমিত্ত আমার রাজ্য বিভব সমুদায় যাইত তথাপি আমি সুখী হইতাম—তাদৃশ সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে অরণ্য-বাসেও অসুখ নাই”। বার-যোষা কহিল “মহারাজ! যাহা বলুন কিন্তু বাদসাহ-পুত্রী উচিত কর্ম্মই করিয়াছেন—এবং তিনি উচিত করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সমুদায় গুণ আপনার অনুভূত হইতেছে”!

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এবং শিবজী আপনি দুই এক দিন সেই থানেই থাকিয়া রোসিনারাকে আনয়নার্থ পুনর্ব্বার যত্ন করিবেন এমত পরামর্শ করিতেছেন, এমত সময়ে শ্রীমান্ রামদাস স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। অতএব ঐ বার-বনিতাকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল। শিবজী শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার চরণ বন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন “মহাশয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে একটি কর্ম্মে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই—আর আপনকার নিকট আমার দোষ গুণ কিছুই অব্যক্ত নাই, অতএব শ্রবণ করুন”—এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সংক্ষেপে রোসিনারা সম্বন্ধীয় তাবদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন। রামদাস স্বামী তৎশ্রবণে ঈষৎ কোপযুক্ত হইয়া বলিলেন—“আমি মহারাষ্ট্রে ইহার কিছু শ্রবণ করিয়াছিলাম—তথায় কেহ কেহ এমত কথাও কহিত যে, তুমি স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনে তাদৃশ উৎসাহশীল নহ।—অর্থাৎ যদি আরঞ্জেব তোমার সহিত সন্ধি করেন তবে তাঁহার মণ্ডলেশ্বর হইতেও তোমার নিতান্ত অনিচ্ছা নাই।—তখন ঐ সকল কথায় আমার তাদৃশ বিশ্বাস হয় নাই।—কিন্তু এই ব্যাপার শ্রবণে সেই লোক প্রবাদ নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে না।—এমত উদার-প্রকৃতি হইয়াও যে, স্ত্রীলোকের প্রণয়পাশে একান্ত বদ্ধ হইবে, ইহা না দেখিলেই বা কিরূপে বিশ্বাস হইবে।—বাদসাহ-পুত্রী যে, স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া আসিলেন না ইহাই ক্ষেমঙ্কর করিয়া মানি”। শিবজী এই সকল কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন। তখন রামদাস স্বামী ঐ বার-বধূর স্থানে সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন “মহারাজ! আমি অন্যায় করিয়াছি—বাদসাহ-পুত্রীর

যেরূপ বিবেচনা শুনিলাম, তাহাতে আমারও অন্তঃকরণে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইতেছে, তিনি সামান্যা স্ত্রী নহেন এবং তুমি সেই জন্যই তাঁহার প্রতি প্রণয়বদ্ধ হইয়াছ—আমি তজ্জন্য তোমার নিন্দা করিয়া ভাল করি নাই—যদি অনুমতি হয়, তবে তাঁহার প্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়া শ্রবণ করাই"। শিবজী তৎক্ষণাৎ ঐ পত্র গুরুদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তিনি সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাষ্ট্ররাজ!—হে প্রিয়তম!—আমি কি বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিব—আর কি বা লিখিব কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি না।—তুমি আমার মন জান কি না বলিতে পারি না—কিন্তু আমি তোমার মন জানি। অতএব আমি যে জন্য তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলাম না; তাহা ব্যক্ত করিয়া কহিলেই বুঝিতে পারিবে এবং আমার প্রতি অক্রোধ হইবে। আমি আর অধিক কি বলিব—তুমিই আমার স্বামী, তাহার চিহ্নস্বরূপ আমার হস্তাঙ্গুরীয় তোমার অঙ্গুরীয়ের সহিত বিনিময় করিলাম—অতএব অদ্যাবধি আমাদিগের বিবাহ সম্পন্ন হইল।—কিন্তু আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলে তোমার বাস্তবিক আন্তরিক মানস সিদ্ধ হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে—এই ভাবিয়া আমি আপনাকে স্বামী-সহবাস সুখে বঞ্চিত করিলাম।—যদি বল আমাকে লইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তুমি দুঃখিত হও না—সে কথাতেও আমার অবিশ্বাস নাই—কিন্তু মনে করিয়া দেখ, শুদ্ধ রাজা হওয়া মাত্র তোমার মনের মানস নহে।—অতএব আমি যেমন নিজ স্বামীর ভাবী মনোদুঃখ ভাবিয়া তাঁহার সহবাসে আপনাকে বঞ্চিত করিলাম, তেমনি তুমিও স্বজাতি-বাৎসল্য প্রযুক্ত নিজ জায়াকে পরিত্যাগ করিলে। অধিক লিখিবার ক্ষমতা নাই—একান্ত অধীনা রোসিনারা।"

রামদাস স্বামী এই পত্র পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! ভূমণ্ডলে যে এতাদৃশ উদারচরিতা কামিনী আছে তাহা আমি জানিতাম না—মহারাজ! যাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দ্বারা পাতিব্রত্য রক্ষা করেন তাঁহারাও ইহাঁর ন্যায় পতিপরায়ণা নহেন—মহারাজ!

আমি অনুমতি করিতেছি আপনি ঐ অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন—এবং যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তবে পরজন্মে এই বাদসাহ কন্যাই আপনকার সহধর্ম্মিণী হইবেন ইহার সন্দেহ নাই।"

সম্পূর্ণ।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস।

Away, away, thou tellest of things,
That have not been, that can not be.

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

হুগলি
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০২ সাল।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

ভূমিকা

আমার কোন আত্মীয় একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন। তাঁহার অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আমি ঐ পুস্তক তাঁহার সহযোগে পাঠ করিয়া দেখিতেছি। যে দিন তাঁহার অনুবাদিত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ পাঠ করি সেই দিন হঠাৎ আমার কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইতে লাগিল, শরীর পুনঃ পুনঃ লোমাঞ্চিত হইল, পুস্তক পাঠ যেন মহা ভার হইয়া পড়িল। পাঠ নিবৃত্ত করিয়া ঐ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অন্যরূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি হইত, এই বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু শরীরের যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুস্থ হইবার মানসে শয়ন করিলাম। নিদ্রাবস্থায় যে কত স্বপ্ন দেখিলাম, আনুপূর্ব্বিকক্রমে মনে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, কয়েক খণ্ড কাগজ আমার শিরোদেশে রহিয়াছে। তাহার লেখা দেখিয়া কখন বোধ হয় আমার নিজের লেখাই হইবে, কখন বোধ হয়, আমার না হইতেও পারে। ফলতঃ ও বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া বলিবার যো নাই। নিদ্রাবস্থাতেও যে কেহ কেহ কখন জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহার অনেক উদাহরণ ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। আমার ওরূপ হয় না, এ সময়েও হয় নাই। কিন্তু যেমন ঘুমাইয়াও জাগা যায়, তেমনি জেগেও ঘুমান যাইতে পারে। যাহা হউক, শাস্ত্রে বলে—স্বপ্নলব্ধ ঔষধ এবং উপদেশ কদাপি অগ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রানুবর্ত্তিকার্য্য করাই উচিত বোধে এই "স্বপ্নলব্ধ ভারত ইতিহাস" এডুকেশন গেজেটে প্রচারিত করিতে দিলাম। *

গ্রন্থ প্রচারক।

* এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ সালের ৬ই কার্ত্তিক হইতে প্রতি সপ্তাহে এক অধ্যায় করিয়া প্রকাশিত হয়।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পানিপথের যুদ্ধ।

তখন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন যে, জাতিভেদে যেমন অন্যান্য বিষয়ের প্রভেদ হয়, তেমনি যুদ্ধ প্রণালীও ভিন্ন হইয়া থাকে। যে যাহার আপনার অভ্যস্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বিজয়ী হইতে পারে, তাহার অন্যথা করিলে পরাজিত হয়। যেমন চকিতের ন্যায় এই ভাব তাঁহার মন মধ্যে উদিত হইল, অমনি তিনি সেনানায়কগণকে সম্মুখ সংগ্রাম হইতে অপসৃত হইয়া শত্রুর পার্শ্ব ভাগ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার অনুজ্ঞার সমগ্র তাৎপর্য্যই বুঝিল, ক্ষণমাত্রে আপনাদিগের ব্যূহের রূপান্তর করিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই প্রভূত সেনারাশি অর্দ্ধচন্দ্রের আকার হইয়া দাঁড়াইল। আহম্মদ সাহের পরাক্রান্ত অশ্বারোহি-দল সবেগে আসিতেছিল।

কাহার সাধ্য যে সেই বেগ সহ্য করে? নদী স্রোতের অভিমুখে কোন্ প্রতিবন্ধক স্থির হইয়া দাঁড়ায়। এক পাষাণময় পর্ব্বত খণ্ড দাঁড়াইতে পারে, আর লঘু বালুকা-স্তূপ যদিও স্থির হইয়া না দাঁড়ায়, তথাপি ক্রমে ক্রমে সমুদয় স্রোতোজল শোষণ করিয়া লইতে পারে। মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রথমে মনে করিয়াছিল, অচলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে, এবং ঐ আক্রমণ বেগ সহ্য করিবে কিন্তু দৈবানুকূলতাবশতঃ তাহারা সে চেষ্টায় বিরত হইল। তাহারা বিশুষ্ক বালুকারাশির প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া প্রবল স্রোতোমুখ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং তাহার উভয় পার্শ্ব ঘেরিয়া শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। নদীর জল ক্রমে ন্যূন বেগ, ক্রমে হ্রস্ব, অনন্তর সমুদায়ই বালুকা মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আহাম্মদ সাহ এই ভয়ানক ব্যাপার অবলোকন করিলেন। মনে করিলেন, আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন না; সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি আপন সহচর দুরানিদিগকে এবং স্বপক্ষ রোহিলা-দিগকে, আর অযোধ্যার সৈন্যগণকে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে নবাব সুজাউদ্দৌ-লার অনুগৃহীত কাশীরাজ নামক একজন হিন্দু রাজা তাঁ-হার সমীপাগত হইয়া যথাবিধি নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, “মহারাজ! আমি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বন্দী হইয়া এক্ষণে

তাহাদিগের দৌত্য কর্ম্মে আপনার নিকট আসিয়াছি। অনুমতি হইলে তাঁহাদিগের বক্তব্য নিবেদন করি।”

“বল”।

“সাহেবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরি প্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া চোহান বংশাবতংস মহারাজ পৃথ্বীরাও কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাও অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু পরবর্ষে স্বয়ং বন্দীকৃত হইলে সাহেবুদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দুরা মুসলমানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের প্রতি কেমন আচরণ করিয়াছেন, তাহা ঐ বিবরণেই প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া যদিও বরাবর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তথাপি হিন্দুদিগের জাতীয় প্রকৃতির অন্যথাচরণ হইতে পারে না। হিন্দুরা পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণেও সদয় আচরণ করিতে প্রস্তুত। আপনি নিজ দলবল সহিত নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে গমন করুন। ভারতবর্ষ নিবাসী যদি কোন মুসলমান আপনার সমভিব্যাহারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতেও কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। তবে তাদৃশ মুসলমানের পক্ষে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এ দেশে প্রত্যাগমন নিষিদ্ধ।” দূত এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া পূনর্ব্বার কহিল।—

“মহারাষ্ট্র সেনাপতি আরও একটী কথা বলিয়াছেন।

এক্ষণে আপনি সসৈন্যে তাঁহার অতিথি। অতএব সিন্ধু পরপারে আপনার নিজ রাজ্যে যাইতে যে কয়েক দিন লাগিবে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। আপনার ঐ কয়েক দিনের ব্যয় তিনি নিজ কোষ হইতে নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।"

দূত এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলে আহম্মদ সাহা ক্ষণকাল মৌনভাবে চিন্তা করিয়া পরে কহিলেন, "দূত! তুমি মহারাষ্ট্র সেনাপতিকে গিয়া বল, আমি তাঁহার উদার ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইলাম—আর কখন ভারতবর্ষ আক্রমণে উদ্যম করিব না।" এই কথা শুনিয়া দূত অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, "মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমার প্রতি আর একটী কথা বলিবার আদেশ আছে। এদেশীয় যে সকল মুসলমান নবাব, সুবাদার, জমিদার, জায়গীরদার, প্রভৃতি আপনার সমভিব্যাহারী না হইবেন, তাঁহারা অবিলম্বে যে যাহার আপনাপন অধিকার এবং আবাসে প্রতিগমন করুন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বলিয়াছেন, 'ঐ সকল লোকের পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা হইল'।" দূতের এই কথা শেষ হইবামাত্র অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, রোহিলখণ্ডের জায়গীরদার নজিবউদ্দৌলা, হায়দরাবাদের নিজাম সলাবতজঙ্গের সেনাপতি ও ভ্রাতা নিজাম আলি ইহাঁরা পরস্পর মুখাবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, "সেনাপতি মহাশয়ের

সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া স্ব স্ব অধিকারে গমন করিতে হইলে আমাদিগের যৎপরোনাস্তি মনোভঙ্গ হইবে।” দূত সকলের নিকট প্রণত হইয়া বলিল, “তবে আপনারা দিল্লীনগরে গমন করুন, সেই স্থানে সাক্ষাৎ হইবে— আমার প্রতি এইরূপ বলিবারও অনুমতি আছে।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্ত।

প্রাচীন দিল্লির মধ্যে যে স্থানের নাম ইন্দ্রাপৎ (ইন্দ্রপ্রস্থ) তাহার অনতিদূরে একটি সভামণ্ডপের মধ্যভাগে পৃথ্বীরাওয়ের আয়সস্তম্ভ নিখাত ছিল। পূর্ব্বে পৃথ্বীরাওয়ের প্রার্থনাক্রমে যজ্ঞবিদ্ ব্রাহ্মণেরা ঐ শুভ স্তম্ভ নিখাত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা বাসুকীর শিরোদেশ স্পর্শ করিল—ইহার উপর যে সিংহাসন অধিষ্ঠিত হইবে, তাহা চিরকাল অচল থাকিবে। আজি আর সেই স্তম্ভ দৃষ্ট হইতেছে না, ভূমি-মধ্যে আরও বসিয়া গিয়াছে, এবং তদুপরি একটী অত্যুচ্চ দিব্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। সভামণ্ডপের যে অকাল জীর্ণ প্রাচীর ছিল তাহাও আর সেরূপ নাই, সমস্ত নবীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজা, নবাব, সুবাদার প্রভৃতি সকলে ঐ সভামণ্ডপে আপনাপন যোগ্যস্থানে

অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সভার কি শোভা! রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের ময়দানববিনির্ম্মিত সভাগৃহ ইন্দ্রের সভা অপেক্ষাও উজ্জ্বল এবং মনোহর বলিয়া বর্ণিত। এই স্থানেই সেই সভাগৃহ ছিল—তাহাই কি এতদিন কাল তরঙ্গে মগ্ন থাকিয়া পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠিয়াছে! সভামণ্ডপের মধ্য ভাগে যে সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে, তাহার দুই দিকে দুইটী সোপান-শ্রেণী। সর্ব্ব নিম্ন-সোপানে এক জন গম্ভীর প্রকৃতি মধ্য-বয়স্ক পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন—

"আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্ব্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃ-ভক্তি-পরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন।

"ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহাঁর পর নহেন, ইনি উহাঁদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহাঁর পালিত সন্তান।

"এক মাতারই একটী গর্ভজাত ও অপরটী স্তন্যপালিত দুইটী সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়—সকলের শাস্ত্র মতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ নিবাসী

হিন্দু এবং মুসলমান দিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়। আর আমাদিগের মধ্যে কি পূর্ব্বের মত বিবাদ চলিবে ? আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপনাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত এবং অপরের উদরপূরণ করিব ? (এই পর্য্যন্ত বলা হইলেই সভা হইতে "না না"—"না না" "না না"—এই ধ্বনি উঠিল) কি অমৃতধারাই আমার কর্ণে বর্ষণ হইল—! আমার কর্ণে ?—আমি কে ?—ভারতভূমির কর্ণে—ঐ মৃত্যু সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রবেশ করিল। দেখ—তাঁহার চক্ষু উন্মিলিত হইল—মুখমণ্ডলে হাস্যপ্রভা দেখা দিল—তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিলেন—এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাময়ী হইলেন।

"এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সকলের কর্ত্তা এক জন না থাকিলেও সম্মিলন হয় না। কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের সকলের অধিনায়ক হইবেন। দৈবানুকুলতায় এ বিষয়েও আর বিচার করিবার স্থল নাই। রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের নিমিত্ত এই যে সিংহাসন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিমূল পৃথিবী ভেদ করিয়া বাসুকির শীর্ষদেশ সংলগ্ন হইয়াছে, পৃথিবী টলিলেও আর ইহা টলিবে না—আর ঐ দেখ, মহামতি সাহ আলম বাদসাহ স্বেচ্ছাতঃ রাজা রামচন্দ্রকে আপন শিরোভূষণ-মুকুট প্রদান করিয়া তাঁহার

হস্তে সাম্রাজ্য পালনের ভার সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন।”

সভামণ্ডপের দক্ষিণ এবং উত্তর প্রান্তবর্ত্তী দুইটী প্রশস্ত পটমণ্ডপ হইতে একেবারে দুইটী ভেরীরব বিশ্রুত হইল—দক্ষিণদিক্ হইতে একজন গৌরকান্তি, দীর্ঘচ্ছন্দ, ম্লানবদন মধ্য বয়স্ক পুরুষ সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ সত্বর-পদে সিংহাসন সমীপে উপনীত হইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত বক্তার হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক এক এক পা করিয়া সিংহাসনের সর্ব্বোচ্চ ভাগে উঠিতে লাগিলেন। তিনি যে সময়ে উঠিতেছিলেন, তৎকালে উত্তর দিকস্থ পটমণ্ডপ হইতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মধ্যচ্ছন্দ এক জন কৃশাঙ্গ যুবা পুরুষ সুগভীর চিন্তাবনত মুখে শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে সিংহাসনাভিমুখে আসিয়া বিনা সাহায্যে তাহার সোপান অতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চ ভাগে উপস্থিত হইলে, দুই জনেই একেবারে সিংহাসনের উপর পরস্পর সম্মুখীন! গৌরাঙ্গ পুরুষ তৎক্ষণাৎ আপনার শিরস্ত্রাণ হইতে মহামূল্য হীরক-মণ্ডিত সুবর্ণময় মুকুট খুলিয়া অপরের মস্তকোপরি বসাইয়া দিলেন, এবং তাহা করিয়াই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সিংহাসনের একটী সোপান নিম্নে আসিবার উপক্রম করিলেন। যুবা উভয় হস্তদ্বারা তাঁহার উভয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত তাঁহাকে নামিতে দিলেন না।

সভা মধ্যে কি হিন্দু কি মুসলমান দ্রষ্টৃ মাত্রেরই চক্ষু বাষ্পাকুলিত হইল—সকলেরই কণ্ঠ হইতে গদগদ স্বরে "সম্রাট রাজা রাম চন্দ্রের জয়—সাহা আলম বাদসাহের জয়" এই বাক্য নিঃসৃত হইল। সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রণত হইয়া পড়িল।

নিমেষ মধ্যে সকলের প্রতি গাত্রোত্থানের আজ্ঞা হইল। উঠিয়া আর কেহই সাহ আলমকে দেখিতে পাইলেন না। দিল্লীর সিংহাসনোপরি শিবজী বংশ সম্ভূত রাজা রামচন্দ্র একাকী—উপবিষ্ট তাঁহার শিরোদেশে সাহ আলম প্রদত্ত সেই রাজমুকুট!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মূল ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপক সভা।

সাজাহান বিনির্ম্মিত নব দিল্লীর মধ্য ভাগে জুমা মসজিদ। জুমা মসজিদের ঊর্দ্ধ হইতে দেখিলে দিল্লী নগর যেরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। বোধহয় যে ঐ মসজিদটীই নগরের নাভি স্থল। তাহা হইতে কিরণ জালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে রাজবর্ত্ম সকল বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং প্রতি রাজবর্ত্ম হইতে পরস্পর সমদুরের

অন্যান্য পথ নিঃসৃত হইয়াছে। সমুদায়টী যেন একটী লূতাতন্তুজাল। ঐ জাল মধ্যভাগে জুমা মস্‌জিদ এবং প্রতিতন্তুর পার্শ্বদেশে প্রজাবর্গের আবাস গৃহ।

দিল্লীর রাজবর্ত্ম সকল জনতায় পরিপূর্ণ। জুমা মস্‌জিদে মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইয়াছে। এই সভায় অভিনব সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ পালনাদির ব্যবস্থা নিরূপিত হইবে। প্রজাদিগের কৌতূহলের পরিসীমা নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, জাঠ, মহারাষ্ট্র, মুসলমান প্রভৃতি নানা প্রদেশবাসী জনগণ পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, অন্তঃকরণ উৎসাহ পূর্ণ। একজন ব্রাহ্মণ একজন মুসলমানকে বলিতেছেন "যে রাম সেই রহীম, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়"। মুসলমান বলিতেছেন "ঠাকুর যথার্থ কহিয়াছেন, সমস্ত জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই বিভূতি মাত্র, মানুষ ভেদে যেমন আচারভেদ—পরিচ্ছদ ভেদ—ভাষাভেদ—তেমনি উপাসনার প্রণালীভেদও হইয়া থাকে। সকলেই এক পিতার পুত্র। সেই পিতা ভিন্ন ভিন্ন পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরাইয়া দেখিতেছেন। কিন্তু সকলেরই চামড়ার নীচে লহু লাল বই কাহারোও কাল কাহারোও জরদ নহে।" একজন ক্ষত্রিয় ঐ কথায় যোগ দিয়া বলিল "তাবই কি—আসলে কিছুই তফাৎ নাই—আমরা হিন্দু বলিয়া কি মুসলমানের

দেবতা মানি না? আমরাও প্রতিবর্ষেই তাজিয়া করিয়া থাকি"। একজন বাঙ্গালী কহিল—"আমাদিগের দেশে সকল কর্ম্মেই সত্যপীরকে সিন্নি দেওয়া হইয়া থাকে, যিনি সত্যপীর তিনিই সত্য নারায়ণ।" আর একজন মুসলমান বলিল, "তোমরাই যে আমাদের দেবতা মান, আমরা তোমাদের দেবতা মানি না, একথা বলিতে পারিবেনা। কোন্ মুসলমান হিন্দু দেবতার এবং ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের যথোচিত সম্মাননা না করে? আমার জানত অনেক মুসলমান ব্রাহ্মণদিগকে খরচ পত্র দিয়া দুর্গোৎসব করান। দরাপ খাঁ "সুরধুণি মুনি কন্যে" বলিয়া কেমন ভক্তি সহকারে গঙ্গাদেবীর স্তব করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহার অজানত আছে?" নগরময় এইরূপ কথোপকথন, কোথাও হাস্য পরিহাস, কোথাও গান বাজনা, কোথাও প্রীতিভোজের সমারোহ।

জুমা মস্‌জিদের মধ্যে ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি একত্র সমাগত। উত্তর দিকে মহারাষ্ট্র মন্ত্রিবর বালাজী বাজীরাও পেশোয়া, তাঁহার দক্ষিণে কিঞ্চিৎদূরে মলহর রাও হুলকার, তাঁহার দক্ষিণে মাদাজী সিন্ধিয়া, তাঁহার দক্ষিণে দম্মাজি গুইকবার, তৎপার্শ্বে জানোজী ভোঁসলা, তাঁহার পার্শ্বভাগে সদাশিব রাও। পেশোয়ার বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎদূরে সলাবত জঙ্গ, তৎপার্শ্বে সুজাউদ্দৌলা তাঁহার পার্শ্বে নজিব উদ্দৌলা, তাঁহার পার্শ্বে সুর্য্য-

দল; পেশোয়ার সম্মুখভাগে উদয়পুর যোধপুর আজমীর জয়পুর প্রভৃতি প্রদেশের ক্ষত্রিয়রাণা সমস্ত এবং তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে তজ্জাতীয় বীরাবয়ব ঠাকুর দল।

পেশোয়া কহিতেছেন "অদ্য আপনারা চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন। শত শত সহস্র সহস্র বর্ষ পরে যাঁহারা এই ভারত ভুমিতে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও আপনাদিগের যশঃ কীর্ত্তন করিবেন। সকলের অভিমতানুসারে রাজ্য স্থাপনের এই কয়েকটী মূল নিয়ম অবধারিত হইয়া স্বর্ণ ফলকে লিখিত হইল, স্বর্ণ যেমন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বাতু, কখন কলঙ্কিত বা পরিবর্ত্তিত হয় না, এ নিয়ম গুলিও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয়।

১ম। সাক্ষাৎ শিবাবতার মহারাজ শিবজীর বংশ সম্ভূত রাজা রামচন্দ্র, বৈদেশিক শত্রু পরাভূত করিয়া নিজ বংশমর্য্যাদা ও বীরতাগুণে প্রদেশাধিকারী, ভূম্যধিকারী এবং প্রজা সাধারণের ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা ভাজন হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট হইলেন।

২য়। তাঁহার বংশে ঔরসাদি জ্যেষ্ঠ পুত্রে চির কালের নিমিত্ত সম্রাজ্যাধিকার ন্যস্ত থাকিবে।

৩য়। সম্রাট আপনার মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করিবেন, এবং সেই সভার দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

সাম্রাজ্যের রক্ষার হেতু কয়েকটী ব্যবস্থা স্থির হইয়া

রৌপ্য ফলকে লিখিত হইল। এ নিয়মগুলি সৌবর্ণ নিয়মাবলীর ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয় নহে—কিন্তু সম্রাট ভিন্ন অপর কেহ ইহাদিগের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতেও পারেন না। নিয়মগুলি এই—

১মতঃ। শিখ এবং মহারাষ্ট্রীয় মিলিত একটী সৈন্য দল সিন্ধু নদের উপকূলে শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকিবে। ঐ সৈন্যের ব্যয় সাম্রাজ্যের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। উহার অধিনায়ক বর্গের নিয়োগও সম্রাটের সাক্ষাৎ অধীন থাকিবে।

২য়তঃ। সমুদ্রোপকূলভাগে যে যে স্থানে বিদেশীয় লোক বানিজ্য করিবার নিমিত্ত আসিয়া আছে, সেই সেই স্থানেও সমাটের সাক্ষাৎ অধীন ঐরূপ এক একটী সৈন্য দল থাকিবে।

৩য়তঃ। কোন রাজা বা নবাব অথবা সুবাদার আপনার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের অধিক বা অল্প সৈন্য রাখিতে পারিবেন না।

৪র্থতঃ। তাঁহারা স্বয়ং কোন প্রকার সন্ধি বিগ্রহ কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিবেন না। যদি কোন কারণে পরস্পর মনোবাদ উপস্থিত হয়, সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিয়া তৎকৃত মীমাংসা গ্রহণ করিবেন।

৫মতঃ। সম্রাট অনুজ্ঞা করিলেই সকলে সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার সহায়তা করিবেন।

৬ষ্ঠতঃ। প্রতি প্রদেশাধিকারীর প্রধানতম দুর্গ মধ্যে সম্রাটের খাস কতক সেনা অবস্থাপিত হইবে।

রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত স্থির হইয়া যাহা তাম্র ফলকে লিখিত হইল, তাহা পরিবর্ত্তিনীয় এবং তাহার পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব সম্রাটের মন্ত্রিদল অথবা প্রদেশাধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারী সকলেই করিতে পারেন। নিয়মগুলি এই—

১মতঃ। প্রতি গ্রামের ভূমি কত, এবং তাহার উৎপন্ন কত, তাহা অবধারিত করিতে হইবে; অনন্তর ঐ উপস্বত্বের ষষ্ঠাংশ রাজকোষে প্রেরিত হইবে। যাহা থাকিবে, তাহার দ্বিষড়্ ভাগ ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারী উভয়ে সমান পরিমাণে ভাগ করিয়া লইবেন। অবশিষ্ট সমুদায় গ্রামিকদিগেরই থাকিবে। ভূমির উৎপন্ন বিভাগ সম্বন্ধে যে নিয়ম, অপর সর্ব্বপ্রকার রাজস্বের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম চলিবে।

শান্তি রক্ষার ভার গ্রামবাসীদিগের প্রতি অর্পিত থাকিবে। তবে ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

ধর্ম্মাধিকরণের ভারও গ্রামবাসীদিগের প্রতি অর্পিত থাকিবে। তবে ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। ফলতঃ প্রতি গ্রাম যেন একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়া থাকিবে। ভূম্যধিকারিগণ

এবং প্রদেশাধিকারিগণ সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসনের প্রতি হস্তার্পণ করিতে যথাসাধ্য বিরত থাকিবেন—গ্রাম গুলিকে আপনাপন শান্তিরক্ষা ও ধর্ম্মাধিকরণ এবং রাজস্ব প্রদান সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিতে দিবেন। ভারত ভূমির চিরপ্রচলিত ব্যবহার এই এবং এই ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তি সঙ্গত।

নগরের শাসন-প্রণালীও ঐ রীতির অনুসারে নির্ব্বাহিত হইবে। প্রতি নগর কয়েকটী পল্লীতে বিভক্ত হইবে এবং যেমন গ্রামে গ্রামে মুখ্য মণ্ডলাদি থাকিবে পল্লীতেও সেইরূপ মুখ্য মণ্ডল নিযুক্ত হইবে।

ভারত সাম্রাজ্য পালনের নিমিত্ত এই কয়েকটী স্থূল স্থূল ব্যবস্থা এক্ষণে নিরূপিত হইল। পরে এই সকল মূল নিয়ম রক্ষা করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবধারিত হইবে। তাহা করিবার নিমিত্ত অদ্য এই সূত্রপাত করা যাইতেছে—ভারতবর্ষের অষ্টাদশ প্রদেশাগত অষ্টাদশ জন সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মহাপুরুষ এবং সম্রাটের মন্ত্রিবর্গ ইহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া ভারত সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক মহাসভার সদস্য হইবেন। এই সভার দ্বারা রাজ্য সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান সর্ব্ব বিষয়ের বিচার হইবে। সাম্রাজ্যের মধ্যে যাহার যে কোন নিয়ম প্রচলিত করিবার ইচ্ছা হইবে, এই সভায় তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়া বিচারিত হইবে। এই সভা হইতে ব্যবস্থাপিত এবং

প্রচারিত হইয়া না গেলে কোন ব্যবস্থাই লোকের গ্রাহ্য হইবে না। যেমন ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক তেমনি সম্রাটের শরীরও ভারতবর্ষব্যাপক। কৃষ্যুপ-জীবী এবং শিল্পব্যবসায়ী শ্রমশীল প্রজাব্যূহ সেই শরীরের নিম্নভাগ, বণিক সম্প্রদায় এবং ধনশালী ব্যক্তিগণ তাহার মধ্যদেশ, যোদ্ধৃগণ এবং রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার হস্ত—পণ্ডিত মণ্ডলী তাহার শিরোদেশ—এই সভা তাহার মুখ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উন্নতির পথ মোচন।

আগরা নগরের ক্রোশৈক মাত্র পশ্চিমে আকবর সাহের সমাধি মন্দির—উহার নাম সেকন্দ্রা। সকলেই তাজমহলের শোভা অনুভব করিয়াছেন—এবং ঐ নির্ম্মাণ কীর্ত্তি যে পৃথিবী মধ্যে অতুল্য, তাহাও বলিয়া থাকেন। কিন্তু অনুমান হয়, নিজ চিত্তবৃত্তি পর্য্যালোচনে সক্ষম এমত প্রকৃতদর্শী পর্য্যাটকের চক্ষে তাজমহলের শোভা অপেক্ষা সেকন্দ্রার শোভা অধিক। তাজ মহলের অভ্য-ন্তরে গমন করিলে বোধ হয় যেন আকাশ-মণ্ডলের অনু-

রূপ-রূপ সংঘটন করিবার উদ্দেশেই নির্ম্মাতা উহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেকন্দ্রার প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে গমনকারীর বোধ হইয়া যায় যেন তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আকাশমার্গে উত্থাপিত হইতেছেন। নির্ম্মাতা তাঁহাকে মর্ত্ত্যভূমি হইতে স্বর্গারূঢ় করিবার সোপান-শ্রেণী বিন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা আকবরের সমাধি-বিবরের উপরিভাগের প্রস্তর-খণ্ডটী ফাটিয়া রহিয়াছে। লোকে বলে, বিদ্যুৎপাতে ঐরূপ হইয়াছে, তাহাই কি? না, ঐ মহাপুরুষের প্রভাময় আত্মা আবরণ প্রস্তরকে উদ্ভিন্ন করিয়া সমীপবর্ত্তিনী দিব্যভূমিতে বিচরণ করিতে গমন করিয়াছে? সেকন্দ্রার চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য। হাতি, ঘোড়া, উট্, তামজান, রথ অসংখ্য। সম্রাট্ রামচন্দ্র সেকন্দ্রা দর্শনে আসিয়াছেন, এবং প্রধান মন্ত্রী পেশোয়াকে সমভিব্যাহারে করিয়া যে সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে আকবরের সমাধি স্থান, সেই স্থানে গমন করিয়াছেন। দুই জনে তথায় উপবিষ্ট, রাজা রামচন্দ্র কহিতেছেন—"পিতঃ, আমি আপনার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া এই স্থানে আসিয়াছি—তাজমহল অপেক্ষাও এই স্থানটী অধিকতর রমণীয় বলিয়া আমার বোধ হয়।" বাজীরাও কহিতেছেন, "বৎস! তাজমহল একজন সমৃদ্ধিশালী বাদসাহের নির্ম্মিত বটে, কিন্তু যিনি সেকন্দ্রার নির্ম্মাতা, তিনি কেবল ধনশালী

বাদসাহ ছিলেন না, তিনি এক জন সুদূরদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন। আকবর সাহাই বুঝিয়াছিলেন, কেমন করিয়া অন্তর্বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন মহাদেশটীকে একচ্ছত্র করিয়া রাখিতে হয়। ধর্ম্মবিদ্বেষ কখনই তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান লাভ করে নাই। তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে একধর্ম্মসূত্রে সম্বদ্ধ করিবার জন্য কি বিচিত্র উপায়েরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যিনি ঐ পথে না চলিবেন তিনিই ভারতবর্ষের সিংহাসন হইতে স্খলিতপদ হইবেন।” রামচন্দ্র কহিলেন, “মুসলমান সম্রাটেরা পরধর্ম্মবিদ্বেষী হইতে পারেন, হিন্দুসম্রাটেরা কখনই সেরূপ হইতে পারেন না।” বাজীরাও বলিলেন, “সে কথা সত্য। হিন্দুরা স্বধর্ম্মে ভক্তি করেন, অথচ পরধর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না। কিন্তু যেমন পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ নাই, তেমন আমাদিগের আর একটী দোষ আছে। আমরা আবহমানকাল সকল বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিতেছি, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা করিতে চাহি না। কিন্তু সকল সময়ে কি এক নিয়ম চলে? আমি সম্প্রতি বঙ্গদেশে গিয়া যাহা যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। শুনিলেই বোধ হইবে যে, আমাদিগকে পূর্ব্বরীতির কিছু কিছু ব্যত্যয় করিতে হইবে—তাহা না করিলে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।”—বাজীরাও কহিতে লাগিলেন, “বাঙ্গালার সুবাদার তাঁহার অধিকারস্থ কতকগুলি বি-

দেশীয় লোকের একটী নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। ঐ বিদেশীয়েরা এক প্রকার ফিরিঙ্গী। তাহাদিগেরও বর্ণ সাদা ও চক্ষু কেশ লোম কটা। তাহারাও বিলক্ষণ সাহসী এবং সবল। ফিরিঙ্গীরা যে সবল এবং সাহসী, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি? তাহা না হইলে কি মহা সমুদ্র পার হইয়া এই দূরদেশে আইসে? ঐ ফিরিঙ্গীদিগের নাম ইংরাজ। তাহারা যে নগরটিতে থাকে, তাহার নাম আলীনগর। শতাধিক বর্ষের মধ্যে তাহারা ঐ নগরটীকে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। ঐ নগরে অন্যূন ৭০ সহস্র লোকের বাস, এবং শুনিলাম উহার রাজস্ব বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকারও অধিক। অতএব ইংরাজেরা শুদ্ধ সামান্য বণিক নহে, তাহারা রাজনীতিও বুঝে। যাহা হউক, বাঙ্গালার নবাব কলিকাতা লুঠ করিলে ইংরাজেরা যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হয়, এবং মাদ্রাজে তাহাদিগের যে অপর একটি আড্ডা আছে, তথা হইতে ৫।৬ খানি জাহাজে চড়িয়া তাহাদের অনেক লোক বাঙ্গালায় আসিয়া পৌছেন। আলীনগর ত তাহারা আসিবামাত্রই পুনরধিকার করে; অনন্তর কিছুদিনের মধ্যে সুবেদারকেও সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহারই সেনাপতিকে তাঁহার গদিতে বসায়। ঐ সেনাপতি সুবেদার হইয়া তাহাদিগকে অনেক ধন এবং কতক ভূমি জায়গীর দেয়। রাজ্যপালনে সক্ষম,

সুহৃদ্‌ভেদে সমর্থ, নিতান্ত সাহসিক এবং অধ্যবসায়শালী ইংরাজ জাতি এইরূপে লব্ধ প্রবেশ হইতেছিল। আমি তাহাদিগের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলাম। কিন্তু ইংরাজ দিগের পূর্ব্ব অধিকার যাহা যাহা ছিল—তাহা সমুদায় তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলাম। উহাদিগের কর্ত্তার নাম ক্লাইব। সে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এবং তেজস্বিতা অসাধারণ। তাহার কোন মতেই ইচ্ছা ছিল না যে, জায়গীর পরিত্যাগ করে। কলিকাতার দুর্গটীও পুনর্নির্ম্মাণ করিতে তাহার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু তাহার ও সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিতে পারিলাম না। আমাদিগের সৈন্যে তাহাদিগের বাণিজ্য কুঠীর রক্ষা করিবে, অতএব দুর্গ নির্ম্মাণে তাহাদের প্রয়োজন নাই —আর তাহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে, বাণিজ্য করুক, এদেশে ভূমি সম্পত্তি লওয়া তাহাদের অনাবশ্যক, এই সকল যুক্তি প্রদর্শনে তাহাকে নিরস্ত করি। কিন্তু তাহার আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছিল যে যদি সাম্রাজ্যের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় বিশৃঙ্খল থাকিত, এবং আমার সহিত এত অধিক সুশিক্ষিত সৈন্য না থাকিত, তবে সে কথনই ঐ সকল যুক্তি গ্রহণ করিত না। সে একটী বাঘের বাচ্চা। কিন্তু যখন দেখিল যে, কোন ক্রমেই আমার অভিমতির অন্যথা হইল না!—তখন তর্জ্জন গর্জ্জন ছাড়িয়া দিল, এবং

আমার সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। এক দিন আমাকে তাহার সিপাহীদিগের কাওয়াজ দেখাইল —এক দিন তাহার যুদ্ধপোতে লইয়া গেল। ঐ সমস্ত দেখিয়া আমার এই বোধ হইয়াছে যে, ফিরিঙ্গীরা আমাদিগের অপেক্ষা যুদ্ধ কৌশল এবং রণপোত নির্ম্মাণের প্রণালী উত্তমরূপে বুঝে। অতএব আমি মনে করিয়াছি কতকগুলি ফিরিঙ্গীকে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা এ দেশীয় দিগকে যুদ্ধ কৌশলের এবং পোত প্রস্তুত করিবার রীতি শিখাইয়া লইব। তদ্বিষয়ে এই এক সুবিধা আছে, ফিরিঙ্গীরা নিতান্ত অর্থগৃধ্নু। উহাদিগকে মোটা মোটা মাহিয়ানা দিলে উহারা আমাদিগের নিকট চাকুরি করিবে।

ক্লাইবের নিকট আমি আর একটী দ্রব্য দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাহার রণ পোতে তথায় এক খানি বৃহৎ পুস্তক দেখিয়া উহা কি জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে উহাতে নানা দেশের চিত্র আছে, এবং সেই চিত্র খুলিয়া তাহাদিগের নিজের দেশ কোথায়, এবং অন্যান্য ফিরিঙ্গীদিগের দেশ কোথায়, তাহারা কে কোন পথ দিয়া কেমন করিয়া এখানে আইসে, সমুদয় দেখিয়াছিল। পরিশেষে ঐ চিত্রময় পুস্তক আমাকে উপঢৌকন দিয়াছে। চিত্রগুলি যে সত্য, তাহা অপরাপর ফিরিঙ্গী এবং নাখোদা প্রভৃতি দেশীয় সওদাগরদিগকে ভিন্ন ভিন্ন

সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি। এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, ফিরিঙ্গী কারিগর দিগের দ্বারা কয়েক খানি সমুদ্র গমনোপযোগী পোত প্রস্তুত হইলেই তদ্দ্বারা এদেশীয় কতকগুলি সদ্বংশজাত, বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন যুবা পুরুষকে ফিরিঙ্গীদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দিব। তাহারা সেই সকল দেশের ভাষাভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ফিরিঙ্গীদিগের যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিবে। তাহাদিগের দ্বারা সাম্রাজ্যের যথেষ্ট উপকার দর্শিবে। এমত কার্য্যে সমুদ্র গমনের এবং ম্লেচ্ছ সংসর্গের দোষ জন্মিতে পারে না। ভগবান বশিষ্ঠ ঋষি যখন মহাচীনে গমন করিয়াছিলেন—তখন স্বয়ং চীনাচার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—তাহাতে তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েন নাই।

আমরা যদি কোথাও না যাই, বিদেশ দর্শন না করি—চির কাল এই নিজ গৃহের মধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি—তবে আমাদিগের প্রকৃতি স্ত্রীলোকের প্রকৃতির ন্যায় হইয়া যাইবে। আমরা স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কিছুই করিতে পারিব না, এবং যেমন স্ত্রীলোক পুরুষের বশীভূত হয়, এ দেশীয়রাও সেইরূপ ফিরিঙ্গীর বশ হইয়া পড়িবেন—অতএব এই তিনটী ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিবার অভিলাষ করিয়াছি (১) অন্যূন ২ শত কৃত কর্ম্মা ফিরিঙ্গীকে বেতন দিয়া সৈনিক

শিক্ষায় নিযুক্ত করিতে হইবে। ২য়তঃ অপর এক শতকে রণপোত নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিতে হইবে। ৩য়তঃ, অন্যূন তিন শত এদেশীয় যুবককে রাজ কোষ হইতে বৃত্তি প্রদান করিয়া ফিরিঙ্গীদিগের দেশে তাহাদিগের ভাষা এবং বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিতে হইবে।”

সম্রাট্ বিশেষ মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন—পিতঃ আপনি যাহা অভিমত করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্যই মঙ্গল হইবে। তাহা পরবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ।

লাহোর নগর হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণাভিমুখে অনুমান দেড় ক্রোশ পথ আসিলেই একটী অতি অপূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। ঐ স্থানটীর নামক “শালেমার বাগ” উহা সাজাহান বাদসার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। উহার নির্ম্মাণ-প্রণালী এই—সম্মুখে একটী প্রশস্ত উদ্যান, নানা জাতীয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ—তাহার অভ্যন্তরে কিয়দ্দূর প্রবেশ করিলেই একটী সোপান-শ্রেণী দৃষ্ট হয়—ঐ সোপানদ্বারা

উঠিলে আর একটী প্রশস্ত উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট. হওয়া যায়, তাহারও প্রান্ত-সীমায় আবার একটী সোপান-শ্রেণী আবার একটী উদ্যান। এইরূপ ক্রমে ক্রমে এবং উপর্য্যুপরি অনেকগুলি বৃক্ষবাটিকা অতিক্রান্ত হইলে সুরম্য রাজভবন এবং স্নানাগার শ্রেণী দৃষ্ট হয়। যাঁহারা সুবিখ্যাত রাণী সেমিরেমিস বিনির্ম্মিত বেবিলন নগরের নিরলম্ব উদ্যানের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, "শালেমার বাগ" দর্শন করিলে তাঁহাদিগের সেই কথা মনে পড়িতে পারে।

সম্রাট্ এবং প্রধান মন্ত্রী সর্ব্বদাই ঐ স্থানে যাইতেন। বৈদেশিক রাজপ্রতিভূদিগের দরবার প্রায় ঐ স্থানেই নির্ব্বাহিত হইত। কোন বর্ষের ফাল্গুন মাসে অতি সমারোহ পূর্ব্বক ঐ স্থানে দরবার হইয়াছিল। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, রুসিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা, তুরষ্ক, পারস্য, চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি নানা দেশীয় প্রতিভূগণ সমাগত। ফ্রান্স প্রতিভূর ইচ্ছা, তাঁহার দেশে যে প্রতাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ভারত-সম্রাট্ তাহার অনুমোদন করেন, এবং তাহা করিয়া রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ইংলণ্ডের বিরূপতা নিবারণ করেন। মাসাবধি ঐ বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ এবং তর্ক বিতর্ক হইয়া আসিতেছে। পরে সম্রাটের অভিমতি প্রকাশের নিমিত্ত ঐ দিন সভা হইয়াছে, এবং পেশোয়া প্রতিভূবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

" দেশভেদে মনুষ্যের আচারভেদ, ব্যবহারভেদ, ধর্ম্মভেদ এবং শাসন প্রণালীর ভেদ হইবে। যাহারা নিতান্ত অবিবেচক এবং অপ্রকৃতদর্শী তাহারাই সকলকে একরূপ করিতে চায়। সকলেই কখন একরূপ হইতে পারে না। একরূপ হইলেও ভাল হয় না, ভাল দেখায়ও না। এই যে বিচিত্র পুষ্পোদ্যানটী সম্মুখে দেখিতেছি, ইহাতে নানা জাতীয় ফল ফলিয়াছে—ঐ বিভিন্নতাটী না থাকিলে—সকল পুষ্পই একরূপ হইলে কি এত সুন্দর দেখাইত? ভিন্ন ভিন্নরূপ ফল যত প্রকার উপকারে আইসে, একরূপ হইলে কি তত উপকারে আসিত; অতএব ফ্রান্সের শাসন-প্রণালী যদি প্রজাতন্ত্র করাই সেখানকার লোকের অভিমত হইয়া থাকে, তাহার প্রতি ব্যাঘাত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। ফ্রান্স একটী স্বতন্ত্র বৃক্ষ—উহাতেও যে ফুল ফুটিতে হয় ফুটুক, যে ফল ফলিতে হয় ফলুক, রুসীয় অষ্ট্রীয় ইংলণ্ডীয় সম্রাটেরা আমাদিগের সহিত এক মত হইয়া ফ্রান্সের প্রতি হস্তক্ষেপ করায় নিবৃত্ত হউন।

তবে একটী কথা এই, ফ্রান্সবাসীরা সুদ্ধ নিজ দেশের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্ত করিতে চাহিতেছেন না। তাঁহারা পর রাজ্যে লোক প্রেরণ করিয়া তত্রত্য প্রজাবর্গকে বিদ্রোহ ব্যাপারে প্রোৎসাহিত করিতেছেন। এ কার্য্যটী ভাল নয়। আমরাও যেজন্য ফ্রান্সের

শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না, ফরাসীরাও সেই কারণে আমাদিগের রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ-বীজ বপন করিবেন না। অতএব আমাদিগের অভি-প্রায় এই, কোন ফরাসী যদি আমাদিগের কাহারও অধিকার মধ্যে আসিয়া বিদ্রোহবীজ বপন করিতেছে —এমত প্রমাণ হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। আর একটী কথা আছে, ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত রাজ্য-তন্ত্র-তার পক্ষে ভয়াবহ বলিয়া কাহার কাহার বোধ হইতে পারে। যাঁহাদিগের সেরূপ ভয় হইবে তাঁহারা এক কর্ম্ম করুন, সাবধান হইয়া সত্বরে আপনাপন প্রজা পালনের সুশৃ-ঙ্খলা সম্পাদন করিয়া লউন—আর কোন ভয়ই থা-কিবে না। আর একটী কথা আছে, কেহ কেহ ভয় করিতেছেন, ফরাসী গ্রন্থকারেরা যে সকল নাস্তিক্য-বাদে ও রাজবিদ্রোহ কথায় পরিপূরিত পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন, তাহা অন্য দেশের লোক অধ্যয়ন ক-রিলে তাহাদিগেরও মত-পরিবর্ত্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। এ ভয়ও কোন কাজের ভয় নহে। এই ভারত সাম্রাজ্যে উদ্ভাবিত, বিচারিত, এবং প্রচারিত না হই-য়াছে এমত মতবাদই নাই। বৌদ্ধেরাও ঈশ্বর স্বীকার করিত না—বর্ণভেদ মানিত না—বৈদিক ক্রিয়ার অনু-ষ্ঠানকে নিন্দা করিত। অনেক রাজাও তাহাদিগের

মতানুগামী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে? —জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার এক মাত্র উপায় সেই ধর্ম্মের প্রচারক এবং উপদেষ্টৃবর্গের বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং পবিত্রতা—আর কিছুই নহে। যদি ধর্ম্মের উপদেষ্টৃবর্গ তাদৃশ সক্ষম ও সদাচার হয়েন, তবে ধর্ম্ম-ব্যাঘাতের কোন ভয় থাকে না। তাঁহাদিগের উপদিষ্ট ধর্ম্ম সজীব থাকে। সেই ধর্ম্ম অভিনব তথ্য সংগ্রহ দ্বারা সবল থাকিয়া সংসার রক্ষা করে। ফরাসী গ্রন্থকার দিগের পুস্তক সমুদায় আমাদিগের ছেলেরা অনেকেই অধ্যয়ন করে—তাহারা বলে বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে যাহা যাহা আছে তাহা ছাড়া ঐ সকল গ্রন্থে বড় কিছু নূতন নাই। যাহা হউক, আমার বিবেচনায় আমাদিগের ভ্রাতৃসন্নিভ রুসীয়, অষ্ট্রীয়, ইংলণ্ডীয় সম্রাট্দিগের ফ্রান্স দেশের প্রতি এই মতানুযায়ী ব্যবহার করা বিধেয়। ভারত সম্রাট্ এইরূপই করিবেন।” সভা ভঙ্গ হইল।

ঐ সভায় যিনি রুসীয় সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি আপন স্বামীকে যে পত্র লিখিয়া পাঠান, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“ ভারত সম্রাটের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী আজিকার দরবারে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সকলের অবিকল অনুবাদ প্রেরিত হইল। অন্যান্য রাজপ্রতিভূদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় বোধ হইতেছে—তাঁহারা ঐ সার-

বতী কথায় একান্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাহারই মতানুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব কর্ত্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করিবেন। ভারত সম্রাটের অভিমতির বিপরীতাচরণ শ্রেয়ঃ নহে।”

ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদ।

কান্যকুব্জের চতুষ্পাঠী।

গঙ্গা কল কল শব্দে চলিতেছেন। পূর্ব্বোপকূল অতিশয় উচ্চ—ত্রিংশৎ হস্তের ন্যূন হইবে না। মধ্যে মধ্যে ঐ কূলের ধার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ভগ্ন স্থানের অতি নিম্ন প্রদেশও কোথাও মনুষ্যাবাসের চিহ্নশূন্য নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর—কূপের পাট—মৃৎকলস্যাদি কৃত্রিম পদার্থ সকল সর্ব্বদাই বাহির হইয়া পড়িতেছে। ঐ স্থানটী সুপ্রসিদ্ধ কান্যকুব্জ নগর। উহার প্রান্তে যে অত্যুচ্চ প্রাসাদ একটী দেখা যাইতেছে, তাহার নাম “সীতাকারসুঁই”। প্রথিত আছে, সীতাঠাকুরাণী শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বর্জ্জিত এবং বনে প্রস্থাপিত হইলে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আসিয়া যেখানে বাস করেন, সেটী ঐ স্থান। ঐ স্থানে তিনি রন্ধন করিয়া বানপ্রস্থ ঋষিবর্গকে ভোজন করাইতেন। পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটী দেবালয় ছিল। অন-

স্তর ঐ দেবালয় ভগ্ন করিয়া একটী মসজিদের নির্ম্মাণ হয়। পরে ঐ মসজিদ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া উহার প্রস্তর সকল গ্রন্থিবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্রস্তরগুলিতে লক্ষ্মী, গণেশ, নারায়ণ প্রভৃতি দেব দেবীর য সকল প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল—সেই মূর্ত্তিগুলিকে ভিতরে দিয়া মসজিদের প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, প্রাচীর ভগ্ন হওয়াতে সেই মূর্ত্তি সকল আবার বাহির হইয়া আসিতেছে।

'সীতাকারসুঁয়ের সর্ব্বোচ্চ ভাগে উঠিলে সমস্ত নগরটীকে একখানি সতরঞ্চের ছকের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পল্লী গুলি স্বতন্ত্র; দুইটী পল্লী পরস্পর মেশামিশি হইয়া নাই—মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-রাজী দ্বারা বিভিন্নীকৃত। এইরূপ হওয়াতে নগরটী সমধিক বিস্তীর্ণ—যত লোকের বাস তাহা অপেক্ষা আয়তনে অনেক অধিক বোধ হয়। কনোজের বিভিন্ন পল্লীগুলির নাম অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয় যে, বিভিন্ন বর্ণসম্ভূক্ত জনগণ প্রায়ই বিভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়া থাকে। মনুসংহিতায় নগরাদি নির্ম্মাণের যেরূপ বিধি আছে, কনোজ যে সেই বিধানের অনুসারেই প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং এখনও সেই নির্ম্মাণের কতক প্রকৃতি ধারণ করিয়া আছে, তাহার সংশয় নাই।

কান্যকুব্জ সম্প্রতি একটি প্রধান সমাজস্থান। এখানে পৃথিবীর যাবতীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ভাষার সমগ্র চর্চ্চা হইতেছে। নগরের ঠিক মধ্যভাগে একটী চতুষ্পাঠী। তাহার সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা প্রদান করেন। দ্বিতীয় অধ্যাপক গ্রীক ভাষা শিক্ষা করান—তৃতীয় অধ্যাপক লাটিন ভাষার শিক্ষা দিয়া থাকেন—চতুর্থ অধ্যাপক আরবী ভাষার শিক্ষা দেন। এই সকল প্রধান প্রধান অধ্যাপকের সহকারী অধ্যাপক অনেকগুলি করিয়া আছেন। ছাত্রেরা ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে কতকগুলি আরব পারস্য এবং তুর্কস্থান হইতে, আর কয়েকটি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে, বিশেষতঃ জর্ম্মণি এবং রুসিয়া হইতে, এখানে আসিয়া পাঠ সমাপন করিতেছেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগের নিমিত্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। উল্লিখিত কয়েক ভাষার প্রাচীন এবং নব্য, মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত প্রায় সকল পুস্তকই ঐ চতুষ্পাঠীতে সংগৃহীত হইয়া আছে।

প্রাচীন পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে যিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে কনোজের চতুষ্পাঠীতে প্রেরিত হয়। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা তাহার তথ্যাতথ্য বিচার করিয়া যেরূপ অভিমতি প্রকাশ করেন, গ্রন্থকার রাজকোষ হইতে তদনুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নূতন

কাব্য নাটকাদির গুণাগুণও এই চতুষ্পাঠীতে বিচারিত হইয়া থাকে। এখানকার একটী ছাত্র সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জর্ম্মণ, গ্রীক, এবং হিন্দু—তিনটি জাতিই এক মূল জাতি হইতে সমুৎপন্ন। আর একটী ছাত্র এক খানি গ্রন্থ লিখিতেছেন; ঐ গ্রন্থ এখনও শেষ হয় নাই। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জেন্দ-ভাষার সহিত কাল্ডীয় এবং হিব্রু ভাষার সংযোগ সপ্রমাণ করিয়া পারসীক আবেস্টা এবং য়িহুদীয় বাইবেলের পরস্পর একান্ত সংস্রবের নির্দ্দেশ করা। এই গ্রন্থের সমুদয় অংশ সংসাধিত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, বেদপ্রমাণক হিন্দু, আবেস্টা প্রমাণক পারসীক, বাইবেল প্রমাণক য়িহুদী ও খ্রীস্টান এবং কোরাণ প্রমাণক মুসলমান, ইহাঁরা সকলেই মূলতঃ একই 'কেতাবী' জাতি। ভারতবর্ষীয় কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এই রূপ নানা গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, সে সকলের উল্লেখ করা বাহুল্য; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ যে মহাকাব্য সম্প্রতি প্রণীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই চতুষ্পাঠীর সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক মহর্ষি সঞ্জীবন ঐ মহাকাব্যের প্রণয়ন করিয়াছেন।—উহা এক্ষণে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতীয়ের ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে ভারত-সাম্রাজ্যের "পুনরুত্থান" ব্যাপার যথাযোগ্য

রূপেই কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। বাল্মীকির করুণা—হোমরের ওজস্বিতা, বর্জ্জিলের প্রসাদবত্তা—মিলটনের গভীরতা —ব্যাসের লৌকিকতা, মহর্ষি সঞ্জীবন প্রণীত "পুনরুত্থান" নামক মহাকাব্যে যে সংক্রান্ত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বদেশীয় সকল আলঙ্কারিকেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বারাণসীর বিদ্যালয়।

বর্ষা কালে যখন গঙ্গার দুইটি করপ্রদা নদী বরণা এবং অসি পরস্পর মিলিত হইয়া যায়, তখন আরঙ্গেব-বাদসাহের প্রতিষ্ঠিত মসজিদের ঊৰ্দ্ধ হইতে দেখিলে মৎস্যোদরী কাশীর কি অপরূপ সৌন্দর্য্যই অনুভূত হইতে থাকে। উত্তরবাহিনী গঙ্গার পূর্ব্বপার হইতে বারাণসীর সৌধশ্রেণী অবলোকন করিতে করিতে মনে হয়, ইহাই বুঝি চন্দ্রচূড়ের ললাট নিহিত চন্দ্রকলা। মৎস্যোদরী দেখিলে বোধ হয় এই স্থানটী সত্য সত্যই ত্রিশূলীর ত্রিশূলোপরি সংরক্ষিত। পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিত হইয়া গেলেও এই পুরী মগ্ন হইবে না।

মৎস্যোদররূপা বারাণসীর সম্মুখপুচ্ছের সে স্থান যে পল্লী সেই পল্লীর নাম ত্রিপুরা ভৈরবী। উহা উত্তরে বিশ্বের

এবং দক্ষিণে কেদার, এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী। ঐ পল্লীতে একটী প্রধান চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই চতুষ্পাঠীতে বহু শাস্ত্রের চর্চ্চা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, যাবতীয় নব্য ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষিত হয়। ফরাসী, জর্ম্মণ, ইটালীয়, ইংরাজী, ফরাসী, হিন্দী—এই কয়েকটী ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র অধ্যাপকবর্গ নিযুক্ত হইয়া আছেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রবর্গের নিমিত্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। ঐ সকল এবং অপরাপর চলিত ভাষার যাবতীয় পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাগারে সংরক্ষিত হইতেছে। ঐ চতুষ্পাঠীর দক্ষিণ পশ্চিমদিকে আর একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে। তাহাতে জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থতত্ত্বাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। রাজা জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির ঐ চতুষ্পাঠীর মধ্যেই পড়িয়াছে। এক্ষণে সেই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার এবং আয়তন বৃদ্ধি হইয়া এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল আর নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। জ্যোতিষ্ক দর্শনের নিমিত্ত একটী সুপ্রশস্ত যন্ত্রাগারও ঐ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ যন্ত্রাগারে অন্যান্য বহুবিধ যন্ত্রের মধ্যে এত বৃহৎ একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে যে, তাহা দ্বারা আর্দ্রা নক্ষত্রের পারিপার্শ্বিক গ্রহ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় এক্ষণে গণনা দ্বারা সেই গ্রহদিগের কক্ষা নিরূপণ করিতেছেন।

এখানকার পদার্থ তত্ত্বাধ্যাপক মহাশয় সম্প্রতি একটী আবিষ্ক্রিয়া করিয়া প্রধান রাজমন্ত্রীর নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র ইচ্ছানুসারে যান চালাইতে পারা যায়। ঐ কার্য্য অগ্নিতেজেও নির্ব্বাহিত হইতে পারে এবং তাড়িত প্রবাহেও সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এখনও কোন বিশেষ পরীক্ষা বিধান দ্বারা তাহার সম্যক্ কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হয় নাই—না হইবার কারণ এই যে, রাজমন্ত্রী অপর একটী সুবৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে পরীক্ষাবিধান করিতেছেন। প্রসঙ্গাধীন এই স্থলেই তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। কাঞ্চীপুর নিবাসী পশুপতি নামক একজন মহামহোপাধ্যায় এক প্রকার অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে এমনি মারাত্মক বাস্প নির্গত হয় যে, উহা আঘ্রাত হইবামাত্র প্রাণ বিনাশ করে। ঐ বাস্পের এরূপ ভয়ানক তেজঃ যে কাচের গাত্রে লাগিলে অমনি কাচ গলিয়া যায়।

মন্ত্রিবর এক্ষণে ঐ অস্ত্রের গুণ পরীক্ষা করিতেছেন। অস্ত্রের যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে বোধ হয়, উহার প্রভাবে পৃথিবী হইতে সংগ্রাম কার্য্য একেবারেই উঠিয়া যাইবে। অবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে অস্ত্রের নাম "পাশুপত অস্ত্র" রাখা হইয়াছে।

—০:০:০—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিষয়ক।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য চিরকালই অতি বিস্তৃত। পুরাবিদ্ ডাইওনিসিয়স্ বলিয়া গিয়াছেন, "ভারতবর্ষের পরম সুন্দর ও সুখসেব্য শিল্প এবং কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের লোভে পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকেই ভারত রাজ্যে বাণিজ্য করিতে ধাবমান হয়। এরূপ হওয়াতে সকল দেশের ধনরত্নই ঐ দেশে যাইয়া পড়ে এবং ভারতরাজ্য প্রকৃত রত্নাকর হইয়া উঠিয়াছে।" এক্ষণে আবার ঐ ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিন্ধুমুখ হইতে কর্ণফুলির মুখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যে সুবিস্তৃত সমুদ্রোপকূল, তাহার সর্ব্বস্থল বণিক্-পোতে সমাকীর্ণ। বণিক্ পোতের মধ্যে দশ আনা দেশীয় মহাজন দিগের, ছয় আনা মাত্র বিদেশীয়দিগের। কত টাকার আমদানি রপ্তানি হইতেছে তাহা এই বলিলেই বোধ হইবে যে, চীনীয়েরা এখান হইতে শুদ্ধ আফিম লইতেছে না, চা, এবং রেশমও লইয়া যাইতেছে। ইংরাজেরা এখান হইতে চীনে, ইজরি প্রভৃতি মোটা এবং ঢাকা প্রসূত সরু কাপড় সকল লইয়া যাইতেছে; ফরাসীরা লক্ষ্ণৌয়ের ছিট মহা যত্ন করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেছে। অন্যান্য দ্রব্য যে কি পরিমাণে কত যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একবারে একটী গোলযোগের উপক্রম হইয়া

ছিল। তাহার উল্লেখ করিলে সাম্রাজ্যের বাণিজিকী ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা কতক উপলব্ধ হইবে বলিয়া তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। ইংলণ্ড দেশে এক বার সূত্র প্রস্তুত করিবার এবং বস্ত্র বয়ন করিবার কলের উৎকর্ষ সাধন হইয়া গেলে, এক বৎসর ইংরাজ বণিকেরা কয়েকখানি জাহাজ বোঝাই করিয়া কার্পাস সূত্র এবং কাপড় পাঠাইয়া ছিল। ঐ সূত্র এবং বস্ত্র এখানে কিছু সস্তাদরে বিক্রীত হইয়া গেল। এই ব্যাপার ঘটিলে এখানকার তন্তুবায় সম্প্রদায় সম্রাটের নিকট এই বলিয়া আবেদন করে যে, বর্ষ কয়েকের নিমিত্ত ইংরাজি সুতা এবং কাপড়ের উপর অধিক পরিমাণে শুল্ক গৃহীত হউক, নচেৎ আমাদের ব্যব-সায় মারা যায়। সম্রাট্ আজ্ঞা দিলেন যে, তিন বৎ-সর মাত্র শুল্ক গৃহীত হইবে। ইংরাজেরা ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল, এবং স্বাধীন বাণিজ্য প্রণালী যে যুক্তি সঙ্গত তাহা বিচার করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত সম্রাটের নিকট আপনাদিগের রাজদূত পাঠাইল।

বিচারে এই অবধারিত হইল যে, বার্ত্তা শাস্ত্রের নিয়ম সকল সমস্ত পৃথিবীকে একটী মহা সাম্রাজ্যরূপে জ্ঞান করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএত যতদিন পৃথি-বীতে রাজ্যভেদ থাকিবে, ততদিন সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিতে পারে না। তদ্ভিন্ন, ইতি-

হাস পর্য্যালোচনার দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইল যে, যখন যে জাতির শিল্পদ্রব্য উৎকৃষ্ট এবং সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হয়, তখনই সেই জাতি স্বার্থসিদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ শিল্পজাতের স্বাধীন বাণিজ্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। অতএব স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়মটী এমন নিয়ম নয় যে, দেশকালাদির অপ্রভেদে প্রচলিত থাকিতে পারে।

যাহা হউক ইংরাজী সূত্র বস্ত্রাদির উপর প্রথম বর্ষে যে শুল্ক নিরূপিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বর্ষে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র রহিল, এবং তৃতীয় বর্ষে এখানকার তন্তুবায় সম্প্রদায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই শুল্ক উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল। তখন শুল্ক উঠিয়া গেলেও আর ইংরাজি সূত্র বস্ত্রাদি আমদানি হইতে পারিল না। তন্তুবায়েরা কল বসাইয়া এত সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিতেছে যে ইংরাজী বস্ত্র তাহা অপেক্ষা অধিক সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না।

ফলতঃ সাম্রাজ্যের বাণিজিকী ব্যবস্থা এই মূল নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। শিল্পপ্রসূত যে সকল দ্রব্য এদেশে জন্মিতে পারে, তাহা ভিন্নরাজ্য হইতে আসিলেই প্রথম দুই এক বর্ষ তাহার উপর শুল্ক নিরূপিত হয়; অনন্তর ঐ দ্রব্য এখানে সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হইলেই অমনি শুল্ক উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্য

স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়। মার্কিনেরা ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া কোন কোন স্থলে আপনাদিগের শিল্প জাত সম্বর্দ্ধিত করিয়া লইতে পারিয়াছে।

বাণিজ্যের স্থূল নিয়ম এই। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন ভারত সম্রাট্ বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ে তেমন ব্যগ্র নহেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী একদিন সবিশেষ চিন্তাকুলিত হইয়াই বলিয়াছিলেন যে, যন্ত্রাদি যোগে শিল্প কার্য্যের বাহুল্য সাধন করায় যেমন উপকার হয়, তেমনি অপকারও হইয়া থাকে। দেশের মধ্যে কতকগুলি লোক আঢ্য হইয়া উঠে, কিন্তু অপর সকলে অন্নাভাবে হাহাকার করিতে থাকে। অতএব শিল্পকার্য্যের আধিক্য এবং উৎকর্ষ সাধন যেমন এক পক্ষে উপকারক, তেমনি পক্ষান্তরে প্রজাব্যূহের মধ্যে অর্থ সম্বন্ধীয় বিজাতীয় বৈসাদৃশ্য জন্মাইয়া দিয়া অপকারক হয়। এদেশে যদিও বংশমর্য্যাদানুযায়ী বর্ণভেদের প্রথা প্রচলিত থাকাতে এবং অত্যুদার আর্য্য শাস্ত্রের বিধিপালনে অভ্যাস বশতঃ জনগণ নিতান্ত পর দুঃখে কাতর হওয়াতে ঐ দোষ সম্যক্ অনিষ্ট সাধন করিতে পায় না, তথাপি অর্থ সম্বন্ধীয় তাদৃশ বৈসাদৃশ্য অনেক ভাবি অনিষ্টের হেতু হইতে পারে। মন্ত্রিবর এ কথাও বলেন যে, উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে ঐ দোষের নিবা-

রণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যেখানে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া পর জাতির লোকের প্রতি অত্যাচার করাও ত বিধেয় নহে।

যাহা হউক, মন্ত্রিবরের পরামর্শানুসারে সম্প্রতি এই ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়েরা পরদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া সেই সেই দেশে কদাপি ভূম্য-ধিকার গ্রহণের চেষ্টা করিবে না। যে যে দেশে ধন-স্পৃহা বশতঃ বাণিজ্য করিতে যাইবে, সেই দেশের ব্যবস্থার বশীভূত হইয়া চলিবে,—আর যে দ্বীপাদিতে মনুষ্যের বাস নাই অথবা নিতান্ত অল্প মনুষ্যের বাস সেই সেই দ্বীপ ভিন্ন অপর কোন স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিবে না। যদি উপনিবেশিত দ্বীপাদিতে ভিন্ন জাতীয় লোক থাকে, তবে তাহাদিগকে সংস্কার-পূত করা এবং তাহাদিগের সহিত অনুলোম ক্রমে বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া দেশটীকে সর্ব্বতোভাবে ভারতভূমির অনুরূপ করাই ঔপনিবেশিকদিগের পক্ষে বিধেয়। এখনও ভারতীয় উপনিবেশ অধিক নাই। আন্দামান, নিকোবর এবং মল্ল দ্বীপ পুঞ্জ উপনিবেশিত হইয়া গিয়াছে। সুমাত্রা, যব, বালি এবং সুখতর দ্বীপেও উপনিবেশের সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে।

ঔপনিবেশিকদিগের সম্রাটের নিকট কর দিতে হয় না, কিন্তু তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত যে কয়েকখানি

রণপোত থাকে, তাহার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়।

ভারতবর্ষীয় ঔপনিবেশিকেরা চিরকাল ভারতভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া জানিবে। পশু শাবকের ন্যায় স্তন্য ত্যাগ করিলেই প্রসূতিকে বিস্মৃত হইবে না।

নবম পরিচ্ছেদ।

আতিথ্য উৎসবাদি বিষয়ক।

ভারতবর্ষীয় জনগণ যে দুইটী প্রধান উপাদানের সমবায় সংঘটিত, সে উভয়েরই প্রকৃতিতে দান ধর্ম্ম প্রবল ছিল। ঐ উপাদানদ্বয় সম্মিলিত হওয়াতে ঐ ধর্ম্মের বিশেষ প্রাচুর্য্যই জন্মিয়াছে। গৃহী মাত্রেই বিশিষ্ট সমাদরপূর্ব্বক আতিথ্য করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন প্রতি গ্রামের দেবালয়ে একটী গ্রামিক অতিথি শালা আছে। তাহার কার্য্যভার গ্রাম্য যাজক এবং নাপিতের প্রতি অর্পিত। উহার ব্যয় গ্রামিকদিগের সাধারণ চাঁদা হইতে নির্ব্বাহিত হয়।

ভূম্যধিকারীরা, নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে যত পান্থাবাস আছে, সমুদায়ের বিশেষ তত্ত্বাবধান করেন, এবং আপনাপন আলয়ে সদাব্রত দেন।

কেহ ইচ্ছা করিলে এক কপর্দ্দক মাত্র ব্যয় না করিয়াও যাবজ্জীবন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে

পারেন। কাহারও আলাপ পরিচয় নাই বলিয়া কোথাও আহার পরিধেয়ের বা শয়নের ব্যাঘাত হইবে, তাহা হয় না।

দেশীয় জনসমূহের প্রকৃতি এরূপ উদার এবং বিশ্বস্ত হওয়াতে সমাজ মধ্যে যে দোষটী জন্মিবার সম্ভাবনা, রাজব্যবস্থা দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। অনেক লোকেই কার্য্যবিরত হইয়া অপরের গলগ্রহ হইয়া পড়িতেছিল, তজ্জন্য এক্ষণে এই রাজ নিয়ম হইয়াছে—(১ম) বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে না পারিলে কোন ব্যক্তি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ফকিরী লইতে পারিবে না। (২য়) অবশ্যপোষ্য কেহ বিদ্যমান থাকিতে কোন ব্যক্তি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না। (৩য়) কোন ব্যক্তি বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে এক স্থানের সদাব্রতে তিন দিনের অধিক অবস্থান করিতে পারিবে না। প্রদেশাধিকারিগণ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে এইরূপ নিয়মের অনুযায়ী কার্য্য করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগেরই কয়েক জন প্রথমে প্রস্তাব করিয়া ঐ সকল ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু গ্রামিকেরা এবং কোন কোন ভূম্যধিকারীও মনে মনে এই সকল ব্যবস্থার প্রতি তেমন অনুকূল বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক ভিক্ষোপজীবিতার যে কতক দমন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

এই সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করাইবার সময় ব্যবস্থাপক সভায় এক জন রাজমন্ত্রী যে বক্তৃতা করেন, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "প্রকৃতরূপে দান ধর্ম্ম পালন বড় কঠিন কর্ম্ম। দান যেমন দাতার পক্ষে পুণ্যবর্দ্ধক, তেমনি গ্রহীতারপক্ষে পাপজনক। তুমি দান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে, আমি তোমার দান গ্রহণ করিয়া আত্মগ্লানি প্রাপ্ত হইলাম। অতএব একবারে উভয় দিক হইতে দেখিলে দানের দ্বারা যে দেশমধ্যে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইল, একথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু দানের অধিকও ত ধর্ম্ম নাই—সুতরাং উহার পালন না হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধির পথই লুপ্ত হয়। অতএব এমত কোন উপায় করা আবশ্যক, যাহাতে দান গ্রহীতার আত্মগ্লানি জন্মিতে না পারে। তাহা হইলেই দাতার ধর্ম্মবৃদ্ধি হইল, অথচ গ্রহীতার গ্লানি হইল না। সে উপায় কি ? সে উপায় এই—দেশের মধ্যে ধর্ম্মবৃদ্ধি এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে সকল লোক নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা বাস্তবিক অন্যের উপকারার্থে আপনাদিগের সাংসারিক সুখচিন্তা পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারাই দানের সর্ব্ব প্রধান পাত্র। যাহাকে তাহাকে দান না করিয়া ঐ সকল লোককেই দান করা বিধেয়। উহাঁরা যেরূপ উচ্চপদস্থ ও যেরূপ উন্নতকার্য্যে চিরব্রতী, তাহাতে অন্যের স্থানে দান

গ্রহণ করা তাহাদিগের অন্তঃকরণে গ্লানিজনক হইতে পারিবে না। তাঁহারা যে দান গ্রহণ করিবেন, তাহা দাতার কৃতজ্ঞতা সূচক বলিয়াই মনে করিবেন ; আপনা-দিগের অধীনতা ব্যঞ্জক মনে করিবেন না। অতএব দান ধর্ম্ম পালনের প্রকৃত স্থল দেশের শিক্ষাদাতা ব্রাহ্মণ-গণ। অন্ধ, অথর্ব্ব, অক্ষম লোকেরা যে দয়ার একান্ত পাত্র, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ উহারা অবশ্য পোষ্যের মধ্যেই গণ্য। সুতরাং তাহারা অন্যদীয় সাহায্য গ্রহণ করিলে কখনই আত্মগ্লানির ভাজন হয় না। অত-এব দান ধর্ম্ম পালনের মূল নিয়ম এই—'যাহারা অন্য দীয় সাহায্য গ্রহণে নীচতানুভব করিতে না পারে, তাহা-রাই দানের পাত্র, অপরে দানের পাত্র নহে।' যিনি এই মূল সূত্র স্মরণ পূর্ব্বক আত্ম-সংযম সহকারে দান করিতে না পারেন, তাঁহার দান ক্রীড়ার ন্যায় সুখজনক হইতে পারে, কখনই ধর্ম্ম বর্দ্ধক হইতে পারে না।”

মন্ত্রি-মহাশয়ের মূল নিয়ম ভারতবর্ষীয় দিগের সরল উদার এবং বিশ্বাস-প্রবণ হৃদয়ে কি পরিমাণে স্থান গ্রহণ করিবে, কতদূরই বা কার্য্যকালে স্মৃতি পথে আসিবে, তাহা বলা যায় না।

ভারতবর্ষবাসীদিগের এই অসীম দানশীলতাই তাহাদিগের উৎসবোপলক্ষে ব্যয় বাহুল্যের মুখ্য কারণ। তাঁহারা কিছু স্বভাবতঃ তেমন আমোদ প্রিয়

নহেন। প্রত্যুত আমোদপ্রিয়তা অপেক্ষা তাঁহাদিগের পরিণামদর্শিতা এবং মিতাচারিতা পরিমাণে অধিক। কিন্তু তাহা হইলেও উৎসব উপলক্ষে অজস্র দান করিবার সুবিধা হয় বলিয়া ভারবর্ষীয়েরা একান্তই উৎসবভক্ত। হিন্দুদিগের এবং মুসলমানদিগের যতগুলি পূর্ব্ব উৎসব ছিল, সকল গুলিই এখনও জাগ্রৎ আছে, তদ্ভিন্ন অপর কএকটী নূতন উৎসব দেশে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্য সংস্থাপনের দিন এবং সম্রাটের জন্মদিন, এই দুইটী দিন নূতন পর্ব্বাহ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রধান প্রধান কবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং আবিষ্কর্ত্তাদিগের নামে, তাঁহারা যে যে প্রদেশে জন্মিয়াছিলেন, সেই সেই প্রদেশে, এক একটী মেলা হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও ঐরূপ মেলা এবং প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান পর্ব্ব একদিবসে পড়িয়া তিনটীতে মিলিয়া একটী অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামনবমী, মহরম ও বাল্মীকি পর্ব্ব ঐরূপে একত্রিত হইয়া গিয়াছে। অনেকের স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যে রাবণ, সেই এজিদ্, যে হোসেন, সেই লক্ষ্মণ, যে হনুমান, সেই জেব্রিল, রামচন্দ্রে এবং পাইগম্বরে অভেদ। কেমন করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু যখন প্রাচীন আর্য্যজাতীয়দিগের মদনোৎসব, রো-

মীয় দিগের কার্ণিবল্, এবং টিউটন্ জাতীয় দিগের মেপোল নিত্য সম্মিলিত হইয়া নব্য ইটালীয় দিগের কার্ণিবল জন্মিতে পারিয়াছে, তখন এক দেশ নিবাসী হিন্দু মুসলমানদিগের পর্ব্ব যে সম্মিলিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? ইটালী দেশীয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া এখানকার একটী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধুকে যেরূপ লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"'আজি সরস্বতী পূজা—প্রতিগ্রামে প্রতিগৃহে সরস্বতী দেবী-প্রতিমা অর্চ্চিত হইতেছে। মনে করিও না যে, ভারতবর্ষীয়গণ ঐ মৃণ্ময়ী প্রতিমাকেই ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া তাহার পূজা করে। প্রতিমার যেরূপ রূপ তাহা বিবেচনা করিলেই বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, সরস্বতী দেবী মূর্ত্তিমতী বিদ্যা বই আর কিছুই নহে। মুর্খেরা এবং নাস্তিকেরাই ওরূপ অর্চ্চনাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া গালি দেয় কিন্তু ঐ সকল লোক আমাদিগকেও ত পোতুলিক বলিয়া থাকে। অতএব উহাদিগের কথায় প্রয়োজন নাই।

" সরস্বতী বিশুদ্ধা, অতএব শুভ্রবর্ণা, সরস্বতী-হৃৎপদ্মে বিরাজ করেন, অতএব পদ্মাসনা,—সরস্বতী একান্ত কমনীয়া, অতএব কামিনীরূপা, সরস্বতী গ্রন্থ এবং সংগীতময়ী, অতএব পুস্তকহস্তা এবং বীণা

পাণি। আমি যখন ঐ দেবীমূর্ত্তির প্রতি অনিমিষ নয়নে দৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত সাদৃশ্য উপলব্ধ করিতে-ছিলাম, চতুর্দ্দিকে ধূপ, ধুনা ও গন্ধরসের ধূম উত্থিত হইয়া দৃষ্টি অস্ফুট এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় পূর্ণ করিতেছিল। বামাকণ্ঠ বিনিঃসৃত সংগীত রবে কর্ণকুহর অমৃতায়-মান হইতেছিল, তখন সেণ্ট পীটরের গির্জ্জার মধ্যে গমন করিলে যে ভাব হয়, অবিকল সেই ভাব মনো-মধ্যে উদিত হইল। তথায় ভগবতী মেরি মূর্ত্তি— এখানে সরস্বতী মূর্ত্তি, সেখানেও সুগন্ধি ধূমোদ্গাম সহ সুমধুর বাদন, এখানেও তাই; সেখানেও চিরকুমারী গণের সংগীত, এখানেও রূপ লাবণ্যবতী কামিনী কুলের কলস্বর; সেখানেও লাটিন ভাষায় সুগভীর স্বরে সমুচ্চরিত ভজনার আবৃত্তি, এখানেও সংস্কৃত ভাষায় সুললিত স্তুতিপাঠ। ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত আমা-দিগের উৎসব প্রকৃতির সর্ব্বথা সাদৃশ্য আছে। যখন ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া এমন প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, তখন কি ইটালীর ভাগ্যবৃক্ষেও কোন কালে ঐ অমৃত ফল ফলিবে না! আমার জানা আছে, কেহ কেহ বলেন যে, কাথলিক মতবাদ এবং তদনুযায়ি ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ না করিলে ইটালীয়েরা কখনই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত আমাদিগের

ধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্যক্ সাদৃশ্য সত্ত্বেও ত ভারতবর্ষীয়েরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান পদারূঢ় হইয়াছে। অতএব যাঁহারা স্বাধীনতা প্রাপ্তি পক্ষে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তের প্রয়োজন প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের কথা একান্ত হেয়, কিন্তু এ পত্রে তোমার নিকট বিচারের কথা লিখিয়া পাঠাইব মনে ছিল না। অনুচিকীর্ষা পরায়ণ মূর্খদিগের আস্ফালন বাক্যে নিতান্ত প্রাণ জ্বলে বলিয়া আমার সময় অসময় বোধ থাকে না, সর্ব্বদা ঐ কথাই বাহির হইয়া পড়ে।

"সরস্বতী দেবীর পূজা এবং স্তব পাঠ সমাপন হইলে সকলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা সর্ব্ব বিষয়েই বয়োধিক দিগের সম্মান রক্ষা করে। পুষ্পাঞ্জলি দানেও দেখিলাম, আগে বড়, তার পরে ছোট এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে একে একে আসিয়া সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিল। যে কুলবধূগণ সম্মিলিত হইয়া সুমধুর স্বরে দেবীর স্তবপাঠ করিয়াছিল, তাহাদিগেরও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইল। অনন্তর অতি সুন্দর বেশ ধারণ পূর্ব্বক কতকগুলি বালক এবং বালিকা আসিয়া দেবীর সমক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইল, এবং মৃদু মধুর স্বরে কএকটী গান গাইল। শুনিলাম ঐ গান গুলি ঐ সময়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল।

"এই রীতিটি আমাকে বড়ই ভাল লাগিয়াছে।

ভারতবর্ষীয়েরা ছেলে বেলা অবধি যেমন ভক্তির শিক্ষা দেয়, আমরা কি অন্য ইউরোপীয়েরা তাহার শতাংশও দিই না। এই জন্যই ইউরোপের লোক সকল এত উচ্ছৃঙ্খল এবং স্বার্থপর হইয়াছে।

"আবার বিচার আসিয়া পড়িল। কি করি নিজের দেশটী এমন হয়না কেন? এই ভাবটী মনোমধ্যে চির জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে, আর নিবৃত্ত করিবার নহে।

"পরদিন প্রতিমার বিসর্জ্জন। বিসর্জ্জন? তবে আর কে কোন্ মুখে বলিবে যে, ভারতবর্ষীয়েরা মৃন্ময় দেব মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর মনে করে? তাহা করিলে কি বিসর্জ্জন করা সঙ্গত হইত? কিন্তু অমন সুন্দর মূর্ত্তির কিরূপে বিসর্জ্জন করিবে? তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। উহা মাটীর, পাথরের নয়। পাথরের হইলে আমাদের মাইকেল এঞ্জিলোর ভাস্করীয় মূর্ত্তির সহিত তুলিত হইতে পারিত, প্রতিমাটীর এমনি দিব্য গঠন।

"কিন্তু ভারতবর্ষীয় দিগের সর্ব্ব প্রকার ঐশ্বর্য্যই পৃথিবীতে তুলনা রহিত। উহারা যেমন অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও দরিদ্র হয় না, তেমনি এমন সকল প্রতিমাকে জলে ফেলিয়া দিয়াও শিল্প নৈপুণ্যের অভাব হইবে মনে করে না। যাহাদিগের অধিক থাকে তাহারা অধিক ব্যয় করিতে পারে। ভারতবর্ষীয় দিগের সকলই অধিক। ধন ও যেমন, বিদ্যা ও তেমন, শিল্পচাতুর্য্য ও সেই-

রূপ। উহারা সকলই ফেলিয়া ছড়িয়া খরচ করিতে পারে। আমাদিগের মত কিছুই পুতু পুতু করিয়া তুলিয়া রাখে না।

"আর একটী কথা বাকী আছে। সরস্বতী দেবীর পরিধেয় একখানি শাটী মাত্র। পূর্ব্বে এদেশের স্ত্রীলোকেরা ঐরূপ পরিধান মাত্র ব্যবহার করিত। এখনও যতক্ষণ বাটীর ভিতরে থাকে, শাটীই পরে। শাটী পরিলে এদেশে স্ত্রীলোকদিগকে মন্দ দেখায় না। কিন্তু এখন ইহারা বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব পরিধানেরও পরিবর্ত্ত করিয়াছে। ঢিলে পা-জামা এবং কাঁচুলি পরিয়া তাহার উপর একটী সুদীর্ঘ অঙ্গরক্ষিণী দেয়, এবং সর্ব্বোপরি মাথার উপর বেড় দিয়া ধারণ করে।

"পুরুষেরা পূর্ব্বে কেবল মাত্র ধুতি পরিত। বাটীর মধ্যে এখনও তাহাই পরে। কিন্তু বাহিরে ইঞ্জের চাপকান গলাবন্ধ এবং উষ্ণীশ ব্যবহার করিয়া থাকে।

"এদেশ গ্রীষ্ম প্রধান, এখানে অধিক কাপড় অথবা নিতান্ত মোটা কাপড় সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হইলে বড় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের পরিচ্ছদ তাহাদিগের দেশের যোগ্য এবং আকারের যথা যোগ্যই হইয়াছে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

আভ্যন্তরিক অবস্থা।

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ তাহা বলিবার নিমিত্ত কএকটী প্রসিদ্ধ পর্য্যটকের গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ঐ পর্য্যটকেরা এই মহাদেশের নানা ভাগে পরিভ্রমণ করিয়া যাঁহার চক্ষে যাহা কিছু বিশেষ রূপে লাগিয়াছে, তাহাই সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় সংক্ষেপতঃ উল্লিখিত হইবে। একজন রুষীয় পর্য্যটক লিখিয়াছেন।—

"ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামই যেন একটী প্রজা তন্ত্র স্থান। গ্রামের যাবতীয় কার্য্য গ্রামের লোকেরাই স্বয়ং নির্ব্বাহ করে। রাজা অথবা রাজ প্রতিনিধি কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। প্রতি গ্রামেই এক একটী দেবালয় আছে, সেই দেবালয়ের সন্নিহিত প্রাঙ্গণে গ্রামবাসী দিগের সভা হয়। গ্রামের প্রতিপল্লী হইতে ঐ সভায় এক একজন প্রতিনিধি উপস্থিত হন, পরে বিচার্য্য বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়া যাহা অবধারিত হয়, সকলে তদনুযায়ীই কার্য্য করে। আমাদিগের রুষিয়াতেও ঐ প্রণালী প্রচলিত আছে। তবে আমাদের দেশে প্রতি গ্রামে কতকগুলি করিয়া লোক দাস্যে নিযুক্ত থাকে। ভারতবর্ষে সেরূপ নাই। আর একটী প্রভেদ এই—রুষি-

স্থার গ্রাম সকলের ভূমিতে প্রজাগণের সাধারণ স্বত্ব আছে, এখানে সেরূপ সাধারণ স্বত্ব নাই। এখানে গ্রামের প্রতি ভূমিখণ্ডে গ্রামিক বিশেষের অসাধারণ স্বত্ব আছে। কিন্তু রাজস্ব দান প্রতি ভূমি খণ্ডের জন্য পৃথক না হইয়া সাধারণতঃ গ্রামের জন্যই একবারে হইয়া থাকে। এক কালে গ্রীক দিগের মধ্যে যেমন এথিনী-য়েরা প্রথমতঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ অসাধারণ স্বত্বাধিকার বুঝিয়াছিল ভারতবর্ষীয় দিগের মধ্যেও এক্ষণে সেইরূপ স্বত্বাধিকার প্রচলিত আছে, কিন্তু যেমন রোমীয়দিগের কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে স্পার্টার লোকেরা সেরূপ স্বত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই, এক্ষণে রুষীয়েরাও সেই-রূপ আছেন। রুসিয়ার গ্রামিক দিগের অধিকার স্পার্টার ন্যায়, ভারতবর্ষে এথিনীয় দিগের ন্যায়, কিন্তু কয়েকটী বিষয়ে সাধারণ স্বত্বের চিহ্ন এখানেও বিদ্যমান আছে। গ্রাম রক্ষক, নাপিত, গ্রাম্য যাজক এবং গুরু মহাশয় এই কয়েক ব্যক্তি গ্রামিক ভূমির সাধারণ স্বত্বের এক এক অংশের অধিকারী। এদেশে ঐ সকল ভূমির নাম চাক-রাণ, দেবোত্তর এবং মহোত্তর ইত্যাদি।

"প্রতি গ্রামে যেমন এক একটী দেবালয় আছে, তেমনি এক একটী ব্যায়াম শিক্ষার স্থান এবং বিদ্যালয়ও আছে। ছেলে পাঁচ বৎসরের হইলেই বিদ্যালয়ে যায়, এবং ৮ বৎসরের হইলেই ব্যায়াম-শিক্ষা আরম্ভ করে।

ওরূপ করিতে হইবে বলিয়া যে কোন রাজনিয়ম আছে এমত নহে, কিন্তু ব্যবহারই এইরূপ। ধান্য ভূমি? সেখানকার লোক সকল স্বতঃই সংকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আইনের বলের অপেক্ষা করে না।”

একজন জর্ম্মণ পর্য্যটক লিখিয়াছেন, “আমি এদেশে (ভারতবর্ষে) আসিয়া একটী প্রধান তথ্য শিখিলাম। ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্বত্র দেখিয়া এবং ইউরোপীয় ইতিবৃত্তের পর্য্যালোচনা করিয়া আমার সংস্কার হইয়া গিয়াছিল যে, মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে অপর সকল বৃত্তি অপেক্ষা স্বার্থপরতা বৃত্তিই অধিকতর প্রবল। কিন্তু দেশের জল বাতাসের গুণেই হউক, আর মিতাহার গুণেই হউক, আর পুরুষানুক্রমিক সুশিক্ষার প্রভাবেই হউক, ভারতবর্ষীয় দিগের অন্তঃকরণে স্বার্থপরতা তেমন প্রবল বলিয়া বোধ হয় না। আমরা নিজস্ব রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকি, নিরন্তর স্বত্বাধিকার লইয়াই বিবাদ করি, যাহা আপনার বলিয়া বোধ করিয়াছি, তাহা কোন মতেই ছাড়িয়া দিতে পারি না—কিন্তু এদেশীয় দিগের প্রকৃতি অন্যরূপ। ইহাদিগের মধ্যে আত্মপর বোধ অল্প—ঔদার্য্য গুণ অধিক।

“তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, এখানকার ভূম্যধিকারিগণ কদাপি স্ব স্ব অধীন গ্রামিকগণের স্বত্ব লোপ করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন না—

পক্ষান্তরে গ্রামিকেরা ও ভূম্যধিকারীদিগের প্রতি চির-সন্ধিগ্ধ চিত্তের ন্যায় ব্যবহার করে না। ইউরোপ খণ্ডে ঐ ব্যাপার লইয়া কত তুমুল বিবাদ হইয়া গিয়াছে। জর্ম্মণির মধ্যে সেই বিবাদ অদ্যাপি চলিতেছে। ভারতবর্ষে তাহার নাম গন্ধও নাই। এখানকার ভূম্যধিকারিগণের প্রধান কার্য্য (১ম) গ্রামিকদিগের স্থানে রাজস্ব আদায় করা (২য়) গ্রামিকেরা শান্তিভঙ্গাদি দোষের কিরূপ বিচার করে, তাহার তত্ত্বাবধান করা, (৩য়) আপনাপন অধিকারের মধ্যে রাস্তা, ঘাট, জলাশয়, বিপণি এবং দেবালয়াদির রক্ষণ এবং নূতন নির্ম্মাণ করা, (৪র্থ) আপনাপন আবাস স্থানে অথবা তাদৃশ সমৃদ্ধ নগরে একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপন, তাহার বৃত্তি নির্দ্ধারণ এবং উৎকর্ষ সাধন করা।

"সম্প্রতি ভূম্যধিকারিগণ আর একটী কার্য্যের সূত্রপাত করিতেছেন। তাঁহারা অনেকে মিলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিলেন যে, ২০ বর্ষ হইতে ৪০শ বর্ষ বয়স্ক যাবতীয় গ্রামবাসী প্রজাকে মাসের চারি দিন সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ বিদ্যা অভ্যাস করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা প্রণীত হয়। যদিও ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই, কিন্তু ইচ্ছাতঃ সকলেই তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সম্রাট্ এই অভিপ্রায় করিয়াছেন। তাহাতে অনেকেই তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত

হইয়াছে। গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয়দিগের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্ত যে কিরূপ হইয়াছে তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জাতিভেদের বড়ই আঁটা আঁটি ছিল। এক্ষণে তাহা অনেক কম হইয়াছে।

"সেদিন একজন ক্ষত্রিয় ভূম্যধিকারীর গৃহে অতিথি হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে আমার সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিলেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্ব ব্যবহার এরূপ ছিল না, এক্ষণে এরূপ হইয়াছে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার একটী প্রাকৃতিক মূল আছে; উহা নিতান্ত কৃত্রিম বস্তু নহে, এইজন্য উহা অদ্যাপি চলিতেছে, আরও কিছুকাল চলিবে। তদ্ভিন্ন তখন আমাদিগের যে দশা, তাহাতে জাতিভেদের বিশেষ আঁটা আঁটি রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। তখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন ছিল না, ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। সাহিত্য শাস্ত্রেরও উন্নতি হয় নাই। আমাদিগের জাতিত্বই বিনাশ দশায় পতিত হইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে যদি বিশেষ যত্ন করিয়া আপনাদিগের প্রাচীন সামাজিক প্রণালী সমুদায় রক্ষা না করিতাম, তবে এতদিন আমরা বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম, এখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন—ধর্ম্ম সজীব—সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া জাতিত্ব রক্ষা করিতেছে। এখন আর কেহ আমাদিগকে আত্মসাৎ করিতে পারে না,

প্রত্যুত আমরাই অন্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে যে ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছিলাম, এখন আমাদিগের আর সে ভয় নাই। ঐ ব্যক্তি কিছুকাল পারীস নগরে গিয়া বাস করিয়া আসিয়াছেন। ইহাঁর শিক্ষা বারাণসীর চতুষ্পাঠীতে হইয়াছিল। "ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই এই প্রকৃতির লোক।" একজন ইংলণ্ডীয় পর্য্যটক লিখিয়াছেন—

"এখন সকলেই এদেশে ভ্রমণ করিতে আইসে, কিন্তু এখানে যে এমন কি অপূর্ব্ব পদার্থই দেখিতে পায় বলিতে পারি না। সত্য বটে, এখানকার নগরগুলি যেমন সমৃদ্ধিশালী তেমন আর কুত্রাপি নাই। পারীস, রোম, মেড্রিড, বর্লিন, প্রভৃতি ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর নগরগুলি এখানকার লক্ষ্ণৌ, প্রয়াগ, অযোধ্যা, লাহোর প্রভৃতির তুল্য নয় বটে, আলহাম্ব্রা, কোলিসিয়ম, পার্থিনন্, থীব্স এবং পালমাইরার প্রধ্বস্তাবশেষ এখানকার ফতেপুর সিক্রি, ইলাবরা, হস্তীদ্বীপ এবং মহাবলিপুরের নিকট লজ্জাপায় বটে, পারীস লিডেন, গটিঞ্জেন, প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয় এখানকার কনোজ, কাশী, কাঞ্চী, মথুরা প্রভৃতির চতুষ্পাঠীর সহিত তুলনায় প্রাথমিক পাঠশালার ন্যায় বোধ হয় বটে, কিন্তু এসকল হইলে কি হয়? এখানকার লোকেরা স্বাধীন নহে। ইহাঁদিগের রাজা যথেচ্ছাচারী। ইহাঁদিগের মধ্যে আমাদিগের মত পার্লিয়ামেণ্ট সভা নাই। বিশে-

যতঃ এখানকার খাদ্য সামগ্রী কিছুই ভাল নয়। ভারতবর্ষীয় খাদ্য ফলের মধ্যে একমাত্র নিচুই আমাদিগের স্বদেশীয় ফলের আস্বাদ ধারণ করে। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় স্ত্রী লোকেরা নিতান্তই সৌন্দর্য্য বিহীনা। উহাদিগের বর্ণ ধবল নহে, চুল রাঙ্গা কিম্বা কটা নহে, চক্ষুও কটা নহে, ললাট ফলক উচ্চ নহে। আর যদিও ইহারা একান্ত পতিপরায়ণা তথাপি সততই লজ্জাশীলা এবং বিনয়াবনতমুখী। ইহাদিগের এখনও প্রকৃত স্বাধীন ভাব জন্মে নাই। এখানকার বিধবারা প্রায়ই বিবাহ করে না। কোথাও কোথাও দুই একজন স্বামীর অনুমৃতাও হয়।

"পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের বাহিরে যাইতে দিত না। এক্ষণে তাহা অল্প পরিমাণে দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অতএব বড় বড় ঘরওয়ানা অনেক স্ত্রীলোককে আমি দেখিতে পাইয়াছি। সে দিন একজন প্রদেশাধিকারীর ভবনে একটী নাট্যাভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। ঐ প্রদেশাধিকারীর পিতা মুসলমান ছিলেন—ইনি কি হইয়াছেন জানিতে পারি নাই। মুসলমানেরা কখনই স্ত্রীলোকদিগকে ঘরের বাহিরে আনিত না। ইনি সস্ত্রীক হইয়া সভাস্থলে বসিয়াছিলেন। আরও অনেকে সপরিবার সভাস্থলে আসিয়াছিলেন। এইরূপ পরিবর্ত্তের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে একজন আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'দেখুন স্ত্রীলোকেরা

স্বভাবতঃই পুরুষদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বলা অতএব পুরুষ কর্ত্তৃক অবশ্যই পরিরক্ষণীয়া হইবেন। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন দেশের পুরুষেরাই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়ে, তবে তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহ মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া আর কিরূপে রক্ষা করিবে; অতএব স্ত্রী নিরোধটী শুদ্ধ পরাধীনাবস্থার ফল। পরাধীনতা মোচন হইলেই স্ত্রী নিরোধও রহিত হইয়া যায়। হিন্দুরাও পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগকে গৃহপিঞ্জর নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতেন না। মুসলমানদিগের অধীন হইয়া পড়িলে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহে বদ্ধ করেন। মুসলমানেরাও চিরকাল যথেচ্ছাচারী রাজার অধীন, এবং বিশেষতঃ বহু বিবাহ পরায়ণ, এই জন্য তাঁহারাও স্ত্রী নিরোধে বাধ্য ছিলেন। এখন ভারতবর্ষীয়েরা পরাধীন নহেন। এইজন্য স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বের ন্যায় নিরোধও নাই। যত দিন কোন দেশের শান্তিরক্ষা এবং ধর্ম্মাধিকরণের ভার কি বিজাতীয় কি যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিদিগের হস্তে থাকে, ততদিন সে দেশে স্ত্রীলোকদিগের সভারোহণ অথবা যথেচ্ছ বহির্গমন প্রচলিত হইতে পারে না। উল্লিখিত যুক্তি কতদূর যথার্থ, তাহার বিচার করিয়া কি ফল? পূর্ব্বে ইহারা বহু বিবাহ করিত, বোধ হয়, এখনও কতক করে, তবে অনেক কম হইয়া থাকিবে। এ বিষয়ে কোন রাজব্যবস্থা নাই।"

একজন মার্কিন মিসনরী তাঁহার কোন বন্ধুকে ভারত-

বর্ষ হইতে যে পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে নিতান্ত হতাশ হইতে হইয়াছে। ইহাদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টৃ ব্রাহ্মণদিগের তুলনায় আমরা নিতান্ত অবিদ্য, অপবিত্র এবং অকর্ম্মণ্য লোক। ইহারা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। সুতরাং উহাঁদিগের ধর্ম্মের কোন ভাগ অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গেলেই উহারা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাদৃশ অযৌক্তিকতা দেখাইয়া দেয়, এবং এই কথা বলে, যদি ভক্তি মূল করিয়া আপনাদিগের শাস্ত্রের অযৌক্তিক কথায় বিশ্বাস করা যায়, তবে আমাদিগের শাস্ত্রের আপাততঃ প্রতীয়মান অযৌক্তিকতা কিজন্য ভক্তি মূলে বিশ্বসিত না হইবে? এরূপ বিচারে জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। বিচারে ত এইরূপ। কার্য্যে ইহাদিগের যত্ন, অধ্যবসায় এবং স্বার্থশূন্যতা জেস্থটদিগের অপেক্ষাও অনেক অধিক। ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে যে সকল অসভ্য বন্যজাতীয় লোক থাকে, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া বাস করিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে শান্ত, ত্যাগী এবং নম্র স্বভাব করিয়া তুলিতেছে। একটী উদাহরণ দিতেছি। ভারত সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত সীমায় আসাম নামে একটী প্রদেশ আছে। সেই প্রদেশে

প্রকৃত ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অপর কতকগুলি বন্য জাতীয় লোক বাস করে, তাহাদিগের নাম মিকি, আবর, গারো, নাগা, মিস্‌মি প্রভৃতি। আমি ঐ প্রদেশে গমন করিয়া দেখি, ঐ সকল জাতীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আছেন, এবং নিরন্তর অকৃত্রিম ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রীতিভাজন হইতেছেন। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ঋষির কুটীরে অতিথি হইয়া তাঁহার কার্য্য দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে বিশেষ বর্ণনীয় ব্যাপার এই।—তিনি আপন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বন্যদিগের গ্রাম মধ্যে গমন করেন, এবং উহাদিগের ক্ষেত্রাদির কর্ষণ কিরূপ হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিয়া যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেন। অনন্তর যদি কাহারও কোন পীড়া হইয়া থাকে, তাহার চিকিৎসা করেন—পরে স্থূল স্থূল কথায় পরস্পরের মুখাপেক্ষিতা এবং পরিণাম দর্শিতার শিক্ষা দেন। কোন কোন বন্য ব্যক্তি প্রার্থনা করে, ঠাকুর আমাদিগকে মন্ত্র দান করিয়া উচ্চ জাতীয় করুন। এরূপ প্রার্থনা নিরন্তরই হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অমন সকল স্থলে জলসংস্কারাদি কোন বিধান দ্বারা কাহাকেও উচ্চ জাতীয় করেন না। তিনি বলেন যে, নীচ এবং অপকৃষ্টধর্ম্মক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ মনে করিলেই উচ্চজাতীয় হইতে পারে না—তপস্যা করিতে হয়। এই বলিয়া বিশেষ

বিশেষ তপশ্চরণ করিবার আদেশ দেন। কাহাকেও বলেন, তুমি বৎসরাবধি এই এই দ্রব্য খাইও না—কাহাকেও বলেন, তুমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে তাহার সিকি বা অর্দ্ধেক অন্যকে দান করিবে; কাহাকেও বলেন তুমি প্রত্যহ একজন অতিথির সেবা করিয়া তবে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিবে। এইরূপ নানাবিধ উপায়ের দ্বারা ঐ সকল লোককে ইন্দ্রিয় সংযমন, লোভ সংবরণ, পরোক্ষদর্শন প্রভৃতি পুণ্য সম্পন্ন করা হয়। অনন্তর যে ব্যক্তি ঐ সকল আদেশ পালনপূর্ব্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাকে মন্ত্র দান করিয়া বলা হয়,—"এক্ষণে তোমার ম্লেচ্ছত্ব গেল। তোমার দেয় পানীয় জলাদি আমার গ্রাহ্য হইল, এবং তোমার প্রদত্ত সামগ্রীতেও দেব পূজা করা যাইতে পারে। এক্ষণ অবধি যদি ঐ মন্ত্রজপ সহকারে এক বৎসর এই এই নিয়ম পালন কর, তবে তোমাকে আরও উন্নত জাতির মধ্যে লওয়া যাইতে পারিবে।" ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে এইরূপ করিয়া ছিলেন। সম্প্রতি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতেও ঐ প্রণালীর অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বন্যেরা সংস্কৃত হইয়া প্রথমে কোচ নাম প্রাপ্ত হয়, অনন্তর পুনঃ সংস্কৃত হইলে তাহারা কলিতা নাম ধারণ করে, তৎপরে পুনর্ব্বার সংস্কার লাভ করিলে সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে

কি না জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'প্রায়ই এক জন্মে পারে না, পরজন্মে পারে।' 'পর-জন্মে পারা আর না পারা তুল্য কথা, কাহার পরজন্ম কি হইল, তাহা ত কেহ জানিতে পারে না' এই কথা বলাতে ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'পুত্ররূপেই মনুষ্যের পর জন্ম হয়। অতি অন্ত্যজও ক্রমে ক্রমে স স্কারপূত হইয়া সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। অনন্তর তাহার পুত্র তাদৃশ বিদ্যা, বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্বেরও অধিকারী হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের সংস্কার প্রণালী এইরূপ। আর একটী চমৎকারের বিষয় এই, ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাতঃ এই দুরূহ ক্লেশকর কার্য্যে প্রবৃত্ত। কোথাও কোথাও ভূম্যধিকারীরাও তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। কিন্তু অধিক স্থলে ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াই আপনাদিগের ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন।"

* * * * *

নিশান্ধকার অপগত, পূর্ব্বাকাশ দীপ্যমান। আমি আর মর্ত্ত্য ভূমিতে অবস্থিতি করিতে পারি না। কিন্তু পাঠকের ভ্রম নিবারণার্থ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া যাই। কাল পুরুষ, সূর্য্য ও চন্দ্ররশ্মি দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠে যে ইতিবৃত্ত লিখিয়া যান, তাঁহার অনুগামিনী স্মৃতি দেবী তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন। আমি ঐ দেবীর ক্রীড়াসখী। ঐ ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করিতে

সখীর কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিলেই পাঠ ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। সকল সময়ে পারি না, রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই কৃতকার্য্য হই।

আমার নাম আশা। ঊষা আমার ভগিনী, আমি ঊষাসহ মিলিত হইতে চলিলাম।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত পুস্তকগুলির মূল্য নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। (চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিতে এবং অন্যান্য পুস্তক-বিক্রেতাদিগের নিকট পাওয়া যায়।

পুষ্পাঞ্জলি	॥॰
পারিবারিক প্রবন্ধ	॥॰
সামাজিক প্রবন্ধ	॥॰
আচার প্রবন্ধ	॥॰
বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ)	॥॰
ঐতিহাসিক উপন্যাস	॥॰
স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস	॥॰
ইংলণ্ডের ইতিহাস	১৲
গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস	।৵৹
পুরাবৃত্তসার	।৵৹
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব	১৲
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান	১৲

যাঁহারা একেবারে নগদ টাকা দিয়া ২০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক লইবেন, তাঁহারা শতকরা ২০৲ টাকার হিসাবে কমিশন পাইবেন, অপর পাইকরেরা প্রতি পুস্তক খণ্ডে ৴৹ এক আনা করিয়া ধরাট পাইবেন।

ইংলণ্ডের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

[ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত—সীজরের আগমন—রোমকাধিকার—সাক্‌সন্‌দিগের আগমন—তাহাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা—ডেন্‌দিগের দৌরাত্ম্য—নর্ম্মানদিগের আগমন।]

ইউরোপের মানচিত্রের বায়ুকোণে যে একটী অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার দ্বীপ দৃষ্ট হয় তাহারই এক ভাগের নাম ইংলণ্ড। ঐ দ্বীপ ইংরেজদিগের নিবাস ভূমি। দ্বীপমাত্রেরই বায়ু প্রায় সমশীতোষ্ণ হইয়া থাকে; ইংলণ্ডেরও সেইরূপ। এই দেশের ভূমি নিতান্ত অনুর্ব্বরা নহে, কিন্তু কোথাও এমত উর্ব্বরাও নয় যে, তদ্দেশবাসীদিগের যথেষ্ট আয়াস ব্যতিরেকে সমূহ ফলদায়িনী হয়। ইহার উপকূল ভাগে অনেক সাগরশাখা প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাতে সুনাব্য* নদীও অনেক আছে। সুতরাং এই দেশ বণিকবৃত্তির পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী। এখানকার আকরিকের মধ্যে পাথুরিয়া কয়লা, লৌহ, এবং টিন প্রধান; আর উদ্ভিদের মধ্যে ওকবৃক্ষ সাতিশয় প্রসিদ্ধ; ইহার কাষ্ঠদ্বারা দৃঢ়তর অর্ণবযান প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যাবৎকাল ইংলণ্ড দেশে অলসস্বভাব, কৃষি ও বণিকবৃত্তি পরাঙ্মুখ, অর্ণবযান প্রস্তুত করণে অশক্ত, কিন্তু সাহসী, ধর্ম্মপরায়ণ, এবং সংগ্রামানুরক্ত কেল্ট † জাতির বাস ছিল, তাবৎকাল এই দেশের কোন বৃত্তান্তই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র শ্রুত হওয়া যায় যে, প্রাচীন ফিনিকীয় এবং কার্থেজীয় বণিকেরা কখন কখন এইদেশে বাণিজ্যার্থ আগমন করিত এবং এখানকার টিন, লৌহ, উর্ণা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তদ্বিনিময়ে কাচ, পিত্তলাদি নানাবিধ সামগ্রী প্রদান করিয়া যাইত। তাহার বহুকাল পরে যখন রোমকেরা আপনাদিগের

---

* টেমস, সেবর্ণ প্রভৃতি।

† কেলট্‌ জাতীয়েরা ককেসীয় বর্ণ সম্ভূত এবং পূর্ব্বকালে সমুদায় ইউরোপ খণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার করে তখন তাহাদিগের সেনাপতি জগদ্বিখ্যাত জুলিয়স সীজর সমুদায় গলদেশ * জয় করিয়া ৫৬ † পূঃ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আইসেন। তিনি কেণ্ট ‡ প্রদেশের উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, তদ্দেশবাসিগণ পদাতি, অশ্বারোহী এবং রথারূঢ় সৈন্য লইয়া নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছে। কিন্তু সীজরের রণপাণ্ডিত্য এবং তাঁহার সৈন্যগণের সুশিক্ষাগুণে ঐ আদিম নিবাসীদিগের সকল প্রযত্ন এবং সাহস ব্যর্থ হইয়া গেল। সীজর উহাদিগকে পরাজয় করিয়া প্রতিগমন করিলেন। ইহার পর তিনি আর একবার ইংলণ্ডে আইসেন এবং রোমকাধিকার পূর্ব্বাপেক্ষাও সুবিস্তৃত করিয়া যান।

যে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে ইংলণ্ড দ্বীপের নাম বৃটেন ছিল এবং তদ্দেশবাসীদিগকে বৃটন § বলিত। সীজর ও অপরাপর রোমক গ্রন্থকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, তখন বৃটন দ্বীপ নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল এবং তথাকার লোক সকল অত্যন্ত অসভ্য ছিল। তাহারা বৃক্ষের ত্বক্ বা বন্য পশুর চর্ম্মদ্বারা যথা কথঞ্চিৎরূপে আপনাদিগের শরীর আবরণ করিত; গাত্রে রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, হরিতাদি বর্ণ-বিলেপ করিয়া সংগ্রাম স্থানে ঘোর রূপ ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইত; এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড চর্ম্মাবৃত করিয়া সরিৎ ও জলাকীর্ণ ভূমি সমস্ত উত্তীর্ণ হইবার উপযোগী ভেলক প্রস্তুত করিত। বস্তুতঃ কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা যে সকল প্রয়োজনীয় এবং সুখোপভোগের সামগ্রী প্রস্তুত এবং সমাহৃত হয়, বৃটনদিগের মধ্যে তাহার কিছুই ছিল না। কিন্তু তখনও বৃটনেরা সর্ব্বত্র এক প্রকার ছিল না। দক্ষিণ ভাগে, বিশেষতঃ কেণ্ট প্রদেশে যাহারা বাস করিত তাহাদিগের মধ্যে পাশুপাল্য, কোথাও কোথাও কৃষি এবং যৎকিঞ্চিৎ বণিকবৃত্তির প্রথাও প্রচলিত হইয়াছিল। তখন বৃটেনের যত অন্তর্ভাগে যাওয়া যাইত ততই অসভ্যতার তিমির ক্রমশঃ গাঢ়তর বোধ হইত এবং যত উপকূল ভাগে আগমন করা যাইত, ততই সভ্যতার অপরিস্ফুট আলোক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ

---

* ফ্রান্সের পূর্ব্ব নাম।

† ভারত-সম্রাট বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার নবরত্নেরা এই সময়ে প্রাদুর্ভূত ছিলেন।

‡ এই প্রদেশ ইংলণ্ডের অগ্নিকোণে অবস্থিত।

§ প্রথিত আছে ব্রুট্ বা ব্রিট নামক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রথমে এই দ্বীপে মনুষ্যের সঞ্চার হয়।

দৃষ্টিগোচর হইত। এমন বন্যদশাপন্ন লোকের মধ্যে যে কিরূপ শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহা সুনিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় না। এই পর্য্যন্ত অবগতি আছে যে, বৃটনেরা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া এক একটী জাতি এক একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে বাস করিত। ইহাদিগের ধর্ম্ম প্রণালীও অন্যান্য তাদৃশ বন্য জাতির ধর্ম্মপ্রণালী হইতে অধিক ভিন্ন ছিল না। ইহাদিগের মধ্যে ড্রুইড্ নামে একটী যাজক সম্প্রদায় ছিল। তাহারা রাজাদিগের অপেক্ষাও সমধিক পরাক্রমশালী হইয়া যাহা মনে করিত তাহাই করিতে পারিত। ড্রুইডেরা পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্ম স্বীকার করিতেন; পরমেশ্বর এক এবং তাঁহার অধীনে অসংখ্য দেবদেবী আছেন ইহাও মানিতেন; এবং কখন কখন যুদ্ধধৃত হতভাগ্য বন্দিগণকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ঐ দেবতাগণের পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই নিবিড় অরণ্যমধ্যে কেবল জপ তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্ন চিত্ত হইয়া থাকিতেন। ড্রুইড্দিগের শক্তি অদ্বিতীয় ছিল। ইহাঁরা যদি কোন রাজাকেও অভিশপ্ত করিতেন, তবে আর কেহই তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিত না, কেহই তাঁহার কোন সাহায্য করিত না। যাহার ইচ্ছা সেই তাঁহার প্রাণবধ করিতে পারিত, এবং বহুস্থলে সেই হতভাগ্য ব্যক্তি অন্নজল অভাবেই প্রাণত্যাগ করিত। ফলতঃ বৃটনেরা সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের যাজক-বর্গেরই অধীন হইয়াছিল। কিন্তু যখন রোমকেরা প্রবল হইয়া সম্রাট ক্লডিয়স্ এবং নিরোর * সময়ে ওয়েলস্ দেশ † পর্য্যন্ত অধিকার করিল, অনেকবার অনেক বিদ্রোহ দমন করিল, বহুসংখ্যক নগর এবং উপনিবেশ সংস্থাপিত করিল, ও "সুটোনিয়স্ পলিন্স" নামে তাহাদিগের একজন সেনাপতি 'মোনা' ‡ দ্বীপে গিয়া আরাধনা স্থান সমস্তকে ভস্মসাৎ করিলেন, তখন বৃটনেরা সর্ব্বতোভাবে বশতাপন্ন হইল। ইহার পর 'আগ্রিকোলা' নামে একজন শাসনকর্ত্তা বৃটনে আগমন করিয়া উত্তরে স্কটলণ্ডের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন এবং কতকগুলি রণতরী প্রস্তুত করিয়া ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় জলদস্যুগণের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিলেন। ফলতঃ ঐ সময় অবধি বৃটনে

* রোমের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সম্রাট।
† ইংলণ্ডের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বতীয় দেশ।
‡ আইরিস সাগরান্তর্গত অঙ্গল্‌সিদ্বীপ।

রোমকাধিকারের দোষ গুণ দুইই ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মাধিকরণ উত্তম হইল, শাসন প্রণালী উৎকৃষ্টতর হইল, নগর * পুর সমস্ত নির্ম্মিত হইতে লাগিল, রাজবর্ত্ম সকল প্রস্তুত হইল, এবং কৃষি ও বাণিজ্যকার্য্যের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়াতে দেশে ধনসম্পত্তির আধিক্য হইতে লাগিল। কিন্তু রোমকেরা বৃটনদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাইয়া কখন স্বদেশে অবস্থান করিতে দিতেন না। যে সকল বৃটন যুদ্ধশিক্ষা করিত তাহাদিগকে কোন দূরদেশ রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া অপর দেশীয় সৈনিকগণের দ্বারা বৃটন রক্ষা করিতেন। আর যে সকল লোক সৈনিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহাদিগের সকলকেই নিরস্ত্র হইয়া থাকিতে হইত। সুতরাং রোমকেরা একবার বৃটন ত্যাগ করিয়া গেলে তদ্দেশীয়েরা যে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে তাহার কোন উপায়ই রহিল না।

যেমন মৃত্যু আসন্ন হইলে হস্তপদাদির প্রান্তভাগ অগ্রেই শীতল হয় এবং তথায় রক্তের গমনাগমন নিবৃত্ত হওয়াতে আর সেই সকল স্থলে নাড়ীর গতি বোধ হয় না, শরীরের মধ্যভাগেই ক্ষণকাল পর্য্যন্ত নাড়ীর সঞ্চার বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যেমন রোম সাম্রাজ্যের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অমনি তাহার দূর প্রদেশ সমুদায় হইতে রোমক সৈন্যগণ প্রস্থান করিল, আর তথায় প্রত্যাগমন করিল না এবং ক্রমে সংকুচিত বৃত্ত হইয়া রোমের সন্নিধানেই চতুর্দ্দিক রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছুকাল সচেষ্ট হইতে লাগিল। ৪০৯ খৃঃ অব্দে রোমকেরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করে। তখন স্কট্‌লণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলবাসী 'স্কট' এবং 'পিক্‌ট' জাতীয়েরা বৃটনদিগকে অত্যন্ত বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিল। বৃটনেরা যুদ্ধে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা রোমে পত্র প্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করত এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিল যে, "ভীষণাকার অসভ্য লোকেরা আমাদিগকে সমুদ্রের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে; সমুদ্রও আবার ঐ রাক্ষসদিগের সমক্ষে প্রতিহত করিতেছে; আমরা কোথায় যাই কি করি কিছুই বুঝিতে পারি না"। কিন্তু রোমকেরা আপনাদিগের দুঃখের সময়ে বৃটনদিগের বিশেষ উপকার করিতে পারিলেন না। উহারা অগত্যা উত্তরাঞ্চলীর

* লণ্ডন এবং ইয়র্ক এই দুই নগর এবং কাষ্টর বা চেষ্টর এই দুই শব্দ যে সকল নগরের নামের অন্তে দৃষ্ট হয় সেই সকল নগর রোমকদিগের নির্ম্মিত।

জলদস্যুদিগের নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করিল। 'রাইন' * নদীর মুখ হইতে 'এল্ব' † নদীর মুখ পর্য্যন্ত যে ভূভাগ তাহাতেই ঐ জলদস্যুদিগের বাসস্থান ছিল। উহারা 'জট' 'আঙ্গল' এবং 'সাকসন্' ইত্যাদি বিবিধ নামে প্রসিদ্ধ হয়। 'হেঞ্জিষ্ট' এবং 'হর্সা' নামক ভ্রাতৃদ্বয় নিমন্ত্রণ পাইয়া বৃটনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অতি স্বল্পায়াসেই স্কট্ ও পিক্টদিগকে পরাভূত করিয়া সমুদায় দেশ নিরুপদ্রব করিল। কিন্তু তাহারা দেশের শোভা ও দেশবাসীদিগের অক্ষমতা দর্শনে আপনারা লোভপরবশ হইয়া বৃটেন ত্যাগ করিয়া যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইল। প্রত্যুত উহারা স্বদেশীয় অপরাপর লোক সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল একং সকলে মিলিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় দেশটী আপনাদিগের অধিকৃত করিয়া লইল।

বৃটনেরা কেল্ট-জাতীয় ছিল; সাক্‌সনেরা টিউটন্ ‡ জাতীয় লোক ছিল। উহাদিগের সহিত যুদ্ধে বৃটনেরা প্রায় নির্ম্মূলিত হইয়া যায়। কেবল পশ্চিম ভাগে যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে তাহাতে কতক লোক প্রস্থান করিয়া রক্ষা পায়। আর কতক ব্যক্তি গল্‌দেশে পলাইয়া বৃটানি ¶ নামক প্রদেশ বিশেষে বাস করে।

সমুদায় দেশ সাক্সন্‌দিগের অধিকৃত হইলে উহা প্রথমতঃ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং সেই সময়ে পোপ § 'গ্রীগরী' প্রেরিত 'অগষ্টিন্' নামক একজন সাধু আসিয়া উহাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। সাক্সন্‌রা অনেক দেবদেবী মানিত এবং স্বর্গ নরক স্বীকার করিত, কিন্তু উহাদিগের মতে দেবতা ‖ মাত্রেই রণোন্মত্ত— সর্ব্বদা যুদ্ধ এবং মধ্যে মধ্যে তীব্র মদিরা পান করাই স্বর্গের সুখ; আর যুদ্ধে পলায়ন করিলেই নরকের দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যতদিন

* এই নদী সুইজরলণ্ডের পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া ফ্রান্সের পূর্ব্বদিক দিয়া আইসে এবং হলণ্ড দেশের মধ্য দিয়া জর্ম্মন সাগরে পতিত হয়।

† এই নদীর মুখ ডেন্‌মার্ক দেশের নৈঋতকোণে দৃষ্ট হইবে।

‡ টিউটন জাতীয়েরাও ককেসীয় বর্ণ সম্ভূক্ত। ইহারা এক্ষণে প্রায় ইউরোপের সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছে।

¶ ফ্রান্সের বায়ুকোণে অবস্থিত।

§ রোম্‌ নগরীয় যাজকেরা এই উপাধি গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ প্রায় সমুদায় খ্রীষ্টমতাবলম্বীদিগের প্রতি ধর্ম্মশাসন বিস্তার করেন।

‖ ওডিন, থর প্রভৃতি।

উহারা অসভ্য ছিল এবং দস্যুবৃত্তিদ্বারা আপনাদিগের জীবনোপায় করিত তাবৎকাল এইরূপ ধর্ম্মই প্রবল রহিল। কিন্তু যখন উহাদিগের বৃটেন দ্বীপে বাস হইল, কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা সুখোপভোগের সামগ্রী উৎপন্ন হইল এবং অন্যান্য প্রকারে অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াতে মনও একটু কোমল এবং প্রশান্ত হইয়া উঠিল, তখন পূর্ব্বোক্তরূপ কেবল সংগ্রামপর ধর্ম্মপ্রণালী আর শ্রদ্ধার পদার্থ হইতে পারিল না। সাক্সনেরা অতি অল্পকালের মধ্যেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহারই কিয়ৎকাল পরে তাহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আটটী রাজ্য ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হইয়া একত্রীকৃত হয় এবং 'এগবর্ট' নামক কোন মহাত্মা ঐ মিলিত রাজ্যের রাজা হন।

এই সাক্সনেরাই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির পূর্ব্ব পুরুষ। উহাদিগের অসভ্যাবস্থাতে যে সকল রীতি নীতি ছিল তাহাই এক্ষণে পরিণত হইয়া ইংরাজদিগের সুসভ্য রীতি নীতি হইয়াছে। উহাদিগের রাজা যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না; কতকগুলি সুবিজ্ঞ বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রাজকার্য্য করিতে হইত। রাজার ঐ সভার নাম 'উইটিনা গিমট' ছিল; ঐ সভাই বর্ত্তমান 'পার্লিয়ামেণ্ট' সভার মূল স্বরূপ বলিতে হইবে। সাক্সনদিগের ধর্ম্মাধিকরণ এক প্রকার 'পঞ্চায়েতের' দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত; তাহা হইতেই ইংরাজদিগের মধ্যে 'জুরি' নিয়োগের ব্যবহার উৎপন্ন হইয়াছে। সাক্সনেরাই প্রথমে সমুদায় ইংলণ্ড দেশকে সাইয়র, কাউন্টী, হণ্ড্রেড্ ইত্যাদি নানাভাগে বিভক্ত করে এবং প্রজাদিগকে পরস্পরের আচার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখাইয়া যাহাতে আপনারাই অনেকাংশে আপনাদিগের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে এমত উপায় করিয়া দেয়; ইংরাজেরা সেই অবধি স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী সংস্থাপনে যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই সেরূপ হইতে পারেন নাই। সাক্সনেরা জলযান প্রস্তুত করণে বিলক্ষণ নিপুণ, সামুদ্রিক যুদ্ধে অতিশয় কুশল, আর জলপথে দূরদেশ গমনে একান্ত নির্ভয় হৃদয় ছিল—ইংরাজেরাও এই সকল গুণের নিমিত্ত বিশিষ্ট রূপে গৌরবান্বিত হইয়া আছেন।

কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই ইংলণ্ডে আর একটী জাতির প্রবেশ হইয়াছিল। রোমক ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, রোম সাম্রাজ্য যে সকল অসভ্যজাতির স্রোতে প্লাবিত হইয়া যায়, সেই সকল অসভ্যজাতি একেবারে বা এক সময়ে

উক্ত সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে নাই। যেমন সমুদ্রের ঊর্ম্মি একটী একটী করিয়া কূলের দিকে আসিতে থাকে তেমনি বিবিধ নামধেয় * অসভ্য জাতির দল এক একটী করিয়া রোম সাম্রাজ্যের উপর পতিত হইয়াছিল। সাক্সনেরা যে দেশ হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহার উত্তর দিকস্থ ডেনমার্ক, স্কাণ্ডিনেবিয়া † প্রভৃতি ভূভাগ হইতে আর একটী ভয়ঙ্কর দল বাহির হইয়াছিল। উহারা 'ডেন' বা 'নরমান' নামে প্রসিদ্ধ হয়। প্রথমে দস্যুবৃত্তিই উহাদিগের একমাত্র ব্যবসায় ছিল। উহাদিগের ন্যায় নিষ্ঠুর, নির্ভয়হৃদয়, স্বৈরাচারী লোক, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন দেশে কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। উহারা এক একজন বিক্রম-শালী অধিপতি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া অর্ণবযান আরোহণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি নানা দেশের উপকূলে অবতীর্ণ হইত এবং যেখানে যাইত তথাকার গৃহ, দেবালয়, উদ্যান, শস্যক্ষেত্র সকলই ভগ্ন ও ভস্মসাৎ করিয়া সমুদায় দেশ বিলুণ্ঠিত এবং তত্রত্য জন সমূহকে বন্দীকৃত করিয়া লইয়া যাইত। ইহারা সাক্সনদিগের আধিপত্যের সময় পুনঃ পুনঃ ইংলণ্ডে আগমন করে। সাক্সন রাজারা ইহা-দিগের দৌরাত্ম্যে অতি ত্রস্ত এবং উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ মহাত্মা আলফ্রেড একদা সংগ্রামে পরাভূত হইয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্য মধ্যে প্রস্থান করেন। কিন্তু তিনি পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া শত্রুসমূহকে পরাভূত করেন এবং তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ইংলণ্ডের এক প্রদেশে ‡ বাস করিতে দেন।

ইহার পর আর একজন সাক্সন রাজা নিতান্ত মূঢ়তার কর্ম্ম করিয়া স্বদেশ-বাসী তাবৎ ডেন জাতীয় লোককে বিনাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে ডেনমার্ক রাজ 'সোএন্' মহাক্রোধে আসিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করেন § এবং অক্লেশে ইহার সিংহাসন অধিকার করিয়া আপনি, আপন পুত্র কেহ্নুট এবং পৌত্র হার্ডিকেহ্নুট এই তিন পুরুষ অব্যাহতরূপে এই দেশের রাজদণ্ড ধারণ করেন। পরিশেষে পূর্ব্বগত সাক্‌সন ভূপাল বংশীয় এডওয়ার্ড নামক একটী শান্ত-প্রকৃতিক ব্যক্তি পুনর্ব্বার ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি ধার্ম্মিক ছিলেন বটে,

* গথ, ভাণ্ডল, হন, সুইভি. আলেমান, বর্গণ্ডিয়ান, প্রভৃতি।

† নরওয়ে এবং সুইডেন।

‡ নর্থম্বরলণ্ড।

§ ভারতবর্ষে এই সময়ে গজনবি মামুদের আক্রমণ চলিতেছিল।

কিন্তু যে সময়ে লোকের জ্ঞানচর্চ্চার আধিক্য না থাকে, তৎকালের ধর্ম্ম প্রায় বিশুদ্ধ যুক্তিসংস্কৃত হইতে পারে না; তখন ধর্ম্মবুদ্ধি নিতান্ত জড়ীভূত এবং বহুবিধ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ থাকে। এডওয়ার্ডের মনেও নানা প্রকার কুসংস্কার ছিল। তিনি নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার রাজ্যাধিকার লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল।

যে সময়ে নর্ম্মান এবং ডেন্ জাতীয়েরা ইংলণ্ড আক্রমণ করে, সেই সময়ে তাহাদিগের আর এক দল 'রোলো' নামক কোন যুদ্ধবীরের অধীন হইয়া ফ্রান্সরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। ফ্রান্সরাজ* নিতান্ত অক্ষম ছিলেন। তিনি রোলোকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের বায়ুকোণে কিয়দ্ভাগের অধিকার প্রদান করিলেন। ঐ প্রদেশ নর্ম্মানদিগের নিবাসভূমি হওয়াতে তাহার নাম নর্ম্মাণ্ডি হইল। রোলো এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ ডিউক্ উপাধি গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত বৈচক্ষণ্যসহকারে স্বদেশ শাসন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ফ্রান্সদেশবাসী সচেতা ব্যক্তিবর্গের সংস্রবে ভীষণপ্রকৃতিক নর্ম্মান লোক সকল অত্যল্পকাল মধ্যেই বিবিধ সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া ক্রমে সভ্য পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিল। এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজা হইবার পূর্ব্বে ঐ নর্ম্মাণ্ডির রাজ সভাতেই থাকিতেন; সুতরাং নর্ম্মানদিগের রীতি চরিত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি জন্মিয়াছিল। অতএব যখন তিনি লোকান্তর গমন করেন, তখন নর্ম্মাণ্ডির ডিউক উইলিয়মকেই আপন রাজ্যাধিকার প্রদান করিবার মানস প্রকাশ করিয়া যান। কিন্তু স্যাক্সনেরা নর্ম্মানদিগের অতিশয় দ্বেষ করিত। তাহাদিগের এমত ইচ্ছা ছিল না যে, নর্ম্মানজাতীয় কোন ব্যক্তি তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। সুতরাং যখন মৃত রাজার শ্যালক 'হারল্ড' আপনি রাজা হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন স্যাক্সনেরা সকলেই মহাতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। ইতঃপূর্ব্বে হারল্ড একদা নর্ম্মাণ্ডিতে পর্য্যটনচ্ছলে গিয়াছিলেন। তখন উইলিয়ম তাঁহাকে আপনার দেশে পাইয়া সাতিশয় ধূর্ত্ততাচরণ দ্বারা এইরূপ শপথ করাইয়া লয়েন যে, তিনি উইলিয়মের রাজ্যাধিকারে প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। এক্ষণে সেই হারল্ড আপনি রাজাসন গ্রহণ করাতে নর্ম্মাণ্ডির ডিউক তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া রোমনগরীয় ধর্ম্মশাস্তা পোপের নিকটে অভিযোগ করিলেন। পোপ

---

* চার্লস্ দি সিম্পল অর্থাৎ নির্ব্বোধ চার্লস।

ভাবিলেন, "স্বাধীনস্বভাব সাক্সনেরা আমাকে তাহাদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে দেয় না; অতএব উইলিয়মের জয় হইলে আমারও আধিপত্য বৃদ্ধি হইবে।" তিনি ইংলণ্ড অধিকার করিবার নিমিত্ত উইলিয়মের প্রতি অনুমতি প্রদান করিলেন, আর হারল্ডকে ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া অভিশপ্ত করিলেন। উইলিয়ম ইউরোপের যাবতীয় যোদ্ধৃবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লাগিলেন। অসভ্যদেশ মাত্রেই সংগ্রাম কামনার বাহুল্য থাকে, * সুতরাং অসভ্য দেশে অনন্যকর্ম্মা কেবল যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ যত লোক পাওয়া যায়, সভ্য-দেশে কখনই তত পাওয়া যায় না। উইলিয়মের রণ-পতাকা উড্ডীন হইবামাত্র শত শত সুবিখ্যাত যুদ্ধবীর চতুর্দ্দিক হইতে আগমন করিতে লাগিলেন।

এখানে হারলডের সোদর টষ্টি, আপনি রাজা হইবেন এই অভিপ্রায়ে নরও-য়ের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ সমূহ সৈন্য সমভি-ব্যাহারে আসিয়া রাজ্যের উত্তর ভাগ আক্রমণ করিলেন। হারলড কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। নরওয়ের সৈন্যগণ তৎ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত, পরাভূত এবং সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইল; কিন্তু এই অবকাশেই, উইলিয়ম সসৈন্যে 'সসেক্স' † প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইবার সময়ে ভূমিতে পড়িয়া যান। এই অমঙ্গল চিহ্নদর্শনে তাঁহার সৈন্যগণের ভয় সঞ্চারের উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার একজন প্রত্যুৎপন্নমতি পারিষদ রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি বড় সৌভাগ্যশালী পুরুষ; দেখুন এই দেশে পদার্পণ করিবা-মাত্র ইহার মৃত্তিকা আপনার হস্তগত হইয়াছে।' এই কথা বলিবামাত্র আর কেহ অমঙ্গল শঙ্কা করিল না। সকলেরই দৃঢ়প্রতীতি হইল যে, অচিরাৎ ইংলণ্ড-দেশ তাহাদের করকবলিত হইবে।

উইলিয়মের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র হারলড তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে দক্ষিণাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। ১০৬৬ খৃঃ অব্দের ১৪ই অক্টোবর হেষ্টিংস ‡ নামক নগরের সন্নিধানে উভয় প্রতিপক্ষ সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সাক্সনেরা যেমন সাহস, স্থৈর্য্য, বিক্রম এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল যদি তাহাদিগের

* প্রকৃতদর্শীর চক্ষে এই বিষয়ে ইউরোপ অদ্যাপি অসভ্য।

† কেণ্ট প্রদেশের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রধান নগরের নাম চিচেষ্টর।

‡ লণ্ডন নগরের অগ্নিকোণে সমুদ্রকূলে অবস্থিত।

তাদৃশ যুদ্ধকৌশল থাকিত তাহা হইলে উইলিয়মের জয় হইত না। আর হারলড, জীবিত থাকিলেও বোধ হয়, ঐ এক যুদ্ধেই ইংলণ্ড একেবারে উইলিয়মের পদাবনত হইত না। কিন্তু যেরূপ ঘটিল, তাহাতে ঐ হেষ্টিংসের যুদ্ধেই সাক্সনদিগের স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ইহার পরে যখন নর্ম্মাণ্ডির সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক, রহিত হইয়া গেল, যখন নর্ম্মান এবং সাক্সন এইরূপ জাতিভেদ আর রহিল না, তখন সতেজা, সচেতা ও তীক্ষ্ণধী নর্ম্মানদিগের গুণে, সাক্সনদিগের দৃঢ়তা, সাহসিকতা এবং স্বতন্ত্রপরায়ণতা সংযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান ইংরাজদিগের জাতীয় গুণ সমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[বিজেতা উইলিয়ম—সৈনিকভূম্যাধিকার প্রণালী—উইলিয়ম রক্তকেশ—ক্রূসেড্—রবর্ট—হনরীসুপণ্ডিত—ষ্টেফেন—হনরীপ্লাণ্টাগেনেট—পোপের' প্রাদুর্ভাব—রিচার্ড' সিংহমনা—ভূমিশূন্যজন—প্রকৃত ইংরাজ জাতির উৎপত্তি।]

সাক্সন্ এবং নর্ম্মান এই দুই জাতির মধ্যে যেরূপ পরস্পর দৃঢ়তর বিদ্বেষ ছিল তাহাতে যে, উইলিয়ম নিরুপদ্রবে ইংলণ্ড অধিকার করিতে পাইবেন তাহার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বস্তুতঃ সাক্সনেরা যাহাতে স্বাধীন হইতে পারে পুনঃ পুনঃ এরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা যেমন পূর্ব্বে সমুদায় ডেন্‌জাতীয় লোককে নষ্ট করিয়াছিল, সেইরূপ সকল নর্ম্মান লোককেও হত্যা করিবার নিমিত্ত এক্ষণে পরামর্শ করিল। কিন্তু তাহাদিগের ঐ দুর্মন্ত্রণা সফল হইল না, এবং উহা প্রকাশ হওয়াতে উইলিয়ম, সাক্সনদিগের প্রতি অনেকানেক সুকঠিন নিয়ম, প্রচারিত করিলেন। প্রথমতঃ তিনি ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারে এক নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। তদ্দ্বারা দেশের সকল ভূমিসম্পত্তি রাজার নিজস্ব হইল। রাজা ঐ সমস্ত ভূমির কিয়দংশ খাসে রাখিলেন। অপর সমুদায় ভাগ সৈন্য সংখ্যার অনুসারে বিভাগ করিয়া আপন সেনাপতিদিগকে অর্পন করিলেন। সেনাপতিগণ ঐ ভূমি সম্পত্তি গ্রহণকালে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহারা রাজার অধীন হইয়া থাকিবেন, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহ এবং পাদাত সৈন্য লইয়া তাঁহার সহকারিতা করিবেন। এইরূপ করাতে প্রায় সাক্সন্ মাত্রেই ভূম্যধিকার বর্জ্জিত হইল। প্রধান প্রধান নর্ম্মান যোদ্ধৃপতিগণ স্ব স্ব অধিকারে এক একটী উপদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে

স্বাধীন হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। উহাঁরা পরস্পর বিবাদ করিতেন, প্রজাবর্গের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করিতেন, এবং অপরাপর ব্যক্তিকেও ভূম্যধিকারের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিয়া আপনারা রাজার নিকট যেরূপ নিয়মে বদ্ধ, ঐ সকল ব্যক্তিকেও তদ্রূপে বদ্ধ করিতেন। ফলতঃ কোন জাতি বিজিত জনপদ মধ্যে বাস করিবার প্রয়াস পাইলেই প্রায় এইরূপ ভূম্যধিকারের নিয়ম প্রচলিত করিয়া থাকে। উইলিয়ম তাহাই করিয়াছিলেন এবং এই নিয়ম তৎকালে ইউরোপের সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইতেছিল *। কিন্তু ইহা ব্যতিরিক্ত তিনি আরও কতিপয় কঠিন নিয়ম সংস্থাপিত করেন। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে নগরে নগরে ঘণ্টার ধ্বনি হইত। সেই ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ মাত্র সকল প্রজাকেই স্ব স্ব গৃহের অগ্নি নির্ব্বাণ বা আচ্ছাদিত করিয়া অন্ধকারে থাকিতে হইত। যদি কোন নর্ম্মান কোথাও নিহত হইত তবে যে পল্লীতে তাহার শব পাওয়া যাইত, সেই পল্লীর সকল লোকে তাহার নিমিত্ত দায়ী হইত; এবং হত্যাকারীকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে না পারিলে সকলেরই বিলক্ষণরূপ অর্থদণ্ড হইত। উইলিয়ম আর এক নিয়ম করেন যে, রাজানুজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহই মৃগয়া করিতে পারিবেন না। এই রূপ নানা প্রকার রাজপক্ষপাতী ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়াতে সাক্সনেরা অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু উইলিয়ম, বিজেতা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে অস্ত্রবলে হেষ্টিংসের যুদ্ধ জয় হইয়াছিল তাহারই বলে তাঁহার রাজ্য রক্ষিত হইল।

উইলিয়ম এমন সৌভাগ্যশালী, বুদ্ধিমান্ এবং প্রতাপান্বিত হইয়াও আপনার গৃহে সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রবার্ট অবাধ্য এবং উদ্ধতস্বভাব ছিল। উইলিয়ম তাহার প্রতি নর্ম্মাণ্ডি শাসনের ভারার্পণ করিয়া ইংলণ্ডে আইসেন। কিন্তু রবার্ট স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহ উত্থাপন করে। ইহাতে পিতাপুত্রে সংগ্রাম হয়। তৎকালে অশ্বারোহ প্রধান প্রধান যোদ্ধৃ কুলীনগণ † আপনাদিগের সমুদায় শরীর লৌহবর্ম্মে আবৃত করিত।

* এতদ্দেশে পঞ্জাবরাজ রণজিৎ সিংহ অধীনস্থ সরর্দ্দারদিগের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম করিতেন। পাঠানেরাও হিন্দুস্থান জয় করিয়া কোথাও উক্তরূপ ভূম্যধিকার প্রণালী সংস্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছিল।

† ইংরাজীতে ইহাদিগকে নাইট বলে। এক্ষণে বিশিষ্ট গুণশালী ব্যক্তি মাত্রেই রাজার স্থানে নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাঁহাদিগের নামের পূর্ব্বে 'সার' এই গৌরবসূচক শব্দ লিখিত হয়। যথা, সার রাজা রাধাকান্ত দেব।

রবার্ট এবং উইলিয়ম উভয়েই ঐরূপ বর্ম্ম ধারণ করিয়া পরস্পর দ্বৈরথ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুত্র পিতার প্রতি আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অশ্বচ্যুত করে। পরে নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে তাঁহার শিরশ্ছেদনের উদ্যম করিলে উনিই যে তাঁহার পিতা এই পরিচয় প্রাপ্ত হয়। রবার্ট তৎক্ষণাৎ অনুতাপযুক্ত হইয়া পিতার পাদমূলে নিপতিত হইল এবং অতি করুণবচনে তাঁহার স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ইহার কিয়ৎকাল পরে বিজেতা উইলিয়মের মৃত্যু হইল এবং তাঁহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য নর্ম্মাণ্ডি জ্যেষ্ঠ পুত্র রবার্টের এবং স্বোপার্জিত ইংলণ্ড রাজ্য মধ্যম পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়মের ভাগধেয় হইল। তৃতীয় পুত্র হনরী যথেষ্ট সুবর্ণ মুদ্রা পাইয়াই তুষ্ট রহিলেন। দ্বিতীয় উইলিয়মের কেশ রক্তবর্ণ ছিল; এই জন্য ইতিহাসে ইহাঁকে 'রক্তকেশ' উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। রবার্ট কেবল নর্ম্মাণ্ডি পাইয়া তুষ্ট রহিলেন না। আর কূটবুদ্ধি উইলিয়ম রক্তকেশ ও মনে করিলেন যে, রবার্ট অতি নির্ব্বোধ, অতএব তাহার হস্ত হইতে নর্ম্মাণ্ডির অধিকার গ্রহণ করা নিতান্ত কঠিন হইবে না। উভয়ের মন এইরূপ হওয়াতে পরস্পর বিবাদের সূত্র সহজেই উপস্থিত হইল। উভয় ভ্রাতৃ সৈন্যে অনেক যুদ্ধ হইল এবং দিন দিন উইলিয়মেরই বিজয় হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এমত সময়ে সমুদায় ইউরোপখণ্ডে একটী অতি তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইল। রোম সাম্রাজ্য নাশের হেতুভূত নানা অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে তুরষ্ক জাতীয়েরা অতি প্রধান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। তাহারা আল্টাই * পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে আগমন করত তত্তদ্দেশ প্রচলিত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সমুদায় আসিয়িক তুরষ্ক অধিকার করিয়া লয়। যাহারা কোন নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগের যেমন উৎসাহ হয়, যাহারা পুরুষানুক্রমে সেই ধর্ম্মের শাসন মানিয়া আসিতেছে তাহাদিগের তত উৎসাহ হয় না। নব মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী তুরষ্কেরা জুডিয়া দেশ জয় করিয়া তথাকার খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রিকদিগের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। পীটর নামক একজন সন্ন্যাসী জুডিয়া প্রদেশস্থিত খ্রীষ্টের সমাধিস্থান প্রভৃতি তীর্থদর্শন করিয়া ইউরোপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তুরষ্কদিগের ঐ সকল অত্যাচারের বিবরণ

* তাতার দেশের উত্তরসীমাবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী।

ব্যক্ত করিয়া দিলেন। বিধর্ম্মীদিগের হস্ত হইতে আপনাদিগের তীর্থস্থান মুক্ত করিতে কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ জাতির সম্যক্ ইচ্ছা না হয়? বিশেষতঃ পোপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'জগদীশ্বর স্বয়ং এই যুদ্ধের প্রবর্ত্তক—অতএব এই ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং পরিণামে স্বর্গ সুখলাভেরও উপায় হইবে।' ইউরোপখণ্ড তখন অনন্যকর্ম্মা সংগ্রামলোলুপ যুদ্ধবীরে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাতে আবার ধর্ম্মশাস্তার এই প্ররোচনাদেশ হইল; অতএব অতি অল্পকাল মধ্যেই সহস্র সহস্র যোদ্ধা নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া কতক পাদচারে, কতক পোতারোহণে জুডিয়া প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। এই জৈত্র যাত্রাকে 'ক্রুসেড' * বলে।

নর্ম্মাণ্ডির ডিউক রবার্ট, যেরূপ অপরিণামদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত এবং রণোন্মত্ত ছিলেন, তাহাতে তিনি যে সর্ব্ব প্রথমেই ক্রুসেডে গমন করিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইবেন তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে। কিন্তু তেমন দূরদেশে যাইতে হইলে সমধিক অর্থ সম্বলের প্রয়োজন হয়। অমিতব্যয়ী রবার্টের কিছুমাত্র ধনসম্পত্তি ছিল না। তিনি দেশের রাজাছিলেন বটে, কিন্তু কখন কখন তাঁহার এমন দশা উপস্থিত হইত যে, ভৃত্যেরা এক একজন করিয়া রাত্রিকালে তাঁহার সকল পরিধেয়গুলি চুরি করিয়া লইত; প্রাতঃকালে পরিধান করিয়া শয্যা হইতে বাহির হন এমত বস্ত্র খণ্ডও তাঁহার থাকিত না! সুতরাং রবার্টের অর্থ প্রয়োজন হওয়াতে তিনি ইংলণ্ডপতি উইলিয়মের নিকট আপন অধিকার সমস্ত বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ করিলেন। উইলিয়ম, ইংলণ্ড এবং নর্ম্মাণ্ড উভয় দেশেই রাজ্য করিতে লাগিলেন। একদা উইলিয়ম মৃগয়া করিতেছেন এমত সময়ে 'ওয়াট টিরেল' নামক এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত শর দৈবাধীন কোন বৃক্ষে লাগিয়া প্রতিহত হইয়া একেবারে রাজার হৃদয় বিদীর্ণ করিল। কেহ কেহ বলেন যে, 'ওয়াট টিরেল' বুদ্ধিপূর্ব্বকই এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন—উহা দৈবাধীন হয় নাই।

যাহাহউক, উইলিয়মের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র তাঁহার অনুজ 'হনরী' রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি তৎকালপরিজ্ঞাত বিবিধ বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই হেতু লোকে তাঁহাকে 'সুপণ্ডিত' উপাধি

---

* যোদ্ধৃগণ স্ব স্ব অঙ্গাবরণে ক্রুসের (+) চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া জৈত্রযাত্রার ঐ নাম হইয়াছিল।

প্রদান করিয়াছিল। ইনি আপন পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় সাক্সন প্রজাবর্গের উৎপীড়ন না করিয়া যাহাতে উহারা সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করে এমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ নর্ম্মাণ্ডির ডিউক 'রবার্ট' জুডিয়া হইতে প্রত্যাগমন করত নিজ রাজ্যের অধিকার গ্রহণ করিলে পর ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গের প্রতিই ইহাঁর বিশিষ্ট স্নেহ এবং সদ্ভাব হইল। ইনি সাক্সনদিগের পূর্ব্ব রাজবংশীয়া মাটিল্ডা নাম্নী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে সাক্সনেরা আর আপনাদিগকে পরকীয় রাজার অধীন বলিয়া ভাবিল না—অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া হনরীর সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল। হনরী ঐ সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রবার্টের প্রতি যুদ্ধোদ্যম করিলেন। প্রথম উদ্যমে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। দ্বিতীয় উদ্যমে আর সন্ধি হইল না। রবার্ট যুদ্ধে ধৃত হইয়া ইংলণ্ডের কোন দুর্গ মধ্যে যাবজ্জীবন নিরুদ্ধ রহিলেন। হনরী সমুদায় নর্ম্মাণ্ডি এবং ইংলণ্ডের উপর একাধিপত্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তিনি শেষ দশায় অত্যন্ত মনোবেদনা পাইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সমুদ্রমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে, আপনি একদা অতি ভোজন দ্বারা পীড়াগ্রস্থ হইয়া পরলোক গমন করেন। হনরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভাগিনেয় 'ষ্টেফেন' রাজাসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের অন্তর্গত 'আঞ্জু' প্রদেশের অধিপতি হনরী নামা মৃত মহীপতির দৌহিত্রও সেই সময়ে মাতামহের সিংহাসন গ্রহণার্থে যত্নবান হয়েন। উভয় পক্ষে অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে প্রতিদ্বন্দীদিগের মধ্যে সন্ধিবন্ধন হইয়া এই নিয়মাবধারণ হইল যে, হনরী এক্ষণে যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিবেন; কিন্তু বয়োধিক ষ্টেফেনের মৃত্যু হইলে তিনিই রাজাসন পাইবেন। ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টেফেনের মৃত্যু হইল এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে হনরী ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। ইনিই 'প্লাণ্টাগেনেট' * বংশের প্রবর্ত্তক। অতএব ইহাঁকে 'হনরীপ্লাণ্টাগেনেট,' পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হনরী বলা গিয়া থাকে। তৎকালে হনরীর তুল্য প্রতাপশালী মহীপাল আর কেহই ইউরোপে ছিলেন না। ইংলণ্ড এবং নর্ম্মাণ্ডী তাঁহার মাতামহ রাজ্য, আঞ্জু পৈতৃক অধিকার, এবং ফ্রান্সের আরও অনেকানেক প্রদেশ বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার অধিকৃত হয়। এই

* হনরীর পিতা বৃক্ষবিশেষের পত্র দ্বারা আপন শিরস্ত্রাণ শোভিত করিতেন বলিয়া তিনিই প্রথমে এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

সকল ব্যতিরিক্ত তিনি অস্ত্রবলে 'আয়র্লণ্ড' দ্বীপ জয় করেন; 'স্কটলণ্ডের' রাজাকে বন্দী করিয়া আনিয়া অধীনতা স্বীকার করান, এবং ওয়েলসের অধিপতির স্থানে নিয়মিতরূপ কর লয়েন। কিন্তু এমত প্রতাপশালী হইয়াও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

বিজেতা উইলিয়মের ইংলণ্ডে আগমন হওয়া অবধি ধর্ম্মশাস্তা পোপ তদ্দেশে আপন আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছিলেন। তখন ইউরোপের সর্ব্বত্রই যাজকদিগের সমূহ ভূম্যধিকার ছিল। ঐ ভূম্যধিকার রাজদত্ত, সুতরাং তজ্জন্য যাজকবর্গকে রাজার অধীন থাকিতে হইত। কিন্তু যাজকেরা ক্রমে ক্রমে রাজশক্তির উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনারা যে, কেবল ধর্ম্মশাস্তা পোপেরই অধীন, এইভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা ইহাও বলিয়া উঠিলেন যে, আমাদিগের উপর রাজার কোন শক্তিই নাই। যদি কোন যাজক কোন দুষ্কর্ম্ম করে, রাজা তাহার শাসন করিতে পারিবেন না। ফলতঃ যাজক সম্বন্ধীয় কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন প্রকার মোকদ্দমাতেই রাজার কোন হাত নাই—সেই সকল মোকদ্দমা পোপের নিযুক্ত বিচারপতিদিগের নিকটেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। হন্‌রী দেখিলেন যে, এরূপ হইলে পোপই তাঁহার রাজ্যের রাজা হইয়া উঠেন। অতএব যাহাতে ইহা না হইতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা এবং চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'বেকেট' নামা সামান্য-বংশোদ্ভব কিন্তু অতি বিচক্ষণ এবং প্রগাঢ় বিদ্যাবান কোন ব্যক্তি রাজার পক্ষ হইয়া, এই বিষয়ে অনেক তর্ক করিয়াছিলেন। হন্‌রী তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া কাণ্টরবুরীর আর্চ বিশপের * পদ শূন্য হইলে বেকেট্‌কে সেই পদে অধিরূঢ় করিলেন। কিন্তু বেকেট্ স্বয়ং ইংলণ্ডের প্রধান যাজক হইয়া আর পূর্ব্বরূপ রহিলেন না। পূর্ব্বে রাজার তোষামোদ এবং বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইতেন। এক্ষণে একেবারে ধার্ম্মিক চূড়ামণি ও পরম তপস্বী হইয়া বসিলেন। তাঁহার পদ পরিবর্ত্ত হওয়াতে মতিরও পরিবর্ত্ত হইল। তিনিও বলিয়া বসিলেন, যাজকদিগের বিচারে রাজার কোন হাতই নাই। হন্‌রী বেকেটের এইরূপ অন্যায়াচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং কথায় কথায়

---

* ইংলণ্ডের যাজকশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চপদ প্রাপ্ত ব্যক্তি আর্চবিশপ উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের আর্চবিশপ দুইজন, একজন ইয়র্ক নগরে, অপর ব্যক্তি কেণ্টপ্রদেশীয় প্রধান নগর কাণ্টরবুরীতে অবস্থিতি করেন। এতদুভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর।

এক দিন বলিয়া ফেলিলেন 'আমি কি হতভাগ্য! আমার এমন একটীও আত্মীয় ব্যক্তি নাই যে, এই পাজি যাজকের হাত হইতে আমাকে মুক্ত করে'। প্রভুদিগের কখন কাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নয়। সহজেই লোকে তাঁহাদের মন বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে চাহে, আবার যদি তাঁহারা কাহারও প্রতি স্পষ্টরূপে আন্তরিক বৈরক্তি প্রকাশ করেন, তবে সেই ব্যক্তির রক্ষা হওয়া ভার। হনরীর পারিষদ চারি জন তাঁহার প্রমুখাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত কথা শ্রবণমাত্র আর কালবিলম্ব না করিয়া কাণ্টরবুরী নগরে আগমন করত বেকেটকে হত্যা করিয়া ফেলিল। বেকেট্ পরম ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন; অতএব তাঁহার হত্যায় দেশের অমঙ্গল শঙ্কা করিয়া সকল লোকে হাহাকার করিতে লাগিল। বেকেট সাধুমধ্যে * পরিগণিত হইয়া 'সেণ্ট টমাস' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং হনরীকে তাঁহার বধের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। তিনি রাজধানী লণ্ডন নগর হইতে অনাবৃত পদে কাণ্টরবুরী নগর পর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং সেণ্ট টমাসের মঠধারী সন্ন্যাসিগণ তাঁহার পৃষ্ঠে অশীতিবার বেত্রাঘাত করিল। হন্‌রী যত দিন এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াছিলেন, তাবৎকাল ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গ মহাশঙ্কান্বিত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মশাস্তা পোপ, মহারাজকে অভিশপ্ত করিবেন, এই ভয় দেখাইয়া রাখিয়াছিলেন।

হন্‌রীর আর এক মহা অসুখের কারণ তাঁহার রাজ্ঞীর ও তদ্গর্ভজাত সন্তানদিগের দুর্ব্বৃত্ততা। ইহাঁর পুত্রেরা প্রথমে পরস্পর বিবাদ করিয়া পরিশেষে পিতার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করে। সেই দুঃখে, বিশেষতঃ প্রিয়পুত্র 'ষন'ও সেই বিদ্রোহে মিলিত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া হন্‌রী অত্যন্ত মনোবেদনায় অত্যল্প কাল মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় হনরীর চারিপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দুইজন পিতৃবর্ত্তমানেই লোকান্তরগত হন। অবশিষ্ট দুইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'রিচার্ড' পিতৃ সিংহাসন অধিকার করিলেন। রিচার্ড অত্যন্ত বলবান, বিক্রমশালী, এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন। তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে 'সিংহমনা' উপাধি প্রদান করিয়াছিল। ইহাঁর প্রধান

* অতি ধর্ম্মশীল কোন ব্যক্তির তিরোভাব হইলে রোমান কাথলিক যাজকেরা তাঁহাকে সেণ্ট অর্থাৎ সাধু উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা স্বজাতীয় তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে পীর বলিয়া সম্মান করেন।

কীর্ত্তি সহস্র য়িহুদীয় * লোকের প্রাণ বধ করা এবং ক্রূসেডে গমন করিয়া তাৎকালিক মুসলমান মহীপতি "সালে উদ্দীনের" সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করা †। অনন্তর জুডিয়া হইতে স্থলপথে প্রত্যাগমন কালে ইনি অষ্ট্রিয়ার ডিউক ‡ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হয়েন এবং পরে তাঁহার প্রজাগণ নিষ্ক্রয়স্বরূপে যথেষ্ট অর্থদান করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনে। রিচার্ড স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া স্বল্পকাল মধ্যেই ফরাশিদেশে সামান্য একটী যুদ্ধে নিহত হন।

রিচার্ডের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'যন' সিংহাসনারোহন করিলেন। যন অতিশয় মূর্খ এবং দুষ্টস্বভাব ছিল। ফ্রান্সের রাজা 'ফিলিপ,' § যনের অক্ষমতা দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন যে, এই সুযোগে ফ্রান্সের মধ্যে ইংলণ্ডাধিপের যত অধিকার আছে, সমুদায় আপনার হস্তগত করিবেন। এই পরামর্শ করিয়া তিনি যনের ভ্রাতুষ্পুত্র 'আর্থরকে' ইংলণ্ডের যথার্থ রাজা বলিয়া স্বীকার করত নর্ম্মাণ্ডি প্রভৃতি তাবৎ দেশ আক্রমন করিয়া আপন অধিকারসম্ভূক্ত করিলেন। প্রজাগণ যনকে 'ভূমিশূন্য' এই উপাধি প্রদান করিয়াছিল। ফলতঃ ফ্রান্সে 'যনের' অতি অল্প মাত্র স্থানই অধিকৃত রহিল। কিন্তু তিনি 'আর্থরকে' রণবন্দী করিতে পারিয়া ঐ শিশুর প্রাণবধ করিলেন।

যনের বিবিধ অত্যাচারে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারিগণ উত্ত্যক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে 'মাগ্নাচার্টা' নামক প্রসিদ্ধ আধিকৃতিক পত্রীতে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। ¶ এই মাগ্নাচার্টা ইংরাজদিগের মহামান্য ব্যবস্থা। ইহা দ্বারা প্রজামাত্রের স্বাধীনতা নির্দ্দিষ্ট হইল,—রাজা সাধারণী সভার অনভিমতে প্রজাদিগের স্থানে কর সংগ্রহ করিতে পারিবেন না ইহাও নিরূপিত হইল,—আর অনেক লোকে অনেক

* য়িহুদীয়েরা খৃষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নষ্ট করে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা অনেকে ধনশালী হয়, এই দুই কারণে স্বধর্ম্মপরায়ণ ও ধনলোলুপ পূর্ব্বতন খৃষ্টানেরা তজ্জাতীয় লোকের-প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ করিত।

† ভারতবর্ষে এইটি পৃথ্বীরাজ এবং মহম্মদ ঘোরির সময়।

‡ অষ্ট্রিয়াদেশ পূর্ব্বে এক্ষণকার ন্যায় প্রবল ছিল না—বর্ত্তমান হাপ্সবর্গ বংশীয় রাজারা ইহাকে সাম্রাজ্য করিয়া তুলিয়াছেন এবং আপনারাও সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

§ ইনি অতিশয় বিচক্ষণ সদাশয় এবং প্রতাপান্বিত হইয়া অগষ্টস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

¶ ভারতবর্ষের সম্রাট আলতমাসের সময়।

প্রকার বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। ফলতঃ এই মহতী আধিকৃতিক পত্রী প্রস্তুত করা—ইহাকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করা—এবং ইহার পরিপক্কতা সম্পাদন করাই * যে, ইংরাজ জাতির চিরস্মরণীয় অদ্বিতীয় কীর্ত্তি, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

যন মুর্খতা করিয়া পোপের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতে পোপ তাহার রাজ্য, ফ্রান্সরাজ ফিলিপকে অর্পণ করেন। যন তাহাতে ভীত হইয়া পুনর্ব্বার পোপের শরণাপন্ন হইল এবং বর্ষে বর্ষে তাঁহার নিকট কর প্রদান করিতে স্বীকার করিল। তদনন্তর পোপ তাহাকে নির্ভয় করিলেন এবং ফিলিপকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন। যন এইরূপ নীচতা এবং দুষ্টতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র তৃতীয় হন্‌রী সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি সুশীল এবং ধর্ম্মকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর মন নিতান্ত নিস্তেজ ছিল। ইনি কাহারও পরামর্শ ব্যতিরেকে স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কোন কর্ম্মই করিতে পারিতেন না। প্রথমে তাঁহার ভগিনীপতি আর্ল অব্ পেম্ব্রোক নামা একজন প্রধান ভূম্যধিকারী সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যত দিন ইনি জীবিত ছিলেন তত দিন রাজ্যপালন নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু পেম্ব্রোকের পর অনেকে হনরীর পরামর্শী হইতে লাগিল। কেহ বা ভূম্যধিকারীদিগের সম্পত্তির প্রতি লোভ করাতে তাহাদিগের বিষ নয়নে পড়িল, কেহ বা ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হওয়াতে লোকের নিকট ধিক্কার প্রাপ্ত হইল, আর কেহ বা নিজ আত্মীয়বর্গের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া রাজকর্ম্মের বিতরণ আরম্ভ করাতে রাজকর্ম্মচারীদিগের মনে অতি প্রবলতর ঈর্ষা জন্মাইতে লাগিল। এইরূপে রাজ্যশাসনের যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে পরিশেষে রাজার বিধবা-ভগিনী পরিণেতা মণ্টফোর্ড নামা ফ্রান্সদেশীয় ভূম্যধিকারী ইংলণ্ডে আগমন করিয়া লীশেষ্টর † নাম পরিগ্রহ করত রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। লীশেষ্টর কখন রাজপক্ষ হইয়া ভূম্যধিকারীবর্গের দমন করিতে লাগিলেন—কখন বা ভূম্যধিকারী-

* ইংলণ্ডের রাজগণ অন্যূন ১৮ বার এই আধিকৃতিক পত্রী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

† ভূম্যধিকারীবর্গের প্রচলিত নাম তাঁহাদিগের অধিকারের নামানুসারে হইয়া থাকে।

বর্গের পক্ষতাবলম্বন করিয়া রাজশক্তি হরণ করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সাধারণ প্রজাবর্গের সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে রাজশক্তির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিতে থাকিলেন। লীশেষ্টরের যত্নেই ইংলণ্ডে 'হৌস অব কমন্স' নামক সভার প্রথম সৃষ্টি হয় (১২৬৫ খৃঃ) *। ইহার পূর্ব্বে কেবল প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী এবং যাজকবর্গ সাধারণী সভাস্থলে অবস্থান প্রাপ্ত হইতেন। এক্ষণে নাগরিক ও পল্লীগ্রামনিবাসী প্রজারাও "পার্লিয়ামেণ্ট" সভাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল।

লীশেষ্টরের যত্নেই এই মহৎকার্য্য সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু এত করিয়াও তিনি সকলের প্রিয় হইতে পারেন নাই। তিনি যে, তাহাদিগের রাজা ও রাজপুত্রকে বন্দীপ্রায় করিয়া রাখিয়াছিলেন, লোকে তাহাই দেখিল; তাঁহার দ্বারাই যে ভাবী মঙ্গল-গ্রাম দর্শনের প্রথম সোপান হয়, কেহই তাহা বিবেচনা করিল না। ফলতঃ সকল প্রধান লোকেরই এই এক মহৎ দুঃখ ভোগ করিতে হয় যে, তাঁহারা যাহাদিগের উপকারের নিমিত্ত যাবজ্জীবন চেষ্টা করেন, তাহারা প্রায়ই তাঁহাদিগের প্রতি বিরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কারণ মনুষ্যের কৃতঘ্নতা দোষ নহে। প্রধান ব্যক্তিরা স্বভাবতঃই দূরদর্শী হইয়া পরিণামে কিরূপে লোকের উপকার দর্শিবে, ইহাই চিন্তা করেন; অদূরদর্শী জনসাধারণ তাঁহাদের কার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে।

রাজপুত্র এড্‌ওয়ার্ড, পিতার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি কৌশলপূর্ব্বক একদা লীশেষ্টরের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ত্বরায় সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং সম্মুখ সংগ্রামে † লীশেষ্টরকে নিহত করিয়া পুনর্ব্বার পিতাকে সিংহাসন স্থাপনে করিলেন। ১২৭২ খৃঃ অব্দে তৃতীয় হনরীর মৃত্যু হয়। সেই অবধি দিন দিন ইংলণ্ডের প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। নর্ম্মান্ এবং সাক্‌সন্ বলিয়া পূর্ব্বে প্রজায় প্রজায় যেরূপ বিদ্বেষভাব ছিল, তাহা প্রায় সকলই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ইংরাজেরা প্রবলতর হইয়া অপরাপর জাতির প্রতি বল প্রকাশের উপক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন।

* ভারতবর্ষের সম্রাট বলবনের সময়

† এভ্‌সামের যুদ্ধে।

তৃতীয় অধ্যায়।

[নৰ্ম্মান্ ও সাক্‌সনদিগের সম্মিলন—রোমানকাথলিক ধর্ম্মের প্রভাব—
এড্‌ওয়ার্ড প্রথম বা দীর্ঘবাহু—স্কটলণ্ড আক্রমণ—ওয়ালেস্—ব্রুস্—
দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ড—তৃতীয় এডওয়ার্ড—
ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ—ব্লাক্‌প্রিন্স।]

পূর্ব্বে দুই অধ্যায়ে বর্ত্তমান ইংরাজজাতির উৎপত্তির বিবরণ কথিত হইয়াছে। সাক্সন এবং নর্ম্মানদিগের পরস্পর সম্মিলনেই প্রকৃত ইংরাজজাতির উৎপত্তি হয়। সেই সম্মিলনের প্রধান কারণ এই যে, ঐ দুই জাতির বাস্তবিক মূল ভিন্ন ছিল না। উভয়েই টিউটন্ জাতীয় লোক ছিল; সুতরাং তাহাদিগের আদিম ভাষা, আদিম ধর্ম্ম এবং আদিম রীতি, নীতি একপ্রকার হওয়াতে, উহারা সহজেই মিলিত হইতে পারিল। কিন্তু উক্ত জাতিদ্বয়ের একীকরণ যে অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, তাহার আরও একটী কারণ ছিল। তাহা এই যে, ইংলণ্ডের রাজারা অতি অল্পকাল মধ্যেই পৈতৃক অধিকারচ্যুত হইয়া কেবল ইংলণ্ডকেই সার করিয়া থাকিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের এবং তজ্জাতীয় কুলীন ভূম্যধিকারিগণের সন্তান সন্ততি ইংলণ্ডে জাত, শিক্ষিত, এবং সাকসন অনুচর ও সহচরবর্গ পরিবেষ্টিত হওয়াতে অতি শীঘ্রই সাকসনদিগের প্রতি ঘৃণা দ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া উঠিল।

এতদ্ব্যতিরিক্ত রোমানকাথলিক ধর্ম্ম-প্রণালীর একটী সুমহৎগুণ এই যে, ইহার শাসনাধীন প্রায়ই জাতিভেদ জনিত বিদ্বেষভাব অধিক প্রবল হইতে পারে না। রোমান কাথলিকদিগের মতে যাজক মাত্রেই অন্য সর্ব্বব্যবসায়ী লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং কোন ব্যক্তি যতই নীচবংশোদ্ভব হউন না কেন, তিনি যাজকের ব্যবসায় গ্রহণ করিলেই সকলের পূজনীয় হন। রোমান কাথলিক যাজকেরা এইরূপে কেবল ধর্ম্মজ্ঞানের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে অন্য সকল লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রবল হইতে দিতেন না। যজমানেরা সকলেই সমান, যাজক মাত্রেই তাহাদিগের মাননীয়, সেই আসুরিক কালে এই সংস্কার প্রবল করাই রোমান কাথলিক যাজকদিগের শুভ উদ্দেশ্য ছিল। *

* ভারতবর্ষের বৌদ্ধেরাও ঐরূপ কতক চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু এদেশের গাঢ়তর মৌলিক বর্ণ বিভেদ তাহাদিগের সেই চেষ্টাকে যথাপরিমাণে ফলবতী হইতে দেয় নাই।

যাহা হউক, প্রকৃত ইংরেজজাতি জন্মগ্রহণ মাত্রেই চতুর্দ্দিকে আপনার প্রাবল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড তাঁহার পিতার ন্যায় অক্ষম পুরুষ ছিলেন না। তিনি লীসেষ্টরকে নষ্ট করিয়া পিতাকে সিংহাসনাধিপতি করেন এবং আপনি ধর্ম্মযুদ্ধে নির্গত হইয়া জুডিয়া প্রদেশে যান। পিতার লোকান্তর গমন বার্ত্তা তথায় শ্রবণ করিয়া এডওয়ার্ড স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রথমেই ওয়েলস প্রদেশ জয় করিয়া আপনার রাজ্যসম্ভুক্ত করিলেন। রাজ্ঞী * এই যুদ্ধের পর ওয়েলস প্রদেশে অবস্থান করত এক নবকুমার প্রসব করেন, এই জন্য এডওয়ার্ড আপন পুত্রকে প্রিন্স অব ওয়েলস উপাধি প্রদান করেন এবং সেই অবধি ইংলণ্ডের যুবরাজ মাত্রেই ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। ওয়েলস জয় হইবার পর এডওয়ার্ড, স্কটলণ্ড দেশও নিজ অধিকারসম্ভুক্ত করিবার মানস করিলেন। † ঐ সময়ে স্কটলণ্ডের রাজাসন শূন্য ছিল, কে রাজাধিকারী হইবে তাহার নিশ্চয়তা হয় নাই। প্রতিদ্বন্দিগণ এডওয়ার্ডকে মধ্যস্থ মানিলে পর তিনি বলিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যে আমার নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে আমি তাহাকেই রাজ্য দিব। বেলিয়ল নামক এক ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু স্কটলণ্ডের প্রজাসমূহ আপনাদিগের জন্মভূমির অগৌরব সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা অত্যল্প কাল মধ্যেই বিদ্রোহ উত্থাপন করিল। এডওয়ার্ড সসৈন্যে গমন করত স্কটদিগকে দমন করিয়া আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। ইহার পর ফ্রান্সের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে তদ্দেশে গমন করিতে হইল। এই অবকাশে ওয়ালেস্ নামা সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা স্কটলণ্ডে আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে অতি অল্পমাত্র সহচর লইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রতি উদ্যমেই জয়লাভ

* এই রাজ্ঞীর নাম ইলিয়ানর ছিল। ইনি স্বামি-সমভিব্যাহারে জুডিয়া প্রদেশে গিয়াছিলেন এবং তথায় কোন মুসলমান এডওয়ার্ডের প্রাণ সংহারার্থ বিষাক্ত অস্ত্রদ্বারা তাঁহার শরীরে আঘাত করিলে, পতিব্রতা পত্নী নিজ জীবন প্রত্যাশা পরিহারপূর্ব্বক মুখদ্বারা ক্ষতভাগ চোষণ করিয়া স্বামীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহারও অমূল্য জীবনের কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

† ভারতবর্ষে এই সময় খিলিজি বংশীয় সম্রাটেরা দাক্ষিণাত্য অধিকার করিতেছিলেন।

হওয়াতে তাঁহার দল পুষ্ট হইতে লাগিল এবং এডওয়ার্ড ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া না আসিতে আসিতেই সমুদায় স্কটলণ্ড দেশ পুনর্ব্বার স্বাধীন হইয়া উঠিল। কিন্তু ইংলণ্ডরাজ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলে আর ওয়ালেসের প্রভুত্ব থাকিল না; স্কটদিগের সৈন্যগণ পরাভূত হইল। ওয়ালেস প্রথমতঃ ইতস্ততঃ পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কোন জঘন্যাধম ধনলুব্ধ বন্ধু কর্ত্তৃক এডওয়ার্ডের হস্তে সমর্পিত হইলে লণ্ডন নগরে আনীত ও বিদ্রোহী বলিয়া ঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। এই কার্য্যটী বীর প্রকৃতিক এডওয়ার্ডের নিতান্ত অযোগ্য হইয়াছিল।

কিন্তু আবার কিছুকাল পরে ব্রুস * নামা একজন বীর পুরুষ ওয়ালেসের পথাবলম্বী হইয়া নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধনার্থ পুনর্ব্বার যত্নবান হইলেন। এডওয়ার্ড তদ্দমনার্থ গমন করিয়া পথিমধ্যে লৌকিক লীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় এডওয়ার্ড রাজ্যাধিকারী হইয়া আপনার মূর্খতায় ব্রুসের নিকট † যুদ্ধে পরাভূত হইলেন এবং তাঁহার দুঃশীলা রাজ্ঞী ‡ ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূতঃ করতঃ রাজকার্য্যে অক্ষম বলিয়া বন্দীকৃত করিয়া রাখিল। পরিশেষে অবক্তব্য যন্ত্রণাসহকারে দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের প্রাণবধ হয়। ইহাঁর পুত্র তৃতীয় এড্ওয়ার্ড, পিতৃসত্ত্বেই রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যতদিন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন তাবৎকাল তাঁহার মাতা ও তদুপপতি 'মর্টিমর' নামক একজন ভূম্যধিকারী সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পরে এডওয়ার্ডের পক্ষীয় ভূম্যধিকারিগণ মর্টিমরকে নষ্ট করিয়া রাজমাতাকে কারানিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এডওয়ার্ড প্রথমেই স্কটলণ্ড আক্রমণ করেন। সম্মুখ সংগ্রামে তাঁহার জয় হইল। কিন্তু তিনি নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবামাত্র স্কটলণ্ডের প্রজাগণ পুনর্ব্বার স্বাধীনতা গ্রহণ করিল। এদিকে ফ্রান্সের রাজাসন শূন্য ¶ হওয়াতে এড্ওয়ার্ড বলিলেন যে, আমার মাতা ফ্রান্সরাজ দুহিতা; অতএব আমিই ফ্রান্সের রাজ্যাধিকারী

* আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল লর্ড এলগিন বাহাদুর এই মহানুভবের বংশসম্ভূত।

† বানকবর্ণের যুদ্ধ।

‡ ফ্রান্সরাজ চতুর্থ ফিলিপের দুহিতা ইসেবেলা।

¶ চতুর্থ চার্লসের মৃত্যুর পর।

হইব। কিন্তু ফরাসীদিগের দেশীয় ব্যবস্থানুসারে * স্ত্রীলোক মাত্রেরই রাজাসনে অধিকার ছিল না। ইংলণ্ডরাজ ঐ ব্যবস্থা মানিলেন না, কিন্তু ফরাসীরা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া 'ভালোয়া' বংশীয় 'ফিলিপ' † নামক প্রকৃত রাজ্যাধিকারী-কেই রাজাসন প্রদান করিল। এইরূপে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে বহুকালস্থায়ী বিবাদের প্রথম সূত্রপাত হয়। এডওয়ার্ড ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সরাজ্য আক্রমণ করিয়া 'ক্রেসী' নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট একদা তুমুল সংগ্রাম করেন। তাহাতে ত্রিংশৎ সহস্র ইংলণ্ডীয় সৈন্য কর্ত্তৃক লক্ষাধিক ফরাসী সেনা পরাভূত হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথমে কামানের ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জয় কামানের গুণে অথবা লৌহবর্ম্মধারী অশ্বারোহ ভূম্যধিকারী সৈনিকগণের বিশেষ বিক্রমে হয় নাই। অশ্বারোহ সৈন্য ফরাসী-দিগেরও যেমন সাহসিক, রণদক্ষ এবং বিক্রমশালী ছিল, ইংরাজদিগেরও তদ্রূপই ছিল। কিন্তু ফরাসী পাদাত সৈন্যে এবং ইংলণ্ডীয় পাদাত সৈন্যে অনেক প্রভেদ হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় সাধারণ প্রজাগণ আর তাহাদিগের ভূম্যধিকারিবর্গের 'নিতান্ত দাসস্বরূপ' ছিল না। উহারা স্বাধীনতার সুখভোগ করিয়া স্বদেশের হইয়াই যে যুদ্ধ করিতেছে এমত ভাবিতে লাগিল; সুতরাং প্রাণপণ করিয়া সংগ্রাম করিল। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের যুবরাজও বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। তিনি সচরাচর ঘোর তিমিরবর্ণ বর্ম্মধারণ করিতেন; এই হেতু সকলে তাঁহাকে ব্ল্যাক্‌প্রিন্স (কৃষ্ণকুমার) উপাধি প্রধান করিয়াছিল। যখন ফরাসি এবং ইংরাজ সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে এবং ব্ল্যাক্‌প্রিন্স সকলের অগ্র-বর্ত্তী সৈন্যচয় লইয়া সংগ্রাম করিতেছেন, তখন এক জন সৈনিক পুরুষ রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া 'মহারাজ! রাজকুমারের সাহায্যার্থে কিছু সৈন্য প্রেরণ করুন' এই বলিয়া ব্যগ্রতাপূর্ব্বক অনুরোধ করিলে রাজা বলিলেন 'কেন আমার পুত্র জীবিত আছে ত?' ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল 'হাঁ, তিনি কুশলে আছেন—কিন্তু সংগ্রাম অতিশয় ভয়ঙ্কর হইতেছে।' রাজা বলিলেন 'তবে আর অধিক সৈন্যের প্রয়োজন নাই, যুবরাজকে বল যে, তাঁহাকে এই যুদ্ধেই 'নাইট্' উপাধি গ্রহণের যোগ্যতা দর্শাইতে হইবে। 'ব্ল্যাক্‌প্রিন্স' বিনা সহায়-

* ইহাকে 'শালিক্‌ল' বলে।

† ইহাঁকে ষষ্ঠ ফিলিপ বলে এবং ইনি ৪র্থ চাল'সের খুল্লতাত পুত্র ছিলেন।

তাতেই যুদ্ধবিজয় করিলেন। এই যুদ্ধের পর এডওয়ার্ড কালিস * নগর অবরোধ করেন। নাগরিকেরা একাদশ মাস তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে। পরে যখন তাহারা নিতান্ত অক্ষম হইয়া তাঁহার নিকট শরণ প্রার্থনা করিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির প্রাণ-নাশ না করিলে আমি ক্ষান্ত হইব না।" মহাত্মা 'যুষ্টেস্‌ডি সেণ্ট পীয়র,' প্রথমেই নিজ জীবন দানপূর্ব্বক নাগরিকবর্গের নিষ্কৃতিসাধনে সম্মত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া আরও কতিপয় উদার চরিত ব্যক্তি স্ব স্ব গলদেশে শৃঙ্খল বন্ধনপূর্ব্বক এড্‌ওয়ার্ডের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এডওয়ার্ড উহাঁদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, এমত সময়ে রাজমহিষী 'ফিলিপা' স্বামীর পদাবনত হইয়া তাঁহার স্থানে ঐ ব্যক্তিদিগের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। রাজা সেই গুণবতী ধর্ম্মপত্নীর করুণপ্রার্থনায় অসম্মত হইতে পারিলেন না। নাগরিকদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং কালিস্ নগরে আপন সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া উহা আপন অধিকার সম্ভুক্ত করিলেন।

যে সময়ে ফ্রান্সে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল সেই কালে ফ্রান্সের মিত্র রাজা, স্কটলণ্ডের অধিপতি, উত্তরদিক্ হইতে ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী অবিলম্বে সসৈন্যে গমন করিয়া তাঁহাকে পরাভূত ও বন্দীকৃত করিয়া আনিলেন। এডওয়ার্ড ব্ল্যাক্‌প্রিন্সের হস্তে ফ্রান্সের যুদ্ধকার্য্য সমর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। এবং ইহার অত্যল্পকাল মধ্যে ফ্রান্সরাজ ফিলি-পের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা 'যন' তদ্দেশের সিংহাসনারোহণ করিলেন। যনের সহিত ব্ল্যাক্‌প্রিন্সের একটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। তাহাতেও অত্যল্প ইংরাজ-সৈন্য কর্ত্তৃক তাহার পঞ্চগুণ ফরাসী সৈন্য 'পইটীয়র্স' গ্রামের নিকট সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ফ্রান্সরাজ স্বয়ং ধৃত হইয়াছিলেন। সুশীল 'ব্ল্যাকপ্রিন্স' বন্দীকৃত রাজাকে সবিশেষ গৌরব করিয়া তাঁহাকে পিতৃসদনে আনয়ন করিলেন। অতএব স্কটলণ্ড এবং ফ্রান্স দুই দেশের দুইজন রাজা তখন ইংলণ্ডে বন্দীভূত হইয়া রহিলেন। ব্ল্যাকপ্রিন্স ইহার কিছুকাল পরে স্পেন দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং 'নাজারার' যুদ্ধে জয়ী হইয়া শরণাপন্ন স্পেনীয় ভূপ-তিকে তাঁহার সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পেনে গিয়াই যুবরাজ

* ডোবর প্রণালীর তীরবর্ত্তী কালিস্ (কালে) নগর।

পীড়াগ্রস্ত হন এবং অচিরকাল মধ্যে লৌকিক লীলা সম্বরণ করেন। এডওয়ার্ড তাদৃশ গুণশালী সুধার্ম্মিক পুত্রের মরণে মর্ম্মান্তিক দুঃখানুভব করিয়া ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

ইংরাজেরা এডওয়ার্ডের সময়ে যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, উহাদিগের দ্বারা পুনর্ব্বার সমুদায় ইউরোপে রোমকাধিকারের ন্যায় একাধিপত্য সংস্থাপিত হইতে পারিত। তৎকালে তাহারা বল ও বুদ্ধি উভয়েতেই প্রধান হইয়াছিল। "চসর" নামক মহাকবি ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কাব্য রচনা করেন। "উইক্লিফ্" নামক অপর এক ব্যক্তি রোমানকাথলিক ধর্ম্মপ্রণালীর দোষাদ্ঘোষণ করিয়া 'বাইবলের' কিয়দংশ ইংরাজিতে অনুবাদিত করেন। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের আদালতে ফরাসী ভাষার ব্যবহার হইতে, এক্ষণে তাহা রহিত হয়। অতএব এই সময়ই ইংরাজদিগের বল, বিক্রম, শিল্পনৈপুণ্য এবং কাব্যশাস্ত্রাদি রচনার প্রথম অভ্যুদয় কাল। কিন্তু অন্তর্ব্বিবাদেই উহাঁদিগের সমস্ত বল পর্য্যবসিত হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহারা যেরূপ উদ্যম করিয়া উঠিয়াছিলেন, ইউরোপ খণ্ডে তদনুরূপ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিলেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

[২য় রিচার্ড—ওয়াটটাইলর—৪র্থ হন্‌রী—৫ম হন্‌রী—ষষ্ঠ হন্‌রী—
গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধ—৪র্থ এডওয়ার্ড—৫ম এডওয়ার্ড—
৩য় রিচার্ড—টিউডর বংশ।]

তৃতীয় এডওয়ার্ডের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তিন জন পিতা থাকিতেই লোকান্তর গমন করেন। তন্মধ্যে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ ব্লাক্‌প্রিন্সের এক পুত্র এবং তৃতীয় পুত্র লাইওনেলের এক কন্যা সন্তান থাকে। ব্ল্যাক্‌প্রিন্সের পুত্র দ্বিতীয় রিচার্ড নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক পিতামহ রাজ্যে রাজা হইলেন। এবং তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত চতুর্থ খুল্লতাত 'ডিউক অব লাঙ্কাষ্টর' রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

রিচার্ডের রাজ্যকালে ইংলণ্ডের সাধারণ প্রজাগণের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উত্থাপিত হইয়াছিল। তাহার মূল কারণ এই যে, রাজা ও ভূম্যধিকারী সকলেই উহাদিগের পীড়ন করিতেন। পূর্ব্বে সাক্সনদিগের মধ্যে কৃষকগণ যে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয় নাই। কোথাও

কোথাও ভূম্যধিকার বিক্রয় কালে সেই ভূমিনিবাসী কৃষকেরাও বিক্রীত হইত এবং নাগরিকেরা কোন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর শরণাপন্ন হইয়া না থাকিলে তাহাদিগের প্রতিও যথেষ্ট অত্যাচার হইত। কিন্তু ইংলণ্ডের বাণিজ্যবিস্তার হওয়াতে জনসাধারণের মধ্যে ধন ও বিবিধবিষয়জ্ঞতার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা আর দাসত্বদশায় পরিতুষ্ট থাকিতে পারিল না। উল্লিখিত বিদ্রোহের ইহাই প্রকৃত কারণ বটে; কিন্তু অপর একটী ব্যাপার উপস্থিত হওয়াতেই ইহা তৎকালে উদ্রিক্ত হয়। তখন ইংলণ্ডে কর আদায় করিবার এই রীতি ছিল যে, পার্লিয়ামেণ্ট সভার অনুমতিক্রমে কোন কর নির্দ্দিষ্ট হইলে রাজা আপনার লোক দিয়া ঐ কর আদায় করিতেন না। তহশীলদারদিগের স্থানে ইচ্ছানুরূপ পণ লইয়া ঐ কারাদায়ের ভার তাহাদিগেরই হস্তে সমর্পণ করিতেন। এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের মতে একটী 'পোল টাক্স' * নিরূপিত হইয়াছিল। ঐ পোল টাক্সের তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চদশবর্ষের অধিক বয়স্ক পুরুষমাত্রকেই সমপরিমাণে কর প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে কর নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত অন্যায্য। কারণ ইহাতে আঢ্য এবং দুঃস্থ সকল প্রজাকেই তুল্যমূল্য করা হয় এবং তাহা করিতে গেলেই দুঃখী লোকের সমূহ কষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, ঐ পোল টাক্সের আদায় হইবার সময়ে সকলেই মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু মুখে কেহই কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। এমত সময়ে 'ওয়াট' নামক এক ব্যক্তির নিকট উক্ত কর আদায়ের নিমিত্ত যাইলে সে আপনার নিমিত্ত যথোচিত কর প্রদান করিয়া বলিল "আমি বই আর আমার বাটীতে পুরুষ নাই; আমার পরিবারে কেবল একটী কন্যা সন্তান মাত্র।" করাদায়ী কহিল "কৈ তোমার সে কন্যা কোথায়? আমি দেখিতে চাই।" ওয়াট তৎক্ষণাৎ আপন যুবতী কন্যাকে বাহির করিয়া দেখাইল। কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া বলিল, এইটী স্ত্রীলোক কি পুরুষ তাহা বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক। এই বলিয়া সে ঐ যুবতীর বস্ত্রহরণের উদ্যম করিলে পিতা ক্রোধসম্বরণে অসমর্থ হইয়া তাহার মস্তকে মুদ্গর প্রহার করিলেন। এক আঘাতেই দুরাত্মার পঞ্চত্ব হইল।

---

* হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি 'জিজিয়া' নামক যে কর আরঙ্গেব (ঔরংজেব) ও অন্যান্য মুসলমান বাদসাহদিগের দ্বারা নিরূপিত হইত তাহার প্রকৃতি এইরূপ। ব্রহ্মদেশে এবং অন্যান্য দেশেও এইরূপ মাথা গুনিয়া করগ্রহণ প্রচলিত ছিল।

ওয়াটের প্রতিবাসিগণ এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সকলেই তুষ্ট হইল এবং তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত না হইতে হয়, এই অভিপ্রায়ে তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কতিপয় দিবস মধ্যেই নানা অস্ত্র শস্ত্রধারী সহস্রাধিক ব্যক্তি ওয়াটের দলে নিবিষ্ট হইল। তখন তিনি প্রজাসাধারণের যাবতীয় দুঃখ এক ঘোষণাপত্রীতে লিপিবদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিয়া দিলেন এবং আপনি লণ্ডন নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা আপন মন্ত্রিবর্গ সমবেত হইয়া ওয়াটের সমক্ষে উপনীত হইলে সে অগ্রসর হইয়া রাজাকে আপনাদিগের তাবৎ দুঃখবিবরণ বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। ওয়াট সাহস প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব সে মুক্তকণ্ঠে রাজার ও ভূম্যধিকারিবর্গের দৌরাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে হস্তোত্তোলনাদি বাগ্মি-সমুচিত অঙ্গভঙ্গীও করিতে আরম্ভ করিল। তাহার অশিষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া একজন রাজপারিষদ্ হঠাৎ তাহার প্রতি আক্রমণ করিলেন এবং অবিলম্বে সকলে মিলিয়া তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। প্রজাগণ তদ্দর্শনে মহা কুপিত হইল এবং রাজা স্বয়ং সাতিশয় প্রত্যুৎপন্ন-মতির কার্য্য না করিলে, বোধ হয় অতি ভয়ঙ্কর অনর্থ ঘটিত। কিন্তু রিচার্ড, ওয়াটের মৃত্যুদর্শন মাত্র প্রজাদিগের নিকটে ধাবমান হইয়া গেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "হে প্রকৃতিবর্গ। তোমাদিগের নায়ক হত হইলেন বলিয়া তোমরা দুঃখিত হইও না, আমি স্বয়ং তোমাদিগের পরিচালকতা গ্রহণ করিলাম, এবং যাহাতে তোমাদিগের সকল দুঃখ বিমোচন হয় অবশ্যই এমত করিব।" জনগণ রাজার এইবাক্যে তুষ্ট হইয়া ওয়াট টাইলরকে বিস্মৃত হইয়া গেল এবং "মহারাজের! জয় মহারাজের জয়!" এই বলিতে বলিতে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। রিচার্ড, পার্লিয়ামেণ্টের অভিমত করাইয়া প্রজাসাধারণের প্রতি দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ কতকগুলি ব্যবস্থা নিরূপিত করিলেন। প্রজাবর্গ তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিল। ঐ সময়ে রিচার্ডের বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ মাত্র হইয়াছিল; সুতরাং সকলেই অনুমান করিল, যখন তরুণ বয়সেই রাজার এমত বুদ্ধি, তখন বয়োধিক হইলে ইনি একজন প্রধান ব্যক্তি হইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার ঠিক বিপরীতই ঘটিয়া উঠিল। রিচার্ডের যত বয়স বাড়িতে লাগিল, তিনি ততই দুষ্টাচার এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইলেন। প্রজামাত্রেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তিনি অনেকানেক

ভূম্যধিকারীকে বিবাসিত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তাঁহার খুল্লতাত লাঙ্কাষ্টরের পুত্র হন্‌রীও অকারণে নির্ব্বাসিত হন। একদা রিচার্ড, আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমনার্থ তদ্দেশে গমন করিলে, হন্‌রী ঐ সুযোগে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। অনেকানেক ভূম্যধিকারী তাঁহার সহিত মিলিত হইল—রিচার্ডের সৈন্যগণও সেই পক্ষ আশ্রয় করিল—এবং তিনিও অত্যল্পকাল মধ্যে হন্‌রীর করকবলিত হইয়া পড়িলেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার সদস্যগণ একমত হইয়া অনতিকাল মধ্যে রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হন্‌রীকে রাজপদাভিষিক্ত করিল। রিচার্ড কোন উপদুর্গ মধ্যে নিরুদ্ধ রহিলেন। * কিন্তু যিনি রাজাসন হইতে অবতারিত হন, তিনি সমাহিত না হইলে শত্রুবর্গের মনস্তুষ্টি হইতে পারে না। রিচার্ড কারাগার মধ্যে অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন।

'চতুর্থ হন্‌রী' অতি সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজা হইয়া একদিনও মনের সুখে থাকিতে পারেন নাই। অন্যায়োপার্জ্জিত রাজ-মুকুট তাঁহার মস্তকে কণ্টকমুকুটবৎ বিদ্ধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ যে সকল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীগণ তাঁহাকে রাজাসনে উন্নত করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহাঁর অবাধ্যতাচরণ করাতে অতি ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। হনরী অস্ত্রবলে সেই সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইলেন বটে † কিন্তু নিরন্তর দুশ্চিন্তায় তিনি অকালে জীর্ণ হইয়া পড়িলেন। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে হনরীর মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র 'পঞ্চম হন্‌রী' যৌবনাবস্থায় অতি দুর্দ্দান্ত এবং নীচসঙ্গপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ রূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি অতি বিচক্ষণ মন্ত্রিবর্গের সহায়তায় সুন্দররূপে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ‡ ইংলণ্ড যেমন প্রবল ফ্রান্স তেমনি দুর্ব্বল হইয়াছিল। ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লস রাজকার্য্যে অশক্ত হইয়াছিলেন এবং অর্লীন্স ও 'বর্গণ্ডী' এই দুই প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারের § ডিউকেরা কে রাজার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্যশাসন করিবেন, এই বিষয় লইয়া অতি ঘোরতর বিবাদ করিতেছিলেন। পরিশেষে

* ভারতবর্ষে তৈমুরলঙ্গের আগমন কাল।

† শ্রুসবুরীর যুদ্ধে তাঁহার অতিপ্রবল প্রতিপক্ষ উগ্রচেতা পর্সি হটস্পর প্রাণত্যাগ করেন।

‡ ভারতবর্ষে সৈয়দ বংশীয়দের রাজত্ব কাল।

§ অর্লীন্স (অর্লয়া) এবং বর্গণ্ডী প্রদেশ ক্রমান্বয়ে ফ্রান্সদেশের পশ্চিম এবং পূর্ব্ব ভাগে সংস্থিত।

বর্গণ্ডির ডিউক ফ্রান্স আক্রমণেচ্ছু ইংলণ্ডের রাজাকে সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। হন্‌রী তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একদা অসংখ্য ফরাসী সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহাতে সকলে ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধবীর হন্‌রী, ক্রেসী এবং পইটিয়স স্মরণ করিয়া সাহসপূর্ব্বক সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন। 'আজিনকুরের' যুদ্ধে ফরাসীরা সর্ব্বতোভাবেই পরাজিত হইল। ইহার কিছুকাল পরে ফ্রান্সরাজদুহিতার সহিত হনরীর বিবাহ হইল এবং তিনিই তাৎকালিক রাজার মৃত্যু হইলে রাজ্যাধিকারী হইবেন, ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল।

যদি হনরী ইহার পর অধিক কাল জীবিত থাকিতেন তবে, বোধ হয়, ফ্রান্সরাজ্যেই ইংরাজদিগের রাজধানী সংস্থাপিত হইত এবং তাহা হইলে ইংরেজেরা বাস্তবিক বিজয়ী হইয়াও কদাপি সুখী হইতে পারিতেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়া ফরাসীদিগের রীতি নীতি গ্রহণ করিতে হইত—তাঁহাদিগের জন্মভূমি, প্রদেশাধিকারের ন্যায় রাজপ্রতিভূদ্বারা শাসিত হইত—ইংলণ্ডের সমুদায় ধন ফ্রান্সে গিয়া পড়িত—এবং ফ্রান্সের নিকটবর্ত্তী অরিরাজ্য সমস্তের সহিত যে সকল যুদ্ধ ঘটনা অনুক্ষণ ঘটিত, ইংরাজদিগকেও তাহাতে বিলিপ্ত হইতে হইত। তাহা হইলে ইংরাজদিগের বল ঐ সকল যুদ্ধেই পর্য্যবসিত হইয়া যাইত। উহাঁরা এক্ষণে যে প্রকার পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিস্তার করিয়াছেন, বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশও ঘটিয়া উঠিত না।

যাহা হউক, পঞ্চম হন্‌রী একটী শিশুসন্তান রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি 'ডিউক অব্ বেডফোর্ডকে' ফ্রান্স রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করেন ও 'ডিউক অব্ গ্লসেষ্টরকে' ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্বদেন, আর 'ডিউক অব ওয়ারিককে' নিজ সন্তানের শিক্ষা ও লালন পালনের ভারার্পণ করেন। ষষ্ঠ হনরী অবিলম্বে ইংলণ্ডের এবং ফ্রান্সের রাজা বলিয়া পরিঘোষিত হইলেন। পূর্ব্বফ্রান্সরাজের পুত্র 'সপ্তম চার্লস' রাজ্যের দক্ষিণভাগে কতিপয় সহস্র স্কট-জাতীয় বৃতিভূক সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোন রাজশক্তিই রহিল না। 'ডিউক অব্ বেডফোর্ডের' ইচ্ছা হইল যে, একবারেই তাঁহার সমুদায় বল বিনষ্ট করেন, এই ভাবিয়া তিনি একদল সৈন্য লইয়া লইয়র

নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং অন্য একদল সৈন্য তাঁহার আদেশানুসারে অর্লীন্স নগর অবরোধ করিয়া রহিল। ফলতঃ ফ্রান্সরাজ্য যে ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ রূপেই অধিকৃত হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহই রহিল না।

এ পর্য্যন্ত ফরাসী প্রজাগণ এই যুদ্ধে বিশেষ মনোযোগ করে নাই; ভূম্যধিকারীবর্গই ইহাতে মনোযোগী হইয়াছিল। কিন্তু যখন প্রকাশিত হইল যে, ইংলণ্ডের রাজা ফ্রান্সের রাজ্যাধিকারী হইলেন, তখন ভয়, লজ্জা এবং ক্রোধ সর্ব্বসাধারণের মনোমধ্যে যুগপৎ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। যে সময়ে কোন জাতীয় লোকের মনোমধ্যে একটী প্রবলতর ভাবের আবির্ভাব হয়, তখন কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ হইয়া থাকে। যাঁহার দ্বারা উহা প্রকাশিত হয়, তিনিই সেই সময়ে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন এবং জনসাধারণে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। ফ্রান্সদেশীয় সমস্ত জনগণের তাৎকালিক মনোগত অভিপ্রায় 'জোয়ান্ অব্ আর্ক' নাম্নী একটী যুবতীর প্রমুখাৎ ব্যক্ত হইয়াছিল। সে মনে মনে রাজ্য সম্বন্ধীয় তাবদ্বিবরণ আন্দোলন করিতে করিতে এমনি অনন্যমনা হইয়া পড়িল যে, জন্মভূমির উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যেন তাহার প্রতিই দৈবাদেশ হইয়াছে, এমত নিশ্চয় জ্ঞান করিল। সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। চার্লসের নিকটে গিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। চার্লস তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব অনন্যোপায় ভাবিয়া ঐ কন্যার কথাতেই আপনার বিশ্বাস খ্যাপন করতঃ প্রকাশ করিয়া দিলেন, "জোয়ান বাস্তবিক দেবানুগৃহীত হইয়াছে; উহার দ্বারাই আমার নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবে।" ইংলণ্ডীয় সৈন্যে অর্লীন্স নগর অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। জোয়ান সেই সমুদার ইংরাজ সৈন্য ভেদ করিয়া অর্লীন্সে খাদ্য সামগ্রী এবং অনেক নূতন সৈনিক প্রবিষ্ট করিয়া আসিল। আর তাহার খ্যাতির পরিসীমা রহিল না। সকলেই তাহাকে 'অর্লীন্সের কুমারী' বলিয়া আখ্যাত করিল। কুমারী যেখানে উপস্থিত হন, সেই খানেই জয়লাভ করেন। ইংরেজেরা পূর্ব্বে ফরাসীদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় জ্ঞান করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই ঐ কুমারীর রণপতাকা দর্শন করিলে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। চার্লস রীমস্ * নগরে যাইয়া রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন।

* ফ্রান্সের প্রথম রাজা ক্লোভিস রাজধানী পারিসের (পারিস) নিকটবর্ত্তী এই নগরে

জোয়ান এই পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়া রাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন না, তাঁহার দ্বারা আরও অধিক উপকার সম্ভাবনা বোধ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ কার্য্যেই নিযুক্ত রাখিলেন। পরন্তু ইহার কিয়ৎকাল মধ্যে জোয়ান ইংরাজদিগের হস্তগত হইলেন এবং নৃশংস ইংরাজেরা তাঁহাকে 'ডাকিনী' বলিয়া জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিল। কিন্তু জোয়ানের মৃত্যু হইলেও আর ইংরাজেরা প্রবল হইতে পারিল না। তাহারা পুনঃ পুনঃ পরাভব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ডিউক অব বেডফোর্ডের পঞ্চত্ব হইল এবং ইংলণ্ডে নানা বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে কেবল কালিসনগর ভিন্ন আর সমুদায় ফ্রান্স দেশ স্বাধীন হইয়া উঠিল। ইংরাজেরা এইরূপে পরকীয় দেশে বলবিক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়া স্বদেশে গমন করিয়া কিয়ৎকাল পরস্পর হিংসারসে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, তৃতীয় এডওয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র 'লাইওনেল' পিতৃ বর্ত্তমানেই লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার 'ফিলিপা' নাম্নী একটী কন্যা থাকে। 'মর্টিমর' সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং 'রজর' নামা তাঁহাদিগের এক পুত্র হয়। রজরের কন্যা 'এনের' সহিত রিচার্ডের বিবাহ হয়। এই রিচার্ড তৃতীয় এডওয়ার্ডের পঞ্চম পুত্রের বংশোদ্ভব ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের উভয়ের সন্তান 'ডিউক অব ইয়র্ক' ইংলণ্ডের রাজাসনের বাস্তবিক অধিকারী হইতে পারেন। কারণ ইংলণ্ডের ব্যবস্থানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকারী কেহ বর্ত্তমান থাকিলে কনিষ্ঠের অধিকার হইতে পারে না। চতুর্থ হেনরী 'ডিউক অব লাঙ্কাষ্টরের' পুত্র, আর 'ডিউক অব ইয়র্ক' লাঙ্কাষ্টরের জ্যেষ্ঠ 'লাইওনেলের' উত্তরাধিকারী; অতএব ইয়র্কেরই বাস্তবিক অধিকার স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যত দিন চতুর্থ হনরী এবং তাঁহার প্রতাপশালী পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন এ সকল বিচার উঠে নাই। ষষ্ঠ হনরী রাজ্যাধিকারী হইলে এই সকল কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। একদা কোন উদ্যান মধ্যে দুই দলের দুইটি স্ত্রীলোকে এই বিষয়ের তর্ক হইতেছিল, ইতিমধ্যে লাঙ্কাষ্টরের পক্ষীয়া কামিনী একটি রক্তবর্ণ গোলাপফুল তুলিয়া বলিলেন "দেখ। যেমন এই কুসুম-

রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। প্রথিত আছে একটী পারাত রাজার অভিষেকের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে তৈল আনয়ন করিয়া দেয়। সেই স্বর্গীয় তৈলাভাণ্ড দ্বারাই সপ্তম চার্লিসের অভিষেক হইয়াছিল।

বর উদ্যানস্থিত অন্য সকল কুসুম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তেমনি হনরীর অধিকার অন্য সকলের অধিকার অপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ"। ইয়র্কপক্ষীয়া কামিনী উত্তর করিলেন, 'না, না, তাহা নয়; দেখ! এই শ্বেত গোলাপের সৌন্দর্য্য কি পবিত্র; ইহার পবিত্রতাও যেমন, আর এই রাজ্য যাহার ভাগধেয় সে ব্যক্তিও তেমনি পবিত্র"। এইরূপ বাদানুবাদের পর উভয়েই স্ব স্ব মনোনীত কুসুমদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে এই কথা প্রচররূপ হইয়া পড়িল এবং যখন ইংরেজে ইংরেজে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন উভয় দলেরই এক প্রকার পতাকা, এক প্রকার যোধরাব, এবং একই প্রকার অন্যান্য চিহ্ন থাকিলে, রণ স্থলে শত্রুমিত্রভ্রম হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে সকলেই ঐ দুই গোলাপের মধ্যে যাহার যেরূপ মনোগত সে সেই প্রকার গোলাপকে আপন ঢালে, বর্ম্মে, পতাকায়, এবং মুকুটে চিহ্নিত করিয়া লইল। এইরূপে ইংলণ্ডদেশ দুই গোলাপের দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধে যে কত লোক নষ্ট হইল—কত প্রধান প্রধান বংশ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল—কত নগর এবং গ্রাম ভস্মীভুত হইল—এবং কত অবক্তব্য, অশ্রুতপূর্ব্ব, নিষ্ঠুরতাচরণ হইল—তাহা বর্ণন করা যায় না। * এ স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ডিউক অব ইয়র্ক স্বয়ং যুদ্ধে ধৃত হইয়া ঘাতক হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। আবার ষষ্ঠ হনরীও রাজ্যচ্যুত হইয়া কারাধিবাস প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পত্নী 'মার্গারেট' যিনি পুম্বৎ তেজস্বিতা প্রকাশ পূর্ব্বক অকর্ম্মণ্য স্বামীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ফ্রান্সদেশে পলায়ন করিয়া রক্ষা পান, এবং ডিউক অব ইয়র্কের জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্থ এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজাসন গ্রহণ করেন।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত হইয়াই বিবাদের নিষ্পত্তি হইল না। চতুর্থ এডওয়ার্ড রাজা হইয়া আপন সুহৃত্তম ডিউক অব ওয়ারিকের † অপমান করাতে সেই পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী তাঁহার পক্ষতা পরিত্যাগ করিলেন, এবং রাজ্ঞী মার্গারেটের

* ভারতবর্ষে লোডীবংশীয়দিগের রাজত্বকাল।

† ওয়ারিক অতি প্রতাপশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি যখন যাহাকে ইচ্ছা সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে কিং মেরক বা রাজনির্ম্মাতা, এই উপাধি প্রদান করিয়াছিল। কথিত আছে, ইহাঁর অধিকৃত উপদুর্গ সমস্তের মধ্যে অনূন দশ সহস্র পরিচারক ভৃত্য নিত্য উহাঁর ব্যয়ে পান ভোজনাদি করিত। ইহার পরলোক হইলে আর কোন ভূম্যধিকারী এমত প্রবল হইতে পারেন নাই।

সহিত মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার ষষ্ঠ হনরীকে কারাগার হইতে আনয়ন পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু চতুর্থ এডওয়ার্ডের পক্ষ পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠিল। ওয়ারিক পরাভূত, মার্গারেট পুনর্ব্বার বিবাসিত, এবং তৎপুত্র নিহত হইল। চতুর্থ এডওয়ার্ড আপন কনিষ্ঠ সহোদরেরও প্রাণ-হিংসা করিয়া পরিশেষে দুই শিশু সন্তান রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। উহাদিগের জ্যেষ্ঠ পঞ্চম এডওয়ার্ড নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক কতিপয় দিবসের নিমিত্ত রাজা হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাদিগের খুল্লতাত উভয় শিশুকেই নষ্ট করিয়া আপনি তৃতীয় রিচার্ড নামে রাজা হইলেন। ইনি বৃদ্ধরাজ ষষ্ঠ হনরীরও প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু রিচার্ড কুলোক হইলেও রাজ্যশাসনের রীতি নিতান্ত মন্দ করেন নাই।

যাহা হউক, ডিউক অব লাঙ্কাষ্টরের প্রপৌত্রী-গর্ভজাত 'টুডর' নামক একজন ওয়েল্‌সদেশীয় ভূম্যধিকারীর সন্তান হনরী, এই সময়ে ফ্রান্সে বিবাসিত হইয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে অবতীর্ণ হইবামাত্র অনেকানেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বসওয়ার্থের যুদ্ধে রিচার্ড ইহাঁর নিকট পরাভূত হইলেন। গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধ এত দিনের পর সম্পূর্ণরূপে বিরাম প্রাপ্ত হইল।

গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধ বিরত হইল, কিন্তু এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের যে অবস্থা ছিল এক্ষণে আর সেরূপ নাই। পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারিদল প্রায় একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, ভূম্যধিকারিবর্গের পরস্পর যুদ্ধ সময়ে তাহারা সর্ব্বদাই প্রজা সাধারণকে আপনাদিগের পক্ষতাবলম্বন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়াতে উহারা বিশিষ্ট রূপে সমাদৃত হইয়াছে—পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে যে 'হউস অব কমন্স' ছিল, তাহা পূর্ব্বে কেবল নামে মাত্র ছিল, অধুনা তাহার অনেক ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে—কৃষকদিগের দাসত্ব একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছে—বণিকবৃত্তির গৌরব হইয়াছে—এবং পূর্ব্বে আঢ্য ও দুঃস্থ এই দুই প্রকার প্রজা ছিল, এক্ষণে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার মধ্যবিধ লোকের বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বস্তুতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমুদায় ইউরোপেই সমূহ পরিবর্ত্ত ঘটিয়া উঠিতেছিল। উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ প্রকাশিত এবং আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া-

ছিল। আর বারুদের গুণ প্রকাশিত হওয়াতে যুদ্ধ-বিদ্যারও সম্যক পরিবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। ফলতঃ রোম সাম্রাজ্য বিনাশের পর ইউরোপে যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এতদিনে সেই সমুদায় দোষের পরিহার হইয়া উঠিয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

[সপ্তম হন্‌রী—ভূমাধিকারিবর্গের তেজোহ্রাস—অষ্টম হনরী—ধর্ম্ম সংশোধন প্রণালী—হনরীর বহুবিবাহ—ষষ্ঠ এডওয়ার্ড—জেন্ গ্রে—মেরী—এলিজেবেথ—স্কটরাজ্ঞ মেরী—এসেক্স—ইংলণ্ডের প্রভাবশালিতা।]

সপ্তম হনরী ইংলণ্ডের রাজাসন প্রাপ্ত হইলে লাঙ্কাষ্ট্রীয় এবং ইয়র্কীয়দিগের পরস্পর বিবাদ উপরত হইল। বিশেষতঃ তিনি রাজমুকুট গ্রহণের অব্যবহিত পরেই চতুর্থ এডওয়ার্ডের কন্যা 'এলিজেবেথের' পাণিগ্রহণ করাতে রক্ত ও শ্বেত গোলাপদ্বয়ের সম্মিলন সম্পন্ন হইল—আর দলাদলির হেতুও রহিল না। তথাপি হনরীর রাজ্যকালে দুইবার তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। একদা 'লাম্বর্ট সিমনেল' নামক একজন ভেটিরীওয়ালার সন্তানকে চতুর্থ এডওয়ার্ডের ভ্রাতৃপুত্র বলিয়া প্রকাশ করত ইয়র্কীয়েরা আইয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ উত্থাপন করে এবং তথা হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে যুদ্ধে পরাভূত হয়। উহাদিগের প্রতিষ্ঠিত নরপতি হন্‌রীর হস্তে পড়িলেন। হন্‌রী উহার কোন দণ্ডই করিলেন না; উহাকে আপন সূপকারের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ইহারই কিছুকাল পরে 'পর্কিন্‌ওয়ার্বেক্' নামক একজন ইহুদীর পুত্র আপনাকে চতুর্থ এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া প্রচারিত করিল। স্কটলণ্ডের রাজা * তাহার সহায়তা করিলেন। বর্গণ্ডীর ভূম্যধিকারীর পত্নী † যিনি স্বয়ং চতুর্থ এডওয়ার্ডের সহোদরা ছিলেন, তিনিও ঐ ব্যক্তিকে আপনার ভ্রাতৃপুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইংলণ্ডীয় অনেকানেক ভূম্যধিকারী হনরীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া গোপনে গোপনে উহার পক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু হনরী উহাদিগের গুপ্ত পরামর্শ সমুদায় জানিতে পারিয়া এক একটী করিয়া অনেকেরই প্রাণ বধ করিলেন। সুতরাং পার্কিন্‌ওয়ার্বেক্ স্কটরাজদত্ত সৈন্য

---

* চতুর্থ জেম্‌স।

† মেরী—ফ্লাণ্ডস প্রদেশও এই সময়ে বর্গণ্ডির অধিকৃত ছিল এবং ফ্লাণ্ডর্সের সহিত ইংরাজদিগের বিশিষ্ট লাভজনক বাণিজ্য চলিত।

সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিয়া আপন পক্ষবৃদ্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি রাজ সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত, ধৃত, এবং লণ্ডননগরে আনীত হইয়া বিচারান্তে ফাঁসি কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হইলেন।

ইহার পরে আর হনরীর রাজ্য কালে কোন বিশেষ উপদ্রব ঘটে নাই। পাছে আবার কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় এই শঙ্কাপ্রযুক্ত তিনি চতুর্থ এডওয়ার্ডের প্রকৃত ভ্রাতৃপুত্রের * প্রাণবধ করিলেন। তাহাতেই ইয়র্কীয় রাজবংশ একেবারে নিঃশেষিত হইল।

পরে ইংলণ্ডরাজ স্কটলণ্ডের রাজা চতুর্থ জেম্‌সের সহিত আপন দুহিতা মার্গারেটের বিবাহ দিলেন। হনরীর এই কর্ম্মটী অত্যন্ত সুদূরদর্শীর কর্ম্ম হইয়াছিল। কারণ ইহাতেই ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড মিলিত করিবার প্রথম সোপান হয়। হনরী স্পেইন রাজদুহিতা কাথারীণের † সহিত আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের উদ্বাহ সম্পন্ন করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে সেই পুত্রের কাল হইলে, ধর্ম্মশাস্তা পোপের স্থানে অনুমতি গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার আপন দ্বিতীয় পুত্র হনরীর সহিত ঐ বিধবা স্নুষার বিবাহ দিলেন। হনরী অতি কঠিন হৃদয়, স্বার্থপর, অর্থলোভী কিন্তু বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী রাজা ছিলেন। তিনি এমত একটী প্রণালী প্রচলিত করিয়া যান, যাহার প্রভাবে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারবর্গ দিন দিন হীনবল হইয়া পরিশেষে রাজার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব পৈতৃক ভূম্যধিকারের দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। সুতরাং কোন ভূম্যধিকার খণ্ড খণ্ড হইয়া ক্ষুদ্র হইতে পারিত না। যাহার যত ভূমিতে অধিকার থাকিত, তাহার উত্তরাধিকারীও একেবারে সেই সমুদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইত। হনরী ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে আপন আপন পৈতৃক বিষয় দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন। প্রথমে ভূম্যধিকারীরা স্ব স্ব বিষয়ের উপর এরূপ সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু দুই তিন পুরুষের মধ্যেই তাঁহাদিগের আর কাহারও পূর্ব্বের ন্যায়

---

* ইহার নাম ওয়ারিক, ইনি ৪র্থ এডওয়ার্ডের ভ্রাতা ক্লারেন্সের পুত্র ছিলেন এবং টৌয়র নামক কারাগৃহে বদ্ধ থাকিয়া উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

† ফর্ডিনাণ্ড ও ইসেবেলার দুই কন্যা হয়, জ্যেষ্ঠার নাম জোয়ানা, কনিষ্ঠার নাম কাথারীণ। জোয়ানার গর্ভে পঞ্চম চার্লস জন্মগ্রহণ করেন।

সুবিস্তৃত ভূম্যধিকার রহিল না। সুতরাং পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন দুই তিন জন ভূম্যধিকারী মিলিত হইলেই রাজাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিতেন, ইহার পর আর কখন তাদৃশ ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা রহিল না।

সপ্তম হনরী ১৫০৯ খৃঃ অব্দে লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র অষ্টম হনরী সিংহাসনারোহণ করিলেন। ইনি দেখিতে শ্রীমান, ব্যবহারে প্রীতিজনক, অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত, এবং লাঙ্কাষ্ট্রীয় ও ইয়র্কীয় উভয় বংশসম্ভূত হওয়াতে সমুদায় রাজ্যের একমাত্র অসন্দিগ্ধ রাজ্যাধিকারী ছিলেন। সুতরাং ইনি যে, সকল লোকেরই অনুরাগ ভাজন হইবেন, তাহার সন্দেহ কি? হনরী প্রথমেই ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল দর্শিল না। তিনি তাৎকালিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স এবং স্পেইনের রাজদ্বয়ের * মধ্যে কখন এক জনের কখন অপরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আপন ধন এবং সৈন্যের অপচয় করিতে লাগিলেন। এই কর্ম্মে ওল্‌সী নামক এক জন যাজক তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ঐ ব্যক্তি এক জন সামান্য কষাইয়ের পুত্র ছিলেন। অক্‌স-ফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া যাজক বৃত্তি গ্রহণ করত সপ্তম হনরীর বাটীতে পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং তথায় রাজপুত্রের সহিত সর্ব্বদা সন্দর্শন হওয়াতে চাটূক্তি দ্বারা তাঁহাকে বিলক্ষণ বশ করেন। সুতরাং অষ্টম হনরী রাজপদ প্রাপ্ত হইলে তিনি প্রিয়তম ওল্‌সীরও পদবৃদ্ধি করিয়া দিতে বিলম্ব করিলেন না। ওলসী প্রথমেই উইঞ্চেষ্টরের বিশপ হইলেন, তাহার পর ইয়র্কের আর্চবিশপ এবং সেই সময়েই লর্ড চানসেলরের † পদে অভিষিক্ত হইলেন। এই সকল উচ্চ পদ এবং তৎসহ রাজতুল্য বিভব প্রাপ্ত হইয়াও ওলসীর মনে সন্তোষ জন্মিল না। তিনি পোপ হইবেন, এই আশয়ে তাৎকালিক অদ্বিতীয় বীর্য্যবান সম্রাট পঞ্চম চার্লসের ‡ পক্ষপাতী হইয়া আপন নরপতিকেও তৎপক্ষতাবলম্বন করাইবার নিমিত্ত সচেষ্ট রহিলেন। কিন্তু চার্লস তাঁহাকে

---

* ফ্রান্সের রাজা ১ম ফ্রান্সিস এবং স্পেইনের রাজা পঞ্চম চার্লস।

† এই পদ একজন প্রধান সচিবের প্রাপ্য—ইনি হৌস অব লর্ডস নামক সভার সভাপতি এবং 'ইকুটী' ঘটিত ধর্ম্মাধিকরণের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া থাকেন।

‡ উল্লিখিত পঞ্চম চার্লস জর্ম্মনির ইলেক্টরদিগের দ্বারা উক্ত সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি স্পেন, পর্টুগাল, হলণ্ড, প্রভৃতি নানা প্রদেশের রাজা ছিলেন। এই সময়ে তুরুষ্কের সম্রাট সলিমান, এবং ভারতবর্ষের সম্রাট বাবর।

পোপের পদ দিলেন না। বহুকাল স্তোক দিয়া রাখিলেন পরে ওলসী, চার্লসের চাতুর্য্য অনুভব করিতে পারিয়া একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং আপন মহীপতিকেও চার্লসের বিপক্ষ হইতে মন্ত্রণা দিয়া ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সন্ধি বন্ধন করাইলেন। এইরূপে হনরী, কিছুকাল ওলসীর ক্রীড়ামৃগের ন্যায় তাঁহার মতেই মত দিয়া চলিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইউরোপে এরূপ এক আশ্চর্য্য ঘটনার উপক্রম হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা সকল রাজ্য ও সকল লোকের মন বিচলিত হইয়া উঠিল। এই ব্যাপার "ধর্ম্ম সংস্কার" (রিফরমেশন) নামে প্রসিদ্ধ। যখন ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন অসভ্য জাতীয়েরা যে যে দেশে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করুক না কেন, সকলেই রোমের ধর্ম্মশাস্তা বিশপদিগের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণ করিত। কোন কঠিন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইত। বস্তুতঃ রোম নগরে বিদ্যার আধিক্য থাকায় রোমের বিশপেরা সকল খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের গুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন। উহাঁরাই পোপ * উপাধি প্রাপ্ত হন।

পোপেরা বহুকালাবধি ইউরোপখণ্ডের মধ্যে অব্যাহত প্রভাব প্রচার করিয়া আসাতে, ক্রমে ক্রমে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কোন কর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা খৃষ্টকৃত সুকৃতি সমূহ বিক্রীত করিতেন! পূর্ব্বে পূর্ব্বে এইরূপ করাতে কোন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। পরন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া অবধি পুস্তক সংখ্যার বৃদ্ধি ও তন্মূল্যের হ্রাস হওয়াতে জনসাধারণের মধ্যে বিলক্ষণ বিদ্যাচর্চ্চার প্রদুর্ভাব হইয়াছিল। লোকের বিদ্যাবৃদ্ধি হইলেই স্বাতন্ত্র্য জন্মে, অর্থাৎ বিদ্যাবান ব্যক্তিরা স্বয়ং সদসদ্বিবেচনায় সক্ষম হইয়া থাকেন; সুতরাং কেবল অন্যের কথাকেই ব্রহ্মজ্ঞান করিতে পারেন না। পোপেরা যে, কিরূপ † করিয়া খৃষ্টের সুকৃতি সমস্তের দান বিক্রয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন, ইহা সহজেই তাদৃশ ব্যক্তিবর্গের জিজ্ঞাস্য হইয়া উঠিল।

---

* 'পোপ' অর্থাৎ পিতা।

† খৃষ্ট, মৃত্যুযাতনা সহ্য করিয়া মনুষ্যকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। রোমান কাথলিকেরা বলেন যে, খৃষ্টের সুকৃতি এত অধিক যে, সমুদায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াও অনেক উদ্বৃত্ত হয়। খৃষ্টের প্রিয় শিষ্য পীটর সেই সমুদায় সুকৃতের অধিকারী এবং পোপেরা সেই পীটরের উত্তরাধিকারী বলিয়া তাহাতে স্বত্ববান হইয়াছেন; অতএব অবশ্যই তাহার দান বিক্রয় করিতে সমর্থ।

এই সময়ে জর্ম্মনি দেশে 'লুথর' নামা একজন সন্ন্যাসী, পোপ কর্ত্তৃক নিজ সম্প্রদায়ের অপমান হইয়াছে, বোধ করিয়া, ঐ পুণ্য-বিক্রয় ব্যাপারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। পোপের পক্ষীয় পণ্ডিতেরাও তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে যত তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল শ্রোতৃবর্গ ততই আপনাদিগের চিরাগত ধর্ম্ম-প্রণালীর দোষসমূহ দেখিতে পাইল। পরিশেষে লুথর মতাবলম্বীদিগের এই সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিল যে, ধর্ম্মবিষয়ে পোপের কোন শক্তিই নাই। পোপ উহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, এবং কোন কোন রাজাও * উহাদিগের বিনাশার্থ অস্ত্র ধারণ করিলেন। কিন্তু লুথর মতাবলম্বীরা পোপের শাপকে তৃণ জ্ঞানও করিল না এবং অভিনব মতাবলম্বী রাজা ও ভূম্যাধিকারিবর্গ উহাদিগের রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংলণ্ডরাজ অষ্টম হন্‌রী, তৎকাল প্রচলিত শাস্ত্র সমস্তে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন এবং পোপের মাহাত্ম্য পরিপোষক এক সুবৃহৎ গ্রন্থ বিরচিত করিয়া পোপের নিকট উপহার পাঠাইয়া দিলেন। পোপ ঐ গ্রন্থ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ইংলণ্ডাধিপতিকে 'স্বধর্ম্মরক্ষক' উপাধি প্রদান করিলেন। ইংলণ্ডের রাজারা ঐ সময় অবধি উক্ত উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের আধুনিক ধর্ম্ম আর সেই পূর্ব্বকালের রোমান কাথলিক ধর্ম্ম নাই; উহাঁরা বহুকাল হইল প্রোটেষ্টাণ্ট † মতাবলম্বী হইয়াছেন; তথাপি পোপ-প্রদত্ত ঐ উপাধিটা পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যে হনরী পোপের পক্ষপাতী হইয়া এতাদৃশ তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন, তিনিই ইহার কিয়দ্দিন মধ্যে পোপের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিলেন। প্রকৃতদর্শী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, কখন তদ্বিষয়ের তর্কবিতর্ক দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয় না। হনরীরও তাহাই হইয়াছিল। তিনি, যে পোপের সম্মান ও প্রভুত্ব রক্ষার নিমিত্ত এত যত্ন করিলেন, যখন সেই পোপ তাঁহার দুষ্প্রবৃত্তি পরিপূরণের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারে অপমান করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না।

---

* পঞ্চম চার্লসই তাঁহাদিগের অগ্রগণ্য।

† যাঁহারা পোপের ক্ষমতার প্রতি প্রোটেষ্ট অর্থাৎ অস্বীকার-খ্যাপন করে তাহাদিগকে প্রোটেষ্টার বলে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সপ্তম হনরী পোপের স্থানে অনুমতি গ্রহণ করিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিধবা ভার্য্যা কাথারীণের সহিত হনরীর বিবাহ সম্পাদন করেন। হনরী সেই বিবাহে অসম্মত হয়েন নাই। তাঁহার ঔরষে কাথারীণের গর্ভে 'মেরী' নামে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। বহুকালের পর হনরী আপন সীমন্তিনীর সহচরী একটী যুবতীকে অবলোকন করিলেন। উহাঁকে দেখিয়া অবধি তাঁহার পূর্ব্ববিবাহ যে শাস্ত্রসিদ্ধ হয় নাই, ইহা স্পষ্টই বোধ হইল। অতএব তিনি পোপের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি আমার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয় নাই বলিয়া আমাকে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে অনুমতি করুন। পোপ মহা বিপদে পড়িলেন। কাথারীণ পঞ্চম চার্লসের মাতৃস্বসা। কাথারীণের অপমান করিলে চার্লস ক্রুদ্ধ হন, আর তাহা না করিলে অষ্টম হনরী বিরক্ত হইয়া উঠেন। অতএব শীঘ্র কোন উত্তর প্রদান না করিয়া তিনি ঐ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে কি না—ইহার বিচারার্থ কতিপয় বিদ্যাবান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন এবং যাহাতে কাল বিলম্ব হয় তাহাদিগকে এমত করিয়া চলিতে শিখাইয়া দিলেন। বিচার চলিতে লাগিল। এদিকে হনরী মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—তাঁহার আর বিলম্ব সহ্য হয় না। বিচারকর্ত্তা যাজকদিগের মধ্যে হনরীর প্রিয়তম ওলসীও ছিলেন। তিনি পোপের অনভিমত করিতে পারেন না; সুতরাং রাজা তাঁহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে সকল কর্ম্মচ্যুত করিয়া রাজ সভা হইতে দূর করিয়া দিলেন। ওলসী মনোদুঃখে পঞ্চত্ব পাইলেন। মরিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন "হায়! আমি যেরূপ যত্ন করিয়া রাজ সেবা করিয়াছি, যদি ঈশ্বরের সেবায় তাহার অর্দ্ধেক যত্ন করিতাম, তবে এই বৃদ্ধাবস্থায় জগদীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিতেন না"। ফলতঃ দুষ্ট লোক মাত্রেরই এই এক সুমহদ্দুঃখ যে তাহারা যাহাদিগের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই সকল লোকও তাহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ ব্যবহার করে না।

ওলসী মরিলেন; এখানে 'ক্রান্‌মর' নামা এক জন পণ্ডিত রাজাকে এই পরামর্শ দিলেন যে, এমন দুরূহ বিষয়ের বিচার স্থলে এক মাত্র পোপের * অভিমতের অপেক্ষা না করিয়া, পত্রদ্বারা স্বদেশীয় এবং বৈদেশিক প্রধান প্রধান

---

* ইহাতেই বলা হইল যে পোপ এক প্রধান যাজক বই আর কিছুই নহেন। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সকল লোকের উপদেষ্টা গুরু নহেন।

চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের মত গ্রহণ করাই যুক্তি সিদ্ধ। এই কথা হনরীর মনে লাগিল। তিনি ভাষপত্র করাইলেন। বিধবা ভ্রাতৃপত্নীর পাণি গ্রহণ যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, তাহা সপ্রমাণ হইল, এবং হনরী সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মনোজ্ঞরূপা 'আনাবুলিনের' পাণি গ্রহণ করিলেন। পোপ, এই বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন না। এ দিকে আনাবুলিন স্বয়ং লুথর মতাবলম্বিনী ছিলেন। অতএব ক্রমে ক্রমে হনরীর সহিত পোপের মহাদ্বেষভাব উপস্থিত হইল। তিনি ব্যবস্থাপিত করিলেন যে, ইংলণ্ডের ধর্ম্মশাসনে পোপের কোন অধিকার নাই—ইহাতে রাজারই সম্পূর্ণ অধিকার। হনরী এইমত প্রচার করিলেন বটে; কিন্তু তিনি পূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রণালীর কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করিলেন না। তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ রোমান কাথলিকই হইয়া রহিলেন। অতএব হনরী একদিকে রোমান্ কাথলিকের শত্রু, আর অন্যদিকে লুথরমতাবলম্বী প্রোটেষ্টাণ্টদিগের শত্রু হইয়া উভয় পক্ষকেই বিস্তর পীড়া দিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার মতে মত দিয়া চলিত, তাহাদিগেরই রক্ষা; যাহারা উভয় মতের মধ্যে কোন মতে দৃঢ় প্রতীতি প্রকাশ করিত, রাজাজ্ঞানুসারে তাহারা অনেকেই ঘাতকের অস্ত্রমুখে পতিত হইতে লাগিল।

বৎসরৈক কাল মধ্যেই রাজ্ঞীর এক কন্যা সন্তান জন্মিল। এই কন্যার নাম 'এলিজেবেথ'। কিন্তু হনরী আর রাজ্ঞীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি ইহার সখী 'জেন সেমুরের' লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই সিংহাসনারূঢ়া করিতে বাসনা করিলেন। অবিলম্বেই আনাবুলিনের ব্যভিচার দোষ প্রকাশিত হইল; তদ্বিষয়ে তৎক্ষণাৎ বিচারারম্ভ হইল; রাজ্ঞী বিচারে অপরাধিনী হইলেন, এবং অবিলম্বে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইল! পর দিবস হনরী জেন সেমুরের পাণি গ্রহণ করিলেন। জেন সেমুর এক বর্ষ মধ্যে পুত্রবতী হইয়া নিজ সৌভাগ্যবলে সূতিকাগারেই লোকান্তর গমন করিলেন। ইহার পুত্র 'এডওয়ার্ড' প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। হনরী ইহার পর 'কাথারীণ হৌয়ার্ড' নাম্নী কামিনীকে বিবাহ করেন। তাহার ব্যভিচার দোষ বাস্তবিকই প্রকাশ হওয়াতে সে ঘাতককর্ত্তৃক বধ্য হয়। হনরীর পঞ্চম পত্নীর নাম 'আন অব ক্লিবস'। ইংলণ্ডরাজ বিবাহের পূর্ব্বে ইহাঁকে দেখেন নাই। কোন চাটুকার চিত্রকর-দ্বারা চিত্রিত ইহাঁর চিত্রপট দর্শন করিয়াই বিবাহ করেন। পরে যখন ইহাঁর প্রকৃত অবয়ব দর্শন করিলেন, তখন অবিলম্বেই পরিত্যাগ করিলেন। ইহার

পর হনরীর আর একটী বিবাহ হয়। সেই স্ত্রীর নাম 'কাথারীণ পার'। এই স্ত্রীলোকটী বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অনেকবার কৌশল করিয়া হনরীর ক্রোধ হইতে মুক্ত হন; এবং পরিশেষে হনরীর লোকান্তর গমন হইলেও স্বয়ং জীবিতা থাকেন।

অষ্টম হনরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ড সিংহাসনারোহণ করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে প্রটেষ্টাণ্টমত ইংলণ্ডে বদ্ধমূল হইল। রোমান-কাথলিক মঠধারী সন্ন্যাসিগণ সকলেই স্ব স্ব অধিকারভ্রষ্ট হইল এবং দৈনিক প্রার্থনা-পুস্তক ইংরাজী ভাষায় প্রস্তুত হইল। কিন্তু রাজা অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন। 'ডিউক অব সমর্সেট' নামা প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজার প্রতিভূ হইয়া একাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। অনন্তর 'আর্ল অব ওয়ারিক' নামা একজন দুরাকাঙ্ক্ষ ভূম্যধিকারী ঐ রাজপ্রতিভূর প্রাণ বধ করিয়া স্বয়ং সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। 'ওয়ারিক' রাজাসনেরও প্রতি লোভ করিয়া আপন পুত্র 'গিলফোর্ড ডড্‌লির' সহিত ইংলণ্ডের রাজবংশীয়া নানা গুণবতী 'জেনগ্রের' বিবাহ সম্পাদন করিলেন। সপ্তম হনরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা মার্গারেটের সহিত স্কট-লণ্ডরাজ চতুর্থ জেমসের পরিণয় হয়; তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা মেরীর সহিত ফ্রান্স-রাজের বিবাহ হইয়াছিল; এই মেরীর দুই কন্যা হয়; তাহারই এক কন্যার গর্ভে জেনগ্রে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম হনরীর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীপতি স্কটলণ্ডের রাজা যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। হনরী সেই ক্রোধে আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে এইরূপ 'উইল' করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ও তৎপরে তাঁহার প্রথমা রাজ্ঞী কাথারীণের গর্ভজাত মেরী ও তাহার পর অনাবুলিনের কন্যা 'এলিজাবেথ' রাজ্যাধিকারিণী হইবেন; আর ইহারা যদি সকলেই নিঃসন্তান হইয়া লোকান্তর গমন করেন, তবে জ্যেষ্ঠা ভগিনী মার্গারেটের বংশ অধিকারী না হইয়া দ্বিতীয়া ভগিনীর বংশীয়গণ রাজাসন প্রাপ্ত হইবেন। ওয়ারিক, এডওয়ার্ডকে দিয়া আর একটী উইল করাইলেন। তদ্দ্বারা রাজার এইরূপ অভিমত ব্যক্ত হইল যে, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনীরা কেহই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। জেন্‌গ্রেই তাঁহার রাজ্যাধিকারিণী হইবেন। অল্পবয়স্ক রাজা এইরূপ উইল করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিলেন। তখন ওয়ারিক আপন পুত্রবধুকে সিহাসনাধিরূঢ়া করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ

করিলেন। জেনগ্রে অতি সুশীলা ও সদ্বিদ্যাবতী ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, অন্যায় করিয়া রাজাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু আমীরবর্গের অনু-রোধে তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হইতে হইয়াছিল।

কিন্তু তাঁহাকে ঐ ভার অধিক কাল বহন করিতে হয় নাই। অষ্টম হনরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরী আপন পক্ষীয় জনগণ সমভিব্যাহারে লণ্ডনের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ওয়ারিকের দল দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িল। অবশেষে তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ সমেত মেরীর হস্তগত হইলেন। মেরী, উহাদিগের সকলকেই ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিলেন। তিনি রোমানকাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। অতএব প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী পরম সাধুগণকেও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে লাগিলেন। হুপর, লাটিমর, রিডলী, ক্রান্মর প্রভৃতি মহোদয়েরা এইরূপে বিনষ্ট হইলেন। মেরী আপনি যেমন গোঁড়া কাথলিক ছিলেন, তেমনি গোঁড়া কাথলিক স্পেইনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপকে * বিবাহ করেন। ফিলিপ, উহাঁকে কিছুমাত্র স্নেহ বা সম্ভ্রম করিতেন না; কিন্তু মেরী ফিলিপের জন্য একান্ত উদ্বিগ্নমনা হইতেন। ফিলিপের সহিত ফ্রান্সরাজের † যুদ্ধ হয়; মেরী সেই যুদ্ধে আপন স্বামীর পোষকতা করিতে যান। তাহাতে ফরাসীরা কালিস নগর অধিকার করিয়া লয়। এই নগর তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময় হইতে ইংরাজদিগের অধিকৃত ছিল; এক্ষণে তাহা হস্তবহির্ভূত হওয়াতে সকলেই মনে মনে মহাদুঃখিত হইল। মেরী স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "কালিস নগরের নাম আমার হৃদয়ে ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছে, আমার মৃত্যুর পর যদি কেহ আমার বুক চিরিয়া দেখে, ঐ নাম অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে"।

মেরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার বৈমাত্রেয়া ভগিনী এলিজেবেথ ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হইলেন। ইনি প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বিনী ছিলেন; অতএব মেরীর প্রবর্ত্তিত রোমান কাথলিক ধর্ম্মের পুনর্ব্বার উচ্ছেদ হইল। এলিজেবেথ অতি বৈচক্ষণ্য সহকারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন্ত্রিবর্গ বর্লি, ওয়ালসিংহাম,

* ইনি পঞ্চম চার্লসের পুত্র ছিলেন। উক্ত সম্রাট ইঁহারই হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হয়েন।

† দ্বিতীয় হনরী।

'বেকন' প্রভৃতি মহোদয়গণ অতি উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; অতএব ইংলণ্ড দেশ এই সময়ে অতি প্রবল ও বিভবশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজ্ঞী এবং তাঁহার মন্ত্রিবর্গ তাদৃশ বিচক্ষণ না হইলে ইংরাজেরা এই সময়ের বিপদ সমূহ উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। প্রথমতঃ রোমানকাথলিক রাজগণ প্রায় সকলেই এলিজেবেথের দ্বেষ করিতেন। পোপও উহাঁকে বাস্তবিক রাজ্যাধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আর স্কটলণ্ডের রাজ্ঞী মেরীও আপনাকে ইংলণ্ডের প্রকৃত অধীশ্বরী বলিয়া প্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এই মেরী সপ্তম হনরীর কন্যা মার্গারেটের পৌত্রী ছিলেন।

কিন্তু মেরীর নির্ব্বুদ্ধিতায় এবং কালের গতিকে মেরীকে অত্যল্পকাল মধ্যেই এলিজেবেথের করকবলিত হইতে হইল। তাঁহার রাজ্যে 'যন নক্স' নামে এক জন যাজক অভিনব প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; অনেকেই সেই মতাবলম্বী হইল। কিন্তু মেরী স্বয়ং রোমানকাথলিক ছিলেন। অতএব ইংলণ্ডে যেমন রাজার সাহায্যে প্রটেষ্টাণ্ট মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, স্কটলণ্ডে তাহা হইতে পারিল না। প্রথমতঃ প্রজাসাধারণের মধ্যেই নূতন মত প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। 'ছোটলোক' মাত্রেই যে নূতন মত গ্রহণ করে, তাহাতে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। স্কটলণ্ডে এইরূপ হওয়াতে পূর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি সাতিশয় ঘৃণা দ্বেষ এবং বিরাগ প্রবল হইয়া উঠিল। মেরী তৎকর্ত্তৃক নিতান্ত উত্যক্ত হইলেন; তাঁহার প্রজারা গোপনে গোপনে এলিজেবেথের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। পরিশেষে মেরী একদা যুদ্ধে হারিয়া ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিলেন। তাঁহার মনে মনে বড় আশা ছিল যে, এলিজেবেথ সহায়তা করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। মেরী ইংলণ্ডে একটি উপদুর্গ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া থাকিলেন। তখন তিনি আপন উদ্ধারার্থে যত্নবতী হইয়া এলিজেবেথের বিরুদ্ধে যে সকল ষড়যন্ত্র হইতেছিল, তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই সকল ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল—মেরীর নামে অভিযোগ হইল—তাঁহার দোষ প্রমাণ হইল এবং তিনি ঘাতকদ্বারা নিহত হইলেন।

ইহার পর আর এক ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। স্পেইন দেশের রাজা 'দ্বিতীয় ফিলিপ' যিনি ইংলণ্ডের পূর্ব্বরাজ্ঞী মেরীকে বিবাহ করেন, তিনি ইংলণ্ড দেশ অধিকার করিবার বাসনায় অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রণপোত প্রস্তুত

করিয়া ঐ দেশ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ফিলিপের তাৎকালিক বিভবের পরিসীমা ছিল না। স্পেইন, পোর্টুগাল, বেলজিয়ম এবং হলণ্ড, এই চারিটী প্রবল ইউরোপীয় জনপদ তাঁহার অধীন। আমেরিকার মধ্যে মেক্সিকো, পেরু, চিলি, ব্রেজিল প্রভৃতি স্বর্ণ-প্রসবা ভূমি সকল তাঁহার অধিকৃত—এবং আসিয়া খণ্ডে ফিলিপাইনপুঞ্জ প্রভৃতি অনেক দ্বীপমালা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত। এতাবৎ সমুদয় দেশের একাধিপতি রাজা যথাসাধ্য যত্ন করিয়া রণপোত ও সৈন্য সমাবেশ করতঃ ক্ষুদ্র ইংলণ্ড দ্বীপের প্রতি প্রেরণ করিলে সকলেই সশঙ্ক হইল। ইউরোপের রাজা প্রজা সকলেই ঐ সৈন্য সমাবেশের প্রতি বদ্ধ দৃষ্টি হইয়া পরিশেষে কি হয়, এই ভাবিতে লাগিল। যদি ফিলিপ জয় লাভ করেন, তবে কাথলিক ধর্ম্মের নিশ্চয় জয়লাভ হয়; যদি তিনি হারেন, তাহা হইলেই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের রক্ষা হয়।

এলিজেবেথ আপন প্রজা সাধারণকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা নাবিকতায় বিশেষ পটু হইয়াছিল, তাহারা অর্ণবপোতে আরোহণ করিল এবং সকলেই অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া আপনাদিগের ধন ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার রক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিল। স্পেইনের রণপোত সমস্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়া ইংলণ্ডের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডীয় রণপোত সমস্ত উহাদিগের প্রতি আক্রমণ করিল। কিন্তু সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে আক্রমণ এবং পুনর্ব্বার শীঘ্র পলায়ন করতঃ সাবধানতা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। স্পেইনীয়েরা এইরূপ আক্রমণে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত এবং উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে ভয়ঙ্কর বঞ্চাবায়ু উপস্থিত হওয়াতে, ঐ সকল রণ পোতের অধিকাংশ নষ্ট হইল; কতকগুলি ইংরেজদিগের হস্তগত হইল, এবং অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট ভাগ বৃটন দ্বীপ সমুদায় প্রদক্ষিণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। এই অবধি স্পেইনের প্রাদুর্ভাব হ্রস্ব হইতে লাগিল, এবং ইংরেজেরা দিন দিন বর্দ্ধিতবল হইতে লাগিলেন। এলিজেবেথের সকল শত্রুই এইরূপে পরাজিত হইল। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বগত রাজাদিগের অন্যায়াচরণে যে একটী শত্রু জন্মিয়াছিল, তাহার দমন এমত সহজে সম্পন্ন হয় নাই।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আয়র্লণ্ডদ্বীপ দ্বিতীয় হনরীর রাজ্যকালে ইংলণ্ডের অধীন হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐ দ্বীপ ইংরাজদিগের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত

হয় নাই। তথাকার ভূম্যধিকারিকুলপতিগণ অনেকানেক বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন। আর গোপনে গোপনে ইংরাজদিগকে নষ্ট করিতে পারিলে কখনই তাহার ক্রটি করিতেন না। এইরূপ ঘটিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংরাজেরা কখনই তাঁহাদের আয়র্ল-ণ্ডীয় প্রজাগণকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন নাই—আপনারা উহাদিগের ভাষা শিখেন নাই; আর উহাদিগকেও আপনাদিগের ভাষা শিখিতে দেন নাই। আইরিশ জাতীয় লোক হইলেই অবজ্ঞার পাত্র হইত—আর যে কোন প্রকারে হউক, উহাদিগকে নিষ্পীড়ন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে পারিলেই আপনারা নিশ্চিন্ত হইতেন। বিশেষতঃ ইংরাজ ভূম্যধিকারিগণ প্রায় কখনই আপনাদের আয়র্লণ্ডস্থিত অধিকারে গমন করিতেন না। নায়েব এবং গোমস্তা দ্বারা প্রজা-দিগের নিকট কর আদায় করিতেন। ঐ সকল লোক কখনই প্রজাপীড়ন করিতে ক্রটি করে না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আইরিশ এবং ইংরেজ এই দুই জাতির পরস্পর সম্মিলন হওয়া দূরে থাকুক, পরস্পর দৃঢ়তর বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়াছিল। ইংরাজেরা গর্ব্বিত, নিষ্ঠুর এবং সাহসিক হইয়া আইরিশদিগকে পীড়া দিতেন। আয়র্লণ্ডীয়েরা ভীত, চতুর এবং নৃশংস হইয়া চৌর্য্যদ্বারা ইংরেজদিগের যথাসাধ্য অপকারে প্রবৃত্ত হইত। বহুকালাবধি এইরূপ হইয়া আসিতেছিল, এমত সময়ে ইংরাজেরা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক আয়র্লণ্ডে ঐ ধর্ম্ম প্রচারের উপক্রম করিলেন। আইরিশেরা অনেকেই নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল। ইংরাজেরা বলপ্রকাশপূর্ব্বক আপনাদের অভিনব ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বলপ্রকাশ এবং অযথা ব্যবহার দ্বারা কখন কোন নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় না। লোকের সহজেই মনে হয়, যে ব্যক্তি অন্যায়াচরণ করিতে পারে, তাহার ধর্ম্ম কখনই বিশুদ্ধ নহে; এই সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িতাদিগের কোন প্রধান দোষ থাকিলে তাহাদের ধর্ম্ম জনগণের অগ্রাহ্য হয়। যাহা হউক, আইরিশ লোক সকল বিরক্ত হইয়া উঠিলে 'আর্ল অব টাইরোণ' নামা এক ব্যক্তি রাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া ইংরেজদিগের সহিত অবি-রত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আয়র্লণ্ডের শাসনকর্ত্তা কেহই ঐ টাইরোণকে শাসিত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এলিজেবেথের অতি প্রিয়তম 'আর্ল অব এসেক্স' নামা কোন যুবাপুরুষ ঐ ভার গ্রহণ করিয়া আয়র্লণ্ডে গমন করি-

লেন। কিন্তু তিনিও অকিঞ্চিৎকর হইলেন। অকৃতকার্য্যতায় এলিজেবেথ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন নাই। এসেক্স আপন দোষ ক্ষালনাভিপ্রায়ে রাজ্ঞীর নিকটে আসিবার প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিলে মহারাজ্ঞী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া স্বকার্য্যেই স্থির হইয়া থাকিতে বলিলেন। এসেক্স চিরকাল রাজ্ঞীর নিকটে থাকিয়া প্রশ্রয় পাইয়া নিতান্ত অবাধ্য হইয়াছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার বয়স অল্প এবং স্বভাব উদ্ধত ছিল। অতএব তিনি ঐ নিবারণ অমান্য করিয়া লণ্ডনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী তাহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়াও এইমাত্র কহিয়া পাঠাইলেন, "তুমি সম্প্রতি আমার নিকট আসিও না; আপন গৃহে স্থির হইয়া থাক।" হতভাগ্য এসেক্স পুনর্ব্বার রাজ্ঞীর বাক্য অবহেলন করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, "লণ্ডনের নাগরিকেরা আমাকে সাতিশয় স্নেহ করে; আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিলে অবশ্যই উহারা আমার পৃষ্ঠপূরক হইবে এবং আমি তাহাদিগের সাহায্যে অনায়াসেই রাজ্ঞীকে হস্তগত করিতে পারিব; তাহা হইলে শত্রুপক্ষীয়েরা আর আমার প্রতি মহারাণীর ক্রোধ জন্মাইয়া দিতে পারিবে না; তিনি অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।" এসেক্স জানিতেন না যে, তাঁহার প্রতি নাগরিকদিগের যে অনুরাগ, তাহা রাজ্ঞীর অনুরাগ হইতেই জন্মিয়াছে। রাজ্ঞীর প্রীতি হ্রস্ব হইলে আর উহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্ট হইবেক না। ফলতঃ তাহাই হইল। তিনি রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার করিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার অনুগামী হইল না। লাভের মধ্যে তিনি স্পষ্টই রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে কারাবন্দী হইতে হইল, এবং তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়া বিচারান্তে শিরশ্ছেদনের অনুমতি হইল। এলিজেবেথ, এসেক্সকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। কোন সময়ে তিনি তাঁহাকে আপন হস্তাঙ্গুরীয় সমর্পণ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি কখন তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তবে এই অঙ্গুরীয় প্রেরণ করিবামাত্র আমি তোমাকে অবশ্যই বিপদ হইতে মুক্ত করিব। এসেক্সের প্রতি প্রাণ-দণ্ডের অনুজ্ঞা হইয়া গেলে তিনি ঐ অঙ্গুরীয় 'ডচেস অব নটীংহাম' নাম্নী কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা রাজ্ঞীর নিকটে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক আপন স্বামীর অনুরোধে রাজ্ঞীর নিকট অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন না সুতরাং এসেক্সের প্রাণদণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু এলিজেবেথ সেই অবধি আর এক দিনও

সুখী হইতে পারেন নাই; কেহ আর তাঁহার মুখে হাসি দেখিতে পায়েন নাই। যাহা হউক, কিছুকাল পরে যখন ঐ ডচেস্ অব নটিংহাম স্বয়ং পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন, তখন এসেক্স সম্বন্ধীয় নিজ দুষ্কৃতি স্মরণ হওয়াতে তিনি রাজ্ঞীর নিকট আপনার সমুদায় দোষ ব্যক্ত করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী তৎশ্রবণ মাত্র অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া ঐ পীড়িতা স্ত্রীলোকের গলা টিপিয়া বলিলেন, "তোকে আবার ক্ষমা করিব?—ঈশ্বর ক্ষমা করেন করুন—আমি পারিব না।" এলিজেবেথ ইহার পর কতিপয় দিবস অনশনে যাপন করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

এলিজেবেথের রাজ্যকাল ইংলণ্ডের ইতিহাস মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ। কারণ, বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির যে যে বিষয়ে প্রাধান্য দৃষ্ট হইতেছে, এই সময়ে তৎসমুদায়েরই মূলপত্তন হয়। ইংরেজেরা নাবিকতায় অদ্বিতীয় হইয়াছেন; ঐ সময়ে ড্রেক, কাবেণ্ডিস্ প্রভৃতি নাবিকগণ পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আইসেন। এক্ষণে সামুদ্রিক যুদ্ধেও ইংরেজেরা অদ্বিতীয়; ঐ সময় স্পেইনীয় রণপোত সকল ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক পরাভূত হয়। ইংরাজদিগের উপনিবেশ এক্ষণে যত বিস্তৃত আর কাহাদিগেরও বৈদেশিক অধিকার তত বিস্তৃত নহে; ইহাঁরই রাজ্যকালে আমেরিকার বর্জিনিয়া প্রদেশে সার ওয়াণ্টর রালে কর্ত্তৃক প্রথম ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়, রুষিয়ার সহিত বাণিজ্য বিস্তৃত হয় এবং ভারতবর্ষে * ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সূত্রপাত হয়। ইংরাজদিগের যন্ত্র-প্রস্তুত-পণ্যজাত যেমন অধিক ও উত্তম আর কাহাদিগেরও তত অধিক ও উত্তম হয় না; এই সময়েই সেফিল্ড এবং বর্ম্মিংহাম নগরে ছুরি কাঁচি প্রভৃতি ও মাঞ্চেষ্টর নগরের কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের গৌরব প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডীয় কাব্য শাস্ত্রের গৌরব অন্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিক না হউক, তথাপি কাহার অপেক্ষা অধিক ন্যূন নহে; এই সময়েই স্পেন্সর, সেক্সপিয়র, বেন্জনসন্ প্রভৃতি মহাকবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইংলণ্ডের মুদ্রাযন্ত্র যেরূপ স্বাধীন ও প্রজাদিগের পরম উপকারক এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকা সমস্ত অনুক্ষণ প্রসব করিয়া থাকে, তেমন মুদ্রাযন্ত্র আর কোন দেশে দৃষ্ট হয় না; এলিজেবেথের সময়েই মুদ্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত ও প্রথম সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এই সকল বিবেচনা

* তখন সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল।

করিয়া দেখিতে গেলে, এলিজেবেথের প্রতি ইংরাজদিগের পরম ভক্তির ও স্নেহের কারণ স্পষ্টই বোধ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[প্রথম জেম্‌স—পিউরিটান সম্প্রদায়—রোমান কাথলিকদিগের ষড়যন্ত্র—জর্ম্মনিতে যুদ্ধ—পার্লিয়ামেণ্টর বল-বৃদ্ধি—প্রথম চার্লস—আধিকৃতিক পত্রী—স্কটদিগের কবেনাণ্ট—দীর্ঘ পার্লিয়ামেণ্ট—ক্রম্‌ওএল—ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সম্প্রদায়—রাজার প্রাণদণ্ড।]

স্কটরাজ্ঞী মেরী, যাঁহাকে এলিজেবেথ বধ করেন তাঁহার পুত্র 'ষষ্ঠ জেম্‌স' স্কটলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। এলিজেবেথ অনূঢ়াবস্থায় জীবন যাপন করিয়া লোকান্তর গমন করিলে তিনিই 'প্রথম জেম্‌স' উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনারোহণ করিলেন। জেম্‌সের বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ্যা ছিল; কিন্তু সকল বিদ্যার সার পদার্থ যে জ্ঞান, তাহা কিছুমাত্র ছিল না; আর বুদ্ধিও সরল বা উদার ছিল না। তিনি আপনাকে অতিশয় সুবোধ জ্ঞান করিতেন, এবং সর্ব্ব স্থানেই নিজ বুদ্ধিমত্তা দর্শাইতে চাহিতেন; বাস্তবিক তাঁহার ধীশক্তি কিছু-মাত্র পরিণামদর্শিনী ছিল না; আর তিনি ভীরুর শেষ ছিলেন।

এলিজেবেথের সময়াবধি 'পিউরিটান্' নামে একটী নূতন খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ইংলণ্ডে প্রাদুর্ভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহারা রোমান কাথলিক ধর্ম্মের পরম দ্বেষ্টা ছিল, এবং ইংলণ্ডে যেরূপ ধর্ম্ম-প্রণালী * সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাকেও উহাদিগের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না; উহারা সর্ব্বদাই সেই ধর্ম্মের দ্বেষ করিত, এবং তজ্জন্য এলিজেবেথের বিষ দৃষ্টিতে পড়িয়া অনেক ক্লেশ পাইয়াছিল। উহারা তাঁহার সময়ে সমধিক প্রবল হইতে পারে নাই; আর ঐ সময়ে উহারা রোমান কাথলিক মতাবলম্বীদিগের সমূহ প্রাদুর্ভাব দর্শনে ভীত হইয়া মনে মনে এমত নিশ্চয় করিয়াছিল যে, এক্ষণে প্রটেষ্টাণ্ট মত লইয়াই টানাটানি হইতেছে; যত দিন ঐ মত দৃঢ়তররূপে সংস্থাপিত না হয়, তাবৎ কোন অন্তর্বিবাদ দ্বারা উহাকে দুর্ব্বল করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ফলতঃ পিউরিটানেরা এলিজেবেথের দ্বারা নির্ভরে নিষ্পীড়িত হইয়াও সর্ব্বদা সেই মহারাজ্ঞীর মঙ্গল প্রার্থনা

* ইহাকে এপিস্কো পেলীয় ধর্ম্মপ্রণালী বলে।

করিয়াছিল। এই দল দিন দিন প্রবল হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, যে সকল লোক চিরাগত ধর্ম্ম-প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবল প্রতাপ পোপদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল, তাহারা কি কখন কোন সামান্য রাজার অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্বীকার করিতে পারে? ফলতঃ পিউরিটানেরা যেমন ধর্ম্মবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা মনে মনে রাজ্যশাসন বিষয়েও তেমনি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা বিধেয় জ্ঞান করিত। রাজা যে, প্রজাদিগের উপকারার্থেই রাজশক্তি ধারণ করেন, ইহা যে তাঁহার ঔৎপত্তিক ক্ষমতা নহে, পিউরিটান মাত্রেরই এই দৃঢ় সংস্কার হইয়াছিল।

কিন্তু অপরিণামদর্শী জেম্‌স, ইহার কিছুই বুঝিতেন না। রাজার মান ঈশ্বরদত্ত—রাজা যাহা করিবেন তাহাতে 'না' বলিলেই মহা অধর্ম্ম হয়—তিনি কিরূপ পরামর্শ করিয়া কোন্ কর্ম্ম করিলেন, ইহার অনুসন্ধান করাতেও প্রজাদিগের পক্ষে মহাদোষ—এই সকল অযৌক্তিক মতের পোষকতায় তিনি সর্ব্বদা বাগাড়ম্বর করিতেন। স্বকার্য্যপটু নৃপালগণ যে সকল স্থলে অন্যায়াচরণ করেন, সেই সকল কর্ম্ম যে, প্রজাকুলের উপকারের নিমিত্তই করিতেছেন, কৌশল পূর্ব্বক এমত করিয়া দেখান; কিন্তু জেম্‌স তাহার ঠিক বিপরীত ব্যবহারই করিতেন। প্রজার উপকার করা তাঁহার কর্ত্তব্য, অতএব করিতেছেন, কদাপি এরূপ প্রকাশ করিতেন না। "আমার ইচ্ছা হইল অতএব করিলাম—আমার কর্ত্তব্য বলিয়া করিলাম এমত নহে,"—তিনি এইরূপ অভিপ্রায়ই অনুক্ষণ প্রকাশ করিতেন।

যাহা হউক, একে জেম্‌সের বুদ্ধিশুদ্ধি এইরূপ; তাহাতে আবার যে কাল উপস্থিত তাহাতে অতি বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তাদিগেরও পদে পদে ভ্রম এবং বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। পিউরিটান দল দিন দিন প্রবল হইতেছে—পার্লিয়ামেণ্ট সভার সদস্যগণ অনুক্ষণ রাজার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে—স্কটলণ্ড হইতে দলে দলে লোক সকল আসিয়া রাজকর্ম্মের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে—ইংরাজেরা, উহাদিগকে কোন কর্ম্ম কার্য্যে নিযুক্ত করিলেই মহাবিরক্ত হইয়া উঠিতেছে—আর রোমান কাথলিকেরা মনে মনে ভাবিতেছে যে, জেম্‌স স্কটরাজ্ঞী মেরীর পুত্র, অতএব অবশ্যই তাঁহার মাতার স্বধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আমাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

যখন রোমান কাথলিকেরা দেখিল, জেম্‌স তাহাদিগের কোন উপকারই করিলেন না, তখন তাহারা মহাকুপিত হইয়া একটী সুদারুণ মন্ত্রণাবধারণ করিল। পার্লিয়ামেণ্টসভার সভ্যগণ যে গৃহে মিলিত হইতেন তাহারা তাহার নীচের কুঠরীগুলি ভাড়া লইয়া তাহাতে বারুদপূর্ণ করিল এবং যে দিন সমন্ত্রিবর্গ রাজা ঐ সভাগৃহে আসিবেন, সেই দিন উহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া একেবারে সকলের প্রাণ বিনাশ করিবে এই নিশ্চয় করিয়া রহিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইহা পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়া পড়াতে সকলে রক্ষা পাইলেন।

জেম্‌স যমদণ্ডে পীড়িত হইয়াছিলেন; তিনি ডেন্‌মার্ক-রাজদুহিতার পাণি-গ্রহণ করেন, এবং তাহাতে দুই পুত্র এবং এক কন্যা হয়; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র পিতা বর্ত্তমানেই লোকান্তর গমন করেন। দ্বিতীয় পুত্র চার্লস প্রধান মন্ত্রী 'বকিংহামের' পরামর্শে ছদ্মবেশে স্পেইনে গিয়াছিলেন। স্পেইনরাজতনয়ার সহিত তাঁহার উদ্বাহসম্বন্ধের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু নির্ব্বোধ বকিংহামের দোষে সেই বিবাহ ঘটিয়া উঠিল না। চার্লস ফ্রান্স-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করি-লেন। জেম্‌সের কন্যার সহিত জর্ম্মনির অন্তর্গত 'পালাটি নেট' * প্রদেশাধিকারীর বিবাহ হয়। ইনি অষ্ট্রীয় সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া-ছিলেন। যাহা হউক, ইহাঁর বংশ হইতেই বর্ত্তমান 'ব্রন্‌সিক্' রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইঁহাকে স্মরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

জেমসের সহিত পার্লিয়ামেণ্টের সর্ব্বদা যে বিবাদপরম্পরা চলিতেছিল, তাহাতে জেম্‌স' মুখে যাহা বলুন কিন্তু কার্য্যে অনেক স্থলেই পার্লিয়ামেণ্টের কথা শুনিয়া চলিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে রাজাদিগের 'পর্বেয়ান্স' নামক একটী অনুচিত ক্ষমতা ছিল। সেই ক্ষমতানুসারে রাজার লোকে প্রজাদিগের স্থানে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের যথেচ্ছ মূল্য দিয়া উহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিত। জেম্‌সকে এই ক্ষমতা পরিহার করিতে হয়। রাজাদিগের আর একটী ক্ষমতা ছিল, তদ্দ্বারা উহাঁরা দ্রব্যবিশেষের বাণিজ্য সর্ব্বসাধারণের

* বোহেমিয়া প্রদেশবাসীরা প্রটেষ্টাণ্ট মত গ্রহণ করাতে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট তাহাদিগের প্রতি সমূহ অত্যাচার করেন। তাহাতে বোহিমীয়েরা ইংলণ্ডরাজ জেম্‌সের জামাতাকে আপনা-দিগের রাজা বলিয়া স্বীকার করে। জেম্‌স আপন জামাতার আর ইংরেজের স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রটেষ্টাণ্টদিগের সাহায্যার্থে অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন।

প্রতি নিবারিত করিয়া আপনাদিগের স্বেচ্ছানুসারে কোন কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিতে পারিতেন। পার্লিয়ামেণ্টের অনুরোধে এইরূপ এক চেটিয়া (মনোপলি) করিবার শক্তিও রাজাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আর এক সময়ে রাজার অর্থ প্রয়োজন হওয়াতে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ বলিয়া বসিলেন, আমাদিগের এই এই দুঃখ মোচন না করিলে আমরা করপ্রদানে সম্মত হইব না। জেম্‌স বিরক্ত হইয়া সেই পার্লিয়ামেণ্টের সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিন্তু পরিশেষে পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা হইল।

লোকে কথায় বলে উঠন্ত মূল পত্তনেই চিনা যায়। পার্লিয়ামেণ্ট সভার এই সকল উপক্রম দেখিয়া তৎকালে ইংলণ্ডীয় প্রজাগণের মনে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা যে অতিশয় প্রবল হইয়াছিল, তাহা জেমসের বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা বুঝিলেন না। রাজা হইলেই ঈশ্বরের প্রতিভূ হয়, সুতরাং ঈশ্বরাজ্ঞালঙ্ঘনেও যেমন দোষ, আর রাজাজ্ঞালঙ্ঘনেও সেইরূপ দোষ, এই নিশ্চয় করিয়া তিনি জীবন যাপন করিলেন—এত দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিল না। তাঁহার পুত্র প্রথম চার্লস রাজা হইয়া পিতার মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিলেন। তাঁহার সহিত পার্লিয়ামেণ্টের নিরন্তর বিবাদ চলিতে লাগিল। চার্লস দেখিলেন যে, পার্লিয়ামেণ্টের স্থানে টাকা পাওয়া ভার হইয়া উঠিল। অথচ তখন স্পেইন ও ফ্রান্স দুই রাজ্যের সহিত যুদ্ধ * চলিতেছিল; টাকা না হইলেও নয়। অতএব বহু পূর্ব্বকালে কোন কোন রাজা যেমন স্বেচ্ছাতঃ কোন কোন প্রকার করাদান করিতেন, উনিও সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের বিলক্ষণ বোধ হইল যে, রাজা যদি স্বয়ং অর্থসংগ্রহ করিতে পারেন তবে, ইংলণ্ডের স্বাধীনতার শেষ হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে 'পিটিসন্ অব রাইট' নামক একলিপি প্রস্তুত করিল, এবং অনেক যত্নে রাজাকে ঐ লিপিতে স্বাক্ষর করাইল। এই লিপি ইংরাজদিগের দ্বিতীয় মাগ্না কার্টা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। কিন্তু রাজা এই লিপি দ্বারা যাহা যাহা স্বীকার করিলেন, সেই সকল অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলেন না। পুনর্ব্বার নূতন নূতন প্রকার কর অবধারণ করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে সেই সকল করাদান করিতে

---

* রাজমন্ত্রী বকিংহামের দোষেই এই দুই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তিনিই স্পেইন-রাজদুহিতার সহিত চার্লসের বিবাহের প্রতিবন্ধক হন, এবং ফ্রান্সরাজমন্ত্রী কার্ডিনাল রিশিলুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ফ্রান্সের সহিত অকারণ যুদ্ধ উপস্থিত করেন।

লাগিলেন। ঐ সময়ে 'ষ্টারচেম্বর' এবং 'হাইকমিসন্' নামে দুইটী ধর্ম্মাধিকরণ ছিল। তথাকার বিচারকর্ত্তৃগণ রাজার নিতান্ত অধীন ছিলেন। তাঁহারা সকল মোকদ্দমাতেই রাজার পক্ষপাতী হইয়া বিচার করিতেন। সুতরাং শত শত ব্যক্তি উহাঁদিগের দ্বারা অর্থদণ্ড এবং শরীর দণ্ডে দণ্ডিত হইত। বিশেষতঃ 'হাম্পডেন' নামা এক ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি রাজগৃহীত অন্যায্য কর প্রদানে অসম্মত হওয়াতে কারাগারে নীত হইলে, তিনি স্পষ্টই দেখাইলেন যে, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে রাজার তাদৃশ কর গ্রহণে সামর্থ্য নাই। তিনি কারারুদ্ধ হইলেন বটে; কিন্তু সেই অবধি সর্ব্বসাধারণের বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে, রাজা নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছেন এবং তাঁহার দমন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ইংলণ্ডে এইরূপ। স্কট্‌লণ্ডে ইহা অপেক্ষাও অধিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, স্কটলণ্ডে যেরূপ ধর্ম্মসংশোধন হয়, তাহাতে রোমান্ কাথলিকদিগের আচার ব্যবহার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ডে সেরূপ হয় নাই। ইংলণ্ডের ধর্ম্মপ্রণালী যদিও প্রকৃত সমুদায় বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রটেষ্টাণ্ট মতানুযায়ী হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনেকানেক আচার রোমান কাথলিকদিগেরই সদৃশ ছিল। বিশেষতঃ ইংলণ্ডে আর্চবিশপ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্তা ও উপদেষ্টৃগণ রাজার দ্বারা স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন; স্কটলণ্ডে ঐরূপ হইত না। কিন্তু জেম্‌স্ এবং তাঁহার পুত্র, ইহাঁরা উভয়েই দেখিয়াছিলেন যে, যাজকগণ রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে যেমন রাজভক্তিপরায়ণ হন এবং প্রজাসাধারণকে সেইরূপ হইতে শিখান, জনসাধারণ দ্বারা নিযুক্ত যাজকবর্গ কদাপি তেমন হয়েন না। এই ভাবিয়া উহাঁরা উভয়েই ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-প্রণালী স্কটলণ্ডে প্রবর্ত্তিত করণার্থে সম্যক্ চেষ্টা করেন। স্কট্‌লণ্ড দেশীয়েরা ইহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সকলে ঐকমতাবলম্বন পূর্ব্বক একটী লিপি প্রস্তুত করিল এবং যুদ্ধ করিয়াও যদি রাজাকে নিরস্ত করিতে হয়, তাহাও করিতে স্বীকার করিয়া অধিকাংশ লোকেই ঐ লিপিতে স্বাক্ষর করিল। ঐ স্বকৃতিপত্রীর নাম 'কবেনাণ্ট'; যাহারা উহাতে স্বাক্ষর করিল তাহাদিগকে 'কবেনাণ্টর' বলে।

এই 'কবেনাণ্টরেরা' অতি সত্বরে যুদ্ধোদ্যম করিয়া ইংলণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিল। চার্লস্ ইংলণ্ডীয় সৈন্য লইয়া উহাদিগের বিরুদ্ধে গমন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে আপন সৈন্যগণও বিপক্ষ পক্ষীয় হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। উভয় প্রতিপক্ষ দলে সন্ধি বন্ধন হইয়া অবধারিত হইল যে, স্কটলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট এবং "জেনরাল আসেম্বলী" অর্থাৎ সাধারণ যাজক সভা, এই উভয়ের মতানুসারে তদ্দেশের ধর্ম্মপ্রণালী নিরূপিত হইবে। চার্লস এই সময়ে মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, বিপক্ষীয়দিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ করাইয়া উহাদিগের মধ্য হইতে বিশেষ ক্ষমতাশালী কতিপয় ব্যক্তিকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। তাহা হইলে শত্রুদল বশীভূত হইতে পারিবে। কিন্তু তিনি কেবল 'মণ্টরোজ' নামা একজন প্রধান ভূম্যধিকারীকেই স্বমতানুগামী করিতে পারিলেন। অপর সকলে আপনাদিগের কবেনাণ্ট প্রতি-পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল। সুতরাং যাজকদিগের সভায় এবং পার্লিয়া-মেণ্টে রাজার কোন অভিমতই রক্ষা পাইল না; পুনর্ব্বার যুদ্ধের উপক্রম হইল। চার্লস্ ইহার পূর্ব্ব একাদশ বর্ষ মধ্যে একবারও ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের আহ্বান করেন নাই। এইবারে অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন হওয়াতে পুনর্ব্বার পার্লিয়া-মেণ্টকে স্মরণ করিতে হইল। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহার যুদ্ধের কোন সাহায্য না করিয়া তিনি যে সকল অত্যাচার করিতেছিলেন, তাহা লইয়াই আন্দোলন করিতে লাগিল। রাজা পুনর্ব্বার ঐ পার্লিয়ামেণ্টসভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। কিন্তু স্কট সৈন্য ইংলণ্ড আক্রমণ করিল—উহারা একটী যুদ্ধে জয়ী হইল—রাজা প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে চাহিলেন—এবং সকলের অভিমতানুসারে এই অবধারিত হইল যে, উভয়দেশের পার্লিয়ামেণ্ট সভা বিচার করিয়া উভয়ের ধর্ম্ম-প্রণালী এবং শাসনপ্রণালী যেরূপ হওয়া উচিত অবধারণ করুক—আর যে পর্য্যন্ত সকল বিবাদের নিষ্পত্তি না হয় তাবৎকাল স্কট সৈন্যগণ ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে বেতন প্রাপ্ত হইয়া সশস্ত্র থাকুক। এইবার যে পার্লিয়ামেণ্টের আহ্বান হইল, তাহার নাম 'দীর্ঘবালং পার্লিয়ামেণ্ট'। ইহা নয় বৎসরকাল থাকে, এবং সেই সময়ের মধ্যে রাজাকে অস্ত্রবলে পদাবনত করিয়া ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে স্থিরতর এবং বদ্ধমূল করে ও পরিশেষে আপনাদিগেরই সৃষ্ট প্রবল সৈন্য-নিচয় কর্ত্তৃক পদচ্যুত হয়। কিন্তু এই সকল বিবরণ পরে বক্তব্য; এক্ষণে আয়র্লণ্ডের প্রতি একবার দৃষ্টি করা আবশ্যক।

এলিজেবেথের রাজ্যকালে যখন আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং এসে-ক্স সেই বিদ্রোহ নিবারণে অসমর্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহার

অত্যল্পকাল পরে 'আর্ল অব মণ্টজয়' নামক একজন প্রধান ভূম্যধিকারী আয়র্লণ্ডের শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। ইনি কৌশলপূর্ব্বক সকল বিদ্রোহীকেই দমন করিলেন। এলিজেবেথের জীবদ্দশাতেই আয়র্লণ্ড উপশান্ত হইল। তাহার পর প্রথম জেম্‌স্ রাজা হইয়া সমুদায় আয়র্লণ্ডে ইংরাজী আইন প্রচলিত করিলেন এবং সেই অবধি ইংরাজদিগের এই পরামর্শ অবধারণ হইল যে, ক্রমে ক্রমে আয়র্লণ্ডের আদিম নিবাসিগণকে নষ্ট করিয়া ইংরাজ এবং স্কট প্রজা দ্বারা ঐ দেশে বসতি করাইবেন। ইংরাজদিগের প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মই আয়র্লণ্ডের রাজধর্ম্ম হইল; আইরিস্ প্রজাগণ রোমান কাথলিক মতাবলম্বী হইলেও তাহাদিগের স্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের নিমিত্ত যে কর গ্রহণ হইত, তৎসমুদায় প্রটেষ্টাণ্ট পাদ্রীদিগকে অর্পিত হইতে লাগিল। রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী আইরিস্ লোক সকল কোন মতেই ইংলণ্ডের রাজাকে ধর্ম্মশাস্তা বলিয়া স্বীকার না করায় তাহারা ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থানুসারে কোনপ্রকার রাজকার্য্যের যোগ্য হইল না! তাহারা অন্যান্য বিবিধ প্রকারেও পীড়িত হইতে লাগিল। এই সকল কারণে পুনর্ব্বার আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। চার্লস আপন প্রিয় মন্ত্রী 'আর্ল অব ষ্ট্রাফোর্ডকে' আয়র্লণ্ডে প্রেরণ করিলেন। ইনি একজন অশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্টের মতানুগামী থাকেন; পরে রাজা আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ইহাঁকে স্বপক্ষ করিয়া ছিলেন। ষ্টাফোর্ডের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে আয়র্লণ্ড কিছুকাল উপশান্ত রহিল। কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন হইলে গোলযোগের পরিসীমা রহিল না। আইরিস্ লোক সকল ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক যেমন নিষ্পীড়িত হইয়াছিল, তেমনি নির্দ্দয় হইয়া উহাদিগের প্রতি বৈরশুদ্ধি করিল। ফলতঃ ইংরাজদিগের চেষ্টা একেবারে আদিম আইরিস লোক সকলকে নষ্ট করিয়া আপনারা ঐ দেশে বাস করেন; সুতরাং যেখানে প্রবলতরের মনে এতাদৃশ দুষ্ট অভিসন্ধি থাকে, তাদৃশ স্থলে পরস্পর অত্যাচারের পরিসীমা থাকে না। প্রাণ লইয়া টানাটানি হইলে অতি ভীরুও সাহসী হয়—অতি দুর্ব্বলও বলবানের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। চমৎকারের বিষয় এই যে, যে ইংরাজেরা এবং স্কটলণ্ডবাসীরা ঐ সময়ে আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত 'রাজার' প্রতিকূল পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারাই আইরিসদিগের ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতা বিনাশের নিমিত্ত সর্ব্ব-

তোভাবে যত্নবান হইল। আমরাও যে দুঃখে দুঃখী উহারাও সেই দুঃখে কাতর এমত ভাবিয়া কেহই আইরিসদিগের প্রতি সমদুঃখিতা প্রকাশ করিল না।

পূর্ব্বে যে দীর্ঘ পার্লিয়ামেণ্টের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে কয়েকজন অতি প্রধান প্রধান লোক ছিলেন। বস্তুতঃ ঐ সময়টীতে ইংলণ্ডে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরিণামদর্শী, একাগ্রচিত্ত, অনেকানেক লোক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পিম, হাম্পডেন, হলিস, সেণ্টজন, ভেন এবং ক্রমওএল সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ঐ পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ এক বৎসর মধ্যেই ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, এমত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু রাজা আপন অঙ্গীকৃত প্রতিপালনে একান্তই পরাঙ্মুখ, ইহা জানিয়া তাঁহারা যে পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন সেই পর্য্যন্ত করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। বস্তুতঃ মনুষ্যের স্বভাবও এমত নয় যে, একবার কোন বিষয়ে যত্নাতিশয় করিলে সেই বিষয়ে ঠিক ন্যায়পথবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে। যে দিকে অধিক চেষ্টা করা অভ্যাস হইয়া যায়, তাহাতে লোকে প্রায়ই একদেশদর্শী এবং ন্যায়পথবহির্ভূত হইয়া পড়ে। পার্লিয়ামেণ্ট সভারও সেইরূপ হইল। ঐ সভা রাজার শক্তি খর্ব্ব করণার্থ সমূহ প্রয়াস পাইয়া যখন সেই শক্তি আপনার প্রকৃত সীমার অন্তর্ভূত হইয়া পড়িল, তখনও তাহাকে আরও খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজার প্রিয় মন্ত্রী ষ্ট্রাফোর্ডের নামে অভিযোগ হইল এবং তিনি দোষী প্রমাণিত হইয়া নিহত হইলেন। কাণ্টরবুরীর আর্চবিশপ যিনি প্রথমাবধি রাজার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারও ঐ দশা হইল। সৈন্যাধিপত্য চিরকাল রাজার হস্তগত ছিল, এক্ষণে পার্লিয়ামেণ্ট সেই শক্তি অপহরণের নিমিত্তও চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন আর দুই পক্ষে কোন প্রকার ঐক্য হইবার উপায় রহিল না। রাজা লণ্ডন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ইয়র্ক নগরে গমন করত সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের নিয়োজিত সেনাপতিগণও সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রধান প্রধান নগর এবং বাণিজ্য-বন্দর হইতে বিশেষতঃ ইংলণ্ডের পূর্ব্বোপকূল ভাগ হইতে, পার্লিয়ামেণ্টের অধিক সৈন্য সংগৃহীত হইল। রাজার সেনা পল্লীগ্রামস্থ ভূম্যধিকারী ও তৎপ্রজাবর্গে পরিপূর্ণ হইল। রাজসৈন্যে অশ্বারোহ ভদ্রলোক অধিক ছিল, এই জন্য রাজপক্ষ 'কাবালিয়র' অর্থাৎ অশ্বারোহ

অভিহিত হইল এবং পার্লিয়ামেণ্টের সৈন্যগণ অধিকাংশই ক্ষুদ্র কেশ ধারণ করিত, এই হেতু 'রৌণ্ডহেড' অর্থাৎ 'গোলশিরস্ক' এই উপাধি প্রাপ্ত হইল। রাজা আপনি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের সৈন্যগণ 'আর্ল অব এসেকস' নামা কোন প্রধান ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে লাগিল। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে দুই দলে যুদ্ধ হয়। প্রথমে রাজার সৈন্যগণ সর্ব্বস্থলেই বিজয় লাভ করিতে লাগিল। তাহার কারণ, রাজ সৈন্যে ভদ্রলোক অধিক ছিল; তৎকালে ইংলণ্ডের ভদ্রলোকমাত্রেরই অস্ত্রবিদ্যায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অভ্যাস ছিল; আর পার্লিয়ামেণ্টের সেনানীগণের মধ্যে অনেকের মনে মনে এমত শঙ্কাও ছিল যে, রাজাকে নিতান্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিলে, আর পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ উহাঁর সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে সম্মত হইবেন না; সুতরাং এই সকল আশঙ্কা প্রযুক্ত পার্লিয়ামেণ্টের নিয়োজিত সেনাপতিগণের মধ্যে সকলের একরূপ অভিমত ছিল না। কি করিতে কি হইয়া উঠিবে, এই ভাবিয়া অনেকেই দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেবল এক ব্যক্তির মনে ঐ সকল দ্বৈধভাব একবারও উদ্রিক্ত হয় নাই। তিনি প্রথমাবধিই স্পষ্টই দেখিয়াছিলেন যে, যখন একবার অস্ত্রধারণ করা হইয়াছে, তখন মনে মনে সন্দেহ করিয়া কার্য্য করায় কার্য্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে সৈন্যগণ সুশিক্ষিত, সাহসিক এবং কার্য্যক্ষম হয় তিনি নিরন্তর এই যত্নই করিতেছিলেন। বিশেষতঃ তিনি আপন অধীন সৈন্যগণের মনে এই ভাব দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা সামান্য যুদ্ধ নয়—উহা প্রকৃত ধর্ম্ম-যুদ্ধ। যাহারা উহাদিগের বিপক্ষ তাহারা কেবল উহাদিগেরই শত্রু নয়—তাহারা জগদীশ্বরেরও শত্রু—তাহারা মহা বিধর্ম্মী—পরম নারকী; সুতরাং উহাদিগকে নষ্ট করায় কেবল ইহলোকের উপকার হইবে এমত নহে, তদ্দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মের সংস্থাপন হওয়াতে যে পরকালেরও মঙ্গল সাধন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

ক্রমওএলের অধীনস্থ সৈন্যগণের মনে এই সকল সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গেলে, তাহারা একেবারে অজেয় হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের যে দিকে উহারা আক্রমণ করিত, কাহার সাধ্য যে সেই দিক রক্ষা করে? যে দিক উহারা রক্ষা করিত, কেহই সেই দিক পরাভূত করিতে পারিত না। ইহারা আপনাদিগের গুণেই 'আইরন সাইড' অর্থাৎ লৌহ-পার্শ্বক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে স্কটলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টও ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের সহিত একমত হইয়া তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ একবিংশ সহস্র সেনা প্রেরণ করিল। স্কট-দিগের এই কর্ম্মটী কোন মতেই উচিত হয় নাই; রাজা উহাদিগের নিকট যাহা যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন সেই সকল অঙ্গীকার প্রতিপালনে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই। তথাপি, ইংলণ্ডে আপনাদিগের প্রেসবিটীরীয় ধর্ম্ম-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার বাসনায় উহারা তাদৃশ অন্যায়াচরণ করিল। স্কটদিগের আরও অধিক নীচতা এই যে, তাহারা ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের ভৃতি স্বীকার পূর্ব্বক সৈন্য প্রেরণ করে। যাহা হউক, ক্রমওএলের লৌহ-পার্শ্বক এবং স্কট-দিগের সৈন্যসমূহ রণস্থলে উপস্থিত হওয়া অবধি আর রাজার পক্ষে মঙ্গল রহিল না। তিনি প্রতি যুদ্ধেই পরাভবপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার অনুচরবর্গ নানা প্রকার দোষে লিপ্ত হওয়াতে কদাপি প্রজা সাধারণের অনুরাগ ভাজন হইতে পারে নাই। তাহাদিগের মধ্যে পান দোষটী অতিশয় প্রবল ছিল এবং শত্রু পক্ষীয়েরা নিতান্ত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইত বলিয়া তাহারা একেবারে ধর্ম্মের নামও করিত না। রৌণ্ডহেডেরা কখন অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিত না; কাবালিয়রেরা সেই জন্যই অনেকে ঐ দোষে দূষিত হয়। রৌণ্ডহেডেরা সকল কথাই অল্পে অল্পে মৃদুস্বরে কহিত, কদাপি হাস্য পরিহাসে কালাতি-পাত করিত না; কাবালিয়রেরা সেই জন্যই চীৎকার এবং অট্টহাস ব্যতিরেকে কোন কথাই কহিত না। ফলতঃ ঐ দুই প্রতিপক্ষ দলের আচার, ব্যবহার এবং মতের সম্পূর্ণ রূপেই প্রভেদ হইয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এমন এক একটী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহারা আপনাদিগের সমকালীন সকল ব্যক্তিকেই স্ব স্ব মতানুবর্ত্তী করিয়া তুলেন—যাঁহাদিগের রীতি চরিত্র সকলেরই অনুকরণীয়—এবং যাঁহারা যে দিকে লইয়া যান অপর সকলে সন্তোষপূর্ব্বক সেই দিকেই গমন করে। ক্রমওএল ঐ প্রকার লোকদিগের মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। দেখিতে দেখিতে পার্লিয়ামেণ্টের সৈন্যগণ সকলেই তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়া পড়িল—সকলেই গম্ভীর প্রকৃতি, সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, সকলেই একান্ত ভক্তিমান এবং সকলেই যুদ্ধ স্থলে নির্ভয়হৃদয় হইল। সুতরাং রাজ সৈন্য যদিও কোন কোন স্থলে জয় লাভ করিত, তদ্দারা রাজার বিশেষ উপকার দর্শিত না। প্রজা-গণ কোথাও রাজসেনার প্রতি তুষ্ট হয় নাই। 'মণ্টরোজ' নামা এক জন স্কটলণ্ড

দেশীয় ভূম্যধিকারী নিজ অসাধারণ বুদ্ধিবলে স্কটলণ্ডের সমুদায় উত্তরভাগ জয় করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইনি অনেক স্থলে প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর হানিবালের * তুল্য রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া উপর্য্যুপরি ছয়বার স্কটলণ্ডীয় কবেনাণ্টরগণকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করেন। কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে, তিনি আপনার বল কোথাও দৃঢ় করিতে পারিলেন না এবং পরিশেষে তাঁহাকে স্কটলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে হইল। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে রাজার সমুদায় বল একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রথমে অক্সফোর্ড নগরে প্রস্থান করিলেন; পরে ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' নামক সম্প্রদায়ের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া স্কটলণ্ডীয় সেনাগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সেনাপতি ক্রমওয়েল্ উক্ত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন। ইহাঁরা প্রেসবিটিরীয় মতাবলম্বী স্কট এবং দীর্ঘ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ অপেক্ষাও রাজ্য এবং ধর্ম্ম শাসন বিষয়ে অধিকতর পরিবর্ত্ত করিবার মনন করিতেন। রাজা মনে করিয়াছিলেন যে, স্কটদিগের শরণাপন্ন হইলে ঐ 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট'দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। কিন্তু তাহা হইল না, স্কটলণ্ডীয় সৈন্যগণ ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের স্থানে চল্লিশ লক্ষ টাকা পাইয়া রাজাকে উহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল এবং সৈনিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইল। পার্লিয়ামেণ্টের ইচ্ছা হইল, ইংলণ্ডীয় সৈন্যদিগকেও ঐ রূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন; কিন্তু উহারা কার্য্যান্তরে গমন করিতে অস্বীকার করিল। এইরূপ ঘটিয়া উঠিলে, রাজা প্রকাশ্যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদিগের সহিত, আর গোপনে গোপনে প্রেসবিটীরীয়দিগের সহিত, সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ গুপ্ত সন্ধির সময়ানুসারে স্কটলণ্ডীয় সেনা রাজপক্ষ হইয়া ইংলণ্ডে প্রবেশ করিল এবং ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে প্রেসবিটীরীয় মতাবলম্বী রাজপক্ষীয় যত লোক ছিল, তাহারাও অস্ত্রধারণ করিল। ক্রমওএল সত্বর হইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন—এক যুদ্ধেই স্কটলণ্ডীয় সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলেন—এবং এমত অবিশ্বাস্য রাজার সহিত সন্ধিবন্ধনের চেষ্টা করা ব্যর্থ এই নিশ্চয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে যে সকল 'প্রেসবিটীরীয়' সভ্য ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অপমানিত হইয়া স্বস্থান-ভ্রষ্ট

* কার্থেজীয়দিগের সেনাপতি এবং রোমীয়দিগের পরম শত্রু। রোমইতিহাসের দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের বর্ণনে ইহাঁর প্রভাব সবিশেষ প্রকাশিত আছে। নব্যদিগের মধ্যে কেবল নেপোলিয়ান বোনাপার্টী'ই, ইহাঁর সহিত উপমিত হইতে পারেন।

হইলেন। পার্লিয়ামেণ্টে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বই আর কোন লোক রহিল না। তখন রাজার বিচারার্থ এক মহতী ধর্ম্মাধিকরণ সভা সংস্থাপিত হইল। রাজা সেই সভা সমক্ষে আনীত হইলেন—বিচারে দোষী হইলেন—এবং আপন ভবন সমক্ষে এক উচ্চ মঞ্চোপরি সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমক্ষে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট হইলেন। এই ব্যাপার ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

[সাধারণ তন্ত্রতা—ক্রম্‌ওএলের প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী—ইংলণ্ডের প্রভাবশালিতা—ওলন্দাজদিগের ও অন্যান্যের সহিত যুদ্ধ—ক্রমওএলের মৃত্যু—রিচার্ড ক্রমওএল—রাজ-তন্ত্রতার পুনঃ প্রবৃত্তি।]

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজার প্রাণবধ করিয়া ইংলণ্ডে সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যশাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিল। উহাদিগের মতে প্রজারাই রাজ-শক্তির নিদানভূত। অতএব প্রজা সাধারণের প্রতিনিহত ব্যক্তিরাই রাজ-শক্তি ধারণ করিতে পারে, অন্য কাহারও সেই শক্তি ধারণের ক্ষমতা নাই। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে হৌস অব লর্ডস নামক যে ভূম্যধিকারী ও যাজকবর্গের সভা ছিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর এবং রাজশক্তি ধারণের অনধিকারী বিবেচনায় রহিত হইল। এইরূপে সমুদায় রাজশক্তি কেবল 'হৌস অব্ কমন্স' নামক সভার হস্তগত হইলে তাহারা সেনাপতি 'ক্রমওএল'কে আয়র্লণ্ড শাসন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। আয়র্লণ্ডে তখন তিনটী পরস্পর প্রতি-পক্ষ দল প্রবল হইয়াছিল। একটী রোমান কাথলিক মতাবলম্বী, দ্বিতীয়টী রাজপক্ষ, আর তৃতীয়টী পার্লিয়ামেণ্টের অনুগামী। ক্রমওএল অতি স্বল্পকাল মধ্যেই রোমান কাথলিক এবং রাজপক্ষীয় এই উভয় দলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আয়র্লণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের অপ্রতিহত প্রভাব সংস্থাপিত করিলেন। ইনি যেরূপ আয়র্লণ্ড শাসন করিয়াছিলেন ইঁহার পূর্ব্বে কখন ঐ দেশ তেমন শাসিত হয় নাই। অতি পরুষ ব্যবহার * দ্বারা তিনি বিপক্ষ মাত্রকেই ভীত করিলেন—যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান দ্বারা স্বপক্ষ সমুদায়কে প্রবল করিলেন—এবং অনেক ইংরাজকে সপরিবারে আয়র্লণ্ডের নানা স্থানে সংস্থাপিত করতঃ ঐ দেশে ইংরেজদিগের কর্ত্তৃত্ব বদ্ধ-মূল করিলেন।

---

* ড্রঘীডা নগর নিবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা অন্যূন নয় সহস্র ব্যক্তিকে তিনি একাস্থায়ে বিনষ্ট করেন।

ক্রমওএল্ যে সময়ে আয়র্লণ্ড জয় করিতে যান, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিনিহত ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র হলণ্ড হইতে মণ্টরোজনামা প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে স্কটলণ্ডে প্রেরণ করেন। কিন্তু মণ্টরোজ এইবার কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি ধৃত হইয়া এডিনবর্গ নগরে নীত হইলেন, এবং তথায় বিচারান্তে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। কিন্তু স্কটলণ্ডীয়েরা প্রেসবিটিরীয় ধর্ম্ম-শাসন-প্রণালী ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত করিবে এই অভিপ্রায়েই রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ইংলণ্ডীয় পালিয়ামেণ্টের সহায়তা করিয়াছিল; সুতরাং যখন তাহারা দেখিল যে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদিগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তাহাদিগের চিরসঞ্চিত মানস সিদ্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হইল, তখন স্কটলণ্ডীয়েরা চার্লসের পুত্রকে স্বদেশে আহ্বান করিল এবং তাঁহাকে প্রেসবিটিরীয় মতাবলম্বন করিতে স্বীকার করাইয়া রাজ্য প্রদান করিতে স্বীকার করিল। ক্রমওএল এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আয়র্লণ্ড হইতে লণ্ডনে আগমন করিলেন এবং সত্বর পদে স্কটলণ্ডে গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্কট সৈন্যগণ নির্ব্বোধ যাজকদিগের পরামর্শানুসারে 'ডনবারের' যুদ্ধে প্রবলতর বেগে ক্রমওএলের প্রতি আক্রমণ করিল; কিন্তু যেমন কোন মৃতপাত্রের প্রহারে সুদৃঢ় আয়সাস্ত্রের কোন ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত ঐ দুর্ব্বল পাত্রই স্বয়ং খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, সেইরূপ স্কটসৈন্যও লৌহ পার্শ্বকদিগের সহিত যুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমওএল ইহার পর এক বৎসর স্কটলণ্ডে অবস্থিতি করেন। স্কটলণ্ডীয়েরা পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিল—রাজপুত্রকে রাজমুকুট ধারণ করাইল—কিন্তু পূর্ব্ব যুদ্ধে এমনই শিক্ষা পাইয়াছিল যে, কোন মতেই আর সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিল না। তাহারা কৌশলপূর্ব্বক কখন এদিক কখন ওদিক করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ স্কট-সেনানী দেখিলেন যে, ইংলণ্ড গমনের পথ মুক্ত হইয়া আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিলেন এবং অতি দ্রুত গমনে লণ্ডন নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ক্রমওএলও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া 'উরষ্টার' নগরে স্কট সেনার সন্দর্শন পাইলেন। তিনি অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন এবং তুমুল সংগ্রামের পর একবারে বিপক্ষ দলকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্র মহাকষ্টে প্রাণমাত্র লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। ক্রমওএল 'মঙ্ক' নামক এক জন সেনাপতিকে স্কটলণ্ডে রাখিয়া আপনি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন।

এ পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্টে এবং সৈন্যগণের ঐক্যমত ছিল; কিন্তু বিপৎকালের সৌহার্দ্দ প্রায়ই সম্পদে স্থায়ী হয় না। পার্লিয়ামেণ্টে এবং ক্রমওএলে বিবাদ উপস্থিত হয়। ক্রমওএল তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সৈনিক সমভিব্যাহারে গিয়া সদস্যগণকে কটুবাক্যে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ছি! ছি! তোরা দূর হ—দূর হ—ভদ্রলোকদিগকে এখানে আসিতে দে—আমি বলিতেছি তোরা পার্লিয়ামেণ্টে বসিবার যোগ্য নহিস—ঈশ্বর তোদের পরিত্যাগ করিয়াছেন"। এই বলিয়া তিনি উহাদিগকে দূর করিয়া দিলেন। ইহার পর ক্রমওএল আপন মতানুগামী কতকগুলি লোক লইয়া একটী সভা করেন। ঐ সভাতে 'বেয়ার-বোন্' নামা এক জন অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি ছিল। এই হেতু লোকে বিদ্রূপ করিয়া ঐ সভাকে বেয়ারবোনের পার্লিয়ামেণ্ট বলিত। সেই সভার সভ্যগণ ক্রমওএলের হস্তে সমুদায় রাজশক্তি সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে 'প্রোটেক্টর' অর্থাৎ রক্ষিতা উপাধি প্রদান করিল। প্রোটেক্টর মহাশয় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনাপতিগণ প্রদেশে প্রদেশে বিচারপতির কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া * এমন উত্তমরূপে ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে, কোথাও আর বিদ্রোহ হইতে পারিল না। প্রজামাত্রেই পূর্ব্বাপেক্ষা সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল—ধর্ম্ম সংক্রান্ত মত-ভেদ লইয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় গোলমাল হইতে পারিল না—রোমান কাথলিক ভিন্ন আর সকল খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোক স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল—এক প্রকার হৌস অব লর্ডস সভাও পুনসংস্থাপিত হইল—আর বাহিরে, সর্ব্বত্রই ইংলণ্ডের সম্মান এবং গৌরব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ক্রমওএল এইরূপে ইংলণ্ডের প্রধানপদ অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে তদ্দেশের মহিমা সম্বর্দ্ধন করিলেন। † তাঁহার সময় অবধি ইংরেজ নামটী সর্ব্বদেশে মাননীয় হইয়া উঠিল। জেম্‌সের এবং চার্লসের সময়ে ইংলণ্ড, ইউরোপীয় রাজাদিগের নিকট অতি হীনবল এবং নিতান্ত অবজ্ঞেয় হইয়াছিল। ক্রমওএলের পোতাধ্যক্ষ বেক নামক যুদ্ধবীর প্রথমে হলণ্ডের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন;

* ভারতবর্ষে ডালহৌসির একান্ত অনুমোদিত অনিয়ম (ননরেগুলেসন) শাসনপ্রণালী কিয়দংশে ঐরূপ। পঞ্জাব প্রদেশেই ইহা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছে।

† ভারতবর্ষে এই সময়ে সম্রাট সাজাহানের আমল ও মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণ সমৃদ্ধির কাল।

পরে স্পেইন্ দেশের রাজাকে হীন-সন্ধি গ্রহণ করাইলেন; অনন্তর বার্ব্বরি দেশের জলদস্যুগণও তাঁহার যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিল। বেলজিয়মের অন্তর্গত ডনকার্ক নগর ইংলণ্ডের অধিকৃত হইল এবং ইউরোপের মধ্যে যেখানে যত প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী লোক বাস করিত সকলেই ক্রমওএলকে আপনাদিগের রক্ষিতা বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহার দোহাই দিয়াই অনেকানেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। পোপ স্বয়ং ক্রমওএলের ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। তিনি কোন সময়ে পোপকে এই বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, প্রটেষ্টাণ্টদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ না করিলে ইংলণ্ডীয় কামান সকলের ভীষণ ধ্বনি রোম নগরেও বিশ্রুত হইবে। পোপ জানিতেন যে ক্রম্ওএল যাহা বলেন তাহাই করিয়া থাকেন; কদাপি উঁহার বাক্যের অন্যথা হয় না। ফলতঃ যদি ঐ সময়ে ইউরোপখণ্ডে পুনর্ব্বার ধর্ম্ম-যুদ্ধ আরম্ভ হইত, তবে ক্রম্ওএল প্রটেষ্টাণ্ট মাত্রেরই সেনাপতি হইয়া যে যুদ্ধবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন কাহার নিকট পরাভব প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং তাদৃশ ধর্ম্ম যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যে, বিবিধ কীর্ত্তিকলাপ সংস্থাপন দ্বারা ইংরেজদিগের বিশিষ্ট শ্রদ্ধাস্পদ হইতেন, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাহা হইল না; ইংরাজেরা অধিকাংশই মনে মনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিল; কেবল ভয় প্রযুক্তই কেহ কোন কথা বলিতে পারিত না। উহাদিগের ভয় এমত প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার পুত্র রিচার্ডও 'প্রোটেক্টর' উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করিলেন তখনও প্রথমতঃ কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। কিন্তু প্রজাসাধারণ কিছু না বলিলেও যে সৈন্যগণ কর্তৃক ইংলণ্ডের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল, তাহারা রিচার্ডের প্রতি অনুরক্ত ছিল না। কারণ বীরপুরুষদিগের স্থানে অক্ষমের সম্ভ্রম রক্ষা হওয়া দুষ্কর—আর তিনি বাস্তবিক সাধুশীল হইয়াও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদিগের ন্যায় ধর্ম্ম-ধ্বজী ছিলেন না, অর্থাৎ সকল কথাতেই ধর্ম্মের বিচার এবং বাইবলের বচন আবৃত্তি করিয়া ভাবে গদ্ গদ হইতে পারিতেন না। সৈন্যগণ প্রথমতঃ রিচার্ডের শাসন অঙ্গীকার করিয়া সাধারণ-তন্ত্র সংস্থাপিত করিল বটে, কিন্তু সকল সেনার এক প্রকার মত হইল না। সকল সেনানীই মনে মনে আপনি ক্রম্ওএলের ন্যায় সর্ব্বকর্তৃত্ব লাভ করিবেন এই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। সুতরাং

তাহাদিগের পরস্পর বিবাদে রাজ্য শাসনের সাতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সকল কারণে প্রজা সাধারণ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং প্রায় সকলেই মনে মনে এমত প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, যদি পূর্ব্বের রাজবংশ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে এই দুর্ব্বৃত্ত সৈনিকগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাও শ্রেয়ঃ। এই রূপে লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রেস্‌বিটীরীয় এবং রাজপক্ষীয় সকলে ঐকমত্যাবলম্বন করিল। এমত সময়ে ক্রম্‌ওএল, যে মঙ্ক নামক সেনাপতিকে স্কটলণ্ডে রাখিয়া আসিয়াছিলেন তিনি লণ্ডন নগরে স্থিত সেনাদিগের অনুমত শাসন-প্রণালী অমান্য করিয়া আপনি সসৈন্যে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আপন অভিপ্রেত কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু পরে যখন জনসাধারণের মন বুঝিতে পারিলেন তখন এক স্বাধীন পার্লিয়ামেণ্ট সভা আহ্বান করিয়া সেই সভার হস্তে রাজ্যের বন্দোবস্ত করণের ভার দিলেন। সকলেই নিশ্চয় করিয়াছিল যে, পার্লিয়ামেণ্ট বাস্তবিক স্বাধীন হইলে পূর্ব্ব রাজবংশ পুনর্ব্বার সিংহাসনে সংস্থাপিত হইবে। ফলতঃ তাহাই হইল। প্রথম চার্লসের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাসমারোহ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে পরিগৃহীত হইলেন। জনসাধারণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত হইতে লাগিল। নগরের পয়ঃপ্রণালী পর্য্যন্ত মদিরায় পরিপূর্ণ হইল—লণ্ডন নগর দীপমালায় শোভমান হইল—কেবল সেনাগণ মাত্রেই অধোবদন হইয়া রহিল, নচেৎ আর সকলেই আনন্দ নীরে অভিষিক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের শুভ আগমন হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

[দ্বিতীয় চার্লস—রীতি পরিবর্ত্ত—হলণ্ডের সহিত যুদ্ধ—চতুর্দ্দশ লুই—পার্লিয়ামেণ্টের সহিত বিবাদ—হেবিয়স কর্পস—টাইটস্‌ ওএটিস—রোমান কাথলিকদিগের প্রতি অত্যাচার—তাহার নিবারণ।]

দ্বিতীয় চার্লস রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ সর্ব্ব সাধারণের প্রতি ক্ষমা বিস্তার করিয়া এইরূপ ঘোষণা করাইলেন যে, পূর্ব্বরাষ্ট্র-বিপ্লবে যাহাদিগের রাজার প্রাণ বধেবিশিষ্ট সংশ্রব ছিল তদ্ভিন্ন অপর কেহই দণ্ডনীয় হইবে না। অতএব রাজহত্যাকারী কতিপয় ব্যক্তিমাত্র দণ্ডার্হ হইল; আর ক্রমওএল প্রভৃতি

যাঁহারা পূর্ব্বেই কালবশে লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের শব সমাধিস্থান হইতে উৎখাত হইয়া ফাঁসি কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হইল। ইংলণ্ডের প্রজা সাধারণ স্বদেশে রাজা না থাকায় এত কষ্ট পাইয়াছিল যে, এক্ষণে রাজার আগমন হওয়াতে তাহারা তৎপ্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া পড়িল। রাজ্যশাসনের প্রণালী রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল অতি শীঘ্র সেই অবস্থাপন্ন হইতে লাগিল। ধর্ম্ম-শাসনেরও পূর্ব্ব প্রণালী সংস্থাপিত হইল অর্থাৎ মধ্যে প্রেস্‌বিটীরীয় এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মত যেরূপ প্রবল হইয়াছিল আর তাহা রহিল না, তন্মতাবলম্বিগণ যাজকের কর্ম্ম হইতে বিতাড়িত হইল এবং 'এপিস্কোপেলীয়' মতের অনুযায়ী আর্চবিশপ বিশপ প্রভৃতি যাজকগণ পুনর্ব্বার যাজকতায় প্রবর্ত্তিত হইলেন। অধিকন্তু পিউরিটানেরা প্রবল হইয়া দেশ হইতে সকল আমোদ প্রমোদ নিরাকৃত করিয়াছিল; খৃষ্টমস্ দিনে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ ভূরি ভোজের এবং নৃত্য গীতের প্রথা ছিল তাহা তাহারা রহিত করিয়া ঐ দিবস উপবাসে যাপন করিতে হয় এমত নির্দ্দেশ করিয়াছিল। উহাদিগের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নাট্য ক্রিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; পিউরিটানেরা তাহাও রহিত করে। ভল্লুকের নৃত্য দেখায় লোকে সমধিক আমোদ করিত; তাহাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ফলতঃ পিউরিটানেরা আমোদ প্রমোদের পরম শত্রু ছিল। এক্ষণে উহারা নিস্তেজ হওয়াতে সকলেই উহাদিগের প্রতি বিদ্রূপ করিতে লাগিল এবং ইন্দ্রিয়দমন কার্য্যে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া সকলেই যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করিল। লম্পটতা, মাদকদ্রব্য সেবন, অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, এই সকল সল্লোকের চিহ্ন হইয়া উঠিল! যাহারা তাহাতে আমোদ না করিত, তাহারাই দুষ্ট, কুটিল মতি, এবং রাজবিদ্রোহী বলিয়া সকলের নিকট অপমানিত ও পরিপীড়িত হইত। রাজা স্বয়ং লম্পটের শেষ, চপলের শেষ, অলসের শেষ এবং অধার্ম্মিকের শেষ ছিলেন। গুণের মধ্যে তাঁহার কিঞ্চিৎ বক্তৃতা শক্তি ছিল—কিঞ্চিৎ বিদ্যা- ছিল এবং মনটা নিতান্ত কঠিন ছিল না। ফলতঃ লম্পট ব্যক্তিরা যদিও পরম স্বার্থপর হয় তথাপি পর দুঃখ দর্শনে তাহাদিগের কদাপি অধিক সুখানুভব হইতে পারে না। চার্লসেরও কেবল ঐ মাত্র গুণ ছিল। তিনি পরদুঃখে প্রকৃতপক্ষে কাতর না হউন, কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক তাঁহার আমোদ প্রমোদের ব্যাঘাত হইলেই বিরক্ত হইতেন। এমত অকৃতি অভাজন রাজা কখনই

গম্ভীর-প্রকৃতি পুরুষার্থ সাধনে তৎপর ইংরেজ জাতির শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারে না। চার্লস অতি শীঘ্রই দেখিলেন যে, তাঁহার প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট যত ভক্তি-মান হইয়াছিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পার্লিয়ামেণ্ট সেরূপ রহিল না। উহারা টাকা দেওয়ায় অনেকানেক আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিল। অতএব তিনি ফ্রান্সরাজ চতুর্দ্দশ লুইর নিকট ক্রমওএলের অধিকৃত ডঙ্কার্ক নগর বিক্রয় করিলেন এবং সমধিক পণ পাইয়া পর্টুগাল রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই বিবাহে চার্লস পোর্টুগিজদিগের স্থানে বোম্বাই দ্বীপ যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই সকল করিয়াও রাজা আপনার ব্যয়োপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অতএব তিনি হলণ্ডের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, যুদ্ধের খরচ বলিয়া চাহিলে পার্লিয়ামেণ্টের স্থানে অবশ্যই টাকা পাইব এবং তাহার কিয়দংশ দ্বারা আপনার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। রাজার কনিষ্ঠ সহোদর জেমস্ রণপোত সমস্তের অধ্যক্ষ হইয়া ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করতঃ জয়লাভ করিলেন; কিন্তু খরচের অভাবে ঐ সকল রণপোত অধিক কাল যুদ্ধস্থলে থাকিতে পারিল না। তাহাদিগের অধি-কাংশই টেমস নদীতে আনীত হইল এবং নাবিক ও যোদ্ধৃবর্গকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল। ওলন্দাজেরা ঐ সুযোগে টেমস নদীতে প্রবিষ্ট হইল এবং ইংরাজদিগের অন্যূন বিংশতি খান বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ নষ্ট করিয়া ফেলিল। উহারা মনে করিলে ঐ সময় লণ্ডন আক্রমণ করিয়া সমুদায় প্রধ্বংশ করিতে পারিত। চার্লস ওলন্দাজদিগের সহিত হীনসন্ধি করিলেন।

এই সময়ে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিলেন। তিনি বেলজিয়ম এবং হলণ্ড জয় করিবার নিমিত্ত একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এখানে ইংরাজেরাও নিশ্চয় করিয়াছিল যে, ফ্রান্স চিরকাল ইংলণ্ডের প্রতিযোগী; এক্ষণে এই ফ্রান্স এমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, যদি উহাকে দমন করিবার কোন উপায় না করা যায়, তবে সমূহ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। চার্লস আপন প্রজাদিগের মন বুঝিতে পারিয়া উহাদিগকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত হলণ্ড এবং সুইডেনের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। ঐ দুই দেশের লোকেই প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী, সুতরাং ইংরাজেরা সমধর্ম্মীদিগের সহিত সম্প্রীতি হওয়াতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। উহারা তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু বিশ্বাস সহকারে রাজার

হস্তে অধিক অর্থ প্রদান করিল না; রাজা হাতে টাকা পাইলে পাছে আপনি ব্যর্থ কর্ম্মে ব্যয় করেন, অথবা ভৃতিভুক সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেশের স্বাধীনতা নষ্ট করেন, এই ভয়ে কোন পার্লিয়ামেণ্টই চার্লসকে একেবারে অধিক টাকা দিতে স্বীকার করিল না। ফলতঃ ঐ সময়ের ইংরাজেরা পাছে রাজার ভৃতিভুক সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ইহা অতিশয় ভয় করিত। ক্রমওএলের ভৃতিভুক সেনাগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হওয়া অবধি তাহারা তাদৃশ সৈন্যের প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। ফলতঃ চার্লসের সেনা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ সহস্রের অধিক ছিল না—রাজা নিজস্ব হইতেই তাহাদিগের ভৃতি প্রদান করিতেন—তথাপি পার্লিয়ামেণ্ট ঐ সৈন্যের প্রতি অনুক্ষণ বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত।

সে যাহা হউক, যখন চার্লস দেখিলেন যে, হলণ্ড এবং সুইডেনের সহিত সন্ধি করিয়াও তিনি স্বাভীষ্ট সাধন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অধিকতর দুষ্ট উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মনে মনে নিতান্ত ইচ্ছা যে, আপনি যথেচ্ছাচারী হন। পার্লিয়ামেণ্ট অথবা অন্য কেহ তাঁহাকে কোন কথা না বলিতে পারে। এই অভিপ্রায়ে তিনি ফ্রান্সরাজ চতুর্দ্দশ লুইর সহিত সংগোপনে এইরূপ সন্ধি বন্ধন করিলেন যে, লুই তাঁহার ব্যয়ের নিমিত্ত টাকা দিবেন, আর ইংলণ্ডীয় প্রজাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ফরাসী সৈন্য দিবেন; আর চার্লস রোমান কাথলিক ধর্ম্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক হলণ্ড দেশ জয়-করণে লুইর সাহায্য করিবেন; যাহাতে ফ্রান্সের মন্দ হয়, এমত চেষ্টা কোন মতে করিবেন না। নীচপ্রকৃতি চার্লস এইরূপে লুইর ভৃতিভুক হইতে স্বীকার করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা বিক্রীত করিলেন। ইংরেজদিগের রণপোত সমস্ত পুনর্ব্বার হলণ্ডের প্রতিকূলে যাত্রা করিল, এবং সেই সময়েই ফ্রান্সের অসংখ্য স্থলগামী সৈন্য হলণ্ড-দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ওলন্দাজেরা এই সুমহৎ বিপৎপাতকালে একটী অল্পবয়স্ক কিন্তু প্রবীণবুদ্ধি এবং মহোৎসাহশালী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিল। ইহার নাম উইলিয়ম। ইনি হলণ্ডের ষ্টাট্‌হোলডর অর্থাৎ প্রধান শান্তিরক্ষক ছিলেন। ইনি ওলন্দাজদিগকে বলিলেন যে, যদি আমাদিগের দেশ নিতান্তই শত্রুর অধিকৃত হয়, তাহা হইলে আমরা সকলে সপরিবার জাহাজারোহণ করিব, এবং এসিয়ার মধ্যে জাবা প্রভৃতি যে সমস্ত সুরম্য স্থান আমাদিগের অধিকৃত আছে, তথায় গিয়া বাস করিব। যে দেশের প্রজামাত্রের এক পরামর্শে সম্মতি

হয়, কাহার সাধ্য যে সেই দেশকে পরাধীন করে? ওলন্দাজেরা বাঁধ বাঁধিয়া সমুদ্র জল হইতে আপনাদিগের দেশ রক্ষা করিয়া থাকে; উহারা এই সময়ে সেই সকল বাঁধ খুলিয়া দিল; সমুদায় দেশ জলে প্লাবিত হইয়া গেল; নগরগুলি উন্নত স্থানে অবস্থিত ছিল, অতএব সমুদ্র মধ্যে দ্বীপের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ফরাসী সৈন্যগণ অবিলম্বে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। পরে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিপক্ষ রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর সন্ধিবন্ধন হইল। চার্লসের ভ্রাতুস্পুত্রী মেরীর সহিত উক্ত উইলিয়মের বিবাহ হইল। ইংরেজ মাত্রেই ইহাতে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। উহাদিগের তাদৃশ সন্তোষের কারণ এই যে, সেই সময়ে রোমান কাথলিকদিগের প্রতি ইংলণ্ডীয় প্রটেষ্টাণ্টমতাবলম্বী প্রজাগণের সুমহৎ বিদ্বেষ ছিল। প্রথম জেম্‌সের সময়ে রোমান কাথলিকেরা দারুণ দুর্ম্মন্ত্রণা করে; অর্থাৎ বারুদযোগে পার্লিয়ামেণ্ট ও রাজাকে বিনষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করে। সেই অবধি সকলের এই দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, রোমান কাথলিকেরা না করিতে পারে এমন দুষ্কর্ম্মই নাই। এমন কি, চার্লস যখন একবার একটী আইন প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, সকল খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই আপনাপন মতানুসারে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পাইবে, তখন প্রটেষ্টাণ্টগণ সুখী হয় নাই। তাহারা ভাবিল যে, দুর্ম্মন্ত্রণা-পরায়ণ পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী, রোমান কাথলিকেরা যে প্রশ্রয় পাইবে, আমাদিগের তাহা না পাওয়াই ভাল। আবার এক সময়ে লণ্ডন নগর অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়াছিল। ঐ অগ্নিদাহ বাস্তবিক দৈবাধীন ঘটে; কিন্তু সকলেই বলিয়া উঠিল, এ কর্ম্ম রোমান কাথলিকেরাই করিয়াছে।

এই সময়ে কতিপয় দুষ্ট লোকে ইংরাজদিগের ঐরূপ রোমান ক্যাথলিক বিদ্বেষ আছে জানিয়া এক অদ্ভুত উপাখ্যান প্রস্তুত করিল, এবং তাহা লইয়া মহা আন্দোলন করতঃ সমুদায় দেশকে কিয়ৎকাল ব্যতিব্যস্ত, কতকগুলি নিরপরাধী ব্যক্তির জীবন বিনষ্ট, এবং আপনাদিগকে বিশিষ্ট ধনশালী এবং গৌরবান্বিত করিয়া তুলিল। টাইটস ওএটিস নামা এক ব্যক্তি কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক এই সাক্ষ্য প্রদান করিল যে, রোমান কাথলিকেরা টেম্‌স নদীস্থিত জাহাজ সকল নষ্ট এবং লণ্ডন নগর দগ্ধ ও প্রটেষ্টাণ্ট মাত্রের বধ এবং রাজার প্রাণ সংহার করিবার মনন করিয়াছে। ইংরেজ মাত্রেই ঐ কথাতে

বিশ্বাস করিল এবং ঐ সময়ে সকল লোকের অন্তঃকরণে যে কি পর্য্যন্ত ভয় এবং ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা এক্ষণে অনুমান করাও অসাধ্য। এই সকল গোলমাল উপস্থিত হইলে পার্লিয়ামেণ্টে দুইটী আইনের প্রস্তাব হইল। তাহার একটীর মর্ম্ম এই যে, যিনি প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী না হইবেন, তিনি কদাপি ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবেন না। চার্লসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেম্‌সকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করাই এই আইনের উদ্দেশ্য; কারণ তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে অতিশয় বিরক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আইনটী অদ্যাপি প্রচলিত আছে, এবং উহা দ্বারা ইংলণ্ডের প্রজামাত্রের স্বাধীনতা রক্ষা হইতেছে। উহাকে "হেবিয়স্ কর্পস্" বলে। এই আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইলে, সে কারামোচন ও বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে, এবং তাদৃশ প্রার্থনা বিচারপতি মাত্রকেই অবশ্য পরিপূরণ করিতে হয়। এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের যে সকল সদস্যগণ রাজপক্ষীয় ছিলেন, তাঁহারা 'টোরি' এবং যাঁহারা প্রজাপক্ষ ছিলেন তাঁহারা 'হুইগ' নামপ্রাপ্ত হইলেন। এই দুইটী নামই প্রথমে অতি নিন্দনীয় ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে মহাজনসমূহের পরিগৃহীত হওয়াতে এক্ষণে উহারা আর নিন্দাবাচক হয় না। এই দুই দল অদ্যাবধি পরস্পরের সহিত তর্ক করিয়া আসিতেছেন, এবং উহাদিগের পরস্পর তর্ক বিতর্ক দ্বারা ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ টাইটস্ ওএটিস্ প্রভৃতি দুষ্টগণের প্রবঞ্চনায় রোমান কাথলিকদিগের প্রতি কিছু কাল অত্যাচার করিয়া পরিশেষে বুঝিতে পারিল যে, ঐ সকল বিষয়ে রোমান কাথলিকদিগের কোন দোষই নাই; অতএব তাহারা রাজার ভ্রাতা জেম্‌সকে রাজ্যাধিকারচ্যুত করিবার নিমিত্ত প্রথমে যেমন যত্নবান হইয়াছিল, শেষে আর তেমন রহিল না। চার্লস প্রজাদিগের ঐরূপ অভিমত বুঝিয়া পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং ফ্রান্সরাজ লুইর নিকট হইতে আপনার ব্যয়োপযোগী টাকা পাইয়া আর নূতন পার্লিয়ামেণ্টের আহ্বান করিলেন না। ফলতঃ তিনি এক্ষণে দিন দিন যথেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় সমুদায় রাজশক্তি গ্রহণের উপক্রম করিতে ছিলেন। তদ্দর্শনে পূর্ব্ব পার্লিয়ামেণ্টের কতিপয় সদস্য স্বদেশের স্বাধীনতা বিলোপ ভয়ে ভীত হইয়া রাজদ্রোহের পরামর্শ করিলেন। অতি সচ্চরিত্র, সুবিদ্বান, নীতিজ্ঞ

কতিপয় ব্যক্তি * এইরূপ দুর্ম্মন্ত্রণায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং উঁহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিয়ৎ-কাল পরে রাজার পরলোক হইল। তিনি মৃত্যুকালে রোমান কাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়।

[দ্বিতীয় জেম্‌স—তাঁহার চরিত্র—মন্‌মৌথের বিদ্রোহ—রোমান কাথলিকদিগের প্রাবল্য—বিশপদিগের প্রতি অত্যাচার—বিচারপতি জেফ্রিজ—উইলিয়মের আগমন—রাজার সহিত নিয়ম নিবন্ধন রাষ্ট্রপরিবর্ত্ত।]

দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা 'দ্বিতীয় জেম্‌স' উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া হুইগ পক্ষীয় অনেকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে এমত চেষ্টা করিয়াছিল যে, জেম্‌স রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হন। কিন্তু মৃত ভূপালের কৌশল এবং হুইগদিগের অত্যাচার, এই দুই কারণে প্রজা সাধারণ উক্ত চেষ্টার পক্ষপাতী হয় নাই। প্রত্যুত রোমান কাথলিকদিগের প্রতি অযথা অত্যাচার করা হইয়াছে, এই বিবেচনা করিয়া অনেকেই মনে মনে জেম্‌সের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। জেমস যদি সুমানুষ হইতেন, তবে অনায়াসেই আপনি সুখসচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিয়া আপন বংশে রাজাসন স্থায়ী করিতে পারিতেন। কিন্তু জেম্‌সের নানা দোষ ছিল। তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মের নিতান্ত গোঁড়া ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিও নিতান্ত নীচ এবং বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল ছিল; আর তিনি লোকের দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইতে জানিতেন না। প্রত্যুত অন্যের ক্লেশ দর্শনে তাঁহার বিলক্ষণ আনন্দানুভব হইত। গুণের মধ্যে তিনি পরিশ্রম করিতে পারিতেন, এবং তাঁহার কাপট্য দোষ নিতান্ত অধিক ছিল, এমন বলা যায় না।

যে সকল হুইগপক্ষীয় লোক পূর্ব্বে জেম্‌সের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহারা অনেকেই নির্ব্বাসিত হইয়া হলণ্ডে প্রস্থান করে। উহাদিগের মধ্যে 'ডিউক অব মন্‌মৌথ' নামা একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইনি দ্বিতীয় চার্লসের উপপত্নী গর্ভজাত পুত্র। চার্লস ঐ পুত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহবান

* সিড্‌নি, রসল প্রভৃতি।

ছিলেন এবং উঁহাকে যথেষ্ট ভূম্যধিকার প্রদান করতঃ অতি সদ্বংশীয়া কোন কামিনীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। মন্‌মৌথ দেখিতে পরম সুন্দর, বিবিধ কলাবিদ্যায় সুপণ্ডিত, সদয়ান্তঃকরণ, এবং মুক্তহস্ত ছিলেন। রাজা তাঁহাকে কোন যুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠান, তিনি সেই যুদ্ধে বিজয়লাভ করেন। এই সকল কারণে মন্‌মৌথ সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গের নিতান্ত অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। পরিশেষে জেম্‌সকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কোন ষড়যন্ত্রে মিলিত হইয়া সেই দোষ সপ্রমাণ হইলে তিনি নির্ব্বাসিত হয়েন।

যে সকল লোক বহুকাল বিবাসিত হইয়া থাকে, তাহারা প্রায়ই মনে মনে এমত ভাবে যে, পূর্ব্বে আমাদিগের বন্ধুবর্গ যেরূপ স্নেহবান্ ছিলেন, এবং লোকে আমাদিগের যেরূপ মানসম্ভ্রম করিত সেই সেই সকলই বর্ত্তমান আছে, আবার দেশে যাইতে পাইলেই সেই সমুদায়ই পাইব। মন্‌মৌথেরও ঐ ভ্রম হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন "দ্বিতীয় জেমস কখনই প্রজাপ্রিয় হইতে পারিবেন না; আমি যাইয়া উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডের সকল লোক একেবারে আমার পক্ষাবলম্বন করিবে এবং আমি তাহা হইলে অনায়াসে রাজা হইতে পারিব।" এই ভাবিয়া তিনি কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কতকগুলি কৃষক ও অন্যান্য সামান্য লোক তাঁহার সহিত মিলিত হইল। কিন্তু ভদ্রলোক মাত্রেই এই বিদ্রোহে হস্তার্পণ করিলেন না। সুতরাং মন্‌মৌথ অতি শীঘ্রই রাজসৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া বন্দীকৃত হইলেন। ইনি রণবন্দী হইয়া জেম্‌সের সমক্ষে নীত হইলে যৎপরোনাস্তি নীচতা প্রকাশ পূর্ব্বক আপন জীবন ভিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু জেম্‌সের পাষাণ হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করাইতে পারিলেন না। বিচারে দোষী সপ্রমাণ হইয়া ঘাতক হস্তে সমর্পিত হইলেন।

এই সময়ে মন্‌মৌথের বন্ধু এবং হুইগ্‌দলের অতি প্রধান 'ডিউক অব্ আর্গাইল' নামক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্কটলণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বন্দীকৃত হইয়া এডিন্‌বর্গ নগরে আনীত এবং তথায় বিচারান্তে নিহত হইলেন। এইরূপে শত্রু দমন হওয়াতে জেমসের অতিশয় সাহস হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন ওখানে প্রজাবর্গের ধর্ম্মপ্রণালীও পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। তিনি রোমান কাথলিকদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মোপাস-

নায় কেহ কাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবে না, এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রকাশ্যরূপে রোমান কাথলিক মতের পোষকতা করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত এপিস্কোপেলীয় যাজকগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয় নাই। প্রত্যুত তিনি যত অত্যাচার করিয়াছিলেন, সকলেরই পোষকতা করিয়া লোক সকলকে এই বলিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল যে, রাজার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন, তাহাতে প্রজাদিগের কোন আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মের প্রবেশ হইলে ঐ যাজকগণের আপনাদিগের লাভের ত্রুটী হইবে, এই ভাবিয়া ছয়জন বিশপ ঐকমত্যানুসারে রাজার নিকট বিনয়-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ! আপনি রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মের সপক্ষতা পরিত্যাগ করুন।" রাজা ঐ আবেদন-পত্র দর্শনে একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং উক্ত বিশপদিগকে কারাবদ্ধ করিলেন।

ইহার পূর্ব্বে জেমসের প্রিয়তম বিচারপতি জেফ্রিস্ নামা নরপিশাচ বিবিধ পরুষদণ্ড প্রণয়নদ্বারা প্রজাসাধারণকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিল। তাহার পর আবার রোমান্ কাথলিকদিগের প্রাদুর্ভাব হইবার উপক্রম হইল এবং এই সময়েই রাজ্ঞী এক নবকুমার প্রসব করিলেন। সুতরাং প্রজাগণ দেখিল যে, জেমসের মৃত্যু হইলেও তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে না; তৎপুত্র পিতৃধর্ম্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উহাদিগকে পীড়া দিবে। এই সকল কারণে ক্রোধ, দ্বেষ এবং ভয় ইত্যাদি প্রবল ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে প্রজামাত্রেই বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তি গোপনে হলণ্ডের 'ষ্টাটহোলডর' উইলিয়মকে, ইংলণ্ডের রাজাসন গ্রহণ করণার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। উইলিয়ম জেমসের জামাতা এবং ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, যদি জেমস ইংলণ্ডের রাজা থাকেন এবং স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রবলপ্রতাপ চতুর্দ্দশ লুইর পক্ষাবলম্বন করেন, তবে কোন মতেই প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারিবে না; কিন্তু যদি ইংলণ্ডকে আপন হস্তে পাই, তবে অক্লেশেই লুইর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারি। এই ভাবিয়া উইলিয়ম সসৈন্যে ইংলণ্ডে আগমন করিলেন। জেমসের অনুচরবর্গ সকলেই জেমসকে পরিত্যাগ করিল, এবং তিনি স্বয়ং ছদ্মবেশে সপরিবারে স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্স রাজের শরণাপন্ন হইলেন। ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সদস্যগণ এই আদেশ করিলেন যে, "দ্বিতীয় জেমস শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা

করিয়া রাজা ও প্রজার মধ্যে যে নিয়ম নিরূপিত আছে, সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং তিনি আপন রাজপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব ইংলণ্ডের রাজাসন এক্ষণে শূন্য আছে।" এই আদেশের সহিত কতকগুলি নিয়মও নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। উইলিয়ম এবং তৎপত্নী মেরী ইঁহারা ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালনে সম্মত হইলে উভয়ে ইংলণ্ডের রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন।

বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের যে শাসন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা যেমন তাৎকালিক নবাবের দৌরাত্ম্যে ঘটে এবং তাহাতেও যেমন কতকগুলি প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসলমান ঐক্যমত্যানুসারে ইংরাজদিগকে সিংহাসনপরিগ্রহার্থে নিমন্ত্রণ করেন, আর সেই সময়েও যেমন ইংরাজেরা কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে স্বীকার করেন, ইংলণ্ডের যে রাষ্ট্র পরিবর্ত্ত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছিল। বিশেষের মধ্যে এই যে, ইংরাজদিগের পার্লিয়ামেণ্ট সভা ছিল, সেই সভার সভ্যগণ উইলিয়মকে কতিপয় নিয়মে স্বাক্ষর করাইয়া পরে রাজ্য প্রদান করিলেন; এদেশে সেইরূপ কোন নিয়ম পত্রে স্বাক্ষর করান হয় নাই। কিন্তু কোন নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না হউক, তথাপি সেই অবধি সকলেরই প্রতীতি আছে যে, নবাব যে সকল দৌরাত্ম্য করিতেছিলেন, সেইরূপ কিছুই করিবেন না, এমত স্বীকার করিয়াই ইংরাজেরা মুর্শিদাবাদের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পায়েন।

যাহা হউক, উইলিয়ম যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে স্বীকার করিলেন তাহার প্রধান প্রধান কতিপয় নিয়মের মর্ম্ম এই—যথা।

প্রথমতঃ। পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজা নিজ ইচ্ছামত কোন আইন রদ করিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ। পার্লিয়ামেণ্ট সভা যেরূপ ও যৎপরিমাণে কর আদায় করিবার বিধি প্রদান করিবেন, রাজা তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপে অথবা তদধিক পরিমাণে কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

তৃতীয়তঃ। প্রজামাত্রেই রাজসন্নিধানে আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে পারিবে। রাজা তজ্জন্য কাহার প্রতি কোন দণ্ড প্রণয়ন করিতে পারিবেন না।

চতুর্থতঃ। রাজা পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজ্য মধ্যে ভৃতিভুক সৈন্য রাখিতে পারিবেন না।

পঞ্চমতঃ। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ স্ব স্ব গৃহে অস্ত্র শস্ত্র রাখিতে পারিবেন; তাহা নিবারণ করিতে পারিবেন না।

ষষ্ঠতঃ। পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ সম্পূর্ণরূপেই প্রজা সাধারণকর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। রাজা ভয় উৎকোচাদি দ্বারা প্রজাদিগের মত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না।

সপ্তমতঃ। পার্লিয়ামেণ্টে যিনি যে কথাই বলুন না কেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কোথাও অভিযোগ উত্থাপন হইতে পারিবে না।

অষ্টমতঃ। কোন বিচারপতি অযোগ্য ধনদণ্ড অথবা শারীর দণ্ড করিতে পারিবেন না।

নবমতঃ। রাজদ্রোহ দোষের বিচারাবধারণ করা যে সকল জুরির হস্তে সমর্পিত হইবে, তাহাদিগের সকল ব্যক্তিরই সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনসম্পত্তিশালী হওয়া আবশ্যক হইবে।

দশমতঃ। কোন ব্যক্তি দোষী প্রমাণ না হইতে হইতে "অমুক দোষী প্রমাণ হইলে তাহার স্থানে যে অর্থদণ্ড গ্রহণ করা যাইবে তাহা তোমাকে দিব" রাজারা কাহার নিকট এমত অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

একাদশতঃ। প্রজাসাধারণের সর্ব্ব প্রকার দুঃখ বিমোচনের উপায়াবধারণার্থে এবং দেশীয় ব্যবস্থা সমস্ত সংশোধিত এবং দৃঢ়ীভূত করণার্থে শীঘ্র শীঘ্র পার্লিয়া-মেণ্টের সভার আহ্বান করা আবশ্যক হইবে।

দ্বাদশতঃ। রাজবংশীয় কোন ব্যক্তি স্বয়ং রোমান্ কাথলিক মতাবলম্বী হইলে অথবা তন্মতাবলম্বী কাহাকেও বিবাহ করিলে সেই ব্যক্তি কদাপি ইংলণ্ডীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে না। প্রজাগণ তাদৃশ ব্যক্তিকে বাদ দিয়া অপর যে কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে তাহাকেই রাজাসন প্রদান করিবে।

এই সকল নিয়ম দ্বারা রাজা ও প্রজার বিবাদ একবারে নিষ্পত্তি হইয়া গেল। 'রাজ্যপদ ঈশ্বরদত্ত', প্রজারা রাজকার্য্যে কোন কথা বলিবার ক্ষমতা রাখে না, প্রথম জেম্সের এই যে মত ছিল এত বিবাদ বিসম্বাদের পর তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতই ঘটিয়া উঠিল।

দশম অধ্যায়।

[তৃতীয় উইলিয়ম—বিদ্রোহ দমন—ঋণগ্রহণের প্রথা—ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ—
রাজ্যাধিকার নিয়ামক ব্যবস্থা—ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের উপক্রম—
উইলিয়মের চরিত্র—এন্ রাজ্ঞী—মার্ল্‌ব্রো—স্কটলণ্ড এবং
ইংলণ্ডের সম্মিলন—টোরিদিগের প্রাবল্য।]

তৃতীয় উইলিয়ম রাজাসন প্রাপ্ত হইলে প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী প্রজামাত্রেরই মহা আনন্দ উপস্থিত হইল। কিন্তু আয়র্লণ্ডের কাথলিক প্রজাগণ আর স্কটলণ্ডের পর্ব্বতদেশীয় কেণ্ট জাতীয় লোকেরা ইহাতে পরিতুষ্ট হইল না। উভয় দেশেই অনেক যুদ্ধের পর উইলিয়মের রাজ্যশাসন প্রচলিত হইতে পারিল। বিশেষতঃ আয়র্লণ্ডে জেম্‌স্ স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাতে কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীগণ প্রাণপণ করিয়া তাঁহার কার্য্য সাধনে যত্নবান হইয়াছিল। কিন্তু উইলিয়ম আপনি সসৈন্যে আয়র্লণ্ডে গমন করত প্রতিপক্ষ সমূহকে পরাজিত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে সমুদায় রাজ্য উপশান্ত হইলে ইংলণ্ডরাজ হলণ্ডে যাত্রা করিয়া তথায় ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে অনেক ধন ব্যয় হয় এবং তৎসংগ্রহার্থ উইলিয়মকে পুনঃ পুনঃ পার্লিয়ামেণ্ট সভা আহ্বান করিতে হইয়াছিল। তাহারই মধ্যে একবার ত্রৈবার্ষিক ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়া যায় অর্থাৎ এমন একটী নিয়ম নিরূপিত হইল যে, প্রতি তিন বৎসরের মধ্যে একবার নূতন পার্লিয়ামেণ্ট সভা সংস্থাপিত করা আবশ্যক। এই সময়ে ইংলণ্ডের ঋণও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা ঋণ বাড়িয়াছিল, তেমনি তাহার সুদ দিবার নিয়মও পূর্ব্বের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে রাজারা খত নিয়া প্রজাদিগের স্থানে যে টাকা ধার করিতেন, তাহার সুদ কখন দিতেন, আর কখন দিতেন না। উইলিয়ম সংগ্রামের ব্যয় সাধনার্থে যে টাকা লইলেন, নিয়মিতরূপে তাহার সুদ দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ঋণ বৃদ্ধি করাতে যে উইলিয়মের রাজ্য আরও দৃঢ়তর এবং সমধিক বদ্ধমূল হইল, তাহা বলা বাহুল্য। যত লোকে তাঁহাকে টাকা ধার দিতে লাগিল সকলেই তাঁহার পক্ষতাবলম্বন করিল। যেহেতু তাঁহার রাজ্য যাইলে উহাদিগের টাকাও একেবারে যাইবে। কিন্তু এই সময়ে পূর্ব্ব রাজা জেম্‌সের পক্ষপাতী কতকগুলি লোক ইংলণ্ডে বাস করিত। উহাদিগকে 'যাকোবাইট' বলে। ঐ যাকোবাইটেরা নিরন্তর মনে মনে এই চিন্তা

করিয়াছিল, কিরূপে তাহাদিগের অভিমত ভূপাল পুনর্ব্বার আপন পৈতৃক সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু উইলিয়ম উহাদিগের নিমিত্ত বিশেষ উদ্বিগ্ন না হইয়া যাহাতে আপন চিরসঞ্চিত মানস যে ফ্রান্সের রাজাকে দমন করেন, তাহাতেই সচেষ্ট থাকিলেন। বহু যুদ্ধের পর ফ্রান্সরাজ খর্ব্বতেজা হইয়া আপনার গর্ব্ব পরিত্যাগ করত সন্ধি প্রার্থনা করেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে সন্ধি সংস্থাপন হইল। তাহার পর ১৭০১ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট সভায়, রাজ্যাধিকার নিয়ামক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থানুসারে নিরূপিত হইল যে, উইলিয়ম রাজা নিঃসন্তান থাকায় এবং রাজ্ঞী মেরীর লোকান্তরগত হওয়ায় উইলিয়মের পরলোক হইলে মেরীর কনিষ্ঠা ভগিনী 'এন্' ইংলণ্ডের অধিশ্বরী হইবেন; আর তিনিও নিরপত্য হইয়া পরলোক গমন করিলে, প্রথম জেম্সের কন্যা এলিজেবেথের গর্ভজাত সোফিয়া, যিনি জর্ম্মণির অন্তর্গত হানোবর প্রদেশের ভূম্যধিকারীকে বিবাহ করিয়া ইলেক্ট্রেস উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই বংশে ইংলণ্ডের রাজ্যাধিকার যাইবে।

ইহার কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার ফ্রান্সের সহিত সংগ্রাম হইবার উপক্রম হইল। চতুর্দ্দশ লুই আপন পৌত্রকে স্পেইন দেশের রাজ্যাধিকার প্রদান করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বাস্তবিকও তাঁহার ঐ রাজ্যে প্রকৃত অধিকার ছিল, কিন্তু ইংলণ্ডরাজ ও জর্ম্মণির সম্রাট এবং হলণ্ডবাসী প্রজাগণ সকলেই ভাবিলেন যে, ফ্রান্সরাজ একাই এমত প্রবল যে, ইউরোপের অন্য সকল রাজারা মিলিত হইয়াও তাঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে কদাপি সমর্থ নহেন। অতএব যদি পরাক্রান্ত ফ্রান্সের সহিত সুপ্রধান স্পেইন রাজ্যের সংযোগ হয়, তবে আর ইউরোপীয় অন্য কোন জাতির রক্ষা নাই—সকলকেই ফ্রান্সের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এই ভাবিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন জাতি একত্রে মিলিত হইল। কিন্তু যাহার বিশেষ যত্ন এবং কৌশলে উক্ত জাতিত্রয়ের এইরূপ সম্মিলন হইল তিনি স্বয়ং ইহার ফলভোগ করিতে পারিলেন না; রাজা উইলিয়মের হঠাৎ মৃত্যু হইল। ইহার অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিযোগী দ্বিতীয় জেম্সও লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার এক পুত্র ছিল; ঐ ব্যক্তি আপনাকে ইংলণ্ডের অধীশ্বর বলাইতেন এবং চতুর্দ্দশ লুইও তাঁহার ঐ উপাধি স্বীকার করিতেন; সেই হেতু ইংরাজেরা উহাকে প্রিটেণ্ডর * বলিয়া থাকেন।

* যে ব্যক্তি অনধিকারে আপনার অধিকার খ্যাপন করে তাহাকে প্রিটেণ্ডর বলা যায়।

উইলিয়ম রাজা যে অতি প্রধান লোক ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। তিনি কদাপি প্রজাগণের স্বাধীনতাপহরণ করিয়া আপনি যথেচ্ছাচারী হইবেন, এমত বাঞ্ছা করেন নাই। তাঁহার মতে স্বাধীন, তেজস্বী, সক্ষম, বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, প্রজাকুলের অনুরাগভাজন হইয়া রাজ্য করায় যত গৌরব উহাদিগকে হীনতেজা এবং অক্ষম ও মুর্খ করিয়া শাসন করায় তেমন গৌরব হয় না। ইহাঁর রাজ্য-কালে ইংরেজদিগের বর্ত্তমান সুনিয়ম সমস্তের অধিকাংশই সংস্থাপিত হয়। ফলতঃ ইহাঁর সময়ে স্কটলণ্ডীয় প্রজাগণ যে দুঃখ পাইয়াছিল তাহাই ইহাঁর মহিমার একমাত্র কলঙ্ক—ইহাঁর চরিত্রে অন্য কোন বিশেষ দোষ দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য ভাগে যে সকল লোক বাস করিত তাহারা রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ বিদ্রোহ দমন হইলে পর উইলিয়ম এইরূপ ঘোষণা করিয়া দেন যে, অমুক দিনের মধ্যে যাহারা আসিয়া অধীনতা স্বীকার করিবে, তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে; কিন্তু যাহারা তদপেক্ষা অধিক বিলম্ব করিবে তাহারা সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। সকলেই সেই দিনের মধ্যে আসিয়া রাজার নিকট অধীনতা স্বীকার করিল; কেবল এক জন ভূম্যধিকারী কার্য্যান্তর প্রতিবন্ধকে ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সৈনিক ঐ ব্যক্তির অধিকারে প্রেরিত হইল। তাহারা ছদ্মবেশে গমন করিল—উক্ত ভূম্যধিকারীর আতিথ্য গ্রহণ করিল—এবং পরে উত্তমরূপে পান ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া আপনাপন অস্ত্রশস্ত্র বিনির্গত করত তত্রত্য দুর্ভাগ্য ব্যক্তি সমস্তকে বিনাশ করিল, এবং অগ্নিদাহে সকলের গৃহাদি দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ইহাই গ্লেনকোর হত্যাকাণ্ড নামে বিখ্যাত।

আর এক সময়ে কতকগুলি স্কটলণ্ডীয় বণিক্ একমতাবলম্বী হইয়া উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী পানেমা যোজকের সন্নিহিত ভূভাগে একটী উপনিবেশ সংস্থাপিত করিবার মানস করে। তাহাদিগের অভিপ্রায় ছিল যে, ঐ স্থানে উপনিবেশ প্রস্তুত করিয়া আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা চীন ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি মহাধনশালী দেশ সমস্তে বাণিজ্য করিবে। ইংরাজেরা দেখিলেন যে, তাহা হইলে উহাদিগের প্রভুত্ব কমিয়া যায়, এবং স্কটলণ্ডীয়েরা মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে। এই ভাবিয়া উহাঁরা স্কটলণ্ডীয় ঔপনিবেশিক-

গণের খাদ্য সামগ্রী লইয়া যত জাহাজ যাইত সকলকেই পথের মধ্যে আটক করিয়া রাখিতে লাগিলেন—উপনিবেশের চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় বন্য ইণ্ডীয়ান * জাতিকে উহাদিগের শত্রু করিয়া তুলিলেন।

ইংরাজদিগের এইরূপ শত্রুতাচরণে স্কটলণ্ডীয় উপনিবেশ অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া গেল। যত লোক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল তাহারা অনেকেই নানা কষ্ট ভোগ করিয়া বিদেশে প্রাণত্যাগ করিল। অতি অল্পলোক মাত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইংরাজদিগের প্রতি দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মাইতে লাগিল। উইলিয়ম যে এইরূপ হইতে দিয়াছিলেন ইহা তাঁহার মহৎ দোষ বলিতে হয়।

তৃতীয় উইলিয়মের মৃত্যু হইলে তাঁহার শ্যালিকা 'এন্' ইংলণ্ডের অধিশ্বরী হইলেন। এনের কোন বিশেষ গুণ ছিল না—অন্তঃকরণ অকপট ছিল না—আর বুদ্ধিশক্তিও উত্তম ছিল না। ইনি এপিস্কোপেলীয় ধর্ম্মের গোঁড়া ছিলেন। আর নির্ব্বোধ লোকমাত্রেই যেরূপ অন্যের পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করে, ইনিও সেইরূপ করিতেন। আপনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিয়া কিছুই করিতে পারিতেন না। এন প্রথমে হুইগ মতাবলম্বীদিগের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ, আর্ল অব মার্লব্রো নামক অতি প্রসিদ্ধ হুইগ ভূম্যধিকারীর বনিতা এই সময়ে রাজ্ঞীকে একান্ত বশীভূতা করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজ্ঞী তাঁহার পরামর্শানুসারিণী হইয়া মার্লব্রোকে আপন সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিলেন। মার্লব্রোর তুল্য যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরপুরুষ পৃথিবীতে অধিক জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইনি সর্ব্বদা অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। কখনই ক্রোধপরায়ণ হইয়া অসাবধানতা প্রযুক্ত শত্রুর নিকট আপন ছিদ্র প্রকাশ করিতেন না এবং কদাপি সংগ্রাম স্থলে ইঁহার কোন প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইত না। সুতরাং যখন তৃতীয় উইলিয়মের প্রবর্ত্তিত সন্ধির নিয়মানুসারে হলণ্ড জর্ম্মণি এবং ইংলণ্ডের সৈন্যগণ একত্রিত হইয়া মার্লব্রোকে আপনাদিগের অধিনেতৃস্বরূপে প্রাপ্ত হইল তখন যে তাহারা প্রতিপক্ষ ফরাসী সেনাগণকে পুনঃ পুনঃ পরাভব করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ ইংলণ্ড যেন এত দিন নিদ্রাবস্থায় ছিল। এনের সময়ে সেই নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ইউরোপের সকলেই দেখিতে পাইল যে, তাৎকালিক

* আমেরিকা খণ্ডের আদিম নিবাসীদিগের ইণ্ডিয়ান্ বলে।

ইংরাজেরা ক্রেসী এবং আজিনকুরের যুদ্ধ-জেতা মহাবীরগণের নিতান্ত অযোগ্য সন্তান নহেন। ফ্রান্স এবং স্পেইন উভয় রাজ্যেই ইংরাজদিগের অপরিসীম বীরত্ব প্রকাশিত হইল—সমুদ্র যুদ্ধেও ইংরাজদিগের প্রাবল্য পুনঃ পুনঃ সংস্থাপিত হইল—এবং ভূমধ্যসাগরের দ্বার ও পৃথিবীর সকল দুর্গের মধ্যে সমধিক দুর্লঙ্ঘ্য যে জিব্রাল্টর নামক দুর্গ, তাহাও উহাঁদিগের অধিকৃত হইল। এই সময়ে ইংলণ্ডের সহিত স্কটলণ্ডের সম্পূর্ণরূপে সম্মিলন হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রথম জেম্‌সের সময়াবধি যদিও উভয় দেশের রাজশক্তি এক ব্যক্তিতেই সমর্পিত হইয়াছিল বটে, তথাপি একাল পর্য্যন্ত দুই দেশের পার্লিয়ামেণ্ট, রাজকোষ, ব্যবস্থাপক-সমাজ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এক্ষণে সেই সকলও মিলিয়া সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া গেল। তাহার কারণ, স্কটলণ্ডীয় প্রজাগণ ইংরাজদিগের ন্যায় বাণিজ্য করিতে না পাইয়া এবং তাহারা পানেমা যোজকে যে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত যত্ন করে, তাহা ব্যর্থ হওয়াতে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। উহারা এই বলিয়া উঠিল যে, আমরা আর ইংলণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া থাকিব না—স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তিকে রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করিব। এই কথায় ইংরাজেরা ভীত হইলেন, এবং অনেক বাদানুবাদের পর এই নির্দ্ধারিত হইল যে, স্কটলণ্ড হইতে ৪৫ জন প্রতিনিধি আসিয়া ইংলণ্ডের হৌস্ অব কমন্স নামক সভায় উপবিষ্ট হইবেন আর ১৬ জন স্কটলণ্ডীয় ভূম্যধিকারী ইংলণ্ডের হৌস অব লর্ডস নামক সভায় আসন প্রাপ্ত হইবেন। অপরন্তু উভয় দেশের মাল ও ফৌজদারী আইন পূর্ব্ববৎ থাকিবে আর বাণিজ্যকার্য্যে ইংরেজ প্রজাগণ যে সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, স্কটলণ্ডীয়েরাও সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সেই অবধি এই দুই মিলিত রাজ্যের নাম গ্রেটব্রিটেন হইয়াছে (১৭০৭ খৃঃ)।*

১৬৮৮ সালে যে রাষ্ট্র পরিবর্ত্ত হয়, সেই অবধি এপর্য্যন্ত হুইগ মতাবলম্বী রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাই ইংলণ্ডের শাসন কার্য্য আপনাদিগের হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রজা সমূহ তাঁহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং টোরি মতাবলম্বীরা নিরন্তর উহাদিগের প্রতিপক্ষাচরণ করিতে লাগিল। যত দিন 'মার্লব্রোর' পত্নীর সহিত রাজ্ঞীর সৌহার্দ্দ ছিল তাবৎ

* ঐ বৎসরে ভারত সম্রাট আরঙ্গেবের মৃত্যু হয়।

টোরিরা কিছুই করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে বিবি ম্যাসাম্ নাম্নী অতি চতুরা একজন সখী টোরি মতাবলম্বী হইয়া রাজ্ঞীর মন ভাঙ্গাইয়া ক্রমে ক্রমে মার্লব্রোর পত্নীর প্রতি তাঁহার দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিলেন, আর সেই সময়েই 'সাকিবরেল' নামা একজন সামান্য যাজক, জন সমকে টোরি মতের পোষক একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হুইগ্ মন্ত্রিগণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নামে পার্লিয়ামেণ্টে অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ফলে সাকিবরেল একবারে সমুদায় দেশ বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। লোক সকল তাঁহার মতের আন্দোলন করিতে করিতে ঐ যাজকের প্রতি এমন শ্রদ্ধান্বিত হইল যে, রাজমন্ত্রীরা উহাকে বিশিষ্টভাবে দণ্ডিত করিতে পারিলেন না। এইরূপে যখন রাজ্ঞীর বিলক্ষণ বোধ হইল যে, হুইগেরা আর প্রজাপ্রিয় নহে, তখন বিবি ম্যাসামের পরামর্শানুসারে তিনি প্রাচীন পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ করিয়া দিয়া একটী অভিনব সভার আহ্বান করিলেন। এই সভাতে টোরি মতাবলম্বী প্রতিনিধিবর্গেরই সমাগম হইল—হুইগদিগের শক্তি বিলুপ্ত হইল—এবং তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সের সহিত সন্ধিবন্ধন চেষ্টা হইতে লাগিল। ইউট্রেট নগরে হলণ্ড এবং ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তৃগণ জর্ম্মণির সম্রাটকে ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিলেন।

এই সময়ে যাঁহারা এনের মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রিটেণ্ডরকে রাজাসন দিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হন। কিন্তু তাহাদের মন্ত্রণা সমস্ত পরিপক্ক না হইতে হইতেই রাজ্ঞীর পরলোক হওয়াতে ঐ সকল মন্ত্রণায় কোন উপকার দর্শিল না। প্রথম জেম্সের দৌহিত্রীসুত হানোবর দেশের ইলেক্টর প্রথম জর্জ উপাধি পরিগ্রহপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে বৃটেন রাজ্যের রাজাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

[প্রথম জর্জ—হুইগদিগের প্রাদুর্ভাব—যাকোবাইটদিগের অভ্যুত্থান—রাজ্যের বৃদ্ধি—দক্ষিণ সমুদ্র বুদ্ বুদ্—সর রবর্ট ওয়ালপোল।

প্রথম জর্জ দেখিলেন যে, তিনি কেবল হুইগদিগের যত্নেই ইংলণ্ডের সিংহাসনারূঢ় হইতে পারিয়াছিলেন; অতএব প্রথমাবধি তিনি ঐ দলের প্রতি বিশিষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; টোরিমাত্রেই তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। রাজার উচিত সকল প্রজার প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন; রাজা পক্ষপাতী হইলে

রাজ্য-শাসনে সহস্র সহস্র দোষ উপস্থিত হয়। প্রথম জর্জের রাজ্যকালে হুইগ্ সম্প্রদায়ীরা প্রবল হইয়া টোরি মতাবলম্বী সকলকে একেবারে উৎসাহিত করিবার মানস করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান টোরিগণ কেহ বা রাজ দণ্ড ভয়ে স্বদেশ হইতে প্রস্থান করিল; কেহ বা দেশে থাকিয়াই গোপনে যাকোবাইট-দিগের সহিত যোগ দিয়া প্রিটেণ্ডরকে রাজাসন প্রদান করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। আর কেহ কেহ হট্টলোক সাধারণের মনে নানা প্রকার ভয় উত্থাপন করাইয়া রাজকার্য্যের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইল। পরিশেষে 'আর্ল অব মার' নামক কোন ভূম্যধিকারী স্কটলণ্ডের উত্তর ভাগে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলেন। হাইলণ্ডবাসী কেণ্ট জাতীয় লোক সকল অনেকেই তাঁহার সহিত মিলিত হইল এবং উহাদিগের সহায়তায় তিনি ফোর্থ নদীর উত্তরাঞ্চল সমুদায় অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ে 'নর্থম্বর্লণ্ড' প্রদেশ নিবাসী 'যাকোবাইটেরাও' অস্ত্র ধারণ করিয়া উঠিল। যদি প্রিটেণ্ডর স্বয়ং ঐ কালে উপস্থিত হইয়া নিজ দলবলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন, বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ বিদ্রোহ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত; এমন কি কিছু কালের নিমিত্ত প্রিটেণ্ডর পুনর্ব্বার আপন পৈতৃক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেও হইতে পারিতেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির শরীরে কোন অসাধারণ গুণগ্রাম ছিল না; তিনি বৈচক্ষণ্য বা সাহস কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার একমাত্র সহায় চতুর্দ্দশ লুইরও এই সময়ে পরলোক যাত্রা হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে অসহায় হইয়া স্কটলণ্ডে আসিতে হইল এবং তথায় উপস্থিত হইয়াও তিনি দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক এক স্থানেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলেন। রাজসৈন্যগণ অনায়াসেই এই বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইল এবং প্রিটেণ্ডর নিজ প্রাণ লইয়া পুনর্ব্বার ফ্রান্স দেশে প্রস্থান করিলেন। অনেকানেক টোরি এবং যাকোবাইট মতাবলম্বী ভূম্যধিকারিগণ এই বিদ্রোহ-সংস্রব দোষে দূষিত হইয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কথিত আছে যে, যে বৃক্ষ যত ঝড় সহ্য করে তাহার মূল ততই দৃঢ়তররূপে সম্বদ্ধ হয়। প্রথম জর্জের রাজত্বও এই বিদ্রোহবাত্যা সহ্য করিয়া সেইরূপে পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইল এবং হুইগদিগের প্রভাবও অখণ্ডিত এবং অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের বাণিজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা জনসাধারণের বিভবও বর্দ্ধিত হইল এবং

প্রজামাত্রের অন্তঃকরণে অর্থলোভের অতি প্রবলতর আবির্ভাব হইল। বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা বিপুল সম্পত্তি সঞ্চিত হয় এই বোধ সকলের মনেই দৃঢ়তররূপে সম্বদ্ধ হইলে, অনেকানেক দুষ্ট লোক প্রতারণা করিয়া অলীক বাণিজ্যের কল্পনা প্রকাশ করতঃ জনসাধারণের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে 'সৌথ্ সী কোম্পানী' নামক যে বণিকসম্প্রদায় দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাণিজ্যের জন্য এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হয় তদ্দ্বারা সমধিক লোকের মহাক্ষতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু হৌস অব কমন্সের বিশেষ যত্নে ঐ কোম্পানীর দ্বারা যত হানি হইবার সম্ভাবনা ছিল, তত হইল না। কার্য্যপরিচালক ডাইরেক্টরদিগের জুয়াচুরি ধরা পড়িয়া তাহাদের সম্পত্তি হইতেও কতক ক্ষতিপূরণ হয়। 'সর রবার্ট ওয়ালপোল' নামা অতি বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী ইহার যথোচিত ব্যবস্থা ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন। ফলতঃ তিনিই এই সময়ে রাজার প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ তাঁহার স্থানে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তিনি যাহা বলিতেন তাহাতেই সম্মত হইতেন। ওয়াল্পোল যেরূপ অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বে কোন রাজমন্ত্রীই সেরূপ হইতে পারেন নাই। তাঁহার সকলই গুণ—কেবল একটীমাত্র দোষ ছিল। তাঁহার মতে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি যথার্থ ধর্ম্মশীল নাই; সকলকেই অর্থদ্বারা বশীভূত করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ইংরাজেরা যে মনে মনে অর্থের অতিশয় গৌরব করেন এবং মুখে যাহা বলুন বণিকবৃত্তির প্রাদুর্ভাব বশতঃ তাঁহাদিগের চরিত্রে যে ঐ দোষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ওয়াল্পোলের মন্ত্রিত্বেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইংরাজদিগের বাণিজ্যবিস্তারের প্রথম সূত্রপাত তৃতীয় উইলিয়মের সময় হইতে হয়। তৎকালে "ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড" সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া অন্যান্য আঢ্য বণিকগণ অনেকে এক একটী দলবদ্ধ হওত কোম্পানী নাম ধারণ পূর্ব্বক বহির্ব্বাণিজ্যে নিযুক্ত হয়। তৃতীয় উইলিয়মের সময়াবধি ইংরাজদিগের মধ্যে রাজকীয় ঋণ গ্রহণের প্রথাও বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। সে প্রথা এই যে, গবর্ণমেণ্ট কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সুদ দিবেন এমত স্বীকার করিয়া প্রজা সমূহের স্থানে ঋণ গ্রহণ করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে এক এক খানি কাগজ (খত) দেন। সেই কাগজ বাজারে ক্রীত ও বিক্রীত হইতে

পারে। গবর্ণমেণ্ট উহার আসল কখন কিরূপে দিবেন কিছুই স্বীকার করেন না। পূর্ব্বোক্ত বণিক কোম্পানীরাই এইরূপ খণ্ড অধিকাংশ ক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের উত্তমর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার পর বৈদেশিক রাজাদিগের সহিত সন্ধিবিগ্রহ যাহা কিছু যখন করিতে হইত তাহাতে ঐ উত্তমর্ণগণের যাহাতে মঙ্গল হয় ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের এমত করিয়া চলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে বণিকদলই ইংলণ্ডের মধ্যে অতিশয় প্রবল হইয়াছেন এবং সেই অবধি তাঁহাদিগের বাণিজ্য-কার্য্যের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন কর্ম্মেই হস্তার্পণ করিতে সাহসিক হয়েন না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

[দ্বিতীয় জর্জ্জ—স্পেইনের সহিত যুদ্ধ—ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ—নবীন প্রিটেণ্ডর—এইলা সাপেলের সন্ধি—উইলিয়ম পিট প্রধান মন্ত্রী।]

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম জর্জ্জের পরলোক হয়। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জর্জ্জ নাম ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডের রাজাসনে আরোহণ করিলেন। প্রথমে ওয়ালপোলই ইহাঁর মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত থাকেন এবং বিশিষ্ট যত্ন সহকারে স্বদেশীয়দিগকে কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু পরিশেষে কতকগুলি বণিক যাহারা আমেরিকায় গিয়া তত্রত্য স্পেইনীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করিবার ভাণ করতঃ তথাকার লোকের অনেক অপচয় করিত, তাহারা স্পেইনীয়দিগের দ্বারা যথোচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইলে স্বদেশীয়দিগের নিকট আপনাদিগের দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইংরেজেরা স্বজাতীয় কাহারও অপমান হইলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন—ঐ বিষয়ে উহাঁদিগের ন্যায়ান্যায় বিচার অতি অল্পই হইয়া থাকে। সুতরাং প্রজামাত্রেই স্পেইন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করণার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রী ওয়ালপোল সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না *। অগত্যা তাঁহাকে এই অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল ১৭৩৯ খৃঃ। কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরাজেরা বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না। উহাঁরা যেমন পানেমা যোজকের অন্তর্গত পোর্টবেলো নামক সদুর্গ নগর অধিকার করিলেন, তেমন কলম্বিয়া প্রদেশস্থিত কার্থাজিনা নগর আক্রমণ করিতে গিয়া সম্পূর্ণরূপেই পরাজিত হইয়া আসিলেন। এই সময়ে ইউরোপে আর একটী যুদ্ধানল প্রজ্বলিত

* ভারতবর্ষে নাদির শাহের আক্রমণ কালে।

হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই যে, অষ্ট্রীয় সম্রাট চার্লসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায়, মেরিয়া থেরিসা নাম্নী তৎকন্যা পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু ফ্রান্স, সাক্সনি এবং বেবেরিয়া প্রভৃতি দেশের শাসনকর্তৃগণ মেরিয়ার রাজ্যাধিকার স্বীকার করিলেন না। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফ্রান্সের বিপুল সেনায় সমুদায় জর্ম্মনি প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ইংলণ্ডরাজ ভাবিলেন যে, তাঁহার পুরুষানুক্রমিক অধিকার হানোবার দেশ এই-বার হস্তবহির্ভূত হইয়া যাইবে। অতএব তিনি মেরিয়ার সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন এবং প্রজাবর্গের স্থানে ধার করিয়া যুদ্ধের ব্যয় সাধনোপযোগী অনেক অর্থ মেরিয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের প্রজাগণ আপনাদিগের তাদৃশ গুণবতী সাহসিক রাজ্ঞীর দুরবস্থা দর্শনে একান্ত দুঃখিত হইয়া প্রাণপণে তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রতিপক্ষ সৈন্যগণ অত্যল্পকাল মধ্যেই পরাভূত হইল। মেরিয়ার কর্তৃত্ব সর্ব্বত্রই পুনঃ সংস্থাপিত হইল; এবং বাবে-রিয়ার অধিপতি যিনি ইতঃপূর্ব্বে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাদুঃখে লোকান্তর গমন করিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী মেরিয়া তখনও সন্ধি সংস্থাপনের ইচ্ছুক হয়েন নাই ইংলণ্ডরাজ স্বয়ং তাঁহার সাহায্যার্থে আসিয়াছেন জানিয়া তিনি ফ্রান্সের গর্ব্ব খর্ব্ব করণার্থে সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিলেন। এখানে ইংলণ্ড-রাজ জর্ম্মনির অন্তর্গত মেইন প্রদেশে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া ফরাসী সৈন্য কর্তৃক ডেটিঞ্জেন্ গ্রামের সন্নিধানে এমত কুষ্ঠলে বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যদি ফরাসীরা সতর্ক হইয়া তাঁহার পথরুদ্ধ করিয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলে উহাদিগের নিশ্চয় জয়লাভ হইত। কিন্তু ফরাসী লোক সকল স্বভাবতঃ তরলমতি; উহারা কখনই কোন ভাবী মঙ্গলের প্রতীক্ষায় বহুকাল নিষ্কর্ম্মান্বিত থাকিতে পারে না। উহারা ইংলণ্ডীয় সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিল; কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা-দিগকে পরাজিত করিতে পারিল না; সুতরাং তাহাদিগকে অবিলম্বে উহাদিগের পথ মুক্ত করিয়া দিয়া প্রস্থান করিতে হইল। ইহার পর ইংরাজ এবং ফরাসী সেনার 'ফণ্টেনয়' গ্রামের নিকট আর একটী যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে ফ্রান্স-রাজ পঞ্চদশ লুই স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইংরাজেরা পরাভূত হয় বটে কিন্তু তাহাদিগের পাদাত সৈন্যগণ এমন শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল যে, ঐ পরা-ভবও উহাদিগের গৌরবসূচক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

এই সময়ে আবার বৃটেন দ্বীপের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিদ্রোহের হেতু, পূর্ব্ব প্রিটেণ্ডরের পুত্র নবীন প্রিটেণ্ডরের স্কটলণ্ডে আগমন। এই যুবাপুরুষ আপন পৈতামহিক রাজ্য অধিকার করিবার বাসনায় হঠাৎ স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য অঞ্চলে আসিলে কতিপয় হাইলণ্ড ভূম্যধিকারী তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইল এবং যেমন পর্ব্বতোপরিস্থিত প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত নদী সকল যত নিম্নে আগমন করিতে থাকে, ততই তাহাদিগের বিস্তার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ উহাঁর সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুই দল রাজসৈন্য উহাঁর নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের সৈন্যগণ রাজভ্রাতা কম্বর্লণ্ডের অধীনে আসিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলে 'কলোডেন' নামক স্থানে উভয় দলের সন্দর্শন হইল। হাইলণ্ডীয় সৈন্যগণ যৎপরোনাস্তি সাহস প্রকাশ করিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। নবীন প্রিটেণ্ডর আপন প্রাণ মাত্র লইয়া পলায়ন করিলেন। হাইলণ্ডীয় লোকসকলের প্রতি অতি পরুষ ব্যবহার আরম্ভ হইল এবং পরে যাহাতে তাহাদিগের কুলতন্ত্রতা ভগ্ন হইয়া যায় অর্থাৎ অনেকানেক ব্যক্তি এক এক জন কুলপতির অধীন হইয়া না থাকে, আর তাহাদিগের পরিচ্ছদাদি পর্য্যন্ত সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এমত ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। যতদিন পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মচারিগণ হাইলণ্ডীয় লোক সকলের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতে লাগিল, তাবৎকাল, উহারা ঐ সকল নিয়মের প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ করিত। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন উহাদিগের প্রতি কোমল ব্যবহার আরম্ভ হইল, বিশেষতঃ উহারা যে অবধি সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, সেই অবধি উহারা বর্ত্তমান ব্রন্স্বইক বংশীয় রাজাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত এবং ভক্তিমান হইয়া উঠিল। সংগ্রামের কিঞ্চিৎকাল পরে অর্থাৎ ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডে 'এইলা সাপেলের' সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহার যে অধিকার ছিল, যুদ্ধের পরেও তাহাই থাকিবে। যুদ্ধের ফল কেবল অর্থ ও জীবন ক্ষয় মাত্র হইল।

এই সন্ধির পর কয়েক বৎসর ইংলণ্ডের বৈদেশিক অধিকার এবং বাণিজ্য অতি সত্বরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফরাসীরা তাহাতে মৎসর ভাবাপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধোদ্যম করে। এই সময়ে অতি সাধুশীল, সদ্বক্তা, পরিণামদর্শী এবং স্বদেশহিতৈষী উইলিয়ম পিট্ নামক কোন মহাত্মা রাজমন্ত্রিত্বে নিযুক্ত

হইয়া এমত বৈচক্ষণ্যসহকারে যুদ্ধের আয়োজন এবং উপযুক্ত লোক সকলকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিলেন যে, সর্ব্বত্রই ইংরেজদিগের জয় এবং শত্রু পক্ষের পরাজয় হইতে লাগিল। পিটের নিয়োজিত উল্‌ফ নামক সেনানী কর্ত্তৃক কানেডার অন্তর্গত 'কুইবেক' নামক দুর্গম নগর বিজিত হইল। ক্লাইব ভারতবর্ষে পলাসীর যুদ্ধ জয় করিলেন, এবং ১৭৫৭ খৃঃ চন্দননগর অধিকার করিয়া ফরাসীদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। ইউরোপেও অনেক যুদ্ধ হইল। তন্মধ্যে সামুদ্রিক যুদ্ধে প্রায় সর্ব্বত্রই ইংলণ্ডের জয়লাভ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাজপুত্রের পরলোক হইলে তাঁহার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স উপাধি প্রাপ্ত হইয়া যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে (১৭৬০ খৃষ্ট) দ্বিতীয় জর্জ লোকান্তর গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[তৃতীয় জর্জ—আর্ল অব বুট—স্পেইনের সহিত যুদ্ধ—গ্রেনবিল—মার্কুইস অব বকিংহাম—লর্ড নর্থ—মার্কিন যুদ্ধ—পিট—রাজার উন্মাদ—ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব—বোনা পার্টি—নেলসন—লর্ড গ্রানবিল।]

দ্বিতীয় জর্জের পৌত্র রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া তৃতীয় জর্জ উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইনি ইংলণ্ডেই জন্মেন, এবং ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপে কহিতে পারিতেন। আর্ল অব বুট নামা একজন স্কটলণ্ডীয় ভূম্যধিকারী ইহাঁর শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার প্রতি রাজার বিশেষ ভক্তি থাকায় রাজা তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেন। কিন্তু উইলিয়ম পিট প্রজা সাধারণের যেরূপ মাননীয় ছিলেন, তাহাতে হঠাৎ উহাঁকে কর্ম্মচ্যুত করায় রাজারও সাহস হইল না। পরন্তু পিট এই সময়ে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ফ্রান্স এবং স্পেইনের ভূপতিরা গোপনে পরস্পর সন্ধিবন্ধন করিয়াছেন, এবং অতি শীঘ্রই উভয়ে মিলিয়া ইংলণ্ডের প্রতিকূলাচরণ করিবেন; অতএব তিনি অগ্রেই স্পেইনের প্রতি আক্রমণ প্রস্তাব করিলেন। পিটের এই কথায় পালিয়ামেণ্টের সভ্যগণ সম্মত হইলেন না। সুতরাং তিনি স্বেচ্ছাতঃ আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, এবং আর্ল অব বুট তৎপদাভিষিক্ত হইলেন।

কিন্তু পিটের ভবিষ্যদুক্তি অতি শীঘ্রই সফল হইল; স্পেইনরাজ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ করি-

লেন না। সর্ব্বত্রই ইংলণ্ডীয়দিগের জয় হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে প্রতিপক্ষগণ সন্ধিবন্ধন করিয়া ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ করিলেন। এই সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ডের অনেক লাভ হইল। কানেডা, লুইসিয়ানা, কেপ বৃটন, সেলিগাল গ্রেনাডা, জোসিয়িকা, সেণ্ট ভিন্সেণ্ট এবং টোবাগো এই সকল ফরাসীদিগের অধিকৃত স্থান আর স্পেইনের অধিকৃত মিনর্কা দ্বীপ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ফ্লরিডা ইংরাজদিগের অধিকারসম্ভুক্ত হইল। এই সন্ধিদ্বারা এমত অধিক লাভ হইল বটে, কিন্তু তথাপিও ইংরাজেরা ইহাতে তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাদিগের বোধ ছিল যে, যেরূপ জয়লাভ করিয়াছেন, তাহাতে বৈদেশিক অধিকার আরও অধিক বিস্তৃত হইবে। কিন্তু তাৎকালিক রাজমন্ত্রিবর্গ ভাবিলেন যে, এই যুদ্ধে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা পিটেরই গৌরবসূচক হইবে; এই ভাবিয়াই তাঁহারা আরও যুদ্ধ না চালাইয়া সন্ধিকরণে সম্মত হইয়াছিলেন। পরন্তু ইংরাজেরা ঐ সময়ে স্পেইনের সহিত সংগ্রাম করণে বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিল। কারণ, যদিও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ডের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় এবং সেই রাজ্যই যেন ইংলণ্ডের বাস্তবিক প্রতিদ্বন্দ্বী, তথাপি ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে জয় পরাজয় দুইই হয়, এবং বিশেষ যত্ন ব্যতিরেকে ফরাসী সৈন্য কখনই বিজিত হয় না; কিন্তু স্পেইন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজ্য এবং তাহার অধিকৃত আমেরিকার অন্তর্গত দেশ হইতে অর্ণবপোতদ্বারা অনেক স্বর্ণ রজতাদি স্পেইনে আইসে; সুতরাং যুদ্ধকালে তৎসমুদায় অনায়াসেই ইংলণ্ডীয় প্রবলতর পোতবাহিনীর হস্তগত হইয়া পড়ে। যে সংগ্রামে গৌরব এবং অর্থ দুই আছে, সে যুদ্ধ যে লোকসাধারণের বিশেষ বাঞ্ছনীয় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

যাহা হউক, বুট ঐ সন্ধিবন্ধন করিয়া জনসাধারণের অতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা হইতে লাগিল—সংবাদপত্র সকলে তাঁহার নামে গ্লানি, প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল—এবং 'উইলকিস' নামক পার্লিয়ামেণ্ট সভার একজন সভ্য একখানি সাময়িক পত্রিকাতে বুটের সপক্ষ ভূপালের প্রতিও অনেক দোষারোপ করিলেন। রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উইলকিসকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি হেবিয়স কর্পস নামক ব্যবহার বলে আপনাকে অতি শীঘ্রই বিচারস্থলে নীত করিয়া বিচারে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য বলিয়া নিষ্কৃতি পাইল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে রাজমন্ত্রিগণ এমত

গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ওয়ারেণ্ট বাহির করিতেন যে, তাহাতে প্রথমতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম থাকিত না, পরে প্রয়োজন মতে যাহার ইচ্ছা তাহার নাম বসাইয়া দিয়া সেই সকল লোককে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করা হইত। বিচারালয়ে উইলকিসের জয় হওয়া অবধি তাদৃশ ব্যবহার যে আইনবিরুদ্ধ ইহা নিশ্চিত হইয়া গেল।

যাহা হউক, বুটের মন্ত্রিত্ব অবসান হইলে গ্রেনবিল নামক কোন প্রধান ব্যক্তি তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁর সময়ে আমেরিকার ঔপনিবেশিকদিগের প্রতি কর নির্দ্ধারিত করিবার প্রথম কল্পনা হয়। ঔপনিবেশিকেরাও ষ্ট্যাম্প কাগজে আদালত সম্পৃক্ত সকল বিষয়ের লেখা পড়া করিবে এই নিয়ম প্রচলিত হইল। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা বলিল যে, ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টে আমাদিগের প্রতিনিধি নাই; অতএব সেই পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক আমাদিগের প্রতি কর নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডে টোরি-সম্প্রদায়ীরা এই ষ্ট্যাম্প আইনের সপক্ষে, আর হুইগ-দল ইহার বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে লাগিল; পরিশেষে গ্রেনবিলের মন্ত্রিত্ব গেল এবং 'মার্কুইস অব বকিংহাম' নামক একজন ভূম্যধিকারী উইলিয়ম পিটকে সহায় করিয়া রাজ মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁরা ষ্ট্যাম্প আইন রহিত করিলেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক যে ঔপনিবেশিকদিগের উপর কর নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, এমত স্বীকার করিলেন না। উইলিয়ম পিট ইতি পূর্ব্বে রাজার স্থানে কৌলীন্য পদবীপ্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে 'আর্ল অব চাটহাম' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতিহাস বেত্তারা বলেন যে, পিট উক্ত পদবী গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞতার কর্ম্ম করেন নাই; তিনি যেরূপ ব্যক্তি ছিলেন, কোন কৃত্রিম পদবী দ্বারা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে না; প্রত্যুত ঐ পদবী গ্রহণ করাতে প্রজা সাধারণের অনুরাগই হ্রস্ব হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। প্রথম বারের মন্ত্রিত্বে পিট যেমন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি চাটহাম হইয়া আর তেমন গৌরবান্বিত হইতে পারিলেন না। যাহা হউক, ঔপনিবেশিকদিগের স্থানে ষ্ট্যাম্প দ্বারা করাদান করিতে না পারিয়া রাজমন্ত্রিগণ এই নিয়ম প্রচলিত করাইলেন যে, ইংলণ্ডীয় পোতদ্বারা যে সকল দ্রব্য আমেরিকায় নীত হইবে, তন্মধ্যে চা, গ্লাস এবং নানা প্রকারের রং এই সকল দ্রব্যের

প্রতি ঔপনিবেশিকগণকে অতিরিক্ত শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। এই সময়ে শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ চাটহাম স্বয়ং রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারেন নাই। তিনি ইহার পর স্বেচ্ছাতঃ আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহারই মতানুযায়ী ডিউক অব গ্রাফটন নামক একজন ভূম্যধিকারী রাজমন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত উইলকিস নামা সভ্য পার্লিয়ামেণ্ট হইতে বহিষ্কৃত হয়। কিন্তু প্রজাবর্গ তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পূর্ণ অধিকার রক্ষা জন্য পার্লিয়ামেণ্ট উঁহাকে যতবার বহিষ্কৃত করিল, তাহাকে ততবারই মনোনীত করিয়া প্রতিপ্রেরণ করিতে লাগিল! ফলতঃ যাঁহারা ঔপনিবেশিকদিগের প্রতি শুল্ক নিরূপণ করা অব্যবস্থা জ্ঞান করিতেন তাঁহারা সকলেই উইলকিসের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সাময়িক পত্রিকা সমস্তে রাজমন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে অনেকানেক লিপি প্রচারিত হইতে লাগিল; সমুদায় দেশসাধারণে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল ডিউক অব গ্রাফটন আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন; তৎপদে লর্ডনর্থ নামা সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী অভিষিক্ত হইলেন। এত দিনে টোরি মতাবলম্বী বুটের লিখিত রাজার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল যতদিন প্রিটেণ্ডরের পক্ষীয় লোক সকল মধ্যে মধ্যে রাজবিদ্রোহের কল্পনা করিতেছিল তাবৎকাল হুইগেরাই রাজার একমাত্র প্রবল সহায় ছিল। তৃতীয় জর্জের অধিকার কালে আর প্রিটেণ্ডরের ভয় ছিল না। সুতরাং রাজা টোরিদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন, লর্ডনর্থ রাজমন্ত্রী হইলে হুইগ মতাবলম্বী বকিংহাম, চাটহাম, ফক্স্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাগ্মিগণ পার্লিয়ামেণ্টে এবং ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে আপনাদের মতের পোষক বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

এখানে আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরা পূর্ব্বোল্লিখিত বাণিজ্য দ্রব্যাদির উপর যে প্রকার শুল্ক নিরূপিত হইয়াছিল, তদ্দানে অসম্মত হইল। রাজমন্ত্রিগণ অন্যান্য সমুদায় শুল্ক রহিত করিয়া কেবল চায়ের উপর যৎকিঞ্চিৎ মাত্র শুল্ক আদায় করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা বলিল যে, শুল্কের আধিক্য বিবেচনা করিয়া আমরা যে তদ্দানে প্রতিবন্ধক হইতেছি, এমন নহে; ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টে আমাদিগের প্রতিনিধি নাই, অতএব তাদৃশ পার্লিয়ামেণ্টের নিরূপিত শুল্ক প্রদানে আমরা কদাপি সম্মত হইব না। ফলতঃ ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ফিলেডেলফিয়া নগরে আমেরিকদিগের যে সাধারণ সভা হইয়াছিল তাহাতে

সকলেই এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল যে, তদ্দেশীয় ব্যবস্থাপক সমাজ কর্ত্তৃক সমস্তের অসম্মতিতে কোন প্রকার কর নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে না; আর ঐ সভাতে ইহাও অবধারিত হইল যে, সম্প্রতি মার্কিনেরা ইংলণ্ডের সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়া থাকিবে; কোন প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিবে না। উহাদিগের এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট মহা কুপিত হইলেন এবং ইংরাজ বণিকেরা আপনাদিগের লাভের ক্রটি হওয়াতে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। ইংরাজ সাধারণও কর ভারে কতক অংশ ঔপনিবেশিকদিগের উপর চাপান পছন্দ করিল এবং ঔপনিবেশিকদিগের দমন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন সংগ্রাম বই আর এই বিবাদ নিষ্পত্তির উপায়ান্তর রহিল না।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মার্কিনদিগের সহিত ইংরাজদিগের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ইংরাজদিগের বোধ ছিল যে, সমরানভিজ্ঞ মার্কিনেরা অতিশীঘ্রই পরাজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিবে; কিন্তু আমেরিকার যে ভাগে * প্রথমতঃ এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তথাকার লোক সকল অধিকাংশই ইংলণ্ডীয় পিউরিটান বংশসম্ভূত ছিল। তাহাদিগেরই পূর্ব্ব-পুরুষেরা প্রথম চার্লসের সময়ে রাজবিদ্রোহ উত্থাপন করে এবং যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া রাজার শিরশ্ছেদন করে। এক্ষণে উহাদিগের সন্তানগণ সেই অসমসাহসিক পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিল। ইংলণ্ডীয় সুশিক্ষিত সৈন্যগণ তাহাদিগের সমক্ষে পরাভব প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তাহারা জর্জ্জ ওয়াসিংটন নামা যে মহানুভবের হস্তে আপনাদিগের সেনাপতিত্বের ভারার্পণ করিল, তিনি এমত কৌশল পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, ইংলণ্ডীয় সৈন্যগণের শিক্ষার উৎকর্ষ কিছুমাত্র ফলোপদায়ক হইল না। এ পর্য্যন্ত মার্কিনেরা আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রকাশ করে নাই। কিন্তু ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা একেবারেই ইংলণ্ডের অধীনতা শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আপনাদিগের দেশকে ইউনাইটেডষ্টেট্স নামে প্রচারিত করিল। ফ্রান্স এবং স্পেইন এই উভয় দেশই ইংলণ্ডের প্রাধান্য দর্শনে নিতান্ত মৎসরভাবাপন্ন ছিল। উহারা এই সুযোগে উক্ত ইউনাইটেড ষ্টেটস রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া ইংলণ্ডের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। আর এই সময়েই রুসিয়া, সুইডেন ডেনমার্ক এবং হলণ্ড এই চারি দেশের রাজারা এক মতাবলম্বী হইয়া ইংরাজদিগের সামুদ্রিক

---

* নব ইংলণ্ড প্রদেশ।

প্রাবল্যের খর্ব্বতা সংসাধনার্থ যত্নবান হইলেন। ফলতঃ এই সময়ে ইংরাজদিগের বিপক্ষ সমূহ এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে, কেবল মাত্র ইংলণ্ড রক্ষার্থই তিন লক্ষ সৈন্য এবং তিন শত রণপোত সর্ব্বদা সসজ্জ রাখিতে হইত। অধিকন্তু ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের হট্টলোকেরা রোমান কাথলিক মতাবলম্বীদিগের উৎপীড়ন করিবার নিমিত্ত এই সময়ে দলে দলে বদ্ধ হইয়া তাহাদিগের গৃহ, অট্টালিকা, গির্জ্জা প্রভৃতিতে অগ্নিদান করিতে লাগিল, কারাগৃহের দ্বার ভগ্ন করিয়া দুষ্টচেতা সকলকে মুক্ত করিয়া দিল এবং শান্তশীল প্রজানিচয়ের সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠিত করিয়া মহা উপদ্রব উপস্থিত করিল। যত দিন সৈনিকগণের গুলি প্রয়োগ না হইয়াছিল, তাবৎকাল এই সমস্ত উপদ্রব নিবারিত হয় নাই। এখানে ওয়াসিংটনের যুদ্ধ কৌশলে ইংলণ্ডীয় সেনাপতি কর্ণয়ালিস্ সসৈন্য বন্দীকৃত হইয়াছিলেন।

এত দিনের পর ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিশ্চয় বোধ হইল যে, মার্কিনদিগকে অধীন করিয়া রাখা তাঁহাদিগের অসাধ্য। অতএব ১৭৮২ খৃঃ অব্দে উহাদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করণে পার্লিয়ামেণ্টের অভিমত হইল। তৎক্ষণাৎ রাজমন্ত্রী লর্ড নর্থ নিজপদ পরিত্যাগ করিলেন এবং হুইগ পক্ষীয় মার্কুইস অব বকিংহাম ও ফক্‌স প্রভৃতি সকলে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। উহাঁদিগের সময়ে ইউনাটেড রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার এবং তাহারই কিয়ৎকাল পরে প্রতিপক্ষ সকল রাজ্যের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজদিগকে মেক্‌সিকো উপসাগরে এবং ভূমধ্যসাগরে কোন কোন অধিকার ত্যাগ করিতে হয়।

রাজমন্ত্রী বকিংহামের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে আর্ল অব্ সেলবোর্ণ নামা এক জন ভূম্যধিকারী তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত ফক্‌স্ প্রভৃতি অন্যান্য মন্ত্রিগণের মতের একতা হইল না। সুতরাং তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেলবোর্ণ আপন মতাবলম্বী সকলকে নিযুক্ত করিয়া রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে অর্ল অব্ চাটহামের পুত্র, যিনি ইহার পর পিট নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনিও একটী রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পরন্তু ইহাঁদিগের কর্ত্তৃত্ব বহুকাল স্থায়ী হইল না। যে, লর্ড নর্থ এবং ফক্‌স ইতিপূর্ব্বে পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ দ্বেষভাব প্রকাশ

করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে কর্ম্ম পাইবার লোভে ঐকমত্যাবলম্বন-পূর্ব্বক পার্লিয়ামেণ্ট সভার রাজমন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ঐ দুই ব্যক্তির মতাবলম্বিগণ একত্র সম্বদ্ধ হওয়াতে মন্ত্রিবর্গ আপনাদিগের কোন অভিমতই চালাইতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইল এবং নর্থ ও ফক্‌স উভয়ে মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার রাজমন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যদিও উহাঁদিগের জয় হইল বটে, কিন্তু রাজ্যের সকল লোক উহাঁদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। তাহারা নিশ্চয়ই বিবেচনা করিল যে, উক্ত মন্ত্রিদ্বয় কেবল কর্ম্ম পাইবার লোভেই স্ব স্ব মতের পরিবর্ত্ত করিয়া উভয়ে এক মতাবলম্বী হইয়াছেন; অতএব এমত লুব্ধব্যক্তিরা কদাপি প্রজাকুলের বিশ্বাসপাত্র হইতে পারেন না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত ফক্‌স সাহেব যে ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার উদ্যোগ করেন, জনসাধারণ সেই ব্যবস্থাকে আপনাদিগের নিতান্ত অমঙ্গলাবহ জ্ঞান করিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থার স্থূল মর্ম্ম এই যে, হৌস্ অব্ কমন্স সভা হইতে সাত জন কমিসনর মনোনীত হইবেন এবং সেই সাত জনের হস্তেই সমুদায় ভারতবর্ষ শাসনের ভার অর্পিত হইবে। লোকে বোধ করিল যে, এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে রাজমন্ত্রিগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ লোক সকলকে কমি-শনরের পদে নিযুক্ত করিয়া সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমির একাধিপত্য আপনাদিগের হস্তগত করিবেন এবং তাহা করিতে পারিলেই উহাঁরা এমত প্রবল হইয়া উঠিবেন যে, রাজা এবং পার্লিয়ামেণ্ট সভা, কেহই আর তাঁহাদিগের দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেক না। প্রজাগণ যে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিবর্গের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়াছিল, রাজা তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। অতএব পার্লিয়ামেণ্টে মন্ত্রিবর্গের প্রাবল্য থাকিলেও তিনি সাহসপূর্ব্বক উহা-দিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বিচক্ষণবর পিট সাহেবকে প্রধান মন্ত্রীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ফকস্ সাহেবের প্রস্তাবিত ভারতবর্ষ শাসনের প্রণালী, যাহা ইতিপূর্ব্বে হৌস্ অব কমন্সের অনুমত হইয়াছিল, সেই ব্যবস্থাও রাজার বিশিষ্ট যত্নে হৌস্ অব্ লর্ডস নামক সভায় পরিত্যক্ত হইল।

এক্ষণে ইংলণ্ডের শাসন কার্য্যে যে প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল, তাহা তৃতীয় উইলিয়মের আগমনাবধি এ পর্য্যন্ত একবারও ঘটে নাই। যে

সকল রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিকাংশ সভ্যগণকে স্বস্ব মতের পোষক করিতে পারিতেন, তাঁহারাই তত্তৎকালে রাজমন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইতেন। যখন পার্লিয়ামেণ্টে উহাঁদিগের পক্ষ হীনবল হইত, তখন তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা প্রবলতর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিতেন। অদ্যাপিও এইরূপ হইতেছে এবং তাহা হওয়াতেই আর রাজা ও প্রজা ঘটিত কোন বিবাদের সূত্র উত্থাপন হইতে পারে না। কিন্তু যে সময়ের বিবরণ বলা হইতেছে তৎকালে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের মধ্যে নর্থ এবং ফক্সের পক্ষীয় সভ্যের সংখ্যা অধিক এবং পিটের পক্ষীয় সভ্যের সংখ্যা অল্প ছিল। পিট যে যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেন, তাহাবিপক্ষবর্গের প্রাবল্যে প্রযুক্ত কিছুই প্রচলিত হইত না। এমন কি, তিনি বার্ষিক ব্যয়োপযোগী যে টাকা চাহিলেন, তাহাও পাইলেন না। প্রত্যুত পার্লিয়ামেণ্ট সভা হইতে পুনঃ পুনঃ এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতে লাগিল যে, উহাঁকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করা অবৈধ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি রাজা উহাঁকে পদত্যাগ করিতে দিলেন না। মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত রাখিলে কিয়ৎকাল পরেই সেই পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ করিয়া নূতন পার্লিয়ামেণ্টের আহ্বান করিলেন। প্রজাগণ ইতি পূর্ব্বাবধি ফক্স এবং নর্থ প্রভৃতি সম্মিলিত মন্ত্রিবর্গের প্রতি অনুরাগশূন্য হইয়াছিল, অতএব এই পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহাদিগের মতাবলম্বী অতি অল্প লোকেই প্রবেশ করিতে পাইল। পিটের মতাবলম্বী ব্যক্তিরাই অধিকাংশ মনোনীত হইয়া পার্লিয়া-মেণ্টে গমন করিলেন। পিটের বয়ঃক্রম এই সময়ে ত্রয়োবিংশ বর্ষের অধিক ছিল না। কিন্তু তিনি সেই অল্প বয়সেই অসামান্য বৈচক্ষণ্য এবং গুণগ্রাম প্রদর্শিত করিয়া জনসাধারণকে বশীভূত করিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণ পিট যাহা বলিতেন তাহাই শুনিতেন। ফলতঃ ষ্ট্রাফোর্ড সহস্র দুষ্ট মন্ত্রণাদ্বারা প্রথম চার্লসকে যে একাধিপত্যশক্তি প্রদান করিতে পারেন নাই, পিট নিজ সাধুশীলতা এবং কার্য্যতৎপরতা গুণে তৃতীয় জর্জকে কার্য্যতঃ সেই ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। কিন্তু এইরূপ ক্ষমতা তাঁহাকে বিশেষ কৌশলদ্বারা লাভ করিতে হইয়াছিল। তখন হুইগমতাবলম্বীরা পার্লিয়ামেণ্ট সভার সংশোধনার্থ বিশিষ্ট যত্নবান ছিলেন। সেই সংশোধনের প্রয়োজন এই যে, যখন হৌস অব কমন্স সভা প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন যে সকল নগর বহুজনা-

কীর্ণ এবং অন্যান্য কারণে অপেক্ষাকৃত প্রধান হইয়াছিল, সেই সকল স্থান হইতেই ঐ সভার সদস্যগণ মনোনীত হইয়া আসিতেন। কালক্রমে ঐ সকল স্থানের অবস্থার বিবিধ পরিবর্ত্ত ঘটিয়া উঠিয়াছিল। যে সকল নগর পূর্ব্বে অতি বৃহৎ ছিল, এক্ষণে তাহারা অতি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছিল। আর যাহারা পূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র ছিল, সেই সকল স্থান অধুনা বাণিজ্য প্রভাবে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এই সকল ঋদ্ধিমান নগর হইতে পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরিত হইত না। আর পূর্ব্বকালের অতি সামান্য নগর সমুদয় হইতেও প্রতিনিধি প্রেরিত হইত। এই দোষ সংশোধন না করিলে পার্লিয়ামেণ্ট সভার প্রকৃতিই অযথা হইয়া পড়ে। এই বিবেচনা করিয়া হুইগেরা তদুপযোগী কোন ব্যবস্থা প্রচারিত কবিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। পিট পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়াও কথায় সেই সকল অভিমত প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি পার্লিয়ামেণ্টে তাদৃশ ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। তাঁহার মত এবং হুইগদিগের মত এক হইলেও যে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল, ইহাতে পিটের চাতুর্য্য বই আর কি কারণ হইতে পারে?

পিট্ আর একটী অদ্ভুত কল্পনাদ্বারা রাজকীয় ঋণ পরিশোধ করিবার উপায়াবধারণ করেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, তৎকাল রাজ্যের আয় ১৫ নিযুত এবং ব্যয় ১৪ নিযুত পৌণ্ড স্থির আছে। অতএব উদ্বৃত্ত এক নিযুত পৌণ্ড। উহা চক্রবৃদ্ধিতে খাটাইলে ২৮ বৎসরে দ্বিগুণিত হইবে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে ঐ টাকাই বৃদ্ধি হইয়া এমত অধিক হইয়া উঠিবে যে, তদ্দ্বারা রাজ্যের সমুদায় ঋণ পরিশোধিত হইতে পারিবে। এই কথায় পার্লিয়ামেণ্টের বিশ্বাস জন্মিল; লোকে পিটকে অর্থ-শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত বলিয়া প্রসংশা করিতে লাগিল; কিন্তু পরে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছিল যে, উহা কোন কাজের কথাই নয়।

পিট আপন শক্রপক্ষীয় হুইগদিগের মুখে একটী উপহার প্রদান করিবার ভাণ করিয়া তাহাদিগকে শান্ত এবং একটা কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার বিবরণ এই:—ফক্স ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত যে ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তে পিট স্বয়ং একটী ব্যবস্থা প্রচলিত

করেন। সেই ব্যবস্থানুসারে একজন গবর্ণর জেনেরেল ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ওয়ারেণ হেষ্টিংস। ঐ ব্যক্তি এতদ্দেশীয় রাজা প্রজা প্রভৃতির প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের সাম্রাজ্য সম্বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীভূত করেন। উহাঁর ঐ সকল অত্যাচারের সমুচিত দণ্ড বিধানের নিমিত্ত হুইগেরা সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে পিট তাহাতে সম্মত হইলেন এবং ফক্‌স বর্ক সেরিডান প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মিগণ হৌস অব্ কমন্স কর্ত্তৃক প্রতিনিহিত হইয়া হৌস অব লর্ডস সভার সমক্ষে অভি-যোগ উপস্থিত করিলেন। ঐ সময়ে যে সকল সদ্বক্তৃতা হইল তাহার উপমাস্থল কেবল প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক জাতির অত্যুৎকৃষ্ট বাগ্মিগণের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের বিষয়ে তৎক্ষণাৎ বিচার হইত, তবে তিনি নৃদেহধারী রাক্ষস বলিয়া অবশ্যই কোন কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। কিন্তু অভিযোগের ও তৎপোষক বক্তৃতা সমস্তের বহুকাল পরে তাঁহার বিষয়ে বিচার নিষ্পত্তি হওয়াতে, তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্ত হইলেন!

পিট্ এইরূপে নানা কৌশল করিয়া শত্রুবর্গকে শান্ত এবং সমুদায় রাজ্য নিরুপদ্রবে পালন করিতেছেন, এমত সময়ে ভূপাল হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে বিষম বিপদে ফেলিলেন। রাজপুত্র (পিতার একান্ত অনভিমতে) ফক্‌স প্রভৃতি হুইগ মতাবলম্বীদিগের পৃষ্ঠপূরক হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি পিতার প্রতিভূ হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন; সুতরাং পিটের কর্ত্তৃত্ব কিছুই থাকিবে না; প্রত্যুত তাঁহার প্রতিপক্ষদল যুবরাজের অনুগ্রহে সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠিবে; এই ভাবিয়া পিট এমত অভিপ্রায়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, যাহাতে পার্লিয়ামেণ্ট যুবরাজের হস্তে সমুদায় রাজশক্তি সমর্পিত না করে। কিন্তু ফক্‌স তদ্বিপরীত পক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ফক্‌স স্বয়ং হুইগ, অতএব তাঁহার কর্ত্তব্য যে পার্লিয়ামেণ্টের শক্তির পোষকতা করেন। আর পিট টোরি, অতএব যাহাতে রাজশক্তির হ্রাস হয় এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কোন ক্রমেই তাঁহার উচিত নয়। কিন্তু ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তি-রাও স্বার্থঘটিত বিষয়ে বিচারকালে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। পিট এবং ফক্‌সেরও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু রাজা নীরোগ হইলেন; সুতরাং প্রতিভূ নিয়োগের অপ্রয়োজন হইল এবং পিটের কর্ত্তৃত্ব অপ্রতিহত রহিল। সেই কর্ত্তৃত্ব এই

সময়ে ইংলণ্ডের রক্ষার একমাত্র হেতু হইয়াছিল। তৎকালে একটী অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটে তাহাতে সমুদায় ইউরোপখণ্ড উপপ্লাবিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইংলণ্ড সেই আবর্ত্ত মুখে পতিত হইয়া অবশ্য বিনষ্ট হইত; কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ্যরূপ তরণীর বিচক্ষণ কর্ণধার পিট এবং ইংরাজ জাতির নৈসর্গিক সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, এবং আপামর প্রজাসাধারণের মুক্তহস্তে অর্থ প্রদান, এই সকল গুণে ইংলণ্ড কেবল উল্লিখিত বিপদ সমূহ হইতে স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়া আসিল এমত নহে, প্রত্যুত সমুদায় ইউরোপ খণ্ডকেই পরাধীনতার ক্লেশ হইতে মুক্ত করিল।

যে ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতেছে ইহা ইতিহাসে ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব নামে অতীব প্রসিদ্ধ। ইহাদ্বারা রাজনীতিজ্ঞ মাত্রের পরম শিক্ষা লাভ হইয়াছে; অতএব তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক। রোম রাজ্য বিনাশ করিয়া যে সকল অসভ্য লোক ইউরোপে নিবাস করে তাহাদিগের মধ্যে কেহই ফ্রাঙ্কজাতির অপেক্ষা অধিক তেজস্বী অথবা স্বাধীনতা পরায়ণ ছিল না। সেই ফ্রাঙ্করাই গল দেশ অধিকার করিয়া তথায় বাস করে। প্রথমে উহাদিগের মধ্যে সৈনিক ভূম্যধিকার-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ইংলণ্ড জেতা সাক্সনদিগের মধ্যে যেরূপ উইটিনাগিমোট নামক সাধারণী সভা ছিল, ফ্রাঙ্কদিগের মধ্যেও সেইরূপ 'ষ্টেটস্ জেনেরল' নামক একটী সভা থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণী সভা যেমন নানা কারণে ক্রমশঃ প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সমুদায় রাজশক্তি আপন হস্তগত করিয়াছিল, ফ্রান্সে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। তথায় ষ্টেটস জেনেরল সভা এমন হীনবল হইয়া-গিয়াছিল যে, পরিশেষে রাজারা আর ঐ সভার নামও করিতেন না। আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। বিশেষতঃ ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই এমত প্রবল হইয়াছিলেন যে, এসিয়া খণ্ডের কোন যথেচ্ছাচারী নৃপালও কোন সময়ে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর একাধিপত্য শক্তি ধারণ করিতে পারেন নাই। অপিচ যে সময়ে সমুদায় ইউরোপ খণ্ড লুথর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রণালী লইয়া আন্দোলিত হইতেছিল, ফ্রান্সেরও অনেক ব্যক্তি ঐ সংশোধিত ধর্ম্ম-প্রণালী পরিগ্রহ করে। কিন্তু রাজা ঐ ধর্ম্মের একান্ত দ্বেষ্টা ছিলেন। ফ্রান্সের প্রোটেষ্টাণ্টগণ রাজা কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া রোমান কাথলিক ধর্ম্মের প্রতি লৌকিক

শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়। ফ্রান্সে রোমান কাথলিক যাজকবর্গ এইরূপ রাজা কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং অনুগৃহীত হইয়া তাঁহার একান্ত অধীন হইয়াছিল; রাজা যাহা বলিতেন যাজকেরা তাহাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া জনসাধারণকে শিক্ষা করাইতেন এবং রাজাও যাজকবর্গকে ভূমি-সম্পত্তি এবং অন্যান্য বৃত্তিদান দ্বারা তুষ্ট করিতে ত্রুটি করিতেন না। যাজকগণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেই জাতীয় ধর্ম্মের বিবিধ দোষ জন্মে; সেই সকল দোষ জন্মিলেই জনসাধারণের ঐ ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অশ্রদ্ধা হয়; ফ্রান্সে তাহাই হইয়া উঠিয়াছিল। তথাকার প্রজাবর্গ রাজা ও ভূম্যধিকারী এবং যাজকগণ কর্ত্তৃক একান্ত পরিপীড়িত হইয়া স্বদেশের প্রতি অনুরাগ শূন্য, ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা-যুক্ত, এবং একান্ত দীনাবস্থ হইয়া কাল যাপন করিত। এমত সময়ে মার্কিনেরা ইংলণ্ডের প্রতিকূলে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে ফ্রান্সরাজ সেই মার্কিন বিদ্রোহীদিগের সাহায্যার্থে স্বদেশীয় সৈন্যচয় আমেরিকায় প্রেরণ করেন। উহারা তথায় গিয়া স্বাধীনতার সুখভোগ করে এবং "মনুষ্যমাত্রেই পরস্পর তুল্য, স্বভাবতঃ কেহ কাহা অপেক্ষা বড় নয়, রাজ্যশাসন কেবল প্রজাকুলের হিতার্থে হওয়া উচিত; তাহা না হইলে প্রজাগণ স্ব স্ব দেশের শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিতে পারে";—স্বাধীনতাপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের এইরূপ প্রাকৃতিক মত সমুদায় শিক্ষা করিয়া আইসে। যখন উহারা প্রথমে স্বদেশ মধ্যে এই সকল মত প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন অনেকেই আদর পূর্ব্বক সেই সকল মত গ্রহণ করিল, গ্রন্থকর্ত্তৃকগণ বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা সেই সকল মতের পোষকতা করিতে লাগিলেন; সভামাত্রেই ঐ সকল কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। কিন্তু তখন কেহই একবার মনেও ভাবেন নাই যে, এই সকল মত কদাপি কার্য্যে পরিণত হইবে। উহা কথার কথা মাত্র, ইহাই সকলের বিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু ফ্রান্সদেশ সামান্য দেশ নয়; উহাতে চিরকাল অতীব বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, কার্য্যক্ষম, উদার-চরিত ব্যক্তি সকল সম্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহারা রাজ্য শাসনের দোষ সংশোধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। এই সময়েই রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল, অতএব ফ্রান্সের সাধারণী সভা যাহা বহুকাল আহূত হয় নাই, এক্ষণে প্রজাব্যূহের ইচ্ছানুসারে সেই সভার আহ্বান হইল (১৭৮৯)।

সেই অবধি ফ্রান্সের রাজ্যশাসন-প্রণালী সংশোধিত হইতে আরম্ভ হইল।

কিন্তু এই সংশোধন-ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইল না। প্রজাগণ পুরুষানুক্রমে রাজা, ভূম্যধিকারী, এবং যাজকবর্গের স্থানে যেমন দুঃখভোগ করিয়া আসিয়াছিল, যেন এক্ষেবারে সেই সকল দুঃখের শোধ দিবার নিমিত্তই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল। তাহারা এতদিন আপনাদিগের পরাক্রম বুঝিতে পারে নাই। এক্ষণে তাহারা নিশ্চয় বুঝিল যে, প্রজাই রাজ্যের বল। তাহারা এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিল যে, প্রাচীন রীতি মাত্রই মন্দ,—পূর্ব্বে রাজা ছিল, এক্ষণে আর রাজা না থাকিলেই ভাল ;—পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী ছিল, এক্ষণে তাহা থাকা উচিত নয় ;—পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রণালী ছিল, এক্ষণে আর কোন প্রকার ধর্ম্ম থাকাই মঙ্গলবহ নহে ; মনুষ্য মাত্রেই সমান, মনুষ্যের মধ্যে যে, কেহ ছোট কেহ বড় হয়, ইহাই সকল দোষের ও দুঃখের আকর। ফলতঃ ফ্রান্সের প্রজাবর্গ একান্ত উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় হইয়া সকলকে সমান করিবে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। প্রধান প্রধান লোক সকল প্রাণভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিল ; যাজকবর্গও প্রস্থান করিল, এবং পরিশেষে রাজা এবং রাজ্ঞী উভয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র-শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইল এবং তথাকার রাজারা যে পুরুষানুক্রমে প্রজাপীড়ন করিয়া আসিতেছিলেন, প্রজাগণ এতদিনের পর তাহার প্রতিশোধ লইল। কিন্তু ইউরোপীয় রাজগণ ষোড়শ লুইর প্রাণবিয়োগের বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র একেবারে রাগান্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, যদি ফরাসীরা এইরূপে আপনাদিগের রাজাকে বিনাশ করিয়া বিনাদণ্ডে নিষ্কৃতি পায়, তবে তাঁহাদিগের প্রজারাও তদনুরূপ করণে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এই ভাবিয়া নৃপগণ ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ফরাসীরাও আপনাদিগের দেশে সাধারণ-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ অপরাপর দেশেও সেইরূপ শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। উহারা আপনাদিগকে সাধারণ প্রজার সপক্ষ এবং রাজা ও ভূম্যধিকারী মাত্রের বিপক্ষ এইরূপ প্রচার করিয়া অসম সাহস প্রদর্শন পূর্ব্বক সমুদায় ইউরোপীয় নৃপালবর্গের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব হইবার উপক্রমে ইংলণ্ডীয় হুইগ্ মতাবলম্বীরা অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু যখন সেই মহারাষ্ট্রবিপ্লব ব্যাপার এতাদৃশ ভয়াবহ হইয়া উঠিল এবং বিপ্লাবকবর্গের নৃশংসতা দোষে সমুদায় ফ্রান্স দেশ

শোণিতসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল, তখন অধিকাংশ ব্যক্তি হুইগ্‌দিগের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। কেবল স্থিরপ্রতিজ্ঞ ফক্‌স সাহেব ফরাসীদিগের প্রতি অস্ত্রধারণ করা যুক্তি-যুক্ত নহে, এই অভিপ্রায়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ইংলণ্ডীয় জনগণ একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া নর-শোণিত-পিপাসু ভীষণ ফরাসীদিগকে নির্ম্মূলিত করিবার অভিপ্রায়ে সমর-সাগরে অবতীর্ণ হইল * (১৭৯৩ খৃঃ)। কিন্তু প্রুসিয়া, হলণ্ড, ইংলণ্ড অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত রাজ্যের সৈন্যচয় মিলিত হইয়াও যুদ্ধোন্মুক্ত ফরাসীদিগের দমন করিতে সমর্থ হইল না। তাহাদিগকে দমন করিবে কি, আপনারাই পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাভূত হইতে লাগিল এবং সমুদায় হলণ্ড ও জর্ম্মণির কিয়দংশ আর ইটালীদেশ ইত্যাদি নানা স্থান একেবারে ফরাসীদিগের অধিকারসম্ভুক্ত হইয়া গেল। ফরাসীরা ঐ সকল বিজিতদেশে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিল। এই সকল যুদ্ধের কালে নেপোলিয়ন বোনা-পার্টি নামা একজন সেনানী কর্ত্তৃক ইটালী এবং মিসর অধিকৃত হয়। তিনি ইটালীর যুদ্ধে স্বয়ং অত্যল্প সৈন্য লইয়া অষ্ট্রীয়দিগের বহুতর সেনা সমূহকে পুনঃ পুনঃ পরাজয় করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বোনাপার্টি ঐ সময়ে যেরূপ যুদ্ধ কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি তাদৃশ গুণ সমস্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি যে যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতেন তাহাতেই সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিতেন। অতএব ফরাসী সৈন্যগণ তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া উঠিল। বোনাপার্টি দেখিলেন যে, ফ্রান্সে যেরূপ শোণিত-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে প্রজাগণ তদ্দর্শনে অনেকেই সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছে। অতএব ফ্রান্সে ঐক্যাধিপত্য সংস্থাপন করিবার এই সুযোগ। এই ভাবিয়া তিনি একদিন রাজ্যের শাসন-কর্ত্তৃসভা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথাকার সভ্যগণকে দূরীভূত করিলেন, এবং আপনি 'কন্সল' উপাধি পরিগ্রহ পূর্ব্বক রাজ্য শাসনের সমুদায় ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কন্সল উপাধিটী প্রাচীন রোমীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাদৃশ উপাধি গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে, তাহা হইলে ফরাসীরাও উক্ত রোমীয়দিগের ন্যায় সমরানুরক্ত হইয়া আপনাদিগের বৈদেশিক অধিকার বিস্তৃত করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইবে। তাহা

* এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস দ্বারা সুবা বাঙ্গালায় দশশালা বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়।

হইলেই স্বাধীনতার নিমিত্ত উহারা যেরূপ উন্মত্ত হইয়াছিল আর সেরূপ থাকিবে না। কারণ মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এই যে, কোন একটী রিপু প্রবল হইয়া উঠিলে, সে অন্য সকল রিপুকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। যুদ্ধোন্মাদে প্রবৃত্ত হইলে স্বাধীনতানুরাগ অবশ্য হ্রস্ব হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ফরাসীরা বোনাপার্টিকে পাইয়া দিন দিন স্বাধীন হইবার ইচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক কি প্রকারে দিগ্‌বিজয় করিবে--অন্য সকল জাতীয় লোককে আপনাদিগের পদাবনত করিবে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। বোনাপার্টি তাহাদিগকে রণজয়ী করেন; অতএব তিনি সহস্র অত্যাচার করিয়া ঐক্যাধিপত্য গ্রহণ করিলেও কেহই তৎপ্রতি মৎসরদৃষ্টি করিল না।

কিন্তু বোনাপার্টি কেবল হইয়াই বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি ইংলণ্ড রাজের সহিত সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে রাজার নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু ইংরাজেরা বলিলেন, যত দিন ফ্রান্সের পূর্ব্বরাজবংশীয় কোন ব্যক্তি তদ্দেশের সিংহাসনে উপবিষ্ট না হয়েন, তাবৎ সন্ধি করিবেন না। সুতরাং পুনর্ব্বার সমরানল প্রজ্বলিত হইল। ইংলণ্ডীয় পোতাধ্যক্ষ নেল্‌সন ইতঃপূর্ব্বেই ফরাসীদিগের মিসরগত পোতবাহিনী সমুদায় বিনষ্ট করিয়াছিলেন। এক্ষণে 'রালফ আবরক্রম্বী' নামক এক জন ইংলণ্ডীয় সেনাপতি মিসরে গমন পূর্ব্বক ফরাসী স্থলচর সৈন্যগণকেও পরাভূত করিলেন; কিন্তু ঐ যুদ্ধে বোনাপার্টি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না। তিনি স্বয়ং যেখানে গমন করিতেন সেই স্থানেই ফরাসীদিগের বিজয়লাভ হইত। মারাঙ্গোর যুদ্ধে ইটালী দেশ পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের অধিকৃত হইল। আর মৌরো নামক আর এক জন ফরাসী সেনাপতি অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে পরাভব করিয়া বিয়েনার অনতিদূর পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধিকার করিলেন। সুতরাং অষ্ট্রীয় সম্রাট সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময়ে (১৮০০ খৃষ্ট) আয়র্লণ্ডে মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়। ফরাসীরা প্রজাবৃন্দের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে সকল প্রাকৃত উক্তি প্রচারিত করিয়াছিল একান্ত ইংরাজ-পীড়িত আইরিস লোক সকল তৎশ্রবণে নিতান্ত স্বাধীনতা-লোলুপ এবং ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহারা নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, বিজাতীয় এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী গর্ব্বিত স্বভাব ইংরাজদিগের হইতে তাহাদিগের কদাপি কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উদার-চিত্ত, স্বাধীনতা-পরায়ণ, এবং

সমান-ধর্ম্মা ফরাসীরা অবশ্যই তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবে। এই ভাবিয়া আয়র্লণ্ডীয় রোমান কাথলিক লোক সকল গোপনে ফরাসীদিগকে স্বদেশে আহ্বান করে এবং আপনারা বিদ্রোহ করিবে এমত চেষ্টা পায়। কিন্তু প্রতিকূল বায়ু, এবং ইংরাজদিগের সামুদ্রিক প্রাবল্য, এবং আয়র্লণ্ডীয় লোক-দিগের গৃহবিচ্ছেদ, এই সকল কারণে ফরাসীদিগের যুদ্ধজাহাজ সকল যথাকালে অথবা উচিৎ সংখ্যায় আয়র্লণ্ডে উপস্থিত হইতে পারিল না এবং ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃবর্গ এই সকল বিপৎপাতের সংবাদ পাইয়া অগ্রেই তৎপ্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইলেন। সুতরাং যদিও আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল বটে, তথাপি সেই বিদ্রোহ কোন কার্য্যকর হইল না।

পরন্তু রাজমন্ত্রী পিট অনেক কৌশল করিয়া এই সময়ে অয়র্লণ্ডের এবং বৃটনের পার্লিয়ামেণ্ট সভাদ্বয়কে মিলিত করিয়া ফেলিলেন। তদবধি এইরূপ ব্যব-স্থাপিত হইল যে, আয়র্লণ্ড হইতে ১০০ ব্যক্তি প্রজা সাধারণের প্রতিভূ হইয়া ইংল-ণ্ডীয় হৌস অব কমন্সে উপবিষ্ট হইবে। আর অষ্টাবিংশতি ভূম্যধিকারী এবং চারিজন প্রধান যাজক হৌস অব লর্ডস সভার সভ্য পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই সময়ে ইংলণ্ডে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; অতএব ইংলণ্ডের শাসন কর্ত্তৃগণ ফরাসীদিগের সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। পরন্তু পিট ঐ সন্ধিতে সম্মত হইবেন না বলিয়া তিনি স্বয়ং আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং আডিংটন নামক এক ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। তিনি ফ্রান্সের সহিত যেরূপ সন্ধি করিলেন তাহাতে ফ্রান্সের প্রাধান্য স্পষ্টই স্বীকার করা হইল। স্থল যুদ্ধে সর্ব্বদাই ফ্রান্সের প্রাধান্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু অর্ণব যুদ্ধে প্রায়ই ফরাসীদিগের পরাভব হইয়াছিল। নেল্‌সন প্রভৃতি কতিপয় পোতা-ধ্যক্ষের গুণে ইংরাজদিগের প্রভাব সমুদ্রে অপ্রতিহত ছিল এবং তাঁহাদের বাণি-জ্যের কোথাও হানি হইতে পারে নাই। ফলতঃ ফ্রান্সের ছোট বড় ১২২৪ খানা জাহাজ এই যুদ্ধে মারা পড়ে।

যদি ইংলণ্ডের বাণিজ্য ঐরূপ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ না থাকিত তাহা হইলে, রাজ-কার্য্যের যেরূপ ব্যয় বাহুল্য হইয়াছিল, ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিত না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বার্ষিক ব্যয় চৌদ্দকোটি টাকা ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উহার বাৎসরিক ব্যয় বেয়াল্লিশ কোটি হইয়াছিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল। পিট তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিরূঢ় হইলেন। বোনাপার্টি প্রথম নেপোলিয়ন নামে ফরাসীদিগের সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলে পিটের চেষ্টায় রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন এবং নেপল্‌স্ এই কয়েকটী দেশ ইংলণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া একোদ্যমে ফ্রান্সের প্রতিকূলে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ফরাসি সম্রাট ইংলণ্ড আক্রমণ জন্য সৈন্য এবং পোত সংগ্রহ বলোন বন্দরের নিকট করিতেছেন, এ সংবাদে ইংরাজেরা বিশেষ দৃঢ়তা এবং উদ্যম সহকারে যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় সুবিখ্যাত পোতাধ্যক্ষ নেল্‌সন কর্ত্তৃক ফ্রান্স এবং স্পেইনের মিলিত পোতবাহিনী ট্রাফালগার অন্তর্দ্বীপের অদূরে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু স্থলে বোনাপার্টির সর্ব্বত্রই জয়লাভ হইল। তিনি বলোনের নিকট একত্রিত সৈন্য লইয়া অষ্ট্রিয়দিগের প্রসিদ্ধ অল্‌ম নামক দুর্গ জয় করিয়া তথায় ত্রিংশৎ সহস্র শত্রু সৈন্যকে বন্দীকৃত করিলেন—অব্যাঘাতে বিয়েনা নগর অধিকার করিলেন—এবং অতীব আশ্চর্য্য রণকৌশল প্রকাশ পুরঃসর অষ্টবলিটস নামক স্থানে সম্মিলিত রুসিয় এবং অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে পরাভূত করিলেন। এই সকল সংবাদ শ্রবণে ইংলণ্ডীয় প্রধান মন্ত্রী পিট এমত ভগ্নমনা হইলেন যে, কতিপয় দিন মধ্যেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। পিট যে অতি বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ এবং একজন প্রধান বাগ্মী ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই; তিনি যে স্বদেশের হিতানুষ্ঠানেই, জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু ফরাসীদিগের সহিত যে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের কর বৃদ্ধি, ঋণ বৃদ্ধি এবং সৈন্য-বৃদ্ধি করেন তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল কি না ইহা লইয়া অদ্যাপি অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। টোরি মতাবলম্বীরা বলেন তিনি ঐ সময় সাগরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্বস্থলেই রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটে নাই; নচেৎ ফ্রান্সের অনুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদেশীয় প্রজাগণই স্ব স্ব দেশে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। কিন্তু হুইগ্‌ মতবর্ত্তী জনগণ বলেন যে, যদি ইউরোপীয় কোন জাতি ফরাসী দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিত, বস্তুতঃ তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে আপনাদিগের রাজ্য শাসন-প্রণালী-সংশোধিত করিতে দিত, তাহা হইলে এতাদৃশ ধন ও জীবন ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকিত না এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই ফ্রান্স উপশান্ত এবং স্বাধীন হইয়া যথোচিত কার্য্যে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিত। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, তৎকালে ফ্রান্সের প্রতি ইউরোপীয় অপরাপর

জাতির অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়াই ফ্রান্সের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইতে পারিল না। সংশোধিত হইবে কি? ফরাসীরা বৈদেশিক প্রবল শত্রুকুলের ভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধবীর বোনাপার্টির একান্ত শরণাপন্ন হইল এবং তাঁহাকে ঐকাধিপত্য শক্তিসম্পন্ন করিয়া শত্রুপক্ষীয়দিগের গর্ব্ব থর্ব্ব করিতে লাগিল। অতএব ফরাসীদিগের রাষ্ট্র বিপ্লব ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়া পিট সুবুদ্ধি বা ন্যায়পরায়ণতার কর্ম্ম করেন নাই। এই উভয় মতের মধ্যে কোনটী প্রকৃত তাহা সহজে মীমাংসা করা যায় না। কিন্তু যত অধিক কাল যাইতেছে হুইগদিগের মতটী ততই প্রবলতর হইতেছে।

মহাত্মা পিটের মৃত্যুর পর লর্ড গ্রেন্‌বিল ও ফক্‌স সাহেব এবং তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গ রাজমন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী লর্ড গ্রেন্‌ভিল আর সর্ব্ব বিষয়েই টোরিদিগের মতানুবর্ত্তী ছিলেন, কেবল তিনি রোমান কাথলিকগণের প্রতিকূল ব্যবস্থা সমস্ত রহিত করিতে চাহিতেন, ইহাতেই হুইগদিগের সপক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা স্বয়ং ঐ সকল ব্যবস্থা রহিত করণে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি বলিতেন, আমি এতদ্দেশ প্রচলিত শাসন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিব এমত শপথ করিয়া রাজমুকুট ধারণ করিয়াছি; এক্ষণে এই শপথ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রোমান কাথলিক সম্বন্ধীয় চির প্রচলিত ব্যবস্থা সমস্ত রহিত করণে সম্মত হইলে আমার অধর্ম্ম হইবে। রাজার সহিত মন্ত্রিবর্গের এইরূপ বিবাদ হওয়াতে মন্ত্রিবর্গ আপনাদিগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের সর্ব্ব প্রধান এবং নানা সদ্গুণ সম্পন্ন ও ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের একান্ত প্রিয়তম বাগ্মী ফক্স মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। আর বোনাপাটি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জিনা ও অরষ্টড্ নামক দুই স্থানে প্রসিয়ার রাজাকে পরাভূত করিয়া এবং ফ্রিডলণ্ডের সংগ্রামে রুসীয় সম্রাটকে আপন পদাবনত করিয়া টিলসিট নামক স্থানে উক্ত মহীপালদ্বয়ের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন।

গ্রেনবিলের মন্ত্রিত্ব অবসান হইলে ডিউক অব পোর্টলাণ্ড নামক একজন ভূম্যধিকারী রাজমন্ত্রী হইলেন। হাক্‌সবুরী, কাষ্টলরীয়া, ক্যানিং এবং পর্শিবাল নামক কতিপয় প্রধান ব্যক্তি ইহাঁর সহকারী হইয়াছিলেন। ইহাঁরা কোন সংবাদে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, বোনাপার্টি ডেনমার্ক দেশীয় রণতরী সাহায্যে সসৈন্যে

আসিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন; অতএব ইহাঁরা অবিলম্বেই আপনাদিগের পোতবাহিনী প্রেরণ করিয়া দিনামারদিগের রণপোত সমস্ত বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। ঐ সময়ে ইংরেজদিগের সহিত দিনামারদিগের সন্ধি ছিল; কোন বিবাদের সূত্রই হয় নাই। শান্তি এবং সন্ধিসত্বে এরূপ অত্যাচার করাতে সকলেই ইংরাজদিগের নিন্দা করিতে লাগিল।

যদি বোনাপার্টি এই সময় হইতে বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিতেন এবং নিতান্ত স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া ইউরোপীয় সকল জাতির স্বাধীনতাপহরণে যত্নবান না হইতেন, তাহা হইলে তিনি ফ্রান্সকে যেরূপ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাহা অখণ্ডিত রাখিয়া আপন বংশে সেই সিংহাসন স্থায়ী করিতে পারিতেন। কিন্তু এতদিন সর্ব্বত্র অপ্রতিহত প্রভাব প্রকাশ করিতে পারিয়া তিনি এক্ষণে আপনাকে কোন অপূর্ব্ব দৈবশক্তিসম্পন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল যে, আমি চিরকাল এইরূপ শুভাদৃষ্ট ভাজন থাকিব; কোন কালেই আমার দুরদৃষ্ট ঘটিবে না। বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত তিনি ফরাসী জাতির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া তাহাদের বিপদ প্রতীকার করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি কিরূপে আপন পরিবার এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতিকে রাজপদাভিষিক্ত করিবেন এবং আপনি সমুদায় পৃথিবীতে একাধিপতি সম্রাট হইয়া বসিবেন, নিরন্তর এইরূপ যত্ন করিতে লাগিলেন। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে ফরাসীদিগের সহিত যত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে প্রতিপক্ষ রাজ্যের প্রজাগণ বিশেষ যত্ন করিত না। কিন্তু এই সময় অবধি নানা দেশীয় প্রজাগণ বোনাপার্টির প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[রাজার উন্মাদ নিবৃত্তি—বোনাপার্টির রুসিয়া আক্রমণ—ওয়াটরলুর যুদ্ধে বোনপার্টির পরাভব—হোলি-এলাএন্স—তৃতীয় জর্জের মৃত্যু।]

সর্ব্ব প্রথমে স্পেইন দেশে প্রজাবৃহের মধ্যে বোনাপার্টির বিরুদ্ধে তীব্র জাতীয় বিরূপতার ভাব প্রকাশিত হইল। তথায় বোনাপার্টি আপন জ্যেষ্ঠভ্রাতা জোসেফকে রাজাসন প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাগণ পূর্ব্ব রাজার অপমানে আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া ফরাসিদিগের প্রতি বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং ইংলণ্ডের স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিল। ইংরাজেরা ওয়েলেস্লী নামক

সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়া বিশেষ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি পোর্টুগালে অবতীর্ণ হইয়া 'বিমিরা' নামক স্থানে ফরাসীদিগের সেনানী জুনটকে পরাভূত করিলেন এবং পরে তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া আসিলেন। তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে সর জন মূর নামক একজন বহুগুণ-সম্পন্ন ইংরাজ সেনাপতি স্পেইন-দেশে প্রেরিত হয়েন। কিন্তু তিনি তদ্দেশীয়গণের বিশেষ উপকার করণে সমর্থ হইলেন না। বোনাপার্টি আপন সেনাপতি স্যুল্টকে এত অধিক সৈন্য সমভিব্যাহারে স্পেইনে প্রেরণ করিলেন যে, ইংরাজেরা তাহাদিগের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে একান্ত অসমর্থ হইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল এবং পরিশেষে জাহাজারোহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইরূপে ফরাসীদিগের দ্বারা স্পেইন অধিকৃত হইলে পর, অষ্ট্রীয় সম্রাট পুনর্ব্বার বোনাপার্টির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। বোনাপার্টিও তৎক্ষণাৎ স্পেইন হইতে অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন একমল এবং ওয়াগ্রাম নামক দুই স্থলে যে দুই যুদ্ধ হইল, তাহাতেই অষ্ট্রীয়ার সমুদায় বল একেবারে নিঃশেষিত হইল। অষ্ট্রীয় সম্রাট বোনাপার্টির নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন, এবং বোনাপার্টি আপন বংশ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব পত্নী জোসেফিন্‌কে পরিত্যাগ করিয়া সম্রাট্ কন্যা মেরিয়া লুইসার পাণিগ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে ইংরাজেরা লক্ষাধিক লোক প্রেরণ করিয়া বেল্‌জিয়ম দেশান্তর্গত সোল্ড নদীর মুখভাগ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাদিগের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। সৈন্যগণ কুৎসিত বাসে নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অধিকাংশই কাল গ্রাসে পতিত হয়। অবশিষ্ট জনগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করে।

পরন্তু ইংরাজেরা স্পেইন্ রাজ্যে ফরাসী সৈন্য সংখ্যা অল্প হইয়াছে দেখিয়া এই সময় তথায় জেনারেল ওয়েলেস্‌লীকে পুনর্ব্বার প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি অনায়াসেই বোনাপার্টির সেনাপতি স্যুল্টকে পর্টুগাল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং অতি ত্বরিত পদে স্পেইন্ রাজধানী মেড্রিড নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। স্পেইন দেশের অভিনব ভূপতি যোসেফ, ভিক্টর নামক ফরাসী সেনানীর সমভিব্যাহারে আসিয়া 'টালাভিরা' অভিধেয় এক স্থানে মিলিত

ইংরাজ ও স্পেনীয় সৈন্যের সহিত অতি তুমুল সংগ্রাম করিলেন। এই যুদ্ধে ফরাসীদিগের সম্পূর্ণ পরাভব না হইলেও ইংরাজদিগের অনেকটা সুবিধা হইলে ইংরাজেরা বহুকালাবধি স্থলযুদ্ধে ফরাসীদিগের কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া শেষে এই অসম্পূর্ণ জয় লাভেও মহা আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। মহাবীর ওয়েলেস্লী সকলেরই প্রশংসাস্পদ এবং শ্রদ্ধাস্পদ হইলেন। তাঁহাকে মার্কুইস অব ওয়েলিংটন উপাধি প্রদত্ত হইল।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বোনাপার্টি আপন সেনানী মাসেনাকে স্পেইন রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। ওয়েলিংটন ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পর্টুগালের অন্তর্গত বুসাকো স্থানের পার্ব্বতীয় অধিত্যকায় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মাসেনা সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেই ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহার পর ওয়েলিংটন আবার টরিস্ ভিড্রাস্ নামক স্থানে সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করেন। মাসেনা সেই ব্যূহ আক্রমণ করিতেও সাহস করিলেন না; প্রত্যুত তাঁহাকে পর্টুগাল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল এবং সেই প্রস্থানকালে তাঁহার সৈন্যগণ যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে লাগিল। ইহার পর ওয়েলিংটন আপনি ফরাসীদিগের অধিকৃত দুর্গ সমস্ত আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রায়ই সর্ব্বত্র বিজয় করিয়া পুনর্ব্বার পর্টুগালে আসিয়া ব্যূহনির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ড-রাজ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া রাজকার্য্যালোচনে অক্ষম হওয়াতে তাঁহার পুত্র রাজপ্রতিভূ হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইনি পূর্ব্বে যেমন হুইগ্ মতাবলম্বীদিগের সপক্ষ হইয়াছিলেন, এক্ষণে আর সেরূপ হইলেন না; রোমান কাথলিকদিগের দুঃখ বিমোচন বিষয়ে ইহাঁর পূর্ব্বে যেরূপ অভিমত ছিল এখন আর সে মত রহিল না; সুতরাং ইনি মৌখিক হুইগ্দিগের বন্ধু থাকিয়াও প্রকৃতপক্ষে টোরিদিগের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকেই মন্ত্রিত্ব পদে স্থায়ী করিয়া রাখিলেন।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিল। বোনাপার্টি সমুদায় ইউরোপ খণ্ডকে আপন করতলস্থ করিয়া বার্লিন এবং মিলান হইতে যে অনুজ্ঞা প্রচার করেন, তদনুসারে ইউরোপীয় কোন বন্দরে ইংরাজদিগের বণিক্পোত সকল প্রবেশ করিতে পারিত না। সুতরাং ইংরাজদিগকে গোপনে গোপনে বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইত। এই জন্য তাঁহারাও ক্রোধান্ধ

হইয়া এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি আমরা ইউরোপীয় কোন বণিকের সহিত বাণিজ্য করিতে না পাই, তবে আর কাহাকেও তৎকর্ম্ম সুখে নির্ব্বাহ করিতে দিব না। এইরূপ মনস্থ করিয়া ইংলণ্ডীয় শাসন-কর্ত্তৃগণ অনুমতি করেন যে, যখন কোন বণিক্ পোত ইউরোপীয় কোন বন্দরে বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া যাইবে, তখন তাহাদিগকে অগ্রে ইংলণ্ডে আসিয়া শুল্ক প্রদান করিতে হইবে; নচেৎ ইংলণ্ডীয় রণতরী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ইংলণ্ডের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। এইরূপে প্রতিপক্ষ উভয় দলে বাণিজ্যের ব্যাঘাত করাতে সর্ব্বদেশীয় জনগণেরই অপরিসীম ক্লেশ হইতে লাগিল। ফলতঃ বাণিজ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যে রাজাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য, ইহা তৎকালে স্পষ্টরূপে কাহারও বোধগম্য হয় নাই। এ পর্য্যন্ত কোন রাজ্যের দরিদ্র প্রজারা ফরাসীদিগের জয়ে কষ্ট পায় নাই। সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারিতার এবং অকর্ম্মণ্যতার নিরাকরণ হইয়া সুব্যবস্থাই ঘটিতে ছিল; কিন্তু বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত দুর্ম্মূল্য হইল এবং সকলেই উত্যক্ত বোধ করিল।

পর বৎসর উভয় পক্ষকেই ইহার ফলভোগ করিতে হইল। স্পেইনদেশে ফরাসীরা যুদ্ধে পরাভূত হইতেছে শুনিয়া রুসিয়াধিপতি আলেকজাণ্ডার, বোনাপার্টির বাণিজ্য বিষয়িণী অনুজ্ঞা অমান্য করিবার সাহস প্রাপ্ত হইলেন; বোনাপার্টিও তাঁহাকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে ছয় লক্ষাধিক রণদক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রুসিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অতি শীঘ্রই রুসীয় সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের রাজধানী মস্কো অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু রুসীয়রা নির্ম্মম হইয়া সেই নগর অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলিল। সেই সময়ে দুরন্ত হেমন্ত কালের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন জীব জন্তু সেই দেশে রক্ষা পাইতে পারে না। কিন্তু ফরাসী সৈন্য মস্কো বিনাশে নিরাশ্রয় হইয়াছিল; সুতরাং বোনাপার্টিকে অগত্যা পশ্চাদবর্ত্তী হইতে হইল। শীতের প্রাদুর্ভাবে তাঁহার সৈন্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল; রুসীয়রাও উহাদিগকে নিরন্তর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল; ফলতঃ তৎকালে ফরাসী সৈন্যগণ যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে বীর পুরুষেরা কখন শত্রুদলকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই, যাহাদিগের ভয়ে ইউরোপের সকল রাজা সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন এবং যাহাদিগের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন মাত্রে

শক্র সেনাগণ প্রস্থান-পরায়ণ হইত, এক্ষণে তাহারা আহারাভাবে অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া ভয়ানক রাত্রির আগমনে হিম-শিলোপরি শয়ান হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন সেই সুদীর্ঘ রাত্রি প্রভাত হয়, তখন উহাদিগের মধ্যে কত শত শত কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি আর গাত্রোত্থান করিয়া উঠে না। বৃষ্টি, বিদ্যুৎপাত, বজ্রধ্বনি, ও ঝঞ্ঝাবায়ু এবং তদপেক্ষাও নৃশংসতর রুসীয় সৈন্যগণ আর তাহাদিগের সেই কাল নিদ্রা ভগ্ন করণে সমর্থ হয় না। এইরূপে দিন দিন ক্ষয় হইয়া বোনাপার্টির সর্ব্ববিজয়িনী সেনার এক লক্ষ মাত্র নিমেন নদী পার হইয়া ফিরিল। তিনি নিতান্ত হীনবল এবং ভগ্নোদ্যম হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। রুসীয়, প্রুসীয়, অষ্ট্রীয় প্রভৃতি রাজবর্গ ইংলণ্ড কর্ত্তৃক উত্তেজিত এবং ইংলণ্ডের ভৃতি প্রাপ্ত হইয়া একেবারেই তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বোনাপার্টির আর রক্ষা নাই। তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যগণ রুসীয়ায় ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং রাইন নদীর পর পার হইতে, আল্প পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে, পিরিনিস পর্ব্বতের অধিত্যকা হইতে, বিপক্ষ পক্ষের যোধরাব সমস্ত বিশ্রুত হইতে লাগিল, ফ্রান্সের সৈন্যচয় তাহার প্রতিকার করণে সমর্থ হইল না। ফলতঃ যেমন কোন সুবিক্রান্ত শার্দ্দুল জাল জড়িত হইলে তচ্চতুর্দ্দিকে লোকের কোলাহল হইতে থাকে এবং পশুরাজ কিছুই করিতে পারে না; কিন্তু তথাপি কাহারও সাহস হয় না যে, মৃগপতির নিকটবর্ত্তী হয়, এই সময়ে বোনাপার্টির অবস্থা অবিকল তদ্রূপ হইয়াছিল। তিনি পতন কালেও সিংহবৎ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রণপাণ্ডিত্য, শূর-প্রকৃতি এবং ক্ষিপ্রকারিতা যেমন এইক্ষণে প্রকাশিত হইতে লাগিল আর কখনই তেমন হয় নাই। তিনি ফ্রান্সের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিলেন। যেখানে শক্র উপস্থিত হয় অমনি বোনাপার্টি তাঁহার সম্মুখে স্বনামজনিত ভয় উদ্রেক দ্বারা হঠাইয়া দেন; কিন্তু জর্ম্মনির অন্তর্গত লিপজিক নামক স্থানে যে ঘোরতর সংগ্রাম হইল আর সেই সময়েই স্পেইনের অন্তর্বর্ত্তী ভিটোরিয়া নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে ফরাসী সৈন্যগণ একেবারে নির্ম্মূলিত হইয়া গেল। সুতরাং পরিশেষে বোনাপার্টিকে ফ্রান্সের রাজমুকুট পরিত্যাগ করিতে হইল এবং বিপক্ষ রাজগণ তাঁহাকে ইটালীর বায়ুকোণবর্ত্তী এল্‌বা নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের আধিপত্য প্রদান করিয়া অষ্টাদশ লুই নামক

ফ্রান্সের পূর্ব্ব রাজবংশীয় এক ব্যক্তিকে তদ্দেশের সিংহাসনে অধিরোহিত করিলেন।

অষ্টাদশ লুই, আপন প্রজাবর্গের ভক্তিভাজন হইতে পারিলেন না। ফরাসীরা ভাবিল যে, ইনি শত্রুপক্ষের অনুগ্রহে আমাদের রাজা হইয়াছেন; ইঁহার রাজ্যকাল আমাদিগের লজ্জাকর; কোন মতেই গৌরবসূচক নহে। ফরাসীরা ইহাও মনে মনে ভাবিত যে, হায়! যখন বোনাপার্টি আমাদের রাজা ছিলেন, তখন ফরাসী নামটী কেমন উজ্জ্বল হইয়াছিল; এক্ষণে সেই নামে কলঙ্ক হইল: আবার কখন আমরা তাঁহাকে পাই, তবে এই লজ্জাপনয়নের উপায় হইতে পারে। ফ্রান্সের প্রজাব্যূহ এইরূপ চিন্তা করিতেছে আর ভিয়েনা নগরীতে সমস্ত বিজেতা রাজগণ মিলিত হইয়া কি প্রকারে আপন আপন রাজ্য শাসন করিবেন, কেমন করিয়া প্রজাবৃন্দকে চিরকাল অধীনতাবস্থায় উপশান্ত রাখিবেন; কে, কোন দেশের অধিকারী হইবেন, এই সকল স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমত সময়ে প্রচারিত হইল যে, বোনাপার্টি পাশ-বিনির্মুক্ত সিংহের ন্যায় এল্‌বা দ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়া পুনর্ব্বার ফ্রান্সে আগমন করিয়াছেন। বাস্তবিক ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি গোপনে ফ্রান্সে আসিয়াছিলেন। যে সকল ফরাসী সৈন্য তাঁহাকে ধৃত ও বন্দীকৃত করিয়া আনিবার নিমিত্ত প্রেরিত হয় তাহারা উহাঁকে দর্শন করিবামাত্র একেবারে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া "মহারাজার জয় হউক" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করে। তিনি সৈন্য সামন্ত কিছুই লইয়া আইসেন নাই; কিন্তু দিবস কতিপয় মধ্যেই সমুদায় ফরাসী সেনা তাঁহার হস্তগত হয় এবং অষ্টাদশ লুই আপনার প্রাণভয়ে কাতর হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করেন। ফরাসী প্রজাব্যূহ আবার আপনাদিগের সর্ব্ববিজয়ী মহীপালের আশ্রয়লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইল এবং মহোৎসাহ সহকারে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই দুই লক্ষ সত্তর হাজার ফরাসী সেনা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল। তদ্ব্যতিরিক্ত আরও লক্ষাধিক সৈন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এখানে ইউরোপীয় মিলিত রাজবর্গ অবিলম্বে অস্ত্রধারণ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই প্রুসীয় এবং ইংলণ্ডীয় সেনা রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। বোনাপার্টি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ গমনে যত কাল বিলম্ব করিবেন তাঁহার

শত্রুচয় ততই প্রবল হইয়া উঠিবে। এই ভাবিয়া বোনাপার্টি সত্বর হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, প্রুসীয় এবং ইংলণ্ডীয় সৈন্যদ্বয়ের মধ্যভাগে একটী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে; এই দেখিয়া তাঁহার স্থির হইল যে, বিপক্ষ সেনানীদ্বয় বাস্তবিক যুদ্ধ কৌশল পরিজ্ঞাত নহেন। তিনি স্থির করিলেন যে, উভয় সৈন্যদলকে মিলিত হইতে দিব না; প্রথমে প্রুসীয়দিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া পরে ইংলণ্ডীয়দিগকে অনায়াসে জয় করিব। তিনি প্রথম দিনের যুদ্ধে প্রুসীয়দিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। পর দিবস ওয়াটারলু নামক স্থানে ইংরাজ সেনার প্রতি অতিশয় পরাক্রম সহকারে আক্রমণ করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রতিপক্ষ উভয় দলের কামানের ধুম উত্থিত হইয়া রণস্থল আচ্ছন্ন করিল; তৎক্ষণাৎ ফরাসী অশ্বারোহগণ সমুদায় রণস্থল কম্পান্বিত করিয়া ইংলণ্ডীয় সেনার প্রতি আক্রমণ করিতে আসিল। এই অবকাশে ইংলণ্ডীয় অশ্বারোহগণ পশ্চাৎবর্ত্তী হয় এবং পাদাত সৈন্যগণ বর্গক্ষেত্রের আকারে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান থাকে। ফরাসীরা সমুদ্রের ঊর্ম্মির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর বেগে আইসে, কিন্তু নিশ্চল শৈল স্বরূপ ইংরাজ পাদাতগণ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া পরাঙ্মুখ হইয়া যায়। যুদ্ধ প্রায় সমস্ত দিবসই এইরূপ হইতে লাগিল। কোন দলের জয় পরাজয় নিশ্চয় হয় না, এমত সময়ে ফরাসী সেনার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ধূলি উত্থিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই একটী বিপুল সৈন্যদল সেই দিকে দৃশ্যমান হইল। তাহাদিগের সুশাণিত অস্ত্রে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বোনাপার্টি প্রথমে ভাবিলেন যে, ঐ সকল সৈন্য তাঁহার আপনারই হইবে, তিনি পূর্ব্ব দিবস প্রুসীয়দিগের পশ্চাৎ যে সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই বুঝি প্রত্যাগত হইয়াছে এই বলিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্ললোচনে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, এমত সময়ে প্রুসীয় রণপতাকা সমূহ তাঁহার নয়নগোচর হইল; তাহাদিগের কামানের গোলাও সেই সময়ে আসিয়া তাঁহার সৈন্য মধ্যে পতিত হইতে লাগিল; এবং তাহাদিগের অশ্বারোহগণ অতিঘোরতর গর্জ্জন করিয়া তাঁহার সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। বোনাপার্টি ইহার পরেও আর একবার ইংরাজ সৈন্যের প্রতি ঘোরতর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তথাপি সুদৃঢ় ইংরাজ সৈন্যকে ভেদ করিতে পারিলেন না। তখন ইংরাজদিগের অশ্বারোহগণ বহির্গত হইল,

পাদাতগণ জয়ধ্বনি করিল, প্রুসীয় অশ্বারোহ সমুদায় সমরে প্রবৃত্ত হইল, এবং ফরাসী সৈন্য একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। বোনাপার্টি আর কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই একটি ইংলণ্ডীয় রণপোতাধ্যক্ষের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিবার মানস প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা তাঁহার সেই মানস সফল করিলেন না; তাঁহাকে স্বাধিকৃত আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দী ভাবে প্রেরণ করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইউরোপীয় রাজারা অষ্টাদশ লুইকে পুনর্ব্বার ফ্রান্সের সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিয়া বিয়েনা নগরে সম্মিলিত হইলেন। তাঁহারা ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যাপার দর্শনে এমত ভীত হইয়াছিলেন যে, অবিলম্বে একমত হইয়া একটী সন্ধিপত্র অবধারিত করিলেন। ঐ সন্ধিকে "হোলিএলাইআন্স" অর্থাৎ পবিত্র সন্ধি নামে অভিহিত করা যায়। উহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন রাজার প্রজাগণ কখনও রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রবৃত্ত হয় তবে অন্য রাজারা তাঁহার সহায় হইয়া প্রজাবর্গকে দমন করিয়া দিবেন। অষ্ট্রীয়া, প্রুসীয়া এবং রুসিয়ার রাজারা এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ইংলণ্ডীয় রাজ প্রতিভূ স্বয়ং উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই; কিন্তু এই সন্ধি যে তাঁহার মনোনীত বটে, এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ফলতঃ ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব জনিত সুমহৎ যুদ্ধের অবসানে ইউরোপের সর্ব্বত্রই রাজা এবং ভূম্যধিকারিবর্গের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীও নামে প্রজাতন্ত্র হইয়া বাস্তবিক ভূম্যধিকারপরতন্ত্র হইয়া রহিল। এই সময়ে যে সকল ব্যবস্থা ইংলণ্ডে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার তাৎপর্য্য অবগত হইলে ইহা সুপ্রতীত হয়। ইংলণ্ডের ভূম্যধিকার সমুদায়ই আঢ্য কুলীনবর্গের হস্তগত; সুতরাং ভূমি প্রসূত শস্যাদির মূল্য যত উচ্চ থাকে, ততই ভূম্যধিকারিবর্গের লাভ অধিক হয়; অতএব এমত ব্যবস্থাপিত হইল যে, গোধূমের বাজার দর কম থাকিলে অন্য দেশ হইতে ঐ শস্য আনীত হইতে পারিবে না। যুদ্ধকালে প্রজাদিগকে যে নানাবিধ কর প্রদান করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে সকল লোককে আপনাপন আয় অনুসারে একটী কর দিতে হইত; এই কর আঢ্যদিগেরই বিশেষ ক্লেশকর; দুঃস্থ লোকদিগের পক্ষে তাদৃশ ক্লেশকর হয় না; সুতরাং আঢ্যকুলীনবর্গ ইহার আদায়

রহিত করিয়া দিলেন; প্রজাসাধারণ তদ্বিপরীত চেষ্টা করিয়া সফলপ্রযত্ন হইতে পারিল না।

বস্তুতঃ এই সময়ে ইংরাজদিগের যেমন গৌরব এবং অধিকার বৃদ্ধি হইয়াছিল, উহারা স্বদেশে তেমন সুখভাগী হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ রাজপ্রতিভূর চরিত্র ভাল ছিল না। তিনি কারোলিন নাম্নী যে কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করেন নাই; আর তৎপত্নীও যথার্থ স্নেহের পাত্র ছিলেন না। যাহাহউক ইংরাজেরা উভয়ের দুষ্ট ব্যবহার দর্শনে নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। তাহাদিগের এই মাত্র ভরসা ছিল যে, ইহাদিগের কুমারী সুশীলা শার্লট যদি কখন রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তাহা হইলে সিংহাসনের গৌরবরক্ষা ও প্রজাব্যূহের সুখ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু শার্লট প্রথম বারে সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়াই একটী মৃতকুমার প্রসব করতঃ লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিলেন। ইংলণ্ডীয় প্রজামাত্রেই দুঃখে কাতর হইল। ইহার পর যে কে রাজাসন গ্রহণ করিবে তাহারও নিশ্চয় রহিল না। কারণ তৃতীয় জর্জ্জের চারি পুত্রের এই একমাত্র কন্যাসন্তান ছিল; অপর সকলেই নিঃসন্তান ছিলেন; সুতরাং উহাদিগের মধ্যে যাঁহারা এপর্য্যন্ত অকৃতদার ছিলেন, তাঁহারা সকলেই দারপরিগ্রহণার্থ যত্নবান হইলেন। ইংরাজদিগের আর এক দুঃখের কারণ এই যে, যতদিন যুদ্ধ চলিতেছিল, পৃথিবীর সমুদায় বাণিজ্যই তাহাদিগের হস্তগত থাকে; তাহাতে অনেক অর্থাগম হয়। আর সেই সময়ে পণ্য দ্রব্য মাত্রের মূল্যও অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল; তাহাতেও পণ্যজীবিমাত্রের অধিক লাভ হইত। কিন্তু যুদ্ধ নিবারণ হইলে যেমন দ্রব্যাদির মূল্যও ন্যূন হইল, ইংরাজদিগের বাণিজ্যও আর তেমন বিস্তৃত রহিল না। আবার ঐ সময়ে শস্যোৎপত্তি প্রচুর পরিমাণে হয় নাই। সুতরাং প্রজাদিগের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। উহারা ভাবিল যে, শাসনকর্ত্তৃগণের দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে। এই ভাবিয়া তাহারা পার্লিয়ামেণ্ট সভা সংশোধনার্থ যত্নবান হইয়া ভূরি ভূরি লোকে নানা স্থানে দলবদ্ধ হইতে লাগিল। আবেদনপত্র সমুদায় রাজ প্রতিভূ সমীপে প্রেরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন স্থলে আঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহ সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত করিয়া বিবিধ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। রাজমন্ত্রিগণ ভাবিলেন যে প্রজাসাধারণের এইরূপ অত্যাচার বলপূর্ব্বক নিবারণ করা বিধেয়। তাঁহারা

পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতিলাভ করিয়া হেবিয়স্ কর্পস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থা রহিত করিলেন; অনেকানেক প্রজাপক্ষীয় ব্যক্তিকে কারাগৃহে নীত করিলেন এবং সৈনিকগণ প্রেরণ করিয়া প্রজাদিগের দল ভঙ্গ করিয়া দিতে লাগিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২০ পর্য্যন্ত এইরূপে গত হইল। এই বৎসরে প্রাচীন রাজা তৃতীয় জর্জ্জ লোকান্তর গমন করিলে রাজ প্রতিভূ চতুর্থ জর্জ্জ নামধেয় হইয়া রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

[চতুর্থ জর্জ্জ—রাজ্ঞী কারোলীন্—চতুর্থ উইলিয়ম—কাথলিক বিমোচন—ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব—দাস বিমোচন—রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া—সর্ রবর্ট পীল—ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব—চার্টিষ্ট সম্প্রদায়—ক্রিমিয়ার যুদ্ধ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপ।]

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যু হইলে পর চতুর্থ জর্জ্জ রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি নিজ পত্নী কারোলীনকে রাজ্ঞীর উপাধি প্রদান করিলেন না। কারোলীন এতাবৎকাল স্বেচ্ছামত ইটালী দেশে গমন করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন; তিনি এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাজা আপনার গুপ্তচর সকলের দ্বারা কারোলীনের দুশ্চরিত্রতার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; অতএব রাজ্ঞী ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার পদমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে পর ভূপাল নিজ পত্নীর নামে অভিযোগ করিলেন। হৌস্ অব্ লর্ডস্ সভায় এই বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইল। প্রজাগণ রাজ্ঞীর পক্ষ হইয়াছিল; তাহারা জানিত যে কারোলীন যদিও দুশ্চরিত্রা বটেন, কিন্তু রাজা তাঁহার অপেক্ষা দাম্পত্য ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন দোষে অধিক দূষিত হইয়াছিলেন। লর্ড ব্রোহাম নামক অতি প্রসিদ্ধ বাগ্মী কারোলীনের উকীল হইয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। প্রজামাত্রেই তাঁহার জয় বাঞ্ছা করিতে লাগিল এবং রাজা অতি কুৎসিত ব্যবহার করিয়াছেন ইহা সকলের প্রতীত হইল। সুতরাং রাজপক্ষের জয় হইবার যদিও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, তথাপি রাজা চূড়ান্ত বিচার রহিত করাই বিধেয় বোধ করিলেন। ইহার পর রাজা রাজমুকুট ধারণ করিবার নিমিত্ত যে মহাসমারোহ করিলেন, তাঁহার পত্নী সেই সমারোহ দর্শনার্থে গমন করিয়া

দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক অপমানিতা হইলেন। এই মনদুঃখেই কারোলীনের মৃত্যু হইল।

চতুর্থ জর্জ্জ আপনার রাজ্যকাল মধ্যে এক এক বার করিয়া সমুদায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় অধিকার সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী মার্কুইস্ অব লণ্ডণ্ডেরী আত্মহত্যা করেন। সেই হেতু বিচক্ষণবর 'ক্যানিং' ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ গ্রহণ করিতে পারিলেন না; তিনি প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারও হঠাৎ মৃত্যু হইল এবং সুপ্রসিদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটন ও সর রবর্ট পীল প্রভৃতি টোরি মতাবলম্বীগণ রাজমন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। উহাঁদিগের সময়ে আয়লণ্ডে কাথলিক্ সভা নামে একটী সভা সংস্থাপিত হয়। সেই সভার প্রধান 'ওকোনেল' সাহেব অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুসাহসিক এবং সদ্বক্তা ছিলেন। ঐ সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, রোমান কাথলিকদিগের প্রতি যে সকল কঠিন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেই সকল ব্যবস্থা রহিত হইয়া যায়। টোরি মন্ত্রিগণের ও রাজার কাহারও ইচ্ছা ছিল না যে, উক্ত সভার তাদৃশ অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু জনসাধারণের ঐ বিষয়ে যেরূপ অভিমত হইয়াছিল তাহাতে উহাঁদিগকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল; ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রোমান কাথলিকদিগের আইন ঘটিত অনধিকারগুলি রহিত হইল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ জর্জ্জের মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্রাতা, চতুর্থ উইলিয়ম নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক ইংলণ্ডের রাজাসন গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ফ্রান্স দেশে পুনর্ব্বার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিল। যেমন ষ্টুয়ার্ট রাজবংশীয় প্রথম চার্লস নিহত হইলেও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জেম্স পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রজাদিগের স্বাধীনতাপহরণ চেষ্টায় বিরত হয়েন নাই, প্রত্যুত তাঁহাকেও স্বরাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছিল ফ্রান্সেও অবিকল সেইরূপ ব্যাপার উপস্থিত হইল। বোর্বনবংশীয় ষোড়শ লুই প্রজাদিগের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; তথাপি সদ্বংশ-সম্ভূত অষ্টাদশ লুই ও তৎপরবর্ত্তী রাজা দ্বাদশ চার্লস নিজ প্রজাব্যূহের মন বুঝিয়া চলিতে পারিলেন না। সুতরাং শেষোক্ত নৃপাল রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে অর্লীন্সবংশীয় লুই ফিলিপ রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ফ্রান্সে এই ব্যাপার উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডেও পার্লিয়ামেণ্ট সভার সংশোধনার্থ সমূহ যত্ন হইতে লাগিল। তাহাতে টোরি মতাবলম্বী ওয়েলিংটন রাজ-

মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিলেন এবং হুইগ্ মতানুবর্ত্তী 'গ্রে', প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ইঁহার সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের সংশোধন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইল, অর্থাৎ যে সকল গ্রাম এবং নগর পূর্ব্বে বহুলোকের নিবাস স্থান ছিল এবং পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিভূ প্রেরণ করিত, এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি নিতান্ত হীন দশা প্রাপ্ত হওয়াতে আর প্রতিভূ প্রেরণ করিবার ক্ষমতা পাইল না। আর যে সকল স্থান পূর্ব্বে হীন দশাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু কালবশে এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রভাবে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা প্রতিভূ নিয়োগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। এতদ্বারা জমিদার শ্রেণী অপেক্ষাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহার পর ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থা-প্রণালী সংশোধনার্থ বিশিষ্ট যত্ন হয়। তাহারই কিয়ৎকাল পরে ইংরাজেরা বিংশতি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া আপনাদিগের ঔপনিবেশিকগণের দাস-বাণিজ্য রহিত করিলেন। এই কীর্ত্তিটী ইংরাজজাতির অর্থশাস্ত্রজ্ঞতার এবং সাধুশীলতার দেদীপ্যমান প্রমাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। প্রধানমন্ত্রী গ্রে সাহেব এইরূপ কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া স্বেচ্ছাতঃ মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করিলেন। 'মেলবুর্ণ' তাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ইনি আয়র্লণ্ডের উপদ্রবকারী প্রজাগণের দমনার্থ একটি ব্যবস্থা প্রচলিত করিলেন। পরে রাজা ইহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া পুনর্ব্বার ওয়েলিংটনকে প্রধানমন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত করেন এবং সেই হইতে সর রবর্ট পীলকে আনয়ন করেন, কিন্তু ইঁহারা অধিক কাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার মেলবুর্ণের মন্ত্রিত্ব লাভ হইল। পরন্তু তিনি কোন বিশেষ রাজনিয়ম প্রচলিত না করিতে করিতেই ভূপাল লৌকিকলীলা সম্বরণ করিলেন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ উইলিয়মের ভ্রাতুষ্কন্যা ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজাসন পরিগ্রহ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত জর্ম্মনদেশীয় প্রিন্স আলবর্ট নামক সুযোগ্য রাজকুমারের বিবাহ হইল। ১৮৩৯ অব্দে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র এক পেনি খরচে ডাকের চিঠি পাঠানর ব্যবস্থা হয়।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মেলবুর্ণকে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিতে হইল এবং সর রবর্ট পীল তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। ইনি ইংলণ্ডের অন্তর্বাণিজ্য এবং শান্তিরক্ষা বিষয়ে অনেক সুনিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া পরে শস্যের আমদানি রপ্তানি বিষয়ে যে সকল অবিশুদ্ধ নিয়ম প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় রহিত করিয়া দিলেন; ইংল-

ণ্ডের বহির্বাণিজ্য-প্রণালীও সর্ব্বতোভাবে উন্মুক্ত করিলেন; যাহাতে স্বদেশীয় জনগণের স্বাস্থ্য বিধান হয় এমত ব্যবস্থা সমস্ত প্রচলিত করিলেন, এবং প্রজা-ব্যূহের বিদ্যা শিক্ষার সদুপায়াবধারণের নিমিত্ত সমধিক প্রয়াস পাইলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিলে লর্ড জন রসেল নামা অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ইহাঁর সময়ে আয়র্লণ্ডে অতি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, রসেল সাহেব সেই দুর্ভিক্ষ-জনিত দুঃখ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সমূহ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ে অনেকানেক উত্তমোত্তম ব্যবস্থা সকল প্রচলিত হয়। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়েও ইহাঁর মনোযোগের ক্রটি ছিল না।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা হঠাৎ রাজ বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের রাজা লুই ফিলিপকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল এবং পুনর্ব্বার সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিল। ফ্রান্স-রাজ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়া আসিলেন। ফলতঃ এই সময়ে ইউরোপের সর্ব্বত্রেই দুঃস্থ প্রজাগণ শাসন-কর্ত্তৃগণের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া তাঁহাদিগকেই আপনাদিগের দুরবস্থার নিদান-ভূত বিবেচনা করিয়া সাতিশয় ক্রোধ এবং দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিত যে, একই রাজ্যের মধ্যে কোন প্রজা অতিশয় বিত্তবশালী এবং কেহ বা উপজীব্য বিরহিত হইয়া থাকা অত্যন্ত অন্যায্য। শাসন কর্ত্তৃগণের কর্ত্তব্য তাঁহারা এই প্রকার বৈসাদৃশ্য নিবারণের উপায় করেন—শ্রমজীবীদিগের অবস্থা উন্নত করেন এবং বিকলেন্দ্রিয়-প্রযুক্ত পরিশ্রমে অক্ষম ব্যক্তিব্যূহের ভরণ পোষণের উপায় বিধান করিয়া দেন।

এই সকল মত ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়া আসিল এবং চার্টিষ্ট নামক এক সম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লাবক পরামর্শ সমস্তের আন্দোলন করিতে লাগিল। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোক সকল ফরাসীদিগের ন্যায় নিতান্ত চপল বা তরলমতি নহে। তাহারা ঐ সকল দুষ্টাভিসন্ধির অনুমোদন করিল না এবং ডিউক অব ওয়েলিংটন বিলক্ষণ কৌশলপূর্ব্বক সৈন্য বিনিবেশ করিয়া চার্টিষ্ট মতাবলম্বীদিগকে এতাদৃশ ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, তাহারা বিশেষ কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিল না। বার্ম্মিংহামের দাঙ্গায় উহাদের ২০ জন গুলির আঘাতে হত হয়।

কিন্তু ইটালী, অষ্ট্রিয়া, প্রুসীয়া, হঙ্গেরী, স্পেইন এবং পোর্টুগাল প্রভৃতি দেশ এই সময়ে অতি ভয়ঙ্কররূপে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই প্রজাকুল বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। অষ্ট্রিয়ার ন্যায় যে যে সাম্রাজ্য বিভিন্ন জাতীয় লোকের সম্মিলন দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছিল তথায় জাতিবৈর প্রবলতর হইয়া সাম্রাজ্য বন্ধনকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবার উপক্রম করিল আর কোন কোন স্থলে একরাজ্যের কিয়দ্ভাগ পূর্ব্বরাজার অধীনতা পরিহার করিয়া (ডেনমার্ক, ইটালী, আয়র্লণ্ড) অন্য রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অস্ত্র-বল এবং মন্ত্রণা-কৌশল দ্বারা বহু বিবাদ বিসম্বাদের পর * ঐ সকল গোল-যোগের নিবারণ হইয়া পরিশেষে প্রায় সকল ইউরোপীয় রাজ্যেই ইংলণ্ডের অনুরূপ শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হইয়া উঠিল।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা প্রিন্স আলবর্টের সবিশেষ যত্নে পৃথিবীস্থ সমুদায় জনপদবাসীদিগের শিল্প-প্রসূত দ্রব্যজাত সঞ্চিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড কাঁচভবন মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ সমুদায় সামগ্রীর মূল্য অন্যূন দুই কোটি মুদ্রা হইবে এবং ত্রয়োবিংশ সপ্তাহ কালাবধি তদ্দর্শনার্থ নানাদিগ্দেশীয় ছয় কোটি মনুষ্য সমাগত হইয়াছিল। ঐ কাঁচ ভবনের অনুকৃতি এক্ষণে নিউইয়র্ক, পারিস, ডব্লিন প্রভৃতি স্থানে বিনির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহাও সাইডেনহাম্ নামক স্থানে যৎকিঞ্চিদ্রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া রক্ষিত আছে।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক অব ওয়েলিংটনের মৃত্যু হয় এবং তাহারই কয়েক দিবস পরে তাঁহার প্রতিপক্ষ মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টির ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রান্সের সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। লুই নেপোলিয়ন অতি সুচতুর এবং সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্য লাভ করিয়া অবধি ইংলণ্ডের সহিত স্থির সৌহার্দ্দ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং প্রায় সর্ব্বস্থলেই ইংরাজদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া সন্ধিবিগ্রহাদি করিয়াছিলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রুসীয় সম্রাট নিকোলাস্ তুরস্ক সাম্রাজ্য বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ দুর্ব্বল রাজ্যের প্রতি আপনার অগণ্য সৈন্যচয় এবং অতি-

* (১) হঙ্গেরি অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য হইতে পৃথক এবং স্বাধীন হওয়ার জন্য এরূপ বিদ্রোহ উত্থাপন করে যে রুসীয় সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত উহার দমন হয় নাই।

(২) আয়র্লণ্ডের প্রজাগণ ফরাসীদিগের সাধারণী সভাতে এই সময়ে এক লিপি প্রেরণ করে এবং ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা পায়।

পরাক্রান্ত পোতবাহিনী প্রেরণ করেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তৎক্ষণাৎ মিলিত হইয়া তুরস্কের রক্ষার্থ সজ্জীভূত হইল। পরবৎসর ডেন্যুব নদীর তীরে, আর্ম্মিনিয়া প্রদেশের পশ্চিম ভাগে, ক্রিমিয়া প্রায়োদ্বীপের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রুসীয়রা বহুকালাবধি ক্রিমিয়ার অন্তর্গত শিবাষ্টপল নামক নগরে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা নিতান্ত অজেয়বৎ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই নগরের সন্নিহিত সমুদ্রক্রোড়ে উহাদিগের সুবহু রণতরী প্রস্তুত হইতেছিল এবং তথা হইতেই উহারা যাইয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারিত। অতএব মিলিত ফরাসী এবং ইংরাজ সৈন্যগণ সেই নগরাভিমুখেই প্রেরিত হইল। এই নগরাবরোধে উভয় পক্ষের বল, বুদ্ধি, সমর-কৌশল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা বিলক্ষণরূপে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। ইংরাজেরা সৈন্যগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার নিমিত্ত সমুদ্রকুল হইতে রণস্থল পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করিলেন, লণ্ডন এবং পারিস হইতে যুদ্ধ-স্থল পর্য্যন্ত তাড়িত-বার্ত্তাবহ সমুদ্রগর্ভ দিয়া পরিচালিত হইল—আহত এবং পীড়িত সৈন্যদিগের সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত মিস্ নাইটিঙ্গল প্রভৃতি অতি দয়াশীলা কামিনীগণ স্বদেশ হইতে যাইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন—আর সৈনিক কার্য্যের বিবিধ বিশৃঙ্খলা প্রকাশিত হওয়াতে তাৎকালিক প্রধান মন্ত্রী লর্ড আবর্ডিন সাহেব স্বকর্ম্মচ্যুত এবং লর্ড পামর্ষ্টন সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। সার্ডিনিয়ার রাজাও ঐ সময়ে ইংরাজ এবং ফরাসীদিগের সহিত একপরামর্শী হইয়া যুদ্ধস্থলে সৈন্য প্রেরণ করেন। বহু কষ্টের পর শিবাষ্টপলের প্রধানতম দুর্গ ফরাসীদিগের হস্তগত হইল এবং রুসীয়েরা আর নগর মধ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া কিঞ্চিদ্দূরে অপসৃত হইল। রুসীয় সম্রাট নিকোলাস এইরূপে অপমানিত হইয়া মানসিক কষ্টে রোগগ্রস্ত ও গতাসু হইলেন এবং তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আলেকজণ্ডার সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। অষ্ট্রীয় সম্রাটের মধ্যস্থতায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিপক্ষ উভয়দলে সন্ধি বন্ধন হইল এবং তুরস্কের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল।

পারস্য রাজ্য মধ্যে রুসীয়রা নানা কৌশল ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে সুতরাং রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ হইলেই পারস্য রাজ্যের প্রতি ইংরাজদিগের কটুকটাক্ষ নিক্ষেপ হইয়া থাকে। ফলতঃ রুসিয়ার সহিত উল্লিখিত যুদ্ধব্যাপার সর্ব্বতোভাবে নিঃশেষিত না হইতে হইতেই

পারসিকেরা কোন পূর্ব্বকৃত সন্ধির বিরুদ্ধে হীরাট নগর আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে পারসিকদিগের দেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ঐ সৈন্য দ্বারা পারস্যোপসাগর সন্নিহিত বুসায়র নগর আক্রান্ত, এবং অধিকৃত হইল। অনতিবিলম্বে ইংরাজেরা চীন রাজ্যের সহিতও সমরে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পারস্য ও চীন উভয় দেশেই সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। উভয় দেশেই তাঁহাদিগের জয় হইতে লাগিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মার্কুইস্ অব ডালহৌসির শাসনকর্ত্তৃত্বের মধ্যে ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রতি দত্তক গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি সুকঠিন নিয়ম প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল, নাগপুর, ঝাঁসী প্রভৃতি কয়েকটী রাজ্য বিশেষতঃ অযোধ্যা প্রদেশ ইংরাজাধিকার সম্বন্ধ করা হইয়াছিল এবং পূর্ব্বে যেমন স্থানবিশেষের মধ্যেই সৈনিকগণ কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে সর্ব্বত্র যাইতে হইবে না এমত অঙ্গীকার সহকারে সিপাহী সমস্ত সংগৃহীত হইত এক্ষণে সেই নিয়ম রহিত করা হইয়াছিল। সিপাহীরা নিতান্ত মূর্খ এবং অনভিজ্ঞ। তাহারা মনে মনে নিশ্চয় করিল যে, নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষ ইংরাজেরা এতদিনে সমুদায় ভারতবর্ষ আপনাদিগের কবলিত করিয়া এই বারে প্রত্যন্ত দেশ সমস্ত অধিকার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত চেষ্টা করিবে। কিন্তু সেই মনস্কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত সৈন্যের আবশ্যকতা হইবে সুতরাং আমাদিগকেই ঐ সকল ম্লেচ্ছদেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবে এবং তজ্জন্য আমাদিগের জাতিনাশ করিবে। সিপাহীদিগের মানসাকাশ এইরূপ সন্দেহাকুল হইয়া আছে এমত সময়ে টোটা কাটিবার অনুজ্ঞা প্রচারিত হইল। অজ্ঞ লোক মাত্রেই পরচিত্ত পর্য্যালোচনে নিতান্ত অক্ষম বলিয়া সর্ব্বদা সন্দিহানমনা হইয়া থাকে। কোন নূতন কার্য্যের আদেশ করিলেই—কোন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার উপস্থিত হইলেই, তাহারা একান্ত বিরক্ত হয় এবং দুষ্টাভিসন্ধির সম্ভাবনা করে। সিপাহীরা তাদৃশ সময়ে তাদৃশ অনুজ্ঞা প্রচারিত হইবামাত্র একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল এবং রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। এই বিদ্রোহ সমকালে যে কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কত অত্যাচার, কত নৃশংসতা প্রকাশ এবং কত সাহসিকতা ও বীরত্বের কার্য্য হইয়া গিয়াছে, তাহা একখানি গ্রন্থে স্বতন্ত্র করিয়া লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। যাহা হউক, ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের প্রযত্নে এবং

কৌশলে বিদ্রোহিবর্গের দমন, রাজ্যের পুনঃসংস্থাপন এবং ইংরাজাধিকারের কিঞ্চিৎ সংস্কার হইয়া পরিশেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবস হইতে এই সাম্রাজ্য ইংলণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ অধীন এবং জগদ্বিখ্যাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপ হইয়াছে। রাজ্ঞী এতদ্দেশীয় প্রজা সমস্তকে স্বদেশীয় ইংলণ্ডীয় প্রজা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই সময় হইতে কোম্পানী বাহাদুরের সমস্ত রাজশক্তি ইংলণ্ডেশ্বরীর হস্তগত হইয়াছে। তিনি পঞ্চদশসংখ্যক সদস্য ঘটিত একটী সভার সভাপতি একজন ষ্টেট্‌ সেক্রেটারীর দ্বারা ভারত সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য কিরূপে চলিতেছে, যদি পার্লিয়ামেণ্ট সভা দেখেন তবেই দেখা হয়। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট স্বদেশীয় দলাদলীরই ক্ষেত্র। সেখানে ভারত শাসনের প্রতি অল্পই দৃষ্টিপাত হ'তে পারে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারীর নিয়োগ সম্বন্ধে পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই পরীক্ষা গ্রহণের স্থল ইংলণ্ড। কোম্পানী বাহাদুরের যে সৈনিক দল ছিল, তাহাও ইংলণ্ডেশ্বরীর সৈন্যদল সম্ভুক্ত হইয়াছে। ঐ সময় অবধি এরূপ একটী নিয়মও প্রচলিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের বহির্ভাগে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইলে তাহার ব্যয়ভার ভারতবর্ষের উপর পতিত হইবে না, আর ভারতবর্ষের অন্তর্নিবিষ্ট কোন প্রদেশের প্রতি যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইলে, তিন মাসের মধ্যে তাহার সংবাদ পার্লিয়ামেণ্টে জানাইতে হইবে।

ষোড়শ অধ্যায়।

[জর্ম্মণ রাজকুমার—অর্শিনি—পামষ্টনের পদত্যাগ—চিনীয় যুদ্ধ—ডর্বি'র মন্ত্রিত্ব—রোথচাইল্ড এবং য়িহুদীদিগের পার্লিয়ামেণ্টে অধিবেশন—আইয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ—ইটালীর স্বাধীনতা সাধন—মন্ত্রিদলের কার্য্যত্যাগ—গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিত্ব—চিনীয় যুদ্ধ—লেবাননের হত্যাকাণ্ড—মার্কিনদিগের গৃহবিচ্ছেদ—মেক্‌সিকো—প্রিন্স আলবর্টের মৃত্যু—পামষ্টনের প্রকৃতি—ছোট ছোট যুদ্ধ—লিবরেলদল দুই শাখায় বিভক্ত]

১৮৫৮ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত প্রুসিয়ার রাজপুত্র ফ্রেডরিক উইলিয়মের বিবাহ-সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। এই সময়ে ইটালীদেশ নিবাসী অর্সিনি নামা এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে আসিয়া তাঁহার জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধন বিষয়ে

সহায়তার নিমিত্ত ইংরাজদিগকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করেন। লণ্ডনের নাগরিকেরা পালে পালে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যায় এবং তাঁগাকে খুব বাহবা দেয়, কিন্তু প্রকৃত সাহায্য দানে কিছুমাত্র অগ্রসর হয় না। অর্সিনি মনে করে যে, এমন উদার চরিত্র জাতির সাহায্য প্রদানে কুণ্ঠতা তাহাদিগের গবর্ণমেণ্টের দোষেই ঘটিতেছে। কিন্তু ইংরাজদিগের গবর্ণমেণ্টও ত জাতীয় অভিমতের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারেন না। অতএব সেই বিরুদ্ধাচরণের হেতু অপর কিছু আছে। এইরূপ কুতর্ক দ্বারা সে নিশ্চয় করে যে, ফ্রান্স সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের কুপরামর্শ হইতেই ইংলণ্ডীয় প্রধান মন্ত্রী পামষ্টর্ন ইটালির প্রতি অনুকুল হইতে পারেন নাই। এই ধ্রুবজ্ঞানে অর্সিনি ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে গমন করে এবং তথায় বার্ম্মিংহামে প্রস্তুত এরূপ ভয়ানক আগ্নেয়াস্ত্র একটী (বোমা) সম্রাটের গাড়ির ভিতরে ফেলিয়া দেয় যে, তাহাতে দশ জন লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয় এবং নিকটবর্ত্তী অপর ১০৬ জন আহত হয়। অর্সিনি ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল এবং এইরূপ দুরভিসন্ধির ষড়যন্ত্র ইংলণ্ডে থাকিয়াই করিতে পারিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টও বিশিষ্টরূপে অনুযুজ্য হইল। পামষ্টর্ন্ ঐরূপ ষডযন্ত্র ভবিষ্যতে আর না হইতে পায়, এই অভিপ্রায়ে একটী ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু ফরাসী সংবাদপত্রে লণ্ডনকে "খুনির আড্ডা" বলিয়া অভিহিত করায় ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পার্লিয়ামেণ্টে সেই ব্যবস্থা গ্রাহ্য হইল না; সুতরাং পামষ্টর্ন্ মন্ত্রিপদ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা যে ফরাসীদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল, সে ভাবটী অচিরস্থায়ী হইল; ফ্রান্স-সম্রাট ইংলণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়া চীনীয়-দিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ঐ সম্মিলিত সৈন্য কর্ত্তৃক কাণ্টন নগর অধিকৃত, চীনদেশীয় মহাবীর ঈয়ে বন্দীকৃত এবং চীন হইতে রাজদূত ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে প্রেরণ করিবার বিধি ব্যবস্থাপিত হইল। ইতিপূর্ব্বে চীনীয়রা ইউরোপীয়দিগকে ম্লেচ্ছ বলিত। এই যুদ্ধের পর যে সন্ধিপত্র লিখিত হইল তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইল যে, ইংরাজ এবং ফরাসীদিগের প্রতি ঐ অবজ্ঞা-সূচক শব্দের প্রয়োগ করা হইবে না।

পামষ্টর্ন্ মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিলে ডর্বি প্রধান মন্ত্রী এবং ডিসরেলি তাঁহার সহকারী হইলেন। এই সময়ে বেরণ রথচাইল্ড নামা একজন সুপ্রসিদ্ধ য়িহুদী

জাতীয় বণিককে পার্লিয়ামেণ্টে আসন প্রদান করিবার জন্য ১৮৩০ অব্দ হইতে যে চেষ্টা হইতেছিল তাহা সফলা হইল। বস্তুতঃ ইংরাজ পার্লিয়ামেণ্টের রীতিই এই যে—কোন কার্য্য ন্যায়সঙ্গত অথবা উদারভাবপ্রণোদিত বলিয়া তাহা কদাপি গ্রাহ্য হয় না; কোন দল ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিতবল হইয়া প্রভাবশালিতা নিবন্ধন তাহার অনুকুল আইন জারি করিয়া লইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কাহারও কোন উপকার হইতে পারে না; এক্ষণে ধনী য়িহুদীদিগের বহুবর্ষ-ব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ফলে উহাদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র আইন প্রচারিত হইল। একটী আইনের দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য হইবার জন্য দুইশত পৌণ্ড মূল্যের ভূমি সম্পত্তি অথবা গবর্ণমেণ্ট কাগজ থাকা চাই বলিয়া রাজ্ঞী এনের সময় হইতে যে বিধি চলিয়া আসিতেছিল তাহা রহিত করা হইল। এই সময়ে আর একটী কার্য্য হয় তাহাতে শুদ্ধ পার্লিয়ামেণ্টের নহে, সমস্ত ইংরাজ জাতির "বিচিত্র" স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮১৫ অব্দ হইতে অর্থাৎ নেপোলিয়ান বোনাপার্টির পতন সময় হইতে ভূমধ্যসাগরের আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে। অনন্তর গ্রীস, একটী স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠিলে আইওনীয় দ্বীপ নিবাসীরা স্বজাতীয় গ্রীকদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করে। ইংরাজেরা এ কথায় কোন প্রকারে প্রতীতি করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের ধ্রুবজ্ঞান এই যে, যে কোন দেশ বা জাতি সৌভাগ্যবলে একবার ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়, সে দেশ বা জাতি আর কখনও ঐ কর্ত্তৃত্ব হইতে বিচলিত হইতে চাহে না। গ্লাডষ্টোন ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উল্লিখিত দ্বীপপুঞ্জে প্রেরিত হইয়া যথোচিত রিপোর্ট করিলে, কেহই তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল না! আইওনীয় দ্বীপবাসীদিগের সম্বন্ধে ইংরাজের ভ্রম ১৮৬৩ অব্দের পূর্ব্বে অপনীত হয় নাই।

সাভয় দেশের রাজা ইমানুয়েলের মন্ত্রী কাবুরের যত্নে ফ্রান্স সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান ইটালীর স্বাধীনতা সম্পাদনের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহায়তায় ইটালীয়রা অষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করিল এবং সমস্ত ইটালী একটী সম্মিলিত মহৎ সাম্রাজ্য হইবার পথে দাড়াইল। ইংরাজ জাতির সহানু-ভূতি উদ্রেক হইলেও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে কিছুমাত্র সহায়তা করেন নাই। ডিস্‌রেলী এই সময়ে (১৮৫৯) একটা "রিফরম বিল" চালাইবার

চেষ্টা করেন। ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই; এবং মন্ত্রীদল কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

পামর্ষ্টন প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অধীনে গ্লাডষ্টোন চানসেলর এবং রসেল বৈদেশিক সেক্রেটারী হইলেন। এই বর্ষে মেকলে লোকান্তরগত হইলে তাঁহার দেহ ওয়েষ্টমিনিষ্টর সমাধিস্থানে সমাহিত হইল। এই সময়ে (১৮৬০) জন্ ব্রৌন্ নামা এক জন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ইউনাইটেড ষ্টেটের অন্তর্গত ভর্জিনিয়া প্রদেশে ক্রীত দাসদিগের সপক্ষতা করিতে গিয়া তত্রত্য দুর্ব্বৃত্ত দাস-স্বামীদিগের দ্বারা উদ্বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যে মহাত্মার যত্নে দাসগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ লিন্কন্ও এই বর্ষে মার্কিনদিগের সভাপতির আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা ফরাসী সম্রাটের প্রতি অনুকূল ছিল না; কিন্তু অবাধ বাণিজ্য প্রণালীর প্রবর্ত্তক কবডেন ফরাসী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড উভয় দেশের মধ্যে একটী বাণিজ্যিকী ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিয়া লয়েন; তাহাতে ফরাসীরা ইংরাজের কয়লা এবং লৌহের উপর শুল্ক কমাইয়া দেন এবং ইংরাজেরা ফরাসী শিল্পজাত এবং মদ্যের উপর শুল্ক হ্রাস করেন। এই সময়ে সংবাদপত্র এবং পুস্তক প্রচার সুলভ করার জন্য ইংলণ্ডে আমদানী কাগজের প্রতি শুল্ক কমাইয়া দিবার প্রস্তাবও হইয়াছিল। কিন্তু গ্লাডষ্টোন কৃত ঐ প্রস্তাব কমন্স সভার গ্রাহ্য হইলেও উহা লর্ড সভায় গ্রাহ্য হইল না। তাহাতে কমন্স সভা বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং কথা উঠে যে, কর ধার্য্য করা বা কমান একই কথা; উহাতে লর্ডস্ সভা আইনমত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। প্রধান মন্ত্রী পুনরায় ঐ প্রস্তাব অপরাপর রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সহিত মিশাইয়া দিয়া সুকৌশলে আনায় লর্ড সভা সুবুদ্ধির সহিত আর কখনও কোন আপত্তি করেন নাই।

এই সময়ে ক্রস্ নামা এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী টিনসিনের সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করাইবার জন্য পীহোনদী দিয়া চীন রাজধানী পিকিং নগরে যাইবার চেষ্টা করেন। চীনীয়রা তাঁহাকে ঐ নূতন পথ দিয়া যাইতে দেয় নাই। তজ্জন্য ইংরাজ পোতাধ্যক্ষ হোপ নদী মুখস্থিত চীনীয় দুর্গের প্রতি আক্রমণ করেন। কিন্তু চীনীয়েরা তাঁহাকে পরাভূত করে। ইংরাজদিগের সেনাপতি লর্ড এলগিন এবং ফরাসী সেনাপতি নেগ্রো উভয়ে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করেন এবং চীনীয়

দুর্গগুলি এবং রাজধানী পিকিন অধিকার করিয়া সম্রাটের একটী সুবিস্তৃত প্রাসাদ লুঠ করিয়া অগ্নিযোগে তাহা ভস্মসাৎ করেন।

এই সময়ে আসিয়িক তুরস্কের লেবানন নামক পার্ব্বতীয় প্রদেশে খৃষ্টানেরা কতকগুলি মুসলমানের হত্যা করে, আর দামাস্কাস্ নগরে মুসলমানেরা কতকগুলি খৃষ্টানকে মারিয়া ফেলে। খৃষ্টানদিগের হত্যা হওয়াতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট লর্ড ডফরিণকে এবং ফ্রান্স সম্রাট কতকগুলি সৈন্য আসিয়িক তুরস্কে প্রেরণ করেন। তুরস্কের সুলতান ফুয়াদ্ পাসা নামক আপনার এক জন কর্ম্মচারীকে ঐ প্রদেশে পাঠাইয়া দেন। ফুয়াদ্ যথেষ্ট নিষ্ঠুরতাচরণ পূর্ব্বক মুসলমানদিগের দমন করেন। ডফরিণ সেই সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার দর্শন করিয়া এবং ফরাসী সেনাগণ লেবানন প্রদেশে কিয়ৎকাল থাকিয়া স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮৬১ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউনাইটেড রাজ্যের দক্ষিণভাগ তাহার উত্তরভাগ হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক চার্লসটন নগরে নূতন রাজধানী এবং জেফরসন ডেবিস্ নামে এক ব্যক্তিকে নূতন সভাপতিরূপে নির্দ্ধারিত করে। উত্তর ভাগের সহিত দক্ষিণ ভাগের বিবাদের কারণ দাস ব্যবসায়। দক্ষিণীরা দাস রাখিত এবং তাহাদের কাহারও গুরুতর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কোন দাস উত্তর ভাগের কোন প্রদেশে পলায়ন করিলে তাহারা বলিত যে উহাদিগকে ধরিয়া দিতে হইবে। উত্তরাঞ্চলবাসী মার্কিনেরা আপনারা দাস রাখিত না এবং পলায়নপর শরণাগত দাসদিগকে ধরিয়া দিতে বড়ই অনিচ্ছু হইত। মহাত্মা লিন্‌কন্ ইউনাইটেড রাজ্যের সভাপতি মনোনীত হইলে দক্ষিণীরা বুঝিল যে, আর তাহাদের নিগ্রোদাসদিগের উপর অত্যাচার চলিবে'না; এই জন্য তাহারা পৃথক হইতে চাহিল। কিন্তু তাহাদিগকে পৃথক হইতে দিলে, ইউনাইটেড রাজ্যের লৌলিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, এই জন্য লিন্‌কন্ তাহাদিগকে পৃথক হইতে দিতে সম্মত হইলেন না। দক্ষিণীরা যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহাদিগেরই জয় হইতে লাগিল এবং ইংরাজ ও ফরাসীরা তাহাদিগের জয় কামনা করিতে লাগিলেন। এমন কি, দক্ষিণভাগের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইল। ফ্রান্স সম্রাটও এই সুযোগে আমেরিকা খণ্ডের অন্তর্গত মেক্‌সিকো সাম্রাজ্যের সহিত বিবাদ উপস্থিত করিয়া তথাকার সভাপতি ইণ্ডিয়ান জাত্যুদ্ভূত রাজনীতিবিশারদ জুয়াবেজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ

পূর্ব্বক তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অষ্ট্রীয় সম্রাটের বংশসম্ভূত মাক্‌সিমিলিয়ানকে মেক্সিকোর সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় রাজগণ কখনই আমেরিকা খণ্ডের অন্তর্ব্বিবাদে হস্তার্পণ করিবেন না বলিয়া পূর্ব্বে যে নিয়ম মার্কিন সভাপতি মনরোর সময়ে অবধারিত হইয়াছিল, ফরাসী সম্রাট অধিক দিন সেই নিয়ম উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না। উত্তরাঞ্চলীয়রা বিশেষ রূপে যুদ্ধের উদ্যোগ করিল এবং তাহাদিগের অপরিসীম বীর্য্য প্রভাবে দক্ষিণীরা ক্রমে ক্রমে পরাজিত এবং পরিশেষে একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। তাহাদিগের প্রধান সেনাপতি লী রণবন্দী হইলেন এবং তাহাদিগের রাজধানী চার্লসটন অধিকৃত হইয়া গেল। তখন ফ্রান্স সম্রাট আপন সৈন্যগণকে মেক্‌সিকো হইতে ফিরাইয়া আনিলেন এবং হতভাগ্য মাক্‌সিমিলিয়ান ঘাতক হস্তে নিহত হইল। ইংরাজেরাও দক্ষিণীদিগকে কয়েক খানি রণপোত প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলেন বলিয়া অনুযুক্ত হইলেন।

মহারাজ্ঞীর স্বামী প্রিন্স আলবর্ট ১৮৬১ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বর লোকান্তর গমন করেন। তিনি কেনসিংটন নগরে মেলা প্রদর্শনের নিমিত্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন। উহা ১৮৬২ অব্দের মে মাসে প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রিন্স আলবার্টের অকাল মৃত্যুতে রাজ্ঞীর যৎপরোনাস্তি বৈধব্য শোক জন্মে, আর তাঁহার পরামর্শ প্রদাতাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উদারমতি ছিলেন তাঁহার একান্ত অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। পামর্ষ্টন একজন বড় মন্ত্রী ছিলেন বটে এবং ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার সুখ্যাতিও অপরিসীম। কিন্তু সে সুখ্যাতির মূল তাঁহার রাজকার্য্যের ঔদার্য্য নহে। প্রত্যুত ইংরাজজাতির যে সকল দোষ নৈসর্গিক প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পামর্ষ্টন সেই সকল দোষের প্রশ্রয় প্রদান করিয়া চলিতেন, এই জন্যই ইংরাজেরা তাঁহাকে ঘৃনার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটী মুখের কথা উদ্ধৃত করিলেই তাঁহার প্রকৃতি অতি উত্তমরূপে বোধগম্য হইবে। তিনি বলিতেন—"পুনঃপুনঃ রাজনীতির সংস্কার চেষ্টা অতি মূর্খের কর্ম্ম"। "রায়তদিগের স্বত্ব এ কথার অর্থই ভূম্যধিকারীর প্রতি জুলুম"। "মানুষ স্বভাবতঃই ঝকড়াটে এবং লড়াইয়ে জানোয়ার।" বাস্তবিক পামর্ষ্টনের মন্ত্রিত্ব কালে ইংরাজেরা অনেকগুলি ছোট খাট লড়াইয়ে মাতিয়াছিলেন। একটী লড়াই আফ্রিকার অন্তর্গত আসান্টিতে আর একটী

জাপানে, আর একটী নিউজিলণ্ড দ্বীপের আদিম নিবাসী মেওরীদিগের সহিত। কিন্তু ঐ সময়েই পোলণ্ডবাসীরা রুসিয়ার বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিয়া ইংরাজের মুখ চাহিয়া চাহিয়া শেষে মারা গেল। ফ্রান্সরাজ নিমন্ত্রণ করিলেও পামষ্টর্ন ঐ যুদ্ধে সম্মত হইলেন না। আবার ডেনমার্ক-রাজ স্পষ্টাভিধানে আশ্বস্ত হইলেও যখন (১৮৬৪ খৃঃ অঃ) প্রুসিয়া এবং অষ্ট্রীয়া তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিল, এবং প্রুসিয়া ডেনমার্কের শ্লেসউইগ এবং হলষ্টীন প্রদেশদ্বয় কাড়িয়া লইল, তখনও পামষ্টর্ন কিছু বলিলেন না। ফ্রান্স সম্রাট ঐ যুদ্ধে আসিতে চাহিলেন না বলিয়া আপনিও নিরস্ত রহিলেন। ফল কথা পামষ্টর্নের মন্ত্রিত্ব কালাবধি যেন এইরূপ একটী নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, ইংলণ্ড আর কোন প্রবল ইউরোপীয় জাতির সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু ইউরোপের বাহিরে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজ্য সকলের প্রতি অল্প কারণেও আক্রমণ করিবেন। মন্ত্রিবর পামষ্টর্ন স্বদেশ ইংলণ্ডকে যত ভাল বাসিতেন, সত্য, ন্যায় এবং ধর্ম্মকে ততটা ভাল বাসিতেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সময় হইতে ইংলণ্ডের লিবরল দলস্থ রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে দুইটী শাখা দেখা দিয়াছে। ঐ দুয়ের একটী কেবল ইংলণ্ডের প্রাধান্য এবং মঙ্গল কামনা করেন, পৃথিবীর অপর কোন জাতীয় লোকের যে কিঞ্চিন্মাত্র মুখাপেক্ষা করিতে হয়, তাহাদিগেরও যে কোন কোন বিষয়ে বিশেষ স্বত্ব থাকিতে পারে, সমুদায় পৃথিবী যে ইংরাজের জন্যই সৃষ্ট হয় নাই, এরূপ একটী বোধ যেন তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। লিবরেল সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শাখাটিও স্বদেশ এবং স্বজাতিবৎসল, কিন্তু এই শাখার মধ্যে মানবজাতির হিতৈষীরও কতকটা স্থান আছে; ইংরাজের লাভ ত দেখিতেই হইবে, কিন্তু অন্য জাতীয় লোকের প্রতিও ন্যায়পর হইতে হইবে। পামষ্টর্নেরই দলসম্ভুক্ত এবং তাঁহারই প্রধান সহকারী গ্লাডষ্টোন এই দলের নেতা হইয়াছিলেন। ১৮৬৫ অব্দে পামষ্টর্নের মৃত্যু হইলে, গ্লাডষ্টোন লিবরেল * দলের প্রধান এবং বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি কনসারভেটিভ দলের প্রধান হইয়া পরস্পর বাকযুদ্ধে এবং নীতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* হুইগ্‌ বা প্রজা পক্ষীয়েরা আপনাদিগকে উদার নৈতিক বা লিবারেল নাম দিয়াছেন। টোরি বা ধনী পক্ষীয়েরা আপনাদিগকে কনসরভেটিভ বা রক্ষণশীল নাম দিয়াছেন। এই দুই নামের দ্বারা উভয় দল প্রতিপক্ষ দলের নিন্দা এবং আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকেন। যেন অপর দলটা যথাক্রমে অনুদার বা উচ্ছৃঙ্খল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

[জামেকায় অত্যাচার—মন্ত্রিপরিবর্ত্ত—পার্লিয়ামেণ্টের সংস্কার—গো-মড়ক—আমেরিকার সহিত তাড়িতবার্ত্তাবহ সংযোগ—পার্লিয়ামেণ্টের সংস্কার—ফিনিয়ান্ উপদ্রব—শ্রামিক সমিতি—রকডেলের তন্তুবায় সমিতি—কানেডার শাসনপ্রণালী—আবদুল আজিজ—মন্ত্রিপরিবর্ত্ত—আবিসিনিয়ার যুদ্ধ—মন্ত্রিপরিবর্ত্ত—আয়র্লণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট প্রণালীর উচ্ছেদ—ভৌমিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্ত—শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা—'ব্যালট' বাক্সয় ভোট দিবার নিয়ম—শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যবস্থা—প্রসিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ—মার্কিণদিগের ক্ষতিপূরণ—মন্ত্রিপরিবর্ত্ত—আসাণ্টির যুদ্ধ—বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ—ধর্ম্ম-বিচ্ছেদ—বণিক পোত বিষয়ক ব্যবস্থা—রুস তুরস্কের যুদ্ধ।]

এই সময়ে জামেকা দ্বীপে এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়। ঐ দ্বীপে ক্রীত দাস রূপে সমানীত অনেক নিগ্রো জাতীয় লোকের বাস হইয়া গিয়াছিল। দ্বীপের শাসন কার্য্য একটী প্রতিনিধি সভা, একটী প্রধান সভা এবং একজন গবর্ণরের দ্বারা সম্পাদিত হইত। গবর্ণর ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত হইয়া যাইতেন। প্রধান সভার বার জন সভ্য সকলেই গবর্ণরের দ্বারা নিযুক্ত হইতেন, কেবল প্রতিনিধি সভার পঁয়তাল্লিশ জন সভ্য অধিবাসীদিগের দ্বারা মনোনীত হইত। নিগ্রো জাতীয় অধিবাসীরা বলিত, কৃষ্ণ এবং শ্বেত বর্ণের লোকের মধ্যে বিবাদ হইলে কৃষ্ণেরা কখনই সদ্বিচার প্রাপ্ত হয় না। তাহারা ইহাও বলিত যে, যে সকল ভূমির করাদানে শ্বেত পুরুষদিগের কোন অধিকার নাই, তাঁহারা সেই সকল ভূমিরও করাদান করিতেন এবং কৃষ্ণকায়দিগের প্রতি অন্যান্যরূপেও অত্যাচার করিতেন। ফল কথা, শ্বেতকায়দিগের উৎপীড়নে একান্ত উত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণকায়েরা অভ্যুত্থান করিবার উপক্রম করে। গবর্ণর এয়ার অতি কঠোর শাসন পূর্ব্বক তাহাদিগের দমন করেন। ইংলণ্ডে উহাঁর দৌরাত্ম্যের বিবরণ প্রচারিত হইলে, উহাঁকে প্রত্যানয়ন করা হয় এবং উহাঁর প্রতি পার্লিয়ামেণ্ট সভায় অভিযোগ উত্থাপিত করা হয়। কিন্তু ঐ অভিযোগে কোন ফল হয় নাই; মোকদ্দমার খরচাও তিনি পার্লিয়ামেণ্ট হইতে ফেরত পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবকে এয়ার সাহেবের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া জামেকার গবর্ণর করিয়া পাঠান হইল।

এই সময়ে গ্লাডষ্টোন পার্লিয়ামেণ্টের সংস্কার সাধনার্থ যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন তাহা প্রচলিত হয় নাই এবং তাহা না হওয়াতে মন্ত্রিদল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। লর্ড ডর্বি এবং ডিস্রেলি প্রভৃতি টোরি দলের লোকেরা মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে প্রুসিয়ার সহিত অষ্ট্রীয়ার ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং সেই যুদ্ধে সপ্তসপ্তাহ মধ্যেই অষ্ট্রীয়া সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া জর্ম্মনির মধ্যে প্রুসিয়ার সর্ব্বাংশ প্রভুত্ব স্বীকার করে। প্রুসিয়ার মিত্ররূপে ইটালিও এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জলে পরাজিত হয়। তথাপি অষ্ট্রীয়াকে বেনিস্ নগর ও তৎপ্রত্যন্ত সমস্ত দেশ ইটালীকে ছাড়িয়া দিতে হয় (১৮৬৬ খৃঃ অঃ)।

ইংলণ্ডে (১৮৬৫। ৬৭ খৃঃ অঃ) ভয়ানক গো-মড়ক উপস্থিত হইয়া প্রায় ৪০ হাজার গোরু মারা যাওয়াতে যে সকল কৃষকের গোরু মারা গিয়াছিল তাহা- দিগের ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত তাহাদিগকে অর্থদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সাইরসফীল্ড নামা একজন মার্কিনের যত্নে তাড়িত বার্ত্তাবহ তারের দ্বারা ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সংযোগ সাধন হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সকলেই একবাক্য হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ কার্য্য কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইবে না। পরন্তু যখন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বণিক লিসেপ্স সাহেব ইতঃপূর্ব্বে সুয়েজ প্রণালী প্রস্তুত করিবার জন্য উদ্যোগ করেন, তখনও ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা মত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ঐ কাজটী কোন ক্রমেই সুসিদ্ধ হইবার নহে। বৈজ্ঞা- নিকদিগের ঐ রূপ ভ্রম প্রায়ই হইয়া থাকে এবং সেই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছে যে, কৃতবিদ্যদিগের অপেক্ষা কৃতকর্ম্মারা বড় লোক।

ডিস্রেলির প্রবর্ত্তিত পার্লিয়ামেণ্টের সংস্কার বিধি (১৮৬৭ খৃঃ) জারি হইলে নগর সকলে গৃহস্বামী পুরুষ মাত্রেই, যাহারা 'পূয়র-রেট' (দীনপালনার্থ ট্যাক্স) দিত, ভোট (অভিমতি) দিবার অধিকার পাইল ; আর পল্লীগ্রাম সকলে যাহাদের বার্ষিক আয় অন্যূন ৫ পৌণ্ড (ইংলণ্ডে) এবং অন্যূন ৪ পৌণ্ড (আয়র্লণ্ডে) অথবা যাহাদিগের বার্ষিক দেয় খাজনা ১২ পৌণ্ড (ইংলণ্ডে) এবং ১৪ পৌণ্ড (স্কটলণ্ডে) তাহারাও ভোট দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। গৃহস্বামিনী, সম্পত্তি- শালিনী খাজানা দাত্রী ঐরূপ স্ত্রীলোকদিগকেও ভোট দিবার ক্ষমতা প্রদান করা উচিত, এই কথা বলিয়া বিখ্যাত নামা মিল পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার কথা রক্ষা হয় নাই।

আয়লণ্ড ইংলণ্ডের অধীন হইয়া বা পরে ইংলণ্ডের সহিত এক পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সম্মিলিত হইয়া, কখনই সন্তুষ্ট এবং সম্যক উপদ্রব শূন্য হয় নাই। ১৮৬৬ অব্দে 'ফিনিয়ান্' দলের উপদ্রব বলিয়া যে ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে দেশময় গুপ্তসভা সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল। বহুলক্ষ আইরিস লোক আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল; তাহারা সকলেই আপনাপন শক্ত্যনুসারে অর্থদান করিয়া আয়লর্ণ্ডের দুঃখ মোচনের জন্য সহায়তা করিত; আর কেহ কেহ বা আয়লর্ণ্ডে আসিয়া লোক সকলকে অভ্যুত্থান করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিত। এই সকল লোকে প্রায়ই ধরা পড়িত এবং বিদ্রোহকারী বলিয়া দণ্ডিত হইত। কিন্তু দেশ সাধারণে ঐ স্বজাতিবৎসল পুরুষদিগের দণ্ড দর্শনে বড়ই কাতর হইত; বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক স্থলেই আয়লর্ণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন। মিল সাহেব বলিয়াছিলেন, "ইংরাজদিগের কেমন একটা আপনাদেরই কিসে ভাল হয় ভাবা অভ্যাস; উহারা অপরের ভাবাভাব কিছুই বুঝিতে পারেন না"। ব্রাইট্ বলিয়াছেন, "আহা! যদি আয়লণ্ড জাহাজের মত হইত এবং নোঙ্গর তুলিয়া ভাসিয়া যাইতে পারিত, তবে কত কাল ইংলণ্ডের ত্রিসীমা ছাড়িয়া পশ্চিমে ভাসিয়া দুই হাজার ক্রোশ দূরে আমেরিকার গায়ে গিয়া লাগিত"। গ্লাড্ষ্টোনও বুঝিয়াছিলেন যে, আর শুদ্ধ দমনে চলিবে না, আয়লণ্ডকে 'তুষ্ট' করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের শ্রমজীবী লোকদিগের অবস্থা যেরূপে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া বুঝিতে হয়। ইংলণ্ড যতই স্বাধীন দেশ বলিয়া উক্ত হউক, অনতিকাল পূর্ব্বেও ঐ দেশে এমত আইন সকল প্রচলিত ছিল, যাহাতে স্বাধীনতার খুব অল্প লক্ষণই লক্ষিত হয়। আইন ছিল যে, ৬০ বৎসরের অনধিক বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি আপনার জীবিকার বিশিষ্ট কোন উপায় দেখাইতে না পারিবে, তাহাকে যে কেহ কোন বৈতনিক কার্য্য করিতে আদেশ করিলে, তাহা অবশ্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আইন ছিল, যদি কোন শ্রমজীবী স্বইচ্ছাতঃ কোন 'চুক্তিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে' আপনার চাকুরী ত্যাগ করে, তাহার কারাবাস দণ্ড হইবে। আইনের দ্বারা বিশেষ বিশেষ শ্রমজীবীর বিশেষ বিশেষ বেতনও নির্দ্ধারিত ছিল। চুক্তিভঙ্গের জন্য চাকরের কারাবাস হইত; কিন্তু মনিবের অর্থদণ্ড মাত্র হইত। ঐ সকল অতি

দুষ্ট ব্যবস্থার ক্রমশঃ অনেক পরিবর্ত্তন এবং সংশোধন হয় (১৮৭৩-৭৫) এবং শ্রমজীবীরা ধর্ম্মঘট করিয়া সম্মিলিত হইতে পারিবে না বলিয়া যে আইন প্রচলিত ছিল, তাহাও রহিত হইয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ডের শ্রমজীবী জনগণ উল্লিখিতরূপে অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হইয়া আপনাদের মধ্যে বিশিষ্টভাবে সম্মিলিত হইয়া উঠিয়াছিল; প্রতি ব্যবসায়ের কারিগর এবং শ্রমজীবিদিগের মধ্যে এক একটী সমিতি জন্মিয়া গিয়াছিল; ঐ সমিতি সকলের দ্বারা শ্রমজীবিদিগের পরস্পর সহায়তা করিবার অভ্যাস জন্মিয়াছিল। ১৮৭৩ অব্দে রক্-ডল্ নামক ক্ষুদ্র নগরের তন্তুবায়েরা সম্মিলিত হইয়া প্রত্যেকে প্রতি সপ্তাহে দুই পেন্স করিয়া সঞ্চয় করত একটী সাধারণ ধন ভাণ্ডার প্রস্তুত করিল। ঐ ভাণ্ডারে ২৫ পৌণ্ড জমা হইলে তাহারা একটী মুদিখানার দোকান খুলিল, অনন্তর একটি মাংস বিক্রয়ের দোকানও খুলিল, তাহার পর একখানি কাপড়ের দোকান খুলিল এবং সর্ব্বশেষে যখন তাহাদের মূলধন ১ লক্ষ ১০ হাজার পৌণ্ড হইয়া উঠিল, তখন আপনারা কাপড়ের কল চালাইতে আরম্ভ করিল। ইহারা নিয়ম করিয়াছিল— (১) নগদে বই ধারে কিনিবে না (২) ক্রেতৃবর্গকে লাভের অংশ দিবে (৩) মন্দ বা ভেজাল জিনিস দোকানে রাখিবে না। প্রথম কয়েক বৎসর গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের প্রতি অনুকূল ছিলেন না; কিন্তু পরে যথেষ্ট অনুকূল হইয়াছেন; ইহাদিগের প্রতি যে সকল কঠিন নিয়ম ছিল তৎসমুদায় রহিত হইয়া গিয়াছে।

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কানেডা প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা যেরূপে অবধারিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ইংলণ্ড নিজ শাসিত ব্যক্তি-ব্যূহের অভিমতির প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন এবং আমেরিকার শাসন সম্বন্ধে একবার যেরূপ ভুল করিয়াছিলেন আর তেমন ভুল করিবেন না। লর্ড ডরহামের কানেডার শাসন সম্বন্ধে মন্তব্যলিপি অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রচলিত হইল এবং কানেডা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। এমন কি আপনাকে যথেচ্ছ পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে এবং ইংলণ্ডেরও প্রতি-কূলে বাণিজ্য বিধি সমস্তের বিধান করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইল। যেমন ভারতবর্ষ অধিকার এবং শাসনের জন্য কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল এবং পরে সেই কোম্পানীর লোপ হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ 'হডসন বে কোম্পানী' 'রেড্‌রিবর কোম্পানী' এবং 'নর্থওয়েষ্টরন ফর্ কোম্পানী' প্রভৃতি

উত্তর আমেরিকার কোম্পানী গুলিরও বিলোপসাধন হইয়া উহারা কানেডা দেশ ভুক্ত হইয়া গেল। নোভাস্কোসিয়া নামক একটী প্রাচীন উপনিবেশ স্থানেরও ঐ দশা হইল এবং কানেডা মহারাজ্য আটলাণ্টিক হইতে পাসিফিক (প্রশান্ত) সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিল। "বুরিনো" নামা একজন ফরাসী বংশসম্ভূত কানেডার রাজনৈতিক বলিয়াছেন যে, কানেডা ইউনাইটেড রাজ্যের সহিত মিলিত হইতে চাহিলে তাহা হইতে পারে, স্বতন্ত্র নামা রাজ্য হইতে চায় তাহাও হইতে পারে, আর সমুদায় ব্রিটিস সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুর্ত হইয়া থাকিতে চায় তাহাও থাকিতে পারে। কানাডার প্রতিনিধি সভা কোন সময়ে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক নিয়োজিত একটী গবর্ণরকে পদচ্যুত করিয়াছিল! অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অপরাপর ইংরাজ উপনিবেশের পক্ষেও কানেডার অবিকল্প অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়াতে, উহারাও স্বতন্ত্রনামা স্বাধীন রাজ্য হইতে পারে অথবা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া থাকিতে পারে। ফলতঃ ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি এক্ষণে ইংলণ্ডের নিতান্ত আদরের ছেলে। উহাদিগের রক্ষার ভার ইংলণ্ডের, উহাদিগের রেলওয়ে প্রভৃতির জন্য যে ঋণ হয় তাহার দায় ইংলণ্ডের, উহাদিগের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সুযোগ্য লোক নিযুক্ত করিবার পরিশ্রম ইংলণ্ডের, কিন্তু উহারা বাণিজ্যাদি হইতে যে ধনলাভ করে তাহাতে ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ করিবার যো নাই। উহারা ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত বাণিজ্য দ্রব্যাদির উপর বিলক্ষণ শুল্ক আদায় করে এবং স্বাধীন বা অবাধ বাণিজ্যের নিয়ম কিছুই মান্য করে না।

১৮৬৭ অব্দে তুরুষ্কের সুলতান আবদুল আজিজ ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ক্রীট দ্বীপে বিদ্রোহ উত্থাপন হইয়াছিল এবং সেই বিদ্রোহ অতি ভয়ানক দণ্ডবিধান দ্বারা উপশমিত হইতেছিল। লর্ড ডর্বি শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন প্রধান মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিলে ডিস্রেলি সেই পদে উঠিলেন। প্রকাশ্য স্থলে সকল লোককে দেখাইয়া প্রাণদণ্ড দিবার বিধি রহিত হইয়া জেলের ভিতরে ফাঁসি দেওয়া বিহিত হইল। পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে উৎকোচ প্রদানের নালিশ হৌস অব কমন্স দ্বারা বিচারিত হইত; ঐ প্রণালী রহিত করিয়া নিয়মিত বিচারপতিদিগের দ্বারাই ঐ সকল নালিশের বিচার হইবার বিধি হইল। হৌস অব লর্ড সভাতে প্রতিনিধি দ্বারা ভোট

দিবার প্রথা রহিত হইয়া গেল। ইংলণ্ডের টেলিগ্রাফ সকল ইতঃপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর হস্তগত ছিল; এক্ষণে সমুদায় গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিল এবং ডাক বিভাগের দ্বারাই টেলিগ্রাফের কর্ম্ম চলিতে লাগিল।

এই সময়ে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। আবিসিনিয়ার রাজা থিওডোর কতকগুলি ইংরাজ স্ত্রী পুরুষকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন; এই জন্য সেনাপতি লর্ড নেপিয়র সাহেব বোম্বাই হইতে সসৈন্যে গিয়া 'মাগডালা' নামক থিওডোরের রাজধানী ভস্মসাৎ করেন এবং তাহার পুত্র আলামায়ুকে বন্দী করিয়া আনেন। থিওডোর আত্মহত্যা করে; আলামায়ু ইংলণ্ডে নীত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে; এইরূপে আবিসিনিয়া রাজ্যটী বহুকাল পর্য্যন্ত অরাজকতা ভোগ করিতে থাকে।

আয়র্লণ্ডের লোকদিগের ধ্রুবজ্ঞান এই যে, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগীরা কখনই স্বজাতিবৎসল হইতে পারে না। উহারা রোমান কাথলিক; এই জন্য মনে করে যাহারা আয়র্লণ্ডজাত হইয়াও রোমান কাথলিক নয়, তাহারা আয়র্লণ্ডের প্রতিও ভক্তি, স্নেহ, মমতাযুক্ত নয়। কিন্তু ইংরাজেরা আয়র্লণ্ডে সাধারণ রাজস্বের ব্যয়ে প্রটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্ম প্রণালী রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। ঐ প্রণালীর প্রতি আইরিস লোকদিগের অতি প্রগাঢ় বিদ্বেষ; এমন কি উহার ধ্বংস সাধন করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে আইরিস লোকেরা যে সমস্ত উপদ্রব করিয়াছে, তাহা প্রশমিত করায় অন্ততঃ দশ লক্ষ লোকের প্রাণ হানি হইয়া গিয়াছে।

গ্লাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রী হইলে ১৮৬৯ অব্দে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থায় আয়র্লণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রণালী রক্ষার নিমিত্ত যে সরকারী ১৬০ লক্ষ পৌণ্ড খরচ হইত তাহার ৯০ লক্ষ পৌণ্ড অবিলম্বেই কমিয়া গেল এবং আয়র্লণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট মন্ত্রীরা আর সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য রহিলেন না।

আয়র্লণ্ডের ভৌমিক ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। আয়র্লণ্ডের ভূম্যধিকারী অধিকাংশই ইংরাজ। সেই সকল ইংরাজ ভূম্যধিকারী স্বদেশে অবস্থিতি করিতেন, আপনাপন জমীদারিতে বাস করিতেন না। সুতরাং তাঁহারা প্রজাদিগের স্থানে যে খাজানা পাইতেন, তাহার খরচ আয়র্লণ্ডের মধ্যে না হইয়া ইংলণ্ডে আসিয়া হইত। তদ্ভিন্ন এক মাত্র অলষ্টর্ প্রদেশ ছাড়া আয়র্লণ্ডের অপর কোন স্থলে প্রজাদিগের কোন স্বত্বই স্বীকৃত হইত না। জমীদারেরাও

বিজাতীয় লোক, প্রজাদিগের প্রতি সহানুভূতি শূন্য; উহাঁরা কিছুমাত্র দয়া প্রবৃত্তির অথবা কোন দেশাচারের অনুযায়ী না হইয়া যেরূপে পারেন প্রজাদিগের খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লইতেন। এই সকল কারণে একান্ত অত্যাচারিত হইয়া আয়র্লণ্ডের লোকেরা গুপ্ত সমিতি সকলের সংঘটনে প্রবৃত্ত হয় এবং অনেকানেক জমীদারের গোমস্তা নায়েব প্রভৃতি দুর্বৃত্ত কর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়া ফেলে। গ্লাডষ্টোন আয়র্লণ্ডে যে খাজানার আইনের প্রস্তাব করিলেন (১৮৭০) তাহার স্থূল কথা এই যে, একটি সরকারি কমিসনের দ্বারা খাজানার হার নির্দ্ধারিত হইবে; সেই হারে খাজানা দিলে জমীদার প্রজাকে উঠাইয়া দিতে পারিবেন না; প্রজা নিজ ব্যয়ে যদি ভূমির কোন উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে তবে তাহাকে উঠাইতে হইলে ঐ উৎকর্ষের মূল্য ধরিয়া দিতে হইবে, এবং প্রজা আপনার জমার জমি অন্যকে বিক্রয় করিতে পারিবে। এই দুই আইন বিধিবদ্ধ হইলে ধর্ম্ম এবং ভূমি সম্বন্ধীয় আইরিস অসন্তোষ হ্রাস হয়। এই সময়ে ইংলণ্ড ওয়েলস্ এবং আয়র্লণ্ড তিনটী দেশের নিমিত্তই একটী প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইনের মঞ্জুরি হয়। এতদ্দ্বারা ব্যবস্থাপিত হয় যে, দেশময় স্কুলবোর্ড সকল সংস্থাপিত হইবে; বোর্ড উপবিধি প্রচলিত করিতে পারিবেন; ছাত্রদিগকে আইনের বলে পাঠশালায় লইয়া আসিতে পারিবেন; স্কুল সকলে কোন ধর্ম্ম বিশেষ শিখাইতে হইবে না; বিষয় কার্য্য বুঝিবার জন্য যে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন তাহাই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইবে; যে সকল বিদ্যালয় পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে এবং যাহাতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের নিয়ম আছে, সে সকল বিদ্যালয়েও এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে যে, যদি কোন ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ের ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণে অসম্মত হয়, তজ্জন্য তাহার বৈষয়িক শিক্ষার কোন বাধা হইবে না।

সৈনিক বিভাগে এত দিন পর্য্যন্ত পদ ক্রয় বিক্রয়ের যে নিয়ম ছিল, তাহা রাজাজ্ঞাবলে রহিত হইয়া যায়। পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের সময় প্রকাশ্যে ভোট দিবার নিয়ম ছিল। তাহাতে অনেক অত্যাচার হইত এবং উৎকোচ চলিত। ঐ প্রণালী রহিত করিয়া গোপনে বাক্সে ভোট লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। তাহাতে গোলমাল অনেক কমিয়া গেল, কিন্তু উৎকোচদান বড় ন্যূন হইল না; এখন উৎকোচ প্রদান ভোট প্রদানের পূর্ব্ববর্ত্তী

ব্যাপার না থাকিয়া তাহার পরবর্ত্তী হইয়াছে মাত্র! পূর্ব্বে অক্‌সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলণ্ড প্রচলিত * ধর্ম্মমত না মানিলে কেহ প্রবিষ্ট হইতে পারিত না। এক্ষণে সেই নিয়ম রহিত হইয়া ঐ বিদ্যালয়ের দ্বার সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিই অনবরুদ্ধ হইল। সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং 'পুয়রল' নামক দরিদ্রপালক আইনের তত্ত্বাবধানার্থ একটী বোর্ড বা সভা এই সময়েই সংস্থাপিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইউনাইটেডষ্টেটস্ মহারাজ্যের মধ্যে যখন অন্তর্বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া অতি তুমুল সংগ্রামকাণ্ড হয়, সেই সময়ে কি ইংলণ্ড, কি ফ্রান্স, কেহই উহার প্রতি উদার ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ফ্রান্স ঐ গৃহবিবাদের সুযোগ পাইয়া মেক্সিকো সাম্রাজ্যের উপর আপন হস্ত প্রসারিত করেন। মার্কিনেরা দক্ষিণীদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়া এবং সম্যক্ প্রকারে গৃহবিচ্ছেদ মিটাইয়া ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে এমনি ভয় প্রদর্শন করিল যে, তিনি আপন সৈন্য সামন্ত স্বদেশে প্রত্যানীত করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিতে পারেন নাই। ইহাতে তিনি বড়ই অপ্রতিভ এবং অপদস্থ হইয়া পড়েন। যখন প্রুসিয়া কর্ত্তৃক অষ্ট্রীয়ার বিমর্দ্দন হয় সে সময়েও সম্রাট নেপোলিয়ন নিতান্ত অকর্ম্মণ্য লোকের ন্যায় চুপ করিয়াছিলেন; তজ্জন্যও তাঁহার গৌরব অনেকটা ন্যূন হইয়াছিল। তাঁহার গৌরবের এতই ন্যূনতা হইয়াছিল যে, যখন তাঁহার সম্রাটশক্তি স্থায়ী থাকিবে না, এই বিষয়ে প্রজা সমূহের মত গ্রহণ করা হইল, তখন সৈনিকদিগের মধ্যেই ৫২ হাজার লোক তাঁহার প্রতি আপনাদিগের অনভিমতি প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব তৃতীয় নেপোলিয়ন আপনার গৌরব পুনঃসংস্থাপনের অভিলাষে একটা সামান্য ছল করিয়া প্রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঐ যুদ্ধই তাঁহার কাল হইল। প্রুসীয় সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া তাঁহার রাজ্য ছাইয়া ফেলিল, তাঁহাকে প্রতি সংগ্রামেই পরাভূত করিল এবং পরিশেষে সিডানের যুদ্ধে তাঁহাকে বন্দীকৃত করিল। সম্রাট বন্দী হইলে ফরাসীরা তাঁহার মুখ চাহিল না; উহারা প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিল। কিন্তু প্রুসীয়দিগের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া, রাজধানী প্যারিস

---

* ইহাতে বিশপদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে। ইহাকে এপিস্‌কোপেলীয় বা অ্যাংগ্লিকান বা এষ্টাব্লিশ্‌ড্ চার্চ্চ বলা হয়।

পর্য্যন্ত হারাইয়া পরিশেষে আলশেস এবং লোরেন নামক দুইটী প্রদেশ এবং ২০ কোটি পৌণ্ড নিষ্ক্রয় স্বরূপে প্রদান করিয়া তবে মুক্তি পাইল। প্রুসীয়রাজ প্রথম উইলিয়ম সম্মিলিত জর্ম্মনির প্রথম সম্রাট হইলেন। মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ বিসমার্কের এবং রণকৌশলবিৎ মোলটকির যত্ন সফল হইয়া তাঁহাদের স্বদেশ বিশিষ্ট গৌরবান্বিত হইল। ফ্রান্স হইতে প্রাপ্ত ধনেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এবং শিল্পোন্নতির বিশেষ ব্যবস্থা জর্ম্মনিতে করা হইয়াছিল।

ইংলণ্ডও আমেরিকার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই। মার্কিণেরা ভূয়োভুয়ঃ নিষেধ করাতেও ইংলণ্ড সে নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী দক্ষিণীদিগকে ইংলণ্ডে যুদ্ধপোত নির্ম্মাণ করিতে এবং তাহাদিগকে ইংলণ্ডের বন্দর সকলে আশ্রয় লইতে দিয়াছিলেন। ঐ পোতগুলির মধ্যে আলাবামা নামক একখানি রণতরী সর্ব্বাপেক্ষায় খ্যাতনামা হইয়াছিল এবং উহার দ্বারা মার্কিণদিগের অনেক বণিকপোত বিলুণ্ঠিত এবং বিনষ্ট হইয়াছিল। মার্কিণেরা এতদিন ধরিয়া সেই সকল ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিয়া আসিতেছিল। অনেক তর্কবিতর্কের পর ইংলণ্ডকে (জেনিভার সালিসি বিচারের রায় অনুসারে) স্বদোষ স্বীকার এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল এবং তিন কোটি পৌণ্ড ক্ষতিপূরণার্থে প্রদান করিতে হইল। *

যদিও ঐ ক্ষতিপূরণ করা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইয়াছিল, তথাপি উহাতে ইংরাজেরা আপনাদিগকে বড়ই অপমানিত জ্ঞান করিলেন এবং ঐ সময়েই মদ্য বিক্রয়ের কাল অবধারিত করিবার নিমিত্ত একটী ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়াতে গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিত্বে অনেকের বিরাগ জন্মিতে লাগিল। বস্তুতঃ ঐ সময়ে ইংলণ্ডের মধ্যে প্রজাতন্ত্রতার প্রতিই বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ফ্রেড্রিক হারিসন নামা এক ব্যক্তি ভবিষ্যোক্তি করিলেন যে, ইংলণ্ড এক সময়ে অবশ্যই প্রজাতন্ত্র হইবে; স্যর চার্লস ডিল্‌কি নামক রাজনৈতিক বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যে রাজা এবং রাজপরিবার পুষিতে ইংলণ্ডের অনেকটা অনর্থক অর্থ ব্যয় হয়; ঐ কথা লইয়া পার্লিয়ামেণ্টে যে তর্ক

* সমৃদ্ধিশালী ইংলণ্ডে মদ্য পান এতই অধিক যে আবকারীর বর্দ্ধিত আয় হইতেই এই ক্ষতিপূরণের টাকাটা অক্লেশে দেওয়া হইয়াছিল এবং রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী বলিয়াছিলেন "ইংরাজ জাতি আলাবামার গোলযোগ মদ খাইয়াই মিটাইয়া দিয়াছে!"

উপস্থিত হয়, তাহাতে ফসেট্‌ও প্রজাতন্ত্রের পক্ষতা স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিলেন। এই সময়ে কৃষিজীবিরাও ভোট দিবার অধিকার প্রার্থী হয়। টিক্‌বুর্ণের জাল ভূম্যধিকারীও এই সময়ে চৌদ্দ বৎসরের জন্য কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হয়। ১৮৭৩ অব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন মানবলীলা সম্বরণ করেন। জর্ম্মন সম্রাট্ তাঁহাকে অত্যল্প-কাল মাত্র বন্দীভাবে রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এবং তিনি সপরিবার ইংলণ্ডে আসিয়াই বাস করিতেছিলেন। এই বর্ষে বুলর লীটন (উপন্যাস রচয়িতা), লিবিঙষ্টোন (পর্য্যটক), জন ষ্টুয়ার্ট মিল (দার্শনিক) দেহ ত্যাগ করেন।

গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগের পর ডিস্‌রেলী প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তাঁহার সময়ের একটী ঘটনা আসান্টির যুদ্ধ। ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের স্থানে আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলে কতকটা ভূমি ক্রয় করিয়াছিল; ওলন্দাজেরা ঐ ভূমির জন্য আসান্টির রাজাকে বর্ষে বর্ষে কর দিত; ইংরাজেরা ঐ কর দিতে অস্বীকার করায় ১৮২৪ অব্দে একটী যুদ্ধ ঘটে; কিন্তু সেই যুদ্ধে ইংরাজদিগের পরাভব হয় এবং তাঁহাদিগের অনেক সৈন্য সেনাপতি সহ মারা পড়ে। কিন্তু ১৮৭৩ অব্দে সার গার্ণেট ওল্‌সী কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরাজ সৈন্য আসান্টির রাজাকে সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করিয়াছিল। কিন্তু আসান্টির অপেক্ষা প্রবলতর দুর্ভিক্ষ নামা যে শত্রু বাঙ্গালীকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে শত্রুও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুকের গুণে সম্যকরূপে উপশমিত হইয়াছিল; ঐ দুর্ভিক্ষে না খাইতে পাইয়া একটিও মহাপ্রাণীর মৃত্যু ঘটে নাই। দুর্ভিক্ষে ওরূপ প্রজাপালন আর কোথাও কখন হইয়াছে, ইহা ইউরোপীয় ইতিহাস বলিতে পারে না।

ডিসরেলী প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ন্যূন করিয়া উহাতে দ্বাদশজন মন্ত্রীর স্থান হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি রাজ্ঞী এনের সময়ে যে ব্যবস্থা প্রণীত হইয়া পাদ্রি নিয়োগের ভার বিষয়ীলোকের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, তাহা রহিত করিলেন। বস্তুতঃ এই সময়ে ইংলণ্ডের অভ্যন্তরে ধর্ম্মবিচ্ছেদের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। কেহ বলিত, বাইবেল গ্রন্থের যে শাসনবল তাহা অন্য কোথাও হইতে প্রাপ্ত নয়, উহা আত্মসম্ভূত; এই মতাবলম্বীদিগকে 'ইভাঞ্জেলিকাল' বলিত। 'ট্রাক্‌টেরিয়ন' দলের লোকেরা বলিত যে, বাইবেলের বল আত্মসম্ভূত নহে; উহা ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের ব্যাখ্যা সমুদ্ভূত। এই শেষোক্ত দল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়া এক সম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদী (ক্রিথিক্কর) অপর

সম্প্রদায় আচারী (রিটুয়ালিষ্ট) নাম প্রাপ্ত হয়। এই সকল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গোল-যোগ মিটাইবার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট সভায় একটী ব্যবস্থার প্রস্তাব হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোন্ এবং শালিস্‌বরি ঐ ব্যবস্থা প্রণয়নের বিরুদ্ধপক্ষ এবং ডিস্রেলী এবং হার্‌কোর্ট উহার সপক্ষ হইয়াছিলেন।

প্লিম্‌সন্ নামা একব্যক্তি একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, সমুদ্রগামী বণিক পোত সকলের বীমা (ইন্‌স্যুর) করিবার ব্যবস্থা থাকায়, ইংলণ্ডীয় বণিক সম্প্রদায় সমুদ্র গমনের অনুপযোগী, পুরাতন, ভগ্নপ্রায় জাহাজ সকল সমুদ্রে প্রেরণ করেন; কারণ জাহাজ সমুদ্রে ডুবিলেও তাঁহারা বীমা আফিস হইতে আপনাদিগের ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়া থাকেন; কিন্তু অভাগা নাবিকেরা যে একেবারে ধনে প্রাণে যায়, বণিকেরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। ইংলণ্ড বণিক-প্রধান দেশ; সেখানে বণিকবর্গের দোষ প্রকাশ করা অসীম সাহসের কর্ম্ম। প্লিন্‌সন্ সাহেবের উপর অনেকেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ঐ ভাব দিনকয়েক মাত্র থাকিল; সত্যের জয় হইয়া গেল এবং বণিক পোত সম্বন্ধীয় একটী বিশেষ বিধিব্যবস্থাপিত হইল। যে সময়ে ডিস্‌রেলি এই সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া লইতেছিলেন, সেই সময়ে গ্লাডষ্টোন্ আপন দলের কর্ত্তৃত্ব হার্টিংটনের হস্তে সমর্পণ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

গ্লাডষ্টোন রাজকার্য্য বিষয়ে পরিশ্রমী, সূক্ষ্মদর্শী এবং পরিণামদর্শী ব্যক্তি; তিনি জাঁক জমকের কিছুমাত্র পক্ষপাতী নহেন; কি করিলে প্রজাদিগের ইচ্ছানুযায়ী প্রকৃত কার্য্য হইবে তিনি এই বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি করিয়া চলিতেন। ডিস্‌রেলি ও প্রকৃতির লোক ছিলেন না। নূতন নূতন কাজে হাত দিয়া আপনার উদ্ভাবনা শক্তির খ্যাপনেই ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে বলেন, "ইংলণ্ড যতটা আসিয়িক রাজ্য ততটা ইউরোপীয় রাজ্য নহে;" এই বলিয়া মিশরের ঋণগ্রস্ত খেদিবের স্থানে সুয়েজ প্রণালীর পৌনে দুই লক্ষ সেয়ার ৪০ লক্ষ পৌণ্ড দিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য ক্রয় করিলেন। তাহার পর "দক্ষিণ-আফ্রিকা-সমিতি" নামক সমিতি স্থাপন করিয়া ইতিহাসবেত্তা ফ্রুডকে তাহার কর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সমিতির উদ্দেশ্য হইল আফ্রিকার ঐ খণ্ডের শাসন-প্রণালী এবং বিচার-প্রণালীর সংশোধন করা; ফলে কিছুই

হইল না। ডিস্‌রেলিই রাজ্ঞীপুত্রকে ভারতবর্ষে আসিবার পরামর্শ দেন; লর্ড লিটন বাহাদুরকে গবর্ণর জেনেরাল করিয়া পাঠান; এবং মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ভারতবর্ষের এম্‌প্রেস্ (সম্রাজ্ঞী) উপাধি গ্রহণ করা।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর তুরস্ক সম্রাজ্যের অন্তর্গত হের্জগোবিনিয়া প্রদেশে (১৮৬২) এবং ক্রীট দ্বীপে (১৮৬৭) রাজবিদ্রোহ হইয়াছিল। তুরস্ক সুলতান ইংলণ্ডের মিত্র; যাহাতে অষ্ট্রীয়া ঐ বিদ্রোহকারীদিগের পক্ষতাবলম্বন না করে, তজ্জন্য তিনি ইংলণ্ডকে অনুরোধ করিতে বলেন; ঐ কথার উত্তরে তুরস্ককে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, কালবিলম্ব না করিয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশিষ্ট বল প্রয়োগ করা হউক। তুরস্ক তাহাই করিলেন; বিদ্রোহীদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইল। এই সময়ে অষ্ট্রীয়ার প্রধান মন্ত্রী 'কৌণ্ট আণ্ড্রাসি' একটী মন্তব্যলিপি প্রচারিত করিয়া তাহাতে জর্ম্মণি এবং রুসিয়ারও স্বাক্ষর করাইলেন। মন্তব্যলিপির মূল তাৎপর্য্য এই যে, তুরস্কের সুলতান তাঁহার খৃষ্টীয় প্রজাব্যূহকে ন্যায়পরতা সহকারে পালন করিতে বাধ্য। ফ্রান্স এবং ইটালী ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিল। তুরস্কের সুলতান ঐ লিপি পাইয়া আপনার অঙ্গীকৃতি প্রকাশপূর্ব্বক ইংলণ্ডকে অনুরোধ করিলে, উহাতে ইংলণ্ডেরও স্বাক্ষর হইল। ফল কথা, নানা কারণে তুরস্কের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া রহিল যে, ইংলণ্ড তাহার সহায় এবং পৃষ্ঠপূরক হইবেন এবং সেই বিশ্বাসে ইংলণ্ডের প্রদত্ত পরামর্শানুসারে তুরস্ক বিদ্রোহ দমনে বিলক্ষণ উগ্রভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। রাজবাটীর বিপ্লবে সুলতান আবদুল আজিজ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আত্মহত্যা করিলে সুলতান মুরাদের তিনমাস মাত্র রাজত্ব করার পর আবদুল হামিদ রাজা হইলেন। বুলগেরিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ দমনে বহু প্রাণহানি হইল। ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত একজন কর্ম্মচারী সংবাদ দিলেন যে, একটীমাত্র প্রদেশে (ফিলিপোপোলিসে) বার হাজার লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব আর শাস্ত্রীয় বিচার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি তুরস্কদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া সমস্ত দেশকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। ডিস্‌রেলী এই সময়ে (১৮৭৬ খৃঃ) আর্ল অব বীকনসফীল্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়া হৌস্ অব লর্ডস সভায় চলিয়া গেলেন। ইংলণ্ডের প্রধান দুই বাগ্মীর লড়াই আর সেই অবধি দৃষ্টিগোচর হইল না।

১৮৭৬ অব্দে সর্বিয়া এবং মণ্টিনিগ্রো নামক দুইটী প্রদেশ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইংলণ্ড টালমটাল করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন সর্বিয়া পরাজিত হইল, তখন সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তুরস্ক আর ইংলণ্ডের কথা শুনিল না। ১৮৭৭ অব্দে রুসিয়ার সেনা সর্বিয়ার সাহায্যে তুরস্ক রাজ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তুরস্কের সৈন্যগণ ওসমান পাসা কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হইয়া 'প্লেব্‌না' নগরে ব্যূহ স্থাপনপূর্ব্বক রুসীয়দিগকে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত করিল। পরিশেষে সামরিক ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল টডলিবেনের পরিচালনায় রুসীয়েরা প্লেবনার চতুর্দ্দিকে পরিখা প্রস্তুত করিয়া দাঁড়াইলে ঐ তুর্ক সৈন্যকে আহার্য্যাভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হয় এবং সিপকা গিরিবর্ত্মের যুদ্ধে বিজয়ী রুসীয়েরা স্তাম্বুল রাজধানীর পথ উন্মুক্ত দেখিতে পাইল। অগত্যা তুরস্ক সুলতান 'সানষ্টেফানোর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সাম্রাজ্যান্তর্গত খৃষ্টীয় প্রজাসমূহের স্বাধীনভাব স্বীকার করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[সাইপ্রস্ লাভ—আইরিস্ সদস্যদিগের কৌশল—আবদুররহমান—জুলু যুদ্ধ—মন্ত্রী পরিবর্ত্ত—আইরিস ভূমিসমিতি—মিশরের যুদ্ধ—সুদানের যুদ্ধ—আয়র্লণ্ডের স্বাতন্ত্রিকতার প্রস্তাব—লর্ড সালিসবরীর মন্ত্রিত্ব—আফগাণস্থানের সীমা নির্দ্দেশ—ব্রহ্মরাজ্য বিজয়—উপনিবেশিকদিগের সহিত সম্মিলনের কথা—জুবিলির মহোৎসব—ধর্ম্মঘট—আয়র্লণ্ড শাসন—আফ্রিকা বণ্টন—ফরাসী উৎসব—শ্রমসম্মিলনী—ত্রৈরাজ্যিক সন্ধি—রৌপ্যের মূল্য হ্রাস—মুক্তিফৌজের ব্যবস্থা মনিপুরের যুদ্ধ!]

ইংলণ্ড সানষ্টেফানোর সন্ধিপত্রের সকল কথায় সম্মতি খ্যাপন করিলেন না। ইংলণ্ডের ভূমধ্যসাগরস্থিত পোতবাহিনী তুরস্কের সমীপাগত হইল; ভারতবর্ষীয় সিপাহী সমূহ মালটা দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইল। এমন সময়ে প্রুসীয় রাজমন্ত্রী বিসমার্ক বলিলেন যে তিনি স্বয়ং মধ্যস্থতা করিবেন। সকল প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাজ্য হইতে বার্লিন মহানগরে অধ্যক্ষ সভায় প্রতিভূ প্রেরিত হইল। ডিস্‌রেলী সাহেব ইংলণ্ডের প্রতিভূ হইয়া গেলেন এবং তুরস্কের সাইপ্রস্ দ্বীপটা লইয়া রুসিয়ার সহিত তুরস্কের সন্ধিপত্রে ইংলণ্ডের সম্মতি প্রদান করিলেন; ঐ সুযোগে অষ্ট্রীয়ারও বসনিয়া এবং হর্জ্জগোবিনা প্রদেশ দুইটী লাভ হইল; রুসিয়াও বেসারেবিয়া এবং বাটুম পাইলেন। মুখে নিরপেক্ষ

থাকিলেও কার্য্যে রুস-তুরস্ক যুদ্ধের সময় জর্ম্মণি রুসিয়ার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। জর্ম্মণি ঘোষনা করিয়া দেয় যে পোলণ্ডে বিদ্রোহ হইলে জর্ম্মণ সৈন্য বিদ্রোহ দমন করিয়া দিবে; ইহাতে রুসীয়েরা নির্ভয়ে পোলণ্ডস্থিত কয়েক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে পাঠাইতে পারে।

আইরিস নেতা পার্ণেল এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের আইরিস সভ্যবর্গকে বুঝাইলেন যে, ইংলণ্ডের সমস্ত ব্যবস্থাপন কার্য্যে বাধা দিয়া চলিলে পার্লিয়ামেণ্টকে অবশ্যই দায়ে পড়িয়া তাঁহাদিগের কথা শুনিতে হইবে। আইরিস সভ্যেরা পার্ণেল সাহেবের এই কথাঅনুযায়ী চলিয়া ক্রমে এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া সপক্ষ করিতে না পারিলে, কোন রাজমন্ত্রীই আর পার্লিয়ামেণ্টে কোন ব্যবস্থা মঞ্জুর করাইতে পারিলেন না।

রুসিয়া হইতে কাবুলে একজন রাজদূত আসিয়াছিল। এই জন্য ভারতবর্ষ হইতেও তথায় একটী দূত প্রেরিত হইল। আমীরের সহিত পূর্ব্বাহ্নে ঐ দূত পাঠাইবার কোন কথা না থাকায়, পথের এক জন আফগান কিল্লাদার তাঁহার গতিরোধ করে। সেজন্য গবর্ণর জেনারেল লর্ড লীটনের অনুজ্ঞায় কাবুলাধিপতি শের আলির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য প্রেরিত হইল। আমীর শের আলি যুদ্ধে হারিলেন এবং য়াকুব খাঁ তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 'গণ্ডামকে' যে সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হইল, তদনুসারে ইংরাজেরা বর্ষে বর্ষে ষাটি হাজার পৌণ্ড য়াকুব খাঁকে দিতে সম্মত হইলেন এবং একজন রাজদূত কাবুলে থাকিবে অবধারিত হইল। সার লুই কাবাগ্ণারি ঐ দৌত্যে নিযুক্ত ,হইয়া কাবুলে গেলেন। কাবুলীরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলে আবার যুদ্ধ বাধিল। য়াকুব খাঁ হারিলেন এবং বন্দীকৃত হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। তাঁহার ভ্রাতা আয়ুব খাঁ 'মেওয়াণ্ডে'র যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেও তিনি অতি সত্বরেই বিতাড়িত হইলেন। তখন আবদর রহমান খাঁকে আমিরী দেওয়া হইল।

আফ্রিকার দক্ষিণভাগে কেপ কলনিতে যে ওলন্দাজ উপনিবেশ ছিল, তাহাতে ইংরাজদিগের অধিকার হয় (১৮০৬ খৃঃ)। তখন কতক ওলন্দাজ বংশীয় 'বোয়ার'রা ঐ স্থানের উত্তরে অরেঞ্জ ফ্রীষ্টেটে এবং ট্রান্সভালে সরিয়া গিয়া বাস করে। তাহারা ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়া (১৮৭৭ খৃঃ) বলিল যে, আমাদের উত্তর সীমায় যে বলবান এবং সাহসী আদিম নিবাসী জুলু

জাতীয়েরা বাস করে, তাহারা সম্মিলিত এবং প্রবল হইয়া কতকটা ভূমির অধিকারিত্ব লইয়া বিবাদ করিতেছে; অতএব বিবাদ যাহাতে মিটিয়া যায়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় বিধান করুন। ইংলণ্ড হইতে একজন কমিশনর নিযুক্ত হইয়া গেলে, তিনি বলিলেন যে, জুলুরা যে ভূমিখণ্ডের দখল চাহিতেছে, তাহা উহাদের প্রাপ্য। কিন্তু কেপ কলনির গবর্ণর "ফ্রীয়র" সাহেব, যিনি পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের গবর্ণর ছিলেন, তিনি ঐ ন্যায় বিচারে সম্মত না হইয়া জুলুদিগের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। প্রথম যুদ্ধে (ইসানডুলায় ১৮৭৯ খৃঃ) ইংরাজেরা হারিলেন। পরে তাঁহাদিগের জয় হইল এবং জুলুরাজ 'সেটেয়ো' রণবন্দী হইয়া ইংলণ্ডে নীত হইলেন।

জুলুযুদ্ধে ৭॥০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ১৮৭৯ অব্দে গ্লাডষ্টোন বলেন যে, সাইপ্রস্ এবং ট্রান্সভাল অন্যায় উপায়ে প্রাপ্ত; উহাদের ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। বাহিরের এই সকল ঝঞ্চাট ক্রমশঃ বহুমুখ হইতেছে দেখিয়া ইংরাজেরা কনসারবেটিব সম্প্রদায়ের মন্ত্রিত্বে একটু বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং ১৮৮০ অব্দে গ্লাডষ্টোন পুনর্ব্বার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। বোয়ারেরা বিদ্রোহ করিল; ইংরাজেরা 'লেয়াংনেক' এবং 'মাজুবার' যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। মুষ্টিমেয় বোয়ারদিগের বিক্রমে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মহাত্মা গ্লাডষ্টোন তাহাদের স্বাধীনতা দান করিলেন (১৮৮১)।

আয়র্লণ্ডের জমিদার এবং রাইয়তদিগের মধ্যে যে বিবাদ নিরন্তর চলিয়া আসিতেছিল তাহা মিটাইয়া দিবার নিমিত্ত রাইয়তদিগকে অনেকানেক অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু বিবাদ মিটে নাই। 'লাণ্ডলীগ' অর্থাৎ ভূমি সমিতি নামে একটী প্রকাণ্ড সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া পার্ণেল প্রমুখ আইরিশ নীতিজ্ঞেরা স্বদেশের নিমিত্ত একটা স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আয়র্লণ্ডের নেতৃগণ যেমন স্বদেশে জাতীয় ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছিলেন, সেইরূপ মিশর দেশেও জাতীয়ভাব সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত একটী সম্প্রদায় জন্মিয়াছিল। ইহারা বলিত যে মিশরের অধিপতি খেদিব ক্রমে ক্রমে দেশটীকে বৈদেশিক বণিকবর্গের পদাবনত করিয়া ফেলিয়াছেন, অতএব তাঁহার কর্ত্তৃত্ব যাহাতে না থাকে তজ্জন্য চেষ্টা করা বিধেয়। কিন্তু ইংরাজ এবং ফরাসী বণিকদিগেরই

অধিক টাকা মিশরের খেদিবকে ঋণ দেওয়া ছিল। অতএব খেদিবের কর্ত্তৃত্বলোপে পাছে তাঁহাদের ক্ষতি হয়, এই ভয়ে ঐ বণিকেরা কথা তুলিলেন যে আরবী পাশা প্রমুখ মিশরের জাতীয় দল সুয়েজ প্রণালীর বাণিজ্য লোপ করিবে। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট খেদিবকে সাহায্য প্রদানের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ ফরাসীরা কিছুই করিল না; ইংরাজদিগের পোতবাহিনী হইতে গোলা-বৃষ্টি হইয়া 'আলেকজাণ্ড্রিয়া' মহানগরীকে প্রধ্বস্ত করিল, এবং ইংরাজ সৈন্যদল ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ হইতে গিয়া মিশরীয়দিগকে "তেল এল কাবিরের যুদ্ধে পরাভূত করিল।

ইংরাজেরা মিশরে লব্ধ প্রবেশ হইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। মিশরের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী সুদান নামক সুবিস্তৃত প্রদেশের কিয়দংশ ক্রমশঃ মিশ-রের অধিকৃত হইয়াছিল (১৮২০-৭৫)। সেই প্রদেশের আরব বংশোদ্ভব অতি সাহসিক জনসমূহ 'ইমাম মেহেদি' উপাহিত একজন উপদেষ্টার মতাবলম্বী হইয়া খেদিবেব বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল এবং ইংরাজ সেনাপতি হিকস্ পাশা পরি-চালিত একটী মিশরীয় সৈন্যদলকে বিনষ্ট করিল (১৮৮৩ খৃঃ)। জেনারেল গর্ডন যিনি চীন গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিয়া টাইপিং বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে খেদিবের অধীনে সুদানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সকল অবস্থা বুঝিবার জন্য খার্টুমে প্রেরিত হইলেন। মেহেদির লোকে খার্টুম দখল করে এবং তাঁহাকে হত্যা করে (১৮৮৫)। জেনারেল উলস্‌লি তাঁহার রক্ষার্থ যে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার সহিত মেহেদির সৈন্য সম্মুখ সংগ্রাম করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। গর্ডন নিহত হইয়াছেন শুনিয়া জেনারেল উলসলি পথ হইতে ফিরিয়া গেলেন।

আয়র্লণ্ড দেশকে কতকটা স্বাতন্ত্রিকতা প্রদানে গ্লাডষ্টোন প্রমুখ মন্ত্রিবর্গের ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, আয়র্লণ্ডের জন্য একটী পার্লিয়ামেণ্ট সভা ডবলিন নগরে সংস্থাপিত হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে যে সকল ইংরাজের ভূমিসম্পত্তি আয়র্লণ্ডে আছে তাহাদিগের ক্ষতি-পূরণার্থে অনেক টাকা দিতে হইবে; আর আয়র্লণ্ডের উত্তরাঞ্চলে অলষ্টর প্রদেশবাসী প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বীদিগের প্রতি উৎপীড়ন হইবে; পৃথক পার্লিয়া-মেণ্ট হইলে আয়র্লণ্ড পৃথক হইয়া যাইবে, এইরূপ আশঙ্কাসমূহ দেখাইয়া প্রধান

মন্ত্রীর বিপক্ষেরা তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাইলেন। লিবারেল দলের মধ্যে কতক লোক আপনাদের 'ইউনিয়নিষ্ট' বা সম্মিলনের পক্ষ নাম দিয়া গ্লাডষ্টোনের প্রতিকূল হইয়াছিলেন।

লিবারেল সম্প্রদায় সম্ভূক্ত লর্ড হার্টিংটন এবং চেম্বারলেন তথা সুপ্রসিদ্ধ জন ব্রাইট আপনাদের দলবল লইয়া গ্লাডষ্টোনকে পরিত্যাগ করাতে মন্ত্রী পরিবর্ত্ত ঘটিল; টোরিদলের নেতা লর্ড সালিসবরি মন্ত্রী হইলেন। কিন্তু মন্ত্রী পরিবর্ত্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বাহ্য রাজনীতির কোন ইতর বিশেষ ঘটিল না। গ্লাডষ্টোন যেমন রুসিয়ার অনুকুল ভাবে চলিতেন, ইহাঁরাও সেইরূপভাবে চলিলেন। বুলগেরিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডারকে রুসীয়েরা সিংহাসনচ্যুত করিল; ইহাঁরা তাহাতে উচ্চবাচ্য করিলেন না। রুসীয়েরা আফগানিস্থানের উত্তর পশ্চিম সীমা যে প্রকারে নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছিল, সেইরূপেই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। গ্লাডষ্টোনের সময়ে মিশর অধিকার করা হইয়াছিল; সে অধিকার বজায় রহিল। অধিকন্তু টোরিরা ব্রহ্মরাজ্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিলেন (১৮৮৬ খ্রীঃ) এবং চিনীয়দিগের নিকট একটু ন্যূনতা স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মদেশ আপনাদিগের কবলে রাখিলেন।

ইংলণ্ডের রাজনীতিতে এক্ষণে প্রধানতঃ একটী বিষয়ের আলোচনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংলণ্ডের উপনিবেশ অনেক; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর কখনই সূর্য্য অস্তগমন করেন না, একথাটী অত্যুক্তি নহে, স্বরূপ কথা; সেই সুবিস্তৃত এবং সুসমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশগুলি পরস্পর দৃঢ় সম্বন্ধ থাকে, কখন বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, ইহার প্রকৃত বন্দোবস্ত কি প্রকারে হইতে পারে, তাহারই চিন্তা অনেক দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের মানসে উদয় হইয়াছে; যদি কোনকালে ইহা সুসম্পন্ন হইয়া উঠে, তবে এই মহারাজ্যের প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন-শক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইবে এবং কেবল বৈদেশিক রাজনীতি একীভূত করিয়া অপর সকল বিষয়েই প্রত্যেক অংশকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। ভূতপূর্ব্ব ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সমুদায় লাটিন জাতীয় লোকদিগকে একমতাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; প্রুসিয়ার মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ বিসমার্ক সমুদায় টিউটোনিক জাতীয় লোকদিগকে একচ্ছত্রাধীন করিবার যত্ন করিয়া কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন; রুসিয়ার সম্রাট মহাত্মা পীটর হইতে এ পর্য্যন্ত স্লাভোনীয়দিগকে

সম্মিলিত করিবার উদ্যোগ চলিয়া আসিতেছে; যদি ইংরাজেরা আপনাদিগের সাম্রাজ্য জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন, তবে সেই সাম্রাজ্য অপরাপর জাতীয়ের সাম্রাজ্য অপেক্ষা যে কেবল অধিক বিস্তৃত এবং বলশালী হইবে তাহা নহে, ইহার অন্তর্ভূত স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর বহুল প্রসারতা নিবন্ধন ইহা অপর সকল সাম্রাজ্যের আদর্শীভূতও হইবে। তদ্বারা ইংলণ্ড চিরকালাবধি রাজনীতি বিষয়ে যেমন অপর সকল ইউরোপীয় জাতির শিক্ষাদাত্রী হইয়া আছেন, ভবিষ্যতের রাজনীতি সম্বন্ধেও তাহাই থাকিবেন। ইহার দুইটী অন্তরায় আছে। ইংরাজ ইংরাজ ভিন্ন অপর কাহাকেও স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না; এবং ইংরাজ উপনিবেশিকেরা মাতৃভূমির সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য অধিককাল ধরিয়া কোন প্রকারের স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন না। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার চরিত্রগুণে তিনি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালের (১৮৮৭ খ্রীঃ) পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়াতে তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া আনন্দোৎসব (জুবিলি) হইল। এই উপলক্ষে সর্ব্বত্রই অনেক অর্থব্যয় এবং অনেক সদনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মহাসাম্রাজ্যের কোন ভাগ অপেক্ষা উহা ভারতবর্ষে ন্যূন হয় নাই।

জুবিলির পর বৎসর হইতেই ইংলণ্ডে একটী আভ্যন্তরিক উপদ্রব প্রবলরূপ ধারণ করে। তথাকার মূলধনীরা শ্রমজীবীদিগকে উপযুক্ত পরিমাণ বেতন দিতেন না; এই জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রমজীবীরা মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য ছাড়িয়া দিতেছিল; কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্বে অর্থাভাবে ধর্ম্মঘটকারীরা সত্বরেই মূলধনীদিগের বশতাপন্ন হইয়া পড়িত। পূর্ব্ব হইতেই চাঁদা করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করায়, ইদানীন্তনকালে ধর্ম্মঘটগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী ও প্রায়ই কতকটা কার্য্যকারী হইতেছে। জাহাজের নাবিক, ডকের মুটে, কারখানার এবং রেলওয়ের কর্ম্মী প্রভৃতির মধ্যে ধর্ম্মঘট হইতে হইতে পুলিস ও পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারী মধ্যেও ধর্ম্মঘট বাধিবার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল; দুই এক দল সৈনিকও সামান্যরূপ অবাধ্যতা দেখাইয়াছিল। অশান্ত ইউরোপীয়দিগের সমাজবন্ধন প্রণালীর মৌলিক দোষ হইতেই এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে; সুতরাং এই সকল ব্যাপার স্থায়ীরূপে উপশান্ত হইবার নহে।

আয়র্লণ্ডে কঠোররূপে ফৌজদারী আইন চালাইয়া, এমন কি পার্লিয়ামেন্টের

কয়েকজন আইরিশ সভ্যকেও জেলে পাঠাইয়া, টোরি কর্তৃপক্ষীয়েরা আয়র্লণ্ডের দাঙ্গাহাঙ্গামা অনেকটা থামাইয়াছিলেন; আইরিশ দলপতি পার্ণেলের মৃত্যু হওয়াতে স্বায়ত্তশাসনের দলও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

ইংরাজ, ফরাসী, পোর্টুগীজ, জর্ম্মণ, ইটালীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতীয়েরা দাসব্যবসায়ের বিলোপ ও বাণিজ্য বিস্তারের উল্লেখ করিয়া প্রায় সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশটী বণ্টন করিয়া লইলেন! ষ্টানলি এবং এমিনপাশা আফ্রিকার মধ্যভাগ আলোড়িত করিয়া ফিরিলেন। যে সকল অংশে তখনও কোন ইউরোপীয়ের পদার্পণ হয় নাই তাহাও অক্ষ এবং দ্রাঘিমা ধরিয়া সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া হইল। জর্ম্মণেরা ও ইংরাজেরা পূর্ব্ব আফ্রিকায় জাঞ্জিবারের সুলতানের সাম্রাজ্যটী ভাগ করিয়া ইজারা লইলেন। আফ্রিকায় অধিকার বিস্তার ইংরাজদিগেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তখন জমির উপলক্ষে পোর্টুগালের সহিত ইংরাজদিগের যে বিবাদ হয়, তাহা আপোষেই মিটিয়া গেল।

১৮৮৯ অব্দে পারিস নগরীতে ফরাসী-বিপ্লবের শত সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটী অপূর্ব্ব প্রদর্শনী খোলা হয়। ফরাসী ইঞ্জিনিয়র 'ইফেল' তথায় একটি লৌহময় উচ্চ জয়স্তম্ভ প্রস্তুত করেন। ইউরোপীয় রাজারা কেহই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ উৎসবে যোগ দেন নাই; কিন্তু প্রায় সকল দেশ হইতেই শিল্পজাত ও দর্শকবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল।

জর্ম্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম শ্রমজীবীদিগের ধর্ম্মঘটাদির অনুষ্ঠান দেখিয়া সকল ইউরোপীয় ও আমেরিক রাজ্যের প্রতিনিধি আহ্বানপূর্ব্বক শ্রমজীবীদিগের অবস্থা কিসে উন্নত হয় তাহার সাধারণ ব্যবস্থা স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারখানায় বালকদিগের ব্যবহারের হ্রাস এবং পূর্ণবয়স্কদিগের শ্রমকাল নির্দ্ধারিত রাখা জন্য সকল দেশেই যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত, ইহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। সেই সময় হইতে ইংলণ্ডের কারখানা আইন ভারতবর্ষেও কিয়ৎপরিমাণে প্রচালিত হইয়াছে।

ফরাসীরা আল্‌শেস ও লোরেন প্রদেশদ্বয় জর্ম্মণির গ্রাস হইতে পুনরুদ্ধারের জন্য সমর সজ্জায় নিরত আছে; রুসিয়াও সমস্ত স্লাভজাতীয়দিগকে আপনার অধিনায়কতার মধ্যে আনিতে চায়। এই দুই জাতির আকাঙ্ক্ষা হইতে ইউরোপের শান্তি হানি হইবার সম্ভাবনা উল্লেখে জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া ও ইটালি পরস্পর

দৃঢ়রূপে সন্ধিবদ্ধ হয় (১৮৮২)। ফরাসীরা টিউনিস অধিকার করায় (১৮৮১ খৃঃ) ইটালীর ঐ প্রদেশ অধিকার সম্বন্ধে আশা ভঙ্গ হয় এবং সেই জন্য চিরশত্রু টিউটন শক্তি অষ্ট্রীয়ার দলে সাময়িক ক্রোধভরে গিয়া পড়ে; নচেৎ লাটিন ফ্রান্সই উহার স্বাধীনতা সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছিল এবং অষ্ট্রীয়ার অধীন ডালমেসিয়া প্রভৃতি ইটালীয়ের অধ্যুষিত প্রদেশগুলির প্রাপ্তি জন্যই তীব্র জাতীয় আকাঙ্ক্ষা।

জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন উঠাইয়া দেওয়ায় এবং ইংরাজেরা স্বর্ণ রৌপ্যের আপেক্ষিক মূল্য স্থির রাখিবার চেষ্টায় অপর রাজ্যের সহিত যোগ না দেওয়ায় রৌপ্যের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস হয়। মার্কিণেরা এবং ফ্রান্স প্রমুখ লাটিন রাজ্যগুলি বেলজিয়াম, রুমানিয়া, গ্রীস, পোর্টুগাল, স্পেন, ইটালী স্বর্ণের মূল্য তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় রৌপ্যের ষোলগুণ থাকে তাহার জন্য চেষ্ট· করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

শ্রমজীবীদিগের অসন্তোষ আধুনিক ইউরোপের একটী প্রধান সমস্যা। উহারা আপনাদের অবস্থার উন্নতির জন্য নানা প্রকার সমিতি স'ঘটন ও মধ্যে মধ্যে উপদ্রব করে। সদাশয় ব্যক্তিগণ ইয়ুরোপীয় অযথা ধন বিভাগের দোষ সংশোধনার্থ "দানধর্ম্মের" আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছেন—ইংলণ্ডে মুক্তি ফৌজ নামক খৃষ্ট সম্প্রদায়ের নেতা 'বুথ' শ্রমজীবীগণের জন্য আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছেন। অনেক স্বাস্থ্যকর ভাল বাড়ী (পিপল্‌স্ প্যালেশেস্) প্রস্তুত হইয়াছে।

মধ্য এসিয়ায় রুসিয়ার প্রাবল্য দর্শনে ভারতবর্ষ সুরক্ষিত রাখিবার উদ্দেশে কাশ্মীরের উত্তরভাগে গিলঘিট প্রদেশে ইংরাজসৈন্য স্থাপিত হয় এবং বেলুচিস্থানের এবং আফগানিস্থানের পূর্ব্বাংশে পার্ব্বত্য পথগুলির মুখে প্রভূত অর্থব্যয়ে গিরি দুর্গাদি নির্ম্মিত হয়। মণিপুরের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ তথায় রাষ্ট্রবিপ্লব করায় এবং তথায় আসামের কমিসনার প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিহত হওয়ায় ইংরাজরাজ সামান্য যুদ্ধের পর উক্ত সেনাপতিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং মণিপুরে নূতন বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করেন (১৮৯১ খৃঃ)। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে আর কোন স্বাধীন রাজ্যের ব্যবধান রহিল না।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মন্ত্রী পরিবর্ত্তন—ক্রীটে বিদ্রোহ—গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ—দ্বিতীয় জুবিলি—"বৃহত্তম ইংলণ্ড" স্থাপনে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা—মুদান অধিকার—ফাশোদা—দ্বিরাজ্যিক সন্ধি—ট্রান্সভাল—বোয়ার যুদ্ধ—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু—সপ্তম এডোয়ার্ড—দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলিত প্রদেশ—সেনাপতি বোথা—চীন জাপানের যুদ্ধ—বক্সার বিদ্রোহ—রুস-জাপান যুদ্ধ—ফ্রান্সের সহিত প্রীতি স্থাপন—রুসিয়ার সহিত সন্ধি বন্ধন—জর্ম্মণির শিল্প ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি—পঞ্চম জর্জ্জ—বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ—দিল্লীর দরবার—বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ—পার্লিয়মেণ্ট আইন—হোমরুল বিল—অলষ্টারের উগ্রতা—উপনিবেশগুলির সহিত ঘনিষ্টতা—আকাশগামী পোত—হেগ মধ্যস্থ আদালত—তুর্ক ইটালীর যুদ্ধ—ট্রিপলি—বলকান যুদ্ধ—বুলগেরিয়ার সহিত গ্রীস ও সার্বিয়ার যুদ্ধ—জর্ম্মণির বিস্তারলাভ জন্য উদ্যোগ—অষ্ট্রীয়ার সার্বীয় বিদ্বেষ—অষ্ট্রীয় যুবরাজের হত্যা—ইউরোপের মহাযুদ্ধ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া, ইটালী, জাপান, রুমেনিয়া, পোর্টুগাল ও মার্কিন যুক্তরাজ্য প্রভৃতির সহিত জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া বুলগেরিয়া ও তুরস্কের যুদ্ধ—কোয়ালিসন মন্ত্রীদল—জর্ম্মণ উপনিবেশগুলির অধিকার—মিশরে সুলতান নিয়োগ—প্যালেষ্টাইনে ও মেসোপটে-মিয়ায় যুদ্ধ—রুসিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব—ইংলণ্ডের ধন লোকবল—জর্ম্মনের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে ভদ্রতা ত্যাগ।

গ্লাডষ্টোন চতুর্থবার প্রধান মন্ত্রী হইয়া পুনরায় আয়র্লণ্ডে স্বায়ত্বশাসন (হোমরুল) প্রস্তাব করিয়া চাহিলেন যে, কানেডা প্রভৃতির ন্যায় আয়র্লণ্ডে পৃথক পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপিত হইলেও সাম্রাজ্যের (ইম্পিরিয়াল) পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় আইরিশ সভ্য লওয়া হয়। লর্ড সভা প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে গ্লাডষ্টোন পদত্যাগ করেন (১৮৯৩ খৃঃ)। তাঁহার পর যথাক্রমে লর্ড রোজবেরি এবং লর্ড সালিস-বরি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

আর্ম্মিনীয়দিগের বিদ্রোহ দমন (১৮৯৬) উপলক্ষে তুর্ক সুলতান ভীষণ হত্যা-কাণ্ড করাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ হয়। পর বৎসর ক্রীট দ্বীপ বাসীরা বিদ্রোহ করে। গ্রীস উহাদের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করিলে গ্রীসতুরস্ক যুদ্ধ হয়। তাহাতে গ্রীকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। ইয়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ অশান্ত ক্রীটের শাসনভার গ্রহণ করেন (১৮৯৭)। এই যুদ্ধে তুরস্ক উচ্চশ্রেণীর জর্ম্মন সেনাপতিদিগের উপদেশের সাহায্য পাইয়াছিলেন।

ঐ বৎসরেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের ষষ্টিবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় দ্বিতীয় জুবিলি উৎসব হয়। স্বাধীন মার্কিনেরাও দেশময় সভা করিয়া মহারাণীর

গুণানুবাদ এবং আনন্দ প্রকাশ করে। তাহাতে অনেক ইংরাজের মনে সমগ্র ইংরাজীভাষা-ভাষীগণের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্মিলনের এবং পৃথিবীর উপর তাঁহা-দের অখণ্ড কর্ত্তৃত্বের আশার সঞ্চার হয়। বাস্তবিকই উত্তর আমেরিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইংরাজী-ভাষীদিগের অপরিমিত বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ হইয়া গিয়া-ছিল এবং শিল্পে, বাণিজ্যে ও রাজ্য বিস্তারে উহাঁরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী ইতিমধ্যেই হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ের ২০ বৎসর পূর্ব্বে অনেক ইংরাজ রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের বৃদ্ধিতে ভয় পাইতেন এবং কোন কোন অংশ ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল এরূপ মতও প্রকাশ করিতেন; এক্ষণে সেরূপ্ কথা কোন ইংরাজ রাজনৈতিক বলিলে তাঁহাকে "ক্ষুদ্র ইংলণ্ডীয়" (লিটল্ ইংল্যাণ্ডার) নাম দেওয়া হইতে লাগিল। "বৃহত্তর ব্রিটেনের" (গ্রেটার ব্রিটেন) কথাই সকলের মুখে শুনা যাইতে লাগিল। "শ্বেতকায়ের গুরুতর ভার" (হোয়াইট ম্যানস্ বার্ডন) অর্থাৎ পৃথিবীর সকল রাজ্যের ভারই অগত্যা শ্বেতকায়দিগকে বহন করিতে হইতেছে এবং ক্রমশঃ তাহা আরও করিতে হইবে এ কথা উঠিল। এই উপলক্ষে আফ্রিকা মহাদেশটীও যাহাতে অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় পূর্ণভাবে ইংরাজ উপনিবেশিকদিগের জন্য লাভ হয় এবং কায়রো হইতে উত্ত-মাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ইংরাজাধিকৃত হইয়া রেলওয়ে প্রস্তুত হয়, এরূপ কল্পনার উদয় কাহার কাহার মনে হইলে তাহার ফলও আফ্রিকার উভয় প্রান্তে অবি-লম্বেই দেখা গেল! সুদানে গর্ডনের মৃত্যুর এবং ট্রান্সভালে বোয়ারদিগের নিকট মাজুবার যুদ্ধে পরাজয়ের যে প্রতিশোধ দেওয়া হয় নাই তাহার স্মরণ করিয়া ঐ উভয় প্রান্তেই ইংরাজেরা হস্তক্ষেপ করিলেন।

জেনারেল কিচেনার মিশরীয় এবং ইংরাজ সৈন্য লইয়া সুদান আক্রমণ করিলেন। 'আটবারা' এবং অমডুরমানের যুদ্ধে অসম সাহসী সুদানী বীরগণ মুসলমান বীরত্বের অত্যুজ্জ্বল চিত্র দেখাইয়া ইউরোপীয় আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে বিনষ্ট হইল। কিচেনার মেহেদীর সমাধিমন্দির বারুদে উড়াইয়া দিলেন; সুদান দখলে রাখা হইল।

এই সময়ে ফরাসী অধিকৃত সাহারা প্রদেশ হইতে আসিয়া ফরাসী সেনানী মার্চ্চাণ্ড সুদানের অন্তর্গত 'ফাশোদা'নগর দখল করিয়া লইলে ইংলণ্ডের এবং ফ্রান্সের বিশেষ মনোমালিন্য হয়। ইংরাজেরা বলেন যে সমগ্র সুদান উহাঁরাই

সুবিধামত ক্রমশঃ অধিকার করিবেন, অপর কাহারও তাহাতে হস্তক্ষেপ করা বন্ধুতার বিরুদ্ধ কার্য্য। ফরাসীরা তখন ফাশোদা ছাড়িয়া দেওয়ায় যুদ্ধ হইল না; কিন্তু জর্ম্মণির শত্রুতায় এবং ইংলণ্ডের বিরূপতায় নিজেকে অসহায় ভাবিয়া ফরাসী সাধরণতন্ত্র যুদ্ধকালে পরস্পরের সাহায্য করার সর্ত্তে রুসীয় সাম্রাজ্যের সহিত দ্বিরাজ্যিক সন্ধি বন্ধন করিল।

১৮৮৫ অব্দে ট্রান্সভালে স্বর্ণখনির আবিষ্কার হইলে বিভিন্নদেশবাসী বহু সংখ্যক ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরাজেরা লাভের আশায় ট্রান্সভালে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ট্রান্সভালে আসল বোয়ার-দিগের অপেক্ষা বিদেশীয়দের সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিল। বোয়ারেরা ভূস্বামী এবং চাসী; ভূগর্ভে গিয়া খনির কার্য্যে মজুরি করা ঘৃণার চক্ষে দেখে। উহারা ইংরাজ মজুরদিগকে পীড়ন করিত। কেপ কলনির প্রধান মন্ত্রী সার সিসিল রোডস এবং ডাঃ জেমিসন বিদ্রোহোন্মুখ বৈদেশিকদিগের সাহার্য্য জন্য আটশত ভলণ্টিয়র সৈন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থির রহিল যে প্রিটোরিয়ার অস্ত্রাগার ট্রান্সভালের বিদ্রোহী ইংরাজ শ্রমজীবিরা দখল করিয়া রাখিবে এবং উহারাই জোহান্‌সবর্গ অধিকার করিবে। কিন্তু সে বিদ্রোহ হইল না এবং ডাঃ জেমিসন সসৈন্যে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়া বোয়ার হস্তে বন্দী হইলেন। শান্তির সময় ইংরাজ রাজ্য হইতে আসিয়া উপদ্রব করায় তাহাদিগকে বিচারের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তেই বোয়ারেরা সমর্পণ করিলে, ডাঃ জেমিসনের পনর মাস কারাদণ্ড হইল।

জর্ম্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম এই সময়ে বোয়ার প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে টেলিগ্রাম করেন যে, "বোয়ারেরা বন্ধুভাবাপন্ন ইউরোপীয় শক্তিদিগের সাহায্য ব্যতীতই শত্রু দমন করিতে পারায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।" ইহাতে বোয়ারেরা মনে করে জর্ম্মণি বুঝি উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহায্যে প্রস্তুত। উহারা অস্ত্র শস্ত্র জমা করিতে লাগিল। ইংরাজেরা ডাঃ জেমিসন কৃত অপকর্ম্ম জন্য আপত্তি করিয়া বলিতে পারিলেন না যে সাবধানতার প্রয়োজন নাই।

বোয়ারেরা বিদেশীয়দিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে বা রাজকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে ইংরাজদের কোন প্রস্তাবেই সম্মত হইল না। উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতে থাকিল এবং শেষে (১১।১০।১৮১৯) বোয়ারেরাই

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কেপ কলনি ও নেটাল আক্রমণ করিল। অরেঞ্জ রাজ্যের বোয়ারেরা তাহাদের জ্ঞাতিদিগের সহিত মিলিত হইল। তিন বৎসর কাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিল।

যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় ইংরাজেরা তেমন প্রস্তুত না থাকায় বোয়ারেরাই পুনঃ পুনঃ জয়ী হয়। কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া বোয়ারেরা লেডিস্মিথ, কিম্বারলী ও ম্যাফিকীং নগরত্রয় অবরোধ করিলে যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া ইংলণ্ড ক্রমশঃ আড়াই লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেন। কানেডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশ, সৈন্য সাহায্য দ্বারা উহারাও যে সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির প্রয়াসী তাহা দেখাইল। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা শ্বেতকায় বোয়ারের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহী সৈন্যের ব্যবহার করেন নাই। লর্ড রবার্টসকে প্রধান সেনাপতি করিয়া লর্ড কীচেনারকে তাঁহার সহকারীরূপে প্রেরণ করা হইলে যুদ্ধের স্রোত ফিরে। লর্ড রবার্টস বোয়ারদিগের দশগুণ সৈন্য পাওয়ায় বোয়ার সেনাপতি ক্রঞ্জি সসৈন্যে বন্দী হইলেন; অবরুদ্ধ সহরগুলির উদ্ধার সাধন হইল এবং ক্রমশঃ সমগ্র ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রাজ্য ইংরাজের হস্তগত হইয়া পড়িল। বোয়ারেরা তথাপি অস্ত্রত্যাগ করে নাই। ডিলারি, ডিওয়েট, বেয়ার্স, বোথা প্রভৃতি বিখ্যাত সেনাপতিদের নেতৃত্বে তাহারা কয়েক মাস ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। উহাদের স্ত্রী পুত্রদিগকে সকল গ্রাম হইতে সরাইয়া আনিয়া ইংরাজেরা ছাউনীতে একত্র করিয়া রাখায় এবং বোয়ারদিগের কোথাও আশ্রয় বা আহার পাওয়ার উপায় না থাকায় অবশেষে বোয়ারেরা (মে ১৯০২) ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিল।

বোয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হইলে (২২।১।১৯০১) তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বোয়ারদিগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কয়েক কোটি টাকা দেওয়া হয়; এবং তিন বৎসর ইংলণ্ড হইতে শাসিত হইলে বোয়ারদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়। (১৯০৫) পাঁচ বৎসর পরে কেপ কলনি, নেটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রিভর কলনি এই চারিটী প্রদেশ সম্মিলিত হইয়া "ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকা" গঠিত হইলে বোয়ার সেনাপতি বোথা এই সম্মিলিত রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হন। ইংরাজদিগের এই দূরদর্শিতা সম্ভূত উদারতায় বোয়ারদিগের বিরাগ অপনীত হইয়া যায়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ায় প্রাধান্য লইয়া চীন এবং জাপানে যুদ্ধ বাধে। জলে এবং স্থলে প্রত্যেক যুদ্ধেই চীন পরাজিত হইয়া ফরমোসা ও পোর্টআর্থর সহিত লাওটাং উপদ্বীপ প্রদান করিয়া জাপানের সহিত সন্ধি করে। রুসিয়া বহুকাল হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে একটী বরফশূন্য বন্দর প্রাপ্তির অভিলাষে পোর্ট আর্থারের উপরই লক্ষ্য রাখিয়াছিল। রুসিয়া এই সময়ে ফ্রান্স এবং জর্ম্মণির সহায়তায় জাপানকে লাওটাং উপদ্বীপ ছাড়িতে বাধ্য করিল। ইহার অল্পকাল পরেই রুসিয়া, ফ্রান্স, জর্ম্মণি ও ইংলণ্ড সকলেই চীনের নিকট হইতে একটী করিয়া বন্দর ইজারা লইল। মাঞ্চু কর্তৃপক্ষীয়দিগের দুর্ব্বলতা জন্য জন্মভূমির এইরূপ অগৌরব ঘটায় 'বক্সার' অভিহিত একদল দেশভক্ত চীনীয় যুবক সমস্ত বিদেশীয়দিগকে চীন হইতে তাড়াইতে বদ্ধপরিকর হয় এবং অনেক বিদেশীয়ের হত্যা করে। ইউরোপীয় রাজ্য সমূহ এবং জাপান এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইলে, বক্সারদিগকে পরাজিত করিয়া ঐ সম্মিলিত সৈন্য পিকিন অধিকার করে (১৯০০)।

চীন সাম্রাজ্যের দৌর্ব্বল্যের সুবিধা পাইয়া রুসীয়েরা মাঞ্চুরিয়া দিয়া পোর্ট আর্থর পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুতের অধিকার লয় এবং প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেসনের জন্য অনেকটা করিয়া জমি লইয়া তাহাতে কিছু কিছু সৈন্য রাখে। উহারা পোর্ট আর্থর বন্দরটীও উত্তমরূপে গড়বন্দী করিয়া ফেলে। দূরদর্শী জাপানী রাজনৈতিকেরা রুসিয়াকে জাপানের সন্নিহিত উপকূলে প্রবল হইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না। জাপান রুসীয়দিগকে মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য সরাইবার সর্ত্ত পূর্ণ করিতে জিদ করিয়া বলিলে (১৯০৪ খৃঃ) রুষিয়া এবং জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। রুসীয়েরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হয় এবং 'মুকডেনের' মহাযুদ্ধে উহাদের লক্ষ সৈন্য নষ্ট হয়। রুসীয় বাল্টিক রণপোতমালা জাপান সাগরে পৌঁছিলে জাপানী আড্‌মিরাল টোগোর সমর কৌশলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ হয়। রুসিয়া তখন মার্কিন মধ্যস্থতায় চীনকে মাঞ্চুরিয়া প্রত্যর্পণ করিয়া এবং অর্দ্ধেক সাগালিয়ান দ্বীপ জাপানকে দিয়া সন্ধি করিল।

রুস-জাপান যুদ্ধে একটী এসিয়িক জাতির নিকট একটী প্রবল ইউরোপীয় জাতির পরাজয় বহুকাল পরে আবার সকলে দেখিল। পূর্ব্বেই (১৯০২) জাপান এবং ইংলণ্ডে একটী সাধারণ সন্ধি হইয়াছিল; এক্ষণে উভয়রাজ্যের মধ্যে একটী

তুল্য মূল্যভাবে সন্ধি হইল। এই সন্ধিতে জাপান ও ইংলণ্ড বিপদকালে পরস্পরকে সাহায্য করিতে, এমন কি, জাপান প্রয়োজন হইলে ভারত রক্ষা জন্য সৈন্য দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

জাপানে ইউরোপীয়দিগের অপরাধের বিচার পূর্ব্বে ইউরোপীয় দূত (কন্সল) দিগের নিকট হইত; এক্ষণে তাহা জাপানী আদালতেই হওয়া স্বরু হইল।

ইউরোপে যে ইংলণ্ডের কোন মিত্র রাজ্য নাই, বোয়ার যুদ্ধকালে তাহা জানা গিয়াছিল। শান্তিপ্রিয় সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া বৈদেশিক রাজ্য সমূহের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে লাগিলেন। তিনি ফ্রান্সে গিয়া তাঁহার ব্যবহারে ফরাসীদিগকে এমন মুগ্ধ করেন যে, উভয় রাজ্যের মধ্যে দুইশতাধিক বৎসরের বিবাদ মিটিয়া সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের সাহায্য করিবার সন্ধি হয়।

মরক্কোর উপর ফ্রান্স বহুকাল হইতে অল্পে অল্পে ক্ষমতা প্রসার করিয়া আসিতেছিল; জর্ম্মণিরও বহুদিন হইতে মরক্কোর উপর দৃষ্টি পড়িয়াছিল; কিন্তু ফরাসী ও তাহার মিত্র রুষিয়ার ভয়ে জর্ম্মণি এতদিন কিছু করে নাই। এক্ষণে রুসিয়াকে দুর্ব্বল দেখিয়া জর্ম্মণি মরক্কোয় হস্তক্ষেপ করে; তাহাতে ফ্রান্সে এবং জর্ম্মণিতে যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিবেন বলিয়া প্রকাশ করায় জর্ম্মণি মরক্কোর দাবী ত্যাগ করে, কিন্তু ইংলণ্ড জর্ম্মণির ভাল দেখিতে পারেন না ইহাও স্থির করে। জাপানের নিকট পরাজিত হইয়া রুষিয়াও নূতন মিত্রের জন্য ব্যগ্র হইল এবং পঞ্চম এডোয়ার্ডের* সহিত রুসীয় সম্রাট নিকোলাসের সাক্ষাতের পর (১৯০৭) ইংলণ্ডের সহিত বিশেষ সন্ধি করিল যে এসিয়ার কোন দেশ লইয়া তাহারা কখন বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না এবং উত্তর পারস্য রুসিয়ার এবং দক্ষিণ পারস্যে ইংলণ্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় পরস্পরের সহানুভূতি থাকিবে। করাচি হইতে কায়রো পর্য্যন্ত মেসোপোটেমিয়া এবং প্যালষ্টিন্ দিয়া ইংরাজদিগের রেলপথ প্রস্তুতের কথা এই সময়ে উঠিয়াছিল। ঐ বৎসরেই সপ্তম এডওয়ার্ড স্পেনরাজ আলফন্সোর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয় রাজ্য পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়। ফ্রান্স ইতিপূর্ব্বেই স্পেনের সহিত সন্ধি করিয়াছিল।

জর্ম্মণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে ইংলণ্ড ও রুসিয়ার সহিত জর্ম্মণির সদ্ভাব ছিল।

ফ্রান্সের সমকক্ষ একটী প্রবলরাজ্য মধ্য ইউরোপে গঠিত হওয়া উহারা প্রার্থনীয় মনে করিতেছিল। জর্ম্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম সিংহাসনারোহণ করিয়া মহামন্ত্রী বিসমার্কের পরামর্শের বিরুদ্ধে রুসিয়ার সহিত কলহ করিলেন; শিল্প-বাণিজ্যে ও নৌবলে জর্ম্মণি ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল; জর্ম্মণ সস্তা-শিল্পে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। ইংরাজ বণিক জাতি; ব্যবসায়ে ক্ষতি লক্ষ্য করিয়া ইংরাজের হৃদয়ে একটু ঈর্ষার উদয় হয় এবং "মেড্ ইন্ জর্ম্মণি" (অর্থাৎ সবই জর্ম্মণিতে প্রস্তুত) প্রভৃতি পুস্তক প্রচার হইতে থাকে। জর্ম্মণ সম্রাট প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে ডাঃ জেমিসনের পরাজয়ে যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন এবং যে ভাবে জর্ম্মণ রণপোতমালা বৃদ্ধি করিতেছিলেন তাহাতে জর্ম্মণিকে ইংরাজ সামুদ্রিক প্রাধান্যের একান্ত বিদ্বেষ্টা বলিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন এবং একখানি জর্ম্মণ যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত হইলেই ইংলণ্ড দুইখানি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন (টুকীল্স টুওয়ান)। এই সময়ে সকল ইউরোপীয় রাজ্যেই সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িতভাবে পরিচালিত 'সবমেরিন' জাহাজ এবং আকাশগামী পোতও প্রস্তুত হইতে থাকে।

শান্তিপ্রিয় সপ্তম এডওয়ার্ডের বিভিন্ন রাজগণের সহিত সাক্ষাতে ইউরোপের সকল রাজ্যই ইংলণ্ডের দলে আশায় জর্ম্মণি এবং তাহার মিত্রগণের (জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া এবং ইটালির) সহিত যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ডের আর একা পড়িবার ভয় রহিল না।

ভারতবর্ষে লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালে তিব্বতের সহিত যুদ্ধ করা হয়। সিকিমের পথে গিয়া ব্রিটিস সৈন্য লাসা অধিকার করে এবং তাহারপর ফিরিয়া আইসে (১৯০৪)। কর্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বাঙ্গালী-দের সাধারণভাবে গালি দেন এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালা এবং আসামের জন্য একজন পৃথক লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থা করাইয়া তাঁহাকে ঢাকায় স্থাপিত করেন। পশ্চিম বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যা পৃথক থাকে। ইহাকেই 'বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ' বলা হইয়া থাকে। ইহাতে বাঙ্গালীরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। "স্বদেশী" দ্রব্য ব্যবহারের ইচ্ছা এই সময় হইতেই বিশেষ প্রবল হয়। স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির জন্য আন্দোলনও বাড়িতে থাকে।

সপ্তম এডওয়ার্ডের (মে ১৯১০) মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র, (প্রথম

পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল) পঞ্চম জর্জ্জ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরী ভারতাগমন করেন এবং দিল্লীতে মহাসমারোহে দরবার হয় (ডিসেম্বর ১৯১১)। তাহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত সামন্ত নৃপতিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। দরবারে সম্রাট ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে উঠিয়া গেল; বিচ্ছিন্ন বঙ্গ পুনর্ম্মিলিত হইল; বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটী নূতন প্রদেশ গঠিত হইল।

বঙ্গব্যবচ্ছেদে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালীর ক্ষতি হয় নাই; লোকে সবটা না বুঝিয়াই তীব্র আন্দোলন করে। প্রাদেশিক পার্থক্য সযত্নে রক্ষায় যে ভেদনীতিবাদীদিগেরই স্থবিধা করিয়া দেওয়া হয় এবং বিধি প্রেরিত ইংরাজের শাসনে সমগ্র ভারতের শুভ সম্মিলনই যে ভারতবাসীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত এই আন্দোলনে বাঙ্গালীরা সকলেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কতক বাঙ্গালার সহিত আসাম এবং কতক বাঙ্গালার সহিত উড়িষ্যা, বিহার ও ছোটনাগপুর সংস্পৃষ্ট থাকায় সকলেরই পক্ষে উপকার হইতেছিল এবং দুই প্রদেশে বিভাগ থাকিলে বাঙ্গালীজাতি প্রকৃতপক্ষে দুই ভাগ হইয়া যাইত না। হিন্দী ভাষীরা পঞ্জাবে উঃ পঃ প্রদেশে এবং বিহারে আছেন সেজন্য কোন ক্ষতি হয় নাই। বাঙ্গালী ভারতের সকল প্রদেশেই বাস করেন; বাঙ্গালীই আছেন বরং হিন্দীও জানায় ভালই হইতেছে। ফলে দিল্লীতে নূতন রাজধানী; বিহারে নূতন রাজধানী ও নূতন হাইকোর্ট; আসামকে পুনরায় শ্রীহট্টসহ বাঙ্গালা হইতে পৃথক করিয়া তথায় একজন চীফ কমিশনরের প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গালার জন্য লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের স্থলে একজন গবর্ণর নিয়োগে রাজস্বের ব্যয় প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি হইল! সম্রাটের দ্বারা এই সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে ঘোষণা পার্লিয়ামেণ্টের মত না লইয়াই র‍্যাডিক্যাল মন্ত্রীদলের সময়ে ঘটায় ইংলণ্ডে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন,—কিন্তু কেহ কোন আপত্তি করেন নাই।

নূতন পার্লিয়ামেণ্ট আইনে (১৯১১) লর্ডস্ সভার শক্তি খর্ব্ব করিয়া স্থির হইল যে টাকা সম্বন্ধীয় কোন আইনে লর্ডস্ সভা হাত দিতে পাইবেন না; এবং অপর আইনও লর্ডস্ সভা না মঞ্জুর করিলে দুই বৎসর পরে উঁহাদের সম্মতি বিনাই তাহা বিধিবদ্ধ হইতে পারিবে। কমন্‌স্ সভার সভ্যেরা বার্ষিক ৪০০ পাউণ্ড বেতন পাইবার ব্যবস্থা হইল; এ পর্য্যন্ত কেহ বেতন লইতেন না; কিন্তু শ্রম-

জীবীদলের নির্ব্বাচিত সভ্যেরা অনেকেই এরূপ অবস্থাপন্ন নহেন যে অবৈতনিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন।

জর্ম্মণির রণপোত বৃদ্ধি দেখিয়া বৈদেশিক শত্রু হইতে সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য উপনিবেশগুলির প্রধান মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শে স্থির হইল যে ঔপনিবেশিকেরাও যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিবে এবং যুদ্ধকালে সমস্ত জাহাজই ব্রিটিশ নৌযুদ্ধ বিভাগের অধীনে কার্য্য করিবে। সাম্রাজ্যের ভিতরে স্থানে স্থানে তারবিহীন টেলিগ্রাফ পাঠানর ষ্টেশন প্রস্তুত হয় (১৯১২)। অবাধ বাণিজ্যের নিয়ম রদ করিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সহিত বাণিজ্যে কম শুল্ক এবং অপর দেশের সহিত বাণিজ্যে অধিক শুল্ক লওয়ার জন্য আন্দোলন হইতে লাগিল; জর্ম্মণির শিল্পজাত অতীব দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল।

মিঃ অ্যাসকুইথ (এপ্রিল ১৯১২) আয়র্লণ্ডের জন্য হোমরুল আইনের পাণ্ডুলিপি দাখিল করিলে অলষ্টার প্রদেশে সার এডওয়ার্ড কার্সনপ্রমুখ নেতাগণ উহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করেন। অলষ্টারের স্কট ঔপনিবেশিক এবং অপর প্রদেশগুলির ন্যাশানালিষ্টদল গৃহ বিবাদ জন্য, ভলণ্টিয়ার প্রস্তুত করিতে লাগিলেন! অলষ্টারের দল এতদূর বাড়াইয়াছিল যে বলিতে থাকে যে, আয়র্লণ্ডকে হোমরুল দিলে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন উইলিয়ম অফ অরেঞ্জকে আনিয়াছিলেন উহারা "জর্ম্মণির উইলিয়মকে" সেইভাবে আয়র্লণ্ড গ্রহণ করিতে ডাকিবে। উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এমন সময়ে ইউরোপে মহা যুদ্ধ (১৯১৪) বাধায় উভয় দলের লোকেই একত্রে মিলিয়া ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইল। আয়র্লণ্ডে ঘরাও বিবাদ হইবে বলিয়া জর্ম্মণি যে আশা করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ হইল।

নেটালে এবং ট্রান্সভালে ভারতীয় শ্রমজীবীদিগের প্রতি অত্যাচার হইত। সে বিষয়ে একপক্ষে ধর্ম্মঘট এবং অপরপক্ষে কারাদণ্ডাদি নির্য্যাতন হইতে থাকায় গান্ধি এবং গোখলের আন্দোলন উপস্থিত হইয়া (১৯১২) কতকটা ন্যায্য ব্যবস্থা ঘটে। ইংলণ্ডে সোসিয়ালিষ্ট দলের আন্দোলনে ৭০ বৎসরের অধিক বয়স্ক উপার্জ্জনে অক্ষম শ্রমজীবী মাত্রের জন্য মাসিক বৃত্তি বরাদ্দের আইন (ওল্ড এজ্ পেনসন) পাস হয়।

আকাশগামী পোত সম্বন্ধে (১৯১১ খৃ) যে আইন বিধি বদ্ধ করা হইয়াছিল

তাহাতে ব্রিটিশরাজ্যের উপর দিয়া ঐ রূপ পোত চালান নিষেধ করার অধিকার গবর্ণমেণ্ট পাইলেন। ঘেণ্ট নগরে আন্তর্জাতিক আইনের বিদ্যালয়ে (১৯০৬) মত প্রকাশ হয় যে, যেমন উপকূল হইতে তিন মাইল দূরে সমুদ্রমধ্যে কোন্ রাজ্যেরই অধিকার নাই এবং সকলের পক্ষেই সেই পথ অবাধ বলিয়া স্বীকৃত, যতদূর উচ্চে তোপের গোলা পৌঁছায় তাহার উপর নিম্নস্থিত রাজ্যের অধিকার নাই; সে খানের বায়ুমণ্ডলে সাধারণের অধিকার। ইউরোপীয় এবং আমেরিক রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যাহাতে যুদ্ধে পরিণত না হয় এবং মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি হইতে পারে সে জন্য হেগ নগরে একটি আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার আদালত স্থাপিত হয় (১৮৯৯)। কিন্তু জাতিতে জাতিতে যে সকল ভিতরের রেসারেসি হইতে যুদ্ধ বাধে তাহাই মূল। তাহা বাহিরের উপলক্ষগুলির সম্বন্ধে ন্যায়-বিচারে নিষ্পত্তি হইবার নহে। সর্ব্বত্র উপনিবেশ বৃদ্ধির চেষ্টা, অপর দেশে বিশেষভাবে শক্তি বৃদ্ধির এবং শিল্পজাত বিক্রয় বৃদ্ধির চেষ্টা, রেলওয়ে প্রস্তুত উপলক্ষে কতকটা দুর্ব্বলতর পর-রাজ্য দখল করিয়া লওয়া, —ফলতঃ নিজের ছেলের অন্ন সংস্থানের সুবিধার জন্য পরের ছেলের অন্ন মারার অসঙ্কোচ—এ সকল সুবিধা প্রাপ্তির আগ্রহে ন্যায় বিচার কেহ মানিতে চাহে না। সেইজন্য রুস-জাপানী যুদ্ধ, তুর্ক-ইটালীয় যুদ্ধ, প্রভৃতির নিবারণ হয় নাই। কিন্তু হেগ আদালত ইংরাজ মার্কিনের আটলাণ্টিক উপকূলে মাছ ধরার বিবাদ (১৯১০); রুসীয়া তুর্কীর মধ্যে সুদ পাওনার বিবাদ (১৯১২), প্রভৃতি অনেকগুলি অপ্রধান বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে পারিয়াছিলেন।

ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড স্বীকার করিয়াই রাখিয়াছিলেন যে, তুর্ক সাম্রাজ্যান্তর্গত ট্রিপলী প্রদেশ ইটালীর ভাগে যাওয়ায় উহাঁদের আপত্তি নাই। ট্রিপলিতে একজন ইটালীয় মিসনরী হত হইলে, ইটালী একেবারেই যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং একলক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিয়া উপকূলভাগ দখল করে। ইটালীর রণতরীর প্রাবল্যে তুর্কেরা জলপথে সৈন্য সাহায্য পাঠাইতে পারে নাই; ইংরাজাধিকৃত মিশর দিয়াও পাঠাইতে দেওয়া হয় নাই। অধিবাসী আরবেরাই এক বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ চালাইয়াছিল। বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সুলতানকে ইটালীর সহিত সন্ধি করিতে হইল।

নব্য তুর্কের দল অপর ইউরোপীয় রাজ্যের ন্যায় পালিয়ামেণ্টের শাসনের

এবং নিয়মতন্ত্র প্রণালীর পক্ষপাতী। ইহাঁরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া সরলমনে তুর্কীয় মহাসভায় এবং সৈন্যদলে খ্রীষ্টান প্রজাদিগের প্রবেশ করাইলেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদিগের ন্যায় ইহাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বা অসীমসাহসী বা কষ্টসহ ছিলেন না। ইহাঁদের ভ্রম হইয়াছিল যে শাসন প্রণালীর সংস্কার হইলেই ইউরোপীয় রাজারা এবং অধীনস্থ খৃষ্টীয় প্রজারা সন্তুষ্ট থাকিবেন। যখন সকল ইউরোপীয় রাজ্যই এক একটা প্রকাণ্ড সৈন্যদলের ছাউনীতে পরিণত হইয়াছিল, তখন ইহাঁরা সৈন্যদলের এবং রণতরীর উপর খরচ কমাইলেন! তখন সুবিধা বুঝিয়া গ্রীস, সার্ভিয়া, মন্টীনিগ্রো এবং বুলগেরিয়া গুপ্তসন্ধি অনুসারে সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ করিল এবং ক্ষুদ্র মন্টিনিগ্রো যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই বলকান যুদ্ধে তুর্কসৈন্য আহার্য্যের এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের বেবন্দোবস্তে হুলিবর্গাস প্রভৃতির যুদ্ধে পরাজিত হয়। কিন্তু শত্রুপক্ষ চাটালজার লাইন ভাঙ্গিয়া কনষ্টান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তুর্কীরা আড্রিয়ানোপল পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহার পরই গ্রীস এবং সার্ভিয়া একযোগে সুলতানের হস্তচ্যুত প্রদেশগুলির ভাগ সম্বন্ধে বুলগেরিয়ার সহিত বিবাদ করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলে তুর্কসৈন্য আড্রিয়ানোপল পুনরধিকার করিয়া লয় এবং পুনরায় সন্ধি হয়। এই সময়েই রুমানিয়া যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া বুলগেরিয়ার ডোব্রুজা প্রদেশটী অধিকার করিয়া লয়। তখন হইতেই বুলগেরীয়েরা সার্ভিয়া এবং রুমেনিয়ার উপর বিশিষ্টভাবে বিদ্বেষ পোষণ করিতে থাকে। জাপান এবং রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের বিশেষ সন্ধি হওয়ার পর হইতে তুর্কীও পূর্ব্বের ন্যায় ইংলণ্ডের সাহয্যে ও সহানুভূতি না পাইয়া, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের জন্য উহার সাম্রাজ্যভুক্ত মিশর দিয়া ট্রিপলিতে সৈন্য পাঠাইতে না পাইয়া, একান্ত বিরক্ত হয়। এইজন্য দুই বৎসর পরে ইউরোপের মধ্যে মহাযুদ্ধ বাধিলে সার্ভিয়ার উপর বৈরনির্য্যাতনের লোভ প্রদর্শন দ্বারা এবং ইংলণ্ডের হস্ত হইতে মিশর উদ্ধারের আশা দান করিয়া জর্ম্মণি ঐ দুই রাজ্যকে সহজে নিজপক্ষে লইয়া যাইতে পারে। তাহাতে উহাদের বহু লক্ষ সৈন্যনাশ জর্ম্মণির সুবিধার জন্য করিতে হয়।

জর্ম্মণদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেণীর বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা তিন পুরুষ চলিয়া আসায় উহাদের সম্মিলন এবং কার্য্যক্ষমতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। উহাদের পণ্ডিতেরা "মধ্যযুগে টিউটোনিক জাতির প্লাবনেই ফ্রাঙ্কদিগের দ্বারা ফ্রান্স, আঙ্গল-

দিগের দ্বারা ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্ত্তমান রাজ্যগুলির শক্তিসঞ্চার হইয়াছিল এবং পুনর্ব্বার ঐরূপ হওয়ার প্রয়োজন; ইংলণ্ড ধনশালীতায় এবং ফ্রান্স বিলাসীতায় হীন (ডিক্যাডেণ্ট) হইয়া গিয়াছে" এইরূপ মতসকল প্রচার করিতে থাকেন। জর্ম্মণদিগের সংখ্যা সাত কোটি এবং বাৰ্ষিক প্রজা বৃদ্ধি দশ লক্ষ দাঁড়াইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকার এবং মিশর ইংলণ্ডের এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপে এবং উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের এবং কঙ্গো-প্রদেশে ক্ষুদ্র বেলজিয়মের বিস্তীর্ণ বৈদেশিক অধিকার দেখিয়া জর্ম্মণদিগের একান্ত ঈর্ষাবোধ হয় এবং উহারা সুস্পষ্টই বলিতে থাকে, "আমাদের অন্তর্বিচ্ছেদে অবসন্ন থাকাকালে অপর ইউরোপীয় জাতীয়েরা পৃথিবী ভাগ করিয়া লইয়াছে; আমাদের জন্য অপর কিছু বাকী রাখে নাই; সুতরাং চীনে এবং তুর্কীতেই আমাদের বন্ধুভাবে বা অপর উপায়ে প্রবেশ করিতেই হইবে এবং প্রয়োজন হইলে 'অবনতির মুখে' পতিত অপর ইউরোপীয় রাজ্য ও অধিকার করা সঙ্গত হইবে।" জর্ম্মনেরা সুলতানের নিকট হইতে বোগদাদ পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুতের অধিকার পাইল এবং ভয় প্রদর্শন করিয়া চীনের কাউচাউ প্রদেশটীর কিয়দংশ দীর্ঘকালের জন্য ইজারা লইল।

সুলতানের অধিকার দিয়া এসিয়ার ভিতর পর্য্যন্ত শক্তিবৃদ্ধির কল্পনায় জর্ম্মণি এবং অষ্ট্রীয়া সম্পূর্ণ একমত হইল এবং ফ্রান্স, রুসিয়া এবং ইংলণ্ড উহাদের বৃদ্ধির শত্রু ভাবে প্রতীয়মান হইলেন। সার্ভিয়া এক সময়ে বৃহৎ রাজ্য ছিল; উহা স্বাধীনতা পাইয়া পূর্ব্বকালের অংশ (অষ্ট্রীয় অধিকৃত) বসনিয়া, হের্জিগভিনা প্রভৃতির দিকে লোলুপদৃষ্টি করিতেছিল এবং তথাকার গুপ্ত সমিতিগুলির সহিত সার্ভীয়দিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ওদিকে টিউটোনিক সাম্রাজ্য দুইটী পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে প্রসার জন্য ক্ষুদ্র সার্ভিয়ার বিলাপ সাধন একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিতে লাগিল। উহা অষ্ট্রীয়ার দখলে আসিলে সুলতানের রাজ্য দিয়া টিউটোনিক বিস্তার এসিয়ার ভিতরে বন্ধুভাবেই শিল্প-বাণিজ্য রেলপথ প্রভৃতির রূপ ধরিয়া (পীসফুল লেনিট্রেশন) লব্ধ প্রবেশ হইবার সুবিধা।

ইউরোপীয় রাজ্যগুলির মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন অষ্ট্রীয় যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড এবং তৎপত্নী বসনিয়ার অন্তর্গত সিরাজিভো নগরে হত হইলেন, এবং কথা উঠিল যে অষ্ট্রীয়ার অধীনস্থ শ্লাভ প্রজাদিগের স্বাধীনতা দান এবং সার্ভিয়ার

সহিত সম্মিলন জন্য যে বিরাট চক্রান্ত চলিতেছিল তাহার ফলেই যুবরাজকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। অষ্ট্রীয়া সার্ভিয়াকে হুকুম দিলেন যে অষ্ট্রীয় বিচারকে সার্ভিয়ায় গিয়া ঐ হত্যার অনুসন্ধান এবং বিচার করিবে। সার্ভিয়া স্বাধীন রাজ্য এবং রুসিয়ার দলভুক্ত; অতটা হীনতা স্বীকার করিল না। ইউরোপের যুদ্ধার্থ সদা সুসজ্জিত দেশগুলির মধ্যে মহাযুদ্ধ বাধিল।

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ফ্রান্সের মহাসভায় ফরাসিদিগের অস্ত্র শস্ত্র সরঞ্জাম প্রভৃতির অভাব স্বীকৃত হইয়া ৮০ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়; আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ ঘটার সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; রুসিয়ায় শ্রমজীবীদিগের ধর্ম্মঘট প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হইতেছিল। সুতরাং গোপনে যুদ্ধার্থে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মণি স্থির করিল যে, 'অবিলম্বেই' যুদ্ধারম্ভ করিলে সহজেই উহারা একে একে ফ্রান্স এবং রুসিয়াকে পরাজয় করিয়া সার্ভিয়াঁকে ধ্বংস করিবে, এবং বলকানের দিকে বিস্তৃতি লাভ করিবে; ইংলণ্ড এরূপ বিরাট যুদ্ধে স্থলপথে হাত দিতে সাহস করিবেন না; তজ্জন্য কিছু মাত্র প্রস্তুত নহেন; নিরপক্ষ বেলজিয়মের দিকটা ফরাসীরা সুরক্ষিত রাখে নাই। জর্ম্মণ সৈন্য বেলজিয়মের ভিতর প্রবেশ করিল এবং একান্ত নির্লজ্জভাবে জর্ম্মণ সম্রাট বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা রক্ষার সন্ধিপত্রকে "চোতা কাগজ" বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। বেলজিয়মের সহিত সন্ধিপত্র অনুসারে ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। (৪।৮।১৯১৪) যুদ্ধ পরিচালক লর্ড কীচেনার অবিলম্বে দেড়লক্ষের উপর ব্রিটিশ সৈন্য ফ্রান্সে পাঠাইলেন এবং দেখাইলেন যে, ইংলণ্ড ভীত বা অবনতিশীল নহে। ভারত হইতেও সিপাহী সৈন্য ফ্রান্সে প্রেরিত হইল। জর্ম্মণেরা মনস্, কম্পিগনি এবং ক্যাম্ব্রের যুদ্ধে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সৈন্যকে পরাজয় করিয়া পারিসের দিকে ধাবমান হয়; কিন্তু পারিস পৌঁছিতে পারে নাই। ফরাসী সেনাপতি জফার সম্মুখ যুদ্ধে সমস্ত সৈন্য নিযুক্ত করিলেন না। উহাদের সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিতে না পারিয়া পরন্তু মার্ণ নদিতীরে বিশেষ বাধা পাইয়া বেলজিয়মের প্রায় সমস্ত এবং উত্তর ফ্রান্সের কিয়দংশ অধিকারে রাখিয়া জর্ম্মাণেরা নূতন রণনীতি অনুসারে পরিখা কাটিয়া দাঁড়াইয়া গেল। উহারা রুসীয় সৈন্যদিগকে ট্যানেনবর্গের যুদ্ধে পরাজয় করে এবং পরে সমগ্র পোলণ্ড দখল করিয়া পোলণ্ডকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। ইটালী ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সের উপর

টিউনিস সম্বন্ধে অভিমান করিয়া টিউটন রাজ্যগুলির .সহিত 'ত্রৈরাজ্যিক সন্ধি' করিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে প্রথমে নিরপেক্ষ থাকিয়া পরে অষ্ট্রীয়ার অধীনস্থ ইটালীয় প্রজাদিগের স্বাধীনতা সাধন জন্য 'সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধে' মিত্রপক্ষেই যুদ্ধ ঘোষণা করিল। বুলগেরিয়া সার্ভিয়া উচ্ছেদ সাধনে জর্ম্মণ পক্ষে সাহায্য করে। রুমানিয়া ট্রানসিলভেলিয়াস্থ রুমেনীয়দিগের স্বাধীনতা সাধন জন্য মিত্রপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে (২৭।৮।১৯১৬); কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। মিত্রপক্ষ এবং বিদ্রোহী প্রজা এবং বুলগেরীয় হইতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াও গ্রীকরাজ নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে থাকেন; উভয় পক্ষই প্রবলতর। ইংরাজ হইতে মিসরের এবং রুসীয়দিগের গৃহীত সার্কেসিয়ার পুনরধিকারের আশা জর্ম্মণির নিকট পাইয়া তুর্ক-সুলতান জর্ম্মণপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু জর্ম্মণ সাহায্যে একবার গালিপলি হইতে সম্মিলিত মিত্র সৈন্য বিতাড়িত করা এবং মেসেপোটেমিয়ায় একদল ব্রিটিসসৈন্য 'কুট' নামক স্থানে বন্দী করা ভিন্ন অপর কোন লাভ তাঁহার হয় নাই; পরন্তু ইংরাজসৈন্য মেসোপোটেমিয়ায় পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ বোগদাদ নগর এবং মিশর হইতে গিয়া দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনের কিয়দংশ অধিকার করে [মার্চ্চ ১৯১৭] এই সময়ে রুসীয়েরা রাষ্ট্রবিপ্লব করিয়া সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসকে পদচ্যুত করিয়াছিল। রুসীয় সাধারণতন্ত্র জর্ম্মণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে সর্ব্বত্রই জর্ম্মণ উপনিবেশগুলি ইংরাজ হস্তগত হয়; কেবল কাউচাউ জাপানীরা অধিকার করিয়া লয়। ১৯১৭ মার্চ্চ শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা যুদ্ধে ব্যয় করেন! তন্মধ্যে ১০০০ কোটি টাকা মিত্ররাজ্যগুলিকে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। ইংরাজদিগের যুদ্ধে দৈনিক ব্যয় ৯ কোটি টাকা হইতেছিল। ভারতবর্ষ হইতে তিনলক্ষ সিপাহী সৈন্য ভারতের বাহিরে অবিরত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়া যশ অর্জ্জন করে। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং গোলাগুলি তোপ বারুদের কারখানায় লক্ষ লক্ষ লোক নিযুক্ত রাখিতে হওয়ায় এবং যুদ্ধে বহু লোক ক্ষয় হওয়ায়, কৃষিকার্য্যের জন্য লোকের একান্ত অভাব বোধ হইলে আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষ হইতে দলে দলে শ্রমজীবি প্রেরিত হইতে পারিয়াছিল।

উভয় পক্ষেই এই যুদ্ধে আকাশগামী পোত, জলমধ্যগামী জাহাজ, তার বিহীন

টেলিগ্রাফ, মোটরকার প্রভৃতির ব্যবহার করেন; জড় বিজ্ঞানের সর্ব্ব প্রকার সাহায্য গ্রহণ হয়। উভয় পক্ষই সকল কার্য্য বিভাগে এক একজন সর্ব্বাধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া অস্ত্র প্রস্তুত, খাদ্য বণ্টন প্রভৃতি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন পূর্ব্বক বৃহৎ বৃহৎ রাজ্যগুলি ঠিক এক একটী পরিবারের ন্যায় সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করিয়া সুব্যবস্থার এবং কার্য্যকুশলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বদেশের জন্য আত্মবলির উজ্জল উদাহরণ ইউরোপ ঘরে ঘরে দেখাইয়াছে— জাতীয় সংযমের অভাবে এবং পক্ষান্তরে দুরাকাঙ্ক্ষায় যে কিরূপ নৈতিক অবনতি হয় তাহার চিত্রও অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। জর্ম্মণেরা গির্জ্জার উপর গোলা বৃষ্টি, বন্দীদিগকে বলপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে ও কৃষিক্ষেত্রে খাটান, হাসপাতাল-জাহাজ এবং সওদাগরি জাহাজ ডুবান, কূপে বিষ-প্রয়োগ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে দূষিত বাষ্পের প্রয়োগ প্রভৃতি ঘৃণাকর অনার্য্য ব্যাপার সকলের অনুষ্ঠান করে এবং মিত্রপক্ষকেও দুষ্ট বাষ্পাদির ব্যবহারে রত করিয়া ফেলে। ফলতঃ মধ্যযুগে মুসলমান সংস্রবে (ক্রুসেডে এবং স্পেনে) ইউরোপ যে শিভালরি বা যোদ্ধ্ কুলীনদিগের 'সামরিক ভদ্রতা' শিক্ষা করিয়াছিল এবং আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী প্রণয়ন দ্বারা যাহা দৃঢ়ীকরণ চেষ্টা অত্যল্পকালপূর্ণ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছিল, তাহার যেন একেবারেই লোপ পাইয়া যায়! জর্ম্মণেরা ইংলণ্ডে আহার্য্য প্রেরণে বাধা দিবার জন্য নিরপেক্ষ রাজ্যেরও বাণিজ্যপোত সকল ডুবাইয়া দিতে থাকায় মার্কিণে এবং জর্ম্মণে যুদ্ধারম্ভ হয়। মার্কিণেরা মিত্রপক্ষকে বহুকোটি টাকা ঋণ দানাদির সাহায্য করেন। (১৯১৭ মার্চ্চ) হইতে জর্ম্মন সৈন্য ফ্রান্সের দিকে অল্প অল্প হঠিতে থাকে। ঐ সময় পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে অন্যূন এক কোটি লোক হতাহত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইংলণ্ড নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অযথা বৃদ্ধি খর্ব্ব করার জন্য বিপুল উদ্যম এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়া ইউরোপে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; বিংশ শতাব্দীর প্রথমে জর্ম্মণির দুরাকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক সৈন্য সমাবেশ এবং শতগুণাধিক ব্যয় বহন দ্বারা ইংলণ্ড বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত শক্তির এবং অপরিমিত উদ্যমের পরিচয় দিতেছেন।

ইউরোপে এই মহাযুদ্ধের পর শান্তির এবং সংযমের বৃদ্ধি উহাঁদের মধ্যে হইবে বলিয়া কেহ কেহ আশা করিতেছেন।

বিশ্বনাথ-রামায়ণ।

অর্থাৎ

মহামুনি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের

তাৎপর্য্যার্থ সঙ্গ্রহ।

চুঁচুড়ার

বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

হুগলী

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

বিনা মূল্যে বিতরণীয়।

সন ১২৯৭ সাল।

৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

হুগলি জেলার থানাকুল-কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত নতিপ্পুর নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ১১৯৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রাঢ়ীয় মুখোপাধ্যায় বংশে উল্লিখিত মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ হয়। ইহাঁর পিতার নাম ৺ হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম এবং মাতার নাম ৺ সরস্বতী দেবী। ইনি বালককালে নিজ পিতৃ ভবনে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া সমীপবর্ত্তী পণ্ডিত-সমাজ কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৺ ভবানীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে উক্ত ব্যাকরণের অবশিষ্ট ভাগ সমাপনপূর্ব্বক স্মৃতিশাস্ত্রের পাঠ আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত ৺ কৃষ্ণমোহন ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ঐ সতীর্থ দ্বয়ের মধ্যে যাবজ্জীবন পরম সম্প্রীতি ছিল।

নতিপ্পুরের বাটীতে জ্ঞাতিবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সার্ব্বভৌম মহাশয় তথাকার পৈতৃক সম্পত্তি এবং বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন। ঐ সময়ে তাঁহার পুত্রকেও কৃষ্ণনগরের চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিতে হয়। অনন্তর তিনি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া গঙ্গা (শিবপুর) গ্রামে উপস্থিত হইলে, তথাকার জমিদার ৺ভবানীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহাঁর রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া বিশেষ অনুরোধ পূর্ব্বক তাহাঁকে নিজ গ্রামে রাখেন এবং আপন ভাগিনেয় ৺রামচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ অনুরোধ করেন। ঐ স্থানে অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতি শাস্ত্রের আচার কাণ্ডে এবং সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতায় আইসেন এবং তথায় ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকটে স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবহার কাণ্ড অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে ৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণি এবং ৺ রামজয় তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহাদের তিনজনে অতি প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ জন্মিয়া যাবজ্জীবন স্থায়ী হইয়াছিল। তর্কভূষণ মহাশয় এই সময়ে (১২২৬ সালে) পাণ্ডুগ্রামের পালধিবংশীয়া ব্রহ্মময়ী দেবী নামিকা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতায় আসিলে তাঁহার অশেষবিধ শাস্ত্রজ্ঞান এবং বিচিত্রা উদ্ভাবনী শক্তির অনুভব করিয়া, ৺তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, ৺চন্দ্রশেখর দেব এবং ৺দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—এই তিনজনে তাঁহার নিকটে অনেক গুলি সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তর্কভূষণ মহাশয় পূর্ব্বে কাহার নিকটে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু তিনি নিজ প্রতিভা, সহৃদয়তা এবং ব্যুৎপত্তির বলে অনায়াসেই মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি দুরূহ কাব্য গ্রন্থ নিচয়ের ব্যাখ্যা করিয়া তীক্ষ্ণধী ছাত্রদিগের সন্তোষ জন্মাইতে পারিলেন।

ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এই সকল বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার ছাত্র হওয়ায়, তর্কভূষণ মহাশয়ের ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত সভা সমিতিতেও গতিবিধি আরম্ভ হইল। স্যর্ এড্ওয়াড রায়েন্ সাহেবের প্রযত্নে যে একটী সমিতি ঐ সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছিল, তর্কভূষণ মহাশয় তাহার পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ঐ কার্য্য তাঁহাকে অধিক দিন করিতে হয় নাই। সভ্যেরা তাঁহাকে দেশাচার এবং দেশধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতবাদ সকল লিপিবদ্ধ করিতে বলায়, তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতিবেশী ৺রাজা রামমোহন রায়েরও বিশিষ্ট আলাপ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি রামমোহনের অগাধ বুদ্ধিমত্তা স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন নাই। তর্কভূষণ মহাশয় রায়েন্ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত সভার পণ্ডিতী পরিত্যাগ করিয়া দুই বৎসর কাল ভারতবর্ষের নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। পূর্ব্ব দিকে ৺ চন্দ্রনাথ, পশ্চিমে ৺ কুরু-ক্ষেত্র, উত্তরে ৺ হরিদ্বার এবং দক্ষিণে ৺ পুরুষোত্তম, এই সমস্ত ভূমি ভাগে পর্য্যটন করিয়া তিনি উহার অবস্থা সবিশেষ অবগত হইয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যে প্রকার বিষয় বুদ্ধির ন্যূনতা দৃষ্ট হয়, দেশ ভ্রমণ গুণে সে দোষ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত ছাত্রেরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার সমাদর করিয়া লইলেন। তাঁহাদিগেরই অন্যতম ৺ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মনুসংহিতার অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের সহায়তাপ্রার্থী হইলেন এবং সেই সাহায্যলাভে কৃতকার্য্য হইলেন। গোল্‌ড্‌ষ্টুকর সাহেব স্বপ্রণীত একখানি পুস্তকে স্বীকার

করিয়াছেন যে, চক্রবর্ত্তীর কৃত মনুসংহিতার অনুবাদ যতদূর হইয়াছিল, তাহা স্যর উইলিয়ম্ জোন্সের কৃত অনুবাদের অপেক্ষা বহুগুণেই উৎকৃষ্ট।

মনুর অনুবাদ কতকদূর হইয়া গেলে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিবার প্রয়োজন বোধ হইল। তর্কভূষণ মহাশয়ের ছাত্রদ্বয়—তারাচাঁদ এবং চন্দ্রশেখর—সম পরিমাণে ধনবিনিয়োগ করিয়া একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলেন এবং বিশেষ অনুরোধ করিয়া তর্কভূষণ মহাশয়কে তাহার অংশী স্বরূপে লইলেন। যন্ত্রটীর নাম বিদ্বন্মোদ-যন্ত্র রাখা হইল। কিন্তু যন্ত্র সংস্থাপনের পর কয়েক মাসের মধ্যেই তারাচাঁদ মুন্সেফ হইয়া জাহানাবাদে এবং চন্দ্রশেখর ডেপুটি কলেক্টর হইয়া চট্টগ্রামে গমন করিলেন। সুতরাং যন্ত্রের সমস্ত কার্য্যভার তর্কভূষণ মহাশয়ের উপরেই পড়িল। তর্কভূষণ মহাশয় বিশিষ্ট অধ্যবসায়-সহকারে ঐ যন্ত্রে অনেকানেক পুস্তকাদি মুদ্রিত করাইতে লাগিলেন। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার যে ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহার প্রভাবে অতি অপূর্ব্বরূপ বার্ষিক পঞ্জিকা প্রকাশিত হইল। উহাই তৎকালে কালেজের পাঁজি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় স্বাধীন এবং অপরাপর করদ এবং মিত্র হিন্দু রাজগণ যত্নপূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে ঐ পঞ্জিকা গ্রহণ করিতেন। যন্ত্রের এই স্বাধীন কার্য্য হস্তগত হওয়াতে তর্কভূষণ মহাশয় বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আনুমানিক ১২৪০ সালে বাঁকুড়া জিলার জজ পণ্ডিতী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিছুদিন পরে ঐ পদ উঠিয়া যাইলে, যন্ত্রের কার্য্যে সন্তোষ বোধ হওয়াতেই আর তিনি জজ-পণ্ডিতীর জন্য সচেষ্ট হয়েন নাই।

বিদ্বন্মোদ-যন্ত্র হইতে তর্কভূষণমহাশয়কর্ত্তৃক যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার (কিয়দংশের) টীকায়, তাঁহার বেদান্তদর্শনে শ্রদ্ধা—শান্তিশতকের টীকায়, তাঁহার আন্তরিক বৈরাগ্য—বালবোধিনীনামক বালকশিক্ষার পুস্তিকায় তাঁহার শিক্ষা-শাস্ত্রের জ্ঞান—এবং অনেকানেক বাঙ্গালা গদ্য পদ্য প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ—প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে (১২৪৬ সালে) তর্কভূষণ মহাশয়ের ভার্য্যার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

তর্কভূষণমহাশয় জীবিতকালের শেষাবস্থায় অনেকগুলি ছাত্রকে শ্রীমদ্ভাগবত এবং তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিতেন। ভাগবতের ব্যাখ্যায় বেদান্ত দর্শনের সূত্র প্রয়োগে এবং তন্ত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ঐ শাস্ত্রের গূঢ় এবং প্রকৃত অর্থের উদ্ভাবনে, তাঁহার যৎপরোনাস্তি আনন্দ হইত। তিনি বলিতেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রে এবং বেদের শিরোভাগ উপনিষদে পরস্পর অভিন্ন মতবাদই প্রকটিত হইয়া আছে। তিনি বলিতেন যে, পুরাণ-শাস্ত্র সমুদায় লৌকিক ব্যাপার গুলিকে অবলম্বমাত্র করিয়া, বেদের শাখা সকলকে ব্যাখ্যাত করে। তাঁহার মতে মহাভারত গ্রন্থ কর্ম্মকাণ্ড বেদকে এবং রামায়ণ উপাসনা কাণ্ড বেদকে সুবিস্তৃত করিবার উদ্দেশেই প্রণীত হইয়াছিল। তিনি পৌরাণিক সকল আখ্যায়িকারই এক একটি গূঢ়ার্থ প্রকটিত করিতেন এবং শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় দেবমূর্ত্তির তাৎপর্য্যার্থ যে সেই উপনিষৎ-বেদ্য পুরুষ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে অতি সহজে এবং সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের বাহ্য জীবনী অতি সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইল। তাঁহার অন্তর্জীবনী লিখিবার চেষ্টা করিতে গেলে লেখকের মনকে সেই বহু পূর্ব্বগত বৈদিক সময়ে উপস্থাপিত করিতে হয়। তর্কভুষণ মহাশয় প্রকৃত প্রস্তাবে ঋষিতুল্য ব্যক্তিই ছিলেন। তিনি সংসারাশ্রমের সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত করিয়াও লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, অভিমানাদির সর্ব্বতোভাবে অনধীন এবং শোক, হর্ষ, বিষাদ বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানদৃষ্টি হইয়াছিলেন। ১২৭২ সালের ভাদ্র মাসে চুঁচুড়ার বাটীতে এক পুত্র, এক কন্যা এবং পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া তাঁহার ৺ গঙ্গালাভ হয়। ঐ সময়ে সোমপ্রকাশ পত্রের লেখক তাঁহার বিষয়ে যেরূপ উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই বিবরণী সমাপ্ত করা হইল।

"স্বর্গীয় তর্কভূষণ মহাশয় এক জন অতি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, বেদান্ত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্ভিন্ন বৈদ্যশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র এবং মিশ্রের প্রণীত ঘটক-

দিগের গ্রন্থেও তাঁহার বিশিষ্ট দর্শন ছিল। এক এক বিষয়ে কেহ কেহ তাঁহার অপেক্ষা বড়লোক থাকিতে পারেন ; কিন্তু তিনি যে সকল বিষয় জানিতেন, তাহা মনে করিতে গেলে তাঁহার দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহই নাই বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহাঁর অনুবাদিত মনুসংহিতার কিয়দ্ভাগ, বালবোধিনী নামক শিশুশিক্ষার পুস্তক, শান্তিশতকের টীকা, শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতার অনুবাদ এবং অপরাপর কয়েক খানি গ্রন্থ অদ্যাপি কোথাও কোথাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বর বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের আর একটী সর্ব্ব-প্রধান গুণ ছিল। সেই গুণ তাঁহার বিদ্যাবত্তা অপেক্ষাও সমধিক আদ-রণীয়। তিনি একান্ত সত্যবাদী এবং স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যবসায়ী হইয়াও কখন কাহার খোষামোদ করিতে পারিতেন না। তাঁহার ব্রহ্মানুষ্ঠানও বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া তাঁহাকে ভয়, লোভ, কামাদি রিপুবর্গের একান্ত অতীত করিয়াছিল। তিনি এই নব্যকালে প্রাচীন ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কি সংস্কৃত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কি ইংরাজী ব্যবসায়ী নব্য সম্প্রদায়ের লোক সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার তেজোগর্ভ সসার বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ এবং স্বয়ং ধর্ম্ম্যকার্য্যে উত্তেজিত হইয়া যাইতেন। তাঁহাতে ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য ধর্ম্মশাস্তৃত্ব গুণ সর্ব্বতোভাবেই বিদ্যমান ছিল।"

———:০-০:———

বিশ্বনাথ রামায়ণ।

অর্থাৎ

মহামুনি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের তাৎপর্য্যার্থ সংগ্রহ।

মঙ্গলাচরণ—গ্রন্থের আভাস ও

উদ্দেশ্য।

রাম! পুষ্পাঞ্জলি রয়ং হারিনারায়ণে (১) রগাৎ (২)।
ত্বয়োৎফুল্লা দবচিতঃ পাদেন পরিগৃহ্যতাং॥
কবিতামৃতধারাভিঃ পূরয়ন্তং জগত্রয়ং।
মূর্ত্তয়ন্তং রসান্ শশ্বৎ সাধকেন্দ্রং মুনিং স্মুমঃ॥
আশ্চর্য্য-কবিতাশক্তি-প্রভবামৃত বর্ষিণা।
ঘনেন পিহিতো রামঃ শ্রিয়াঽন্বেষ্যঃ সুযুক্তিতঃ॥
মৌনী (৩) রামায়ণী পদ্যা (৪) ছলোক্তি-তমসাবৃতা।
কেনচিদ্ দীপ্যতে গত্যৈ সতাং ভূদেবসূনুনা॥

শ্রীমৎ রামায়ণ গ্রন্থের নিবন্ধা মহর্ষি বাল্মীকি, দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে রাম-মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ মহামন্ত্রের জপ, ধ্যান, ধারণাদিতে বহুকাল পর্য্যন্ত এতাদৃক্ একান্তচিত্ত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার শরীর বল্মীক-মৃত্তিকা-বৃত-প্রায় হয়। তপোবসানে ঐ মৃত্তিকা হইতে পুনর্জন্মার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া পরমেশ্বর-সাধনে অতি দূরদর্শী মহামুনি নরাকারে ঈশ্বরের ধ্যান, পূজানুকরণাদি সুখসাধ্য বোধ করিয়া অপ্রাকৃতিক অচিন্ত্যানন্ত মহাগুণ এবং অচিন্ত্যানন্ত মহৈশ্বর্য্যশালী পরমেশের মানুষচ্ছলে বর্ণনাভিপ্রায়ে নারদ-

(১) হারিনারায়ণিঃ=হরিনারায়ণস্যাপত্যংপুমান্; তস্মাৎ;

(২) অগাৎ বৃক্ষাৎ।

(৩) মৌনী, মুনেঃ,বাল্মীকে রিয়ম্।

(৪) পদ্যা, পন্থাঃ।

সমীপে উপাদেয় নানা গুণালঙ্কৃত ইহলোকগত সৎপুরুষ-বিষয়ক প্রশ্ন করেন। ভগবান্ নারদ গোস্বামীও মহর্ষি বাল্মীকির অভিপ্রায়াবগমন করিয়া বিবেচনাপুরঃসর তাদৃশ গুণী নিরূপণ করিয়া তাঁহার আবির্ভাব, কার্য্য, আবাস ও সহকারিবর্গের বর্ণনপূর্ব্বক উপনিষদ্-বেদের রীতিক্রমে আদ্যোপান্ত ছল-বর্ণনার সোপান স্বরূপ উত্তর প্রদান করেন। বাল্মীকি মহর্ষি উত্তর বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া শ্রীরাম চরিত বর্ণনচ্ছলে সাধারণের অন্তঃকরণে পরমেশ্বরাবির্ভাব প্রকারাবধি মহামোক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন। ঐ সকল ছল কোন স্থানে নামের ব্যুৎপত্তি দ্বারা, কোন স্থলে কার্য্য বর্ণন দ্বারা, কোন স্থলে আকৃতি দ্বারা, কোথাও বা নাম কার্য্য উভয় বর্ণন দ্বারা, কোথাও আকৃতি এবং কার্য্য দ্বারা, আর কোন স্থলে বংশ বর্ণন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। অপর, বাসনাজনিত দোষ সকলের উৎপত্তি, বিনাশ, এবং তত্তৎদোষ নিবারক যোগাঙ্গ গুণগণের প্রাকট্য করিয়া স্বর্গ, চিরস্বর্গ, জীবন্মুক্তি, ও নির্ব্বাণ মুক্তি বর্ণন করিয়াছেন।

এই শ্রীরামায়ণ গ্রন্থে বর্ণিত স্থূল স্থূল বিষয় প্রায় সকলেরই যথাশ্রুতার্থ জ্ঞাত আছে। অতএব তদর্থের অনুবাদে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল বিষয় জ্ঞাপনার্থে সঙ্ক্ষেপতঃ প্রকরণানুবাদ সহকারে মহামুনির ছলোক্তি ব্যাকার করণে যত্নবান্ হওয়াই অভিসন্ধেয়। ফলতঃ গ্রন্থের আরম্ভাবধি সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রতি প্রকরণে মহামুনির অভিপ্রেত যে সাধনাত্মক-বেদান্তভাগ তাহাই প্রকট করণে এই ক্ষুদ্রমতির অভিলাষ।

মহামুনির ছলোক্তি করণের কারণ এই বোধ হয় যে, সাধনাত্মক বেদান্তবাদ স্পষ্ট কহিলে সাধনে অযোগ্য ব্যক্তিও পুস্তক দর্শনে লুব্ধ হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। পরন্তু, সম্যক্ সাধন করিতে না পারিয়া তজ্জন্য দোষে বহু কষ্ট ভাক্ হইতে পারে; ইহা বিরাধ যোজন বাহু প্রকরণে ব্যক্ত হইয়াছে। অথবা, ইহাই কবির অভিপ্রায় যে, অদ্বিতীয় পরমানন্দ শ্রীরাম, যাঁহার একাংশে অনন্ত কোটি জগৎ, তাঁহার পরপুত্রত্ব বনবাসাদি, ও শত্রু মিত্র ভাবাদি, কদাপি সঙ্গত হয় না, যেহেতু তিনি সর্ব্বোপাস্যরূপে সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ। অতএব সুবোধ ব্যক্তিরা অবশ্যই যথাশ্রুতার্থে সন্দিগ্ধ হইয়া অর্থান্তরানুসন্ধান দ্বারা বেদান্তার্থ গ্রহণ

করিবেন; স্থূলধীগণ আশ্চর্য্য কবিতা রসামৃত পানে নিমগ্ন হইয়া শ্রীরামে যথাকথঞ্চিৎরূপে ভক্তি করিয়া তদীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ করত ক্রমশঃ বিশুদ্ধসত্বান্তঃকরণ হইবে।

বুদ্ধ্যতীতেন রামেণ সর্ব্ববুদ্ধি প্রবর্ত্তিনা।
তেন প্রোৎসাহিতা বুদ্ধি র্মম মন্দাপি গুম্ফতি॥ (৫)
বুদ্ধা বৈতদবুদ্ধাবা হসিষ্যন্তি জনাধ্রুবং।
যথৈব স্যাৎতথৈবাস্ত হাস্যং মে প্রীতিবর্দ্ধকং॥

রামায়ণ কথাসূত্র।

স্বানুষ্ঠিত তপোবসানে মহামুনি বাল্মীকি অচিন্ত্যানন্ত মহাগুণান্বিত এবং অচিন্ত্যানন্ত মহৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকারে লোকে প্রচারিত করিবেন এই চিন্তাযুক্ত হইলে তাঁহার সমক্ষে দেবর্ষি নারদের (১) উপস্থিতি হয়। তাহাতে তিনি আপন নির্ম্মলান্তঃ করণে বিবেচনা দ্বারা বিরচনীয় তাবৎ বিষয়ের একান্তাবধারণে ব্যাকুলিতান্তঃকরণবৃত্তি হয়েন। কারণ পরব্রহ্ম বস্তুতঃ নির্গুণ—তাঁহাকে সগুণ বর্ণন করা সুকঠিন। পরন্তু পরমেশ্বর বর্ণন ব্যতিরেকে মহাতপস্বীর অভিলষিত অপর কিঞ্চিন্মাত্রও নাই। আর বিদ্যার যে অধ্যয়ন, বোধ, আচরণ, প্রচারণ এই চারি অবস্থা, ইহার অন্তিমাবস্থা অর্থাৎ কোন বিশেষ প্রকরণ বর্ণনদ্বারা লোকোপকারার্থ জ্ঞানের প্রকাশ করা, তাহা না হইলে ক্রমশঃ বিদ্যা লুপ্তপ্রায় হয়, এই উভয় কারণে ব্যাকুলিতান্তঃকরণ মহামুনি দেবর্ষি নারদের গমনানন্তর স্নানাবসরে ভরদ্বাজ নামক স্বশিষ্য সহিত তমসা নামক নদী তীর তীর্থে গমন করেন। তৎস্থলে

(৫) গুন্ফ গ্রন্থনে ধাতুঃ; গুম্ফতি-গ্রপ্নাতি গ্রন্থংকরোতি।

তাৎপর্য্যার্থ।

১। নারদঃ—নৃণামিদং নারং অজ্ঞানজন্যং তমঃ, তৎ দ্যতি খণ্ডয়তি নারদঃ—সত্বাত্মকোভাবঃ। দো ষ চ্ছেদে ধাতুঃ।

অর্থাৎ বাল্মীকি আপনার নির্ম্মল সত্বাত্মক ভাব হইতেই পরমার্থচরিত বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন।

তীরবনশোভাদর্শনে কৌতুকাবিষ্ট মহামুনির হঠাৎ স্বেচ্ছাচারবিহাররত বক এবং বকী নয়নগোচর হয়। পরক্ষণে কোন অকারণ বৈর-বুদ্ধি ব্যাধ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ঐ উভয়ের মধ্যে পুরুষ বকের প্রাণনাশ করিলে তৎকারণে বকীর সকরুণ রোদন-ধ্বনি শ্রবণে মহর্ষি অতি ব্যাকুলিতচিত্ত হইলে অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হইতে এই চতুষ্পাদবদ্ধ আশ্চর্য্য-বাক্য নিঃসৃত হইল—

"মানিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতং।" (২)

তাৎপর্য্যার্থ।

২। মানিষাদ—ব্রহ্মবাক্যানুযায়ী অর্থ—মা লক্ষ্মী র্নিষীদতি অস্মিন্, হে মানিষাদ! নিত্য স্বাধীন বিদ্যাশক্তিমন্ চিত্তাধিষ্ঠাতঃ! যৎ যস্মাৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাৎ কুটিলমিথুনাৎ রাবণমন্দোদরীরূপাৎ বস্তুতঃ কামস্বেচ্ছাবৃত্তিরূপাৎ একং কামং, কামমোহিতং কামপ্রধানং মোহিতং মোহঞ্চ অবধীঃ, ততঃ সর্ব্বান্ বৎসরান্ ব্যাপ্য নিষ্কামান্তঃকরণবৃত্তৌ প্রতিষ্ঠাং অব্যভিচারেণ স্থিতিং প্রাপ্নুহি। মোহিতং—ভাবক্তান্তং। অবধীঃ—কালসামান্যেলুঙ্। ক্রুনচ্ বক্রণে ধাতুঃ, কর্ত্তরি অং প্রত্যয়ঃ, ক্রুঞ্চ এব ক্রৌঞ্চঃ। মা লক্ষ্মীঃ বিদ্যাশক্তিঃ(অর্থাৎ যাহার প্রভাবে বাস্তবিক জ্ঞান হয়,) সেই শক্তি যাঁহার অধিষ্ঠানে নিত্য বিরাজমানা থাকেন, হে সেই চিত্তাধিষ্ঠাতঃ পরমেশ্বর! আপনি যেহেতু কুটিলতাকারক দম্পতী অর্থাৎ রাবণ মন্দোদরী, ফলতঃ কাম এবং স্বেচ্ছাবৃত্তি, তাহাদের মধ্যে কুটিলতাকারক পুরুষকে অর্থাৎ কামকে এবং কাম যাহার প্রধান সেই মোহিত অর্থাৎ সম্মোহকে অর্থাৎ কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করেন, অতএব নিষ্কাম যে অন্তঃকরণবৃত্তি তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত অব্যভিচারে স্থিতি প্রাপ্ত হউন। পুরাণান্তর বচনানুসারে এই প্রসিদ্ধি আছে যে, বৈকুণ্ঠের জয় বিজয় নামক দুই দ্বারপাল রাবণ কুম্ভকর্ণ নামধারী হইয়া লোকে উপস্থিত হয়। এস্থলে অবশ্য বিবেচ্য যে, কাম এবং সম্মোহ ব্যতিরেকে বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক ধাম বৈকুণ্ঠ প্রবেশের প্রতিরোধক অপর কে হইতে পারে? ভ্রমলোভাদি যাবৎ দোষগণ কাম সম্মোহেরই অনুগত। রাবণের প্রতি শত্রুভাবের তাৎপর্য্য এই যে,

রে ব্যাধ! যেহেতু তুই বকবকীর মধ্যে কামমোহিত বকের বিনাশ করিলি, অতএব বহু সংবৎসর পর্য্যন্ত ইহলোকে স্থিতি প্রাপ্ত হইবি না।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা (৩) বাল্মীকির শোক নিবারণার্থে ঐ আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পরমাদরে বাল্মীকিকৃত পূজা গ্রহণানন্তর তাঁহার মুখতঃ ঐ শ্লোক পাঠ শুনিয়া কহিলেন—হে মহর্ষে! আমার শ্রীরাম চরিত বর্ণনা করাইবার ইচ্ছাক্রমেই তোমার মুখ হইতে এই শ্লোক নির্গত হইয়াছে—ইহা তোমার যশোরূপ হউক। হে বাল্মীকে! আমার ইচ্ছায় নির্গত হইয়াছে যে এই বাক্যসমূহ, ইহা শ্রীরামচরিত বাণী। তুমি নারদ হইতে সঙ্ক্ষেপে যে শ্রীরামচরিত শুনিয়াছ, তাহা বিস্তারক্রমে বর্ণন কর।

ভগবান্ ব্রহ্মা বাল্মীকির প্রতি শ্রীরামচরিত বর্ণনে অনুমতি করিয়া অন্তর্হিত হইলে, মহামুনি 'মানিষাদ' এই শ্লোকের ন্যায় গূঢ়ার্থ এবং করুণরসপ্রধান বহু শ্লোক দ্বারা শ্রীরামচরিত বর্ণন করিব এই মানস করিয়া ভরদ্বাজাদির সমক্ষে বর্ণনীয় গ্রন্থের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত সকল কহিলেন।

পরে মহামুনি অন্তঃকরণের সুসমবধান বলে আবরণ, প্রত্যাবরণ বৃত্তান্ত সহিত শ্রীরামচরিতকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টের ন্যায় করিয়া বর্ণনারম্ভ করেন। ক্রমশঃ সমগ্র গ্রন্থ বর্ণনানন্তর বাল্মীকি কুশ, লব (৪) নামক দুই গায়ক দ্বারা ঋষিবর্গের সভায় গান করাইয়া গ্রন্থ প্রচলন করেন। ঐ দুই গায়ক প্রশংসা

তাৎপর্য্যার্থ।

ভগবানের আসন চিত্ত,তাহাকে কাম এবং সম্মোহ বিষয় ভোগেচ্ছা সহকারে অশুদ্ধ করিয়া স্বয়ং অধিকার করে, বিনা তন্নিরাসে ভগবান আপন সাম্রাজ্যাসন যে বিশুদ্ধ চিত্ত তাহাতে অবস্থিতি প্রাপ্ত হয়েন না। অতএব শ্রীরামের রাবণাদি বধ সুসঙ্গত হয়।

৩। ব্রহ্মা—অর্থাৎ জীব-সমষ্টি, ইহা প্রকরণান্তরে স্পষ্টীকৃত হইবে। বস্তুতঃ মনুষ্যের সত্ত্বাত্মক ভাব হইতে (নারদ হইতে) পরমেশচরিত সম্বন্ধে যেরূপ অবগতিহয়, সমুদায় জগৎ বা জীবসমষ্টিও (ব্রাহ্মাও) সেই ভাব ব্যক্ত করেন।

৪। কুশ, লব—কুশ, কুশির দ্যুত্যালিঙ্গনয়োঃ ধাতুঃ; যথাকথঞ্চিৎ

প্রাপ্ত হইয়া অযোধ্যা (৫) নগরের রাজপথে ঐ রামায়ণ গান করেন। কোন দিন শ্রীরাম তাহাদিগকে দেখিয়া স্বীয় সভামধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক ভরত-লক্ষ্মণাদির এবং অমাত্যবর্গের প্রতি গান শ্রবণে অনুমতি করেন। গায়কেরা গানরসে নিমগ্ন হইয়া বীণাধ্বনি তুল্য স্বরে শ্রোতৃবর্গের কর্ণমনঃসুখজনক গানারম্ভ করিলে প্রথমতঃ সভাস্থ সকলে গীত শ্রবণাসক্ত হইলে পরে, শ্রীরাম স্বয়ং গান সভায় অধিষ্ঠান করিলেন।

রামায়ণী কথা।

সরযূ নদীতীরে কোশল নামক দেশ, আয়াম বিস্তারে দ্বাদশ যোজন। ঐ দেশের মধ্যে দ্বি-যোজন পরিমিত অযোধ্যা নামিকা পুরী বৈবস্বত মনুর নির্ম্মিত। ঐ মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু (৬) এবং তৎপুত্রাদি কর্তৃক ঐ পুরী ধারাবাহিকরূপে ক্রমশঃ সম্বর্দ্ধিত, প্রতিপালিত ও শাসিত হয়। ঐ পুরী সদা হৃষ্ট, পুষ্ট এবং সুপণ্ডিত ও সুনীতিমান্, সুধর্ম্মপর জনসমূহে এবং ন্যায়োপাত্ত

তাৎপর্য্যার্থ।

ব্যুৎপত্তি সিদ্ধঃ। কুশশব্দ বস্তুতঃ জীবের বোধক। আর লব শব্দে তাহার অংশ স্বরূপ। এই অর্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হয় না। তৎপ্রযুক্ত মহামুনি "বিম্বাদিবোথিতৌবিম্বৌ রামদেহাত্তথাপরৌ" এই শ্লোক দ্বারা স্বয়ং অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ শ্লোকের অর্থ এই—যেমন দ্বারদেশস্থ জলাদিতে পতিতপ্রতিবিম্ব গৃহাদিমধ্যভাগপ্রকাশক হয়, সেইরূপ শ্রীরাম প্রতিবিম্ব স্বরূপ জীব এবং তদংশ বুদ্ধি প্রকাশমান হয়। জীব, বুদ্ধি সহকারে গান করিলে প্রথমতঃ শ্রীরাম-পীঠ প্রত্যক্ষ হয়। পরে ঐ গানে অত্যন্তাসক্ত হওয়াতে শ্রীরাম সাক্ষাৎকৃত হয়েন।

৫। অযোধ্যা—নাস্তি যোধ্যা যস্যাং অন্তঃকরণবৃত্তৌ অর্থাৎ নির্ব্বৈরভাবঃ।

(৬) ইক্ষ্বাকুঃ—ইক্ষুণা আ ব্যাপ্তা কুঃ ভূমির্যত্র—আর্য্যাবর্ত্ত দেশঃ।

ধনে পরিপূর্ণ ছিল। মনুর পুত্র-পরম্পরাক্রমে দশরথ (১) ঐ পুরীর রাজা হয়েন। দশরথ রাজার প্রথমতঃ শান্তা (২) নামে এক কন্যা হয়। দশরথ ঐ কন্যাকে আপন পরম বন্ধু অপুত্রক অঙ্গরাজ লোমপাদকে (৩) পুত্রিকাস্বরূপে সমর্পণ করেন। অঙ্গরাজ ঐ কন্যাকে প্রতিপালন দ্বারা সুদৃঢ়-মূর্ত্তি করেন। পরে অঙ্গরাজের রাজ্য অনাবৃষ্টি বশতঃ উত্তপ্ত হইলে, তিনি মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে বারনারীগণের দ্বারা বিভাণ্ডক (৪) মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ (৫) মুনিকে স্বদেশে আনয়ন করেন। মুনিবরের আগমন মাত্রেই সুবৃষ্টি হইয়া তাঁহার রাজ্য সুখী হয়। রাজা ঐ মুনিপুত্রকে স্বপ্রতি-পালিত শান্তা কন্যা প্রদানপূর্ব্বক অন্তঃপুরবাসী করেন।

অনন্তর অপুত্রক রাজা দশরথের পুত্রোৎপত্তির ইচ্ছা জন্মিল। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে নিশ্চিতমতি হইয়া সুমন্ত্র (৬) মন্ত্রীকে কহিলেন, আমার পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে ত্বরিত আহ্বান কর। সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে সত্বরে আনয়ন করিলে রাজা বহু সম্মান এবং আদর পুরঃসর ঋত্বিক্ প্রভৃতির সমক্ষে কহিলেন, আমি অপুত্র (৭)—পুত্রার্থ চিন্তায় অসুখী—অতএব পুত্র-কামনায়

তাৎপর্য্যার্থ।

(১) দশরথঃ—দশ ইন্দ্রিয়াণি রথাঃ গতিসাধনানি যস্য ইতি দশরথো মনঃ, ইন্দ্রিয়াণাং রাজা।

(২) শান্তা—ভাবক্তান্তাৎ বিবক্ষাবশাৎ স্ত্রীত্বং। শান্তিঃ।

(৩) লোমপাদঃ—লোমানি পদ্যতে গচ্ছতি প্রাপ্নোতি কুম্ভকারবৎ গড়স্তঃ; কৈশোরান্তঃ দেহঃ। স তু অঙ্গরাজঃ—অঙ্গৈঃ রাজতে ইতি।

(৪) বিভাণ্ডকঃ—নাস্তি ভাণ্ডং যস্যেতি নিরপেক্ষতাভাবঃ।

(৫) ঋষিঃ-সত্যবাক্ চাসৌ অশৃঙ্গোঽতীক্ষ্ণ শ্চেতি ঋষ্যশৃঙ্গঃ।

(৬) সুমন্ত্রঃ—বুদ্ধিঃ;—মনের সারথি। বুদ্ধিই মনকে গন্তব্যপথে লইয়া যায়।

(৭) পুত্রঃ—নরকত্রাতা, পরমেশ্বরঃ। পুথ্ হিংসায়াং ইতিধাতোঃ কিপি পুৎ; ততঃ ত্রায়তে ইতি পুত্রঃ। পুত্র শব্দ পরমেশ্বরে মুখ্য। পর-লোকগত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদিদ্বারা দুঃখমোচকত্ব প্রযুক্ত ঔরসাদিতেও প্রয়োগকরা হয়।

যথাশাস্ত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে নিশ্চয় করিয়াছি। বশিষ্ঠাদি (৮) সকলে রাজবাক্য শ্রবণে তুষ্ট হইয়া কহিলেন, যজ্ঞীয় সামগ্রীর সমবধান হউক, এবং অভিলষিতরূপে ভ্রমণার্থ অশ্ব মোচিত হউক এবং সরযূর উত্তরদিকে যজ্ঞভূমির বিধান হউক। ইহা কহিয়া ব্রাহ্মণগণ রাজাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে গমন করিলে রাজা মন্ত্রিবর্গের প্রতি যাবতীয় দ্রব্যাসাদন এবং অশ্বমোচন ও যজ্ঞভূমি-রচনের অনুমতি করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন, এবং অতি প্রেয়সী তিন পত্নীকে কহিলেন, আমি পুত্রার্থ অশ্বমেধ করিব, তোমরা যজ্ঞ বিষয়ে মতি নিশ্চিতা কর। (৯)

দশরথ রাজার যজ্ঞ প্রস্তাবনান্তে সুমন্ত্রমন্ত্রী তাঁহাকে একান্তে কহিলেন— মহারাজ! তোমার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে ঋষিবর্গের সমক্ষে মহামুনি সনৎকুমার কহিয়াছেন যে, বিভাণ্ডক মুনির ঋষ্যশৃঙ্গ নামক পুত্র জন্মিয়া জন্মাবধি বনবাসে থাকিবেন, সর্ব্বদা পিতার অনুবৃত্তি বশতঃ কেবল ব্রহ্মচর্য্য মাত্র জানিবেন, গ্রাম্যলোকব্যবহার কিছুই জানিবেন না এবং সেই ঋষ্যশৃঙ্গ তোমার পুত্রার্থ যজ্ঞের বিধান করিবেন। ঐ সনৎকুমার মুনি আরো কহিয়াছিলেন

তাৎপর্য্যার্থ।

(৮) বশিষ্ঠঃ—অতি জিতেন্দ্রিয়ঃ।

(৯) আর্য্যাবর্ত্ত দেশীয় ব্যক্তিবর্গের স্বদেশবাসপ্রযুক্ত এবং বংশপরম্পরা ও ধর্ম্ম গুণে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান বশতঃ বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম হওয়াতে প্রথম বয়োবস্থাতেই শান্তি জন্মে। মন সেই শান্তিকে শরীরেই রাখেন, এবং ঐ শরীরের দ্বারা ব্যবহার্য্য কর্ম্ম সকল করিতে থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা শীতোষ্ণাদিসহন করেন। কিন্তু ক্রমশঃ যেমন বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ঐ সকল ক্রিয়াতে আর চিত্তের তদ্রূপ সুখ বোধ হয় না। বাহ্যেন্দ্রিয় মাত্র সংযত থাকাতে অসুস্থতা হয় এবং শান্তির ফল বিশেষরূপে না পাওয়াতে উত্তাপ জন্মে। সেই উত্তাপ নিবারণার্থ যাবতীয় সাংসারিক ব্যাপারের প্রতি প্রকৃত দৃষ্টি পড়ে এবং সকলই নিতান্ত অলীক অপদার্থ বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে থাকে। ঐ সময়ে নিতান্ত নিরপেক্ষভাব-সঞ্জাত সত্যবাক্ এবং নম্রভাব শরীরসহযোগী হইয়া শান্তির সহিত অন্তর্বর্ত্তী হইলে ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধি পরমেশ-চিন্তনে অনুরতা হইতে পারে।

যে, সূর্য্যবংশ-প্রভব রাজা দশরথ অপুত্রতা প্রযুক্ত আকুলচিত্ত হইয়া লোমপাদ রাজার নিকটে শান্তা সহিত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে যজ্ঞ নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে অঙ্গরাজ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিবেন।

রাজা দশরথ সুমন্ত্র মন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলেন এবং অঙ্গরাজের অভিমতে শান্তা সহিত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে অযোধ্যাতে আনিয়া অন্তঃপুরবর্ত্তী হইলেন।

রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে যজ্ঞার্থে বরণ করিয়া বশিষ্ঠ পুরোহিতের, ঋত্বিক্‌বর্গের এবং ঋষ্যশৃঙ্গের অনুমত্যনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ব্বকর্ত্তব্য-ক্রিয়া সমাধা করিয়া নিমন্ত্রিতা-মন্ত্রিত প্রভৃতি উপস্থিত জন সমূহের যথেষ্ট দান-মানাদিদ্বারা সন্তোষসাধন করিলেন। অনন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ হইল। অশ্বমেধ যজ্ঞ দিনত্রয়-সাধ্য। প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে উক্‌থ, তৃতীয় দিনে অতিরাত্র করিতে হয়; এই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। তখন্ ঋত্বিক্‌বর্গ কহিলেন— মহারাজ! আপনি নিষ্পাপ হইলেন।

তাৎপর্য্যার্থ।

লোকের বয়স্ অধিক হইলে আপন পিতা মাতা পিতামহ প্রভৃতির মরণ-দর্শনে প্রথমতঃ স্বীয় মৃত্যুশঙ্কায়, অনন্তর পুনর্জ্জন্মাদি যাতনা ভয়ে পারলৌকিক ক্রিয়াতে রুচি জন্মে। ঐ সকল ক্রিয়া সাত্ত্বিক বুদ্ধি সহকারে শান্তি, সত্যবাদিতা, নম্রতাকে গ্রহণ করিয়া অতি জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণের অভিমতে সদা শুচি এবং কর্ম্মঠ যাজকের কর্ত্তৃত্বে শুদ্ধদেশে, শুদ্ধ কালে, ন্যায়োপাত্ত ধনে, স্ব-সন্তোষ-পুরঃসর পর-সন্তোষ-জনক দান দ্বারা, নির্ব্বাহিত হইলে, সঞ্চিত পাপ নষ্ট হইয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, পরে বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানের অন্তিম ক্ষণেই বর প্রাপ্তিরূপ আশু ফল লাভ হয়।

ভগবৎসাধন রসের সর্ব্বতোভাবে পরম রসিক ভগবান্ মহর্ষি বাল্মীকি পুরুষোত্তম শ্রীরামে রাজা দশরথের পুত্রত্ব আরোপণপূর্ব্বক বর্ণনা করত, পরম পুরুষে পরম প্রীতিজননী অতি সুলভা, সুখদা, আত্যন্তিকী, অহৈতুকী মদীয়তা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ গোচর বস্তুতে যাদৃশী প্রীতি হয়, অপ্র-

অশ্বমেধ যজ্ঞের অবসানে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন—মহারাজ। এক্ষণে অথর্ববেদের শিরোভাগে উক্ত মন্ত্র-সমূহ দ্বারা তোমার পুত্রেষ্টি করি, তাহাতে তোমার পুত্রচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইবে। যজ্ঞারম্ভ হইল।

ঐ যজ্ঞে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণার্থ দেবগণ আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমক্ষে নিবেদন করিলেন—ভগবন্! আপনকার বরদানে অতি দর্পিত এবং অতি বীর্য্য-

---

তাৎপর্য্যার্থ।

ত্যক্ষে তাদৃশী হয় না। পুত্ররূপে বর্ণনা করাতে ভগবান্ অপ্রত্যক্ষ হইয়াও প্রত্যক্ষ স্বরূপ হইলেন। সংসারে পুত্রের তুল্য প্রীতিপাত্র অপর নাই। পুত্রবান্ ব্যক্তির পুত্রের লালন পালন সম্বর্দ্ধনাদিতে অনুক্ষণ যত্ন বাহুল্য হইয়া থাকে। পুত্র সংসর্গে যত কালবাহুল্য হইতে থাকে, ততই স্নেহবৃদ্ধিও হইতে থাকে। কোন কোন সময়ে যে যে অনুষ্ঠান করিলে পুত্রের প্রীতি হইবে, সেই সেই অনুষ্ঠানেই বিহিত চেষ্টা হয়। বিশেষতঃ আপনার প্রীতিজনক দ্রব্য সকলের দ্বারা পুত্রের সন্তোষ না হইলে সেই সকল বস্তুতে ক্রমে ক্রমে সন্তোষের হ্রাস হইয়া পুত্রের প্রিয় বস্তুতেই প্রীতি হইতে থাকে। সৎপুত্র, পিতার বৈষয়িক সুখ সাধনের যাবতীয় সামগ্রী লুপ্ত অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর করিলেও পিতা তাহার প্রতি কোপ করেন না। সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন, যে পুত্র পরম সুখী এবং পুষ্ট থাকিতে থাকিতে আপনার জীবন নাশ হয়। ক্রমশঃ জীবন কালের যত শেষ হইতে থাকে, আহার্য্য পরিচ্ছদাদি সমুদায় বস্তু পুত্রের প্রতি সমর্পণ করিয়া কেবল পুত্রের সুখে সুখী হইয়া স্বয়ং নির্বৃত হয়েন; আর পুত্র জগৎ জয়ী হইলেও তাঁহাকে তাদৃশ ক্ষমতাশালী বোধ না করিয়া কি করিলে পুত্র উত্তরোত্তর সর্ব্বব্যাপকরূপে বিরাজমান হইবেন, সর্ব্বদা তাঁহারই উপায় চিন্তা করেন। প্রতিক্ষণ ঐ সকল চিন্তা করিতে করিতে জগৎ পুত্রময় হইয়া যায়।

লোকতঃসিদ্ধ এই সকল রীতির অনুসারে পরমেশ্বরের আনুগত্য করিলে অতি অল্পায়াসে জীব স্বস্বরূপাবস্থিত (মুক্ত) হয়—ফলতঃ তাহার অনাদি-বাসনা (সংসার বন্ধন-হেতু) রহিত হয়।

মহর্ষি রামায়ণনিবন্ধা, পরম শাস্ত্রসিদ্ধ এই প্রকার যুক্তিকে হৃদ্‌গত করিয়া পরমেশের দশরথ রাজার পুত্রত্বরূপে আবির্ভাবাবধি সাঙ্গোপাঙ্গ কামনাশান্তর

বান্ রাবণ-নামা রাক্ষস কর্ত্তৃক আমাদিগের সকলকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছে। তাহার দমনে আমরা অক্ষম। ঐ রাক্ষস হইতে দেব দানব গন্ধর্ব্বাদি সকলের অত্যন্ত ভয়োপস্থিতি হইয়াছে। অতএব তাহার বধের উপায় করুন।

ব্রহ্মা ক্ষণ মাত্র চিন্তা করিয়া কহিলেন,রাবণ বরপ্রাপ্তিকালে দেবদানব যক্ষ-রক্ষঃ প্রভৃতি যাবতীয় শরীরীর নাম করিয়া সকলের স্থানে অবধ্যত্ব প্রার্থনা করে, কেবল অবজ্ঞা করত মানুষের নামোল্লেখ করে নাই। অতএব সে অবশ্যই মনুষ্যের বধ্য হইবে।

এই সময়ে দেবগণ মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইলে দেবতা সকল তাঁহাকে স্তুতি এবং প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—রাজা দশরথ নানা যজ্ঞ করিয়া বিগতপাপ হইয়া মহর্ষিতুল্য হইয়াছেন। হে ভগবন্! আপনি ঐ রাজার তিন প্রেয়সী পত্নীতে মানুষরূপে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া সকল লোকের পরম সন্তাপক যে রাবণ রাক্ষস তাহাকে পরিবারবর্গ সহিত বিনাশ করুন।

ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞের অগ্নিতে অধিষ্ঠান করিলে যজ্ঞাগ্নি মূর্ত্তিমান্ হইয়া পায়স-পূর্ণ পাত্র গ্রহণ করত দশরথকে কহিলেন—আমি প্রজাপতির দূত, এই পায়স পাত্রী লইয়া আপনার অভিমত পত্নীদিগকে ভোজনার্থ সমর্পণ কর, সেই সকল পত্নীতে তোমার পুত্রচতুষ্টয়-লাভ হইবে।

রাজা প্রধান পত্নী কৌশল্যাকে ঐ পায়সের অর্দ্ধ ভাগ দিয়া কৌশল্যা-

তাৎপর্য্যার্থ।

একাতপত্র রাজ্য বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন ভক্তিযোগী পিতৃত্ব প্রকারে, আর কোন কোন যোগী মাতৃত্ব প্রকারে, অপর কোন কোন যোগী প্রিয়তম সুহৃৎরূপে, পরমেশের আরাধনা করেন। তাঁহাদিগেরও ঐ সকল রূপের অন্তে একান্ত হয়। এতদ্ব্যাখ্যাতার অভিপ্রেত এই যে, প্রাণ বিয়োগ-দুঃখানুভব ব্যতিরেকেও জীব স্বমহিমা (জীবন্মুক্তি) প্রাপ্ত হইতে পারে।

পেক্ষায় কনিষ্ঠা প্রযুক্ত সুমিত্রাকে চতুর্থাংশ দিয়া সুমিত্রাপেক্ষায় কনিষ্ঠা প্রযুক্ত কৈকেয়ীকে অষ্টমাংশ এবং অবশিষ্ট অষ্টমাংশ পুনর্ব্বার সুমিত্রাকে দিলেন। রাজ্ঞীরা ঐ অমৃত পায়স ভোজন করাতে অল্পকাল মধ্যে অন্তর্ব্বত্নী হইলেন।

যজ্ঞসমাপ্তির পরে, দ্বাদশ মাস গত হইলে, চান্দ্র চৈত্রে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শুক্ল নবমী তিথিতে কর্কট লগ্নে—যখন্ মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ স্ব স্ব উচ্চরাশি-গত ছিলেন এবং চন্দ্র ও বৃহস্পতি একরাশিগত ছিলেন,—এমন সময়ে প্রধান রাজমহিষী কৌশল্যা (১) সামুদ্রিকশাস্ত্রোক্ত একবিংশতি-মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলেন। কৈকেয়ী (২) পুষ্যানক্ষত্রে মীনলগ্নে পুত্র প্রসব করেন। আর সুমিত্রা (৩) অশ্লেষা নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে যমজ দুই পুত্র প্রসব করেন। রাজা পরম হর্ষে পুত্রদিগের জাতকর্ম্ম এবং তদুপলক্ষে বহু দানাদি করিয়া বশিষ্ঠ মুনির অনুমত্যনুসারে পুত্রদিগের নামকরণ করিলেন। কৌশল্যা-পুত্র জ্যেষ্ঠ—তাঁহার নাম রাম, কৈকেয়ী-পুত্র দ্বিতীয়—তাঁহার নাম ভরত এবং সুমিত্রার প্রথম পুত্রের নাম লক্ষ্মণ, ও দ্বিতীয়ের নাম শত্রুঘ্ন হইল।

রাজা পুত্রদিগের বয়োবৃদ্ধির অনুসারে অন্নপ্রাশনাদি ক্রিয়া সম্পাদন-করিলে শ্রীরামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ক্রমশঃ বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন এবং ধনুর্বিদ্যা-পরিনিষ্ঠিত এবং পিতৃশুশ্রূষাপর হইলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে শ্রীরাম পিতার পরমপ্রিয় এবং সর্ব্বলোকপ্রিয় হইলেন; লক্ষ্মণ ও (৪) শৈশবাবধি শ্রীরামে অতি অনুরাগ সম্পন্ন হইলেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামের যাদৃশ অনুগত, লক্ষ্মণের কনীয়ান্ ভ্রাতা শত্রুঘ্নও ভরতের তাদৃশ অনুগত হইলেন।

তাৎপর্য্যার্থ।

(১, ২, ৩) কৌশল্যা সাত্ত্বিকী, সুমিত্রা রাজসী এবং কৈকেয়ী তামসী শক্তি। কৌশল্যার গর্ভে পরমাত্মা, সুমিত্রার গর্ভে জীব ও কাল, এবং কৈকেয়ী হইতে আকাশ জন্মিল।

৪। লক্ষ্মণ অর্থাৎ জীব, শ্রীরামে অর্থাৎ পরমেশে অনুরক্ত। ঐ অনুরাগ কিরূপ তাহা মহর্ষি পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোক দ্বারা অতি সুব্যক্ত করিয়াছেন।

পুত্রদিগের শাস্ত্রাধ্যয়ন সমাপন হইলে রাজা তাঁহাদিগের দার-সংযোগের চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র (৫) রাজসমক্ষে আগমন পূর্ব্বক সভাসদবর্গসহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণানন্তর কহিলেন—মহারাজ! আমার ধর্ম্মক্রিয়াকালে মারীচ এবং সুবাহু নামক দুই রাক্ষস সগণে আসিয়া সিদ্ধাশ্রম (৬) ধর্ষণ পূর্ব্বক যজ্ঞবেদি দূষণ করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করে। তাহারা বলবান্ এবং রাবণের অনুচর। তাহারা অতি মায়াবী এবং কূট-যোধী। তাহাদিগকে অন্য কেহই নিরাশ করিতে পারে না। কেবল শ্রীরামই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে সক্ষম। অতএব শ্রীরামকে যজ্ঞ—রক্ষার্থ আমার সহিত গমনে অনুমতি করুন।

তাৎপর্য্যার্থ।

"সর্ব্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ।
লক্ষণো লক্ষ্মি-সম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ॥
নচ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ।
মৃষ্ট মন্ন মুপানীত মশ্নাতি নহি তং বিনা॥"

স্বশরীর যাদৃশ প্রিয়কর তদপেক্ষায় অতি প্রিয়কারী লক্ষণ বহির্দৃষ্টিক্রমে শরীরী, অন্তর্দৃষ্টিক্রমে অন্তঃকরণ এবং প্রাণের ন্যায়। প্রাণিতি ইতি প্রাণঃ, প্রাণবায়ুঃ অন্তঃকরণঞ্চ। পুরুষোত্তমঃ (পুরুষাণাং জীবানাং উৎ-উদ্গচ্ছৎ তমো যস্মাৎ,) পরমাত্মা; তিনি মহাপ্রলয়ে সুপ্ত-শক্তি হইয়া জীবের সহিত যোগনিদ্রাগত হয়েন। এই জন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণরহিত হইয়া নিদ্রালাভ করেন না; এবং পরমেশ্বর জীব ভিন্ন আর কাহার শোধিত এবং নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করেন না, এইজন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণরহিত হইয়া পান ভোজনাদি করেন না বলা হইল।

৫। বিশ্বামিত্রঃ—বিশ্বস্য মিত্রং—'বিশ্বস্য নরমিত্রয়োঃ;' ইতি সূত্রেণ অকারো দীর্ঘঃ। বিবক্ষা বশাৎ পুং স্ত্বং। ফলতঃ কর্ম্মকাণ্ডো বেদঃ।

৬। মহাতীর্থ, মহাপীঠ, সিদ্ধপীঠ, পর্ব্বত অথবা নির্জন বনাদিতে জপ পূজাদি করণে বহুতর বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সেই বিঘ্নপ্রযুক্ত মনঃকল্পিত শ্রীরামরূপী ভগবানের লালন পালন সম্বর্দ্ধনাদিরূপ ভজনা করণে যে নিত্য

রাজা বিশ্বামিত্রের এই প্রার্থনা শ্রবণে ভীত হইলে বশিষ্ঠ কহিলেন —মহারাজ! এই শ্রীরাম মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম এবং সমস্ত বীর্য্যশালীর শ্রেষ্ঠ। ইনি বিদ্যাধিক, এবং তপস্যার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। বিশেষতঃ বিশ্বামিত্রের রক্ষিত (৭) হওয়াতে রাক্ষসবর্গ কদাপি ইহাঁর পরাভবে সমর্থ হইবে না। এই বিশ্বামিত্র মহাবিদ্য এবং মহাতপস্বী ও মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ। ইনি দেব-দানবাদির অজ্ঞেয় অস্ত্ররূপ মন্ত্র সকল জানেন। কুশাশ্ব প্রজাপতির পুত্র হইতে জয়া এবং সুপ্রভা নামক দুই দক্ষকন্যা এক শত অস্ত্ররূপ (স্মৃতমাত্রে ফলপ্রদ) মন্ত্র প্রসব করেন। তাহাদের মধ্যে জয়াপুত্র পঞ্চাশৎ এবং সুপ্রভাপুত্র পঞ্চাশৎ। ইহাঁরা সকলেই অতি বলবান্ এবং প্রভাবান্; অসুর সেনা বধের কারণীভূত। রাজা বশিষ্ঠের এই সকল কথা শুনিয়া শ্রীরামকে এবং তাঁহার সহচর লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সহিত সিদ্ধাশ্রম গমনের অনুমতি করিলেন। (৮)

লক্ষ্মণসহিত শ্রীরাম বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত (৯)

তাৎপর্য্যার্থ।

সুখ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা নষ্ট হইবার ভয় জন্মে। তজ্জন্য সিদ্ধাশ্রম গমনে সাধকের অনিচ্ছা হয়। পরে কর্ম্মকাণ্ড বেদ উপস্থিত হইলে অতিশয় বিজিত ইন্দ্রিয়গণের সহায়তায় পূর্ব্বজাত যাবৎ মন্ত্র এবং তাহার অশেষ ফল পরমেশ্বরে সমর্পণ করিলে বিঘ্নের বিনাশ এবং বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া আশু পরমেশ্বর-সিদ্ধি লাভ হয়।

৭। রাম শব্দের অর্থ দ্বারা অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতীতি হয়। তাঁহার গুরুকরণ বর্ণন অতি অসঙ্গত। অতএব পরমেশ্বরে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করাই মহর্ষি বাল্মীকির অভিপ্রেতার্থ।

৮। কবির সমক্ষে যাবৎ বস্তু সজীব শরীরী ও বোধ্যবাক্ হইয়া থাকে। অতএব দশরথ, শান্তি, ঋষ্যশৃঙ্গ, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি—ইহাঁরা অন্তঃকরণ এবং অন্তকরণের ধর্ম্মবিশেষ হইলেও রাজা এবং রাজপরিবারাদিরূপে প্রতীত হইয়াছেন।

৯। শ্রীরাম বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত আপনার বেদবশ্যতা এবং বেদের ভগবৎপ্রকাশকতা প্রযুক্ত বেদের গুরুত্ব প্রদর্শন করিলেন।

সার্দ্ধযোগজন দূরে সরযূর কূল পর্য্যন্ত গমন করিলে বিশ্বামিত্র, হে শ্রীরাম! এই মধুর ধ্বনির দ্বারা রামচন্দ্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সম্প্রতি বলা এবং অতিবলা নামক মন্ত্রদ্বয় গ্রহণ কর, কালাতিক্রম কর্ত্তব্য নহে। মন্ত্রদ্বয়ের ফলে, শ্রম এবং শ্রমজনিত দুঃখ বোধ হয় না, রূপের অন্যভাবও হয় না, নিদ্রিত বা অনবহিত থাকিলেও রাক্ষসের অভিভব হয় না, ত্রিলোকমধ্যে বাহুবলে কোন ব্যক্তি সমান হয় না, এবং সৌভাগ্য পটুতা, জ্ঞান, বিষয়-বুদ্ধি এবং বাদীর প্রতি উত্তর কথন প্রভৃতিতে কোন ব্যক্তিই সমান হয় না। সকল জ্ঞানের প্রসূতি স্বরূপ এই বিদ্যাদ্বয় লব্ধ হইলে ক্ষুধাও পিপাসা হয় না, এবং ইহলোকে অধিক যশ হয়। এই দুই বিদ্যা ব্রহ্মার প্রকাশিত এবং তেজোযুক্ত; ইহা প্রদানের তুমিই উপযুক্ত পাত্র; তোমাতে অর্পিত হইলে উক্ত গুণ সকল আরও অধিক হইবে, আমার তপস্যাদ্বারা পরিপূর্ণ এই মন্ত্রদ্বয় তোমার অধিষ্ঠানে নানা কার্য্যের সাধন করিবে (১)। অনন্তর শ্রীরাম জলস্পর্শপূর্ব্বক বিশ্বামিত্র মহর্ষি হইতে ফল-সিদ্ধি রসহিত মন্ত্রগ্রহণ করিয়া শরৎকালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জরূপে প্রকাশমান হইয়া বিশ্বামিত্র বিষয়ে যাবৎ গৌরবান্বিত কার্য্য আপ-

---

তাৎপর্য্যার্থ।

১। বিশ্বামিত্র অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডবেদ। তাহার 'প্রথম' ভাগ কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ। ফলতঃ অদ্বৈতজ্ঞান প্রায় কোন সাধকেরই প্রথম অবস্থায় উদ্বুদ্ধ হয় না। বয়োবৃদ্ধিসহকারে রাগের উপশম হইয়া আসিলে অদ্বৈতজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় এবং তখন্ স্বকৃতকর্ম্ম সমুদায়, রামরূপ অদ্বৈত পরমেশে সমর্পিত হয়। বিশ্বামিত্র নিজকৃত পূর্ব্বতপস্যাদির ফল সমূহ শ্রীরামে সমর্পণ করিয়া বিশুদ্ধহইলেন। অতএব কর্ম্মকাণ্ড, অদ্বৈতজ্ঞান এবং নিষ্কামতার পরিণত হওয়া যে আবশ্যক, ইহাই এস্থলে কথিত হইল। বিশ্বামিত্র কোন ব্যক্তিবিশেষ হইলে এবং তাঁহাকে শ্রীরামের মন্ত্রদাতা বলিয়া বর্ণন করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, মহর্ষি বাল্মীকি এস্থলে কোন অঙ্গ-ভঙ্গ না করিয়া গুরুকে দক্ষিণাদান প্রভৃতি শিষ্যের অবশ্য করণীয় ব্যাপার সমস্ত বর্ণন করিতেন।

নাতে আরোপণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণ এবং বিশ্বামিত্রের সহিত সেই রাত্রি সরযূতীরে পরম সুখে যাপন করিলেন।

পর দিন প্রভাতসময়ে বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমি পুত্র হও-য়াতে কৌশল্যা শোভনারূপে খ্যাতা হইয়াছেন। এতাদৃশ সৎপুরুষের প্রাতঃ-সময়ে শয়ন অনুচিত,—গাত্রোত্থান কর, দিবাকর্ত্তব্য যে দৈবানুষ্ঠান, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে (২)। লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম ঋষিবাক্যে গাত্রোত্থান করিয়া কর্ত্তব্য ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক ঋষির অভিমুখে অতি হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে গমনানুমতিক বাক্য বলাইয়া গমনোদ্যত হইলেন। পরে গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গম-স্থলে উপনীত হইয়া বহুকালাবধি পরম তপস্যাকারী ঋষিদিগের অতি পবিত্র তপোবন দর্শনে প্রীত হইয়া, কাহার এই আশ্রম? কোন্ ব্যক্তি ইহাতে বাস করেন? বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বামিত্র কহিলেন—এই তপোবনে শিবাবতার রুদ্রদেব পূর্ব্বে তপস্যা করিতেন। কোন সময়ে মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প তাঁহার মনের বিকার জন্মাইয়া তাঁহাকে বিবাহোন্মুখ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিলে, ভগবান্ রুদ্রদেব হুঙ্কার-সহকারে তৃতীয় চক্ষুর্দ্বারা ঈক্ষণ করাতে কন্দর্পের শরীর দগ্ধ হইয়া বিশীর্ণ হয়। পলায়মান কন্দর্পের অঙ্গ যে দেশে পতিত হয়, সেই দেশ অঙ্গদেশ নামে খ্যাত হয়। তদবধি কন্দর্পও রুদ্র-ক্রোধে শরীররহিত হইয়া অনঙ্গ নামে খ্যাত হইয়াছেন (৩)। সম্মুখবর্ত্তী এই আশ্রম ভগবান শ্রীরুদ্রদেবের। ইহাতে শিষ্যপরম্পরা ক্রমে শ্রীরুদ্রশিষ্য সকলে বাস করেন। ইহাঁদিগের পাপ নাই। অদ্য এই স্থলে অবস্থান হউক।

তাৎপর্য্যার্থ।

২। বিশ্বামিত্র স্বয়ং পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীরামের অববোধ করাতে তাঁহার গুরুত্ব বোধ হয় না। কারণ শিষ্যের ধর্ম্ম পশ্চাৎ শয়ন ও পূর্ব্বে অববোধ। বস্তুতঃ বিশ্বামিত্র নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রীমূর্ত্তির গাত্রো-ত্থাপন পূর্ব্বক প্রাতঃপূজাদি করিলেন, ইহাই কবির তাৎপর্য্য।

৩। ক্রোধাদির উদ্ভাবন দ্বারা কামের রূপ বিশেষ বিনষ্ট হইতে পারে; কিন্তু উহা অনঙ্গবা অমূর্ত্ত্য হইয়া থাকে। মনের অমনীভাব না হইলে অর্থাৎ সঙ্কল্প-শূন্যতা না জন্মিলে, কামের মূল যে অনাদি-বাসনা তাহার বিনাশ হয় না।

পর দিন প্রাতঃকালে ঐ আশ্রমবাসী মুনিদিগের আনীত নৌকা দ্বারা গমন সময়ে গঙ্গা-মধ্যে জল-সঙ্ঘর্ষ-জনিত তুমুল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণে জল সঙ্ঘর্ষের অত্যন্ত নাদ হইতেছে? বিশ্বামিত্র আহ্লাদপূর্ব্বক কহিলেন—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আপন ইচ্ছাবশতঃ কৈলাস পর্ব্বতে এক অতি বৃহৎ সরোবর নির্ম্মাণ করেন। সেই সরোবর মানসসরঃ নামে খ্যাত। ঐ সরোবর হইতে জল নিঃসৃত হইয়া যে নদী জন্মে, তাহাকে সরযূ কহে। সরযূ নদী অযোধ্যাপার্শ্ব দিয়া আগমন করত এই স্থানে গঙ্গাতে মিলিত হইতেছে। তৎপ্রযুক্ত উভয় জলের ক্ষোভ জন্য এই অতুল ধ্বনি হইতেছে। এই সকল কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা গঙ্গার দক্ষিণকূল প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অতি ঘোর সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদগণে পরিপূর্ণ, লোকের গমনাগমন মার্গবিহীন অতি দারুণ পথ (৪) দেখিয়া শ্রীরাম মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবর কহিলেন,—পূর্ব্বে দেবনির্ম্মিত অতি সমৃদ্ধ মলদ এবং করুষ নামক এই দুই দেশ গঙ্গাসমীপে বিখ্যাত ছিল। ইন্দ্র, ব্রাহ্মণসন্তান বৃত্র-নামক অসুরকে বধ করিলে ক্ষুধা এবং মালিন্যের সহিত ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রশরীরে প্রবেশ করাতে, দেবগণ ইন্দ্রের পাপ-মোচনার্থ সহস্র কলস গঙ্গা জল দ্বারা তাঁহার অভিষেক করেন (৫)। ইন্দ্র তাহাতে নির্ম্মল এবং নিষ্করুষ হইয়া (৬)মলদ এবং (৭) করুষ নামে দেশদ্বয়ের খ্যাতি বৃদ্ধি করেন।

তাৎপর্য্যার্থ।

৪। সাধকবর্গের অবশ্যই হৃদ্গত হইবে যে,কোন মহাপীঠাদিতে সাধনোদ্যম কালে নানা ভয়-প্রদর্শক বস্তুর উদ্বোধ হইয়া থাকে। এই জন্য সাধারণ লোকে ঐ সকল স্থানে সর্ব্বদা যায় না। কদাচিৎ কোন সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষীই তথায় গমন করেন।

৫। গঙ্গাতীরে সহস্র কলস জলে অভিষেক মাত্র ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপরূপ মল দূর হওয়া এবং তজ্জন্য ক্ষুধা পীড়া নষ্ট হওয়া, বর্ণন করায় গঙ্গাতীরের সিদ্ধভূমিতা পরিচিতা হইল। এ স্থলে জপযজ্ঞাদি যে অবশ্যই সিদ্ধিদায়ক হয়, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ।

৬। মলং পাপং দায়তি শোধয়তি মলদঃ ইতি। দৈপ শোধনে ধাতুঃ।

৭। করূষ শব্দ ক্ষুধাবাচক।

তদবধি বহু দিন পর্য্যন্ত এই দুই দেশ জনসঙ্ঘে পরিপূর্ণ ছিল। কিছু কাল পরে সহস্র হস্তীর বলধারিণী, অতি দুষ্টা ও ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী মারীচ নামক রাক্ষসের প্রসূতি, তাড়কা নামিকা যক্ষী সপুত্রা নিত্য নিত্য এই দেশদ্বয় দূষণ করে। এ স্থল হইতে অর্দ্ধ যোজনের কিঞ্চিদ্দূরে তাহার আবাসভূমি, সিদ্ধাশ্রম গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া আছে। অতএব তাড়কার অধিকৃত বনে গমন করিয়া ঐ দুষ্টার বিনাশপূর্ব্বক এই দেশদ্বয়কে নিষ্কণ্টক কর। এই দেশ অতি ঘোরা যক্ষী কর্ত্তৃক উৎসাদিত প্রায় হইয়াছে, এখানে কোন ব্যক্তিই আসিতে পারে না। ঐ যক্ষী জম্ভাসুরের (৮) পুত্র সুন্দ (৯) নামক অসুরের পত্নী (১০)। অগস্ত্য মুনির শাপবশতঃ সুন্দাসুরের মৃত্যু হইলে, তাড়কা অগস্ত্য মুনিকে ভক্ষণ করিবার উদ্যম করে, তাহাতে মুনির শাপে সে অতি দারুণরূপা মহাযক্ষী এবং তাহার পুত্র মারীচ রাক্ষস হয়। এই শাপ-প্রযুক্ত সপুত্রা তাড়কা অতিক্রোধে অগস্ত্য মুনির তপঃসিদ্ধির ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত এই দেশ নিত্য নিত্য উৎসাদন করে। ঐ দুষ্টার বিনাশে তুমি ব্যতিরেকে অপর কোন ব্যক্তিই শক্ত নহে। সর্ব্বজনহিতার্থে তুমি তাহার বিনাশ কর।

শ্রীরাম শ্রবণকরিয়া বিশ্বামিত্রবাক্যের গুরুতা প্রযুক্ত ধনুর্নির্ঘোষ করিলে, তাড়কা ক্রুদ্ধা হইয়া শব্দানুসারে শব্দনিঃসরণ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীরাম লক্ষ্মণের প্রতি কহিলেন, যক্ষী অতি বিকৃতমুখী এবং অতি বিকৃতাকারা। ইহার অতি দারুণ, ভয়ানক ও বৃহৎ শরীর; যাহার দর্শনমাত্র ভয়শীল ব্যক্তিদিগের বক্ষঃবিদীর্ণ হয়। তুমি ইহার কর্ণ এবং

তাৎপর্য্যার্থ।

৮। প্রাক্তন বা আধুনিক যে সম্ভোগ বা সম্ভোগেচ্ছা, তাহাকে জম্ভ বলে। সে অসুর, অর্থাৎ দেবতাদিগের বিরুদ্ধী।

৮। জম্ভ বা সম্ভোগেচ্ছা হইতে জন্মে যে শরীরসৌষ্ঠবাভিলাষ, সেও দেববিরোধী; সুতরাং অসুর। সুদি শোভে, সৌত্র ধাতুঃ।

১০। সুন্দাসুরের পত্নী—তাড়কা। তড়ক্ কান্ত্যা হত্যোঃ—তড়ক্ ধাতুঃ। তাড়য়তি আহন্তি সাধকান্ ইতি তাড়কা, বিভীষিকা।

নাসাগ্র ছেদন করিলে, আমি ইহাকে বিনষ্ট করিব। তাড়কা বাহূত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীরামের প্রতি ধাবমানা হইলে, বিশ্বামিত্র, 'শ্রীরাম লক্ষ্মণের জয় হউক' বলিয়া তাড়কাকে ভর্ৎসন (১) করিলেন। তাড়কা ঘোরতর ধূলি উড্ডয়নে অন্ধকার করত শ্রীরাম লক্ষ্মণের মোহ জন্মাইবার চেষ্টা করিল এবং মায়া-পূর্ব্বক শিলাবর্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে আচ্ছন্নপ্রায় করিল। শ্রীরাম শর বর্ষণ দ্বারা শিলাবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন। তাড়কা নিকট প্রাপ্ত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ সময়ে তাহার কর্ণ এবং নাসাগ্র ছেদন করিলেন। যক্ষী নানা রূপ ধারণ করিতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল এবং প্রস্তর বৃষ্টি সহকারে অতি ভয়ানক বিক্রম করিতে লাগিল। শ্রীরাম বাণজাল দ্বারা তাহাকে রুদ্ধ করিলেন। যক্ষী বজ্রবেগে শ্রীরাম লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন্ শ্রীরাম বাণদ্বারা তাহার বক্ষোবেধ করিলেন—তাড়কা তৎক্ষণাৎ পতিতা এবং মৃতা হইল।

তাড়কার মরণে ঐ স্থান নিষ্কলুষ হওয়াতে বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে তথায় অতি সুখে রজনীযাপন হইল। পরদিন প্রভাতে নিত্য ক্রিয়াবসানে বিশ্বা-মিত্র অতি প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন—কৃশাশ্ব প্রজাপতির প্রকাশিত অস্ত্ররূপ মন্ত্র, যাহা তোমাকে সমর্পণার্থ সংকল্প করিয়াছি, সেই অস্ত্ররূপ মন্ত্র সকল এক্ষণে গ্রহণ কর। এই বলিয়া মুনি শুচি এবং পূর্ব্বমুখ হইয়া জপ করিলে ঐ মন্ত্র-

---

তাৎপর্য্যার্থ।

(১) তাড়কার পুত্র মারীচ ভ্রম। জপাদির অর্দ্ধযোজনান্তে অর্থাৎ জপ অর্দ্ধ সমাপ্ত হইলে, বিভীষিকা মূর্ত্তিমতী হইয়া উপস্থিত হয় এবং সাধ-কের মনোমধ্যে কোন প্রকার লোভেচ্ছা থাকিলে তৎসম্বন্ধীয় দুশ্চিন্তা জন্মা-ইয়া বহুল ভয় প্রদর্শন করে। সাধক ভীরু হইলে তাঁহার সাধন ভঙ্গ হইয়া যায়। তিনি নির্ভীক হইলে বিভীষিকাকে মনে মনে ভর্ৎসন করেন এবং বিভীষিকার নিবারক মন্ত্রসকলের উচ্চারণ করেন। অনন্তর পরমেশের ধ্যানগম্য রূপ বিস্মরণ করাইবার চেষ্টা করিলে বিদ্যাশক্তিমান্ জীব স্বয়ং ঐ বিভীষিকার কর্ণ এবং নাসাগ্র ছেদন করিয়া তাহাকে বিরূপ করেন—অর্থাৎ বিভীষিকার মায়াজাল অতিক্রম করেন। তাহার পর ঈশ্বরের প্রসাদাৎ বিভীষিকা একবারেই বিনষ্ট হয়।

রূপ অস্ত্র সকল মুর্ত্তিমান্ হইয়া কহিল—হে শ্রীরাম! আমরা পরম উদার কিঙ্কর, আপনি যে যে আজ্ঞা করিবেন, তৎসমুদায় সম্পন্ন করিব। শ্রীরাম সুপ্রসন্নমুখ হইয়া হস্তদ্বারা তাহাদিগকে স্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন—তোমরা এক্ষণে মনোমধ্যগত হইয়া থাক। পরে বিশ্বামিত্রের প্রার্থনানুসারে গমনকালে শ্রীরাম, অস্ত্র সকলের সংহারশ্রবণে ইচ্ছা করি বলিয়া, বিশ্বামিত্রের স্মৃতি জন্মাইলে, মুনিবর কৃশাশ্ব প্রজাপতির প্রকাশিত সংহার নামক অস্ত্ররূপ মন্ত্র সকল সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাম স্বীকার করিবামাত্র মন্ত্রসকল সচেতন হইয়া, আমরা কিঙ্কর আমাদিগকে আজ্ঞা করুন বলিয়া সমক্ষে উপস্থিত হইল। শ্রীরাম বলিলেন তোমরা ইদানীং মানসচারী হও, কার্য্যকালে সাহায্য করিবে। তাহারা শ্রীরামকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পুরঃসর গমন করিল।

পরদিন প্রভাতে অতি রমণীয়া বনভূমি দিয়া গমনকালে শ্রীরাম অতি মধুর স্বরে বিশ্বামিত্রের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী, মনোহর বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিশোভিত এবং মনোহর শব্দায়মান পক্ষিগণে পরিপূর্ণ এই স্থল কাহার আশ্রম?—আর যে স্থলে আমার রক্ষণীয় যজ্ঞবেদি, তাহাই বা কোথায়?—এই সকল বিবরণ আমি আপনকার স্থানে জানিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বামিত্র কহিলেন—হে শ্রীরাম! এই স্থলে ভগবান্ বিষ্ণু তপশ্চরণার্থ এবং তপস্যার সিদ্ধিযোজনার্থ বাস করিতেন। ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম। ভগবান্ বামনদেবেরও ইহা পূর্ব্বাশ্রম। বিষ্ণুর তপস্যা-সমকালে বিরোচন নামক অসুরের পুত্র বলি, (২) ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবগণকে

তাৎপর্য্যার্থ।

২। বলি শব্দ উপহারবাচক। ইহার বিশেষপরতাতে পূজোপহার বুঝাইতে পারে। ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ যিনি জগদ্ব্যাপক, তিনি পূজোপহারের নিকটে বামন হয়েন। পূজক বিধিপূর্ব্বক হস্তপরিমিত প্রচ্ছদ দিলে তদ্দ্বারা জগদ্ব্যাপককে সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদান, তদ্দত্ত অন্নমুষ্টিতে উদরপূরণ এবং জলবিন্দুতে সর্ব্বাঙ্গ ধৌত, করিতে হয়—অর্থাৎ ভক্ত-প্রদত্ত অতি স্বল্পমাত্র উপহার দ্রব্যও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং ভগবান্ বামন না হইলে, পূজোপহারের অযোগ্যতা বশতঃ পূজা বিফল হইতে পারে। এই জন্যই বলির নিকটে ভগবানের বামনরূপে অবতরণ বর্ণিত হইল।

পরাজিত করিয়া রাজ্য করিতেছিল এবং রাজ্যকালে অতি বৃহৎ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিল। ঐ যজ্ঞকালে যাচক ব্যক্তিতাহার সমক্ষে যে যে বস্তু, যেখানেও যে প্রকারে পাইবার প্রার্থনা করিত, সে তাহা দিত। দেবগণ বলি রাজার যজ্ঞ ব্যাপার দেখিয়া এই আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাতে নিবেদন করিলেন—ভগবন্! বিরোচন (৩) পুত্র বলি এক্ষণে উত্তম যজ্ঞ করিতেছে, তাহার যজ্ঞ সমাপনের পূর্ব্বে দেবগণের কার্য্য সম্পন্ন করুন। আমাদিগের উপকারার্থে যোগমায়াবলে বামনরূপী হইয়া মঙ্গল করুন। দেবতাদিগের এই বর প্রার্থনা সময়ে কশ্যপ অদিতির সহিত অনেক সহস্র বর্ষ ব্রত ধারণান্তে স্তুতিপাঠ পূর্ব্বক কহিলেন—আমার এই তপশ্চরণ সদনুষ্ঠিত হইল, আমি তোমার শরীর মধ্যে অশেষ জগৎ দেখিতেছি, তুমি অনাদি এবং বাক্যের অগোচর,—আমি শরণাগত। ভগবান্ কশ্যপকে বরপ্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলে কশ্যপ বলিলেন—আপনি এই অদিতিতে আমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া অদিতির, ও দেবতাদিগের এবং আমার প্রার্থিত যে দেবতাদিগের দুঃখ মোচন, তাহা সিদ্ধ করুন। এই আশ্রমে বাস করিবার যে প্রয়োজন,তাহার সাধনোপযোগীনী ক্রিয়ার সিদ্ধি হইলে দেব কার্য্যার্থ গাত্রোত্থান করুন এবং আপনার প্রসাদে এই আশ্রম 'সিদ্ধাশ্রম' নামে খ্যাত হউক।

পরে ভগবান্ বিষ্ণু অদিতিতে আবির্ভূত হইয়া বলির সমক্ষে বামনমূর্ত্তি প্রকাশ করত ত্রিপাদ-ভিক্ষা-প্রতিগ্রহানন্তর পৃথিবী এবং আকাশ (৪) আক্র-

তাৎপর্য্যার্থ।

৩। বলি, বিরোচনাসুরের পুত্র। বিরোচন শব্দের ব্যুৎপত্তি,—বিগতা রোচনা ফলশ্রুতি যস্মাৎ ইতি বিরোচনো নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠেয় বৈদিকবিধিঃ। তৎপুত্রঃ-তদ্বোধিত পূজোপহারো বলিঃ। সে যে কাম্য-ফলদাতৃদেববর্গকে পরাজিত করে, ইহা অবশ্যই সুসঙ্গত।

৪। ভগবান্ পূজোপহার গ্রহণান্তে ত্রিলোক আক্রমণ করেন অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে বিরাট্‌রূপে প্রতীয়মান হয়েন। ফলতঃ প্রকৃত পূজাবসানে জগৎকেই

মণ পূর্ব্বক বলিকে পাতালে বদ্ধ করিয়া ঐ সকল লোকাধিকার ইন্দ্রের প্রতি পুনঃ সমর্পণ করিলেন। ভগবান্ শ্রীবামনদেবের এই আশ্রম! আমি ভগবানের শ্রীবামন মূর্ত্তির প্রতি ভক্তিদ্বারা এই ক্ষণে এই আশ্রম ভোগ করিতেছি। (৫)

বিশ্বামিত্র আরও বলিলেন হে শ্রীরাম! অদ্য সর্ব্বোত্তমভূত সিদ্ধাশ্রমে গমন হইবে। এই আশ্রম ইদানীং যেমন আমার, তেমনি তোমারও। এই আশ্রমে অতি দুষ্ট ভাবাপন্ন যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণ আইসে। তাহাদিগের বিনাশ করিতে হইবে। মুনি ইহা কহিতে কহিতে সলক্ষ্মণ শ্রীরামকে লইয়া সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক অতি হর্ষে পরম শোভান্বিত হইলেন। আশ্রমবাসী অন্য মুনিগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাযোগ্য সম্মান করত শ্রীরাম লক্ষ্মণের প্রতি আতিথ্য করিলে, শ্রীরাম ক্ষণকাল বিশ্রামানন্তর অতি ললিত ভাবে মুনিশ্রেষ্ঠকে কহিলেন—অদ্যই যজ্ঞসংকল্প হউক, এবং সিদ্ধাশ্রম আপন নাম সার্থক করিয়া আপনকার বাক্য সত্য করুক। মুনি তখন্ শ্রীরাম-বাক্যে যজ্ঞসংকল্প সহকারে ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ সংযত করিলে, সানুজ শ্রীরাম সাবধানে ঐ রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে কৃতাগ্নিহোত্র মুনির প্রতি কহিলেন—ভগবন্! কোন্ সময়ে

তাৎপর্য্যার্থ।

ভগবদভেদে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাই জ্ঞানযোগ। পরমেশকে, সর্ব্বসাক্ষি-স্বরূপে দর্শন করা ভক্তিযোগের ফল।

৫। দেবতা দ্বিবিধ। এক প্রকার, কর্ম্মযোগদ্বারা প্রাপ্ত-দেবত্ব দেবতা; অন্য প্রকার, যজ্ঞোদ্দিষ্ট মন্ত্রময় দেবতা। যাঁহারা কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত-দেবত্ব হয়েন, তাঁহারা ক্রিয়াবিশেষের বিঘ্নরূপ হইয়া থাকেন। অসুরের যজ্ঞ, এবং দেবতা কর্ত্তৃক সেই যজ্ঞের বিঘ্ন সম্ভব, এইরূপ বর্ণন দ্বারা দেবতাদিগের দ্বৈবিধ্য কথিত হইল।

বলি, কর্ম্মময় দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া ভগবদনুষ্ঠানে প্রধান হয়, তাহার পিতা বিরোচনও ঐ সকল দেবতার বিরোধিতাপ্রযুক্ত অসুর।

পরে ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পিত হইলে এবং তাঁহাতে নিশ্চলা ভক্তি জন্মিলে ঔপহারিক ক্রিয়ানুষ্ঠান পরিবর্জ্জিত হইয়া পাতালে অর্থাৎ ভগবানের পাদ-তলে তাহার বাস হয়। পূজোপহার ভগবানের শ্রীচরণেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

সেই রাক্ষসেরা আইসে,তাহা জানিতে ইচ্ছা করি,কারণ তাহাদিগকে নিবারণ করিবার কালাতিরেক করিতে দেওয়া অনুচিত। অপর মুনিগণ যুদ্ধে ত্বরান্বিত রাঘবদ্বয়ের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করত কহিলেন—এক্ষণে মহামুনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া মৌনী আছেন, ষড়্‌রাত্র (৬) মৌনী থাকিবেন, ইহাঁকে তোমরা রক্ষা কর। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া ধনুর্ধারণ করত ছয় রাত্রিকাল সাবধানে বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ কাল সমাপ্তপ্রায় হইলে এবং যজ্ঞবেদীতে সংস্কৃতাগ্নির প্রকাশ এবং তাহাতে যথাবিধি যজ্ঞারম্ভ হইলে, আকাশে অতি ভয়ঙ্কর মহাশব্দ হইল। বর্ষাকালে মেঘ যেমন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আইসে, সেইরূপ মায়া বিস্তার পূর্ব্বক মারীচ এবং সুবাহু নামে দুই প্রধান রাক্ষস আর তাহাদের অনুচরবর্গ যজ্ঞবেদীর অভিমুখে ধাবমান হইতেছে দৃষ্ট হইল। অতি ভীষণাকার রাক্ষসগণ যজ্ঞবেদীর নিকটে অপবিত্র সামগ্রী সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীরাম কহিলেন—লক্ষ্মণ! দেখ বায়ু যেমন মেঘমালাকে দূর করে, সেইরূপ মনুপ্রকাশিত শীতেষু নামক মানবাস্ত্র দ্বারা ইহাদিগকে দূর করিতেছি। এই বলিয়া মারীচের বক্ষঃস্থলে ঐ অস্ত্র প্রক্ষেপ করাতে সে অচেতনপ্রায় হইয়া সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। তৎপরে সুবাহুর বক্ষস্থলে আগ্নেয়-অস্ত্র প্রহারমাত্র সে বিনষ্ট হইল। উহাদের অনুচরবর্গও বায়বাস্ত্রে বিধ্বস্ত হইল। ঋষিকুল শ্রীরামের প্রতি পরম প্রীত হইয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন, এবং বিশ্বামিত্র যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরপদ্রুত দেখিয়া শ্রীরামের প্রতি কহিলেন—আমি কৃতার্থ হইলাম, তুমি আমার অতি গুরুতর বাক্য রক্ষা করিলে—এই আশ্রম সত্যই সিদ্ধাশ্রম হইল। (৭)

তাৎপর্য্যার্থ।

৬। জ্ঞানালোকের বিরোধী, অতএব অন্ধকারের স্বরূপ বলিয়া কাম ক্রোধাদি ষড়ভাব, ষড়হোরাত্র শব্দে কথিত হইল। উহাদিগের বিষয়ে জাগরূক বা সতর্ক এবং মৌনী অর্থাৎ চেষ্টাশূন্য হইয়া থাকিলে, বিদ্যাশক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে।

৭। পূর্ব্বোল্লিখিত তাড়কা, বিভীষিকা;তাহার উদরে জাত অতএব তাহার পুত্র, মারীচ ভ্রম। সে তাড়কা সত্বে তাহার সহায় মাত্র হইয়া সাধকের

রাক্ষস বধানন্তর পরম সুখে রাত্রি যাপনান্তে লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরাম সহচর-মুনিবর্গ-মিলিত বিশ্বামিত্র মহর্ষির অভিমুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন —আমরা এই উপস্থিত হইলাম ; কার্য্যাবশেষ কি আছে বলিলে করিব। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া মুনিবর্গ কহিলেন—মিথিলাধিপতি জনক রাজার পরম পবিত্র যজ্ঞারম্ভ হইয়াছে, আমরা সকলে সে স্থানে গমন করিব, তোমাকেও আমাদিগের সহিত যাইতে হইবে। জনক নৃপতির যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্রদেবের প্রদত্ত ধনুঃ আছে। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতির মধ্যে কেহই ঐ ধনুতে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি সেই

তাৎপর্য্যার্থ।

অপকার করে। ফলতঃ বিভীষিকার বলে বিষয়-ভ্রমের বল অধিক প্রকাশ পায় না। মারীচ মাতৃহীন হইলে পর সুবাহু রাক্ষসকে সহায় করিয়া যজ্ঞনাশে প্রবৃত্ত হয়। ত্রেতাযুগে যজ্ঞের প্রাধান্য হেতু জপ ধ্যানাদি ক্রিয়াকলাপকেও যজ্ঞ বলিয়া বর্ণন করা হইল। বস্তুতঃ জপ ধ্যানাদি অতিপ্রধান যজ্ঞ মধ্যেই পরিগণিত। উহা বাহ্যানুষ্ঠান বহুল যজ্ঞ হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু। যজ্ঞকালে দেবতার পীঠই দৃষ্টবেদী, তাহাতে উপদেষ্টৃপুরোহিতবর্গের সমক্ষে বিহিত ক্রিয়ার নির্ব্বাহ করিতে হয়। জপকালেও পরমগুরু প্রভৃতি গুরুচতুষ্টয়কে প্রণামপূর্ব্বক হৃৎপদ্ম, যাহা মন্ত্রমূর্ত্তি পরমেশ্বরের পীঠ,তাহাতে গুরু এবং মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতা. এই তিনের ঐক্যভাবনা করত জপ করিতে হয়। তাহা করিলে অতি প্রকাশময় অনির্ব্বচনীয়রূপের উপস্থিতি হইয়া জপের সিদ্ধি হয়। মারীচ ভ্রম। সে জপাদি কালে অন্তঃকরণে অপরাপর বিষয়ভাবনা উদ্রিক্ত করিয়া ঐ প্রকাশময় রূপের বিস্মৃতি জন্মাইয়া ক্রিয়ারদূষণ করে। ক্রিয়াদূষণ করে বলিয়াই মারীচ রাক্ষস। সেই রাক্ষস মানবাস্ত্র শীতেষু বা সত্ত্বগুণাত্মক বাণেরদ্বারা দূরীভূত হয়। সুবাহু অর্থে সেই সূক্ষ্ম এবং চঞ্চল মনোবৃত্তি যাহা রজোমিশ্রিত তমোগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়া সাধকের অলক্ষ্যে হঠাৎ বিষয় গ্রহণ করাইয়া ক্রিয়ার সম্যক্ দোষ জন্মিয়া দেয়। ইহাকে একবারেই দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। তাড়কা যক্ষী; সে ভয় প্রদর্শনদ্বারা ক্রিয়ার নাশ এবং কদাচিৎ সাধকের ও নাশ করে। মারীচ রাক্ষস, সে ক্রিয়ার সর্ব্বতোভাবে নাশ করে না—ক্রিয়ার অপকর্ষ জন্মায়। সুবাহু রাক্ষস বিষয়ান্তর গ্রহণ করাইয়া ক্রিয়াদূষণ করে।

আশ্চর্য্য ধনুঃ এবং অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন করিবে। এই কথার পরে সহচর মুনিবর্গ এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সহিত বিশ্বামিত্র যাত্রা করিয়া দিবাবসানে শোণ নদের তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন। রাত্রির প্রথম দণ্ডে অগ্নিহোত্রাদি সমাপনানন্তর বিশ্বামিত্রকে অভিমুখ করিয়া সকলে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীরাম কহিলেন,—হে ভগবন্! উত্তম বনোপবন দ্বারা অতি শ্রীমান্ যে এই দেশ, ইহার বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহামুনি কহিলেন—ব্রহ্মার পুত্র কুশ (১) নামক মহাত্মা বৈদর্ভী (২) নামিকা নিজ ভার্য্যাতে কুশাম্ব (৩) কুশনাভ (৪) অমূর্ত্তরজস্ (৫) এবং বসু (৬) নামক পুত্র চতুষ্টয় উৎপন্ন করেন। ইহাঁরা ধর্ম্মিষ্ঠ ও সত্যবাদী। ক্ষত্রধর্ম্মানুশালনে অতি উৎসাহশীলতা প্রযুক্ত পিতার অনুমতিক্রমে কুশাম্ব কৌশাম্বী, কুশনাভ সহোদর, অমূর্ত্তরজা ধর্ম্মারণ্য, এবং বসু গিরিব্রজ, এই পুরীচতুষ্টয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে বাস করত প্রজাপালন করিতেন। তাহার মধ্যে এই ভূমিভাগ বসু রাজার পালিত। এ রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে প্রকাশভূয়িষ্ঠ পর্ব্বত পাঁচটী আছে, এবং সুমাগধী নদী ইহাদের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া মালার ন্যায় শোভমান হইয়াছে। কুশনাভ রাজর্ষির বহুকন্যা (৭) জন্মে। তাঁহারা ক্রমশঃ প্রাপ্তযৌবন হইয়া বর্ষাপ্রাদুর্ভূত বিদ্যুতের ন্যায় উদ্যানভূমিতে ক্রীড়া করত মোহন নৃত্য গীতাদি করিতেন। তাঁহাদের নৃত্য, গীত, বাদিত্রাদিতে মোহিত হইয়া সর্ব্বাত্মক বায়ু তাঁহাদিগকে ভার্য্যার্থে প্রার্থনা করায়, তাঁহারা কহিলেন—আমরা সত্যবাদী পিতার অপমান করিবা অর্থাৎ পিতার অদত্তা হইয়া যে, স্বেচ্ছাতঃ বর-গ্রহণ

তাৎপর্য্যার্থ।

১। কুশঃ—কৌ পৃথিব্যাং শেতে ইতি কুশো জীবঃ।

২। বৈদর্ভী—দৃভ গ্রন্থনে ধাতুঃ—ভাবে ঙঃ। বিগতো দর্ভো গ্রন্থো যস্যা, ইতি বিদর্ভা, সাএব বৈদর্ভী বিস্তৃতিঃ।

৩। কুশাম্বঃ— অম্বা বা মায়া তৎসংযুক্তো জীবঃ।

৪। কুশনাভঃ—জীব-বিশ্রামস্থানঃ শরীরঃ।

৫। অমূর্ত্ত রজঃ—অপ্রাপ্ত বিষয়ো রজোগুণঃ অর্থাৎ অন্তশ্চর চাঞ্চল্যং।

৬। বসুঃ—বিষয়ঃ।

৭। কুশনাভ কন্যাগণ—জীবশরীরজাত শক্তি সকল।

করিব, এমত কাল আমাদের না হউক। এই কথায় কুপিত হইয়া বায়ু তাহাদিগকে কুব্জা করিলেন। কন্যাগণ রোদন করত পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলে রাজা জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে কহিলেন, দেবতাদিগের পক্ষেও সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতা-প্রদর্শন এবং কুলের সম্মানার্থ কামবেগ সহন অতি দুষ্কর। দান, সত্যবাদিতা, যজ্ঞের সকল ফলদাতৃত্ব প্রযুক্ত ক্ষমাই যশঃ, ক্ষমাই ধর্ম্ম এবং ক্ষমাই জগতের আধারস্বরূপ, ইত্যাদি বাক্যে কন্যাদিগের প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে সদৃশ বরে প্রদানার্থ রাজা মন্ত্রণাপরায়ণ হইলেন। ঊর্দ্ধরেতা, চুলী নামক মহর্ষি ব্রহ্মবিষয়ে চিত্তৈকাগ্ররূপ তপস্যা করিতেন, এবং উর্ম্মিলা (৮) নামিকা গন্ধর্ব্বীর কন্যা সোমদা (৯) পুত্র প্রার্থনায় ঐ ঋষির সেবাপরায়ণা হইয়া তাঁহার নিকটে বাস করিত। সোমদা কোন সময়ে ঋষিকে পরিতুষ্ট জানিয়া নিবেদন করিল—ভগবন্! আমি অপতিকা, এবং পরেও কাহার ভার্য্যা হইব না। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্ম্য উপায় দ্বারা আমাকে পুত্র প্রদান করুন। মুনি তাহাকে আপনার মনোজাত পুত্র প্রদান করিলেন, এবং সেই পুত্র ব্রাহ্ম্য উপায়ে প্রদত্ত বলিয়া ব্রহ্মদত্ত (১০) নামধেয় হইল। ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্য (১১) পুরীতে বাস করিতেন। রাজা কুশনাভ ঐ ব্রহ্মদত্তকে আপন কন্যা সকল সম্প্রদান করিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাহাদের যথাক্রমে অর্থাৎ উৎপত্তি ক্রমানুসারে পাণিপীড়ন করিবামাত্র সকলে বিকুব্জা হইয়া শোভাবতী হইল।

অনন্তর রাজা কুশনাভ পুত্রলাভার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তাঁহার পিতা কুশ কহিলেন—তুমি আপন সদৃশ পরম ধার্ম্মিক গাধি নামক পুত্র

তাৎপর্য্যার্থ।

৮। উর্ম্মিলা—অর্থাৎ নানা বাসনাময়ী প্রকৃতি।

৯। সোমদা—চন্দ্রাধিষ্ঠানবশতঃ শুদ্ধা মনঃশক্তি।

১০। ব্রহ্মদত্তঃ—মানসাধিষ্ঠিতো জীবঃ।

১১। কাম্পিল্যঃ—কম্পিল শব্দ বায়ুর বোধক, তন্নিবৃত্তঃ অর্থাৎ প্রাণাদি বায়ুকার্য্য শূন্য লিঙ্গ-শরীরঃ। প্রাচীনকর্ম্মাধীন জীব তাহাতে বাস করেন।

প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বামিত্র কহিতে লাগিলেন—এই গাধি (১) আমার পিতা—অতএব আমি কুশ-বংশ-প্রসূত। আমার পূর্ব্বজাতা ভগিনী কৌশিকী (২) ধর্ম্ম বলে এবং কর্ম্মবলে স্বর্গপ্রাপ্তা হইয়া পরে লোকোপকারার্থ হিমালয় পর্ব্বতকে আশ্রয় করত সরস্বতী মহানদীরূপে লোকে বিশ্রুতা হইয়াছেন। আমি সেই ভগিনীর প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহার নিকটবাসী ছিলাম। ইদানীং সিদ্ধাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া আপনকার তেজঃপ্রভাবে সিদ্ধ অর্থাৎ চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া সচেতন হইয়াছি। হে শ্রীরামচন্দ্র! এতদ্দেশবিষয়ক যে প্রশ্ন, তাহার উত্তর এবং তদানুপূর্ব্বী বশতঃ আপন বংশও কীর্ত্তিত হইল। (৩)

তাৎপর্য্যার্থ।

১। গাধি—গাধ গুম্ফনে ধাতুঃ। অর্থাৎ উর্দ্ধে উর্দ্ধে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যে ধ্বনি। উদাত্তাদিস্বররূপে নির্গত যে বাঙ্ময় বেদ অর্থাৎ বিশ্বামিত্র তিনি গাধি হইতে জাত।

২। বাঙ্ময়ের পূর্ব্বজাতা ভগিনী, বাঙ্ময়ের অধিষ্ঠাত্রী——সরস্বতী।

৩। এই প্রকরণের তাৎপর্য্য এই যে,ব্রহ্মা বা জীব-সমিষ্টি হইতে পৃথক্‌রূপে প্রাদুর্ভূত 'কুশ' শব্দ বাচ্য জীব,আমি অনেক হই, বৈদর্ত্তীরূপা এই ইচ্ছার গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে 'কুশাম্ব' অর্থাৎ মায়াযুক্ত,অনন্তর 'কুশনাভ' অর্থাৎ শরীরধারী হয়েন। ঐ শরীরজাত কন্যা রূপ শক্তি সকল জড়—অতএব উহারা প্রাণ বায়ুর বলে ক্ষুব্ধ মাত্র হয়, বিশেষ বিশেষ কার্য্যকারী হইতে পারে না। পরে উর্ম্মিলা অর্থাৎ নানা বাসনাময়ী প্রকৃতি হইতে বিশুদ্ধা মনঃশক্তি জন্মিয়া তৎ ক্রোড়ে পরিপুষ্ট, লিঙ্গশরীরকে আশ্রয়কারী, কাম্পিল্য পুরবাসী 'ব্রহ্মদত্ত' জীবের অঙ্গীকারে শরীর শক্তি সকল অকুণ্ঠিতা হইয়া বিলাস করিতে থাকে। গাধি অর্থাৎ উর্দ্ধে উর্দ্ধে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত যে অতি সূক্ষ্মধ্বনি, তাহা প্রথমতঃ মূলাধারে পশ্যন্তীশক্তির যোগে প্রবল বায়ুর দ্বারা জন্মে। ক্রমে অনাহত চক্রে মধ্যমাশক্তি সহকারে অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া নাদ জন্মে। পরে কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধ চক্রে বৈখরী শক্তি যোগে স্বরের এবং বর্ণের পূর্ব্বরূপ হয়। তৎপরে মুখ হইতে ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বর এবং উভয়যোগী মাত্রা রূপে নির্গত হয়। এই গাধির পুত্র জগতের পরম বন্ধু বাঙ্ময় বেদভাগ-বিশ্বামিত্র। ইহাঁর পূর্ব্বজাতা ভগিনী স্বরসতী বাঙ্ময়ের অধিষ্ঠাত্রী। বেদ স্বয়ং

এই কথোপকথনে অর্দ্ধরাত্রি গত হইলে শ্রীরাম এবং মুনিগণ কুশবংশের এবং বিশ্বামিত্রের ও কৌশিকীর প্রশংসা করত নিদ্রাপরবশ হইলেন।

রাত্রি প্রভাতকালে বিশ্বামিত্র কহিলেন,হে শ্রীরাম! প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত—গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গমনোন্মুখ হও। রামচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া তৎকাল কর্ত্তব্য ক্রিয়া সমপনান্তে বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট পথে শোণনদ উত্তীর্ণ হইয়া পরে বহু দূর গমনানন্তর দিবসের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইলে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। পরে যথাবিধি স্নান,তর্পণ,দেবপূজাএবং নিত্যাগ্নি-হোত্রাবসানে ভোজন পূর্ব্বক সকলে বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করিয়া গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইলেন, এবং শ্রীরাম যথান্যায়ে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—গঙ্গা ত্রিপথগা মহানদী, ইনি ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া কি প্রকারে সমুদ্রগামিনী হইয়াছেন। শ্রীরামের বাক্যের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বামিত্র গঙ্গার জন্মের এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

পর্ব্বতপ্রধান হিমবান্ মেনকানাম্নী সুমেরু কন্যাতে প্রথমে গঙ্গা তৎপরে উমা নামিকা অপ্রতিমরূপা দুইটী কন্যার উৎপাদন করেন। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনানুসারে এবং ত্রিলোকের উপকার সাধনার্থে হিমবান্ গঙ্গা দেবতাদিগকে দান করেন, এবং দেবতারা কৃতার্থ হইয়া গঙ্গাকে লইয়া স্বর্গে গমন করেন। দ্বিতীয় কন্যা উমা অতি কঠোর ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিলে গিরিরাজ তাঁহাকে ভগবান্ রুদ্রদেবে দান করেন। ভগবান্ শ্রীরুদ্রদেব উমাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়ারম্ভ করেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীরুদ্রদেবের সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করত কহিলেন—হে ভগবন্! হে দেবাদিদেব! আপনি সকল লোকের হিতৈষী—অতএব দেবগণের প্রণাম গ্রহণ করিয়া অনুগ্রহ করুন। পৃথিব্যাদি সকল লোক আপনার তেজো-ধারণে অসমর্থ। অতএব আপনি দেবীর সহিত ব্রহ্মাদ্বৈত লক্ষণ তপস্যাচরণ

তাৎপর্য্যার্থ।

জড়, পরমেশ্বরের প্রভাবে সচেতন। যেমন বায়ুজনিত ধ্বনি জড় হইয়াও সচেতন জীবের প্রয়োগাধীন অভিমত কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ দেবতা এবং মন্ত্রের ঐক্য ভাবনায় মন্ত্র সাধকাভিলষিত কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

করুন—এবং আপন অচিন্ত্য-শক্তির দ্বারা আপন তেজঃধারণ করুন। ভগবান রুদ্র দেবতাদিগের প্রার্থনা স্বীকার করত কহিলেন—আমি উমার সহিত নিজ তেজঃ (১) ধারণ করিতেছি, লোক সকল সুখী হউক। পরে স্খলিত রুদ্রতেজে পৃথিবী ব্যাপ্তা হইলে দেবগণ অগ্নিকে কহিলেন, তুমি বায়ুর সহিত রুদ্র-বীর্য্যে প্রবিষ্ট হও। উহা অগ্নিপ্রবেশবশতঃ বদ্ধ এবং রাশীকৃত শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত তুল্য হইল এবং সূর্য্যাগ্নিসদৃশ প্রভাশালী শরবণ (২) হইল। পরে অগ্নির সহিত দেবগণ সেনাপতি প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছায় ভগবান্ ব্রহ্মার সমক্ষে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন—শ্রীরুদ্রদেব আমাদিগকে সেনাপতি দানারম্ভ করিয়াছিলেন। ইদানী তিনি উমাসহিত তপশ্চরণে রত হইয়াছেন। আপনিই আমাদিগের পরম গতি। অতঃপর সকল লোকহিতার্থ যাহা কর্ত্তব্য হয়,তাহার বিধান করুন। ব্রহ্মা মধুর বাক্য দ্বারা দেবগণকে শান্ত করিয়া কহিলেন—এই যে, আকাশ গঙ্গা আছেন, ইহাঁ হইতে অগ্নিদেব স্বয়ং তোমাদিগের সেনাপতি উৎপন্ন করিবেন। গঙ্গা তাঁহাকে নিজ পুত্র বোধ করিবেন এবং উমাদেবীও তাঁহার প্রতি পুত্রভাব করিবেন। ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণে দেবগণ কৃতার্থম্মন্য হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক গৈরিক মনঃশিলাদি নানা ধাতু শোভিত কৈলাস পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ঈশ্বরবীর্য্যপ্রবিষ্ট অগ্নি দেবতাকে কহিলেন—হে মহাতেজস্বিন্! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই রুদ্রবীর্য্য গঙ্গাতে সমর্পণ কর। অগ্নি তাহাই করিলে গঙ্গার সকল স্রোত পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর গঙ্গাদেবী আপন সকল শরীর হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক অতি দীপ্তিমান্ গর্ভকে হিমালয়পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। সুমেরু দৌহিত্রী গঙ্গার গর্ভ হইতে নির্গমন প্রযুক্ত পৃথিবী প্রথমে সুমেরুতুল্য প্রভাশালী সুবর্ণ প্রাপ্ত হইল। তাহার পরভাগে হিরণ্য (৩)অর্থৎ রৌপ্য—তাহার পরভাগে তাম্র—তাহার পরভাগে লৌহ—তাহার পরভাগে সীসক জন্মিল। পৃথিবী এই ছয়

তাৎপর্য্যার্থ।

১। রুদ্রতেজ, পারদ ; উমাতেজঃ, হরিতাল।

২। শরবনং—বনসম্ভূতিঃশরদয়োঃ ধাতুঃ। বাণাগ্রেণ সম্ভুক্তবৎ সম্ভুক্তং, শরবনং, অর্থাৎ ক্ষুদ্র গুড়িকা।

৩। হিরণ্য—হিরণ্যং রেতসি স্বর্ণে রূপ্যে ধনবরাটয়ো রিতি কোষঃ।

ধাতু প্রাপ্ত হইল, এবং উহাদিগের মিশ্রণবশতঃ নানাধাতুর উৎপত্তিহইল। গর্ত্ত নিক্ষেপ মাত্রে উহার প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া পর্ব্বতসন্নিহিত যাবৎ বন সুবর্ণ-প্রভ হইল। সেই অগ্নিসম-প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণের নাম কুমার (৪)। দেবগণ তাঁহাকে ক্ষীর পান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকাদিগকে (৫) নিযুক্ত করিলেন। কৃত্তিকারা তাঁহাকে আপনাদিগের পুত্র বলিয়া ক্ষীর পান করাইল, এবং দেবগণ তাঁহাকে কার্ত্তিকেয়(৬) নামে অভিহিত করিলেন। ইনি ষডানন হইয়া কৃত্তিকাদিগের ক্ষীর পান করিতেন। ইনি দেবসেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়া দৈত্য সৈন্যদিগকে পরাজিত করিলেন। (৭)

তাৎপর্য্যার্থ।

৪। কৃত্তিকা—কৃতিচ্ছেদনে ধাতুঃ, তা প্রত্যয়েন কৃত্তা। কৃত্তাএব কৃত্তিকাঃ নিত্য বহু বচনান্তঃ। অর্থাৎ পারদ মিশ্রিত হরিতালের গুণ্ডিকা।

৫। কার্ত্তিকেয়ঃ—কৃত্তিকাজাতঃ গুণ্ডিকা সংঘাতঃ।

৬। কুমারঃ—কুৎসিতোমারো কন্দর্পোযস্মাৎ।

৭। এই প্রকরণে সুবর্ণাদি ধাতু সকলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। রুদ্র-বীর্য্য পারদ এবং ভগবতীবীর্য্য হরিতালের চির সংঘটনে ঐ দুই ধাতু পরস্পরে অতি-মিশ্রিত হইয়া যায়। অনন্তর ভূগর্ভস্থ হইয়া সম্বদ্ধ হইলে শ্বেত-বর্ণ হইয়া থাকে। তাহাতে বায়ুর সহিত অগ্নির প্রবেশ হইয়া তদনন্তর উহা আকাশগঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইলে এবং ঐ জল শুষ্ক প্রায় হইলে সুবর্ণাদির গুণ্ডিকা সকল জন্মে। গুণ্ডিকা ছয় প্রকারের হয়। অত্যন্ত তাপে সুবর্ণ—তদপেক্ষা অল্পতাপে রৌপ্য, এবং সুবর্ণ রজতের তীক্ষ্ণতার ন্যূনাতিরেকে তাম্র এবং লৌহ এবং ঐ ধাতুদিগের সংযোগে রঙ্গ এবং সীসক জন্মে।

ধাতু সকলের উৎপত্তি বিবরণ বলিবার উদ্দেশ্য, শাস্ত্রে বর্ণিত অসুর এবং কর্ম্মময় দেবতাদিগের পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতির সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা। কর্ম্মময় দেবগণের ইহসংসারকে সংসাররূপে রক্ষা করাতেই অধিকার। এই জন্য তারকাদি সংসার নিস্তারক ভাব তাঁহাদিগের শত্রু। তাঁহারা ঐ সকল ভাবকে নষ্ট করিবার নিমিত্তই যত্ন করেন। সুবর্ণাদি ধাতু, সকল প্রকার ধনের প্রতিরূপ। ধন সত্ত্বে সংসার বিলাসে কামনা বাহুল্য হয়। তৎপ্রযুক্ত সংসারের স্থিতি হয়। অকিঞ্চনতাই সংসার বিলাস-জয়ের

মহামুনি বিশ্বামিত্র শ্রীরাম সমক্ষে প্রসঙ্গতঃ কুমার-সম্ভব বিবরণ কহিয়া ভগবতী গঙ্গা কিরূপে ত্রিপথগামিনী হইলেন, সেই মূল কথার পুনরারম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—পূর্ব্বে সগর (১) নামে কোন রাজা অযোধ্যা নগরে রাজ্য করিতেন। তাঁহার কেশিনী (২) এবং সুমতি (৩) নামিকা দুই ভার্য্যা ছিল। রাজা পুত্রোৎপত্তি কামনায় ঐ দুই পত্নীর সহিত হিমবৎ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভৃগু-প্রস্রবন-পর্ব্বতে বহুবর্ষ তপশ্চরণ করিলে, ভৃগুমুনি সগর রাজার প্রতি এই বর প্রদান করেন যে, তোমার এক পত্নী বংশধর এক-পুত্র, এবং অপর পত্নী ষষ্টি সহস্র পুত্র, প্রসব করিবেন। বরপ্রাপ্তি শ্রবণে হৃষ্টমনা হইয়া দুই রাজ্ঞী মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে কাহার এক পুত্র এবং কাহারই বা বলবান এবং কীর্ত্তিমান বহুপুত্র জন্মিবে। মুনি কহিলেন, সে বিষয়ে তোমাদিগের যাহার যেমন ইচ্ছা সেইরূপই হইবে। ইহা শুনিয়া কেশিনী এক পুত্র এবং গরুড়-ভগিনী সুমতি বহুপুত্র বর লইয়া রাজ সমভিব্যাহারে অযোধ্যা প্রত্যাগমন করিলেন। যথা কালে কেশিনীর এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম অসমঞ্জস (৪) হইল। সুমতি অলাবু ফলাকার গর্ভ প্রসব করিলেন। সেই অলাবু, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলে ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্মিল। ইহারা যৌবনাবস্থ হইয়া অতি রূপবান এবং মহা বলবান হইল।

সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জা পুরকামিনীদিগের সর্ব্বদা অহিতকারী

তাৎপর্য্যার্থ।

উপায়। এই জন্য কার্ত্তিকেয় ষড়ানন, সুবর্ণাদি ছয় ধাতুর প্রতিরূপ, কর্ম্মময় দেবতাদিগের সেনা-পতি এবং তারকের নিহন্তা।

১। সগর—গর বা গরলের সহিত বিদ্যমান অর্থাৎ অভিমানের সহিত বিদ্যমান অহং বোধ।

২। কেশিনী—কে, মূর্দ্ধ্নি, জগদন্তে, শেতে অবতিষ্ঠতেইতি কেশিনী, নিবৃত্তিঃ।

৩। সুমতিঃ—লোকসিদ্ধ-সুবুদ্ধিঃ বা প্রবৃত্তিঃ।

৪। অসমঞ্জা—লোকসিদ্ধ-সুখ-দুঃখাতীতঃ, লোক-বিরুদ্ধ-স্বভাবঃ।

হইলেন। তিনি তাহাদের বালকগণকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া সরযূ জলে নিক্ষেপ করিতেন এবং তাহারা জল মজ্জনে কষ্ট পাইত বা মরিয়া যাইত দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইতেন। সগর রাজা অসমঞ্জসকে পরিত্যাগ করিয়া দেশ বহিষ্কৃত করিলেন। তাঁহার এক পুত্র থাকিল। ইহাঁর নাম অংশুমান। ইনি অতি প্রিয়ম্বদ এবং বীর্য্যবান ও প্রজাবর্গের মনোমত ছিলেন। কালে সগর রাজার যজ্ঞানুষ্ঠানে নিশ্চিতমতি হইলে, তিনি হিমবান এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত দেশে যজ্ঞবেদি স্থাপন করিয়া উপাধ্যায় পুরোহিতের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় অংশুমান অশ্বরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর অশ্বচ্ছেদনের দিন উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র রাক্ষসী মূর্ত্তিধারণ করিয়া অশ্বকে অপহরণ করিলেন। রাজা ষষ্টি সহস্র পুত্রের প্রতি অনুমতি করিলেন, হে পুত্রগণ! এই যজ্ঞ অতি পবিত্র মহর্ষিগণের অধিষ্ঠিত হইয়াও রাক্ষসীমায়ায় নষ্ট হইতেছে; তোমাদিগের কল্যাণ হউক! তোমরা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া অশ্বাপহর্ত্তার অন্বেষণ কর, ভূ-পৃষ্ঠে না পাইলে এক এক জন,এক এক যোজন পৃথিবী ভাগ করিয়া খনন কর। পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সগরপুত্রেরা আয়াম বিস্তারে এক এক যোজন পৃথিবী খননে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে পৃথিবী-বিবর-মধ্যস্থিতনাগ, রাক্ষস, অসুরাদির প্রাণ বিনাশ জনিত ঘোর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। পৃথিবীর তাদৃশ দুঃখ সহিতে না পারিয়া দেব গন্ধর্ব্বাদিবর্গ আকুল হইয়া ব্রহ্মাকে স্তুত্যাদির দ্বারা তুষ্ট করিয়া কহিলেন—ভগবন্! সগর সন্তানগণ সমুদায় পৃথিবী ছেদন করত দৃশ্যমান ভূচর এবং জলচর প্রাণিবর্গকে, এই আমাদিগের যজ্ঞনাশক অশ্বাপহর্ত্তা বলিয়া, বিনাশ করিতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন—পৃথিবী ভগবান বাসুদেবের রক্ষণীয়া। ভগবান এক্ষণে কপিল (৫) মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীর

তাৎপর্য্যার্থ।

৫। কপিলদেবঃ—যজ্ঞাগ্নিঃ। ইনি দেবহূতির পুত্র। দেবাহূয়ন্তে যস্যাং—ইতি দেবহূতিঃ যজ্ঞবেদিঃ। তাহাতে জাত যজ্ঞাগ্নি—তিনিই কপিলদেব, তৎকর্ত্তৃক লোক সমূহ রক্ষিত হয়। "অগ্নৌপ্রস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে,আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" অর্থাৎ অহং বোধের

রক্ষা করিতেছেন—তাঁহার কোপেই সগর পুত্রদিগের নাশ হইবে। পরন্তু প্রতিকল্পেই পৃথিবীর এইরূপ নির্ভেদ এবং সগর পুত্রদিগের নাশ হইয়া থাকে; পণ্ডিতেরা ইহা জানেন এবং এ নিমিত্ত তোমাদিগের মনোমালিন্য অনুচিত। ব্রহ্মবাক্য শ্রবণে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। সগর-পুত্রেরাও পৃথিবীর নানা স্থান খনন করিয়া পুনর্ব্বার সকলে সম্মিলিত হইল এবং পিতৃ সমীপে আসিয়া কহিল—আমরা সমুদায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং অনেকানেক বলবৎ জন্তুর বিনাশ করিয়া আসিলাম, কিন্তু কোথাও যজ্ঞীয় অশ্ব এবং তাহার অপহর্ত্তাকে দেখিলাম না; এক্ষণে কি করিব, তাহার বিচার পূর্ব্বক অনুজ্ঞা করুন। সগর রাজা কহিলেন—অতি গভীর করিয়া খনন কর, অশ্বাপহর্ত্তাকে পাইলে কৃতার্থ হইয়া পুনরাগমন করিও। এইরূপ পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সগর সন্তানগণ রসাতল পর্য্যন্ত পৃথিবীর পূর্ব্ব দিক খনন করিয়া, পরে দক্ষিণ দিক, এবং তৎপরে পশ্চিম এবং উত্তর দিক খননানন্তর, অতি রোষে ঈশান দিক খনন করত, সেই স্থানে কপিল নামক ভগবানের মূর্ত্তি দেখিতে পাইল এবং সেই কপিলদেবের অদূরে যজ্ঞাশ্ব চরিতেছে দেখিয়া হৃষ্ট হইল, এবং কপিল দেবকেই অশ্বাপহারক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিল। কপিল-দেব হুঙ্কার করিলেন, সগর সন্তান সকল ভস্ম হইয়া গেল। রাজা পুত্রদিগের বহু বিলম্ব দেখিয়া স্বপৌত্র অংশুমানের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, তুমি শূর এবং কৃতবিদ্য এবং অতি তেজস্বী; খড়্গ চাপাদি অস্ত্র সহিত গমন পূর্ব্বক পিতৃব্যদিগের এবং অশ্বাপহর্ত্তার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আইস এবং যজ্ঞ সমাপন কর। অংশুমান পিতামহের অনুমতিক্রমে সশস্ত্র হইয়া পিতৃব্য-

---

তাৎপর্য্যার্থ।

দ্বারা প্রবৃত্তি হইতে প্রসূত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়ের প্রকার এবং বিষয় ভেদে একৈকে বহু সংখ্যক সহস্র রূপ হয়; অতএব সুমতি প্রসূত সন্তানের সংখ্যা ষষ্ঠি সহস্র বলা হইয়াছে। যজ্ঞাগ্নি দ্বারা এ সমস্তের বিনাশ সাধন না হইলে এবং জ্ঞানের প্রস্ফুরণ না হইলে যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না।

১। অংশুমান—সূর্য্যঃ—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাদিগের প্রধান, যেহেতু তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা। জ্ঞানময়ঃ।

কৃত খাতমার্গেভূমিগর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক বহু অন্বেষণ করত পিতৃব্যদিগের শরীর ভস্মরাশীকৃত দেখিয়া অতি দুঃখার্ত্ত হইয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে যজ্ঞীয় অশ্ব নিকটেই চরিতেছে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর পিতৃব্যদিগের তর্পণ করিবার নিমিত্ত জলের অন্বেষণ করিতেছেন, এমত সময়ে বিহগ-রাজ গরুড় তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, সাক্ষাৎ ভগবদতার কপিলদেব কর্ত্তৃক তোমার পিতৃব্যদিগের যে বধসাধন হইয়াছে, তাহা দেবতাদিগের সম্মত। অতএব তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। আর ইহাঁরা ব্রহ্মদণ্ডে মৃত, অতএব সামান্য জলে উহাঁদিগের তর্পণ হইবে না; হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা আকাশ-গঙ্গাকে আনয়ন পূর্ব্বক, তাঁহার পরম পাবন জলে ইহাঁদিগের তর্পণ কর। ইহাঁদিগের শরীর ভস্মরাশীকৃত হইয়া বিলুপ্ত হইলেও ইহাঁরা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবেন। তুমি যজ্ঞীয়াশ্ব লইয়া যাও—তোমার পিতামহের যজ্ঞসমাপন কর। অংশুমান অশ্ব লইয়া রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা তেমন দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও যথাবিধি যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং তদনন্তর বহুকাল রাজ্য করিয়া উপরত হইলেন।

সগর রাজা স্বর্গগত হইলে প্রজাবর্গ এবং মন্ত্রিবর্গ অংশুমানকে রাজা করিয়াছিলেন। অংশুমান স্বপুত্র দ্বিলিপের (১) প্রতি রাজ্য পালন ভার সমর্পণ করিয়া হিমবান পর্ব্বতের শিখর প্রদেশে বত্রিশ লক্ষ বৎসর (২) ব্যাপিয়া ঘোর তপশ্চরণ করত কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। রাজা দ্বিলিপ ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্রহ্মদণ্ড হইতে উদ্ধার চিন্তন করত স্বপুত্র ভগীরথের অভিষেকসাধন করিলেন, এবং ব্যাধি পীড়িত হইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। পরে রাজর্ষি ভগীরথ মন্ত্রিদিগের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া গঙ্গাবতরণার্থে গোকর্ণ নামক তীর্থে উর্দ্ধবাহু এবং

তাৎপর্য্যার্থ।

১। দ্বিলিপ – দ্বাভ্যাং লিপ্যতে ইতি দ্বিলিপঃ অর্থাৎ পূর্ব্ব এবং অপর মন্বন্তরান্ত সন্ধ্যাংশঃ, দুই মন্বন্তর যাহাতে লিপ্ত হয় – "লিপশ্লেষণে ধাতুঃ।" ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে দ্বিলিপ নামটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হইয়াছে। যথা 'দ্বিলীপ' 'দিলীপ' 'দিলিপ'।

২। ৩২-লক্ষ বৎসর———দেবমানের সত্যযুগ চারি হাজার বৎসরকে

পঞ্চতপ মধ্যস্থ হইয়া মাসান্তে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করত সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। ভগবান ব্রহ্মা সুপ্রীতি পূর্ব্বক দেবগণের সহিত নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,হে মহারাজ ভগীরথ! তোমার সুচরিত এবং তপস্যার দ্বারা অতি প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম—তুমি বর প্রার্থনা কর। রাজা ভগীরথ পুটাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—যদি এ তপস্যা ফলপ্রাপ্তির যোগ্য হয়, এবং যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে দুইটী বর প্রার্থনা করি—প্রথম বর এই—সগর সন্তানগণ আমা হইতে জল প্রাপ্ত হউন, উহাঁদিগের দেহ-ভস্ম গঙ্গাজলে আর্দ্র হইলে উহাঁরা চিরস্বর্গী হইবেন। আর দ্বিতীয় বর এই—ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ যেন কখন সন্তান অভাবে অবসন্ন না হয়েন,অন্য প্রার্থনা নাই। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ভগবান ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি অতি সুমিষ্ট বাক্যে কহিলেন—হে ভগীরথ! (৪) তোমার অভীষ্ট অতি মহৎ, ইহা সিদ্ধ হউক—গঙ্গা হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, তাঁহার পতন-বেগ সহনে পৃথিবী অক্ষমা, বিনা শ্রীমহাদেব অন্য কেহই গঙ্গার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। অতএব তাঁহার ধারণার্থে শ্রীমহাদেবের আরাধনা কর। ভগীরথের প্রতি এই অনুমতি করিয়া দেবগণ সহ ব্রহ্মা স্বধামে গমন করিলেন। ব্রহ্মা গমন করিলে,ভগীরথ রাজা অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ মাত্র দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া সঙ্কল্পিত সম্বৎসর তপশ্চরণ করিলেন। বৎসর পূর্ণ হইলে ভগবান দেবদেব রাজাকে কহিলেন—হে ভগীরথ! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইলাম। তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি মস্তক দ্বারা গঙ্গা ধারণ করিব। অনন্তর, সর্ব্বলোকের নমস্কৃতা গঙ্গা অতি বৃহৎরূপ ধারণ করত দুঃসহবেগে আকাশ হইতে শিবমস্তকে পতিতা হইলেন। পতনানন্তর গঙ্গা চিন্তা করিলেন, আমি আপন স্রোতোবেগ দ্বারা শ্রীমন্মহাদেবকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিব। তাঁহার এই মানসিক গর্ব্ব জানিয়া ভগবান শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে লুক্কায়িত করিতে মনন করিলেন। গঙ্গা জটা সমূহযুক্ত রুদ্রদেবের মস্তক হইতে পরম যত্নপরা হইয়াও পৃথিবী গমনে সমর্থা হইলেন না এবং বহুকাল পর্য্যন্ত

তাৎপর্য্যার্থ।

৪। ভগীরথঃ—ভানি রাশীন্ নক্ষত্রানি চ গীরথয়তি জীববৎ করোতি ভগীরথো রাশি-নক্ষত্র-প্রকাশকো কালঃ।

জটামণ্ডল মধ্যেই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভগীরথ রাজা গঙ্গার দর্শন না পাইয়া পুনর্ব্বার হরের আরাধনা করিলে, ভগবান রুদ্রদেব পরিতুষ্ট হইয়া বিন্দু সরোবরের অভিমুখে গঙ্গার পথ দিলেন। গঙ্গা বহির্গতা হইলে তাঁহার সাতটী স্রোতঃ হইল। তাহার মধ্যে হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী এই তিন স্রোতঃ পূর্ব্বদিক্‌গামী হইল। সুরক্ষঃ, সীতা, এবং সিন্ধু নামক তিন স্রোতঃ পশ্চিমদিঙ্মুখে গমন করিল। সপ্তম স্রোতঃ ভগীরথ রাজার রথের পশ্চাদ্গামী হইল। ঐ স্রোতঃ আকাশ হইতে শিবের শিরোগত হইয়া পৃথিবী মণ্ডলে অবতরণ করত তীব্র শব্দ সহকারে নানাস্থানে নানা প্রকার গতি দ্বারা গমন করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি,গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলে শিবাঙ্গ হইতে পতিত সেই গঙ্গাজল অতি পাবন জানিয়া তাহা স্পর্শ করিলেন। যাহারা শাপ বশতঃ স্বর্গ হইতে বসুধাতলে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা গঙ্গাজলে প্রথ্যালিত হইয়া বিগতপাপ এবং স্বর্গপ্রাপ্ত হইলেন। পরে গঙ্গা জহ্নু (৫) নামক মুনির যজ্ঞস্থান প্লাবিত করিলে, জহ্নু তাঁহার গর্ব্ব দেখিয়া সমুদায় স্রোতোবারি পান করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দেব গন্ধর্ব্বাদি সকলে অতি বিস্মিত হইয়া গঙ্গাকে জহ্নুকন্যা বলাতে জহ্নু মুনি তুষ্ট হইয়া আপনার উভয় কর্ণপথ দ্বারা তাঁহাকে বহির্গত করিলেন। গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাদ্গমন করত সাগরে মিলিয়া পাতাল-গতা হইলেন। রাজা ভগীরথ পূর্ব্ব পিতামহদিগের দেহ-ভস্মরাশি দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। ঐ ভস্মরাশি গঙ্গাজলে পরিসিক্ত হওয়াতে ভগারথের পূর্ব্ব পিতামহেরা পবিত্র হইয়া চির-স্বর্গবাসী হইলেন। ভগবান ব্রহ্মা ভগীরথের প্রতি কহিলেন—তোমা হইতে এই ষষ্টি সহস্র সগর সন্তান পবিত্র হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গবাসী হইল, যাবৎ সাগরে জল থাকিবে, তাবৎ ইহাঁরা দেবতাদিগের সহিত স্বর্গবাসী থাকিবেন। এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা পুত্রীরূপে ভাগীরথী নামে খ্যাতা হইবেন, আকাশ হইতে শঙ্করসিরোলগ্না, পরে পৃথিবীগতা, অনন্তর পাতালগতা হইয়াছেন, এই জন্য ইহার নাম ত্রিপথগামিনীও হইবে। তুমি এই জলে তর্পণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পূরণ কর। রাজা ব্রহ্মবাক্যে

তাৎপর্য্যার্থ।

৫। জহ্নুঃ—জং, বেগং, হ্নুতে, গোপয়তি ইতি জহ্নুঃ অর্থতো মহাহ্রদঃ।

করিলেন। পরে স্বপুরে গমন করিয়া যথোচিত রূপে রাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (১)

বিশ্বামিত্রের পরম পবিত্র গঙ্গাবতরণ কথা শ্রবণে লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরাম বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন—ভগবন্! পরম পবিত্র গঙ্গাবতরণ এবং তজ্জল দ্বারা সাগর পূরণ কথা কি আশ্চর্য্য! ইহার অনুচিন্তনে রাত্রি ক্ষণকালের

তাৎপর্য্যার্থ।

১। সগর অহং বোধ মাত্রের বাচক, তাহা হইতে নিবৃত্তি সহকারে সাত্বিকাহঙ্কার অসমঞ্জস্ প্রাদুর্ভূত হয় এবং তাহা হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা জন্মে। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতার প্রধান, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য—ইনিই অংশুমান। ইনি মন্বন্তরাবচ্ছিন্ন কাল রাজত্ব করিয়া অর্থাৎ প্রকাশ থাকিয়া, পরে হিমমাত্রব্যাপ্ত স্থানে তপশ্চরণ করেন, অর্থাৎ সম্বর্ত্তকাদি মেঘগণ কর্তৃক আবৃত হইয়া থাকেন। সেই সময়ে দ্বিলিপের অর্থাৎ পূর্ব্ব মন্বন্তরান্ত এবং পর মন্বন্তরাদি সন্ধ্যাকালের অধিকার হয়। তদনন্তর, রাশি নক্ষত্রাদি প্রকাশের প্রকৃত কাল ভগীরথ উপস্থিত হইলে, ক্রমে মেঘ সমূহ বৃষ্ট হইয়া পর্ব্বত শিরোদেশ পরিপূর্ণ করে। সকলের আদি-নদী সুরধুনী গঙ্গা দক্ষিণ দিঙ্মুখে (অর্থাৎ যে দিকে নক্ষত্রাদির প্রথম প্রকাশ হয় সেই দিঙ্মুখে) প্রধাবিত হয়েন। মহা হ্রদ সকলে পতিতা হইলে স্রোতোবেগ গোপায়িত হইয়া যায়, এবং হ্রদ পূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহার কল্পিত মস্তকের অর্থাৎ প্রকাণ্ড শৈলের দুই পার্শ্বরূপ দুই কর্ণ দ্বারা গঙ্গা নির্গতা হইয়া ক্রমে সাগর প্রাপ্তা হয়েন।

গঙ্গা জলাভিষেকে সগর সন্তানগণ অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি, দেবগণের সহবাসে দেবতাদিগের তুল্য কাল পর্য্যন্ত স্বর্গী হয়েন। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কাম ক্রোধাদি কেবল মানব লোক এবং পাতাল লোক ব্যাপ্ত নহে। উহারা স্বর্গলোকেও বিশিষ্টরূপে ব্যাপক। মর্ত্ত্যলোকে যজ্ঞ করণেচ্ছাধীন যজ্ঞাগ্নি (কপিলদেব) প্রাদুর্ভূত হইলে, কাম ক্রোধাদি ভস্ম হইয়া যায়। পরন্তু স্বর্গলোকে যজ্ঞাধিকার না থাকায় তাহা হয় না। অতএব কামাদির চিরস্বর্গ বর্ণিত হইল।

হ্যায় গত হইল ; এক্ষণে এই ত্রিপথ-
পনি এস্থলে আসিয়াছেন জানিয়া ঋষিদিগের
হইল। শ্রীরামবাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র পরিবারবর্গ সহিত পর পারে গমন করিলেন। গঙ্গার উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ঋষিগণের সন্মান করণানন্তর গঙ্গাকূলে বিশালা পুরী দর্শন করিলেন। পরে শ্রীরাম ঐ পুরীর কথা এবং তাহা কোন্ রাজবংশের দ্বারা অধ্যুষিত জিজ্ঞাসা করিলে মুনি কহিলেন।——হে শ্রীরাম! এই বিশালা (১) পুরীর বিবরণ আমি শক্রস্থানে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর! সত্য যুগে দিতি-পুত্রগণ এবং অদিতিপুত্রগণ মহা বীর্য্যশালী, মহা বলবান এবং পরম ধর্ম্মিক ছিলেন। তাঁহারা কিরূপে নীরোগ ও সন্তাপশূন্য এবং অমর হইবেন, এই ভাবনা করত স্থির করিলেন যে, ক্ষীরোদ (২) মন্থন পূর্ব্বক তাহার রস প্রাপ্ত হইলে সেই রসপানে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। পরে মন্দরকে (৩) মন্থন-দণ্ড এবং বাসুকিকে (৪) মন্থন-রজ্জু করিয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত মন্থন করাতে বাসুকির বহু মুখ হইতে অতি ভয়ানক ঘোর বিষ নির্গত হইল, এবং দন্ত দ্বারা শিলা দংশন করাতে অগ্নিতুল্য হলাহল (৫) উত্থিত হইল। ঐ বিষের প্রভাবে সমস্ত জগৎ দগ্ধপ্রায় দেখিয়া দেবগণ পরম কল্যাণকর মহাদেবের (৬) শরাণাপন্ন হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ধ্বনি পূর্ব্বক

তাৎপর্য্যার্থ।

১। বিশালা—সমস্ত বিশ্বঃ।

২। ক্ষীরোদঃ—সুদৃশ্য সুস্বাদাদি পদার্থ-নিচয়ের সংযোগ প্রযুক্ত সমুদ্র তুল্য সংসারেরই বোধক—সংসার-সমুদ্রঃ।

৩। মন্দরঃ—স্বর্গঃ—আভিধানিক অর্থ

৪। বাসুকিঃ—বসুনা রত্নেন কায়তি—ইতি বাসুকিঃ পৃথিবীগত সমস্ত রত্নরাজি অর্থাৎ ধাতু, ওষধি, বৃক্ষ, পশু পক্ষ্যাদি সমুদায় দ্রব্য-সমষ্টিঃ।

৫। হলাহলঃ—হলেন—আ হলতি বিলিখতি হলাহল—পৃথিবী-কর্ষণ-জাত বস্তু।

৬। মহাদেবঃ—জগৎগুরুঃ—উপদেষ্টা।

বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইয়া ঈষৎ হাস্য সহ-
-দেবগণ কর্তৃক ক্ষীরোদ মন্থন হওয়াতে
যাহা প্রথম উত্থিত হইল, তাহা তোমার ভাগ, যেহেতু তুমি সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ—আপনার অগ্রপূজা সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐ বিষভাগ গ্রহণ কর। ভগবান বিষ্ণু ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলে, ভগবান্ রুদ্র, দেবগণের ভয় দেখিয়া এবং ভগবান বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঐ ঘোর হলাহল বিষভাগকে অমৃত তুল্য করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার মন্থন আরম্ভ হইলে, মন্থন দণ্ড মন্দর পর্ব্বত পাতালে প্রবিষ্ট হইল, অতএব দেবগণ ভগবান বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আপনি সকল প্রাণির বিশেষতঃ দেবতাদিগের গতি। আমাদিগের পালনার্থে এই পর্ব্বতের উদ্ধার করুন্। ভগবান বিষ্ণু কমঠ (১) মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পর্ব্বতকে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন এবং ক্ষীরোদে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় বিচিত্র শক্তি প্রভাবে এক হস্ত দ্বারা পর্ব্বতের অগ্রভাগও ধারণ করিলেন। বহুবর্ষ এইরূপে মন্থন করাতে আয়ূর্ব্বেদ ধন্বন্তরি (২) নামে পুরুষের রূপে এক হস্তে দণ্ড অপর হস্তে কমণ্ডলু লইয়া উত্থিত হইলেন এবং বহু কোটি কোটি অপ্সরা (৩) এবং তাহাদিগের অগণ্য পরিচারিকাগণ উত্থিত হইল। তাহাদিগকে কেহ বিবাহ ধর্ম্মে গ্রহণ না করাতে তাহারা সাধারণ হইল। তৎপরে বরুণ কন্যা বারুণী (৪) বিবাহেচ্ছায় প্রকটিত

তাৎপর্য্যার্থ।

১। কমঠঃ—কে সংসার-সমুদ্র জলে মঠো নিবাসো যস্য স কমঠঃ জগৎ-পালকঃ।

২। ধন্বন্তরি—ধন্বন্ শিল্প শাস্ত্র স্তস্য অন্তর্মিয়র্ত্তি—ধন্বন্তরি—অর্থাৎ শিল্প-শাস্ত্রসমূহের-চরম-জ্ঞান। আয়ুর্ব্বেদঃ।

৩। অপ্সরা—সংসার রসের আলোচনাধীন-জাত শুভাশুভ নানা ইন্দ্রিয় বৃত্তি।

৪। বারুণী—বরুণকন্যা সুরা মদ্যং; সুরা-নিষেধক বিধিবাক্য দেবগণের প্রতি প্রবৃত্ত নহে। এই জন্য সুরা দেবগণের স্বীকৃত।

হইল। দিতির পুত্রগণ তাহাে
তাহাকে অনিন্দিতা জানিয়া
দৈত্যগণ অসুর এবং সুরার স্বীকার প্রযুক্ত দেবগণ সুর নামক হইল। সুরগণ বারুণী গ্রহণপূর্ব্বক সদা হৃষ্ট প্রহৃষ্ট থাকিলেন। তৎপরে অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈশ্রবা(৫) মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ (৬) এবং সর্ব্বশেষে অমৃত উত্থিত হইল। ঐ অমৃতের নিমিত্ত দেব দানবগণের মহা যুদ্ধ হয়। সেই কালে অসুর রাক্ষসের (৭) ঐক্য হয়। যখন দিতিপুত্র এবং অদিতিপুত্রগণের ঘোর যুদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষই ক্ষয় প্রাপ্তপ্রায় হইল, সেই কালে ভগবান বিষ্ণু কাম-মোহ-জননী মায়া (৮) বিস্তার করত অমৃত হরণ করিলেন। যে কেহ অমৃত লইবার জন্য বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিল, বিষ্ণু অপর কোন রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন। এই যুদ্ধে দেবগণ দৈত্যগণকে হনন করিল। ক্রমশঃ বহুতর দিতিপুত্রগণের বিনাশ করিয়া ইন্দ্র রাজ্য প্রাপ্তি পূর্ব্বক হর্ষযোগে সমুদায় লোক শাসন করিতে লাগিলেন। (৯)

তাৎপর্য্যার্থ।

৫। উচ্চৈঃশ্রবা—উচ্চৈঃ শ্রবা যশো যস্য—অর্থাৎ যশোভিলাষঃ।

৬। কৌস্তুভঃ—কৌ-জগতি স্তোভতে তিষ্ঠতি সএব কৌস্তুভঃ পুণ্য কর্ম্ম।

৭। অসুর, রাক্ষস—অসুর মুক্তির উপায় সমূহ। রাক্ষস—ভ্রম, আলস্য ভয়াদি, জড় লক্ষণ সমূহ।

৮। মোহিনী মায়া—মোক্ষ-গোপিনী কাম সম্মোহাদি ভগবৎ শক্তি।

৯। দেব দৈত্য সকলে নানা দুঃখা-ভিঘাতে পরিক্লিষ্ট হইয়া কি উপায়ে সুখী, নীরোগ এবং অমর হইতে পারিব, এই চিন্তা করত সংসার-সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হয়। ঐ কার্য্যের প্রবর্ত্তক করণ দুইটী—এক, অজরামরত্বের বা স্বর্গের ভাব অর্থাৎ 'মন্দর'; অপর, পৃথিবীস্থিত যাবতীয় দ্রব্য সমষ্টি অর্থাৎ 'বাসুকি'। মন্থনের আরম্ভ মাত্রেই অর্থাৎ দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারের প্রবৃত্তি মাত্রেই, জড় ধর্ম্ম সকলের বিভিন্নতা বোধ বিষরূপে এবং তাহাদিগের ব্যবহারিক ভেদ, হলাহলরূপে উত্থিত হয়। ভগবান্ জগদ্গুরু কর্ত্তৃক ঐ বিভিন্নতা

এই ঘোর দেবাসুর যুদ্ধে দিতির বহু পুত্রগণ মৃত হওয়াতে দৈত্যমাতা

তাৎপর্য্যার্থ।

এবং ভেদ-জ্ঞান বিনষ্ট না হইলে অর্থাৎ ঐ বাহ্য বিভিন্নতার মধ্যে একত্ব-জ্ঞানরূপ অমৃতের সঞ্চার না হইলে, জগৎ দুঃখে দগ্ধ হয়। কিন্তু ভেদ-বুদ্ধির রাহিত্য হইলেই যে, মন্থন কার্য্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্য-বিচারণ-কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহা নহে। অভেদ বোধের সাক্ষাৎ প্রথম ফল এই যে, স্বর্গ সম্বন্ধীয় যে ভাবের আলম্বনে কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল, সেই ভাবটী অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ মন্দর স্বয়ং পাতালে প্রবেশ করিতে থাকে। তখন ভগবান্ স্বয়ং এই সংসারে বিরাজ করিতেছেন, এবং স্বর্গসম্বন্ধীয় উৎকর্ষ ভাবগুলির উর্দ্ধাধোরূপ অবলম্ব হইয়া আছেন, এই প্রতীতি দৃঢ় না হইলে আর কোন যত্নই হয় না—অর্থাৎ পালনকর্ত্তা বিষ্ণু কমঠরূপে মন্দরের অধো-ভাগ এবং স্বহস্ত দ্বারা তাহার উর্দ্ধদেশ ধারণ না করিলে, মন্থনকার্য্য চলিতে পারে না।

পরন্তু, ভগবান্ সংসারে আছেন, এবং স্বর্গ সম্বন্ধীয় বোধ সকল তাঁহারই হস্তধৃত অতএব অলীক নহে—এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় হইয়া বস্তুগুণের বিচার চলিতে থাকিলে সকল শিল্প-শাস্ত্রের শিরোভূত যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তাহার জন্ম হয়, অর্থাৎ 'ধন্বন্তরি উঠেন'—তিনি তপস্যাপরায়ণ এবং ব্রহ্ম-চারী– অস্ত্র চিকিৎসাযন্ত্ররূপ দণ্ড এবং ভেষজপাত্ররূপ কমণ্ডলু তাঁহার হস্তস্থিত। তাহার পর অতি তরল ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল ও 'অপ্সরা'রূপে উঠে। তদনন্তর 'উচ্চৈঃশ্রবা' অথবা সংসারে যশের চিরস্থায়িত্ব এবং 'কৌস্তুভ' অথবা কৃতপুণ্য কর্ম্মের অবিনশ্বরত্ব অনুভূত হইয়া যায়। মনের হর্ষ, প্রহর্ষ বা মদ্যও উপস্থিত হয়। উহা দেবতারা অর্থাৎ যাঁহারা জগতের স্থিতি-পক্ষপাতী, তাঁহা-রাই গ্রহণ করেন, অসুরেরা অর্থাৎ যাঁহারা মুক্তি পাইবার জন্য সচেষ্ট, তাঁহারা সংসার মন্থন-জনিত আনন্দের উপভোগে রত হয়েন না। কিন্তু প্রকৃত অমৃত বা মুক্তি যাহা সংসার মন্থনেই লভ্য, অসুরেরা তাহাও প্রাপ্ত হয় না; 'রাক্ষ-সেরা' অর্থাৎ মোহধর্ম্ম সকল আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দেয়—অর্থাৎ তাহারা মুক্তিমাত্র পাইবার নিমিত্ত নিষ্ক্রিয় এবং অলস ও ভীত এবং প্রমাদ-যুক্ত হইয়া পড়ে। সংসারকার্য্য সমূহ হইতে মুক্তিকে পৃথক্‌ভূত জ্ঞান

দিতি (১) দুঃখার্ত্তা হইয়া স্বপতি ক
করিলেন-- ভগবন্! মহাভাগ্যবান
হইয়াছি। আমি ইন্দ্রকে নাশ করিতে পারে, এমন পুত্র পাইতে বাঞ্ছা করি। আমি তপশ্চরণ করিব, আপনি পুত্রদানে অনুমত হউন। কশ্যপ উত্তর করিলেন —যদি পূর্ণ সহস্র বৎসর শুচি থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমাব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পরে কশ্যপ তপস্যা করিতে গেলেন। দিতি এই দেশে ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন, এবং ইন্দ্র (৩) অতি সাবধানে তাঁহার পরিচর্য্যারম্ভ করিলেন। তিনি অগ্নি এবং সমিধ ও কুশ, জল, ফল, মূল প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য সকল তৎক্ষণাৎ উপস্থিত করেন, আর পরিশ্রান্তি শমতার্থ গাত্র সম্বাহনাদিও করেন। সহস্র বৎসরের কিছুমাত্র অবশেষ থাকিতে, দিতি অতি হর্ষযোগে ইন্দ্রকে বলিলেন, আমার তপশ্চরণের অবশেষ দশ বৎসর মাত্র আছে, তাহার পর তুমি তোমার ভ্রাতাকে দেখিবে, যাহাকে আমি তোমার নিমিত্ত ধারণ করিতেছি। হে পুত্র! তুমি সেই ত্রৈলক্য-বিজয় তোমার ভ্রাতার সহিত পরম সুখে ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিবে। পরে কোন দিবস সম্পূর্ণ মধ্যাহ্ন সময়ে, দিতি নিদ্রাপরবশতায় শয্যার পাদ-স্থানে মস্তক এবং মস্তকের স্থানে চরণ রাখিয়া নিদ্রিতা হইলেন। এই বিপরীত শয়ন

তাৎপর্য্যার্থ।

করা, অর্থাৎ মুক্তিকে একটী খণ্ডপদার্থ মনে করা ভগবানের মোহনা মায়া। সেই মায়া কর্ত্তৃক সংগোপিতা হইয়া মুক্তি বা অমৃত ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটেই থাকে। সমুদায়ের সার কথা এই—আপনাকে জীবন্মুক্ত বা অমৃত বোধ পূর্ব্বক সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করাই মুক্তি পাইবার এক মাত্র পথ। উচ্চৈঃশ্রবা বা যশঃ ইন্দ্রের বাহন হইয়া দেবকার্য্যে অর্থাৎ সংসারের রক্ষাকার্য্যে, এবং পুণ্যকর্ম্ম সমুদায় কৌস্তুভরূপে অর্থাৎ জগন্ময় ভগবানের বক্ষঃদেশে চিরকাল বিরাজ করিতে থাকে।

১। দিতি—দো ষ চ্ছেদে ধাতুঃ, খণ্ডবস্তু, যথা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন। পৃথিবী দ্বারা খণ্ডিত আকাশভাগকেও দিতি শব্দে বুঝা যায়।

২। কশ্যপঃ—কশ্যং মদ্যং আনন্দং পিবতি ইতি কশ্যপো জীবাত্মা।

৩। ইন্দ্রঃ—ইদি ঐশ্বর্য্যে, সর্ব্ব দেবশক্তিঃ, প্রকরণ বশাৎ অগ্নিশক্তিঃ।

হার উদর মধ্যে প্রবেশানন্তর বজ্রদ্বারা গর্ভকে সপ্ত খণ্ড করিলে গর্ভ রোদনারম্ভ করিল; তাহাতে দিতির নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং ইন্দ্র গর্ভের প্রতি মারুদঃ মারুদঃ বলিতে বলিতে ঐ সপ্ত খণ্ডের প্রত্যেককে পুনঃ সপ্ত খণ্ড করিলেন। দিতি হনন করিও না, হনন করিও না, পুনঃ পুনঃ বলাতে ইন্দ্র দিতি বাক্যের গৌরব রক্ষা করিয়া উদর হইতে বহিরাগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া কহিলেন, আপনি অশুচি হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছিলেন, এই ছিদ্র পাইয়া, যুদ্ধে ইন্দ্রহন্তা হইবে বলিয়া যে গর্ভধারণ করিয়াছিলে, তোমার সেই গর্ভকে সপ্তখণ্ড করিয়াছি, এই অপরাধ ক্ষমা করুন। দিতি ইন্দ্রকে অতি দুর্দ্ধর্ষ জানিয়া পরম দুঃখিত মনে বিনয়-বাক্যে কহিলেন— আমার দোষেই গর্ভ খণ্ডিত হইল, এ বিষয়ে তুমি অপরাধী নহ। এক্ষণে এই কর্ম্ম যাহাতে তোমার এবং আমার উভয়ের প্রীতিজনক হয়, তাহা করা যাউক। সপ্ত মরুতের সপ্ত ভাগে উৎপন্ন উনপঞ্চাশৎ মরুৎ তোমার স্থান-পালক হউক। সপ্তমরুৎ বাতস্কন্ধরূপ হইয়া স্বর্গে পর্য্যটন করুক এবং মারুত নামে খ্যাত হইয়া দেবরূপ হউক। সপ্তধা বিভক্ত এক বাতস্কন্ধ, ব্রহ্ম-লোকে, (৪) দ্বিতীয় বাতস্কন্ধ, ইন্দ্রলোকে (৫) তৃতীয় বাতস্কন্ধ, অন্য স্বর্গে (৬) এবং আকাশে (৭) আর চারি বাতস্কন্ধ, চতুর্দ্দিকে তোমার বাক্ প্রয়োগাধীন হইয়া বিচরণ করুক। ইহারা মরুতনামা হইল। ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া কহি-লেন—আপনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা সকলই হইবে। তোমার এই সন্তান গুলি দেবরূপে পর্য্যটন করিবে। দিতি এবং ইন্দ্র উভয়ে কৃতার্থ হইয়া স্বর্গযাত্রা করিলেন। এই দেশ ইন্দ্রের পরিচর্য্যা ভূমি। (১)

তাৎপর্য্যার্থ।

৪। ব্রহ্মলোক—শিরোদেশ।

৫। ইন্দ্রলোক—জঠরাগ্নি স্থান।

৬। অন্যস্বর্গ—শিরোদেশ এবং জঠরদেশ ভিন্ন শরীরের অপরাপর অংশ।

৭। আকাশ—হৃদয়স্থান।

১। কাম্য বা নিষ্কাম কোন তপস্যা অঙ্গ ভঙ্গে সর্ব্বতোভাবে বিফল হয় না। বায়ুর দিতি-সন্তানতা প্রযুক্ত দৈত্যত্ব উচিত। পরন্তু ব্রত-ভঙ্গ প্রযুক্ত

ইক্ষ্বাকু হইতে অলম্বুষা নাম্নী গন্ধর্ব্বীতে বিশাল নামক পুত্র জন্মেন। তিনি এই প্রদেশে বিশালাপুরী প্রকাশ করেন। বিশালাবাসী রাজগণ দীর্ঘায়ুঃ এবং মহাত্মা ও বীর্য্যবান ও সুধার্ম্মিক। এই স্থানে এক নিশা সুখে যাপন করিয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্নে জনক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত।

বিশালার রাজা সুমতি, বিশ্বামিত্র মহর্ষি নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া উপাধ্যায় এবং বান্ধববর্গের সহিত আগমনপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের অত্যুৎকৃষ্ট পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসানন্তর কহিলেন—ভগবন্! অদ্য আমার রাজ্য মধ্যে আপনাকে দর্শনগোচর করায় আমি আপনার অনুগৃহীত হইয়া ধন্য হইলাম, পরে নানা কথান্তে বলিলেন—ভগবন্! এই দুই সুকুমার সাক্ষাৎ দেবপরাক্রমী, ইহাঁরা ধীর অথচ দ্রুত-স্বচ্ছন্দ-গতি-বিশিষ্ট, পদ্মদলের ন্যায় আয়ত চক্ষু, খড়্গ, তূণ, ধনুর্দ্ধারী, সাক্ষাৎ অশ্বিনীকুমারের ন্যায়, উপস্থিত যৌবনাবস্থ, দেবলোক হইতে কোন ইচ্ছাবশতঃ পৃথিবী-লোক-প্রাপ্ত দুই দেবতার ন্যায়, কোন্ কারণে, কি প্রকারে এই দেশে পাদচারে আগত হইয়া যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশকে শোভিত করেন, তদ্রূপ পৃথি-

তাৎপর্য্যার্থ।

উহার দৈত্যত্বের ব্যাঘাত হইল। উহার সংসার নাশক ধর্ম্ম হইল না। উহার লোক-পালনত্ব বর্ণনে দেবত্ব কথিত হইল। উনপঞ্চাশৎ খণ্ডে খণ্ডিত হইলেও যে মৃত হইল না, তাহাতে তপশ্চরণের ফল কথিত হইল।

ফলতঃ বায়ুতে দেবত্ব এবং দৈত্যত্ব উভয় ধর্ম্মই বিদ্যমান। উহা ইন্দ্র কর্ত্তৃক বিভাজিত, সুতরাং রোদনশীল এবং চঞ্চল এবং চাঞ্চল্য প্রযুক্ত অস্থির-তাজনক, সুতরাং সমাধির ব্যাঘাতক। ইহাতেই বায়ুর দেবত্ব।—কিন্তু প্রাণায়ামদ্বারা উহাকে দমন করিয়া স্থির করিতে পারিলে, যোগসিদ্ধি হওয়াতে বায়ুর দৈত্যত্বও নির্দ্ধারিত হয়। এই প্রকরণ হইতে উল্লিখিত ফলিতার্থ ভিন্ন, বাহ্য ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে অধিকতর উপলব্ধি এই হয় যে, দিতি বা আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম এবং সেই আকাশের মধ্যে মেঘবর্ত্ম বা ইন্দ্রের পথ হওয়াতেই মরুদ্বর্ত্ম বা বায়ুপথ বিভিন্ন হইয়া সপ্ত সপ্তধা হইয়া গিয়াছে। এক একটী বাতস্কন্ধ, এক একটী আকাশ-ভাগ বিশেষ।

শরীরসৌষ্ঠব এবং আশা ও তদ্ব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা পরস্পর পরস্পরেরই সমান। অর্থাৎ ইহাঁদিগের সমান ব্যক্তি নাই। কি কারণে অতি প্রশস্তাস্ত্রধারী এই দুই মহাপুরুষ এই দুর্গম পথে উপস্থিত, তাহা জানিতে ঔৎসুক্য হইতেছে। রাজবাক্য শ্রবণানন্তর মহামুনি শ্রীরাম লক্ষ্মণের জন্মাবধি তাড়কা এবং সুবাহুর বধ, মারীচ-নিরাকরণ, যজ্ঞ-রক্ষাদি তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলে, সুমতি রাজা অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দশরথ-পুত্রদ্বয়কে পরমাতিথি জানিয়া য়থাবিধি পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্রের সহিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ পরমাদৃত হইয়া সেই স্থলে রাত্রি যাপনান্তে পর দিন মিথিলা গমন করিলেন। মুনিগণ জনক রাজার পুরী দর্শন করিয়া বহু সাধুবাদ দ্বারা তাহার প্রশংসা করিলেন।

সেই সময়ে মিথিলা নগরের উপবন মধ্যে প্রাচীন এবং জনশূন্য অতি মনোহর একটী আশ্রম দেখিয়া শ্রীরাম জিজ্ঞাসা কনিলেন—এই স্থল, আশ্রম-তুল্য—কিন্তু মুনিবর্জ্জিত ; ইহা কাহার পূর্ব্বাশ্রম তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বামিত্র কহিলেন—এই আশ্রম গৌতম (১) মুনির। কোপপারবশ্যে তাঁহাকর্ত্তৃক ইহা অভিশপ্ত হইয়া আছে। গৌতম ঋষি স্বভার্য্যা অহল্যার (২) সহিত এই আশ্রমে বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র (৩) এক দিন আশ্রমটীকে মুনিরহিত দেখিয়া স্বয়ং গৌতমের বেশ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন—রে অহল্যে! রতিমাত্র প্রার্থক জনেরা ঋতুকালের (৪) প্রতীক্ষা করে না, আমি এক্ষণে তোমার সঙ্গ বাঞ্ছা করি। অহল্যা, দেবরাজ আমাতে অভিলাষ করেন, এই আনন্দে ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইল এবং আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া দেবরাজকে কহিল—আপনি কৃতকার্য্য হইলেন, এক্ষণে আশ্রম হইতে গমন করুন, এবং আপনাকে ও আমাকে মুনির অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করিবার উপায় করুন।

তাৎপর্য্যার্থ।

১। গোতম—অতিশয়েন গৌ—অর্থাৎ অতি প্রবল অনড্বান।
২। অহল্যা—হলেন অকৃষ্টা ভূমিঃ যে ভূমিতে হলচালন হয় নাই। অনূপভূমি।
৩। ইন্দ্রঃ—মেঘবাহনঃ মেঘ।
৪। ঋতুকালঃ—বর্ষণের প্রকৃত কালঃ প্রাবৃটকালঃ

ইন্দ্র পর্ণশালা হইতে নির্গমন সময়ে
মুনি প্রবেশ করিতেছেন। দেবরা
হইলেন। পরে সদাচারসম্পন্ন গৌতমমুনি দুরাচারসম্পন্ন ইন্দ্রকে কহিলেন—ইন্দ্র! তুমি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছ, অতএব তুমি অফল (৫) হও। এই অভিশাপবাণীর উক্তি হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্রের মুষ্ক নির্গত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

অনন্তর গৌতমঋষি অহল্যার প্রতি বলিলেন—তুমি বহুদিন পর্য্যন্ত অন্ন আহার রহিত হইয়া কেবল বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া ভস্মাচ্ছাদিতার ন্যায় সকল লোকের অদৃশ্যা এবং ক্ষুধাক্লেশে ক্লিষ্টা হইয়া তপশ্চরণ কর। যখন দশরথের পুত্র শ্রীরাম এই ঘোর বনে আগমন করিবেন, তখন লোভ, মোহ রহিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিলে, পূনর্ব্বার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবে এবং আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া আহ্লাদপ্রাপ্ত হইবে। গোতম এইরূপে শাপ এবং শাপান্তোক্তি করিয়া হিমালয়ের কোন উচ্চতম প্রদেশে তপস্যা করিতে গেলেন।

ইন্দ্র মুনিশাপে অফল এবং ভীত হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের প্রতি কহিলেন—মহাত্মা গোতম ঋষির তপোবিঘ্নার্থ আমি তাঁহার ক্রোধোৎপত্তি করিয়া তপোভঙ্গ রূপ দেবকার্য্য করাতে, তাঁহার শাপে অফল হইয়াছি, অতএব আপনারা আমাকে সফল করুন। ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্ন্যাদি দেবতারা পিতৃগণের সহিত ঐক্য হইলে, অগ্নি কহিলেন—এই মেষটী (৬) সমুষ্ক, ইহার মুষ্ক লইয়া ইন্দ্রকে দিউন; কিন্তু বিনা কারণে মেষ নির্মুষ্ক হয়, অতএব বিধি হউক, যে তোমাদের প্রীত্যর্থে যে ব্যক্তি মুষ্করহিত মেষের বলি দিবে, তোমরা তাহাকে বহুতর অক্ষয় ফল প্রদান করিবে। অগ্নির এই বর প্রদান বাক্য শুনিয়া মেষের বৃষণোৎপাটন পূর্ব্বক উহা ইন্দ্র শরীরে নিবিষ্ট হইল। ইন্দ্র সেই অবধি মেষ (৭) বৃষণ হইলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন—

তাৎপর্য্যার্থ।

৫। অফল—শস্যাদি প্রসবে অসমর্থ।

৬। মেষ—মেষরাশি বোধক। বৈশাখ মাস

৭। মেষবৃষণ—বৈশাখ বর্ষণ অফল নহে।

[illegible] তুমি তাঁহার আশ্রমে আগমন
। মুনিবাক্য শ্রবণানন্তর সলক্ষ্মণ শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তপস্যাদ্বারা অত্যন্ত প্রভাবতী পরন্তু ধূমদ্বারা ব্যাপ্ত সর্ব্বাঙ্গা অগ্নিশিখার ন্যায় এবং হিম-ব্যাপ্ত অথবা স্বল্পমেঘ-ব্যাপ্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রূপবতী অহল্যাকে জল মধ্যে দেখিলেন। ইনি গৌতমশাপবশতঃ সকলেরই অদৃশ্যা ছিলেন; এক্ষণে শাপান্তকাল প্রাপ্ত হওয়াতে বিশ্বামিত্রাদি সকলের দৃষ্টা হইলেন। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অহল্যার দুই পাদ গ্রহণ করিলে, অহল্যা গৌতম বাক্য স্মরণ করত তাঁহাদিগকে আতিথ্যে গ্রহণ করিলেন, এবং যথাবিধি পাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক শ্রীরামের পূজা করিলেন। সেইকালে গোতম আগত হইয়া অহল্যা সহযোগে সুখী হইলেন এবং শ্রীরামের সম্যক্ পূজা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণান্তে মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (১)

পরে সলক্ষ্মণ শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে অগ্রসর করিয়া ঈশানদিঙ্মুখে গমন পূর্ব্বক মিথিলা যজ্ঞভূমির সমীপবর্ত্তী হইলেন। পরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ মহা-মুনিকে কহিলেন—মহাত্মা জনক রাজার কি প্রশংসনীয় যজ্ঞ বিস্তার! নানা-দেশবাসী বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদিগের আবাসস্থল সকল বহু শকটে ব্যাপ্ত হইয়া

তাৎপর্য্যার্থ।

১। বিঘ্নকারী দেবগণ স্ত্রীর দ্বারা প্রলোভন এবং তাহাতে দুষ্ক্রিয়া প্রবর্ত্তন করিয়াও সাধকের ক্রোধাদি উদ্ভাবন দ্বারা তপোহানি করেন।

দেবতারা ইন্দ্রকে মেষ-বৃষণ করিলেন—অর্থাৎ মেষে বা সৌর বৈশাখ মাসে বৃষ্টি অফল হয় না।

অহল্যার অর্থাৎ অনূপভূমির শ্রীরাম লক্ষ্মণ স্পর্শ হওয়াতে, অর্থাৎ তা-হাতে পরমাত্মার অনুগ্রহ বশাৎ জীবের প্রবেশ হওয়াতে, তাহার অনূপত্ব নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ তাহাতে দূর্ব্বা কাশ এবং জলজ পুষ্পাদি জন্মে এবং সেই সকল জন্মিলে উহার সহিত গোতম সঙ্গ হয়, অর্থাৎ উহাতে গোচারণ এবং হলকর্ষণাদি কার্য্য চলে, তাহাই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট পূজা।

দৃষ্ট হইতেছে! এক্ষণে আমা
বাক্য শ্রবণে বিশ্বামিত্র, ঋষিদ
দিগের বাসস্থান স্থির করিলেন। জনক রাজা বিশ্বামিত্র মহর্ষির আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শতানন্দ নামক পুরোহিত এবং অর্ঘপাত্র সহিত ঋত্বিক্‌বর্গ সমভিব্যাহারে অতি বিনয়পূর্ব্বক সত্বরে উপস্থিত হইলেন এবং বিধিপূর্ব্বক অর্ঘ প্রদান করিলেন। মহামুনি ঐ পূজা গ্রহণানন্তর রাজাকে তাঁহার এবং যজ্ঞের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক উপাধ্যায় পুরোহিত এবং মুনিবর্গের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। পরে জনক রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন—ভগবন্। ঋষিবর্গের সহিত এই আসনে উপবেশন করুন। বিশ্বামিত্র আসন পরিগ্রহ করিলে ঋত্বিক্, পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ সহিত রাজা, মহর্ষির চতুষ্পার্শ্বে যথারীতি উপবিষ্ট হইলেন। রাজা বলিলেন—দেবগণ অদ্য আমার এই যজ্ঞবিস্তার সফল করিলেন, আপনকার দর্শনলাভবশতঃ অদ্য যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইলাম। পণ্ডিতগণ এই যজ্ঞ-দীক্ষার কাল দ্বাদশাহ কহেন; তৎপরে যজ্ঞভাগার্থী দেবগণকে দেখা যায়। পরে রাজা অতি প্রফুল্লমুখে কহিলেন, ভগবন্! সাক্ষাৎ দেব-পরাক্রমী অশ্বিনীকুমার-তুল্য এই দুইটী কুমার, কি কারণে পাদুকাদি দ্বারা অনাবৃত চরণে এ-স্থলে আগত হইয়াছেন? ইহাঁরা যৌবনের ঈষৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত,—ইহাঁরা উভয়েই তুল্য—ইহাঁরা কাহার পুত্র? যেমন চন্দ্র সূর্য্য আকাশকে ভূষিত করেন, ইহাঁরা সেইরূপে এই দেশকে ভূষিত করিতেছেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, ইহাঁরা রাজা দশরথের পুত্র—সিদ্ধাশ্রমে বাস—ইহাঁরা মারীচ নিরাস এবং সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসের বিনাশ করিয়া অকুতোভয়ে এ স্থলে আগমন করিয়াছেন। ইহাঁরা বিশালা দর্শন করিয়া অহল্যার শাপ মোচনপূর্ব্বক গৌতম সম্ভাষণ করিয়া এক্ষণে রুদ্রধনুর সার জানিবার জন্য এস্থলে আগমন করিয়াছেন। মহামুনি এই পর্য্যন্ত কহিয়া মৌনী হইলেন।

বিশ্বামিত্রবাক্য শুনিয়া এবং শ্রীরামকে দর্শন করিয়া শতানন্দনামা গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র রোমাঞ্চিতবিগ্রহ হইয়া পরম বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া বিশ্বামিত্র সমীপে নিবেদন করিলেন—ভগবান্

কি? আমার মাতা অহল্যাকে শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছেন; এবং আমার মাতা বন্য উপহার দ্বারা সর্ব্বদেহীর মাননীয় শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিয়াছেন; আমার মাতার প্রতি ইন্দ্রদেবের অনুষ্ঠিত দুষ্ক্রিয়া কি শ্রীরামকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রীরাম দর্শনানন্তর মাতা কি আমার পিতার সহিত মিলিতা হইয়াছেন? আমার পিতৃপ্রদত্ত পূজা গ্রহণানন্তরই কি শ্রীরাম এ স্থলে আগমন করিয়াছেন?

বিশ্বামিত্র কহিলেন—হে শতানন্দ! সে স্থলে যাহা যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রেরও ব্যতিক্রম করা হয় নাই। এক্ষণে অহল্যা, গৌতম-সমভিব্যাহারিণী হইয়াছেন।

বিশ্বামিত্রের উক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর শতানন্দ শ্রীরামের প্রতি কহিলেন —হে শ্রীরাম! এই বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক, অতএব তোমা হইতে ইহ জগতে মান্যতম অপর কেহ নাই। এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যেমন বল এবং যেরূপ যাথার্থ্য, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন্।

ব্রহ্মার পুত্র কুশ, তাহার পুত্র কুশনাভ, তৎপুত্র গাধি, এবং তস্য পুত্র এই মহামুনি বিশ্বামিত্র। ইনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং বিদ্যাবান্ এবং বহুকাল পর্য্যন্ত প্রজাবর্গের হিতৈষী হইয়া রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে ইনি বহু অনুচর-পরিবৃত হইয়া নানা নগর, গ্রাম, নদী, পর্ব্বত, আশ্রমস্থানাদি পর্য্যটনপূর্ব্বক নানা পুষ্পিত লতাবৃক্ষপূর্ণ, পরস্পর হিংস্রভাবপরিশূন্য, নানা মৃগগণ-ব্যাপ্ত, এবং পার্শ্ববর্ত্তিদেবাসুর কিন্নর-শোভিত, কলস্বর-পক্ষিগণ-সেবিত, ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষিগণ ব্যাপ্ত, তপশ্চরণদ্বারা সিদ্ধ তেজে অগ্নিতুল্য বহু মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ, ব্রহ্মাপেক্ষায় ঈষন্ন্যূন মাত্র মাহাত্ম্যযুক্ত, কেহ কেহ কেবল বায়ুভোজী, কেহ বা জলমাত্রপায়ী, কেহ বা গলিত পত্র রস-মাত্র-ভোজী, ফল মূল ভোজী, সকল দোষ-রহিত, জিতেন্দ্রিয় ও জিতান্তঃকরণ জপ-হোম-পরায়ণ মহাত্মা ঋষিবর্গে এবং রাত্রিভোজী প্রভৃতি অন্যান্য মহাব্রতিবর্গে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকস্বরূপ বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমস্থান দর্শন করেন। সেই আশ্রম স্থান দর্শনে হৃষ্ট হইয়া বিনয় পুরঃসর বশিষ্ঠ মহর্ষিকে যথাবিধি প্রণাম করিলে মহামুনি স্বাগত কহিয়া

বিশ্বামিত্রকে উপবিষ্ট করিলেন, ফল মূল প্রদান করিলেন এবং আত্ম-বিষয়ক কুশল জিজ্ঞাসানন্তর রাজ্য এবং ভৃত্যবর্গ সম্বন্ধীয় কুশল প্রশ্ন করিলেন। বিশ্বামিত্র সর্ব্বত্র মঙ্গল কহিলেন। অনেক কথার পর ভগবান বশিষ্ঠ সহাস্যবদনে বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন—মহারাজ! তুমি শ্রেষ্ঠ অতিথি, অতি পূজনীয়, অতএব সেনাবর্গ সহিত তোমার আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করি, তুমি আতিথ্য স্বীকার কর। বিশ্বামিত্র কহিলেন—আপনার আশ্রমে যে সকল ফল মূল উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা এবং পাদ্য আচমনীয়—বিশেষতঃ আপনার সাক্ষাৎকার লাভ দ্বারা, আমার সম্যক্ আতিথ্য হইয়াছে, আপনি সর্ব্বথা পূজাপাত্র, আপনকার দ্বারা আমি অতি সম্মানিত হইয়াছি, এক্ষণে যাত্রা করি, আপনি মিত্রদৃষ্টিক্রমে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ভগবান বশিষ্ঠ এই কথা শুনিয়াও পুনঃ পুনঃ আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলে, বিশ্বামিত্র, আপনকার যাহা অভিরুচি তাহাই হউক, এই কথা বলিয়া আতিথ্য স্বীকার করিলেন। বশিষ্ঠ তখন্ স্বীয় হোমধেনু কল্মাবী শবলা (১) যাহার অপর নাম নন্দিনী (২)—সেই কামধেনুকে (৩) আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন—হে শবলে! শীঘ্র আইস, আমার কথা রক্ষা কর—যথাযোগ্য সামগ্রীদ্বারা সসৈন্য এই রাজার আতিথ্য করিবার অভিলাষ করিয়াছি, তুমি তাহা সম্পন্ন কর; ছয় রসের মধ্যে যাহার যাহাতে ইচ্ছা, তাহাকে সেই সকল দ্রব্যের দ্বারা পূজিত কর। হে শবলে! ত্বরাবতী হও। অন্ন, পানীয় দ্রব্য, লেহ্য, চচূষ্যরূপ খাদ্যদ্রব্য, রাশি রাশি সৃষ্ট কর। বশিষ্ঠানুমতিক্রমে শবলা কামধেনু তৎ-

তাৎপর্য্যার্থ।

১। শবলা—।—নানাবর্ণা অর্থাৎ ভূত-সংহতি।

২। নন্দিনী—অর্থাৎ হোম আতিথ্যাদি সমস্ত ধর্ম্ম্য ক্রিয়া নির্ব্বাহ জন্য আহ্লাদজননী।

৩। কামধেনু—অর্থাৎ বৈষয়িক কামপূরণে ক্ষমতা, মিলিত-ভূত-পঞ্চকের যোগেই হয়, অতএব শবলা কামধেনু।

ক্ষণাৎ অভিলাষানুরূপ ইক্ষু, ইক্ষুবিকৃত নানা বস্তু, মধু ও মধুসাধিত দ্রব্য, লাজ ও মৈরেয়, ধাত্রী (ধাতকী গুড় এবং জল দ্বারা কৃত মাদকবিশেষ) অতি উপাদেয় পানীয় দ্রব্য নানা প্রকার ব্যঞ্জন, পিষ্টক, সুপরিস্কৃত উষ্ণ অন্নের পর্ব্বত প্রমাণ রাশি, সূপ, দধিকুল্যা ও দুগ্ধকুল্যা সহস্রের উৎপাদন করিলেন; তাহার দ্বারা রাজসমভিব্যাহারী সৈনিকগণ অতি সন্তুষ্ট এবং পুষ্টহৃষ্ট হইল; এবং ব্রাহ্মণবর্গ, পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রীও ভৃত্যবর্গ সহিত রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ভোজনদ্বারা পরম হৃষ্ট হইয়া কহিলেন—আপনি সদা পূজার্হ; আপনকার কর্ত্তৃক আমি অতি সৎকৃত হইলাম এক্ষণে কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে লক্ষ গো দিতেছি, আপনি আমাকে শবলা প্রদান করুন। হে ভগবন! শবলা রত্ন, এবং রাজাই রত্ন-গ্রাহী; অতএব শবলা ধর্ম্মতঃ আমার ভাগ। এই কথা শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন—আমি কোটি শত গো কিম্বা পর্ব্বত প্রমাণ রজত রাশি প্রাপ্ত হইলেও শবলাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। এই শবলা আমার চিরকীর্ত্তি। হব্য, কব্য, প্রাণযাত্রা-নির্ব্বাহ, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্কার প্রভৃতি সকলই ইহা হইতে হয়। শবলা আমার প্রীতি-জননী—আমার সর্ব্বস্ব। সহস্র কারণ উপস্থিত হইলেও আমি ইহাকে ত্যাগ করিব না। বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়াও নিতান্ত আগ্রহ সহকারে কহিলেন—আমি চতুর্ব্বিংশ সহস্র হস্তী দিতেছি—যাহাদের মধ্যবন্ধনশৃঙ্খল ঘণ্টাযুক্ত এবং সুবর্ণময়; এবং স্বর্ণবিকৃত অষ্ট শতরথ,—যাহাদের প্রত্যেককে শ্বেতাশ্বচতুষ্টয় বহন করে; আর মহাবগবান্ দশ সহস্র অশ্ব; এবং নানাবর্ণের এক এক দলে বিভক্ত নূতনবয়স্কা কোটি সংখ্যক গো; আর অন্য রত্ন, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা দিতেছি, আমাকে শবলা প্রদান করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন—হে মহারাজ! এই শবলা আমার রত্ন, এই আমার ধন, এই আমার সর্ব্বস্ব, এই আমার জীবন, দর্শপৌর্ণমাস-যাগ এবং অন্য অন্য যজ্ঞ, সকলই শবলা। ইহা হইতেই আমার সমস্ত ক্রিয়া কলাপ। মহারাজ! বহু ব্যর্থ বাক্ প্রয়োগে কি প্রয়োজন? আমি কামপূরিণীকে ত্যাগ করিব না। তখন্ বিশ্বামিত্র শবলাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। শোকমগ্না শবলা রোদন করত চিন্তা করিলেন, আমি কি মহর্ষি কর্ত্তৃক

ত্যক্তা হইলাম? আমি

ধার্ম্মিক হইয়াও তিনি নিরপ

পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত রাজদূতগণকে নিরস্ত করিয়া অতি বেগ গমনে বশিষ্ঠ চরণোপান্তে সশব্দ রোদন সহকারে কহিলেন—হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্মার পুত্র, আপনার কর্ত্তৃক আমি কি জন্য পরিত্যক্তা হইলাম? রাজসেনাগণ আপনার সমক্ষে আমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। ভগিনীর তুল্য স্নেহপাত্রী শোকপূর্ণা শবলাকে বশিষ্ঠ কহিলেন—শবলে! তুমি কদাপি আমার অপকারিণী নহ; আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই; এই বিশ্বামিত্র ইদানীং রাজা, এবং বলোন্মত্ত ক্ষত্রিয়। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গে পরিপূর্ণ অক্ষৌহিণী-পতি, মহাবল; ইহাঁর তুল্য বল আমার নাই। শবলা কহিলেন, শ্রুতি সকল কেবল ক্ষত্রিয়দের বল কহেন না, ব্রাহ্মণকেই মহাবল কহেন। ব্রাহ্মণের যে বল সে দিব্য বল, ক্ষত্রিয়ের বল অপেক্ষা গুরুতর। হে ভগবন্! তোমার বল অপরিমিত, বিশ্বামিত্র অতি বীর্য্যশালী হইলেও তুমি দুর্দ্ধর্ষতেজাঃ, আমি ব্রহ্মবলে পুষ্টা, আমার প্রতি অনুজ্ঞা করুন, আমি ঐ দুরাত্মার দর্প এবং বল নষ্ট করি। তখন বশিষ্ঠ কহিলেন,—তবে শত্রুসেনাবিমর্দ্দক সেনার সৃষ্টি কর। বশিষ্ঠানুমতি প্রাপ্তিমাত্র ঐ কামধেনু হম্বা রব করাতে শত শত পহ্লব, অর্থাৎ শক, যবন, কাম্বোজ, বর্ব্বর এই ম্লেচ্ছ জাতি সকল উৎপন্ন হইল, এবং তাহারা বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতে তাহার সেনা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অনেকানেক অস্ত্র শস্ত্রের বর্ষণ দ্বারা পহ্লবগণকে নিরস্ত করিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন হে কামধুক্! বিশিষ্ট যোগ দ্বারা পুনর্ব্বার সৈন্যের সৃষ্টি কর। কামধেনুর হুঙ্কারে সূর্য্য তুল্য প্রভাবান্ কাম্বোজ ঊর্দ্ধদেশ হইতে নানা অস্ত্রধারী বর্ব্বরগণ, যোনিদেশ হইতে যবন, আর বিষ্ঠা হইতে শকগণ, এবং রোমকূপ হইতে অন্য ম্লেচ্ছ সমূহ এবং হারীত কিরাত প্রভৃতি নানা বন্যজাতি সমুদ্ভূত হইল। তখন বিশ্বামিত্রের শতসংখ্যক পুত্র নানা অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া অশ্ব রথ পদাতিবর্গ সহিত বশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হইলে, ভগবান্ বশিষ্ঠ হুঙ্কার দ্বারা তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিলেন। বিশ্বামিত্র তখন্ আপনাকে হতপুত্র

দ্রর ন্যায়, ভগ্নবিষদন্ত সর্পের ন্যায় নিষ্প্রভ, নিরুদ্যম ও অতিলজ্জিত এবং হতযজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় দীন হইয়া এক পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং চিন্তাসমুদ্রে মজ্জন পুরঃসর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১)

বিশ্বামিত্র হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী বনে শ্রীরুদ্রদেবের প্রসন্নতা লাভার্থ তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কালানন্তর বরদানোদ্যত ভগবান্ রুদ্রদেব প্রত্যক্ষগোচর হইয়া কহিলেন—তুমি কি কারণে তপশ্চরণ করিতেছ, আকাঙ্ক্ষিত প্রকাশ করিলে বর পাইবে। বিশ্বামিত্র প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন —হে মহাদেব! যদি আপনি তুষ্ট হইলেন, তবে রহস্য সহিত সাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ প্রদান করুন; দেব, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষসের সমস্ত অস্ত্র আপন-

তাৎপর্য্যার্থ।

১। কর্ম্মকাণ্ড বেদই জগতে রাজা—তিনি লোকের আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লৌকিক কর্ম্ম, পারলৌকিক কর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্মাদি, ফলশ্রুতি এবং অন্যান্য অর্থবাদাদি দ্বারা প্রজারঞ্জন করত বহুকাল রাজ্য পালন করেন। অনন্তর উপরমেচ্ছার সম্মুখে, সমগ্র সেনা যোজনা অর্থাৎ বিধি, নিয়ম, পরিসঙ্খ্যা, অনুষ্ঠান মন্ত্রবর্গ সহিত পৃথিবী পর্য্যটন করত উপাসনা কাণ্ড বেদভাগের সমীপস্থ হয়েন এবং উপাসনা কাণ্ডের ফল ইচ্ছাসিদ্ধি, তদ্দর্শনে বিনা সাধনায় কেবল মন্ত্র মাত্র বলে তাহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা সফলা হইবার নহে। কর্ম্ম কাণ্ড বেদ মন্ত্রময় দেবগণের সাধন, শরীর নির্ব্বাহ ক্রিয়া কলাপের দ্বারাই করিয়া থাকেন। তাহাতে তত্তন্মন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা কাল সহকারে কোন বৈষয়িক ইচ্ছার সিদ্ধি হয় মাত্র। তাহার দ্বারা বহিস্থ ভূতপঞ্চকের উপর ইচ্ছাসিদ্ধি সম্ভবে না। সে সিদ্ধি স্ব স্ব বৃত্তির সহিত সর্ব্বান্তঃকরণ লুপ্ত হইয়া যখন্ কেবল স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট হয়, সেই চরম উপাসনার ফল। যে সাধক সমস্ত বিষয় বাসনাকে লুপ্ত করে, সে ভূত-পঞ্চকের উপর নিত্যজয়ী হয়, এবং ভূতপঞ্চক তাহারই দাসত্ব করে। এই জন্য কর্ম্ম কাণ্ড উপাসনা কাণ্ডের দ্বারা বিজিত এবং তিরস্কৃত হয়। কতিপয় কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ ভাগ উপাসনা কাণ্ডের অত্যন্ত বিরুদ্ধ, এই জন্য উচ্চাধিকারী সাধকের পরিত্যাজ্য।

কার অনুগ্রহে আমাতে স্ফূর্ত্তি পা
অন্তর্হিত হইলেন। মহাবল বিশ্বামি
কালীন সমুদ্রের ন্যায় বিবর্দ্ধমান হ রাজদূতগণকে নিরস্ত ক ন যে, আমা হইতে বশিষ্ঠ হত হইবেন। অনন্তর সহক হইয়া অস্ত্রগণের প্রক্ষেপ আরম্ভ করাতে ঐ সকল অস্ত্র প্রভাবে বশিষ্ঠাশ্রম দগ্ধপ্রায় হইবার উপক্রম হইল। বশিষ্ঠ ঋষি 'মাভৈর্ম্মাভৈঃ' কহিলেও আশ্রমবাসী মুনিগণ এবং শিষ্যবর্গ অতিভীত হইয়া নানাদিকে পলায়নপর হওয়াতে বশিষ্ঠাশ্রম উষর ভূমির ন্যায় শূন্য হইল। তখন্ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন—তুমি আমার চিরকালের আশ্রম অকারণে বিধ্বস্ত করিলে, অতএব রে দুরাচার! রে মূঢ়! তুই থাকিবি না। বশিষ্ঠ এই সরোষ বাক্য কহিয়া বিধূম কালাগ্নি তুল্য বা সাক্ষাৎ যমদণ্ডতুল্য ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করিলেন। বিশ্বামিত্র আগ্নেয়, বারুণ. রৌদ্র, পাশুপত, ঐশিক, মোহন, স্বাপন, গান্ধর্ব্ব, সন্তাপন, জৃম্ভণ, শোষণ, ব্রহ্মপাশ প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। পরন্তু ঐ অতিঘোর মহাস্ত্রগণ বশিষ্ঠের একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা নিরাকৃত হইল। বশিষ্ঠের ত্রৈলোক্য-মোহজনক অতি দারুণাকার রূপ প্রবল হইল, এবং তাঁহার হস্তে উদ্যত ব্রহ্মদণ্ড বিধূম জ্বলৎকালাগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইল! অনন্তর মুনিগণ বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন—আপনকার বল অপরিমিত এবং অব্যর্থ; বিশ্বামিত্রের নিগ্রহ বিশিষ্টরূপেই হইয়াছে, এক্ষণে আপনার তেজ স্বয়ং শান্ত করুন—ত্রিলোকের ভয় নষ্ট হউক। বশিষ্ঠ এই কথা শুনিয়া আপন তেজের শান্তি করিলেন। বিশ্বামিত্র সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত (১) হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত চিন্তা করিলেন, ক্ষত্রিয়

তাৎপর্য্যার্থ।

১। বিশ্বামিত্র ভগবান্ রুদ্রদেবের আরাধনা করিলেন, অর্থাৎ রৌদ্রমূর্ত্তি অভিচার যোগ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় এবং জিতান্তঃকরণ ব্রহ্মোপাসকের প্রতি অভিচার যোগ অকিঞ্চিৎকর হয়। আপনা অপেক্ষায় মহত্তরের প্রতি অভিচার প্রয়োগে তৎপ্রয়োক্তারই হানি হয়।

তাহার পর তিনি অভিচার যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াশালী এবং স্থিরদৃষ্টি ও দৃঢ়াসন হইলে রাজর্ষি-পদবাচ্য হইলেন।

না বলই প্রশস্ত বল, ইহা আমি
হয়া ফলতঃ প্রসন্নেন্দ্রিয় এবং প্রসন্ন-
মনা হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় দীন হইপস্যা করিব। অনন্তর পত্নীর সহিত দক্ষিণদিকে গমন দূ মজ্জ আরত ঘোর তপস্যারম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে হবিঃষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র, মহারণ্য, তাঁহার এই পুত্রচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইল। তপস্যার সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে ভগবান ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সমাগত হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলিয়া জানিলাম। বিশ্বামিত্র লজ্জায় এবং দুঃখে অধোবদন ও দীনভাবাপন্ন হইয়া বলিলেন— আমি এই দুমস্তপশ্চরণ করিলেও আমাকে রাজর্ষি বলিলেন, এ তপস্যার ফল ব্রহ্মত্ব লাভ হইল না। অনন্তর বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষায় ঘোরতর তপস্যার আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময়ে ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভূত সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় ত্রিশঙ্কুনামা অযোধ্যাধিপতি রাজার অভিলাষ হইল, তিনি এমন যজ্ঞ করিবেন, যাহাতে তিনি সশরীরে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। তিনি বশিষ্ঠ মুনিকে তাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বলিলে, বশিষ্ঠ, ওরূপ যজ্ঞ রাজার ক্ষমতার অতীত বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে বশিষ্ঠ পুত্রদিগের নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের শত পুত্র তাঁহারা অতি দীর্ঘতপা। তাঁহাদিগকে আনুপূর্ব্বীক্রমে প্রণামপূর্ব্বক ঈষৎ লজ্জাবান এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমি শরণাগত। সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছায় মহাযজ্ঞ করিব মনে করিয়াছিলাম, ভগবান বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। আপনারা গুরুপুত্র, প্রণাম পুরঃসর প্রার্থনা করি, আপনারা ঐ কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করুন— গুরুর প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তির গুরুপুত্র ভিন্ন গত্যন্তর হয় না। ত্রিশঙ্কুর বাক্য শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ-পুত্রগণ কহিলেন, রে দুর্ব্বোধ! তুই মূল বৃক্ষের প্রত্যাখ্যান প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে শাখা পল্লবের অনুগত হইতেছিস্! ভগবান বশিষ্ঠ এ কর্ম্ম তোর অশক্য কহিয়াছেন, আমরা উহা করিতে কোন মতেই শক্ত নহি। তুই অতি মূর্খ! যিনি ত্রৈলোক্য যাজনে সমর্থ তাঁহার অবমানা করিতে বলিতেছিস্! রাজা এই সক্রোধ বাক্য শ্রবণে কহিলেন,

আমি গুরু এবং গুরুপুত্রদিগের প্রত্যা
শরণাগত হই! এই ঘোর বাক্য
চণ্ডাল হও বলিয়া, শাপ দিলেন। ঐ রাত্রি প্রভাতে রাজা কৃষ্ণবস্ত্র পরিধায়ী, স্বয়ং কৃষ্ণাঙ্গ, নিষ্ঠুর-স্বভাব, ক্ষুদ্রকেশ, চিতাভস্মবিলিপ্ত এবং লৌহময়াভরণাঙ্কিত হইলে, মন্ত্রিবর্গ তাঁহার চণ্ডালরূপ দেখিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। ত্রিশঙ্কু দিবারাত্রি মনোদুঃখে দগ্ধ হইয়া একাকী বিশ্বামিত্রের সমীপে গমন করিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, রাজা ইহ পরলোকে বঞ্চিত হইয়াছেন। মহা করুণাবান ঋষি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অযোধ্যাধিপতি বীর, শাপ বশতঃ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার আগমনের কারণ কি? মহামুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরু এবং গুরুপুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। আমি, অতি কষ্ট উপস্থিত হইলেও কখন মিথ্যা কথা কহি নাই, পরেও কদাচিৎ কহিব না, ইহা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি। আমি নানা প্রকারে যজ্ঞ করিয়াছি, এবং যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিয়াছি, আর সদ্‌গুণ এবং সদ্বৃত্তির দ্বারা গুরুর সন্তোষ-সাধন করিয়াছি, পরন্তু সশরীরে স্বর্গযাত্রার্থ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাতে গুরুদেবের সন্তোষ হয় নাই; অতএব দৈবই বলবান, পৌরুষ অতিব্যর্থ। আমি অতি কাতর হইয়াই আপনার অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতেছি, আমি অপর কাহারও শরণ প্রার্থনা করি না, আপনি আমার দুর্দৈবকে নিজ পৌরুষ দ্বারা নষ্ট করুন। রাজার বাক্য শ্রবণান্তে বিশ্বামিত্র সেই চণ্ডালরূপোপন্ন ত্রিশঙ্কুকে কহিলেন, আমি তোমাকে জানি, তুমি ইক্ষ্বাকু-বংশ-প্রভব অতি ধার্ম্মিক পুরুষ, তুমি ভীত হইও না, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। প্রথমতঃ এই অতি পুণ্য যজ্ঞকার্য্যে সহায় হইবার যোগ্য ঋষিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিব, অনন্তর তুমি যজ্ঞ করিবে, এবং গুরুরশাপ জন্য তোমার যে বিকৃত শরীর হইয়াছে, তাহা লইয়াই তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; তুমি কৌশিকের শরণাগত হইয়াছ, অতএব স্বর্গ তোমার হস্তগত হইয়াছে। ইহা কহিয়া মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনি আপনার পুত্রবর্গের প্রতি যজ্ঞ সামগ্রী আহরণার্থ আদেশ পূর্ব্বক শিষ্যবর্গকে কহিলেন, বশিষ্ঠ পুত্রদিগকে এবং অপর সমস্ত ঋষিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবে এবং নিমন্ত্রণ করিলে যদি কেহ কোন কথা বলেন, তাহা আমার নিকটে আসিয়া বলিবে।

মন্ত্রণ করিলে, ঋষিগণ বিশ্বা-
মিত্র নিজ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক তাহা
লেন যে,মহোদয় নামক কোন
ঋষি এবংমহর্ষি বশিষ্ঠের(১) শতপুত্র(২) ইহাঁরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। প্র-ত্যুত বলিয়াছেন যে,যথায় চণ্ডাল-যজমানের ক্ষত্রিয়-যাজক ঘুটিয়াছে,সে সভায় দেবতা ও ঋষি এবং সদ্ব্রাহ্মণের হবনীয় ভোজন করিবেন,এবং তদনন্তর যজমা-নের স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে,এরূপ হইতেই পারে না। বিশ্বামিত্র এইকথা শুনিয়া ক্রোধ কষায়িত লোচনে কহিলেন,আমি সর্ব্বদা ঘোর তপশ্চরণে রত,অতএব সর্ব্বতো-ভাবে দোষবিহীন। আমার প্রতি দোষারোপ করায় ঐ দুষ্টগণ ভস্মতুল্য হইবে, অদ্য তাহারা মৃত হইয়া সপ্ত শত জন্ম মৃত ব্যক্তির বস্ত্রাদি গ্রাহী এবং কুক্কুর-মাংসভোজী মুষ্টিক অর্থাৎ ডোম যোনি প্রাপ্ত হইয়া কুব্যবহার এবং কুৎসিতরূপ হইবে। আর অতি দুর্ব্বোধ মহোদয় (৩) দোষস্পর্শশূন্য আমাতে দোষারোপ করিয়াছে, অতএব সর্ব্বলোক দূষিত নিষাদত্ব প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত লোকের প্রাণ-নাশোদ্যত এবং পরম নির্দ্দয় থাকিয়া কালযাপন করিবে। এই সকল কথা বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষিগণের সমক্ষে বলিলেন, ইনি ইক্ষ্বাকু-গোরজ, অতিদানশীল এবং ধার্ম্মিক এবং আমার শরণাগত; যাহাতে এই বর্ত্তমান শরীর লইয়া ইনি স্বর্গে গমন করেন, আমার সহিত আপনারা সকলে সেই যজ্ঞের আরম্ভ করুন। বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণে ঋষিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এই কৌশিক মুনি অতিশয় ক্রোধী, ইহাঁর কথার অন্যথা করিলে ইনি দারুণ শাপপ্রয়োগ করিবেন। আর এই ব্যক্তিও ইক্ষ্বাকু সন্তান বটে,বিশ্বামিত্রের প্র-ভাবে যাহাতে স্বর্গে যায়,সেই যজ্ঞের আরম্ভ হউক। পরে সকলের অধিষ্ঠানে যজ্ঞারম্ভ হইয়া ঋষিগণ আপনাপন অধিকৃত ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বিশ্বামিত্র দেবগণকে স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ আবাহন করিলেন। কিন্তু

তাৎপর্য্যার্থ।

১। বশিষ্ঠ—উপাসনাকাণ্ড বেদ।

২। বশিষ্ঠ পুত্রগণ—উপাসনা কাণ্ডের বিশেষ বিশেষ অংশ।

৩। মহোদয়—উপাসনা কাণ্ডের এক অংশ। কর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রতি-পাদক ঐ অংশ কর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা ব্যক্ত করে।

দেবগণ আগমন করিলেন না।
করিয়া ত্রিশঙ্কুর প্রতি বলিলেন,
স্বর্গ দুষ্প্রাপ্য হইলেও আমি তোমাকে অনায়াসে সশরীরে স্বর্গ প্রাপ্ত করাব।
মহারাজ্! তুমি আমার অর্জ্জিত তপোবলে—বলীয়ান হইয়া স্বর্গে গমন কর। ত্রিশঙ্কু স্বর্গাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গত দেখিয়া বলিলেন—রে মূঢ়! তুই গুরুশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত, তোর স্বপুণ্যোপার্জ্জিত স্থান স্বর্গে নাই, অতএব অবাক্-শিরা হইয়া ভূমিতে পতিত হও। ইন্দ্রের এই কথায় ত্রিশঙ্কু পতনোন্মুখ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ত্রাহি ত্রাহি বলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তাহাকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া অপর সপ্তর্ষি মণ্ডলের এবং অপর নক্ষত্রগণের সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তিনি অন্য ইন্দ্রেরও সৃষ্টি করিতে অথবা জগৎকে ইন্দ্ররহিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, এবং অপর দেবগণেরও সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন(৪)। ইহা দেখিয়া দেবতা এবং অসুর এবং ঋষিগণ সকলেই অতি সম্ভ্রমে বিশ্বামিত্রের প্রতি অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন—যে মহামহাত্মন্! এই ব্যক্তি গুরুর শাপে ভ্রষ্ট,সশরীর স্বর্গপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। বিশ্বামিত্র কহিলেন—আমি এই ত্রিশঙ্কুর শরীর সহ স্বর্গস্থিতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; নিজ বাক্য মিথ্যা করিতে ইচ্ছা হয় না। অতএব ইহার সশরীর স্বর্গস্থায়িত্ব হউক, যাবৎ এই লোক থাকিবে তাবৎ আমার প্রকাশিত নক্ষত্রগণও স্থির থাকুক, ইহাতে আপনারা সকলে সম্মত হউন। দেবগণ মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণে বলিলেন—আকাশে উত্তর গোলীয় জ্যোতিষচক্রের বহির্ভাগে ত্রিশঙ্কু (৫) অবাক্‌শিরা অর্থাৎ অধোমস্তকরূপে(৬) দেব-

তাৎপর্য্যার্থ।

৪। কর্ম্মকাণ্ড (বিশ্বামিত্র) কর্ম্মময় দেবতাদিগের উৎপত্তি, বিনাশ, অধিকারদান এবং অধিকার রাহিত্যাদি করিতে সমর্থ।

৫। অবাক্‌শিরা—অবাক্যাং দক্ষিণাস্যাং শিরোযসা সঃ।

৬। ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ-ধ্রুবতারা। উহা বিষুব রেখার সাত অংশ দক্ষিণে অবস্থিত। উহার নিম্নবর্ত্তী যে নক্ষত্রটি ভূমির সমসূত্রভাবে অবস্থিত হইয়া আছে তাহার একটী অগস্ত্য নামক, দ্বিতীয়টী অগস্ত্য-ভ্রাতা নামক এবং অপরটী সুতীক্ষ্ণ নামক এবং ঐ নক্ষত্রগণ ত্রিশঙ্কু-ধ্রুবকেই প্রদক্ষিণ করে বলিয়া বোধ হয়।

তামার প্রকটিত নক্ষত্র
গর অনুনয়ে তুষ্ট হইয়া
াকৃতি জ্ঞাপন করিলেন
এবং দেবগণ ও ঋষিগণ যথাস্থানে গমন করিলেন।

ঋষিগণ প্রস্থান করিলে মহাতেজা বিশ্বামিত্র ঐ বনবাসীদিগের প্রতি কহিলেন, দক্ষিণারণ্যে তপস্যার মহা বিঘ্ন হইল, অতএব অন্য দিকে যাইয়া তপশ্চরণ করিব। অনন্তর বিশ্বামিত্র পশ্চিম দিকে গমনপূর্ব্বক বিস্তৃত তপোবন মধ্যে পুষ্করতীর্থ তীরে ফলমূলভোজী হইয়া তপস্যারম্ভ করিলেন। ঐ কালে অযোধ্যাধিপতি অম্বরীষ নামক রাজা পশুযজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয় পশু হরণ করেন। পুরোহিত রাজসমক্ষে কহিলেন, মহারাজ! তোমার দুর্নীতি, অর্থাৎ যথাবিধি প্রজা পালনের অভাব বশতঃ যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে; এক্ষণে উৎকৃষ্ট নরপশু আনয়ন করুন। রাজা নরপশুর অন্বেষণ করত নানা দেশ, নগর, গ্রাম, বন, পুণ্যাশ্রম ভ্রমণ করিয়া ভৃগু-তুঙ্গ (১) স্থলে পুত্রত্রয় ও ভার্য্যার সহিত সুখোপবিষ্ট ঋচীক(২) নামক ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। রাজা তাঁহার প্রতি প্রণামপূর্ব্বক নানা কথার পর বলিলেন, আমি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া একটী যজ্ঞীয় পশু প্রাপ্ত হই নাই, যদি অনুগ্রহ পুর্ব্বক লক্ষ গো পণ লইয়া আমাকে আপনার একটী পুত্র প্রদান করেন, তবে আমি কৃতকৃত্য হই। এই কথা শুনিয়া ঋচীক কহিলেন, আমি এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে বিক্রয় করিব না। উহাঁর পত্নী কহিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র উহাঁর প্রিয় বলিয়া অবিক্রেয়, আমারও কনিষ্ঠ পুত্রটী অতীব প্রিয়, অতএব আমি এটীকে দিবনা। মুনি এবং মুনিপত্নী এইরূপ কহিলে, তাঁহাদের মধ্যমপুত্র শুনঃসেফ(৩) স্বয়ং বলিল, পিতা

তাৎপর্য্যার্থ।

১। ভৃগু-তুঙ্গ—হিমালয়ের শৃঙ্গ বিশেষ। তথা হইতে অযোধ্যায় আসিতে পুষ্করতীর্থ প্রাপ্তি নিতান্ত অসঙ্গত।

২। ঋচীক—ঋ দন্তে নিন্দয়াঞ্চ পরীহাসে—ইতি। চীক মর্শনে, ধাতুঃ—অতএব ঋচীক অর্থে ভীতিসহন বা নিন্দাসহন কর্ত্তব্যতা-বোধক-বেদভাগ। সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা।

৩। শুনঃসেফ—পাত্র সংস্কারক মন্ত্র ইহা সন্ন্যাস ধর্ম্মের পরিত্যাজ্য।

কহিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিক্রেয়
তাঁহাদিগের মধ্যম পুত্র বিক্রেয়
অনন্তর রাজা কোটি সুবর্ণ এবং লক্ষ গো পণ প্রদান পূর্ব্বক শুনঃসেফকে স্বরথে আরোহণ করাইয়া সত্বর গমন করিলেন। পরে মধ্যাহ্ন সময়ে রাজা পুষ্করতীর্থ স্থলে বিশ্রাম করিলে, শুনঃসেফ অতি ব্যাকুল হইয়া তপশ্চরণে রত ঋষিবর্গের মধ্যে আপন মাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম এবং মরণ ভয়ে অতি দীন এবং বিষণ্ণ-মুখ হইয়া, বিশ্বামিত্রের ক্রোড়ে পতিত হইয়া বলিল—ভগবন্! আমি জনক জননীকর্ত্তৃক বিক্রীত, অতএব পিতৃ মাতৃ হীন, আমার জ্ঞাতি বান্ধবগণও দূরে অবস্থিত, আমার রক্ষাকর্ত্তা অপর কেহই নাই; হে কৃপাময়! আপনি ধর্ম্মে সকলের রক্ষিতা, আমায় পরিত্রাণ করুন; আমি অনাথ। যাহাতে রাজার উদ্দিষ্ট যজ্ঞ ফলের লাভ হয়, এবং আমিও দীর্ঘায়ু হইয়া তপশ্চরণ পূর্ব্বক স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারি, আপনি প্রসন্ন মনে পিতার পরিত্যক্ত এই পুত্রের নাথ হইয়া, আমাকে উপস্থিত আপদ হইতে ত্রাণ করুন। মহাতপা বিশ্বামিত্র শুনঃসেফের বাক্য শ্রবণান্তে, তাহাকে বহুবিধ আশ্বাস প্রদান করিয়া নিজ পুত্রদিগের প্রতি কহিলেন—পিতা পরলোক হিতার্থ পরলোক হিতার্থী পুত্রের উৎপাদন করেন। আমার সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে। এই বালক, মুনি সন্তান, আমার শরণাগত, ইহার জীবন রক্ষার দ্বারা আমার প্রিয়সাধন কর। তোমারা সকলেই পুণ্যকর্ম্মা এবং ধর্ম্মপরায়ণ। তোমরা অম্বরীষ রাজার যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নিকে তৃপ্ত কর, শুনঃসেফ রক্ষা পাউক এবং রাজার যজ্ঞ অচ্ছিদ্র হউক, দেবতাদিগের তুষ্টি হউক, এবং আমার বাক্যরক্ষা হউক। বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণান্তে মধুচ্ছন্দাদি তাঁহার পুত্রেরা কহিলেন—ঠাকুর! আপনার পুত্র ত্যাগ করিয়া অপরের পুত্রের রক্ষণ, ক্ষুধার্থ ব্যক্তির স্বমাংস ভোজনের ন্যায় অকার্য্য—কি প্রকারে এরূপ অকার্য্যে অনুমতি করেন? বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের এই উক্তি শুনিয়া ক্রোধে রক্ত লোচন হইয়া কহিলেন; তোমরা ধর্ম্মনিন্দিত, যাহা কহিলে তাহা আমার উক্তির অতিক্রান্ত, যাহা শুনিলে লোমাঞ্চিত হইতে হয় এ কথা এমন নিষ্ঠুর, অতএব জাতিতে বশিষ্ঠ পুত্রদিগের তুল্য হইয়া পূর্ণ সহস্র বর্ষ শ্বমাংসাহারী হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ কর। পুত্রদিগের প্রতি

তি দীন শুনঃসেফের মন্ত্র দ্বারা
শণসূত্রময় রজ্জু দ্বারা বন্ধন
পুষ্প মালা ধারণ করাইয়া
যূপে বন্ধন করিবে, তখন গোপনে তুমি এই দুইটী বৈদিক গাথা পাঠ করিবে এবং তাহা করিলেই নিষ্কৃতি পাইবে। শুনঃসেফ ঐ দুইটী মন্ত্র গ্রহণ করত অতি সাহসী হইয়া রাজা অম্বরীষকে কহিলেন, মহারাজ! চলুন আমরা শীঘ্র যাই, আপনার আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন হউক। রাজা শুনঃসেফের বাক্যে তুষ্ট ইহরা ত্বরায় যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং যজ্ঞস্থ ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি ক্রমে শুনঃসেফকে রক্ত মাল্যাদি দ্বারা ঘাত্যপশু চিহ্নে চিহ্নিত করাইয়া যূপে বন্ধন করিলে, শুনঃসেফ বিশ্বামিত্র প্রদত্ত সেই দুই গাথার দ্বারা ইন্দ্র এবং উপেন্দ্র দেবের যথাবিধি স্তব করিলেন। ঐ গুপ্ত স্তুতিতে সন্তুষ্ট ইন্দ্রদেব শুনঃসেফকে দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করিলেন এবং রাজাও ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহে যজ্ঞের বহু গুণ ফল প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র ঐ পুষ্করতীর্থে পুনর্ব্বার সহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিয়া ব্রত সমাপন করিলে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত আগমনপূর্ব্বক মিষ্ট স্বরে কহিলেন, হে বিশ্বামিত্র! তুমি আপনার অনুষ্ঠিত শুভ কর্ম্ম দ্বারা ঋষি হইলে। ইহা কহিয়া ভগবান ব্রহ্মা স্বধামে গমন করিলে, বিশ্বামিত্র অভীষ্টের অপ্রাপ্তি প্রযুক্ত পুনর্ব্বার ঘোর তপস্যারম্ভ করিলেন। (১)

তাৎপর্য্যার্থ।

১। উপাসনা কাণ্ড নিষ্কামতার অনুকূল। সশরীর স্বর্গ প্রার্থী রাজা সেই জন্য বশিষ্ঠ (উপাসনা কাণ্ড) কর্তৃক উপেক্ষিত এবং অভিশপ্ত হইলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের (কর্ম্মকাণ্ডের) শরণাপন্ন হইলেন এবং তৎকর্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। কারণ সকামতা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত বিষয়। কর্ম্মকাণ্ড যে উপেক্ষণীয় নহে, প্রত্যুত আচারের পবিত্রতা-সাধক এবং চিত্তের শুদ্ধি-নিয়ামক তাহা মহোদয় এবং বশিষ্ঠপুত্রদিগের প্রতি বিশ্বামিত্রের অভিশাপ সফল হওয়াতেই প্রদর্শিত হইল।

তপস্যার ফল মহত্ত্ব। তপস্যা, ঈর্ষ্যাদি দোষ সহকৃত হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে মহত্ত্ব-প্রাপক হয়। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইবার জন্য তপস্যা করেন।

সেই ঘোর তপোনুষ্ঠানে বহুকাল

উত্তমা একটী অপ্সরা পুকরতীর্থ[illegible] স্নান করিতে [illegible]। স্থনির্ম্মল পুষ্করজলের শ্যামতা এবং অপ্সরার দেহের পবম গৌবতা প্রযুক্ত মেনকাকে মেঘমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় দেখিলেন। এবং কামবশতা প্রযুক্ত মেনকাকে স্বয়ং প্রার্থনা করিলেন। মেনকা স্বীকার করিল এবং মুনির সহিত দশ বৎসর সুখে বাস করিল। অনন্তর মুনি অতিশয় সলজ্জ এবং চিন্তাযুক্ত ও শোকপরায়ণ হইলেন। আর তাঁহার মহৎ তপোভঙ্গ দেবতাদিগের দুরভিসন্ধি প্রযুক্তই ঘটিল, ইহা মনে করিয়া তদানীং দেবতাদিগের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। তিনি তপোভ্রংশ জন্য অনুতাপে দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ অপ্সরাকে নিতান্ত ভয়োদ্বিগ্না দেখিয়া তাহার প্রতি মধুর বাক্য কহিলেন, এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোত্তর পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় কামনা-জয়ার্থ একাগ্রবুদ্ধি হইয়া সরস্বতীতীরে সহস্র বর্ষ ব্যাপক ঘোর তপস্যারম্ভ করিলেন।

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বকৃত তপস্যা বশিষ্ঠের প্রতি ঈর্ষাসহকৃত হওয়াতে, তিনি রাজর্ষি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ঋষি হইতে পারিয়াছিলেন। এবারের তপস্যা ক্ষত্রিয় দোষ রহিত—ইহাতে ব্রাহ্মণধর্ম্ম যে পরোপকার চেষ্টা, তাহাই প্রবলা ; অতএব ক্ষত্রিয়ত্ব দোষ রহিত হইয়া বিশ্বামিত্র ঋষি হইলেন। তপস্যার পূর্ণ ফল না পাইবার কারণ এই যে, তপশ্চরণ কালে অন্য কোন কর্ম্ম করিলেই তপস্যার মুখ্য প্রয়োজনের ব্যাঘাত হয়। এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণে এই প্রকরণ যোগাঙ্গ।

কিন্তু ইহাতে অপর বৈদিক তথ্যও নিহিত আছে। শুনঃসেফ শুদ্ধ পুরোডাস সাধক ব্যাপার। উহা মন্ত্রহীন, সুতরাং পশুভাবাপন্ন ছিল। বিশ্বামিত্র ঐ ব্যাপারকে মন্ত্রপূত করিলেন এবং তাহা করাতে উহা কর্ম্ম কাণ্ড বেদভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। মধুচ্ছন্দাদি অভিশপ্ত হইয়া বশিষ্ঠ সন্তান অর্থাৎ উপাসনা কাণ্ডের বিভিন্ন অংশের ন্যায় কেবল স্তব পাঠ মাত্র যে সকল ঋচের উদ্দেশ্য, তাহাতেই নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

২। মেনকা।—মনধাতু আশীরর্থ প্রত্যয় যোগে মেনা; স্বার্থে ক, স্ত্রীলিঙ্গে মেনকা ; অর্থাৎ স্বাভিলষিতেচ্ছা।

ারম্ভ করিলেন, দেবতারা

ব্রহ্মার সমক্ষে নিবেদন

করিলেন—ভগবন্! কৌশিক-মুনি মহর্ষি পদবাচ্য হউন। ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবনান্তে বিশ্বামিত্র সমীপে আসিয়া অতি মধুরস্বরে কহিলেন—হে বিশ্বামিত্র! তোমার কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া তোমাকে মহর্ষি উপাধি প্রদান করিলাম। ভগবান ব্রহ্মার এই উক্তি শুনিয়া বিশ্বামিত্র কৃতাঞ্জলি-পুট হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন—ভগবন্! যদি আমার প্রতি মহর্ষি শব্দ প্রযুক্ত করিলেন, তবে আমি বিজিতেন্দ্রিয় হইবার জন্য যত্ন করি। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি এখনও সর্ব্বতোভাবে জিতেন্দ্রিয় হও নাই; অতএব তাহা হইবার জন্য যত্ন কর। এই বলিয়া তিনি দেবগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার তপশ্চরণ করত দিবাতে অবলম্বনরহিত এবং রাত্রিতে বায়ুমাত্র ভোজী, গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা, বর্ষাকালে নিরা-বরণস্থলস্থ, শীতকালে জলস্থ, হইয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঘোর তপস্যা করিলেন। এই তপঃপ্রভাবে দেবগণের এবং ইন্দ্রের মহা সন্তাপ হওয়াতে, ইন্দ্র রম্ভা নাম্নী অপ্সরীর প্রতি আত্মোপকারক এবং বিশ্বা-মিত্রের অহিতজনক কার্য্যের আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন—হে রম্ভে! কামপরবশতা প্রযুক্ত অন্তঃকরণের বিরসতা উৎপাদন দ্বারা বিশ্বা-মিত্রের প্রতারণা করাই অতি মহৎ দেবকার্য্য। ইহা তোমার কর্ত্তব্য। রম্ভা এই আজ্ঞা শ্রবণে আপনাকে তৎকার্য্যে অসমর্থা জানিয়া লজ্জিতা এবং কৃতাঞ্জলি

তাৎপর্য্যার্থ।

অথবা, বিশ্বামিত্র পুষ্করতীর্থে বনশোভা, জলশোভা, পর্ব্বতাদি শোভা দর্শনে বহু কাল অতিবাহিত করেন। কর্ম্মকাণ্ডে বস্তুভেদ দর্শন হইয়া থাকে। মন তাহাতে সাতিশয় সংযুক্ত হইলে তপস্যার ফল অল্প হয়।

(১) রতি শব্দে ধাতুঃ—অয়ৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন রম্ভা। রম্ভা অপ্সরা অন্তঃকরণের আকর্ষক ধ্বনি, সামান্যতঃ গীতি, ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। কিন্তু বৈদিক গাথা ব্রহ্মাদ্বৈততত্ত্বে অন্তকরণের নিষ্ঠা জন্মায়। এই জন্য ব্রাহ্মণস্পর্শে অর্থাৎ ব্রহ্ম-গীতিতে রম্ভার শাপান্ত।

হইয়া কহিল—দেবরাজ
তপস্বী, ইনি আমার প্রা
প্রবৃত্ত হইতে আমার ... হইয়া আমাকে ক্ষমা করুন। অতিভয়ে কম্পমানা রম্ভার কাতরোক্তি শ্রবণান্তে ইন্দ্রদেব মাভৈঃ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর, এই বসন্ত কালীন আশ্চর্য্য শোভা বিশিষ্ট বৃক্ষে বসিয়া কোকিল মনোহর ধ্বনি করিবে এবং আমি কামদেবের সহিত তোমার পার্শ্ববর্ত্তী থাকিব ; তুমি আপন সুপরিস্কৃতরূপের সহ হাব ভাবাদি যোগ করত মহামুনির তপশ্চালনে চেষ্টাবতী হও। ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে পরম রূপবতী রম্ভা ললিত ভাবে মৃদু হাস্য করিয়া মহামুনির লোভোৎপাদনে উদ্যত হইল। সেই সময়ে কোকিলের মনোহরধ্বনিও শ্রুত হইল এবং মহামুনিও হৃষ্টমনে রম্ভার প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র তৎক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা ইন্দ্রদেবের কৃত তাঁহার তপোবিঘ্ন ; এই বোধ হইবামাত্র তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ক্রোধ জন্য সন্তাপ অন্তঃকরণে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া রম্ভার প্রতি শাপোক্তি করিলেন—দশ সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত অতি দুর্গমদেশে শিলাময়ী প্রতিমা হইয়া থাক। পরক্ষণেই বোধ হইল যে, ইন্দ্রের অপরাধে রম্ভার প্রতি শাপ প্রয়োগ করিলাম। এই ভাবিয়া বলিলেন—অতি তেজস্বী কোন ব্রাহ্মণ তোমাকে এই শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র ঋষি মনে মনে চিন্তা করিলেন, অজিতেন্দ্রিয়তা বশতঃ অন্তঃকরণে শান্তি-প্রাপ্ত হইলাম না। অতএব যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মণ্য প্রাপ্তি না হয়, তাবৎ যাহাতে ক্রোধ জন্মিতে না পারে, তাহার উপায় করিব।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়গণকে শুষ্ক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, বহুবর্ষ নিশ্বাস রোধ, ফলতঃ প্রাণায়াম যোগ এবং আহার রোধ করিবেন। তিনি নিশ্চয় করিলেন যে, তপোবল প্রভাবে শরীর নষ্ট হইতে পারিবে না। অনন্তর উত্তর দিক হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন এবং স্বীয় প্রতিজ্ঞার অনুরূপ ঘোর তপস্যা করিলেন। ঐ তপস্যাতে সহস্র বৎসর মৌনব্রত ধারণ করিলেন। ইহার মধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠতুল্য শরীরধারী সেই মহামুনির প্রতি নানা বিঘ্ন হওয়াতেও

পরিপূর্ণ সহস্র বৎসর ব্রত শেষ
শে আসিয়া ঐ
ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র

সমুদায় অন্ন ভোজন করিলেন। মহামুনি নিজ ভোজনের নিমিত্ত আর চেষ্টান্তর না করিয়া পুনর্ব্বার প্রাণায়াম এবং মৌন ও উপবাস ব্রত আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তাঁহার মস্তক হইতে ক্রমে ক্রমেধূমোদ্গম হইতে লাগিল। তাহাতে লোকত্রয় উত্তপ্ত এবং ব্যাকুল হইল। এই কারণে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সর্প, নাগ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে নিষ্প্রভ এবং ভীত হইয়া ব্রহ্মার সমীপে নিবেদন করিল—ভগবন্! নানারূপে বিশ্বামিত্রের অন্তঃকরণে লোভোৎপাদন এবং ক্রোধোদ্রেক করিবার জন্য যত্ন করিলেও তিনি তপোবলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ নাই। দেখুন চতুর্দ্দিগস্থিত সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইতেছে, বিনা কারণে পর্ব্বতগণ বিদীর্ণ হইতেছে, পৃথিবী বিকম্পিতা হইতেছে এবং নদ-নদীগণ প্রতিকূল হইয়া বহিতেছে। হে ভগবন্! আমরা এ বিষয়ের প্রতীকার জানি না। সমস্ত জগৎ কর্ত্তব্যক্রিয়া করণে অসমর্থ হইয়া নাস্তিকপ্রায় হইতেছে। আর সেই মহর্ষির তপপ্রভাবে সূর্য্য নিষ্প্রভ হইতেছেন। যেমন প্রলয় কালোৎপন্ন অগ্নিতে ত্রিলোক দগ্ধ হয়, যেন সেইরূপ হইতে যাইতেছে। এই মহামুনি যে পর্য্যন্ত জগৎ নাশে মনোনিধান না করেন, তাহার মধ্যে প্রতিবিধান করুন, অর্থাৎ তাঁহার অভীষ্ট ব্রহ্মর্ষিত্ব অথবা যদি দেবরাজ্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত হয়, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করুন।, অনন্তর ব্রহ্মা সকল দেবগণের সহিত আগমন পূর্ব্বক অতি মধুর বাক্যে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তোমার তপশ্চরণে আমরা অতি তুষ্ট হইলাম, তুমি এই কঠোর তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মর্ষি হইলে। আমি দেবগণের সহিত তোমাকে অতি দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করিলাম। তুমি সুখী হও। তোমার তপঃক্লেশ নাশ হউক। তোমার ব্রত শেষ হইয়াছে, তুমি যথেচ্ছ সুখে বিচরণ কর। সকল দেবগণের এবং ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে বিশ্বামিত্র হৃষ্টান্তকরণে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, যদি আমার ব্রাহ্মণ্য এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি হইল, তবে ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন এবং যজ্ঞ-সাধন এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদ-ভাগ সকল আমাতে প্রাপ্ত হউক—অর্থাৎ সহজ ব্রাহ্মণদিগের যেমন যাজনাধ্যাপ-

নাদিতে অধিক। দেবরাজ
পুত্র বশিষ্ঠও আমার প্র
আমার সমস্ত ব... প্রসন্ন হইয়া আমাকে
তোমার প্রার্থিত ... হইল। ... ইন্দ্রদেব
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রর সহিত সখ্য করিলেন এবং দেব...ন কর,
...মন করিলেন। এই বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়া বশিষ্ঠ মহর্ষির পরম সম্মান করিয়া নিরন্তর তপোনিষ্ঠা করত যথেচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটনে রত হইয়াছেন। হে শ্রীরাম! এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র এই প্রকারে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি মুনিশ্রেষ্ঠ এবং সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমৎ তপস্যার স্বরূপ ও তপোবীর্য্যের আধারভূত। (১)

তাৎপর্য্যার্থ।

১। ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখতা প্রযুক্তঅন্তর্দৃষ্টি হয় না। এই জন্য কর্ম্মকাণ্ড বেদ অগ্রে প্ররোচক বাক্য দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত সুখ দর্শাইয়া বৈদিক ক্রিয়া কলাপে রুচির উৎপাদন করেন। ঐ বেদ আরও কহেন, যে বৈদিক ক্রিয়া শুচি হইয়া করিতে হয়, এবং বিশেষ বিশেষ কাল প্রাপ্ত হইয়া করিতে হয়। এই বাক্য বশতঃ শুচিতা জন্মে এবং উচিত কালের প্রতি প্রতীক্ষা হয়। তাহাতে সংসারিক কার্য্যে ক্রমশঃ শিথিলতা জন্মে। আবার যদি ক্রিয়া-ফলের সাক্ষাৎ দর্শন না হওয়াতে কাহার বেদোক্ত ক্রিয়াতে রতি না হয়, এই জন্য সদ্যঃ ফলদায়ক নানা প্রকার অভিচার ক্রিয়াও কর্ম্ম-কাণ্ডের মধ্যে উক্ত হইয়া থাকে। অপিচ শুচি হইয়া বৈদিক ক্রিয়া সাধন করিতে হয়, এই বিধি থাকায় এবং " ভাবদুষ্টোন শুধ্যতি " এই শাস্ত্রোক্তি থাকায়, ক্রমশঃ অন্তঃকরণের শুচিতা সাধনে যত্ন বাহুল্য হইয়া উঠে। ক্ষমা, দুঃখ-সহিষ্ণুতা, উপাসনাদি যোগাঙ্গ সকল শনৈঃ শনৈঃ অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত হইয়া আইসে।

অনন্তর কালের অনন্ততা এবং ক্রিয়া জন্য স্বর্গাদিসুখের অচিরস্থায়িত্ব এবং ক্ষয়িষ্ণুতার উদ্বোধ হইলে, অনন্ত কাল ব্যাপক অবিনশ্বর বস্তুর প্রতি মন আকৃষ্ট হয় এবং নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু তাহার প্রারম্ভে

সমুদায় অন্ন … নিশ্চেষ্ট করিতে হয়। পক্ষান্তরে না করি- … করণকে স্থির ভাবে রাখা অতি কঠিন। এই জন্য সমস্ত শূন্য হইয়া ক্রিয়া সাধন চেষ্টাই এই সময়ে বৈধ। ঐ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানকালেও বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বহু জপ চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের দ্বারা ঐ সকল বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইলে, অন্তঃকরণের হঠাৎ বিক্ষেপ হইতে থাকে। মৌন এবং উপবাসাদি দ্বারা তাহার কিয়দংশ নিবৃত্ত হয় এবং বিষয়াদিতেও অভিনিবেশের শিথিলতা জন্মে। কিন্তু উদ্বোধক বস্তুর উপস্থিতিতে ইন্দ্রিয়গণ তখনও তুষ্ট হইতে পারে এবং পাছে তাদৃশ কোন দোষ জন্মে অন্তঃকরণে এইরূপ ভয় থাকাতে অভ্যন্তরে ক্রোধেরও বীজ থাকিয়া যায়। সেই ক্রোধের জয় ব্যতিরেকে ক্রিয়া বিশুদ্ধ হয় না।

ইন্দ্রিয় জয়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ সাত্ত্বিক আহার, পরে অল্পাহার, অনন্তর নিরাহার পর্যান্ত করিতে হয়। অন্যথা ইন্দ্রিয়গণের প্রাবল্য হরণ সম্যক্‌রূপ হয় না। মনেরও স্বার্থপরতা এবং ক্রূরতা সর্ব্বতোভাবে অপগত হয় না। যে ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম খর্ব্ব বা নষ্ট হয় তাহার ধর্ম্ম মনোমধ্যে উপস্থিত হইতে থাকে। মন বায়বীয় পরমাণুর সদৃশ বস্তু। তাহাকে বদ্ধ না করিলে চাঞ্চল্য যায় না। অতএব তাহার চাঞ্চল্য নিবারণার্থ আসন শুদ্ধি করিয়া প্রণায়াম করিতে হয়।

তদনন্তর পরমেশ্বরের বামনী মূর্ত্তিতে জপপূজাদি করিলে হৃষীকেশ প্রত্যক্ষ হইয়া ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনের তাদৃশ যোগ রহিত হইয়া যায়। তখন সকল ইন্দ্রিয়ই অন্তর্মুখ হইয়া বাহ্য বস্তুতে অভিনিবেশ ত্যাগ করে। এই কালে অন্তঃকরণের অনবস্থা হইতে পারে। অতএব শাস্ত্রানুমত পরমেশরূপ নিরন্তর চিন্তন করা আবশ্যক। তাহা করিতে করিতে মনের স্থৈর্য্যোন্মুখতা জন্মে। এবং ক্রমশঃ অন্তঃকরণ ক্ষণকাল ব্যাপিয়া নিরবলম্ব হইতে থাকে। ইহাকে সবিকল্প সমাধি কহা যায়।

কর্ম্মকাণ্ড বেদ এই প্রকারে পশুতুল্যধর্ম্মা মানুষাকার জীবকে সাংসারিক

ইনিই বিশ্বের মিত্র

পদবাচ্য।

বেদ সবিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত দর্শাইয়া বিরাম করিলে, উপাসনা-কাণ্ড বেদের কার্য্যারম্ভ হয়। তিনি সাধককে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই গুণ পঞ্চকের সহিত, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই ভূত পঞ্চকের জয়ে প্রবৃত্ত করেন। ইহাদিগের জয় হইলেই জগৎ জয় হইল, কারণ জগতে ভূতগ্রামাতিরিক্ত সামগ্রী নাই। ভূত পঞ্চক জিত হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব গ্রাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষাভাব প্রযুক্ত স্বয়ং নষ্টপ্রায় হয়। এই ভূতপঞ্চক কেবল পরমেশ্বরের অলৌকিক বিগ্রহের ধ্যান কালে নেতি নেতি বাক্যে প্রতি-যোগিরূপে মাত্র থাকে। ঐ অবস্থায় আপনার দেহেন্দ্রিয়াদির প্রতি স্মরণ হইয়া তৎক্ষণাৎ জগৎ সম্পাদক সামগ্রীর মধ্যে আমি কিছু নহি, এই জ্ঞানের উদয় হইয়া তাহার পরিপাকে সমগ্রভূত জয় হয়। সুতরাং গ্রাহ্যবস্তুর অপ্রাপ্তি নিবন্ধন মনের যে কার্য্য অর্থাৎ সঙ্কল্প এবং বিকল্প, তাহার সর্ব্বতো-ভাবে নাশ হয়। এই অবস্থাকে মনোলোপ বলে। ফলতঃ একমাত্র বিষয়ে মনের অত্যন্ত নিবেশ হইলে প্রায়ই সঙ্কল্পবিকল্পরূপ দ্বৈধের অভাব হওয়াতে তাহাকেও মনোলোপ বলা যায়। অনন্তর বুদ্ধির ধর্ম্মবিবেকও, সামগ্রীর দ্বৈত না থাকায় কার্য্যকারী হইতে পারে না। সুতরাং মনোলোপের সহিত বুদ্ধিরও নাশ হইয়া যায়। অপরন্তু, বস্তুর দ্বিধা ভাবের অভাব হইলে সুখদুঃখাদি ভেদ থাকে না। সুতরাং অহং সুখী অহং দুঃখী' এরূপ অভিমানেরও স্থল থাকে না। অতএব অহঙ্কার নাশ হইয়া যায়। কেবল কদাচিৎ জগৎ সম্পাদক কোন সামগ্রীর স্মরণ মাত্র থাকে।

উপাসনাকাণ্ড বেদ এই পর্য্যন্ত করিয়া উপরত হয়েন। ইনি গ্রাহ্য বস্তুর নশ্বরতা প্রযুক্ত তাহার অভাব সাধন সহকারে ইন্দ্রিয়গণের জয় লাভ করেন। অতএব উপাসনাকাণ্ড অতি জিতেন্দ্রিয় এবং সেই জন্যই বশিষ্ঠ পদ বাচ্য হইয়াছেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের বিবাদ বর্ণন চ্ছলে উভয়কাণ্ড বেদের

পরদিন প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য ক্রিয়াবসানে জনক রাজা শ্রীরাম লক্ষ্মণ এবং বিশ্বামিত্রের আহ্বান পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র বন্দনাদি করিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ সমক্ষে বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন—ভগবন্! আমি আজ্ঞাপ্রাপ্তির যোগ্য, অতএব আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন—ইহাঁরা দশরথ রাজার পুত্র, তোমার স্থানে যে লোকবিখ্যাত ধনু আছে, ইহাঁরা সেই ধনুর দর্শনেচ্ছু। ঐ ধনু ইহাঁদিগকে দেখাইলে অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয় পরে করিবে। রাজা কহিলেন—ভগবন্! ঐ ধনু এবং যে নিমিত্ত ঐ ধনু এখানে আছে, তাহার বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন্।

পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে ভগবান্ রুদ্রদেব এই ধনু সজ্য করিয়া অবলীলাক্রমে অনেক দেবগণের দুরবস্থা করিয়া সরোষে কহিয়াছিলেন—হে দেবগণ! আমি যথার্থতঃ যজ্ঞভাগের অধিকারী, তোমরা আমার প্রতি যজ্ঞভাগ কল্পনা কর নাই, অতএব এই ধনুর দ্বারা তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ অঙ্গের বিঘাত করি। ভগবানের এই সরোষ বাক্যে দেবগণ উদ্বিগ্ন হইয়া দেবদেবকে স্তবাদি দ্বারা প্রসন্ন করিলে, ভগবান রুদ্রদেব, দেবগণের যে দুরবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার অন্যথা করিলেন। মহাদেবের সেই মহৎধনু নিমি-

তাৎপর্য্যার্থ।

বলাবল প্রদর্শন পূর্ব্বক কার্ম্মকাণ্ডবেদ স্বপ্রয়োজনীয় যাবৎ ভৌতিক বস্তুর পরমেশ্বরে সমর্পণ করত কামাদি ত্যাগ করিয়া উপাসনা-কাণ্ডের উপযোগী হইয়া উঠেন, এই তথ্যের বর্ণন করা হইল।

রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র [illegible] স্থাপনীয় [illegible], এবং সেই অব[illegible]

[illegible] যজ্ঞ [illegible], বিহিত লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমির [illegible] ভূমিভেদপূর্ব্বক একটী কন্যা [illegible]। তা[illegible] রাখিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে আপন [illegible] দ্বারা বর্দ্ধমানা করত ঐ অযোনিসম্ভবাকে বীর্য্যশুল্কা [illegible]াছি। বহুসংখ্যক রাজগণ ঐ কন্যা প্রার্থনা করিলে কন্যা বীর্য্যপণা এই কথা প্রকাশ করত আমি কন্যাদান স্বীকার না করাতে রাজগণ স্বস্ববীর্য্য প্রকাশার্থ মিথিলায় আগত হইলেন। আমি তাঁহাদের সমক্ষে রুদ্র ধনু উপস্থিত করি। কোন ব্যক্তি সেই ধনু উত্তোলন বা ধারণে সমর্থ হইলেন না। তৎপ্রযুক্ত তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। প্রত্যাখ্যাত হইয়া ক্রোধপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত আমাদিগকে হীনবল মনে করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহারা কন্যা গ্রহণ করিবার জন্য মিথিলাপুরীর অবরোধ করিলেন। সংবৎসর পর্য্যন্ত পুরীরক্ষার নিমিত্ত বহু যত্ন করাতে আমরা ক্রমে অস্ত্র শস্ত্র ভক্ষ্যাদি হীন হইয়া অতি দুঃখে দেবতাদিগের নিকট তপশ্চরণ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। দেবগণ প্রসন্ন হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনাদল প্রেরণ করিলেন। সেই সৈন্যবলে রাজবর্গ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি সেই পরম দীপ্তিমান ধনু শ্রীরাম লক্ষ্মণের সমক্ষে উপস্থিত করিব। যদি শ্রীরাম সেই ধনুতে জ্যারোপণও করেন, তবে ঐ অযোনিসম্ভবা কন্যাকে শ্রীরামে অর্পণ করিব।

জনকরাজার বাক্য শ্রবণান্তে বিশ্বামিত্র ঋষি স্পষ্টরূপেই বলিলেন—মহারাজ! শ্রীরামকে ধনুর্দ্দর্শন করাও। জনকরাজা মন্ত্রিবর্গের প্রতি রুদ্রদেবের ধনুরানয়নার্থ অনুমতি করিলেন। তাহারা পুরীর অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিল, এবং পঞ্চ সহস্র অতি বলবান, দীর্ঘ, স্থূলাকার মল্লের দ্বারা অষ্টচক্রযুক্ত ধনুমঞ্জূষা আনয়ন পূর্ব্বক রাজ সমক্ষে নিবেদন করিল—মহারাজ! শ্রীরুদ্রধনু আনীত হইল, যদি ইহাঁদিগের দর্শনীয় হয়, দর্শনে নিযুক্ত করুন! তখন জনকরাজা শ্রীরাম লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবিশ্বামিত্রের প্রতি অতি নম্রভাবে কহিলেন—হে মহর্ষি! জনকবংশীয় রাজাদিগের অতি আদরণীয়

লোকের সলক্ষে ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণপূর্ব্বক উহা উত্তোলন করিয়া জ্যারোপণানন্তর অবলীলাক্রমে টঙ্কার দিলেন। তাহাতে সেই ধনু মধ্যস্থলে ভগ্ন হইয়া দ্বিখণ্ডিত হইল। ঐ ধনুর্ভঙ্গের শব্দ নির্ঘাত শব্দের ন্যায় হইল, এবং পর্ব্বত বিদারকালে পর্ব্বতসমীপবর্ত্তিনী ভূমির যেরূপ কম্পন হয়, তাহার তুল্য ভূমিকম্প হইল। সেই শব্দে, বিশ্বামিত্র, জনকরাজা, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ব্যতিরেকে অপর সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ লোক সকল আশ্বস্ত হইলে, জনকরাজা নির্ভয়প্রায় হইয়া কহিলেন— মহামুনে! দশরথপুত্র শ্রীরামের বীর্য্য আমার দৃষ্ট হইল। এই ধনুর্ভঞ্জন অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমার অনুভবের বহির্ভূত। ইহা অচিন্তনীয়। শ্রীরামকে পতি পাইয়া আমার কন্যা সীতা জনককুলের কীর্ত্তিবিস্তার করিবেন। আমার প্রাণাপেক্ষায় অধিকা সীতা ধনুর্ভঙ্গে পরিচিতবীর্য্য বীর্য্যবানের প্রাপ্য হইবেন, ইহাতে আমার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা সত্য হইল ;—শ্রীরামকে এই কন্যা অবশ্য দেয়া হইল। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন—আমার মন্ত্রিগণ রথদ্বারা শীঘ্রগমনে অযোধ্যায় গমন করিয়া সবিনয় বাক্যে বীর্য্যশুল্কার প্রদান বৃত্তান্ত কহিয়া দশরথ রাজার সন্তোষসাধনপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করেন। বিশ্বামিত্র 'তথাস্তু' কহিলে, জনকরাজা মন্ত্রীদিগের আহ্বান পূর্ব্বক দশরথ সমক্ষে বক্তব্য কথার উপদেশ প্রদানকরিয়া তাঁহাদিগকে অযো-

তাৎপর্য্যার্থ।

১। রুদ্রধনুঃ—ক্রোধঃ। ভগবান্ রুদ্রদেব ক্রোধ দ্বারা দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন। জনকেরা পুরুষপরম্পরাক্রমে ঐ ধনুর রক্ষা করিতেন।

ধ্যান প্রেরণ করিলেন [illegible] বাহন যাইতে পারে, [illegible] গমনানন্তর একদিন [illegible] এইরূপে [illegible] করিয়া পরে দশরথ রাজার [illegible] গ্রহণপূর্ব্বক [illegible] প্রবেশ করিলেন। পরে সাক্ষাৎ দেব[illegible] দশরথ রাজার [illegible]পূর্ব্বক তাঁহার স্থানে অভয়প্রাপ্ত হইয়া [illegible] সবিনয় বাক্যে কহিলেন—মহারাজ! [illegible]াধিপতি [illegible]রাজা আপন অগ্নিহোত্র সমক্ষে পুনঃ পুনঃ স্নেহসংযুক্ত [illegible] আপনকার এবং উপাধ্যায় পুরোহিতের আরোগ্য এবং মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক মহামুনি বিশ্বামিত্রের অনুমত্যনুসারে মহারাজকে কহিয়াছেন, ধনুর্ভঙ্গ-পণে আমার কন্যা বীর্য্যশুল্কা। অনেক রাজগণ ঐ বিষয়ে নির্বীর্য্য হইয়া বিমুখ হইয়াছেন। এক্ষণে বিশ্বামিত্রের সহিত যদৃচ্ছাক্রমে আগমনপূর্ব্বক আপনকার পুত্র শ্রীরাম কর্ত্তৃক মহতী সভার মধ্যে সেই ধনু মধ্যভাগে ভগ্ন হইয়াছে। অতএব ঐ কন্যা শ্রীরামে অর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করি। আপনি উপাধ্যায় পুরোহিতাদির সহিত শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক আপনপুত্রদ্বয়কে দেখুন এবং কন্যা গ্রহণে অনুমতি প্রদান করুন। রাজা দশরথ দূতমুখে এই শুভবার্ত্তা শ্রবণে অতি হৃষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ, বামদেব এবং মন্ত্রিবর্গের প্রতি কহিলেন—বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কৌশল্যা-গর্ভজাতপুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত মিথিলাপুরে আছেন। জনক রাজা তাঁহার বীর্য্য জ্ঞাত হইয়া শ্রীরামকে আপন কন্যার সম্প্রদানে ইচ্ছুক হইয়াছেন। যদি ঐ কর্ম্ম তোমাদিগের অভিমত হয়, তবে আমরা কালবিলম্ব না করিয়া বিদেহ পুরীতে গমন করি। তখন্ ঋষিগণ এবং মন্ত্রিবর্গ ইহা অবশ্য-কর্ত্তব্য কহিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলে রাজা 'আগামী কল্য যাত্রা হইবে' এই কথা বলিলেন। রাত্রি-প্রভাতে উপাধ্যায় এবং বান্ধববর্গ সহিত দশরথ রাজা অতি হর্ষে সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন—ধনাধ্যক্ষেরা বহুধন এবং নানা রত্নের সহিত সুবিধানক্রমে অগ্রে যাত্রা করুন, যান বাহন যোজনাপূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা শীঘ্র বহির্গত হউক—আর বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, মার্কণ্ডের, কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিবর্গ অগ্রে গমন করুন, এবং আমার রথ সত্বরে যোজনা কর। রাজাজ্ঞা ক্রমে তৎক্ষণাৎ যাত্রা হইল। ক্রমে চারি দিনে গমনীয় মার্গ সমাপ্ত হইয়া মিথিলায় উপস্থিতি হইলে, ঐ শুভসংবাদ প্রাপ্তিতে পরমাহ্লাদিত হইয়া জনকরাজা

রাজা দশরথ রাজার ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঋষিগণ অন্যো-ন্যের সহিত আলাপে তুষ্ট, দশরথ পুত্রদ্বয়ের সাক্ষাৎকার এবং জনকরাজার সমাদর প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট, এবং জনকরাজা কন্যাবিবাহের মঙ্গলার্থ অঙ্কুর রোপ-ণাদি করিয়া মহাহৃষ্টমনাঃ—এইরূপ সকলে অতি সুখে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কর্ত্তব্যক্রিয়াবসানে জনকরাজা শতানন্দ-নামক পুরো-হিতের সন্নিধানে কহিলেন—আমার সোদর ভ্রাতা কুশধ্বজ সাংকাশ্যদেশের রাজা শত্রু-নিবারক-বপ্র-যুক্ত-প্রাকারবতী সাংকাশ্যা পুরীতে বাস করেন। এক্ষণে আমি তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। তিনি আসিয়া এই ক্রিয়াতে যোগক্ষেম করুন, এবং এই প্রীতির অংশ গ্রহণ করুন। শতানন্দের সমক্ষে এই উক্তি হইলে, সুশীঘ্র-গমনে সমর্থ দূতেরা আগত হইল, এবং রাজাজ্ঞা-ক্রমে শতানন্দ তাহাদিগকে প্রেরণ করাতে তাহারা শীঘ্রগামী অশ্ববাহনযোগে সাংকাশ্যপুরী প্রবেশানন্তর কুশধ্বজসমীপে জনকরাজার অভিপ্রেত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। কুশধ্বজ দূত মুখে রাজাজ্ঞা শ্রবণে ব্যগ্র হইয়া শীঘ্র মিথি-লায় আগমন করিলেন; এবং পুরোহিত শতানন্দ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা জনকরা-জাকে অভিবাদনপূর্ব্বক, দুই সহোদরে আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুদাস নামক মন্ত্রীকে মন্ত্রিবর্গ-সহিত দশরথ রাজার আহ্বানার্থ প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রি-বর দশরথ রাজার শিবিরে প্রবেশানন্তর তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন— মহারাজ! মিথিলাধিপতি আপনার সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবস্থিত আছেন, আপনি মন্ত্রিবর্গ এবং বন্ধুবর্গের সহিত আগমন করুন। রাজা দশরথ জনক

রাজার সমাসস্থ হইয়া [illegible] বংশের কুলদে[illegible] ভগবান বশিষ্ঠ। [illegible]দিগের [illegible] ইহা আপনার জ্ঞাত আছে। ঋষি[illegible]-সহিত বিশ্বামি[illegible] আমার উচিত বক্তব্য [illegible]নিই কহিবেন, ইহা [illegible] দশরথ [illegible]ণ করিলে, ভগবান্ বশিষ্ঠ শতানন্দ [illegible] রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক রাজা দশরথের [illegible]উল্লেখপূর্ব্বক কহিলেন—এই দশরথ রাজার পুত্র [illegible] ভ্রাতা শুদ্ধ বংশ প্রসূত, পরম ধাম্মিক, বীর ও সত্যবাদী [illegible]বংশোৎপন্ন। শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতার নিমিত্ত তোমার দুই কন্যা প্রার্থনা করি। আপনি যথোপযুক্ত পাত্রদ্বয়ে যথোপযুক্ত কন্যাদ্বয় সম্প্রদান করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যাবসানে জনক রাজা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—ভগবন্! সৎকুলজাত ব্যক্তিকে বিবাহবিষয়ে আপন কুলবিবরণ নিঃশেষ করিয়া কহিতে হয়। তিনি এই কথা বলিয়া নিমি হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ পিতা হ্রস্বরোমার উল্লেখপূর্ব্বক কহিলেন—এই হ্রস্বরোমার দুই পুত্র, তাহার মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। পিতা আমাকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আমার প্রতি কুশধ্বজের ভার সমর্পণানন্তর বনগমন করেন। বৃদ্ধ পিতা স্বর্গত হইলে আমি যথোচিত স্নেহ সহকারে কুশধ্বজের পালন করি। কিছুকাল পরে সাংকাশ্য দেশের রাজা সুধন্বা আগত হইয়া মিথিলা রোধ করেন, এবং রুদ্রধনুঃ আর সীতানাম্নী কন্যা আমাকে প্রদান কর—এই কহিয়া দূত প্রেরণ করেন। আমি তাহা স্বীকার না করায় মহৎ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সুধন্বা রাজা বিমুখ এবং মৃত হইলে, আমি সাংকাশ্যদেশে ভ্রাতা কুশধ্বজকে অভিষিক্ত করি। হে মুনিবর! বধূ করণার্থ আমি দুই কন্যা প্রদান করিব—শ্রীরামকে সীতা, আর লক্ষ্মণকে উর্ম্মিলা; ইহা পরম প্রীতিপূর্ব্বক তিন বার বলিলাম। অতএব নিঃসংশয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণের ক্রিয়া করাউন, এবং নান্দীমুখ করাউন, পরে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাইবেন। মহারাজ অদ্য মঘা, ইহার তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী, তাহাতে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাইবেন। শ্রীরাম লক্ষ্মণের সুখবৃদ্ধির উদ্দেশে দান করা বিধেয়।

শুনিয়া জনক রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—আপনারা মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনারা 'এই বিবাহসম্বন্ধ উচিত কুলসম্বন্ধ হইল' এই কথা বলাতে, আমি আপন কুলকে অতি ধন্য করিয়া মানিলাম। আপনারা যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই হউক। কুশধ্বজের কন্যাদ্বয়কে কুমার ভরত এবং কুমার শত্রুঘ্ন পত্ন্যর্থে গ্রহণ করুন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক দিনেই সেই চারি রাজপুত্র চারিটী রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করুন। অদ্য হইতে তৃতীয় দিনে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র, তাহাতে বিবাহ কার্য্য প্রশস্ত। বিদেহরাজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনারা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-শাসন করিলেন, আমিও মহারাজ দশরথের ন্যায় আপনাদিগের শিষ্য হইলাম। আপনারা এই আসনে উপবিষ্ট হউন। দশরথ এই মিথিলা রাজ্যে যেমন প্রভু, আমিও অযোধ্যায় তদ্রূপ প্রভু হইলাম 'আপনারা এক্ষণকার যথাযোগ্য কর্ম্ম করুন। জনকরাজা ইহা কহিলে রাজা দশরথ অতি হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন—আপনারা মিথিলাধিপতি দুই সহোদর সং-খ্যাতীত গুণান্বিত। আপনাদিগের কর্ত্তৃক ঋষিবর্গ সুসেবিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা স্ববাসে গমনপূর্ব্বক নান্দীমুখ ক্রিয়া সমাপন করিব। ইহা কহিয়া বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রের সহিত দশরথ রাজা স্বস্থানে আগমন পূর্ব্বক নান্দীমুখ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে এক এক পুত্রের ধর্ম্মোদ্দেশে বহু দুগ্ধবতী, সবৎসা, স্বর্ণশৃঙ্গা, কাংস্যক্রোড়া লক্ষ গো দানকরিলেন এবং ঐ গোদান উপলক্ষে

অন্যান্য বহুধন দানানন্তর [illegible] পরিবৃত হইয়া রাজা অতি শোভান্বিত হইলেন। [illegible] দিবসে [illegible] পুত্র ভরতের মাতুল যুধাজিৎ, দশরথ রাজার সমীপে [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! [illegible] কেকয়াধিপতি [illegible] আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করি-[illegible] রো [illegible] মঙ্গলাকাজ্ক্ষী, সম্প্রতি তাঁহাদিগের মঙ্গল [illegible] কেকয়াধিপতি আমার ভাগিনেয় কুমার ভরতকে [illegible] াছেন। তন্নিমিত্ত আমি অযোধ্যায় গিয়াছিলাম। তথায় [illegible] পুত্রেরা তোমার সহিত মিথিলায় বিবাহার্থ আগত হইয়া- [illegible] অতএব ত্বরাবান্ হইয়া ভাগিনেয়কে দেখিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি।

রাজা দশরথ যুধাজিৎকে অতি প্রিয় অতিথিরূপে-প্রাপ্ত হইয়া পরমাদরে তাঁহার আতিথ্যনির্ব্বাহপূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিলেন। অনন্তর প্রভাত হইলে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ভ্রাতৃবর্গ-সহিত শ্রীরাম শুভ সজ্জায় সজ্জিত হইলে, রাজা দশরথ ঋষিবর্গকে অগ্রসর করত বশিষ্ঠ বামদেবাদিকে সম্মুখ করিয়া যজ্ঞবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ শীঘ্র প্রবেশপূর্ব্বক বিদেহ-রাজকে কহিলেন—মহারাজ! রাজা দশরথ শুভরূপে সসজ্জ পুত্রবর্গের সহিত কন্যাদাতার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। দাতার সহিত গ্রহীতার সাক্ষাৎ হইলে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এক্ষণে প্রবেশানুজ্ঞা পূর্ব্বক বিবাহোপ-যোগী কার্য্য সাধন করুন। বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণে মহাতেজা জনক রাজা বিদ্যাশক্তির আবির্ভাবে পরম উদার চিত্ত হইয়া উত্তর করিলেন—আমার দ্বারপাল কে আছে? মহারাজ দশরথ কাহার আজ্ঞার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করি-তেছেন? এ রাজ্য তাঁহার। স্বরাজ্যে এবং স্বগৃহে আগমন করিতে কাহার অনুমতির অপেক্ষা নাই। হে মুনিবর! দেখুন, আমার কন্যাগণ কৃতশুভসজ্জ হইয়া যজ্ঞবেদীর সমীপবর্ত্তী হইয়া আছেন। আমি সপুত্রগণ মহারাজের প্রতীক্ষা করত বেদীতে উপবিষ্ট আছি। কি নিমিত্ত বিলম্ব করেন? অবিলম্বে আসিয়া বিবাহাদি কর্ম্ম সমাপন করুন। জনক রাজার আহ্বান-বাক্য-শ্রবণে রাজা দশরথ পুত্রগণকে ঋষিবর্গের সহিত বিবাহ গৃহে প্রবেশ করাইলে বিদেহরাজ বশিষ্ঠকে কহিলেন—ঋষিবর্গকে লইয়া সকল ক্রিয়ার সমাধান

পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দেবদুন্দুভিধ্বনি মহতী পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

জনক রাজা আনন্দপূর্ণান্তঃকরণে পুনর্ব্বার কহিলেন—হে লক্ষ্মণ!—এই উর্ম্মিলা কন্যা আমার দেয়া, পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে গ্রহণ কর। পরে ভরতকে কহিলেন—তুমি কন্যা মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ কর। অনন্তর শত্রুঘ্নকে কহিলেন—তুমি কন্যা শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ কর। তোমরা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ত্তব্য ব্রত উত্তমরূপে সাধন করিয়াছ। অতএব কালাত্যয়ে প্রয়োজন নাই, সকলেই পত্নীযুক্ত হও। জনক রাজার বাক্য শ্রবণানন্তর বশিষ্ঠ মহর্ষির মতানুসারে চারি দাশরথি ঐ চারি কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নি-সহিত বেদিও ঋষিবর্গ এবং জনক রাজাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি সপ্তপদী গমনাদি বিবাহকর্ম্ম সমাপন করিলেন। আকাশ হইতে মহতী পুষ্পবৃষ্টি এবং দেবদুন্দুভি ধ্বনি হইল, এবং অন্যান্য বাদ্যসহকারে অপ্সরা-গণের আশ্চর্য্য নৃত্য আর গন্ধর্ব্বগণের মনোহর গীত হইল। এইরূপ হইলে পর, লৌকিক বাদিত্রের তুমুল মনোরম ধ্বনি কালে তিন বার অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দশরথ-কুমারগণ স্ব স্ব ভার্য্যা গ্রহণ করিলেন এবং সভার্য্য হইয়া শিবিরে গমন করিলেন। রাজা দশরথ, ঋষিগণ এবং বান্ধবগণের সহিত সভার্য্য কুমারবর্গকে দর্শন করত তাহাদিগের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন।

ঐ রাত্রি প্রভাত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র দশরথ রাজা এবং জনক রাজাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক উত্তর পর্ব্বতে অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশে গমন করি-

লেন। বিশ্বামিত্রানন্তর [illegible] মিথিলাধিপতির [illegible] বিদায় গ্রহণ করিয়া হইলেন [illegible] মন করিলেন। বিদেহরাজ আপন কন্যা গণকে, দশরথ রা[illegible] দাসদাসীবর্গ [illegible] তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়াছেন। [illegible] গৃহে প্রবেশ [illegible] লেন। (১)

[illegible] তাৎপর্য্যার্থ।

[illegible] বেদীতে সীতার অবির্ভাব হয়। ফলতঃ প্রাচীন [illegible] নকের নিষ্কাম যজ্ঞেচ্ছা হইলে বিদ্যাশক্তির আবি-

[illegible] রাজা সীতাকে কন্যাভাবে অন্তঃপুরে স্থাপিতা করেন। অর্থাৎ [illegible] করাজা বিদ্যাশক্তিকে অন্তঃকর[illegible] মধ্যে স্থান দান করিয়া তাহার লালনাদি করেন, বস্তুতঃ পুনঃ পুনঃ দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা উহাকে সম্বর্দ্ধিতা করিতে থাকেন।

ক্রোধ, বিদ্যাশক্তিলাভের সম্যক্ প্রতিবন্ধক। এইজন্য রুদ্রধনুর ভঞ্জককে কন্যাদান; অর্থাৎ পরমেশে বিদ্যাশক্তির সম্মিলন দর্শনেচ্ছা জন্মে। ধনু আনয়ন সময়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত সর্ব্বসমেত অষ্ট চক্র যুক্ত মমতা-মঞ্জুষাতে বদ্ধ এবং অহঙ্কার আবরণে আবৃত হইয়া আইসে।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—ইহারা পাঁচটী ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং বিষয় ভেদে অনেক হয়; এই জন্য পঞ্চ সহস্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ঐ রূপাদি অতি প্রবল, অতএব মল্ল বলিয়া বর্ণিত।

মৈথিলরাজের গুরূপদেশানুরূপ কর্ম্মফলে ভগবান্ ঐ রুদ্রধনুর ভঞ্জন করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন।

বশিষ্ঠসখা বিশ্বামিত্র, অর্থাৎ উপাসনাকাণ্ডের অনুগত কর্ম্মকাণ্ডবেদ, শ্রীরামে অর্থাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেবে বিদ্যাশক্তি সমর্পণের যোজকতা করিয়া কৃতার্থ হইয়া স্বস্বরূপাবস্থ হইলেন, এবং জনকরাজাও ক্রোধভঙ্গানন্তর শ্রীরামে জ্ঞানশক্তি সমর্পণ পূর্ব্বক, অনাদি বাসনাকে জীবসংযোগ নিধান করিয়া স্বান্তঃকরণে অবস্থান করিলেন, বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত হইলেন। দশরথ রাজা বিদ্যাশক্ত্যাদি সহকৃত শ্রীরামদিগকে লইয়া অযোধ্যাগত অর্থাৎ শান্ত হইলেন। মন বুঝিলেন ভগবানের কোন্ শক্তি সহকারে কোন্‌রূপ বোধের আবির্ভাব হয়।

সকলকে উন্মূলন করিয়া অতি প্রবল বায়ু উপস্থিত হইল। সেই বায়ুদ্বারা বিক্ষোভিত ধূলি রাশি ঊর্দ্ধগত হইয়া সূর্য্যপ্রভাকে সমাচ্ছন্ন করিল। সেনাগণ সম্মোহ প্রাপ্ত হইল। ফলতঃ ঋষিবর্গ এবং পুত্রবর্গের সহিত রাজা সচেতন ছিলেন, অপর সকলেই চেতনাশূন্য হইয়াছিল। সেই ঘোরান্ধকার মধ্যে রাজা দশরথ দেখিলেন, অতি ভয়ঙ্কর এবং জটাসমূহধারী, বহু রাজগণের নাশকর্ত্তা, কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য, প্রলয়াগ্নির ন্যায় দুঃসহনীয়, প্রজ্জ্বলিত তেজঃ সমূহের ন্যায় সাধারণ জনগণের দুর্নিরীক্ষ্য, ভৃগুবংশোদ্ভব যমদগ্নির পুত্র, স্কন্ধদেশে পরশু নিধানপূর্ব্বক, বহু বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় প্রভান্বিত ধনু এবং অত্যন্ত উগ্র বাণ ধারণ করত, ত্রিপুরনাশক রুদ্রের ন্যায়, উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠাদি ঋষিবর্গ জ্বলদগ্নির ন্যায় মহাভয়ানকমূর্ত্তি পরশুরামকে দেখিয়া পরস্পর জল্পনা করিলেন—পিতৃবধ জন্য অতি ক্রুদ্ধ শ্রীপরশুরাম কি ক্ষত্রিয় উৎসাদন করিবেন? কেহ কহিলেন, পূর্ব্বে বহু ক্ষত্রিয় নাশ করিয়া বিগতক্রোধ এবং মনস্তাপযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় বধ করা ইহাঁর অভিপ্রেত নহে, ইহা কহিয়া ঋষিগণ মধুরস্বরে রাম! রাম! ধ্বনি

তাৎপর্য্যার্থ।

এই প্রসঙ্গে তাৎকালিক বিবাহ রীতির বর্ণনা হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীরামাদির যথোচিত শক্তি সংযোগ কথিত হইল।

সীতা, বিদ্যাশক্তি; উর্ম্মিলা, বাসনা; মাণ্ডবী, অবকাশদাতৃতা; (মড়িঙ বিভাগে, ধাতু নিষ্পন্ন) শ্রুতকীর্ত্তি, কালশক্তি।

করত অর্ঘ্য প্রদান [illegible]; তুমি বিশ্বামিত্র ঋষির দাশরথি রামের [illegible] তোমার প্রাণহরণার্থ বাণ ত্যাগ করিতে পারি বীর্য্যের এবং [illegible]নাশক। ইহা কদাচ ব্যর্থ হয় না; ঐ ধনুর্ভঙ্গ অতি [illegible] যে ব্রহ্মলোকাদি স্থান অথবা তোঅপর একখানি ধনু লইয়া [illegible]বাপরা [illegible] ঐ সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাগত মহৎধনুতে শর যোজনা [illegible]হুকা[illegible] [illegible]মার পশ্চাদহাতে তোমার বল জানিয়া বীর্য্যবান্‌দিগের [illegible]যুদ্ধ তাহা করিব। তখন রাজা দশরথ অতি দীন, [illegible]কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—আপনি মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ, আপনি [illegible]য়ের প্রতি ক্রোধ ত্যাগ করিয়াছেন। আমার পুত্রগুলি বালক। উহা-দিগের প্রতি অভয়দান করুন। পরশুরামের প্রসন্নতা না দেখিয়া রাজা কহিলেন—হে মহামুনে! আপনি স্বাধ্যায় সম্পন্ন এবং ব্রতধারী যে ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ তাঁহাদিগের কুলে জন্মিয়াছেন; আপনি ইন্দ্রের সমক্ষে 'আমি আর অস্ত্র ধারণ করিব না,' এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অস্ত্র ত্যাগ করিয়য়াছেন, কশ্যপ মুনিকে সমুদায় পৃথিবী সমর্পণ করত পরম ধর্ম্মপর বনচারী হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছেন,—এক্ষণে কি আমার সর্ব্বনাশ করিতে উপস্থিত হইলেন? দশরথের বাক্যে অনাদর পূর্ব্বক পরশুরাম দাশরথি-রামের প্রতি কহিলেন, এই দুই ধনু বিশ্বকর্ম্মারদ্বারা দেবতারা অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দুই ধনু সর্ব্ব ধনুর শ্রেষ্ঠ, অতি দৃঢ় এবং সকল লোকের পূজিত। ইহার মধ্যে ত্রিপুর-নাশক এই ধনু, যুদ্ধেচ্ছু ভগবান্ রুদ্রদেবকে দেবগণ, দান করেন, দ্বিতীয় এই ধনু বিষ্ণুকে দান করেন। এই সেই বিষ্ণুধনু রুদ্রধনুর প্রায় সমানাকার। বিষ্ণুকে এবং রুদ্রকে ধনুর্দ্বয় দান করিয়া দেবগণ উহাঁদিগের বলাবল পরীক্ষার্থ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া বিষ্ণু এবং রুদ্রের মধ্যে পর-স্পর বিবাদ উদ্রিক্ত করেন। ঐ বিবাদে মহৎ যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে রুদ্রধনু শিথিল হইলে, দেবগণ বিষ্ণুধনুকে মহত্তর বলিয়া জানিলেন। রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ ধনু মিথিলাদেশের রাজর্ষি দেবরাজের হস্তে সমর্পণ করেন, আর ভগবান্ বিষ্ণু এই ধনু ভৃগুবংশীয় ঋচীকমুনিকে ন্যাস অর্থাৎ গচ্ছিতরূপে দান করেন। ঐ মহাতেজস্বী ঋচীক নিজপুত্র যমদগ্নিকে ধনু দেন এবং আমার পিতা যমদগ্নি তপোবল-প্রযুক্ত হইয়া এই বিষ্ণু ধনুর ব্যবহার

তোমার সহিত দ্বন্দ যুদ্ধকরিব। শ্রীরাম নিজ পিতার গৌরব রক্ষার নিমি এ পর্য্যন্ত কিছুই ব'লন নাই। এক্ষণে বলিলেন—হে যামদগ্ন্য! (২) তুমি নিজ পিতার বৈরসাধনার্থ কার্ত্তবীর্য্যকে (৩) বধ করিয়াছ, তাহা শ্রুত হইয়া, সে কর্ম্ম উচিত হইয়াছে বলিয়া অঙ্গীকার করিলাম; পরন্তু তুমি ক্ষত্রধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাকে বীর্য্যহীন এবং অক্ষমের ন্যায় মনে করিয়া যে অবজ্ঞা করিতেছ, তজ্জন্য হে পরশুরাম (৪) এইক্ষণেই তোমাকে নিজপরাক্রম দেখাইব। এই উক্তির পর শ্রীরাম মূর্ত্তিমান্ ক্রোধের ন্যায় হইয়া ভার্গবের হস্ত হইতে সেই ধনু (৫) এবং বাণ (৬) গ্রহণ করিলেন, এবং ধনুতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরসন্ধান করিলেন, এবং ক্রোধ-সহকারে কহিলেন,—তুমি

তাৎপর্য্যার্থ।

১। ঋচীকঃ—প্রথমাবস্থ সন্ন্যাসঃ।

২। যমদগ্নিঃ—যমূপরমে ধাতুঃ ভ্বাদিগণীয়—ইহাকে অদাদিগণে গ্রহণপূর্ব্বক শতৃ প্রত্যয়ে যমৎ, উপরমকালের অগ্নি অর্থাৎ দ্বিতীয়াবস্থ সন্ন্যাসঃ।

৩। কার্ত্তবীর্য্যঃ—কৃতো বীরো রজোগুণঃ; তৎপুত্রঃ কার্ত্তবীর্য্যঃ অর্থাৎ রজকার্য্যং।

৪। পরশুরামঃ—শুঠ আঘাতে ধাতুঃ; ততঃ ক্বিপ্, ঠ লুক্। পরে রজস্তমসী শোঠন্তি আহন্তীতি পরশুঃ, সত্ত্বগুণঃ, তেন রমতে ইতি পরশুরামঃ। তৃতীয়াবস্থ অর্থাৎ পরিপক্ক সন্ন্যাসঃ।

৫। বিষ্ণুধনুঃ—স্বত্বসাধিকা ক্রিয়া।

৬। বাণং—উপনিষদ্বাক্যঃ।

ব্রাহ্মণ, অতএব ... তুমি বিশ্বামিত্র ঋষির ভগিনীর পৌত্র ... তোমার প্রাণহরণার্থ বাণ ত্যাগ করিতে পারি না। এই ... নাশক। ইহা কদাচ ব্যর্থ হয় না। অতএব তোমার ... যে ব্রহ্মলোকাদি স্থান অথবা তোমার অলক্ষিত গতিশক্তি, তাহা ... এই সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ... প্রধাবী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিবার ... পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া ঋষিবর্গ সহিত দেবগণ এবং ... কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি সকলে সেই স্থানে ... লেন। শ্রীরাম ঐ অতিশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারণ করিলে এবং লোক ... জড়ীকৃত হইলে, যামদগ্ন্য বিগততেজোবীর্য্য এবং জড়ীকৃত হইয়া শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক অতি মৃদুস্বরে কহিলেন—যখন কশ্যপকে পৃথিবী দান করি, সেই সময়ে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবী আমার হইল, তুমি আর ইহাতে বাস করিতে পারিবে না। সেই গৌরবান্বিত বাক্য প্রতিপালন পূর্ব্বক আমি রাত্রিকালে পৃথিবীতে অবস্থান করি না। অতএব আমি যে গতির প্রভাবে মনের ন্যায় বেগে মহেন্দ্র পর্ব্বতে (৭) গমন করি, আমার সেই গতি নষ্ট করা যোগ্য হয় না। হে শ্রীরাম! আমার তপস্যা দ্বারা সাধিত যে লোক সকল, তাহা নষ্ট করুন। এই বৈষ্ণব ধনুর আরোপণ আকর্ষণাদি দ্বারা আপনি যে অনাদ্যনন্ত তাহা আমি জানিলাম। এই দেবগণ আগত হইয়া দেখিতেছেন যে, যুদ্ধে আপনকার প্রতিযোদ্ধা নাই। এই পরাজয়ের জন্য আমার লজ্জা বোধ হওয়া অনুচিত। কারণ তুমি ত্রৈলোক্যনাথ—সর্ব্বোপরিস্থ। আমি তোমাকর্ত্তৃক বিমুখীকৃত হইলাম। এক্ষণে যাহার তুল্য বাণ আর নাই সেই বাণ প্রক্ষেপ কর। আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতোত্তমে গমন করিব। যামদগ্ন্য ইহা কহিলে শ্রীরাম বাণ প্রক্ষেপ করিলেন, এবং সেই বাণের দ্বারা পরশুরামের তপোর্জ্জিত লোক সকল হত হইল। অনন্তর পরশুরাম শ্রীরামের পূজা ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আত্মগন্তব্য মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলে, দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, এবং ঋষিবর্গের সহিত দেবগণ শ্রীরামের প্রশংসা করিলেন।

তাৎপর্য্যার্থ।

৭। মহেন্দ্রপর্ব্বতঃ—ইদি ঐশ্বর্য্যে ধাতুঃ, ততো রঃ, ইন্দ্রঃ। পর্ব্বতঃ, পর্ব্বাণি চত্বারি অন্তঃকরণানি তন্যন্তে বিস্তীর্য্যন্তে যেন অধিষ্ঠানভূতেন; মহেন্দ্রশ্চাসৌ

দধি, জীবন্মৎস্য প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্য হস্তে গ্রহণ করিয়া আগত জনপদবাসি গণে পরিপূর্ণা হইয়াছিল। রাজা পরমাহ্লাদে পুত্রগণের সহিত বাটী প্রবেশ-পূর্ব্বক স্বগৃহমধ্যে অভিমত দ্রব্যাদির দ্বারা সৎকৃত হইলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্য রাজপত্নীগণ পুত্রবধূগণকে গৃহানয়নে

তাৎপর্য্যার্থ।

পর্ব্বতশ্চেতি, মহেন্দ্রপর্ব্বতঃ। অর্থাৎ যাহার অধিষ্ঠানে অন্তঃকরণের অত্যুদারতা জন্মে।

তৃতীয়াবস্থ বা পরিপক্ক সন্ন্যাস 'পরশুরাম' কর্ত্তৃক সহস্র-বাহু অর্থাৎ প্রকার ভেদে অতি বহুলরূপ রজঃকার্য্য 'কার্ত্তবীর্য্য' হত হয়, এবং ক্ষত্রিয়-কুল অর্থাৎ রজোগুণ-কার্য্য-সমুদায় পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হয়। সেই সন্ন্যাস শ্রীরাম বা পরব্রহ্মের সমীপস্থ হইলে অর্থাৎ তৎ চিন্তনে রত হইলে যখন ভগবদিচ্ছায় বিষ্ণুধনুতে অর্থাৎ সত্ত্ববিশোধিকা ক্রিয়াতে বাণ বা উপনিষদ্ মহাবাক্য সংযুক্ত হয়, তখন তাহার ব্রহ্মলোকাদিতে গতি নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ পরব্রহ্মনিষ্ঠের অদ্বৈতবোধের প্রাদুর্ভাব বশতঃ ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থজ্ঞান থাকে না, সুতরাং ব্রহ্মলোকাদির স্ফুরণ হয় না। ফলতঃ ব্রহ্মাদ্বৈত-জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হয়। তাঁহার অহং এবং নাহং বোধ থাকে না। তিনি অত্যুদার, অতএব মহেন্দ্র পর্ব্বতরূপ অত্যুদার অবস্থাতেই অবস্থিতি করেন। পরিপক্ক সন্ন্যাস ঈশ্বরসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করে, পরশুরাম-সমাগম প্রকরণের ইহাই তাৎপর্য্য।

যত্ন[illegible]ব হইয়া মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বক গৃহ প্রবেশার্থ হোমচিহ্নে বধূগ[illegible] শোভিত কবিয়া তাঁহাদিগকে [illegible]অনি[illegible] র লইয়া গিয়া দেবপূজা কবাইলেন, এবং প্রণা[illegible]কে প্র[illegible] কবাইয়া[illegible] স্ব গৃহ মধ্যে স্ব স্ব পতি সংযোগ[illegible] অতিহৃষ্ট হইলেন। রাজপুত্রগণ ধনযুক্ত, বন্ধুবর্গ সমবেত এবং পি[illegible]াপযায়ণ হইয়া অতি সুখে কালাতিপাত কবিতে লাগিলেন।

[illegible]কা[illegible] রাজা দশবথ কৈকেযীজাত পুত্র ভবতকে কহিলেন— তোমা[illegible]কয় বাজপুত্র তোমাকে লইয়া যাইবাব নিমিত্ত আগত [illegible]স্থিতি কবিতেছেন। ভবত বাজবাক্য শ্রবণে কেকয বাজ্যে [illegible]র্থ যাত্রা কবিয়া পিতাব, শ্রীবামেব ও মাতৃগণেব অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শক্রঘ্নেব সহিত গমন কবিলেন। যুধাজিৎ শক্রঘ্নেব সহিত ভবতকে পাইয়া অতি সন্তোষে স্বপুবী প্রবেশ কবিলেন, এবং কেকযবাজ সভাস্থ হইলেন।

ভবত গমন কবিলে শ্রীবাম এবং লক্ষ্মণ পিতৃসেবায তৎপব থাকিলেন। শ্রীবাম পিতাব আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পৌবজন সকলেব প্রিয এবং উপকাবী কার্য্য সমূহ, মাতৃগণেব প্রতি ও গুরুদিগেব প্রতি কর্ত্তব্যকার্য্য সমুদায অতি সাবধানে নির্ব্বাহ কবিতে লাগিলেন। ইহাতে বাজা দশবথ, ব্রাহ্মণগণ, বণিকবর্গ আব বাজ্যনিবাসী সকল লোক শ্রীবামেব অতি সচ্চবিত্রতাগুণে অতিশয় প্রীত হইল। দশবথ বাজাব পুত্রগণ সকলেই যশস্বী,—তাহাদিগেব মধ্যে শ্রীবাম অতি যশস্বী, সত্যপবাক্রম, এবং সকল প্রাণীব প্রতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মাব ন্যায অতিশয় কৃপাবান্ ছিলেন। এই প্রকাবে থাকিযা শ্রীবাম সীতাব সহিত বহু বৎসব বিহাব কবিযাছিলেন। শ্রীবাম সহজে সুপ্রশস্তমনাঃ। তিনি সীতাতে মনোনিধান কবাতে সীতা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে আপন অন্তঃকবণে সংস্থাপন্ন কবেন। শ্রীবামেব পিতৃনিযোজিতা পত্নী, অতএব অতি প্রেযসী, সীতাব সৌন্দর্য্যাদি গুণ এবং পাতিব্রত্য, হিতকাবিত্ব প্রভৃতি গুণে শ্রীবামেব প্রীতি তাঁহাতে বৃদ্ধিমতী ছিল। শ্রীবামেব প্রীতি অপেক্ষায দ্বিগুণ পবিমাণে সীতাব মনে শ্রীবাম বিহাব কবিতেন। রূপে দেবতাব তুল্যা জনকনন্দিনী সাক্ষাৎ

সরল বেদান্ত দর্শন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ. বি এল

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর

প্রণীত।

ELEMENTARY VEDANTA PHILOSOPHY.

BY

SURES CHANDRA CHATARJI M. A. B. L.

DEPUTY MAGISTRATE & DEPUTY COLLECTOR.

চুঁচুড়া

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৯ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

ভূমিকা

অতি পুরাকালেই ভারতবর্ষের আর্য্যঋষিগণ সংসারের অনিত্যতা ও দুঃখময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তপশ্চরণ করত ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া মুক্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ং মুক্ত হইয়াও জীবগণের উপকারার্থ তাঁহারা আপন আপন শিষ্যগণকে মুক্তির উপায় সকল বলিয়া গিয়াছিলেন। সেই সকল উপদেশ বহুকাল গুরুশিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ সেই সকল উপদেশের সারভূত বাক্য সকল বেদান্ত বা উপনিষদসমূহরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত লিপিবদ্ধ বাক্য সকল ভিন্ন অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপদেশ শিষ্যগণ গুরুমুখ হইতে অবগত হইতেন।

কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি জীবগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। জীবগণ সহজেই এই সকল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পড়ে। এই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি সকল হইতে নিবৃত্ত হইতে না পারিলে জীব কখনই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারে না। এই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া দ্বাপর যুগের অনেক সাধক নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গাদি কামনাপর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে মহামুনি বেদব্যাস আবির্ভূত হইয়া আপন শিষ্যগণকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। তাঁহার উপদেশ সমূহ যাহাতে শিষ্যগণের স্মরণপথে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে সেই উদ্দেশ্যে তিনি কতিপয় সূত্র রচনা করিয়াও গিয়াছেন।

সূত্রগুলি এমন সুকৌশলে নিবদ্ধ হইয়াছে যে, অতি সহজেই কণ্ঠস্থ হয় এবং তাহাদের মধ্যে কোন একটী সূত্র আবৃত্তি করিলেই সেই সংক্রান্ত যে সকল উপদেশ গুরুদেব দিয়া গিয়াছিলেন সেই সমস্তও শিষ্যগণের স্মরণপথে উদিত হয়। গুরু শিষ্য পরম্পরায় এই সকল উপদেশ বা উল্লি-

থিত সূত্রগুলির তাৎপর্য্য বহুকাল মুখেমুখেই প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ উপযুক্ত শিষ্যের অভাবে ঐ সকল সূত্রের তাৎপর্য্য অপ্রকাশিত থাকিতে লাগিল। তখন ভাষ্যাদির প্রয়োজন হওয়ায় ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছিল।

সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিতে গেলে বেদান্তশাস্ত্রে নিম্নলিখিত আটটী তথ্য প্রধানতঃ উপদিষ্ট আছে।—

১। কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐহিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া শাস্ত্রবাক্যে অচলা ভক্তি স্থাপনা করিতে পারিলে জীব বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী হয়।

২। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতিরেকে দুঃখসমূহের অত্যন্তনিবৃত্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ না হইলে জীবকে মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফলে বারংবার জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখভোগ করিতে হয়।

৩। এই সমস্ত জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পরিশেষে যাঁহাতে লয় পাইবে তিনিই ব্রহ্ম।

৪। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বজ্ঞ বা আনন্দস্বরূপ। জন্ম বৃদ্ধি হ্রাস মরণাদি কোন প্রকার বিক্রিয়া বা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি কোন প্রকার গুণ তাঁহার নাই।

৫। বেদান্ত শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গ ভক্তিসহ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করা যাইতে পারে। অন্য কোন উপায়ে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করা যায় না।

৬। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন বা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হইবামাত্র জীব আপনাকে মুক্ত বলিয়া জানিতে পারেন। ইহাই মোক্ষ এবং ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ।

৭। অধিকারভেদে উপাসনাভেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। নিম্নশ্রেণীস্থ অধিকারী আপন শ্রেণীর উপযুক্ত উপাসনা অভ্যাস করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত উচ্চাধিকারী হইয়া তদনুরূপ উচ্চোপাসনা করিতে সমর্থ হন। এইরূপ ক্রমোন্নতি মোক্ষের সোপান।

৮। শাস্ত্রে যে সকল আখ্যায়িকা আছে তাহারা সমস্ত সত্যঘটনা-মূলক নহে। যেমন পঞ্চতন্ত্রাদি গ্রন্থে বালকদিগের উপদেশার্থে নানা প্রকার কল্পিত আখ্যায়িকা আছে সেইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবগণের উপদেশার্থ শাস্ত্রে নানা প্রকার কল্পিত আখ্যায়িকা আছে। ঐ সকল আখ্যায়িকার অন্তর্নিহিত বিধি নিষেধ এবং আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশগুলি গ্রাহ্য, অবশিষ্ট সমস্ত অপ্রামাণিক।

উল্লিখিত আটটি তথ্যই এই গ্রন্থমধ্যে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিশ্বনাথ ফণ্ডে উৎসর্গীকৃত এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্রে ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল। কতিপয় বন্ধুর আগ্রহে এক্ষণে প্রবন্ধগুলি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এডুকেশন গেজেটে প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রবাক্য সকল যথামূল উদ্ধৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে মূল শাস্ত্রবাক্যগুলি পরিশিষ্টে দিবার সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু জনৈক সন্ন্যাসী গ্রন্থকারকে ঐগুলি আপাততঃ প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। সেই জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থে মূল শাস্ত্রবাক্যগুলি উদ্ধৃত হয় নাই। নিজের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য স্থানে স্থানে লিপিপ্রমাদ ঘটিয়া থাকিতে পারে। গ্রন্থকার আশা করেন সহৃদয় পাঠকগণ আপন গুণে সমস্ত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন ইতি।

বারাসত
১লা অগ্রহায়ণ।
শকাব্দা ১৮২৪।
খৃষ্টাব্দ ১৯০২।

শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মা।

—:**:—

সূচীপত্র।

অশুদ্ধিশোধন পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	দশন	দর্শন
৬	৩	স্বল্পক্ষম	স্বল্পশক্তি
১০, ৫১ ১৫	১২,৭ ১৩,১৯	বারম্বার ”	বারংবার ”
২৩	২৭	প্র ার	প্রকার
২৪, ১৬৪	২১, ২৭	এব	এবং
২৭	১৫	ব্রহ্ম	ঈশ্বর
৩১	১৫	স্থূল ও শরীর	ও স্থূল শরীর
৩৩	২০	জগৎ ও পৃথিবীরূপে	জগৎরূপে
৪১	৮,৯	ভূমধ্যস্থ	ভূমধ্য
৪২	১১	ব্রহ্মবাক্য	ব্রহ্ম যদিও বাক্য
ঐ	ঐ	বটেন কিন্তু	তথাপি
৫০	৮	বন্ধ	বন্ধন
৫৫	২৪	জন্ম মৃত্যু	জন্ম মৃত্যু
৫৬	২৩	ঈশ্বর	ব্রহ্ম
৬০	১৯	এবং	০
৭৫	১৮	বিজ্ঞান	প্রজ্ঞান
৭৭	২২	প্রবিলার্পন	প্রবিলাপন
৮৯	২	তাহার	তাঁহার
”	১৬	তারম্যানুসারে	তারতম্যানুসারে
৯০	২৩	লেই	সেই

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯২	৬	বিজ্ঞান	সমস্ত জীবগণের বিজ্ঞান
”	৭	জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্নজীব	জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি
৯৫	১০	একত্রিংশৎ	ত্রয়স্ত্রিংশ
”	২৭	একত্রিংশৎ	একত্রিংশ
৯৬	১৯	(Living bodies)	(Mind)
৯৭	১০	বা দেহ	০
৯৯	১৪	ডাকে	ভাবে
১০০	২০	ঈশ্বরের	ব্রহ্মের
১০১	১০	ঈশ্বরে	ব্রহ্মে
”	১১	ঈশ্বরকে	ব্রহ্মকে
”	১৬	এক ভাবে থাকেন	জগৎ প্রকাশ করেন
”	১৭	”	জগৎ সৃষ্টি করেন
”	২১	অপোদেব	আপোদেব
১০২	৩—৪	প্রকৃতি—জ্ঞান	প্রাণে চৈতন্য
,১০৪,১০৫	৫,৬,১২	অব্যক্তা প্রকৃতি	প্রাণ
১০৩	২৪	জ্ঞান বিহীন...হন	প্রাণ উৎপন্ন হয়
১০৪	২৯	আত্মজ্ঞানের	আত্মজ্ঞানের
ঐ	ঐ	আত্মজ্ঞান	আত্মজ্ঞান
১০৬	১৫	অর্দ্ধ-চন্দ্র বিভূষিত	অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিত
ঐ	১৬	শুদ্ধ সত্ত্বময়	শুদ্ধসত্ত্বময়
ঐ	ঐ	জ্ঞাননেত্র-বিজ্ঞান, চেতন	জ্ঞাননেত্র, বিজ্ঞানচেতন

১০৭ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে (অতিরিক্ত) “এবং কোন কোন সাধক শঙ্খ অর্থে সৃষ্টি, চক্র অর্থে সংসার, গদা অর্থে জ্ঞান, পদ্ম অর্থে মোহজনক কাম্য পদার্থ সকল এবং নীলবর্ণের অর্থ অনন্তবিস্তৃতি করেন।”

১০৯	১৪	আবৃর্ত্ত	আবৃত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৬	২	স্বপ্নধীগম্য	সুষুপ্তাধিগম্য
ঐ	১২	শূন্য, দুঃখ	শূন্য এবং দুঃখ
ঐ	ঐ	কয়েন	
১২১,১৬৪	৮,৯	ব্রহ্মের	ঈশ্বরের
১২৭	৯	ঘিষয়	বিষয়
১৩৩	১৭	কোন	কোন্
১৪০	১১	হইলে ও	হইলে
১৪১	৩	ছিদ্রন্দ্রের	ছিদ্রান্দ্রের
১৪৫	২৬	স্বত্ব্যর্থেন	স্বত্ত্যর্থেন
১৫১	২০	মূল শক্তি	মূল সচেতন শক্তি
১৫৫	২১	বিষ	বিষয়ে
১৫৬	২৬	চেষ্ট	চেষ্টা
১৬১	১৭	শব্দও	শব্দ
১৬৫	১২	জগদ্বীজভূতা প্রকৃতি	জগদ্বীজভূতা অব্যক্তা প্রকৃতি
১৬৬	১৯	সৃষ্ট হইয়াছিল	সৃষ্টি করিয়াছিলেন
”	২৬	তাহা	তিনি
১৬৭	১১	ভ্রম বশত	ভ্রমবশতঃ
১৬৮	১৬	জল বহ্নি	জল বস্তি
১৭০ ১৭১	১০,১১,১৩ ১৭	প্রজ্ঞান ঘন বা	
১৭১	৬	অবিদ্যা যুক্ত	অবিদ্যা মুক্ত
”	১৮	প্রজ্ঞান ঘন	বিজ্ঞান
১৭২	১৯	চিন্ময় প্রকৃতির	চিন্ময়, প্রকৃতির
১৭৪	৩	অহঙ্কার ও	অহঙ্কার, বিজ্ঞান ও
১৭৪	৪	(সমস্তজীবের... প্রকৃতি)	প্রাণ বা মূল অচেতন শক্তি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৪	৮	রহিয়াছে। অতএব	রহিয়াছে, অতএব
১৭৫	২৩	বিলুপ্ত	বিলিপ্ত
১৭৬	১৫	প্রেরিত	প্রেরিতা
১৭৮	৮	ধ্যানার্থী	ধান্যার্থী
১৭৯	৬	উদ্ভূতা	উদ্ভূত
১৮১	১২	পরিমাণ	পরিণাম
১৮২	২৬	বটেন	বটে
১৮৩	২৪	আত্মবিজ্ঞানের	আত্মজ্ঞানের

—:**:-

ওঁ নমো ব্রহ্মণে নমঃ

সরল বেদান্ত দর্শন।

প্রথম প্রবন্ধ।

অবিদ্যা বা অধ্যাস।

আমি, আমার, তুমি, তোমার, তিনি, তাঁহার, এই সকল শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার, তোমার, তাঁহার, এই শব্দগুলি যথাক্রমে আমি, তুমি ও তিনি শব্দের সম্বন্ধপদ। আমার শরীর, আমার মন, এই সকল বাক্যে শরীর ও মনের অতিরিক্ত একটা "আমি" পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেই "আমি" পদার্থকে চিন্ময় আত্মা বলা হয়। "আমি" শব্দকে এইরূপে বুঝিয়া লইয়া "আমার" শব্দ প্রয়োগ করিলে চিৎস্বরূপ আত্মার সহিত তদতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থের সংস্রবের কথা বলা হইতেছে এইরূপ বুঝা যায়।

এই "আমি" বা আত্মাকে "বিষয়ী" এবং তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থকে "বিষয়" কহা গিয়া থাকে। অন্ধকার এবং আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, আত্মারূপ বিষয়ী এবং অনাত্মারূপ বিষয়ও পরস্পর সেই রূপ বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন। যাহা আলোক তাহা অন্ধকার নহে। যাহা বিষয়ী তাহা বিষয় নহে। সুতরাং বিষয়ীকে বিষয় বোধ করা অথবা বিষয়কে বিষয়ী বোধ করা রূপ ভ্রম হওয়া যুক্তিমত সম্ভব হয় না। যুক্তিমত সম্ভব না হইলেও কিন্তু লোক ব্যবহারে সচরাচর ঐ প্রকার ভ্রম হইতে দেখা যায়। আমি গৌর, আমি কৃশ, আমি যাইতেছি, এই প্রকার বাক্যের ব্যবহার সচরাচর

প্রচলিত আছে। এস্থলে “আমি” শব্দ দ্বারা “আমি”শব্দের আস্পদ চিন্ময় আত্মাকে না বুঝাইয়া অনাত্মা শরীরকে বুঝাইতেছে। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে,এইরূপ বোধ ভ্রমমাত্র—“আমি” শব্দ দ্বারা শরীর বুঝাইতে পারে না। আমার হস্ত বা পদদ্বয় সমগ্র শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে সেই ছিন্ন হস্ত পদ আর “আমি” শব্দ বাচ্য থাকে না।

আমাদের এই শরীর নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। শৈশবাবস্থায় যে চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, এবং অস্থিতে আমার শরীর গঠিত ছিল, ক্রমাগত পরিবর্ত্তনে কৈশোরে আর ঠিক সেই চর্ম্ম, রক্ত, মাংস ও অস্থি, আমার শরীরে নাই; এবং কৈশোর অবস্থার শরীরের রক্তমাংসাদি বৃদ্ধাবস্থায় শরীরে থাকিবে না। কিন্তু শৈশব কালেও যে “আমি”কৈশোরে ও সেই “আমি”,এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও সেই “আমি”। আমার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল শরীর কখন “আমি”—শব্দবাচ্য, পরিবর্ত্তনরহিত, নিত্য, চিন্ময় আত্মা হইতে পারে না। অতএব আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি যাইতেছি, এই সমস্ত বাক্যে অহং জ্ঞানজ্ঞেয় আত্মাতে (আমাতে) দেহরূপ অনাত্মার তাদাত্ম্যভ্রম হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকার অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, আমার ইন্দ্রিয়শক্তি, আমার মন, এবং আমার বুদ্ধি, “আমি”—রূপ-আত্মা হইতে পৃথক্। স্বপ্নকালে, অথবা উন্মত্ত অবস্থায়,অথবা কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হইলে, আমার ইন্দ্রিয়শক্তি, আমার মন, এবং আমার বুদ্ধি বিকৃত হয়, কিন্তু “আমি” রূপ আত্মার কখন বিকৃতি হয় না। স্বপ্নহীন নিদ্রাকালে (সুষুপ্তি সময়) ইন্দ্রিয়শক্তি, মন, এবং বুদ্ধি অতি সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে; এমন কি তাহাদের অস্তিত্বমাত্র অনুভূত হয় না। কিন্তু ঐ সুষুপ্তির পর আমি যে সুপ্ত হইয়াছিলাম এটী অনুভব করিতে পারা যায়। সুতরাং পরিবর্ত্তনরহিত এই “আমি” জ্ঞানটী পরিবর্ত্তনশীল ইন্দ্রিয়শক্তি, মন, এবং বুদ্ধি হইতে পৃথক্। আমি অন্ধ ইহার অর্থ আমার দর্শনশক্তি নাই। আমি দুঃখী, আমি সুখী এই প্রকার বাক্যের প্রকৃত অর্থ, আমার মন সুখী, আমার মন দুঃখী। আমি জ্ঞানী, ইহার প্রকৃত অর্থ আমার বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা মার্জ্জিত। আমি অজ্ঞান ইহার অর্থ আমার বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা মার্জ্জিত নয়।

এইরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ভ্রমবশতঃই "আমি" শব্দ দ্বারা চিন্ময় আত্মাকে না বুঝিয়া অনাত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বা বুদ্ধিকে বুঝা যায়। লৌকিক ব্যবহারে এই আত্মা এবং অনাত্মার ভ্রম সচরাচর হইয়া থাকে। এই প্রকার ভ্রমকে "অধ্যাস" অথবা "আরোপ" বলা যায়। এই অধ্যাসকে পণ্ডিতেরা "অবিদ্যা" কহিয়া থাকেন। মরুভূমিতে মরীচিকাকে জলাশয় বলিয়া ভ্রম হয়। যতক্ষণ যথার্থ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ এই ভ্রম থাকে। এই ভ্রমে পতিত হইয়া অনেকে অনেকরূপ কষ্ট পাইয়া থাকে। কিন্তু ভ্রম অপসারিত হইলে বালুকারাশিকে বালুকারাশি বলিয়াই বোধ হয়। তখন আর ঐ ভ্রমজনিত কষ্ট পাইতে হয় না। অবিদ্যা ঘুচিয়া বিদ্যালাভ হইলেই অবিদ্যাজনিত কষ্ট হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। অবিদ্যা প্রভাবে "আমি" শব্দদ্বারা কখন শরীর বুঝায়, কখন ইন্দ্রিয়শক্তি বুঝায়, কখন মন বুঝায়, কখন বুদ্ধি বুঝায়, অর্থাৎ "আমি" শব্দের উপর শরীর, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন এবং বুদ্ধির "আরোপ" বা "অধ্যাস" হয়। কিন্তু অবিদ্যা নষ্ট হইয়া বিদ্যা উৎপন্ন হইলেই "আমি" শব্দ দ্বারা চিন্ময় আত্মামাত্রই উপলব্ধ হয়।

এক পদার্থে অন্য পদার্থের আরোপই "অধ্যাস"। অন্ধকার ঘরে পতিত একগাছি রজ্জুতে সর্পভ্রম হইল এবং সর্পজনিত ভীতিও মনে উদিত হইয়া হৃৎকম্পের ও অন্যান্য উপদ্রবের কারণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যথার্থ জ্ঞানের উদয় হওয়ায় যখন জানিতে পারিলাম যে উহা সর্প নহে, রজ্জুমাত্র, তখন আমি হৃৎকম্পাদি উপদ্রব হইতে মুক্ত হইলাম। ইহার কারণ এই যে, রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বাস্তবিক সর্পের দোষ গুণ রজ্জুতে সংক্রামিত হয় নাই। এতদ্ দ্বারা বুঝা যাইবে যে যাহাতে যাহার অধ্যাস, তাহাতে তাহার দোষ গুণ অল্পমাত্রও স্পৃষ্ট হয় না। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয় অথচ তাহাতে সর্পের সম্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোষ গুণ স্পৃষ্ট হয় না। সর্পেও রজ্জুর দোষ গুণ অনুক্রামিত হয় না। এইরূপ আত্মাতে অনাত্মার এবং অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলেও আত্মা এবং অনাত্মা পরস্পরের দোষ গুণ দ্বারা লিপ্ত হইতে পারে না।

যতকাল অনাত্ম পদার্থে অবিদ্যা-কল্পিত "অহং" বা "আমি" জ্ঞান থাকিবে, ততকাল মনুষ্য বদ্ধ থাকিবে এবং অবিদ্যাজনিত কষ্ট ভোগ করিবে। বিচার এবং শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় দ্বারা যখন সেই অবিদ্যার লোপ হইয়া আত্মার যথার্থ জ্ঞান জন্মিবে, তখনই মনুষ্য মুক্ত হইবে এবং অবিদ্যা-জনিত কোন কষ্ট তাহাকে আর ভোগ করিতে হইবে না। অবিদ্যাই সকল অনর্থের মূল, আর সেই অবিদ্যার উচ্ছেদ জন্যই বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

প্রথম সূত্র ও "অথ" শব্দের অর্থ।

সমগ্র বেদ এবং উপনিষদ্ এই বেদান্তশাস্ত্রেরই শিক্ষা দিতেছেন। অজ্ঞানতিমিরনাশক শাস্ত্রার্থ যাহাতে লোকে সহজে কণ্ঠস্থ করিয়া সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখিতে পারে, সেই জন্য সর্ব্বজ্ঞ মহামুনি ব্যাসদেব অল্পাক্ষরে গ্রথিত কতকগুলি সূত্র * প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহারই নাম বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বা শারীরক সূত্র বা উত্তর মীমাংসা। বর্ত্তমানকালে যতগুলি সূত্র প্রচলিত আছে, তাহা সমস্ত ভগবান বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন সূত্রে "ভগবান্ ব্যাসদেবের এই মত" এই প্রকার উক্তি আছে। ব্যাসদেবের সময়ের পরে প্রাদুর্ভূত কতকগুলি ধর্ম্মের খণ্ডনও বর্ত্তমান সূত্র সমূহে আছে। সুতরাং বোধ হয় নূতন নূতন মতের আবির্ভাবের সহিত তাহাদের খণ্ডন জন্য কতকগুলি নূতন নূতন সূত্র ক্রমশঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরে যখন ক্রমশঃ জ্ঞানচর্চ্চার হ্রাস হওয়ায় সূত্রগুলির অর্থ লোকে বিস্মৃত হইতে লাগিল, তখন ভগবান শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া সমস্ত সূত্রগুলির সুবিস্তৃত ভাষ্য রচনাপূর্ব্বক সমস্ত ভ্রমান্ধকার নিরাকরণ করতঃ এই পুণ্য ভূমিতে সেই সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন করিলেন। শাঙ্কর ভাষ্যেরই অপর নাম শারীরক ভাষ্য। অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এই ভাষ্যের টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দানন্দ, আনন্দগিরি, এবং বাচস্পতি মিশ্রের প্রণীত টীকাই সুপ্রসিদ্ধ।

যদিও ভগবান শঙ্করাচার্য্য সমস্ত বেদান্তসূত্রের বিস্তৃত ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন তথাপি তিনি আপন প্রতিভাবলে সহজেই অবধারণ করিয়াছিলেন

* লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ॥

যে কলিকালে মানবের ধীশক্তি ক্রমশঃই কমিয়া আসিবে এবং তখন মানব সভাষ্য সমস্ত বেদান্তসূত্র আয়ত্ত করিতে কোন মতেই সমর্থ হইবে না। এই সমস্ত স্বল্পক্ষম মানবের প্রতি অনুগ্রহ করত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রথম চারিসূত্রের ভাষ্যে সংক্ষিপ্তভাবে সমস্ত বেদান্ত দর্শনের সার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাকে চতুঃসূত্রী বলে। এই চতুঃসূত্রী সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে মানব সমস্ত বেদান্তদর্শন পাঠের ফললাভ করে। এই চতুঃসূত্রীর ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে।

১ম সূত্র ॥ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥

"অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই কয়েকটী কথা লইয়া সূত্রটী হইয়াছে। সচরাচর "অথ" শব্দ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা (১) অনন্তর, (২) আরম্ভ, (৩) মঙ্গল। এখানে "অথ" শব্দের অর্থ "অনন্তর"। এমন কথা বলিতে পার যে, আরম্ভ অর্থে অথ শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়—যথা, "অথ সন্ধি প্রকরণ" "অথ সমাস" এবং এখানেও অথ শব্দের সেই অর্থ। কিন্তু সে অর্থ এখানে হইতে পারে না। জ্ঞানার্থক জ্ঞা ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন "জিজ্ঞাসা" শব্দের অর্থ জানিবার ইচ্ছা। এবং "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" শব্দের অর্থ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। যদি "অথ" শব্দের আরম্ভ অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে এই প্রথম সূত্র দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ আরম্ভ হইল এবং বেদান্তদর্শন গ্রন্থে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা বিচারিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক বেদান্তদর্শন ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ নহে এবং ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার বিষয় বিচার করাও বেদান্তদর্শনের তাৎপর্য্য নহে। "ব্রহ্ম কি বস্তু" "জীবের পরম পুরুষার্থ কি" এবং "কি উপায়ে অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায়" তাহা দেখানই বেদান্ত দর্শনের উদ্দেশ্য। সুতরাং আরম্ভ অর্থে এখানে "অথ" শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।

আবার বলিতে পার যে মঙ্গল অর্থে "অথ" শব্দের প্রয়োগ হয় এবং মঙ্গল অর্থেই এখানে "অথ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু সে অর্থটী মঙ্গলা-

মঙ্গলের অতীত ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রে ঠিক খাটে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান চাহে তাহাকে "দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখেতে বিগতস্পৃহ" হইতে হইবে।

এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে "অথ" শব্দের মঙ্গল অর্থ কোন মতেই উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। স্মৃতিতে লেখা আছে * পূর্ব্বকালে ওঁ এবং অথ এই দুইটী শব্দ ব্রহ্মের কণ্ঠভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল সুতরাং এই উভয় শব্দই মাঙ্গলিক" অতএব "অথ" শব্দের মঙ্গল অর্থ করিতেই হইবে। ইহার উত্তর এই যে অনন্তর ও আরম্ভ অর্থেও অনেক স্থলে "অথ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং মঙ্গল অর্থ ভিন্ন "অথ" শব্দের ব্যবহার হয় না এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। "অথ" শব্দের অর্থ সঙ্কোচ করা উক্ত স্মৃতিবাক্যের বাস্তবিক উদ্দেশ্য নহে। রন্ধন, গৃহপরিষ্করণ, ঘটস্থাপন, প্রভৃতি যে কোন উদ্দেশ্যেই কুম্ভকে বারিপূর্ণ করা যাউক না কেন, পূর্ণকুম্ভ দর্শন মাত্রই যেমন শুভকর, সেইরূপ (১) আরম্ভ (২) মঙ্গল ও (৩) অনন্তর, এই তিন অর্থের মধ্যে যে কোন অর্থেই "অথ" শব্দ ব্যবহার করা হউক না কেন, পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবাক্যবলে "অথ" শব্দের শ্রবণ ও উচ্চারণ মাত্রই মঙ্গলকর। সুতরাং "অথ" শব্দের শ্রবণ ও উচ্চারণ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মাঙ্গলিক হইলেও যেখানে অথ শব্দের যে অর্থ খাটে সেখানে "অথ" শব্দের সেই অর্থই করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান চাহেন তাঁহাকে মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা পরিত্যাগ করিতেই হইবে। সুতরাং "অথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই স্থানে "অথ" শব্দের মঙ্গল অর্থ খাটিতেই পারে না। "অথ" শব্দ শ্রবণ ও উচ্চারণ জন্য যাহা কিছু মঙ্গল হয় হউক কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষীর সেদিকে লক্ষ্যই থাকে না। অতএব মঙ্গল অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেখিতে হইবে অন্য কোন্ অর্থ এখানে খাটিতে পারে। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে "অথ" শব্দের আরম্ভ অর্থও এখানে খাটে না। সুতরাং মঙ্গল ও আরম্ভ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এখানে "অথ" শব্দের অর্থ "অনন্তর" বলিতেই হইবে।

* ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠংভিত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ॥

"অনন্তর" শব্দের অর্থ "তাহার পর," এবং "অথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বাক্যের অর্থ "তাহার পর ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয়।" যেখানে অধিকার চলে সেখানে ইচ্ছা করিলে সে ইচ্ছা ফলবতী হয়। যদি কোন মানব আকাঙ্ক্ষা করে যে করতলে চন্দ্র গ্রহণ করিব তাহা হইলে তাহার সেই অসম্ভব আকাঙ্ক্ষাকে বাতুলতা ভিন্ন ইচ্ছা বলা যায় না। অনধিকারীর অভিলাষ ইচ্ছা বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং "তাহার পর" ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয় এই বাক্যের অর্থ এই যে তাহার পর সাধক ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করেন। "তাহার পর" এই কথা ব্যবহার করিলেই প্রশ্ন হয় "কিসের পর"। এই প্রশ্নের উত্তরলাভচেষ্টায় "অথ" শব্দের "অনন্তর" অর্থে অন্যত্র ব্যবহার কিরূপ হইয়াছে তাহারও একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই কথা বলিয়া "পূর্ব্ব মীমাংসা" শাস্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। সেখানেও "অথ" শব্দের অর্থ "অনন্তর"। সেখানে বলা হইয়াছে যে, "বেদ" অধ্যয়ন করিলেই ধর্ম্ম * জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয়। যদি "বেদ" অধ্যয়ন করিলেই ধর্ম্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয় এই জন্য "অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" বাক্যে "অনন্তর" অর্থে "অথ" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখানে (অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্থলে) "অথ" শব্দের দ্বারা "বেদাধ্যয়নের পর ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয়" এমত বুঝাইতে পারে না কি? এ প্রশ্নের উত্তর— "পারে না"। কেন না "বেদ" অধ্যয়নের পর ধর্ম্মজিজ্ঞাসাই হয়, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হয় না। অতএব কিসের পর ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয়, তাহাই এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে।

* ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥—ইতি মনু

ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা (শক্তিসত্ত্বে অপরাধকারীর প্রত্যপকার না করা) দম (বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার) অস্তেয় (অন্যায় পূর্ব্বক পরধন হরণ না করা) শৌচ (যথাশাস্ত্র জল ও মৃত্তিকাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধি) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করা) ধী (প্রতিপক্ষ সংশয়াদি নিরাকরণ পূর্ব্বক সম্যক্ জ্ঞান লাভ) বিদ্যা (বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান) সত্য এবং অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

এমত বলা যাইতে পারে যে, "ধর্ম্ম" জানিবার পর, ব্রহ্ম জানিবার অধিকারও ইচ্ছা হয়, এই অর্থে "অথ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু সে অর্থও খাটে না। কেন না, কেহ কেহ বৈদিক ধর্ম্ম না জানিয়াও কেবল বেদান্ত অর্থাৎ বেদের উপনিষদ্ ভাগ পড়িয়াই বা গুরুর উপদেশ শুনিয়াই ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা প্রাপ্ত হন। কিন্তু বেদান্ত পড়িলেই বা গুরুর উপদেশ শুনিলেই যে ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয়, তাহাও নহে। অনেকে দুই একবার বেদান্ত পড়িলেই বা গুরুর উপদেশ শুনিলেই মনে করেন, "আমি সব বুঝিয়াছি। উহাতে আমার জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই নাই।" তাঁহাদের আর ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা বা অধিকার হয় না। সুতরাং যদিও বেদান্তপাঠ এবং গুরূপদেশশ্রবণ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারের একটী দূর কারণ, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারের অব্যবহিত কারণ বেদান্ত পাঠ বা গুরূপদেশ শ্রবণ নহে।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার সম্বন্ধে ৺ ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—

যাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ ভাবে বিজিত হওয়ায় কোন পদার্থ যাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দে আসক্তি ও দ্বেষ রহিত হওয়ায় যিনি শরীরস্থিতিমাত্রোপযোগী পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ গ্রহণ করেন না, যিনি নির্জ্জন, পবিত্র, সাধুসেবিত স্থানে অবস্থান করেন, যিনি মিতভোজী, যাঁহার শরীর, মন ও বাক্য সমস্তই সংযত, যিনি সর্ব্বদাই ব্রহ্মকে ধ্যান করেন, দৃষ্টাদৃষ্ট সকল বিষয়েই যাঁহার বৈরাগ্য হইয়াছে, আমি ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী, এইরূপ অভিমান, কামরাগাদিযুক্ত বল, সাংসারিক বিষয়ে দর্প, ক্রোধ, এবং (শরীর ধারণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদার্থে ও) প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া যিনি নির্ম্মম ও শান্ত হইতে পারেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হন। ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারী সাধকের মন প্রসন্ন হয়, সর্ব্বপ্রকার শোক ও আকাঙ্ক্ষা তিরোহিত হয়, সমস্ত ভূতে সমদৃষ্টি হয়, এবং ব্রহ্মে পরাভক্তি হয়। ব্রহ্মে পরাভক্তি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সাধক ব্রহ্মে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার সম্বন্ধে ৺ গীতা আরও বলিয়াছেন—

এই সমস্ত সৃষ্টি একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ স্বরূপ। ব্রহ্ম ইহার মূল, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহা প্রকৃতি, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্ পুরুষ, জীব প্রভৃতি নানা ভাবে শাখা বিস্তার করিয়াছে। ইহা বাস্তবিক অনিত্য, কিন্তু ভ্রমবশতঃ লোকে ইহাকে নিত্য বলিয়া মনে করে। বেদোক্ত প্রবৃত্তিমার্গ এই সৃষ্টি-রূপ বৃক্ষের পত্রস্বরূপ হইয়া এই সৃষ্টি রক্ষা করে। এই সৃষ্টির তত্ত্ব যিনি সম্যক্ অবগত আছেন তিনিই বেদের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। এই সৃষ্টিবৃক্ষের শাখা সকল উত্তম মধ্যম ও অধম জীব রূপে নানাভাবে বিস্তীর্ণ আছে। সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক পদার্থে আকৃষ্ট থাকিয়া জীব এই সংসারে বদ্ধ থাকে, এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ উপভোগ করে। জীব সকল সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হয় বটে কিন্তু প্রথম সৃষ্টির পর আপন আপন কর্ম্মফল বশতঃই জীব বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিতে থাকে। এই সৃষ্টির তত্ত্ব এবং এই সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত সহজে উপলব্ধ হয় না। ভ্রমবশতঃ জীব সকল এই সৃষ্টিকে নিত্য পদার্থ মনে করিয়া ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে। দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা সংসার বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক সৃষ্টির মূল কারণ সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। সেই ব্রহ্ম তত্ত্ব অবগত হইলে জীবকে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। অভিমানশূন্য, অজ্ঞানমুক্ত, অনাসক্তচিত্ত, পরমাত্মস্বরূপালোচনাতৎপর, কামনারহিত, সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ববর্জ্জিত সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করত অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ পুরুষার্থ লাভের জন্য যত্ন করেন। পুরুষার্থাকাঙ্ক্ষিগণের মধ্যে যাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বলা যায়। যত্নশীল সেই সিদ্ধগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমার তত্ত্ব অবগত হন। হে ভারত! অবিদ্যাগ্রস্ত জীব ইচ্ছাদ্বেষসমুদ্ভূত, শীতগ্রীষ্মসুখদুঃখপ্রভৃতিদ্বন্দ্বজনিত মোহবশতঃ জন্ম গ্রহণ সময় হইতেই বিশেষ মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পুণ্যশালী জনগণের পাপ বিনষ্ট

হইয়াছে, তাঁহারা ইচ্ছাদ্বেষ-শীত-গ্রীষ্ম-সুখ-দুঃখাদি-বোধ-জনিত মোহ হইতে নির্ম্মুক্ত, এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা জরা ও মরণ হইতে মুক্তির জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই পরম ব্রহ্ম, আত্মতত্ত্ব, এবং সমস্ত কর্ম্ম অবগত হইতে পারেন।

যতক্ষণ মনুষ্য অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া সাংসারিক পদার্থে ডুবিয়া থাকিবে ততক্ষণ ব্রহ্মপদার্থে তাহার মন যাইবে না। কিন্তু যখন বিচার দ্বারা মনুষ্য দেখিবে যে সংসারে কিছুরই স্থিরতা নাই, আজ সে যে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, স্ত্রী, পরিজন লইয়া সুখে মগ্ন রহিয়াছে, কাল তাহারা থাকিবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই; কাল যে রাজা আপনাকে ধনগর্ব্বে সুখী মনে করিয়াছেন, আজ হয় ত তাঁহাকে পরাজিত হইয়া বন্দিভাবে প্রাণদণ্ড ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে; তখন মনুষ্যের অনিত্য সংসারের উপর বৈরাগ্য হইবে; তখন মনুষ্য দেখিবে যে সুখ দুঃখ অনিত্য। সুখ দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিলে মনুষ্য দেখিবে যে কোন অজ্ঞাতশক্তি এমন নিয়ম করিয়াছেন যে, মনুষ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে সুখ পাইবে এবং পাপ কর্ম্ম দ্বারা কষ্ট পাইবে। তখন মনুষ্য সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে দেখিবে যে, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ধর্ম্ম করিবে, সে সেই পরিমাণে সুখ পাইবে। আবার সুখ-ভোগ দ্বারা সুকৃতকর্ম্মক্ষয় হইলে, এবং নূতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে, মনুষ্য পুনরায় নামিয়া আসিবে। তখন মনুষ্য দেখিবে যে কেবল ধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা "অক্ষয়" সুখ হইবার নহে, এবং সংসারে থাকিতে হইলেই সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হইবেই হইবে। আরও প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাইবে যে, মহাভারতপ্রণেতা সত্যই বলিয়াছেন—

"কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামাত্মাদিগের কামনা কদাপি নিবৃত্ত হয় না। পরন্তু অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে যেমন অগ্নির নিবৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ কামাত্মারা যতই কাম্যবস্তু পাইতে থাকে ততই তাহাদের কামনার বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীতে যত ধান্য যব সুবর্ণ পশু এবং কামিনী আছে সেই সমস্ত পাইলেও কামাত্মার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতিরা কদাপি কামনা পরিত্যাগ করিতে পারে

না। স্বয়ং জরাগ্রস্ত হইলেও কামাত্মাদিগের কামনা জীর্ণ হয় না। যতকাল জীবন থাকে ততকাল কামাত্মারা কামনারূপ রোগে কষ্ট পায়। যাহারা কামনারূপ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে তাহাদেরই বাস্তবিক সুখ হয়।” তখন মনুষ্য দেখিবে যে ইহকাল ও পরকালে ভোগ বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করা, এবং মনকে বশীভূত এবং শান্ত করত নিত্য বস্তুতে মনোনিবেশ করাই “পরম সুখ।” তখন মনুষ্য গুরুর এবং বেদান্ত শাস্ত্রের, অর্থাৎ উপনিষৎ সমূহের, উপদেশ সকল অনুসরণ পূর্ব্বক নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকী, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগী, শান্ত,দান্ত,উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাচিত্ত, সমাহিত,এবং মুমুক্ষু হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান করিবেন। এরূপ করিতে করিতে সাধক দেখিবেন যে আত্মাই ব্রহ্ম,এবং সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম বা আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত।

বিষয়ী আত্মাই নিত্য, আত্মার কখন বিনাশ বা ভাবান্তর হয় না, এবং অনাত্ম সমস্ত পদার্থ বা বিষয় অনিত্য ও বিকারশীল,—এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানকে বিবেক বলে। হিরণ্যগর্ভ লোক হইতে স্থাবর তৃণ পর্য্যন্ত পরলোক এবং ইহলোকের সমস্ত পদার্থই অকিঞ্চিৎকর এইরূপ জানিয়া উক্ত সমস্ত পদার্থে আসক্তিশূন্যতাকে বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্য হেতু বহিরিন্দ্রিয়ের সংযমের নাম শম। বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দ্বারা অন্তঃকরণের তৃষ্ণা নিবৃত্তির নাম দম। বিষয়ানুভব হইতে বিরত হওয়ার নাম উপরতি। শীতগ্রীষ্মসুখ-দুঃখসহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা বলে। গুরু এবং বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। আত্মার প্রতি চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান। এবং মুক্ত হইবার ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব। এই সকল সাধনোপায় লাভ হইলেই মনুষ্যের ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা হয়। অতএব প্রথম সূত্রে যে “অথ” শব্দ আছে তাহার দ্বারা উল্লিখিতসাধনোপায়লাভের আনন্তর্য্য বা পর-বর্ত্তিতা বুঝাইতেছে। ফল কথা, যে ব্যক্তি ঐ সকল সাধন আয়ত্ত করিয়াছেন “তিনিই” ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ অধিকারী।

তৃতীয় প্রবন্ধ

অতঃ শব্দের অর্থ।

সূত্রে "অথ" শব্দের পর "অতঃ" শব্দ আছে। "অতঃ" শব্দের অর্থ "এই হেতু।" এই হেতু—এই কথা বলিলেই, প্রশ্ন হয় "কি হেতু"? হেতু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে, জীবমাত্রকেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আপন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়া যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। রোগ কাম ক্রোধাদি এই দুঃখের কারণ। অন্য প্রাণী হইতে যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয় তাহার নাম আধিভৌতিক দুঃখ। ব্যাঘ্র চৌরাদি দ্বারা এই দুঃখ উৎপন্ন হয়। অগ্নি বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি হইতে যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয় তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা যায়। গৃহদাহ, শীত, ভূমিকম্প, বজ্রপাতাদি এই দুঃখের কারণ। এই ত্রিবিধ দুঃখের যে অত্যন্ত নিবৃত্তি তাহাই পরম পুরুষার্থ। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, ধন বিজ্ঞানাদি দ্বারা উক্ত দুঃখত্রয়ের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করা যায় বটে, কিন্তু কোন প্রকার লৌকিক উপায়েই ঐ সমস্ত দুঃখের একেবারে নিবৃত্তি হয় না। এক্ষণে এমন বলা যাইতে পারে যে, ধনাদি দ্বারা অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি না হউক, বৈদিক কর্ম্ম অর্থাৎ যাগাদি দ্বারা অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। কিন্তু বেদেতেই, অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মের ফল অনিত্য, ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নিত্য, বলিয়া প্রকাশ আছে।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—ইহসংসারে স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত দ্রব্য সকল যেমন ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া থাকে, অমুত্র অর্থাৎ পরলোকে যজ্ঞাদিপুণ্যকর্ম্মোপার্জ্জিত লোক সকলও সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মোপার্জ্জিত দ্রব্য এবং লোক—সমস্তই অনিত্য।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—যাঁহারা সংসারের তত্ত্ব অবগত হইয়া সংসারাসক্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করত মোক্ষার্থে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিলোক, অহর্লোক, শুক্লপক্ষ-লোক, উত্তরায়ণলোক, সম্বৎসরলোক, আদিত্যলোক, ও চন্দ্রলোক হইয়া বিদ্যুৎলোকে গমন করেন। তাহার পর অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই পথকে দেবযান বলে। অতঃপর পিতৃযানের কথা হইতেছে। যাঁহারা সংসারকে সত্য মনে করিয়া অগ্নিহোত্রাদি বৈদিকধর্ম্ম, বাপীকূপ তড়াগাদি খনন, ও দান প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্ম, এবং ঈশ্বর উপাসনা পূজাদি দ্বারা অভ্যুদয় কামনা করেন, তাঁহারা ধূমলোক, রাত্রি-লোক, ও কৃষ্ণপক্ষলোক হইয়া দক্ষিণায়নলোকে গমন করেন। সেখান হইতে তাঁহারা সম্বৎসর লোক এবং আদিত্য লোকে না গিয়া পিতৃ লোকে গমন করেন। অনন্তর পিতৃলোক হইতে আকাশলোক দিয়া চন্দ্রলোকে গমন করেন। এইখানে তাঁহাদের ঊর্দ্ধগতি রোধ হয়, এবং এইখানে তাঁহারা আপন আপন কর্ম্মফলানুরূপ সুখ ভোগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সুখ নিত্য নহে। ভোগ দ্বারা তাঁহাদের কর্ম্মফল যতকাল না ক্ষয় পায়, ততকাল মাত্র তাঁহারা চন্দ্র লোকে থাকিতে পান। অনন্তর তাঁহারা বক্ষ্যমাণ পথ দিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।*

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন—অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, অতিথিসেবা প্রভৃতি ইষ্টাখ্যকর্ম্ম, এবং বাপীকূপতড়াগাদিখনন প্রভৃতি পূর্ত্তকর্ম্মকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া যাঁহারা কেবল ঐ সমস্ত কর্ম্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধিক্ষয়যুক্ত চান্দ্রমসলোক প্রাপ্ত হন। ভোগদ্বারা যতকাল না কর্ম্মফল-ক্ষয় হয়, ততকাল তাঁহারা উক্ত লোকে সুখভোগ করেন। ভোগদ্বারা কর্ম্মফলক্ষয় হইলে পর তাঁহারা চান্দ্রমস লোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

* কেহ কেহ এই শ্রুতির অর্থ অন্য প্রকার বলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই দুই মার্গের কথা আছে। সেই উক্তি এই প্রবন্ধের শেষভাগে উদ্ধৃত হইবে। তথায় সেই অন্য অর্থ বিবৃত হইবে।

কিন্তু যাঁহারা অন্তরিন্দ্রিয় এবং বাহ্যেন্দ্রিয় জয় করত গুরুবাক্যে এবং শাস্ত্রে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক শাস্ত্রোপদিষ্টমার্গ অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা বৃদ্ধিক্ষয়শূন্য আদিত্যলোক প্রাপ্ত হন। চান্দ্রমস প্রভৃতি সমস্ত লোকই এই আদিত্যলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই অক্ষয় আদিত্যলোকের তত্ত্ব না জানা বশতই কর্ম্মিগণ সুখসম্ভোগের জন্য চান্দ্রমস লোক প্রার্থনা করে। বাস্তবিক এই আদিত্যলোকই অবিনাশী, ভয়রহিত, এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এই আদিত্যলোক হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ষোড়শ ঋত্বিক, পত্নী, এবং যজমান এই অষ্টাদশ অঙ্গের প্রয়োজন। এই অষ্টাদশ ব্যক্তির সকলের চিত্ত স্থির নহে। সুতরাং যজ্ঞ সকল সহজে সুসম্পন্ন হয় না। আবার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলেও যে ফল লাভ হয় তাহাও অনিত্য। যে সকল মূঢ়েরা যজ্ঞ-ক্রিয়াকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞসম্পাদনতৎপর থাকে, তাহাদিগকে বারম্বার জন্মগ্রহণ এবং জরামৃত্যুভোগ করিতে হয়। যাহারা যজ্ঞকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, তাহারা বাস্তবিক অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়াও আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ এবং জ্ঞানী মনে করে। একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্য কতকগুলি অন্ধ ব্যক্তির পথ প্রদর্শক হইলে যেমন সকলেই গর্ত্তকূপাদিতে পতিত হয়, সেইরূপ উক্ত অবিদ্যাগ্রস্ত পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের উপদেশমত যে সকল মূর্খেরা কর্ম্মকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহারা এবং তাহাদের গুরু সকল বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করে এবং নানা-প্রকার অনর্থসমূহদ্বারা পীড়িত হয়। যাগাদি শ্রুতিবিহিত কর্ম্ম, এবং বাপী কূপ তড়াগাদি স্মৃতিবিহিত কর্ম্মই পরম পুরুষার্থ—এইরূপ বিশ্বাস থাকায় ঐ সকল মূঢ়েরা পরম শ্রেয়স্কর আত্মজ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকে। শ্রৌত এবং স্মার্ত্তকর্ম্ম সম্পাদন করায় তাহারা ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিহিত উক্ত কর্ম্ম সকলের ফল প্রাপ্ত হয়। ভোগ দ্বারা সেই কর্ম্মফলক্ষয় হইলে পর তাহারা পুনরায় মনুষ্য লোকে প্রত্যাগমন করে, অথবা যদি তাহাদের কোনও জন্মার্জ্জিত পাপকর্ম্মফল সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে তাহারা তির্য্যগাদি অধমযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন—বেদ না জানিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে জীব যেমন বৈদিক কর্ম্ম অসম্পন্ন রাখিয়া যায়, এবং সাংসারিক কর্ম্ম না জানিয়া মৃত হইলে জীবের সাংসারিক কর্ম্ম যেমন অসম্পন্ন থাকিয়া যায়, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব না জানিয়া স্থূলদেহ ত্যাগ করিলে জীবের পুরুষার্থ অসম্পন্ন থাকে। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহলোকে চিরকাল মহৎপুণ্যকর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিলেও তাহার অক্ষয় সুখ হয় না। উক্ত কর্ম্ম সকলের ফল, ভোগ হইলেই, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব আত্মতত্ত্বানুসন্ধানই কর্ত্তব্য। যে সাধক আত্মজ্ঞানলাভার্থ তপস্যা করিয়া আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাঁহার তপস্যার ফল কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—মৈত্রেয়ী বলিলেন,এই সসাগরা পৃথিবী যদি ধনপূর্ণা হয়,এবং ঐ সমস্ত ধনদ্বারা যদি অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞ, এবং বাপীকূপতড়াগাদিখনন প্রভৃতি সমস্ত সাধুকার্য্য সম্পন্ন করি, তাহা হইলে আমি অমর হইতে পারি কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ঐ সমস্ত উপায় দ্বারা অমর হওয়া যায় না। প্রভূতধনশালী ব্যক্তিসকল আপন আপন ধনদ্বারা যে প্রকার অনিত্য এবং আংশিক সুখ ভোগ করিয়া থাকে, ঐ সমস্ত ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম করিলে তুমিও সেই প্রকার সুখভোগ করিবে। কর্ম্মের আধিক্যানুসারে সুখের কাল এবং পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে বটে, কিন্তু ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মদ্বারা লব্ধ সুখমাত্রই অনিত্য এবং আংশিক। বিত্তদ্বারা অমরত্ব প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ আরও বলিয়াছেন—কাম্যপদার্থপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় জীব কর্ম্ম করে। উক্ত আকাঙ্ক্ষায় জীব যে পরিমাণ কর্ম্ম করিতে পারে, সেই পরিমাণ কাম্য পদার্থ জীব আপনার কর্ম্মফলস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। আপন কর্ম্মের ফল ভোগদ্বারা ক্ষয় পাইলে,পুনরায় কর্ম্ম করিবার জন্য জীব কর্ম্মভূমিতে প্রত্যাগমন করে। কামনা-পরতন্ত্র সাধকগণ এই প্রকার পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল গতি পাইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ঐহিক এবং পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কামনাশূন্য হইয়া কেবল আত্মজ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রোপদিষ্টমার্গ অবলম্বন করেন, এবং কবে আত্মজ্ঞানলাভ

হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসুক না হইয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রের বিধি প্রতিপালন করিতে থাকেন, তিনি উপযুক্ত সময়ে আত্মজ্ঞানলাভ করেন। তখন তিনি দেখিতে পান যে, বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় এবং শরীর হইতে পৃথক্ তাঁহার চিন্ময় আত্মা, এবং সৃষ্ট জগৎ হইতে পৃথক্ চিন্ময় ব্রহ্ম, এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এবং চিন্ময় আত্মা ও চিন্ময় ব্রহ্ম অভিন্ন অর্থাৎ একই পদার্থ। মৃত্যুর পর অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণের ন্যায় আত্মজ্ঞানীর প্রাণ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে যায় না। আত্মজ্ঞানীব্যক্তি আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিতে পাওয়ায় তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন,অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে যে অবিদ্যাবশতঃ তিনি আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ মনে করিতেছিলেন, তাঁহার সেই অবিদ্যা লোপ পায় এবং আত্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বেও তিনি ব্রহ্ম ছিলেন,পরেও তিনি ব্রহ্ম থাকিলেন এই জ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ হয়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে আরও উক্ত আছে—গার্গীকে সম্বোধন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি ইহলোকে বহু বৎসরব্যাপী যজ্ঞ বা তপস্যা করে তাহার কর্ম্মফল অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ ভোগ দ্বারা সেই কর্ম্মফল কোন না কোন কালে নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় সে ব্যক্তি কৃপণ মনুষ্যের ন্যায় শোকের পাত্র। কৃপণ মনুষ্য ধন পাইয়াও হতভাগ্য বশতঃ ধনের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিও মনুষ্য জন্ম পাইয়াও হতভাগ্য বশতঃ পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে পারে না। অতএব কৃপণ মনুষ্য এবং অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি উভয়েই শোচ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ এবং তিনিই সম্যক্ পুরুষার্থ লাভ করেন।

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

অজ্ঞানী মনুষ্যগণ অনাত্ম বিষয় সকল কামনা করে এবং নানাভাবে বিস্তীর্ণ মৃত্যুর বশীভূত হয়। বিবেকী পুরুষেরা একমাত্র ব্রহ্মকেই নিত্য বলিয়া জানেন, সুতরাং তাঁহারা ঐহিক অথবা পারলৌকিক ইষ্টা-

পূর্ত্তাদি কর্ম্মদ্বারা মুক্তি প্রাপ্তির চেষ্টা করেন না। সেই ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও সমস্ত জগৎ তাঁহার বশীভূত। তিনি সমস্ত ভূতের আত্মা। তিনি আপনিই নানা দর্শক এবং দৃশ্য ভাবে প্রকাশিত হন। যে সকল বিবেকী পুরুষেরা ব্রহ্মকে আপনাদিগের আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন কেবল তাঁহারাই অনন্ত শান্তি প্রাপ্ত হন। অপরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন—

আমি এই মহান্ ব্রহ্মকে জানি। ইনি চিন্ময় ও স্বপ্রকাশ। ইহাঁতে অজ্ঞানের লেশ মাত্র নাই। একমাত্র এই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করিতে পারে। সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন দ্বিতীয় উপায় নাই।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাও বলিয়াছেন—

ঋগ্ যজুঃসামবেদোক্তকর্ম্মপর যাজ্ঞিক সকল আমাকে ইন্দ্র বসু বরুণাদি দেবরূপে পূজা করেন এবং যজ্ঞশেষে সোমপানপূর্ব্বক নিরস্ত পাপ হইয়া স্বর্গগমন প্রার্থনা করেন। তাঁহারা আপন পুণ্যফলরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া তথায় দেবভোগ্য উত্তম পদার্থ সকল ভোগ করেন।

কিন্তু এই কর্ম্মফল যতই অধিক হউক না কেন ইহা কখন অনন্ত হইতে পারে না। সকল কর্ম্মফলই ক্রমশঃ ভোগদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তবে যাঁহার কর্ম্মফল যত বেশী তিনি তত অধিক দিন স্বর্গে থাকেন এবং তত অধিক সুখ ভোগ করেন। ভোগদ্বারা এই কর্ম্মফল ক্ষয় পাইলে অবশেষে জীবকে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। আবার মর্ত্ত্যলোকে জীব যে কর্ম্ম করিবে তাহার উপযুক্ত ফল পুনরায় উপযুক্ত লোকে তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। বৈদিক কর্ম্মের নিয়ম এই যে, যাঁহারা বৈদিক কর্ম্মকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া বৈদিক কর্ম্ম সম্পন্ন করেন তাঁহারা বৈদিক কর্ম্মের ফল ভোগ করেন এবং সেই কর্ম্মফল ভোগের জন্য নানা লোকে ভ্রমণ করেন এবং ভোগদ্বারা কর্ম্মফল ক্ষয় পাইলে পুনরায় কর্ম্ম করিবার জন্য কর্ম্মভূমি মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যে পরম পদ প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না

সেই মায়াতীত ব্রহ্মপদকে শাস্ত্র অব্যক্ত এবং অক্ষর নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সমস্ত জগৎ সেই অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের অন্তর্গত এবং সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নাই এই জ্ঞানসহ একান্ত ভক্তিভাবে ব্রহ্মের শরণ লইলে তবে প্রত্যাবর্ত্তন রহিত ব্রহ্মপদ পাওয়া যাইতে পারে।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে মার্গ অবলম্বন করিলে জীবকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না এবং যে মার্গ অবলম্বন করিলে কর্ম্মফল ক্ষয়ের পর জীবকে কর্ম্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় তাহার বিবরণ বলিতেছি।

কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করতঃ যে সাধক অজ্ঞান তিমিরনাশক চিন্ময় ব্রহ্মের শরণ গ্রহণ করেন এবং অনন্যভক্তি সহকারে সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করেন তাঁহার জ্ঞান উত্তরোত্তর নির্ম্মল হইতে থাকে এবং অবশেষে অবিদ্যামুক্ত হইয়া তিনি বৃদ্ধি ক্ষয় পরিবর্ত্তন রহিত ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

কর্ম্মফলে আসক্তচিত্ত সাধক কর্ম্মমার্গাবলম্বনকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করেন। আপন কর্ম্মফলে তিনি নানা প্রকার সুখভোগ করেন। এই সুখভোগ হেতু তাঁহার ভোগতৃষ্ণা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হয় এবং জ্ঞানমার্গ হইতে তিনি ক্রমাগত অধিকতর দূরে অপসৃত হন। কিন্তু তাঁহার এই সুখ সকল অনিত্য। ভোগদ্বারা তাঁহার কর্ম্মফল ক্ষয় পাইলেই তাঁহাকে পুনরায় কর্ম্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

জ্ঞানমার্গকে শুক্লমার্গ এবং কর্ম্মমার্গকে কৃষ্ণমার্গ বলা যায়। যতকাল সৃষ্টি থাকে ততকাল এই দুই মার্গ প্রচলিত থাকে। জ্ঞানমার্গাবলম্বনের ফল অনাবৃত্তি বা মোক্ষ এবং কর্ম্মমার্গাবলম্বনের ফল প্রত্যাবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ সংসার ভ্রমণ।

এই উভয় মার্গের ফল পরিজ্ঞাত হইলে যোগীপুরুষ আর ভ্রমে পতিত হন না। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানমার্গ অবলম্বন কর।

বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের যে সকল পুণ্যফল কর্ম্মকাণ্ডে উক্ত আছে, জ্ঞানমার্গাবলম্বী তাহার অধিক ফল লাভ করেন; তাঁহার অবিদ্যা ক্রমশঃ লোপ পায়; এবং অবশেষে তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য সমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে (১) যাগাদি কর্ম্ম দ্বারাও অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায় না, (২) ব্রহ্মজ্ঞানই অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় এবং (৩) ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করাই মুমুক্ষুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। সুতরাং "অতঃ" শব্দের দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, যেহেতু লৌকিক-উপায় সাধ্য এবং যাগাদি কর্ম্ম-নিষ্পাদ্য ঐহিক ও পারলৌকিক ফল অনিত্য এবং কেবল একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই অবিদ্যানাশক হইয়া সমস্ত কষ্ট হইতে মনুষ্যকে মুক্ত করে, অতএব শম দমাদি সাধনযুক্ত হইয়া মনুষ্য ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ।

সূত্রের শেষ কথা "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। "ব্রহ্ম" শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—যথা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ এবং পরমব্রহ্ম। দ্বিতীয় সূত্রে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে। সেখানে ব্রহ্মের যে অর্থ উক্ত হইয়াছে প্রথম সূত্রেও ব্রহ্মের সেই অর্থ বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানার্থক জ্ঞা ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয় করিয়া জিজ্ঞাসা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ "জানিবার ইচ্ছা"। কোন এক বস্তু জানিবার ইচ্ছা হইলে সেই অভিলাষ পূরণের চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার নাম উপায় বিধান বা সাধনা। সাধনার নিমিত্ত ইন্দ্রিয় এবং মনকে একাগ্র করার নাম তপ বা তপস্যা *। তপস্যার ফল, সিদ্ধি বা অভিলাষ-পূরণ। জানিবার ইচ্ছার বা জিজ্ঞাসার পর সাধনা এবং তপস্যা করিলে ফল হয়—জ্ঞান। জ্ঞান দুই প্রকার। অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ। মনে কর "সিংহ" এই কথাটী শুনিয়া সিংহ কি পদার্থ জানিবার ইচ্ছা হইল। সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য কেহ অন্যকে প্রশ্ন করিল, কেহ বা অভিধান দেখিল, কেহ বা পশুশালায় চলিয়া গেল। যাহারা অন্যকে প্রশ্ন করিয়া কিম্বা অভিধান দেখিয়া জানিল তাহারা বুঝিল যে সিংহ এক প্রকার পশু; বল প্রভৃতি তাহার কতকগুলি বিশেষ গুণ অথবা লক্ষণ আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি পশুশালায় গিয়া সিংহ দেখিল সে সিংহের স্বরূপ জ্ঞান পাইল। কেবল গুণ বর্ণনায় অথবা লক্ষণ শুনিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু সিংহ দেখিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান। জ্ঞেয় বস্তুর ভেদে জ্ঞান নানা প্রকার। একটী সিংহ দেখিয়া এক প্রকার জ্ঞান

---

* মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে॥

হয়, অপর একটী সিংহ দেখিয়া এটী সেটী হইতে পৃথক্ সেইরূপ অন্য প্রকার জ্ঞান হয়। আবার সিংহ ব্যাঘ্র হইতে পৃথক্। সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি গো অশ্ব হইতে পৃথক্। পশু সকল অন্য জন্তু সকল হইতে পৃথক্। জন্তু সকল উদ্ভিদ্ হইতে পৃথক্। প্রাণিগণ নির্জীব পদার্থ হইতে পৃথক্। জড় পদার্থ চিৎ পদার্থ হইতে পৃথক্। এই প্রকার জ্ঞেয় বস্তুর পার্থক্যে জ্ঞানের পার্থক্য হইয়া থাকে।

একটী জ্ঞেয় বস্তু অন্য একটী জ্ঞেয় পদার্থ অপেক্ষা যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট সেই প্রথমোক্ত-বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান ও সেই দ্বিতীয়-পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞান হইতে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট।

বৃহ্ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃহ্ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি এবং মন্ প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয়। সুতরাং ব্রহ্ম শব্দের ধাতু ঘটিত অর্থ যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই। এই হেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞান অন্য সমস্ত জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মুণ্ডকোপ-নিষদে কথিত আছে যে, একদা মহাগৃহস্থ শৌনক স্বীয় আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কোন্ বস্তু জানিতে পারিলে সকল বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়"?

উত্তরে অঙ্গিরা ঋষি বলিয়াছিলেন "বেদার্থাভিজ্ঞ পরমার্থদর্শীরা বলিয়া থাকেন যে, লোকের জ্ঞাতব্য দুই প্রকার বিদ্যা আছে। তাহাদের নাম পরা এবং অপরা। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি যত প্রকার শাস্ত্র আছে কেবল সে সমস্ত পাঠ বা কেবল গুরু প্রভৃতির উপদেশ শুনিয়া যে বিদ্যা লাভ হয় তাহা অপরা বিদ্যা। এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং গুরু প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ দ্বারা জগতের সমস্ত দ্রব্য, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তাহাদের ফল, এবং ব্রহ্মের লক্ষণ সমূহ জানা যায়। অতঃপর পরা বিদ্যার বিষয় বলা হইতেছে। এই পরা বিদ্যার দ্বারা জীব সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রহ্ম; ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত। কেবল শাস্ত্রপাঠ ও গুরু প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে জানা

যায় না। তিনি সকলের কারণ, তাঁহার কোন কারণ নাই। দ্রব্য সকলের শুক্লত্ব কৃষ্ণত্ব প্রভৃতি গুণ সমূহ তাঁহাতে নাই। চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় তাঁহার নাই। তবে কি তাঁহার অস্তিত্ব নাই? না তাহা নহে। তিনি নিত্য নির্ব্বিকার এবং অবিনাশী। তাঁহারই সঙ্কল্প প্রভাবে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ নানা ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় তাঁহার না থাকিলেও উক্ত ইন্দ্রিয় সকলের সমস্ত শক্তি তাঁহাতে বিদ্যমান আছে। সমস্ত জগৎ তাঁহার সঙ্কল্প মাত্র এবং তাঁহার অন্তর্গত। একমাত্র বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত পথ অবলম্বন করিলে পরা বিদ্যা লাভ হয় এবং ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। যে সকল সাধকেরা উক্ত পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন তাঁহারা দেখিতে পান যে, ব্রহ্ম বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি সমস্ত পরিবর্ত্তন রহিত, অথচ তাঁহারই সঙ্কল্পদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রকাশিত রহিয়াছে। যেমন মায়াবীর মায়া ভিন্ন ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের সঙ্কল্প ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব নাই। যেমন মায়া প্রসারণ জন্য মায়াবীর বৃদ্ধি ক্ষয় হয় না, সেইরূপ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মের বৃদ্ধি ক্ষয় হয় না। তবে কি ব্রহ্মের সঙ্কল্প ভিন্ন এই জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই? ইহার উত্তর এই যে তাহাই বটে। ব্রহ্মের সঙ্কল্প ভিন্ন বাস্তবিকই এই জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মকে কোন প্রকার উপকরণ গ্রহণ করিতে হয় নাই। তপ দ্বারাই অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ের আলোচনা করিয়াই তিনি সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। সেই তপ হইতে বুদ্ধি মন প্রভৃতি সমস্ত স্রষ্টব্য পদার্থের বীজ স্বরূপা অব্যক্তা প্রকৃতি উৎপন্না হয়। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সম্পন্ন জীবগণ এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাভূত এবং পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ প্রভৃতি ভুবন সকল এবং কর্ম্মের ফল সকলের সৃষ্টি হয়। যতকাল এই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত থাকে ততকাল এই কর্ম্মফল এক প্র ার অবিনাশী। যখন মহাপ্রলয়কালে সৃষ্টির লোপ হয় অথবা যখন

ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সৃষ্টিকে সঙ্কল্পময়ী অতএব পারমার্থিক অস্তিত্ববিহীন বলিয়া জীবের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কেবল তখন কর্ম্মফলের লোপ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জড় হইতেই জড়ের উৎপত্তি হয়। এই জড় জগৎ যদি সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মকেও জড় পদার্থ বলিতে হইবে। তাহার উত্তর এই যে, সেই ব্রহ্ম সমস্ত জগতের জ্ঞাতা অতএব এই সমস্ত জগৎ হইতে তিনি পৃথক্। জগতের সমস্ত পদার্থ এবং তাহাদের গুণাগুণ ও ক্রিয়া সকল তাঁহার জ্ঞানেতেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার তপ ও তাঁহার জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। স্বপ্নকালে যেমন জীবগণের মনই স্বপ্নদৃষ্ট জড় জগৎ সৃষ্টি করে, সেই প্রকারে সেই ব্রহ্ম মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তি সমন্বিত জীবগণকে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দময় ও নানা নামে অভিহিত এই স্থূল জগৎকে এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের বীজস্বরূপা অব্যক্তা প্রকৃতিকে চিন্তা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মের তপ বা আলোচনা ভিন্ন অব্যক্তা প্রকৃতি বা এই জগতের অন্য কোন কারণ বা পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের এই সঙ্কল্প (Design) বা জ্ঞানকেও ব্রহ্ম বা বেদ বলা যায়। সেই বেদ হইতেই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয়। জগতের সহিত তুলনায় এই বেদ নিত্য। সৃষ্টির পর এই বেদই শাস্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অনন্তর অপরা বিদ্যার বিষয় বর্ণনা পূর্ব্বক পরা বিদ্যার অধিকার কিরূপে হইতে পারে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। পদার্থ বিজ্ঞান সাধ্য এবং যাগাদি নিষ্পাদ্য কর্ম্মফল সকল পরীক্ষা করিয়া বেদজ্ঞ ব্যক্তি যখন দেখিতে পান যে, উক্ত কর্ম্মফল সকল অনিত্য এবং কর্ম্মদ্বারা নিত্য সুখলাভ করা অসম্ভব, তখন এই অনিত্য জগতের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভার্থ তিনি যজ্ঞার্থ কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্ব্বক বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও গুরু ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষণ কর্ত্তব্য নহে। আপন বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারিয়াছে কি না তাহা জীব আপনা আপনি বুঝিতে পারে না।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য পরাবিদ্যা লাভার্থ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যের সন্নিধানে যথাবিধি উপস্থিত হইলে আচার্য্য দেখিবেন যে, শিষ্যের ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণরূপে বিজিত এবং অন্তঃকরণ সংসারাসক্তিশূন্য হইয়াছে কি না। যদি শিষ্য বাস্তবিক শান্ত ও দান্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে যে বিদ্যার দ্বারায় সেই অক্ষর ব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে জানা যায় সেই পরাবিদ্যা আচার্য্য শিষ্যকে প্রদান করিবেন।

এক্ষণে সেই পরাবিদ্যার বিষয় উপদেশ দেওয়া হইতেছে। উপনিষদ্ সমূহে উপদিষ্ট মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে উপাসনা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত শর সন্ধান কর। অনন্তর ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তিযুক্ত মন দ্বারা উক্ত ধনুর জ্যা আকর্ষণ করত সেই অক্ষর লক্ষ্য বিদ্ধ কর।

ওঁকার ঐ উপনিষদুপদিষ্ট ধনু, আত্মা শর, এবং ব্রহ্ম সেই অক্ষর লক্ষ্য। শর যেমন লক্ষ্য বস্তুতে বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্য-বস্তুর অংশ হইয়া যায় সেইরূপ যতকাল না "আমিই ব্রহ্ম" এই প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ততকাল ওঁকার মন্ত্র জপ করত অনন্যমনে ও ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ব্রহ্মধ্যান কর্ত্তব্য। এই প্রকারে ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে ভেদজ্ঞান লোপ পায় এবং "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ব্রহ্মই সমস্ত প্রাণীর আত্মা এবং সমস্ত পদার্থের স্বরূপ। অবিদ্যা প্রযুক্ত জীব সকল এই ব্রহ্মকেই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, প্রভৃতি স্থূল পদার্থ এবং মন প্রাণ প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থভাবে দর্শন করে। এই সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বময় সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মকে উপরি উক্ত উপায়ে আপন আত্মাস্বরূপে অপরোক্ষভাবে জানিবার চেষ্টা কর এবং অপরা বিদ্যা পরিত্যাগ কর। এইরূপ সাধনাই মোক্ষের একমাত্র উপায়।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি জীবাত্মা ও ব্রহ্ম স্বাভাবিক ভিন্ন হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে তাহাদের অভেদ জ্ঞান বা "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে।

এই আশঙ্কার পরিহার এই যে, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম পৃথক্ নহে। উভয়ই

এক বস্তু। যে ব্রহ্ম এই সমস্ত জগতের সত্তা, যে ব্রহ্মের জ্ঞানাংশ লইয়া এই সমস্ত জগতের জ্ঞান, যাঁহার জ্ঞানে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত, এই জগৎ যাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে, সেই ব্রহ্মই জীবের হৃদয়াকাশে আনন্দময় আত্মা। ইনিই জীবের অন্নময় স্থূলশরীর এবং ইনিই প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ ভাবে * প্রকাশিত রহেন। শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে যখন বিবেকীরা ইহাঁর আনন্দস্বরূপ ভাব অপরোক্ষরূপে দেখিতে পান তখন

* সর্ব্বোপনিষৎ-সারোপনিষদে এবং তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে জীবের পঞ্চকোষ বিবৃত আছে। অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক্, মাংস ও রক্ত অন্নের কার্য্য; এই ষট্‌কোষময় স্থূল শরীরই অন্নময় কোষ। পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে প্রাণময় কোষ বলে। পঞ্চ প্রাণের বিশেষ বিবরণ পঞ্চম প্রবন্ধে বলা হইবে। কল্পনা, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্তের সমষ্টিকে মনোময় কোষ বলে। মন শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখন বা কেবল মাত্র কল্পনাকেই মন বলা যায়; কখন বা মনোময় কোষই মন নামে অভিহিত হয়; কিন্তু অনেক স্থলেই মন শব্দ দ্বারা কেবল মাত্র চিত্ত বা অন্তরিন্দ্রিয়ই বুঝা যায়। বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ বিষয়ক বিবিধ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। ইহা হইতেই কল্পনা, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার প্রাদুর্ভূত হয়; ইহা সর্ব্বদা বীজভাবে জীবের চিত্তে বর্ত্তমান থাকে; এবং সমাধি ও সুষুপ্তি অবস্থাতেও ইহা বিনষ্ট হয় না। যে জীবের যত প্রকার জ্ঞান থাকে সেই সমস্ত জ্ঞানের সমষ্টিই সেই জীবের বিজ্ঞানময় কোষ। ব্রহ্ম বা আত্মা যখন জীবাত্মা ভাবে লক্ষিত হন তখন তাঁহাকেই আনন্দময় কোষ বলা যায়।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণই মনোময় কোষ, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোষ, এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণের সুখময়ী বৃত্তিই আনন্দময় কোষ। তাঁহার মতে জীবাত্মা পরমাত্মা ও আত্মায় কোন প্রভেদ নাই, তাহাদের মধ্যে কোন একটীকেও কোষ বলা সঙ্গত নহে, এবং তাহাদেরই অপর নাম আনন্দ বা ব্রহ্ম।

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন :—

অন্ন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আনন্দ—এই পঞ্চকোষ দ্বারা আবৃত আত্মা নিজের স্বরূপ ভুলিয়া সংসারে নানাবিধা গতি প্রাপ্ত হন। স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহই অন্নময় কোষ। পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে প্রাণময় কোষ বলে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন নামক অন্তঃকরণের সংশয়াত্মক ভাবকে মনোময় কোষ বলা যায়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি নামক অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক ভাবকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর

তাঁহারা সকল পদার্থের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হন। কার্য্যকারণরূপে প্রতিভাত ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া যখন সাধকের "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তখন সাধকের সমস্ত বাসনাময় অবিদ্যা লোপ হয়। সকল পদার্থের তত্ত্ব বিদিত হওয়ায় আর তাঁহার কোন প্রকার সংশয় থাকে না। এবং যে কর্ম্মফলের কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় সাধক তখন জীবভাবে রহিয়াছেন সেই কর্ম্মফল ভিন্ন তাঁহার অন্য সমস্ত কর্ম্মফল বিনষ্ট হয়। উক্ত প্রবৃত্ত-কর্ম্মফল যতক্ষণ না ভোগদ্বারা ক্ষয় হয় ততক্ষণ তিনি জীবন্মুক্তভাবে থাকেন। অপ্রবৃত্ত-কর্ম্মফল ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হওয়ায় এবং জীবন্মুক্ত অবস্থায় নূতন কর্ম্মফল উৎপন্ন না হওয়ায় প্রবৃত্ত-কর্ম্মফল ভোগদ্বারা ক্ষয় হইবামাত্র তিনি বিদেহমুক্ত হন। ব্রহ্মের সহিত তাঁহার আর কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না। কোন্ প্রকার সাধক পরা বিদ্যার অধিকারী হইয়া এই প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হন এক্ষণে সেই বিষয় বলা হইতেছে।

কেবল মাত্র শাস্ত্রপাঠ অথবা শাস্ত্রার্থ ধারণাশক্তি অথবা গুরূপদেশ দ্বারা "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। ভক্তি এবং উপাসনা দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্ম যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন কেবল সেই সাধকই ব্রহ্মকে আপন আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন এবং কেবল তাঁহার বুদ্ধিতেই আত্ম-তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়। শারীরিক এবং মানসিক বলশূন্য, অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও অশাস্ত্রীয়ভাবে তপস্যাকারী ব্যক্তির বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। যাঁহার শরীর ও মন সুস্থ এবং বলশালী, শাস্ত্রা-লোচনা ও গুরূপদেশ দ্বারা যাঁহার অনাত্ম পদার্থে বৈরাগ্য এবং আত্ম পদার্থে ভক্তি জন্মিয়াছে এবং বেদান্তশাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভার্থ যিনি কায়মনোবাক্যে তপস্যা করেন, কেবল মাত্র

বলে। ইষ্ট দর্শনাদিজনিত সুখবিশিষ্ট সত্ত্বই আনন্দময় কোষ বা কারণ শরীর। উল্লি-খিত পাঁচটী কোষের মধ্যে যখন যেটীর সহিত আত্মার অভেদাত্মক ভ্রম জন্মে তখন আত্মা তৎকোষময় বলিয়া উক্ত হন।

বর্ত্তমান সরল বেদান্তদর্শন গ্রন্থে সর্ব্বোপনিষৎ সারোপনিষদুক্ত অর্থই গৃহীত হইয়াছে।

তাঁহারই "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে এবং কেবল মাত্র তিনিই ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইতে পারেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হন, তাঁহার কুলে অব্রহ্মবিদের জন্ম হয় না। তিনি শোক এবং পাপ অতিক্রম করেন এবং সংসার-বাসনা-রূপ হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন"।

অতএব ব্রহ্মজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ এবং ব্রহ্মই জিজ্ঞাসিতব্য। দ্বিতীয় সূত্রে সেই ব্রহ্মের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

পঞ্চম প্রবন্ধ।

—০()০()০—

দ্বিতীয় সূত্র।

জন্মাদ্যস্য যতঃ।

জন্মাদি অস্য যতঃ, এই তিনটী কথা লইয়া সূত্রটী হইয়াছে। "জন্ম আদিতে যাহার" এইরূপ সমাস করিয়া জন্মাদি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অস্য" শব্দের অর্থ "ইহার"। এবং "যতঃ" শব্দের অর্থ "যাঁহা হইতে"। সমস্ত সূত্রের অর্থ এই যে "যাঁহা হইতে ইহার জন্মাদি হইয়াছে তিনিই ব্রহ্ম।" এক্ষণে দেখা যাউক "জন্মাদি" এবং "অস্য" (ইহার) শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়োপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে ভৃগুবল্লী নামে একটী আখ্যায়িকা আছে। ভৃগুনামা বরুণতনয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া স্বীয় জনক বরুণের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন"। বরুণদেব পুত্রকে কহিলেন "অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্য ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার অর্থাৎ এই সকলকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলে ব্রহ্মকে জানা যায়। এবং ব্রহ্মের লক্ষণ এই যে, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূত তাঁহা হইতে জন্ম-গ্রহণ করে, তাঁহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে তাঁহাতে বিলীন হয়। কেবলমাত্র উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে তপস্যা করিতে হয়। যে সকল পদার্থ পরীক্ষা করিলে ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় তাহা তোমাকে বলিলাম। এবং ব্রহ্মের লক্ষণও তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে তুমি এই লক্ষণ সমূহ দ্বারা তাঁহাকে পরোক্ষরূপে বুঝিয়া তাঁহার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছায় তপস্যা কর। তাহা হইলে তাঁহাকে অপরোক্ষরূপে জানিতে পারিবে"।

তদনন্তর ভৃগুমুনি তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া স্থির করিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূতগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন হইতেছে, অন্নদ্বারা জীবিত আছে, এবং বিনাশকালে অন্নে

বিলীন হয়। কিন্তু এই প্রকার সিদ্ধান্তে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় তিনি পুনরায় পিতার নিকট গিয়া ব্রহ্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বরুণদেব কহিলেন, "এখনও তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। যে পর্য্যন্ত তোমার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হইবে, ততক্ষণ তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হইবে না। একমাত্র তপস্যাই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, অতএব তুমি তপস্যা করিতে থাক"। ভৃগুমুনি পুনরায় তপশ্চরণ পূর্ব্বক প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, যেহেতু প্রাণ হইতে ভূত সকল জন্মগ্রহণ করে, প্রাণ দ্বারা জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালে প্রাণে লয় হয়। কিন্তু তখনও তাঁহার সমস্ত সন্দেহ অপনোদন না হওয়ায় তিনি পুনরায় পিতার নিকট গেলেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বরুণদেব তাঁহাকে পুনরায় তপ করিতে বলিলেন। তিনি পুনরায় তপ করিয়া মনকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, যেহেতু মন হইতে ভূত সকলের জন্ম হয়, মন দ্বারা ভূত সকল জীবিত থাকে, এবং অন্তে ভূত সকল মনেই বিলীন হয়। কিন্তু তখনও নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া তিনি পুনরায় পিতার নিকট গিয়া ব্রহ্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বরুণদেব তখনও তাঁহাকে তপ করিতে বলিলেন। তিনি আবার তপশ্চরণ করিয়া বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন। যেহেতু বিজ্ঞান হইতেই ভূত সকলের জন্ম, বিজ্ঞানে ভূতগণের স্থিতি, এবং বিজ্ঞানে ভূতগণের লয় হয়। কিন্তু তখনও স্বসিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না হওয়ায় পুনরায় পিতার নিকট গেলেন। পিতা আবার বলিলেন, "তুমি এখনও ব্রহ্ম জানিতে পার নাই। এখনও তপ করিতে থাক"। ভৃগুমুনি পুনরায় তপ করিয়া "আনন্দই ব্রহ্ম" ইহা জানিতে পারিলেন। সেই আনন্দ হইতেই ভূত সকলের সৃষ্টি হয়, আনন্দ দ্বারা তাহারা জীবিত থাকে এবং শেষে আনন্দেই তাহারা বিলীন হয়। এইবার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ভৃগুমুনির সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইল। ভৃগু কর্ত্তৃক বিদিতা বরুণপ্রোক্তা এই বিদ্যা অদ্বৈত পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিতা এবং পরিসমাপ্তা।*

* যে প্রকার বিচার দ্বারা ভৃগুমুনি স্বসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা দশম প্রবন্ধে বিবৃত হইবে।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। বেদান্তশাস্ত্র মতে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। জীবের পক্ষে অন্নময় কোষ যেরূপ, ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে স্থূলজগৎ সেইরূপ। জীবের পক্ষে প্রাণময় কোষ যে কার্য্য করে, ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে সমস্ত শক্তির সমষ্টি সেই কার্য্য করে। এই প্রাণময় কোষ ও শক্তির সমষ্টিকে সংক্ষেপে প্রাণ বলা যায়। চিত্ত অহঙ্কার বুদ্ধি ও কল্পনা লইয়া যেরূপ জীবের মনোময় কোষ বা মন হয় সমস্ত জগতের মনোময় কোষের সমষ্টি সেইরূপ হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশিত হন। বিবিধ পদার্থের জ্ঞান যেরূপ জীবের বিজ্ঞানময় কোষ বা বিজ্ঞানরূপে বর্ত্তমান থাকে সমস্ত জীবের বিজ্ঞানের সমষ্টি সেইরূপ হিরণ্যগর্ভের বিজ্ঞান বা হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিতে প্রকাশিত বেদরূপে বর্ত্তমান থাকে। জীবন ভিন্ন যেমন জীব থাকিতে পারে না মুখ্য প্রাণ ভিন্ন সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে না। মৃত্যুর পর জীবের বিজ্ঞান মন প্রাণ ও শরীর যেমন লিঙ্গশরীররূপে অবস্থান করে প্রলয়কালে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ অব্যক্তা প্রকৃতি বা প্রধানরূপে অবস্থান করে। জীবের লিঙ্গশরীর, বিজ্ঞান, মন,প্রাণ স্থূল ও শরীর যেরূপ জীবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত,অব্যক্তা ও ব্যক্তা প্রকৃতি সেইরূপ ঈশ্বর বা জগদ্ধাত্রীতে প্রতিষ্ঠিত। অবিদ্যাধীন জীবাত্মা যেরূপ নির্গুণ আত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হন, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা সেইরূপ নির্গুণ আত্মা হইতে প্রকটিত হন।

উল্লিখিত ভৃগু বরুণ সংবাদ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে অন্ন প্রাণ মন বিজ্ঞান এবং আনন্দ এই কয়েকটী শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা প্রয়োজন। উক্ত শব্দগুলির অর্থ প্রশ্নোপনিষদে বলা আছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য সেই অর্থগুলি এখানে লিখিত হইল। প্রশ্নোপনিষদে অন্ন শব্দের পরিবর্ত্তে রয়ি শব্দের প্রয়োগ আছে এবং ক্ষিতি অপ্ তেজ এই তিন মূর্ত্ত ভূত এবং বায়ু ও আকাশ এই দুই অমূর্ত্ত ভূতকে রয়ি বলা হইয়াছে। সুতরাং অন্ন শব্দের অর্থ পঞ্চ ভূতাত্মক জগৎ। প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদ্ বলিয়াছেন যে আত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়। পুরুষ এবং পুরুষের ছায়ায় যে সম্বন্ধ আত্মা এবং প্রাণের কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। পুরুষ সত্য,

ছায়া মিথ্যা ; সেইরূপ আত্মা সত্য ও চিন্ময়, এবং প্রাণ মায়াময় ও অচিৎ। পুরুষের সত্ত্বা ব্যতিরেকে ছায়ার সত্ত্বা থাকিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার সত্ত্বা ব্যতিরেকে প্রাণের সত্ত্বা থাকিতে পারে না। এই প্রাণে বিজ্ঞান মন ও সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের বীজ সকল নিহিত থাকে। এই প্রাণ সমস্ত অচেতন শক্তির বীজ বা মূল অচেতনশক্তি। ইহা মুখ্য প্রাণরূপে ঈশ্বরে এবং জীবনরূপে জীবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত আছে। জীবের সঙ্কল্পেচ্ছাদি নিষ্পন্ন কর্ম্মফল দ্বারা মুখ্য প্রাণই জীবনরূপে প্রাণিগণের শরীরে আগমন করে। সম্রাট্ যেমন আপনার ক্ষমতা বিভাগ করত স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে আপন প্রতিনিধিভাবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করেন মুখ্য প্রাণও সেইরূপে অপান, প্রাণ, সমান, ব্যান ও উদান এই পঞ্চভাগে আপনাকে বিভক্ত করত তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিয়োগ করেন। পায়ু (মলদ্বার) উপস্থ (মূত্রদ্বার) নাসিকা, মুখ প্রভৃতি দ্বার দিয়া মল মূত্র প্রশ্বাস নিষ্ঠীবন প্রভৃতির নিঃসরণ অপান বায়ুর কার্য্য। অপান বায়ু প্রধানতঃ পায়ু এবং উপস্থে অবস্থান করে। চক্ষু, শ্রোত্র, মুখ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ প্রভৃতি দ্বার দিয়া আলোক, শব্দ, আহার, রস, নিশ্বাস, স্পর্শ প্রভৃতির প্রবেশ প্রাণবায়ুর কার্য্য। প্রাণবায়ু প্রধানতঃ চক্ষু শ্রোত্র মুখ ও নাসিকাতে অবস্থান করে। প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুর মধ্যদেশে সমান বায়ুর স্থান। সমান বায়ু প্রধানতঃ নাভিদেশে অবস্থান করে। প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক যে সমস্ত পদার্থ শরীরমধ্যে আনীত হয় তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন ও বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাহাদের সারাংশ গ্রহণ করত সমান বায়ু ঐ সারাংশ যথাস্থানে প্রয়োগ করে এবং অসার অংশ বিসর্জ্জনের জন্য অপান বায়ুকে অর্পণ করে। ঐ সারাংশ সকল প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি আপন আপন কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়। যে মুখ্যপ্রাণ জগতের প্রতিষ্ঠা তাহাই জীবশরীরে হৃদয়দেশে জীবনরূপে অবস্থান করে। এই হৃদয়ে একাধিক শত নাড়ী আছে। ইহাদের প্রত্যেক নাড়ীর সহিত এক একশত শাখানাড়ীর যোগ আছে। এবং প্রত্যেক শাখানাড়ী দ্বিসপ্ততিসহস্র (৭২,০০০) প্রতিশাখা নাড়ীর সহিত সংযুক্ত আছে। এই সমস্ত

নাড়ী শাখানাড়ী ও প্রতিশাখানাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করত জীবকে আকুঞ্চন, প্রসারণ, লম্ফন, ঝম্ফন, গ্রহণ, নিক্ষেপণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে সক্ষম করে। পূর্ব্বোক্ত একাধিক শত নাড়ীর মধ্যে কোন একটী দিয়া উদান বায়ু মৃত্যুকালে জীবকে এক স্থূল শরীর হইতে অন্য স্থূল শরীরে লইয়া যায়। অন্যান্য প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ন্যায় উদানবায়ুর এই ক্রিয়াও প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। জীবের আপন কর্ম্মফল দ্বারাই জীবের গন্তব্য স্থল স্থির হয়। যদি জীব পুণ্যকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মৃত্যুর পর উদানবায়ু তাঁহাকে দেবলোকাদি উত্তম স্থানে লইয়া যায়। আর যদি জীব পাপকর্ম্ম করিয়া থাকে তাহা হইলে মৃত্যুর পর উদানবায়ু তাহাকে তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতি নরকলোকে লইয়া যায়। এবং যদি জীব পাপ পুণ্য উভয় কর্ম্মই করিয়া থাকে তাহা হইলে মৃত্যুর পর উদান বায়ু কর্ত্তৃক সে মনুষ্যলোকই পুনঃ প্রাপ্ত হয়। * জীবশরীরস্থ প্রাণবায়ু, অপানবায়ু, সমান বায়ু, ব্যানবায়ু ও উদান বায়ুর সমষ্টিকে প্রাণময় কোষ বা সংক্ষেপে প্রাণ বলা যায়। মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ জীবের শরীরের মধ্যে প্রাণবায়ুরূপে অবস্থিত সেইরূপ অংশই বাহ্য জগতে জগৎ প্রকাশক আদিত্যরূপে (Sun) বর্ত্তমান। আদিত্যই প্রাণবায়ুকে আপন কার্য্য করিতে সমর্থ করে, এবং প্রাণবায়ু না থাকিলে জীব বাহ্য জগৎ অনুভব করিতে পারিত না। এইরূপে মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ জীবশরীরের অভ্যন্তরে অপানবায়ুরূপে অবস্থিত সেইরূপ অংশই মাধ্যাকর্ষণ বিশিষ্ট স্থূল জগৎ ও পৃথিবীরূপে (matter) বাহ্য জগতে বর্ত্তমান। ইহারা পরস্পরকে আপন আপন কার্য্য করিতে সক্ষম করে। যদি পৃথিবী ও বাহ্য জগতের অন্যান্য স্থূল পদার্থ জীবের শরীরস্থ পার্থিব পদার্থকে আকর্ষণ না করিত তাহা হইলে জীবের শরীরস্থ অপানবায়ু আপন কার্য্য করিতে পারিত না; এবং জীবের শরীরে যদি অপানবায়ু না থাকিত তাহা হইলে

* যোগিপুরুষেরা যোগবলে উদানবায়ুকে জয় করিয়া জীবদ্দশাতেই ঐ বায়ুর প্রভাবে আপন ইচ্ছামত সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে।

জীবশরীরের উপর বাহ্য জগতের কোন প্রকার আকর্ষণ শক্তি কার্য্য করিত না। মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ জীব শরীরের মধ্যে সমান বায়ুরূপে অবস্থিত, মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই বাহ্য জগতে আকাশরূপে (Space and ether) প্রতিষ্ঠিত। ইহারা পরস্পরকে আপন আপন কার্য্য করিতে সক্ষম করে। সমান বায়ুর ন্যায় আকাশ কোন দ্রব্য আনয়নও করে না এবং কোন দ্রব্য পরিত্যাগও করে না। শরীরের অভ্যন্তরে সমান বায়ু যে প্রকার প্রাণ ও অপানবায়ুর কার্য্য সম্পাদন করে বাহ্য জগতেও আকাশ সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও স্থূল পদার্থকে আপন আপন কার্য্য করিতে সক্ষম করে। শরীরের অভ্যন্তরে মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ ব্যানবায়ুরূপে অবস্থিত মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই বাহ্য জগতে বায়ু বা ব্যক্তশক্তিরূপে (Force) বর্ত্তমান। বায়ুই স্থিতিস্থাপকতা, বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে। জীব শরীরে মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ উদান বায়ুরূপে অবস্থিত মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই বাহ্য জগতে তেজ বা অব্যক্ত শক্তিরূপে (energy) বর্ত্তমান। এক শরীরের মৃত্যু হইলেও উদান বায়ু যেমন জীবকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া অপর শরীরে লইয়া যায় সেইরূপ তেজও কোন পদার্থকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া কোন পদার্থের একভাব বিনষ্ট হইলে ইহাকে অপর ভাবে রাখিয়া দেয়। যখন জীব ক্ষীণায়ু হইয়া মুমুর্ষু দশা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-শক্তি ও মন ও বুদ্ধি উপশান্ত হয় এবং তাহার আপন কর্ম্মফলবশতঃ যে লোকে যাওয়া উচিত সেই লোকের জ্ঞান তখন তাহার চিত্তে কল্পনাভাবে প্রকাশিত হয়। অনন্তর জীবের উক্ত কল্পনাজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সকল ও মনোময় কোষ ও বিজ্ঞান সমস্তই লিঙ্গশরীররূপে পরিণত হয়। তখন উদান বায়ু উক্ত লিঙ্গ শরীরকে যথাসঙ্কল্পিত লোকে লইয়া যায়। মন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন হে গার্গ! সূর্য্যের কিরণজাল যেমন সূর্য্যাস্ত কালে সূর্য্যের সহিত বিলীন হয় এবং সূর্য্যোদয় কালে যেমন পুনরায় সূর্য্যের সহিত প্রকাশিত হয় সেইরূপ সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি অহঙ্কার ও কল্পনারূপ চিত্তবৃত্তি সকল মন বা চিত্তে বিলীন হয় এবং মন তখন বৃত্তিশূন্য

ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু সুষুপ্তাবস্থাতেও জীবের বিবিধ জ্ঞান সকল একেবারে লোপ পায় না। তাহারা সর্ব্বদাই অব্যক্ত বীজভাবে মনে বর্ত্তমান থাকে এবং জাগরণ ও স্বপ্নকালে ঐ সমস্ত জ্ঞান হইতেই জীবের বুদ্ধি অহঙ্কার ও কল্পনা প্রাদুর্ভূত হয়। জীবের বিবিধ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা যায়। সর্ব্বেন্দ্রিয়াধ্যক্ষ মন সুষুপ্তিকালে বৃত্তিশূন্য ভাবে থাকে বলিয়া সুষুপ্তাবস্থায় জীব কোন শব্দ শুনে না, কোন বস্তু দেখে না, কোন গন্ধ আঘ্রাণ করে না, কোন বাক্য বলে না, কোন দ্রব্য হস্তাদি দ্বারা গ্রহণ করে না, কোন প্রকার বৈষয়িক আনন্দ ভোগ করে না, আপন ইচ্ছামত কোন পদার্থ পরিত্যাগ করে না এবং পদাদি দ্বারা বিচরণ করে না। এই জন্য লোকে বলিয়া থাকে যে জীব সুষুপ্তিকালে আপন আত্মাতে বিলীন থাকে। নিদ্রাকালে যখন সুষুপ্তি না থাকে তখন জীব স্বপ্নে নানা প্রকার মনঃকল্পিত পদার্থ দর্শন করে। এই মনঃকল্পিত পদার্থ সকল জীবের বিবিধ জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। জীবের জ্ঞানপথে কখন আসে নাই এমন কোন পদার্থ স্বপ্নে কল্পিত হয় না। অপূর্ব্বদৃষ্ট কোন কোন পদার্থ কখন কখন স্বপ্নে কল্পিত হয় বটে, কিন্তু যে সকল পদার্থের মিশ্রণে উক্ত পদার্থ কল্পিত হয় তাহাদের প্রত্যেকটীই পূর্ব্বে কখন না কখন জীবের জ্ঞানপথে কোন না কোন প্রকারে অবশ্য আগত হইয়া থাকিবেই থাকিবে। জাগ্রৎকালে চক্ষু যে সকল পদার্থ দর্শন করে স্বপ্নকালে মন সেই সকল পদার্থ বা তাহাদের মধ্যে এক বা অধিক পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্য পদার্থ দর্শন করে। জাগ্রৎকালে কর্ণ যে শব্দ শ্রবণ করে স্বপ্নকালে মন সেই সকল শব্দ বা তাহাদের মধ্যে এক বা অধিক শব্দ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্য শব্দ শ্রবণ করে। কোনও কালে বা কোনও স্থলে মন যে কোন পদার্থ অনুভব করে সেই পদার্থ বা সেই সময়ে বা অন্য সময়ে অনুভূত অন্য পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন বা তাহাদের মধ্যে একাধিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্য পদার্থ সকল মন স্বপ্নকালে আপনার মধ্যে কল্পনা করত আপনিই জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞাতা ভাবে প্রকাশিত হয়। আনন্দ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন :—

সুষুপ্তি বা সমাধি দ্বারা যখন মন সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয় সেই সময় মন কোন প্রকার স্বপ্ন দেখে না। তখন জীবের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বীজভাবে বিলীন হওয়ায় কেবল একমাত্র স্বপ্রকাশ আনন্দ আত্মা জীবকর্ত্তৃক অনুভূত হন এবং জীব প্রতিবন্ধশূন্য পূর্ণানন্দ ভোগ করেন।

পক্ষিসকল বাসার্থ যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করে সেইরূপ পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম) ও তাহাদের আপন আপন বিশেষ গুণ সকল (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (ঘ্রাণ, আস্বাদন, দর্শন, স্পর্শন এবং শ্রবণ শক্তি সকল) ও তাহাদের বিষয় (ঘ্রাতব্য, রসয়িতব্য, দ্রষ্টব্য, স্পর্শয়িতব্য, এবং শ্রোতব্য পদার্থ সকল) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ) ও তাহাদের বিষয় (বক্তব্য, আদাতব্য, গন্তব্য, বিসর্জ্জয়িতব্য এবং আনন্দয়িতব্য পদার্থ সকল) চিত্ত (অন্তঃকরণ বা মননেন্দ্রিয়) ও চিত্তের তিন প্রকার বৃত্তি (মন বা কল্পনা, বুদ্ধি বা জ্ঞানগম্য পদার্থ সকলের নিশ্চয়াত্মক বোধ এবং অহঙ্কার বা আমি একজন পৃথক সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নিশ্চয়াত্মক বোধ) ও চিত্ত এবং চিত্তবৃত্তিসমূহের বিষয় (চেতয়িতব্য, মন্তব্য, বোদ্ধব্য এবং অহঙ্কর্ত্তব্য পদার্থ সকল) বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিতব্য পদার্থ সকল ও প্রাণ এবং শক্তিদ্বারা ধারয়িতব্য পদার্থ সকল—এই সমস্তই ঈশ্বর বা পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ঈশ্বর বা পরমাত্মাই দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা জীবভাবে প্রকাশিত হন। এই পরমাত্মা সেই অক্ষর আনন্দ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। হে সৌম্য, যে সাধক সেই তমোরহিত, নাম রূপ শরীর মন বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত, অক্ষর, সচ্চিদানন্দ আত্মাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন তিনি সেই অক্ষর সচ্চিদানন্দ আত্মাকে আপন আত্মা বলিয়া দেখিতে পান। তখন সাধক ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব হন।

উপরে তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ হইতে ভৃগুবল্লীর যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, (১) শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ, মন এবং বাক্য ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার স্বরূপ; (২) "যাঁহা হইতে এই ভূতগণ জন্মগ্রহণ করে,

যাঁহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম” এই শ্রুতিবাক্যটী ব্রহ্মের লক্ষণ-বাচক; এবং (৩) ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ভৃগুমুনি তপ করিয়া “আনন্দই ব্রহ্ম” ইহা জানিতে পারিলেন; সেই আনন্দ হইতেই ভূত সকলের সৃষ্টি হয়, আনন্দ দ্বারা তাহারা জীবিত থাকে এবং অন্তকালে আনন্দেই তাহারা লয়প্রাপ্ত হয়—এই শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয় বাক্য। উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রথম সূত্রোক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা) ও দ্বিতীয় সূত্রোক্ত জন্মাদি (জন্ম প্রভৃতি) ও যতঃ (যাঁহা হইতে) এই কথাগুলি ব্রহ্মের লক্ষণবাচক শ্রুতিবাক্যটীর অন্তর্ভূত। বাস্তবিক উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি অবলম্বন করিয়াই এই দুইটী সূত্র উপনিবদ্ধ হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ খণ্ডেও ব্রহ্মের লক্ষণ-বাচক এইপ্রকার শ্রুতি আছে। “এই সমস্তই ব্রহ্ম; যেহেতু এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে, ব্রহ্মে লয় পাইবে, এবং ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছে।” ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় বাক্যও অন্যান্য শ্রুতিতেও আছে। ঐতরেয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—“চিৎ বা প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।” কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—“সেই ব্রহ্মকে কেহ বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে না, চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, অন্য কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না এবং মনেও কেহ তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না। তিনি আছেন অর্থাৎ তিনি সৎ এই জ্ঞান ব্যতিরেকে তাঁহাকে উপলব্ধ করিবার আর কি উপায় হইতে পারে?” এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাই স্থির হয় যে, সচ্চিদানন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ; এবং সমস্ত জগৎ তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়, তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় ইহা তাঁহার লক্ষণ। স্মৃতিতেও এই প্রকার বাক্য দেখা যায়। ৺ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—“আমা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয় এবং আমাতেই ইহা লয় পাইয়া থাকে। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নাই। যেমন সূত্রে মণি সকল গাঁথা থাকে সেই প্রকার এই সমস্ত জগৎ আমাতে প্রতিষ্ঠিত।” বিষ্ণুপুরাণে আছে—“যিনি এই

জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের মূল কারণ, যিনি এই জগদ্রূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে প্রণাম করি।"

এই সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য পর্য্যালোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় সূত্রোক্ত "জন্মাদি" শব্দের অর্থ জন্ম স্থিতি এবং নাশ, এবং "অস্য" শব্দের অর্থ এই সমস্ত জগতের, এবং সমুদায় সূত্রের অর্থ এই যে যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহাতে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাঁহাতে এই জগৎ লয় পাইয়া থাকে সেই সৎ চিৎ আনন্দই ব্রহ্ম।

—০()০()০—

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

তৃতীয় সূত্র।

এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই স্থত্রের অর্থ করিবার জন্য এত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি? বস্তু মাত্রেরই একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। বস্তুর ধর্ম্মই এই যে তাহা জন্মায়, কিছুকাল থাকে ও পরে বিনাশ পায়। এই বাহ্য ও অন্তর্জগৎ যেরূপ সুনিয়মে চালিত হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ এবং অবিনাশী। তাঁহার কোন প্রকার দুঃখ থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং তিনি অবশ্য আনন্দময়। অতএব ভগবান্ সূত্রকার এই সমস্ত বস্তু-ধর্ম্ম ও বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ পরিচালনার নিয়মাবলী দেখিয়াই অনুমানমূলে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ "যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও নাশ হয় তিনিই ব্রহ্ম" এই স্থত্র করিয়াছেন। সুতরাং অনুমানই উক্ত স্থত্রের মূল, শাস্ত্র নহে। এই রূপ পূর্ব্ব পক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ সূত্রকার তৃতীয় স্থত্রে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। সেই স্থত্র এই—

তৃতীয় সূত্র। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥

শাস্ত্র (অর্থাৎ বেদ বেদান্ত) যোনি (অর্থাৎ কারণ অর্থাৎ প্রমাণ) যাঁহার তিনি শাস্ত্রযোনি। শাস্ত্রযোনির ভাব, শাস্ত্রযোনিত্ব। হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তিতে শাস্ত্রযোনিত্বাৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। স্থত্রের অর্থ এই যে, শাস্ত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই স্থত্র দ্বারা ব্রহ্মকে এই নিখিল জগতের মূল কারণ সৎ চিৎ আনন্দ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

বেদান্ত দর্শন অনুমানমূলক নহে। এবং স্থত্রকার বেদান্তস্থত্র দ্বারা কোন নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন নাই। এবং এই ধর্ম্ম পূর্ব্বে ছিল কিন্তু

অজ্ঞাত ছিল এমন কথাও তিনি বলেন নাই। তাঁহার মত এই যে এই ধর্ম্ম সনাতন। বেদ বেদান্তে চিরকালই এই ধর্ম্ম প্রকটিত আছে। তবে সমগ্র শাস্ত্র আয়ত্ত করা অতি দুরূহ ব্যাপার, সেই জন্য লোকে যাহাতে সহজে সমগ্র শাস্ত্র স্মৃতিপথে রাখিতে পারে তজ্জন্য সূত্রগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। বাস্তবিক শাস্ত্রের বাক্য সকল উদাহৃত হইয়াই বেদান্তসূত্র সমূহে বিচারিত হইয়াছে। এই সকল সূত্রের সাহায্যে বেদান্ত বাক্য সকল পুনঃ পুনঃ বিচার করত শাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিলে ব্রহ্মাবগতি হয়। কেবলমাত্র তর্ক বা অনুমান দ্বারা ব্রহ্মাবগতি হয় না।

ইন্দ্রিয় পথে সর্ব্বদা বর্ত্তমান পদার্থ সমূহের জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত জীবের যত প্রকার জ্ঞান হইতে পারে সে সমস্তই প্রমাণ সাপেক্ষ। ন্যায় দর্শন মতে প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, শব্দ, অনুমান এবং উপমান। কিন্তু অনেকে উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না এবং সাংখ্য ও যোগ দর্শনেও উপমান স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই। উপমান সাদৃশ্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। গবয় নামক আরণ্য জন্তু দেখিতে গোরুর মত এই কথা অরণ্যচারিগণের মুখে শুনিয়া অরণ্যে গমন পূর্ব্বক গো সদৃশ জন্তু দর্শন করিলে "উক্ত জন্তুই গবয়" এইরূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানকে উপমান প্রমাণ জনিত বলা যায়। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই জ্ঞান যথার্থও হইতে পারে, ভ্রান্তও হইতে পারে এবং উপমান প্রমাণ অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্গত। সুতরাং উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করাই সঙ্গত। অপর তিনটী প্রমাণ সহজে বুঝাইবার জন্য একটী আধুনিক দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। আমেরিকা খণ্ডের আবিষ্কারক কলম্বস নামক নাবিক নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার দৃষ্ট সমস্ত জলরাশিরই উভয় প্রান্তে ভূভাগ বর্ত্তমান থাকে। আটলাণ্টিক মহাসাগরও একটী জলরাশি ও উহার এক দিকে স্থল বর্ত্তমান। সুতরাং কলম্বস অনুমান করিলেন যে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারেও অবশ্যই ভূখণ্ড থাকিবে। আমে-

রিকা খণ্ডের আবিষ্কারের পূর্ব্বে অনুমান মূলে আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কলম্বসের যে পরোক্ষ জ্ঞান হইয়াছিল সেই জ্ঞানের প্রমাণ অনুমান। অনুমান প্রমাণের পাঁচটী অবয়ব থাকে যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। (১) আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার্শ্বে ভূখণ্ড আছে এইটী প্রতিজ্ঞা, (২) যেহেতু আটলাণ্টিক মহাসাগর একটী জলরাশি, যাহার এক প্রান্তে ভূখণ্ড বর্ত্তমান আছে এইটী হেতু, (৩) যে জলরাশির এক প্রান্তে ভূখণ্ড বর্ত্তমান আছে তাহার অপর পার্শ্বে অবশ্যই ভূমি আছে, যথা ভূমধ্যস্থ সাগর, এইটী উদাহরণ, (৪) আটলাণ্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যস্থ সাগরের ন্যায় একটী জলরাশি, যাহার এক পার্শ্বে ভূখণ্ড বর্ত্তমান আছে এইটী উপনয়, (৫) অতএব আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার্শ্বে ভূমি আছে এইটী নিগমন। এই অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভর পূর্ব্বক কলম্বস অর্ণবযানে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার্শ্বে ভূভাগ অন্বেষণে যাত্রা করিয়া আমেরিকা খণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমেরিকা দর্শনের পর আমেরিকার অস্তিত্বের বিষয়ে কলম্বসের যে জ্ঞান হইয়াছিল সেই জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান এবং তাহার প্রমাণের নাম প্রত্যক্ষ। কলম্বস এবং অপর যাঁহারা আমেরিকা খণ্ড দর্শন করিয়াছেন আমেরিকার অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহাদের সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়াছে। যাঁহারা আমেরিকা সন্দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন সেই বাক্য বা গ্রন্থ হইতে আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে, যে পরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহাকে শব্দপ্রমাণজনিত জ্ঞান বলা যায়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শাব্দ জ্ঞান প্রত্যক্ষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এবং অনুমানজনিত জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট *। বেদান্ত দর্শন মতেও প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

* যে জলরাশির এক পার্শ্বে ভূখণ্ড বর্ত্তমান আছে তাহার অপর পার্শ্বে অবশ্যই ভূমি খণ্ড আছে এইরূপ জ্ঞানকে ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে। ভূয়োদর্শন বা ভূয়োদর্শকের উপদেশ হইতে এইরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই ব্যাপ্তি জ্ঞান সমস্ত অনুমানজনিত জ্ঞানের প্রধান অবলম্বন। আটলাণ্টিক মহাসাগর একটী জলরাশি যাহার এক পার্শ্বে ভূখণ্ড

যতক্ষণ না অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ততক্ষণ বেদান্ত দর্শন মতে পরাবিদ্যা হয় না। এই অপরোক্ষ জ্ঞান কি উপায়ে লাভ করা যায় এবং এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইলে কি ফল হয় সমগ্র বেদান্ত দর্শনে তাহারই উপদেশ আছে। যাঁহারা এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্য-গুলিই এই উপদেশ সমূহের প্রধান প্রমাণ। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণের মুখনিঃসৃত বাক্য সকলই শাস্ত্র। সুতরাং বেদান্তদর্শনমতে অনুমান অপেক্ষা শাস্ত্রপ্রমাণই সমধিক আদৃত এবং গ্রাহ্য। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় এবং অবিদ্যাগ্রস্ত মন দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়া ব্রহ্মকে অপরোক্ষ জ্ঞানের অতীত বলা যায় না। কেন না ঋষিগণ তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে দেখিয়াছেন এবং তাঁহারাই তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলিয়াছেন ব্রহ্মবাক্যও মনের অগোচর বটেন কিন্তু শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিলে তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। তিনি পূর্ণানন্দ। তাঁহাকে অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারিলে জীব সর্ব্ব প্রকার ভয় হইতে মুক্ত হয়।

বর্ত্তমান আছে এইরূপ জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বলে। ব্যাপ্তি জ্ঞান এবং লিঙ্গপরামর্শ অভ্রান্ত হইলে তবে অনুমান অভ্রান্ত হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান অথবা লিঙ্গ পরামর্শ এই উভয়ের মধ্যে কোন একটীতে ভ্রম থাকিলে অনুমানেও ভ্রম থাকিয়া যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। শাব্দ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং অনুমান জ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং শাব্দ এই উভয় জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা শাব্দ জ্ঞানে ভ্রমের সম্ভাবনা অধিক; এবং অনুমান জনিত জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভ্রম থাকার সম্ভাবনা।

সপ্তম প্রবন্ধ

—:*:*:*:—

বেদান্তশাস্ত্রে তর্কের আবশ্যকতা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে বেদান্ত স্থত্রগণের সাহায্যে শ্রুতিবাক্য সকল পুনঃ পুনঃ বিচার করিলে, ও শ্রুতি বাক্যোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিলে, ব্রহ্মাবগতি হয়। কেবল মাত্র তর্ক বা অনুমান দ্বারা হয় না। বেদান্তদর্শনে তর্ক বা অনুমানের আবশ্যকতা নাই এরূপ প্রতিপন্ন করা উল্লিখিত উক্তির উদ্দেশ্য নহে। বিচার করিতে গেলেই তর্কের প্রয়োজন। তবে তর্ক দুই প্রকার। ১ম শুষ্ক তর্ক, তাহার উদ্দেশ্য যে, সকল প্রকার সিদ্ধান্তেই কোন না কোন দোষ দেখাইয়া তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিব; নিজে কোন সিদ্ধান্তে যাইব না। এবং ২য় ফলশিরস্ক তর্ক। অর্থাৎ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছায় বিচার করিব এবং ঐ প্রকার বিচার দ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে অবিচাল্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইব। এই ২য় প্রকার অর্থাৎ ফলশিরস্ক তর্কের সাহায্য গ্রহণ শ্রুতিতেই বিহিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি স্বীয় ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন "হে মৈত্রেয়ী! স্ত্রী পুত্র পরিবার বান্ধব প্রভৃতির স্বার্থের জন্য তাহারা সকলে প্রিয় নহে, আত্মার প্রয়োজনের জন্যই স্ত্রী পুত্র পরিবার বান্ধব প্রভৃতি সকলে প্রিয় হইয়া থাকে। অতএব আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। সুতরাং আত্মজ্ঞানই মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিকে সমস্ত অনাত্ম পদার্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োগ করিবে, ভগবদ্‌ভক্তগণের এবং গুরুর নিকটে ভক্তিভাবে আত্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ করিবে; শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আপন হৃদয়ে প্রোথিত করিবে এবং আত্মার ধ্যান করিবে। অনাত্ম পদার্থ হইতে উপরতি এবং আত্মায় প্রেম, আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, অনুকূল

যুক্তিসহ আত্মতত্ত্ববিচার এবং আত্মধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ আত্মতত্ত্ব অপরোক্ষভাবে বিদিত হয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলে এই সমস্ত জগৎ বিদিত হয়। সুতরাং ভক্তিপূর্ব্বক অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বিচার আত্মজ্ঞান সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডে ভগবান উদ্দালক আরুণিঋষি আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন "হে সৌম্য! তস্করেরা কোন ব্যক্তির চক্ষু ও হস্ত বদ্ধ করিয়া তাহাকে গান্ধারদেশ হইতে আনিয়া বিজন অরণ্যে বদ্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে সেই ব্যক্তি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া চোরেরা আমাকে বদ্ধ করিয়া আনিয়া বদ্ধাবস্থায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এই বলিয়া যেমন ইতস্ততঃ চীৎকার করিয়া বেড়ায় এবং আপন গন্তব্য পথ ঠিক করিতে পারে না, পরে ঈশ্বরেচ্ছায় কোন দয়াশীল ব্যক্তির সম্মুখে পড়িলে সেই দয়াশীল ব্যক্তি যেমন তাহার বন্ধন মোচন করত তাহাকে বলেন এই দিকে গান্ধারদেশ, তুমি এই দিকে যাও; এবং সেই বন্ধনমুক্ত ব্যক্তি যেমন কোন্ গ্রামের পর কোন্ গ্রাম এই প্রকার প্রশ্ন পূর্ব্বক উপদেশ পাইয়া উপদেশ অনুসারে আপন বুদ্ধিবলে স্বীয় গন্তব্য পথ অবধারণ করত গান্ধারদেশ পুনঃ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব পাপপুণ্য কর্ম্ম-ফল দ্বারা মায়াচ্ছন্ন হইয়া সৎচিৎআনন্দময় আপন আত্মাকে ভুলিয়া অবিদ্যা বশতঃ জড়দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কারকে আপন আত্মা মনে করিয়া সংসারারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভার্য্যা পুত্র পশু বন্ধু প্রভৃতি দৃষ্টাদৃষ্ট অনেক বিষয়ে তৃষ্ণারূপ পাশদ্বারা বদ্ধ হয় এবং আমি অমুকের পুত্র বা কন্যা, আমি অমুকের স্বামী বা স্ত্রী, আমি অমুকের পিতা বা মাতা, ইহাঁরা আমার বান্ধব, আমি দুঃখী, আমি সুখী, আমি মূঢ়, আমি পণ্ডিত, আমি ধার্ম্মিক, আমি বুদ্ধিমান্, আমি জাত, আমি মৃত, আমি জীর্ণ, আমি পাপী, আমার পুত্র মরিয়াছে, আমার ধন নষ্ট হইয়াছে, আমি হত হই-লাম, আমি কিরূপে জীবিত থাকিব, আমার কি উপায় হইবে, কে আমাকে ত্রাণ করিবে, এইরূপ শত সহস্র অনর্থ ভাবনায় কষ্টবোধ করে। পরে পুণ্যফলে ঈশ্বরানুগ্রহে পরম কারুণিক ব্রহ্মাত্মবিৎ কোন সদ্‌গুরু

পাইয়া তাঁহার উপদেশে সংসারারণ্যের দোষ সকল দেখিতে পাইয়া তাঁহার উপদেশে সংসারাসক্তি হইতে বিমুক্ত হয়, এবং সেই নিত্যশুদ্ধ মুক্ত সৎচিৎ আনন্দের তত্ত্ব পরোক্ষভাবে শুনিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া তিনি কে, কোথায় থাকেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইব ইত্যাদি জানিবার ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গুরুকে ভক্তি এবং গুরুর উপদেশের উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক শাস্ত্রবাক্য সকল বিচার করত দেখিতে পায় যে, এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত হইতে আমি পৃথক্, সৎচিৎ আনন্দ ভিন্ন আমার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ অন্য কিছুই হইতে পারে না, এবং এই কৃৎস্ন জগতের আত্মাও সেই সৎচিৎ আনন্দ। অনন্তর শাস্ত্রোপদিষ্ট ধ্যানদ্বারা জীব দেখিতে পায় যে তাহার আপন আত্মা এবং জগতের আত্মা এক ও অভিন্ন। এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই অপরোক্ষানুভূতি বলে। সেই সৎচিৎ আনন্দস্বরূপ আত্মা যখন এই সমস্ত জগতের আত্মারূপে প্রকাশিত হন তখন তিনি এই সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও ঈশ্বর এবং পরমাত্মা (১) বলিয়া অভিহিত হন এবং সেই সৎ চিৎ আনন্দ যখন জীবগণের আত্মা বলিয়া প্রতিভাত হন তখন তিনি এই জগতের অধীন জীবাত্মা (২) বলিয়া খ্যাত

(১) ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

হিরণ্যগর্ভ হইতে অতি সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মের একটি সামান্য অংশমাত্র। চিন্ময় অমৃত পরমাত্মাই ব্রহ্মের স্বরূপ ভাব।

৺ গীতা বলিয়াছেন—

আমি একাংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করত অবস্থিত আছি।

(২) কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

জীবাত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে অশ্ব পরিচালন রজ্জু বলিয়া জান। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়,) উক্ত রথের অশ্ব, এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় (অর্থাৎ রূপ, রস.গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) উক্ত অশ্বগণের বিচরণের পথ, এবং ইন্দ্রিয় মন যুক্ত আত্মাই এই সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। যে রথীর সারথি সুদক্ষ এবং অশ্ব সকল সম্যক্ বশীভূত সেই রথী যেমন অনায়াসে পথ অতিক্রম করত অভিলষিত স্থানে গমন করিতে পারে তপস্যা ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা যে সাধকের বুদ্ধি নির্ম্মল হয় এবং

হন। সেই আত্মা নিত্য ও অবিনশ্বর। এই জগৎ তাঁহা কর্তৃক সৃষ্ট স্থাপিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই জগৎ পূর্ব্বেও ছিল না পরেও থাকিবে না কেবল এখন জীবের স্বপ্নের মত ঈশ্বরের মায়াদ্বারা উদ্ভাসিত রহিয়াছে। যখন এই মায়িক জগতের বিষয় কিছুমাত্র মনে না করিয়া কেবল মাত্র সেই আত্মাকে মনে করা যায় তখন তিনি মায়াতীত নির্গুণ আত্মা। যখন তিনি এই জগতের প্রতিযোগিরূপে অভিহিত হন তখন তিনি মায়াধ্যক্ষ পরমাত্মা। এবং যখন তিনি জীব শরীরের প্রতিযোগিরূপে উক্ত হন তখন তিনি মায়াধীন জীবাত্মা। বাস্তবিক আত্মা এক ভিন্ন অনেক নহেন। যখন ঈশ্বরানুগ্রহে কোন মনুষ্যের এই জ্ঞান দৃঢ় হয় এবং সেই মনুষ্য আপনাকে সেই নির্গুণ আত্মা ভিন্ন অন্যরূপে না দেখেন তখনই সেই মনুষ্য আপনাকে নিত্য শুদ্ধমুক্ত সৎ চিৎ আনন্দ বলিয়া দেখিতে পান, ও পুর্ব্ব কথিত ব্যক্তির গান্ধার প্রাপ্তির ন্যায় তাঁহার আত্মপ্রাপ্তি হয়। যেমন ধনুক হইতে মুক্ত তীরে যতক্ষণ গতিশক্তি থাকে ততক্ষণ সেই তীর আকাশপথে চলে, পরে তাহা ভূমিতে পড়িয়া যায়, সেই প্রকার যে কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম্ম যতক্ষণ উপভোগ দ্বারা ক্ষয় না পায় ততক্ষণ সেই জ্ঞানী ব্যক্তি জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন। কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই সেই সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানদ্বারা ধ্বংস হইয়া যাওয়ায়, প্রবৃত্ত কর্ম্মফল, উপভোগ দ্বারা, ধ্বংস পাইবা মাত্র তাঁহার শরীরপাত হয়; এবং তিনি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ বা

মনও ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ ভাবে বিজিত হয় সেই সাধকও সেই রূপে সংসারাবর্ত্ত অতিক্রম করত ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

৮. গীতা বলিয়াছেন—

আমারই অংশ সংসারে সনাতন জীবাত্মারূপে প্রকৃতিস্থ মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে লইয়া যান। বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধ বহন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্মা যখন এক শরীর পরিত্যাগ করেন এবং অন্য শরীর গ্রহণ করেন তখন তিনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে সঙ্গে লইয়া যান। শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে অধিষ্ঠান করিয়া জীবাত্মা বিষয় সমূহ ভোগ করেন।

মুক্তিলাভ করেন; এবং নিগু´ণ আত্মা হইতে তাঁহার আর কোনরূপ পার্থক্য থাকে না। হে শ্বেতকেতো! পূর্ব্বে (অষ্টম খণ্ডে) যিনি সৎ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তিনিই এই অণিমা অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মা। এই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ সেই সৎ পদার্থ। কেবলমাত্র মায়া দ্বারাই সেই সৎ পদার্থ জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। সেই সৎ পদার্থই একমাত্র সত্য, এবং সেই সৎ পদার্থই মায়াতীত নিগু´ণ আত্মা। সেই সৎস্বরূপ মায়াতীত নিগু´ণ আত্মাই তুমিরূপে প্রতিভাত হইতেছে। বাস্তবিক তোমার স্বরূপ সেই সৎ পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি সেই আত্মা।”

ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত এই শ্রুতিতেও আত্মজ্ঞানের জন্য পুরুষের মেধার আবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অষ্টম প্রবন্ধ।

ব্রহ্মজ্ঞান সাধন

এক্ষণে দেখা গেল যে, আত্মজ্ঞানের জন্য বিচারের প্রয়োজন। কিন্তু সেই বিচার বেদের অনুকূল যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক না করিলে ফলদায়ক হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতিতে অতি স্পষ্টরূপেই বলা আছে যে, শুষ্ক তর্কে কোন ফল নাই। কঠোপনিষদে ভগবান্ যমরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছেন—

"যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তাহারা আত্মাকে অস্তি, নাস্তি, কর্ত্তা, অকর্ত্তা, শুদ্ধ, অশুদ্ধ ইত্যাদি নানাবিধ ভাবে চিন্তা করিয়া থাকে। সুতরাং অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শুনিয়া আত্মার তত্ত্ব জানা যায় না। তত্ত্বজ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত নিজ বুদ্ধিবলেও আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। যেহেতু ইহা অতি সূক্ষ্ম ও তর্কের অতীত। হে প্রিয়তম নচিকেতঃ। আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য তোমার যে প্রকার মতি হইয়াছে, গুরূপদেশ ব্যতীত শুষ্ক তর্ক দ্বারা এই প্রকার মতি জন্মে না। শুষ্ক তর্ক পরিত্যাগী সাধক, আত্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশে, বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এই প্রকার মতি পাইলে তবে আত্মজ্ঞান পাইতে পারে। হে নচিকেতঃ! তুমি প্রেয় বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানলিপ্সু হইয়া সত্যসন্ধ হইয়াছ। তোমার মত প্রশ্ন-কর্ত্তা শিষ্য আমাদের প্রার্থনীয়।"

স্মৃতিতেও লিখিত আছে যাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত সেখানে তর্ক প্রয়োগ করিতে নাই। অচিন্ত্য বস্তুর লক্ষণ এই যে, তাহা প্রকৃতির পর।

ভগবান্ বাসুদেব বলিয়াছেন—আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

যাঁহারা ধর্ম্মশুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুমান (তর্ক) এবং বিবিধ শাস্ত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবেন।

যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা ঋষিগণপ্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ গুলির যথার্থ অর্থ অনুসন্ধান করেন, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হন। যাঁহারা সেরূপ করেন না, তাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে পারেন না। বাস্তবিক শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে গেলে অনেক তপস্যা করিতে হয়।

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ পরস্পর পৃথক্। তাহারা মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রবর্ত্তিত করে। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করেন তাঁহার মঙ্গল হয়। আর যে ব্যক্তি প্রেয়ঃ গ্রহণ করে তাহার পুরুষার্থ বিফল হয়।

স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি বহির্ম্মুখী করিয়াছেন। অতএব জীবগণ স্বভাবতঃ বাহ্য পদার্থ সকলই অবলোকন করিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কদাচ কোন বিবেকী পুরুষ অমৃতকামী হইয়া বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাকে সন্দর্শন করেন।

দুশ্চরিত হইতে বিরত, ইন্দ্রিয়লৌল্য হইতে উপরত, একাগ্রমনা এবং অবিক্ষিপ্তচিত্ত না হইলে মনুষ্য কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

উঠ, মোহনিদ্রা বিসর্জ্জন কর, তত্ত্বজ্ঞানবিৎ আচার্য্যের অন্বেষণ করিয়া লও এবং তাঁহার উপদেশে আত্মতত্ত্ব অবগত হও। সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে আত্মজ্ঞান সাধনের পথ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় অতি দুর্গম।

আত্মা অতি গূঢ় পদার্থ। তাঁহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, বিকার নাই। তিনি মহত্তত্ত্ব (হিরণ্যগর্ভ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী, নির্গুণ ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুর গ্রাস হইতে মুক্ত হয়।

কেবল বেদাদিশাস্ত্রপাঠ বা স্বীয় মেধা বা অপরের উপদেশ শ্রবণ দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু ভজন দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন তিনিই আপনাকে সেই পরাৎপর আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন—

সেই সচ্চিদানন্দ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরে যে মহাত্মার পরাভক্তি হয় এবং যিনি আপন গুরুকে সেইরূপ ভক্তি করেন কেবল তিনিই শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

আহার শুদ্ধি হইলে অন্তঃকরণশুদ্ধি হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইলে সচ্চিদানন্দ আত্মাকে সর্ব্বদা স্মরণপথে রাখা যায়। আত্মাকে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে পারিলে সমস্ত বন্ধ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং আহারশুদ্ধি যোগের মূল। এই আহার শব্দ আ পূর্ব্বক হৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং আহার শব্দের অর্থ আহরণ। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্পর্শন, নিশ্বসন, ভোজন, মনন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা কোন চিত্তবৃত্তি বা বাহ্য পদার্থকে জীবের অভ্যন্তরে আনয়ন করাকে আহরণ বলা যায়। এই সমস্ত পবিত্র হইলে তবে অন্তঃকরণশুদ্ধি হয় সুতরাং মুমুক্ষুজীব এমত স্থানে বাস করিবেন যেখান হইতে কোন প্রকার পাপময় দৃশ্য দৃষ্ট হয় না, কোন প্রকার পাপময় শব্দ শুনা যায় না, কোন প্রকার পাপময় গন্ধ আঘ্রাত হয় না, যেখানে কোন প্রকার পাপময় দ্রব্য স্পৃষ্ট হয় না, ও যেখানে দূষিত বায়ু নিশ্বসিত হয় না।

ভোজন সম্বন্ধে ৺গীতা বলিয়াছেন আয়ু, চিত্তস্থৈর্য্য, শারীরিক বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচির বর্দ্ধনকারী, সুস্বাদু, তৈল ঘৃতাদি যুক্ত, শরীরের স্থায়ী উপকারী এবং দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়গ্রাহী ভোজনই সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

মুমুক্ষুগণের মনন প্রভৃতি কার্য্যকে ৺গীতা সংক্ষেপে তপ নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এই তপকে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শুচিতা, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য * এবং অহিংসা শারীরিক তপ নামে উক্ত হই-

* গার্হস্থ্যাশ্রমীর পক্ষে ভগবান্ মনু নিম্নলিখিত ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।—
সর্ব্বদা স্বদার নিরত থাকিবে। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ঋতুকাল ষোড়শ অহোরাত্র। তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি ও একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি ও অমাবস্যাদি পর্ব্বকাল বর্জ্জন

য়াছে। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয়ভাবে কথিত ও হিতজনক বাক্য, বেদাভ্যাস, এবং ইষ্ট মন্ত্র জপ বাঙ্ময় তপ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এবং মনের সাচ্ছন্দ্য, সর্ব্বজীবের হিতৈষিতা, বাক্যসংযম, বিষয়সুখ হইতে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার, এবং সর্ব্ব প্রকার পাপচিন্তা পরিত্যাগ মানসিক তপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধকের বারম্বার পদস্খলনের সম্ভাবনা। কেহ কেহ দুই একবার পদস্খলন হইলেই সাধনা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এরূপ করা উচিত নহে। অনেক শ্রেষ্ঠ সাধকও বারংবার স্খলিতপদ হইয়া অধ্যবসায় দ্বারা পরিশেষে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিষয়ে ভগবান্ মনুর নিম্নলিখিত আদেশগুলি প্রতিপালন পূর্ব্বক চলিলে সাধককে আর যোগভ্রষ্ট হইতে হয় না। লোক সমাজে নিজের পাপখ্যাপন, পাপের জন্য অনুতাপ, তপস্যা ও অধ্যয়ন দ্বারা পাপকারী ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং আপদ্ পক্ষে দান দ্বারাও পাপের নিষ্কৃতি হয়। পাপ করিয়া পাপী স্বয়ং লোক সমক্ষে অনুতাপ সহ আত্মকৃত অপরাধ যে পরিমাণে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়, সেই পরিমাণে সেই ব্যক্তি নির্ম্মোকমুক্ত সর্পের ন্যায় সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে পরিমাণে পাপকারীর মন দুষ্কৃত কর্ম্মকে নিন্দা করিয়া থাকে সেই পরিমাণে সেই পাপকারী সেই দুষ্কৃত জন্য পাপ হইতে মুক্ত হয়। পাপ করিয়া যদি পাপীর সন্তাপ উপস্থিত হয় এবং পুনর্ব্বার আর এরূপ করিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পাপকারী যদি উক্ত পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে সে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে ইহা মনে মনে বিশেষ আলোচনা করিয়া কায়মনোবাক্যে শুভকর্ম্মের আচরণ করিবে। অজ্ঞানকৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক পাপকর্ম্ম করিয়া উক্ত কর্ম্মজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকিলে ঐ পাপকর্ম্ম আর দ্বিতীয়বার করিবে না। বিহিত প্রায়-

---

করত অবশিষ্ট প্রশস্ত দশ রাত্রির মধ্যে কেবল মাত্র দুই রাত্রিতে স্ত্রী গমন করিলেও গৃহস্থ ব্রহ্মচারী থাকেন।

শ্চিত্ত করিয়াও পাপকারী যদি আপনাকে পাপমুক্ত মনে করিতে না পারে তাহা হইলে আপন চিত্ততুষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে সেই পাপমুক্তির জন্য তপস্যা করিতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত পাপ বেদাধ্যয়ন দ্বারা নষ্ট হয়। কিন্তু রাগদ্বেষাদি মোহবশত ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত পাপ হইতে মুক্তির জন্য বিহিত প্রায়শ্চিত্ত সকল কর্ত্তব্য।

——*:**:*-

নবম প্রবন্ধ।

—:*:*:*:—

যোগ বিষয়ক উপদেশ।

যোগশাস্ত্র প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন—

যম নিয়মাদি যোগানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে ক্রমশঃ জ্ঞানের উৎকর্ষ হইয়া অবশেষে আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট প্রকার সাধনাকে যোগাঙ্গ বলে। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য* এবং অপরিগ্রহ যম শব্দ বাচ্য। শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম বলে। নিশ্চল এবং স্বচ্ছন্দভাবে উপবেশনকে আসন বলে। আসন জয়ানন্তর রেচন, স্তম্ভন ও পূরণ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম। ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ হইতে অপসারণ করার নাম প্রত্যাহার। শরীরের অভ্যন্তরে বা বাহ্য প্রদেশে কোন স্থানে চিত্তকে স্থিরীকরণের নাম ধারণা। যেস্থানে চিত্তের ধারণা হয় সেই স্থানে কোন এক জ্ঞানের সদৃশ প্রবাহকে ধ্যান বলে। ধ্যান করিতে করিতে যখন সেই ধ্যেয় বস্তু মাত্র অন্তঃকরণে প্রকাশ পায়, অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সেই অবস্থাকে সমাধি বলে। সেই ধ্যেয় বস্তু যখন আত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্ব প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় তখন যোগীর নির্ব্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। ব্যাধি, চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা, সন্দেহ, সমাধি সাধনে ঔদাসীন্য, আলস্য, বিষয়াসক্তি, ভ্রমাত্মক জ্ঞান, সমাধির উপযুক্ত সামর্থ্যের অভাব, সামর্থ্য সত্ত্বেও সমাধিতে অনবস্থিতত্ব এই নয় কারণে সমাধিতে চিত্তের একাগ্রতা হয় না। সুতরাং

---

* ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইলে মৈথুন প্রসঙ্গে সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিতে হয়। দক্ষসংহিতায় আট প্রকার মৈথুনের অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে যথা।— (১) স্মরণ (২) কীর্ত্তন (৩) কেলি (৪) প্রেক্ষণ (৫) গুহ্য ভাষণ (৬) সঙ্কল্প (৭) অধ্যবসায় এবং (৮) ক্রিয়া নিষ্পত্তি।

ইহারা সমাধির অন্তরায়। কোন একটী অন্তরায় দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে যোগীর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ, মনের সাচ্ছন্দ্যরাহিত্য, অঙ্গ কম্পন এবং অসংযত শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে। সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। যোগানুষ্ঠান কালে ছিদ্র (অবকাশ) পাইলেই নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি সকল প্রাদুর্ভূত হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যায়। শাস্ত্রোক্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ যত্ন করার নাম অভ্যাস। দীর্ঘকাল নিরন্তর আগ্রহাতিশয় সহকারে চেষ্টা করিলে অভ্যাস সফল হয়। ইহলোকে দৃষ্ট ও শাস্ত্রাদিতে কথিত সমস্ত বিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করার নাম বৈরাগ্য। চিত্তবৃত্তি সকল নিরোধ করিতে পারিলে যোগী স্বরূপ বা আত্মভাবে অবস্থান করেন। চিত্ত হইতে আত্মা বিভিন্ন এই জ্ঞান সুস্থির হইলে আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হয়। আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এইরূপ জ্ঞান তিরোহিত হইলে প্রকৃতি মায়াময় ও অসৎ বলিয়া দৃষ্ট হয়। তখন জীব মুক্ত হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হন এবং কেবল মাত্র আত্মা বা চিচ্ছক্তিরূপে অবস্থান করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন—

হে মহাবাহো! চঞ্চলস্বভাব মনকে নিগ্রহ করা অতি কঠিন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশ করা যায়। আমার মত এই যে অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু সংযতচিত্ত সাধক শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক যত্ন করিলে যোগ পাইতে সমর্থ হন।

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী পুরুষার্থ বিনাশক এবং নরকের দ্বার স্বরূপ। সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তি এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবেন। হে কৌন্তেয়! দুঃখ মোহাত্মক নরকের এই তিন দ্বার হইতে বিমুক্ত হইলে মানবগণ আপনার শ্রেয়ঃ আচরণ করেন এবং তদ্দ্বারা ক্রমশঃ মোক্ষপ্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি (অর্থাৎ বেদোক্ত বিধান সকল) পরিত্যাগ

পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হয় সে সিদ্ধি (অর্থাৎ পুরুষার্থ যোগ্যতা) লাভ করিতে পারে না, এবং মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্ম শাস্ত্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া এই কর্ম্মভূমিতে তদাচরণে প্রবৃত্ত হও।

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! দ্রব্যসাধনসাধ্য যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে মোক্ষসাধন জ্ঞানের অন্তর্ভূত। অতএব তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী আচার্য্যকে প্রণাম ও সেবা করিয়া বন্ধ, মোক্ষ, বিদ্যা, অবিদ্যা, শ্রেয়ঃ, প্রেয়ঃ ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন করত জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা কর, তিনি তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন। তাঁহার উপদিষ্ট জ্ঞান তাঁহার প্রদর্শিত উপায় দ্বারা লাভ করিতে পারিলে আর তুমি এখনকার মত মোহ প্রাপ্ত হইবে না। বরঞ্চ আত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে হিরণ্যগর্ভাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত দেখিতে পাইবে।

প্রদীপ্ত অগ্নি, কাষ্ঠ সকলকে যেমন ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নি সেইরূপ প্রারব্ধফল ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্ত কর্ম্মকে নির্ব্বীজ করে।

এই সংসারে জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই। বহুকালব্যাপী যোগ দ্বারা স্বয়ং জ্ঞানের অধিকারী হইলে তবে মনুষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করে।

ঈশ্বরে ভক্তিমান, গুরূপদেশনিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং সম্যক্ জ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তি ভক্তিবিহীন সুতরাং অনাত্মজ্ঞ থাকিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মক ব্যক্তির ইহকালও নাই পরকালও নাই এবং তাহার কখনই সুখ হয় না।

স্বগুণ শ্লাঘারাহিত্য, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম, বিষয়বৈরাগ্য, অনহঙ্কার জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি-দুঃখে যে সকল দোষ আছে তাহাদের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, প্রেয়ঃ বিষয়ে প্রীতিত্যাগ, পুত্র দার গৃহাদিতে অনাসক্তি, ইষ্টানিষ্টলাভে সমচিত্তত্ব, ঈশ্বরে সর্ব্বাত্মতা দৃষ্টিপূর্ব্বক ঐকান্তিক ভক্তি, বিবিক্তদেশসেবিত্ব, প্রাকৃত

জন সভায় অরতি, আত্মজ্ঞান সাধনে নিত্য তৎপরত্ব এবং তত্ত্বজ্ঞান ফলালোচনা, এইগুলি পূর্ণ জ্ঞান সাধনোপযোগী বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান বলা যায়। আর এই গুলির বিপরীত মানিত্ব, দম্ভিত্ব ইত্যাদিকে জ্ঞান সাধনের বিরোধী বলিয়া অজ্ঞান বলা যায়।

পুণ্যকর্ম্মা চারি প্রকার লোক ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মের উপাসনা করেন। যথা—বিপন্ন, কামনাপরতন্ত্র, ভগবত্তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীব্যক্তি নিত্যযুক্ত হইয়া অনন্যভাবে ঈশ্বরে ভক্তি করিয়া থাকেন। তিনিই ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাঁহার ভক্তিই পরাভক্তি, এবং তাঁহার ঈশ্বর-প্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং তিনিই ঈশ্বরের প্রিয়।

ভক্ত মাত্রেরই প্রকৃতি উদার ; কিন্তু জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন যেহেতু তিনি একমাত্র পরাৎপর ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

বহুজন্ম ভজনা এবং জ্ঞান সাধনা করিলে পর, জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পান। তখন তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান হয়। এই প্রকার মহাত্মা সুদুর্লভ।

ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হেতু। ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত হয়। এই তথ্য জানিয়া বিবেকীরা পরমার্থতত্ত্বে অভিনিবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মকে ভজনা করেন। সুতরাং জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না।

ব্রহ্মার্পিতচিত্ত, ব্রহ্মগতপ্রাণ ভক্ত সমূহ, ন্যায়োপেত শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা পরস্পরকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মবিষয়ে কথোপকথন দ্বারা পরিতোষ ও আনন্দ অনুভব করেন।

সতত যুক্ত ও ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন সেই সকল ভক্তগণকে ঈশ্বর সম্যক্ দর্শন লক্ষণ বুদ্ধিযোগ দান করেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে তখন তাঁহাদের পূর্ণজ্ঞান হয়, অজ্ঞান জন্য মায়া কাটিয়া যায়, এবং "আমিই ব্রহ্ম" ইহা তাঁহারা দেখিতে পান। তখন তাঁহারা ব্রহ্ম এবং আমি (অহং) শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করেন (ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই অর্থেই অহং শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন)।

ভক্তিদ্বারা মায়াধ্যক্ষ ঈশ্বর ও মায়াতীত আত্মাকে যথার্থভাবে জানা যায়, এবং পূর্ণজ্ঞান হইলেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষ হয়। বাস্তবিক ভক্তি ও জ্ঞান পৃথক্ থাকিতে পারে না। ভক্তি না হইলে জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না।

সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে একমাত্র ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করিলেই তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করেন। অতএব ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য শোক করিবার কোন কারণ নাই। ইহা বুঝিয়া সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণ লইলেই তাঁহাতে ভক্তি হয়। ভজন করিতে করিতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান বাড়িলেই আবার ভক্তি বাড়ে; আবার ভক্তির বৃদ্ধির সহিত জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। এইরূপে ক্রমশঃ পরাভক্তি ও পূর্ণজ্ঞান ও মোক্ষ হয়। মোক্ষ ও অদ্বৈতজ্ঞান একই কথা। অদ্বৈতজ্ঞান হইলে আর শাস্ত্র, গুরু, পূজ্য, উপাসক, ঈশ্বর, জীব, কিছুরই পার্থক্য থাকে না। তখন একমাত্র সত্য জ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর সমস্তই মায়াময় অতএব অলীক বলিয়া দৃষ্ট হয়।

—০()০()০—

দশম প্রবন্ধ।

—*:*:*—

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জ্ঞান।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অদ্বৈত জ্ঞান হইলে সেই একমাত্র নিরাকার নির্ব্বিকার মায়াতীত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থই মায়াময় বলিয়াই অনুভূত হয়। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল ও তাহাদিগের সহিত আপনার-সংসর্গ যেমন অলীক বলিয়া জানা যায়, অজ্ঞান কাটিয়া গেলে সৃষ্ট পদার্থ সকল এবং তাহাদের সহিত আত্মার সংসর্গও সেইরূপ অলীক বলিয়া দৃষ্ট হয়। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল মিথ্যা হইলেও যেমন নিদ্রাকালে সত্য বলিয়া বোধ হয়, জগৎ মায়াময় হইলেও অবিদ্যাবস্থায় সেইরূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রা না ভাঙ্গিলে যেমন ব্যবহারিক সত্য প্রতিভাত হয় না, অবিদ্যা না ঘুচিলে সেইরূপ পারমার্থিক সত্য দৃষ্ট হয় না। ব্যবহারিক জগতের সহিত স্বপ্নজগতের যে সম্পর্ক, পারমার্থিক সত্যের সহিত ব্যবহারিক সত্যের কতকটা সেই প্রকার সম্পর্ক। স্বপ্নাবস্থায় যদি দৃঢ় জ্ঞান হয় যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি তাহা হইলে আর স্বপ্ন থাকিতে পারে না। সেইরূপ অবিদ্যাবস্থায় যদি দৃঢ় জ্ঞান হয় যে আমি অবিদ্যায় ডুবিয়া রহিয়াছি তাহা হইলে আর অবিদ্যা থাকিতে পারে না। জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে যেমন নিদ্রা ভাঙ্গিতে পারে আত্মজ্ঞ ব্যক্তির অনুগ্রহে সেইরূপ অবিদ্যা ভাঙ্গিতে পারে। নিদ্রার স্বাভাবিক স্থিতিকাল যেমন এক দিবাবসান হইতে দ্বিতীয় দিবারম্ভ পর্য্যন্ত, সেইরূপ অবিদ্যার স্বাভাবিক স্থিতিকাল এক মহাপ্রলয়াবসান হইতে দ্বিতীয় মহাপ্রলয়ারম্ভ পর্য্যন্ত। জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে নিদ্রা ভাঙ্গিতে কাহারও অল্প সময় লাগে কাহারও অধিক সময় লাগে, জ্ঞানীর উপদেশে অবিদ্যা ভাঙ্গিতেও সেই তুলনায় কাহারও একজন্ম কাহারও বহুজন্ম লাগে। স্বপ্ন ও অবিদ্যার এই প্রকার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় অবিদ্যার মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য

শাস্ত্র অনেক সময় স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়পথে কোন বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও, স্বপ্নবশতঃ যেমন বোধ হয় স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল বাস্তবিক বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন বাস্তবিক অন্য কোন বস্তুর পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও অবিদ্যা বশতঃ জাগরণকালে বোধ হয় যে এই ব্যবহারিক জগৎ বাস্তবিক সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায় ততক্ষণ স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্য পশু প্রভৃতি নানাপ্রকার জীব ও অন্যান্য পদার্থ স্বপ্নদ্রষ্টার সম্মুখে সত্যভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই সেই স্বপ্নদৃষ্ট জীব ও অন্যান্য পদার্থগুলিকে দেখিতে পায় না এবং নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে স্বপ্নদ্রষ্টাও সেইগুলিকে অসত্য বলিয়া দেখিতে পায়। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ-গুলি পুরুষতন্ত্র। স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক কল্পনা ভিন্ন সেগুলির বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে যে সকল পদার্থ দেখা যায় তাহাদের অস্তিত্ব এই ব্যবহারিক জগতের সকলেই দেখিতে পায়। সুতরাং এই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই বাহ্য জগৎ ব্যক্তিবিশেষের মনের নিরপেক্ষ অতএব বস্তুতন্ত্র। মরুভূমিতে জলভ্রম, স্থাণুতে পুরুষ ভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি ব্যবহারিক জগতের ভ্রম সকল পরীক্ষা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, "ভ্রম মাত্রেই পুরুষতন্ত্র"। বাস্তবিক মরুভূমিতে জল নাই—দ্রষ্টার মনেই তাহা হইয়াছে। সুতরাং ভ্রমটা পুরুষতন্ত্র বৈ আর কি হইতে পারে? আবার মরুভূমিতে মরুভূমি জ্ঞান, স্থাণুতে স্থাণুজ্ঞান, রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানসকল পুরুষবিশেষের মনের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং ব্যব-হারিক দৃষ্টিতে সেই জ্ঞান সকল বস্তুতন্ত্র। শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সূক্ষ্মরূপে বিচার ও তপস্যা করিলে এই ব্যবহারিক বস্তুতন্ত্র জ্ঞান সকলও পারমার্থিক দৃষ্টিতে পুরুষতন্ত্রমাত্র বলিয়া দৃষ্ট হয়। অবিদ্যাবশতঃই ব্যবহারিক জগৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন লোকের দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মায়াময় অতএব ভ্রমমাত্র, সুতরাং পুরুষ-তন্ত্র, এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সুতরাং অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র বস্তুতন্ত্র।

পঞ্চম প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ হইতে ভৃগুবল্লীর যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে,তাহা বিশেষরূপে বিচার করিলে এই বিষয়টী বিশদ হইবে। পিতা বরুণদেবের নিকট ভৃগুমুনি ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে বরুণদেব বলিয়াছিলেন যে, "ব্রহ্ম সমস্ত ভূতগণের জন্মস্থিতিলয় কারণ"—এই সূত্রটী অবলম্বনপূর্ব্বক শরীর, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন ও বাক্যবিচার করিতে থাক, ক্রমশঃ ব্রহ্ম জানিতে পারিবে।" পিতার উপদেশ অনুসারে ভৃগুমুনি অনন্যমনে বিচার করত প্রথমে অন্নকে অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহস্বরূপ এই সমস্ত বাহ্য জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন। সকল মনুষ্যই প্রথমে বাহিরটা দেখে। ভৃগুমুনিও দেখিলেন যে, বিবিধ পদার্থ সমন্বিত এই বাহ্য জগতই সমস্ত ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও লয় কারণ। সুতরাং পিতৃকথিত সূত্র অনুসারে পঞ্চভূতাত্মক জগৎকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করত পিতাকে আপন সিদ্ধান্ত জানাইলেন। কিন্তু পিতা বলিলেন, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, আরও তপস্যা কর। তখন ভৃগুমুনি এই স্থূল জগৎকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এই জড়জগৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দময় মাত্র। এই কয়েকটী গুণ ভিন্ন আমরা অন্য কিছুই উপলব্ধ করিতে পারি না। সম্মুখস্থ একখণ্ড মৃত্তিকা লইয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় যে, মৃত্তিকা খণ্ডটীতে এমত একটী শক্তি আছে যাহা দ্বারা উহা আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের একটী বিশেষ বিকার উপস্থিত করিতে পারে এবং এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের উক্ত বিকার বিশেষের উৎপাদিকা শক্তি ভিন্ন রূপের অন্য কোন অস্তিত্ব নাই। এই প্রকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকায় রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দময় যে সকল গুণ আছে তাহারাও রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিশেষ বিশেষ বিকারের উৎপাদিকা শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ভৃগুমুনি স্থির করিলেন যে, জড় পদার্থ সকল বিশেষ বিশেষ শক্তির বিকাশ মাত্র এবং অচেতন শক্তি সকল ভিন্ন জড় জগতে অন্য কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তিনি আরও দেখিলেন যে, কেবলমাত্র অচেতন শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়শক্তি সকল না থাকিলে এই অচেতন শক্তি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন

ভাবে উপলব্ধ করা যায় না। যদি পৃথিবীতে কোন জীবেরই দর্শনশক্তি না থাকিত তাহা হইলে আমরা কেহই জগতের রূপ দেখিতে পাইতাম না, রূপের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম না। যদি আমাদের ঘ্রাণশক্তি না থাকিত তাহা হইলে আমরা গন্ধের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতাম না। এই প্রকার যদি আমাদের অন্য কোন ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব থাকিত তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় আমাদের গোচর হইত না। আবার অন্য কোন জগৎ নক্ষত্র গ্রহ বা উপগ্রহে যদি এমন কোন জীব থাকে যাহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ব্যতীত আরও অধিক ইন্দ্রিয় আছে তাহা হইলে আমাদের অপেক্ষা তাহারা অধিক বিষয় উপলব্ধ করিতে পারে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে কত প্রকার জীব আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ? সুতরাং ভৃগুমুনি স্থির করিলেন যে জগতে যত প্রকার ইন্দ্রিয়শক্তি ও অচেতন শক্তি আছে তাহাদের সমষ্টিই জগতের মূল কারণ। কিন্তু অচেতন শক্তিও এক প্রকার শক্তি এবং ইন্দ্রিয় শক্তিও এক প্রকার শক্তি। সুতরাং এই উভয় শক্তিই কোন এক মূল শক্তির ভাবান্তর মাত্র। চেষ্টার্থক অন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন প্রাণ শব্দ এই মূল শক্তিকেই বুঝায়।

কৌষিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে প্রাণশব্দের এই অর্থ অতি পরিষ্কাররূপে উক্ত হইয়াছে—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ও তাহাদের শক্তি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা বা অধিভূত। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা এবং তাহাদের শক্তি শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন এবং ঘ্রাণ, এই দশ পদার্থের নাম প্রজ্ঞামাত্রা বা অধিপ্রজ্ঞ। অধিপ্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্রা ভূতমাত্রা বা অধিভূতের সাপেক্ষ। যদি ভূতমাত্রা না থাকিত তাহা হইলে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না। আবার অধিভূত অর্থাৎ ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞামাত্রার সাপেক্ষ। যদি প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিত ভূতমাত্রা থাকিত না। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর নিরপেক্ষ হইলে কিছুই হয় না। কিন্তু ইহারা নানা অর্থাৎ পৃথক্ নহে। যেমন রথ চক্রের অরের অর্থাৎ পাখার উপর নেমি অর্থাৎ চাকার বেড় অর্পিত, আবার চাকার মধ্যপিণ্ড অর্থাৎ হাঁড়ির উপর অর সকল অর্পিত,

সেইরূপ ভুতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে অর্পিত।

অতএব ভৃগুমুনি প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিয়া পিতাকে জানাইলেন। কিন্তু পিতা আবার বলিলেন তোমার এ সিদ্ধান্তও ঠিক নহে। তুমি আবার তপস্যা কর। ভৃগুমুনি আবার একাগ্রমনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে মন বা চিত্ত না থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। যদি একমনে কোন বিষয় চিন্তা করা যায় তখন অন্য কোন পদার্থ ইন্দ্রিয়পথে আসিলেও তাহা ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। আরও দেখা যায় যে জীবের মনোরাজ্যে জড় জগৎ হইতে পৃথক্ সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকল সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেবলমাত্র অচেতন শক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে সেই মানসিক ব্যাপার সকলের জন্ম স্থিতি ও লয় কিছুতেই সম্ভবে না। সুতরাং পিতার উপদেশমত যদি সমস্ত জগতের একটিমাত্র মূল কারণ থাকে তাহা হইলে সেই মূল কারণটী এমন হওয়া চাই যাহা হইতে এই (১) অচেতন শক্তি সকল (২) এই অচেতন শক্তি সকলকে নানাভাবে অবভাসক (প্রকাশক) ইন্দ্রিয়শক্তি সকল এবং (৩) সুখ দুঃখ ইত্যাদি মানসিক ব্যাপার সকল জন্মিতে, ও যাহাতে ইহাদের স্থিতি ও লয় হইতে পারে।

সেই মূল কারণের অন্বেষণ করিয়া ভৃগুমুনি দেখিলেন যে, স্বপ্নাবস্থায় এই বাহ্য জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর থাকে না। কিন্তু তথাপি স্বপ্নাবস্থায় আমরা বাহ্য জগতের ন্যায় জগৎ প্রত্যক্ষ দেখি এবং সেই স্বপ্নময় জগতের পদার্থ সকলের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ অনুভব করি। অধিকন্তু সুখ দুঃখ কল্পনা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকলও স্বপ্নাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। স্বপ্নাবস্থায় আমরা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না যে সেই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকলের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল যে বাস্তবিক অলীক এবং মনঃকল্পিত মাত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ও মানসিক ব্যাপার সকল যে আমাদের মনের কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে তাহা আমাদের নিদ্রা; ভাঙ্গিবামাত্র আমরা অন্য কোন

প্রমাণ ব্যতিরেকেই বুঝিতে পারি। সুতরাং দেখা গেল যে, যদি ইন্দ্রিয় শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে কেবলমাত্র অচেতন শক্তি দ্বারা এই বাহ্য জগৎ হইতে পারিত না এবং মানসিক শক্তি বা মন না থাকিলে কেবল ইন্দ্রিয় শক্তি ও অচেতন শক্তি দ্বারা এই অন্তর্জগৎ হইতে পারিত না। কিন্তু যদি কেবলমাত্র মন থাকে, তাহা হইলে মনের কল্পনা দ্বারা আমরা বাহ্য ও অন্তর্জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং ধ্বংস অনুভব করিতে পারি। সুতরাং পিতার উপদিষ্ট সূত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ভৃগুমুনি স্থির করিলেন যে, জগতে যত মন আছে, তাহাদের সমষ্টি বা হিরণ্যগর্ভ হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হয়, সুতরাং মনই ব্রহ্ম।

কিন্তু তাঁহার পিতা আবার বলিলেন যে, তোমার এ সিদ্ধান্তও ঠিক নহে। তুমি আরও তপস্যা কর তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্ম জানিতে পারিবে। ভৃগুমুনি আবার অনন্যমনে বিচার করত দেখিলেন যে, যে সকল পদার্থ জাগরণাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে, আমরা স্বপ্নে কেবল সেই সকল পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্য পদার্থ দেখিয়া থাকি; এবং সেই সমস্ত স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের জন্যই সুঃখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকি। আমাদের জ্ঞানের বাহিরের কোন দ্রব্য আমরা স্বপ্নে দেখি না। যদি আমাদের কোন বিষয়েরই জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কোন বিষয়েরই স্বপ্ন দেখিতাম না ও তজ্জনিত সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতাম না। জাগরণ কালে মানসিক কল্পনারও সেই অবস্থা। যে সকল পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে; সেই সকল পদার্থের জ্ঞানই আমাদের সমস্ত কল্পনার মূল। হয় এক পদার্থের জ্ঞান লইয়া অথবা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের জ্ঞান মিশাইয়া আমরা সমস্ত বাহ্য ও অন্তর্জগতের এবং তাহাদের কার্য্যকারণের কল্পনা করিয়া থাকি। আমাদের জ্ঞানগম্য নহে,এমন কোন পদার্থের সহিত আমাদের কল্পনার কোন সংশ্রব নাই। অতএব কেবল-মাত্র মন হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতে পারে না। কিন্তু বিবিধ জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইতেই কল্পনা হয় এবং কল্পনা হইতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। অতএব ভৃগুমুনি বরুণদেবপ্রোক্ত সূত্রমতে সমস্ত বিজ্ঞানের

সমষ্টিকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন এবং পিতা বরুণদেবকে আপন সিদ্ধান্ত বলিলেন।

বরুণদেব আবার বলিলেন, তোমার এখনও ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তুমি আরও তপস্যা কর, তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্ম জানিতে পারিবে। ভৃগুমুনি আবার একাগ্রমনে জগতের মূলকারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন তিনি দেখিলেন, যে একমাত্র বিজ্ঞানও জগতের মূলকারণ হইতে পারে না। বিবিধ পদার্থের এবং তাহাদের কার্য্যকারণের জ্ঞানই বিজ্ঞান। যদি বিবিধ পদার্থ সমন্বিত বাহ্যজগৎ না থাকে, এবং উক্ত বাহ্যজগৎ যদি ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং বিজ্ঞানের মূল বাহ্যজগৎ ও ইন্দ্রিয়শক্তি। তখন ভৃগুমুনি দেখিলেন যে, তিনি সমস্ত ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও লয়কারণ অনুসন্ধানের জন্য বাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয় শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই বাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয়শক্তিতেই আসিয়া পৌছিয়াছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার বিচার প্রণালীতে অবশ্য কোন ভ্রম হইয়াছে। কেন না যেমন প্রথমে বৃক্ষ হইতে ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, কিম্বা প্রথমে ফল হইতে বৃক্ষ জন্মিয়াছে, ইহার সিদ্ধান্ত অনুমানগম্য হইতে পারে না, সেইরূপ বাহ্যজগৎ, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টী মূলকারণ তাহাও অনুমানগম্য নহে। তখন তিনি পিতার উপদেশগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, এবং বাক্যকে তাঁহার পিতা ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ বলিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে তিনি শরীর প্রাণ ইন্দ্রিয় এবং মন পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও তিনি বাক্য পরীক্ষা করেন নাই।

অনন্তর মন্ত্রদর্শী ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে ঈশ্বরানুগ্রহে উক্ত ঋষিগণের জ্ঞানপথে উদিত, এবং তদনন্তর তাঁহাদের মুখনিঃসৃত, শাস্ত্রবাক্য সকল অবলম্বনপূর্ব্বক ভৃগুমুনি একমনে সৃষ্টিস্থিতি-লয়-কারণকে চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অচেতনশক্তি-ইন্দ্রিয়শক্তি-মন-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দবিহীন,স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত নির্ব্বিকার,

মায়াতীত, সচ্চিদানন্দ আত্মাই ব্রহ্ম। * একমাত্র তিনিই চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি এবং একমাত্র তিনিই বাস্তবিক বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহা হইতে পৃথক্ কোন বস্তুরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। অচেতনশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞান সমস্তই তাঁহারই মায়া। ইহাদিগের পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও তাঁহারই লীলাবশতঃ ইহাদের সমষ্টিরূপ চক্র বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎভাবে ভাসমান রহিয়াছে।

* কোন একটী পদার্থকে যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে সেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ থাকে, তাহাকে স্বগত ভেদ বলে। যথা—একটী বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র প্রভৃতির মধ্যে পরস্পরের পার্থক্যকে বৃক্ষের স্বগত ভেদ বলা যায়। এক জাতীয় পদার্থগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভেদকে স্বজাতীয় ভেদ বলা যায়। যথা—এটী আম্রবৃক্ষ, এটী নারিকেল বৃক্ষ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। যথা—এটী বৃক্ষ, এটী পর্ব্বত; এটী জীব ইত্যাদি।

একাদশ প্রবন্ধ।

—:*:*:*:—

প্রকৃতি।

বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎরূপে ভাসমান অচেতনশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞানের সমষ্টিরূপ চক্রের অন্য একটী নাম প্রকৃতি। যখন আত্মা এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধ্যক্ষরূপে দৃষ্ট হন তখন তাঁহাকে পরমাত্মা বা জগদ্ধাত্রী বা আদ্যাশক্তি বা ঈশ্বর বলা যায়, এবং যখন তিনি এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধীনরূপে দৃষ্ট হন তখন তিনি জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। আর যখন প্রকৃতিকে মায়াময়ী বলিয়া পরিত্যাগ করা যায় তখন কেবল একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মা অথবা চিন্ময়ীশক্তি বিদ্যমান থাকেন। তখন আর ব্যবহারিক দ্রষ্টা দৃষ্টি এবং দৃশ্য, পূজ্য পূজক এবং পূজা, জ্ঞেয় জ্ঞাতা এবং জ্ঞান, স্রষ্টা সৃষ্টি এবং সৃষ্ট, পরমাত্মা জীবাত্মা এবং প্রকৃতি প্রভৃতি ত্রিপুটীভাব থাকে না। কেবল মাত্র সেই অদ্বয় আত্মামাত্র থাকেন। অদ্বৈতজ্ঞান, মোক্ষ, ব্রহ্ম, অদ্বয় আত্মা, একমেবাদ্বিতীয়ং প্রভৃতিশব্দ সকল সেই একমাত্র পারমার্থিক সত্যকেই বুঝায়। ৺গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

মায়াময় অতএব বাস্তবিক সত্বাহীন জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই এবং সচ্চিদানন্দ আত্মার সত্বা কখনই অবিদ্যমান থাকে না। মায়াময়ী প্রকৃতি এবং সৎ আত্মা ইহাঁদের উভয়ের তত্ত্ব সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা অবগত আছেন। আত্মা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার বিনাশ নাই। কেহই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে না।

আত্মার জন্ম ও মরণ নাই; ইনি নিত্য সৎ রূপে বিদ্যমান; অতএব ইনি অনাদি. অনন্ত, নিত্যমুক্ত, নির্ব্বিকার, বৃদ্ধি ক্ষয় রহিত এবং সর্ব্বদা একই রূপে বিদ্যমান থাকেন। প্রকৃতির জন্ম স্থিতি ও লয়ের জন্য ইহাঁর

কোন পরিবর্ত্তন হয় না। (কঠোপনিষৎ হইতে এই শ্রুতিবাক্যটী ৺গীতায় প্রমাণ স্বরূপে উদাহৃত হইয়াছে)।

মনুষ্যেরা যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ নির্ব্বিকার আত্মা এক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরীর গ্রহণ করেন।

হে কৌন্তেয় অর্জ্জুন! আমার মায়াপ্রযুক্ত স্থিতিকালে অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থায় আমাতে ভাসমান এই ভূত সকল প্রলয়কালে আমারই মায়ারূপিণী অব্যক্তা প্রকৃতিতে লোপ পায়, আবার নূতন কল্পারম্ভে আমিই তাহাদের সৃষ্টি করি।

স্বপ্নবিহীন গাঢ় নিদ্রাকালে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব অনুভূত না হইলেও তাহারা একেবারে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অব্যক্ত বীজ ভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং সুষুপ্তিকাল অতিক্রান্ত হইলেই আবার মন ও বুদ্ধিরূপে ব্যক্ত হয়। যদি সুষুপ্তি হইলেই মন ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইত তাহা হইলে সুষুপ্তির পর আর এমন বোধ হইত না যে, যে আমি সুষুপ্তিগ্রস্ত হইয়াছিলাম সেই আমি এখন আবার সুষুপ্তি হইতে মুক্ত হইয়াছি। সেইরূপ প্রলয় হইলেই জীবের মন বাসনা ও কর্ম্মফল একেবারে ধ্বংস পায় না, কিন্তু তাহারা অব্যক্ত বীজভাবে বর্ত্তমান থাকে। আবার প্রলয়াবসানে তাহারা ব্যক্ত হয়। সুতরাং প্রলয় হইলেই জীব মুক্ত হয় না। মুক্তির জন্য জীবকে শাস্ত্রোপদিষ্ট মতে চলিয়া ঈশ্বরকে অনন্যভাবে ভক্তি করত শাস্ত্রবাক্য বিচার ও ঈশ্বরধ্যানপূর্ব্বক জানিতে হইবে যে আমি বদ্ধ নহি, আমি বাস্তবিক মুক্ত কেবল ভ্রম প্রযুক্তই আমি আপনাকে বদ্ধ মনে করিতেছি। নতুবা মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত জীবকে বদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং আপন আপন কর্ম্মফলে মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত বারম্বার জন্ম-গ্রহণ, সুখ দুঃখ ভোগ, এবং শরীর পরিত্যাগ করিতে হইবে। মহা-প্রলয়ের কালগণনা পুরাণমতে নিম্নলিখিতরূপে করিতে হয়। যথা, মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র। দেবতাদিগের দ্বাদশ সহস্র বর্ষে এক চতুর্যুগ। চতুর্যুগ সহস্রে অর্থাৎ এক প্রলয়ের

অবসান হইতে নূতন প্রলয়ারম্ভ পর্য্যন্ত সময়ে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার এক দিন। এবং চতুর্যুগ সহস্রে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার এক রাত্রি অর্থাৎ এক প্রলয়ের আরম্ভ হইতে সেই প্রলয়ের শেষ পর্য্যন্ত। সুতরাং অষ্টযুগ সহস্রে হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। এই প্রকার অহোরাত্রের হিসাবে একশত বৎসর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরমায়ু। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরমায়ুর শেষে মহাপ্রলয় আরম্ভ। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরমায়ুর পরিমাণ, প্রকৃতির স্থিতি কাল*। সুতরাং অতিশয় দীর্ঘকালব্যাপিনী বলিয়া প্রকৃতিকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অনাদি অনন্তকাল ব্যাপিনী বলা যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কতকগুলি বিশেষ নিয়ম দ্বারা এই প্রকৃতি অন্তঃ ও বাহ্যজগৎরূপে ব্যক্তা ও চালিতা হইয়া থাকে, আবার অব্যক্তা হইয়া বীজরূপে থাকে। এই জন্য ভগবান বলিতেছেন এই সমস্ত ভূতগণ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। আমি সেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলির নিয়ন্তা। সেই প্রাকৃতিক নিয়ম মতই এই সমস্ত ভূতগণ সৃষ্ট হইয়া থাকে। আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ প্রসব করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে।

হিরণ্যগর্ভাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ সৎ চিদাত্মা বলিয়া জান। যেমন অগ্নির উত্তাপে লৌহখণ্ড অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে, জীবের মন বুদ্ধি প্রভৃতিও সেইরূপ আমার প্রভাবে চেতনের ন্যায় দৃষ্ট হয়। আমার মত এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। (৫) পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম, (১) অহঙ্কার অর্থাৎ আমি একজন পৃথক্ সত্ত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকার মোহ, (১) বুদ্ধি, (১) অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি অব্যক্ত প্রাণ এবং অব্যক্ত বিজ্ঞান, (১০) দশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, (১) মন-নেন্দ্রিয় বা চিত্ত বা মন এবং (৫) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ, রস, রূপ,

* বাস্তবিক হিরণ্যগর্ভ একজন স্বতন্ত্র জীব বা দেবতা নহেন। সমস্ত জীবের মনোময় কোষের সমষ্টির নাম হিরণ্যগর্ভ। উপাসনা এবং উপদেশের সৌকর্য্যার্থ হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষ কল্পিত হন (১৬ প্রবন্ধ দেখ)।

স্পর্শ ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক সঙ্কল্প সকল শরীর, চেতনা, এবং ধৈর্য্য ইহাদিগকে সংক্ষেপে ক্ষেত্র বলা যায়। ইহারা সকলেই বিকারশীল। হে অর্জ্জুন! অন্তর্যামী ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে আছেন। সূত্রধর সকল দারু যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকাগণকে যেমন আপন আপন ইচ্ছামত চালাইয়া থাকে, ঈশ্বর সেইরূপ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরাভিমানী জীব সকলকে আপন ইচ্ছামত ভ্রমণ করান।

মন, বুদ্ধি, কর্ম্ম ও বাক্যে সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের স্মরণ গ্রহণ কর। তাঁহার অনুগ্রহে আত্মজ্ঞানলাভ করত আপনাকে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিবে এবং পরাশান্তি লাভ করিবে।

বরুণদেব পুত্রকে একেবারে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন নাই। তাহার কারণ এই যে তপস্যা দ্বারা অধিকারী না হইলে জীবের বুদ্ধিতে আত্ম-জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। তবে তিনি পুত্রকে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। সেই উপায় মত চলিয়া ক্রমশঃ চিত্তের উন্নতিলাভ করত আত্মজ্ঞানে অধিকারী হওয়ার পর ভৃগু মুনির আত্মজ্ঞান হইয়াছিল। আত্মার লক্ষণ ও স্বরূপবাচক শাস্ত্রবাক্য সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা করত শাস্ত্রের উপদেশমত একাগ্রমনে আত্মচিন্তাই আত্মজ্ঞানের একমাত্র উপায় এবং শাস্ত্রপ্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করাই পরম পুরুষার্থ। অতএব ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি এই সূত্র প্রতিপন্ন হইল।

——*:**:*-

দ্বাদশ প্রবন্ধ।

নির্গুণ আত্মার তত্ত্ব।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর ব্যবহারিক দৃশ্য, দর্শন ও দর্শক প্রভৃতি ভেদজ্ঞান থাকে না, তখন কেবল একমাত্র স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত আত্মা ব্যতীত আর সমস্ত পদার্থই মায়াময় অতএব সত্বাবিহীন রূপে দৃষ্ট হয়।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

যে অদ্বৈত ব্রহ্মে (১) এক অন্যকে দেখে না, এক অন্যকে শুনে না, এক অন্যকে জানে না, সেই অদ্বৈত ব্রহ্ম বৃহত্তমার্থক ভূমা শব্দ বাচ্য। যে অবস্থায় এক অন্যকে দেখে, এক অন্যকে শুনে, এক অন্যকে জানে সেই দ্বৈত ভাবাপন্ন জগৎ অল্পশব্দবাচ্য। ভূমা অমৃত এবং অল্প মর্ত্ত্য।

নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে ভগবন্! সেই ভূমা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" উত্তরে ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়াছিলেন "ভূমা আপন মহিমাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অপর কোন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। তিনি নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠা।"

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—

অদ্বৈত আত্মা মায়া প্রভাবে যখন দ্বৈতভাবে প্রতিভাত হন, তখন দ্রষ্টা দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা দ্রষ্টব্য পদার্থ দর্শন করে, ঘ্রাতা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাতব্য পদার্থ আঘ্রাণ করে, শ্রোতা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করে, বক্তা বাগিন্দ্রিয় দ্বারা অপর ব্যক্তিকে অভিবাদন করে, মন্তা মননেন্দ্রিয় দ্বারা মন্তব্য বিষয় মনে করে, এবং বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বিজ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু স্বপ্নকালে দৃষ্ট জগৎ জাগরণা-

---

(১) সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থায় যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, এবং জ্ঞানীর চক্ষে এখনও যেরূপ এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই সেই অবস্থায়।

বস্থায় যেরূপ লোপ পায়, সেইরূপ যখন ব্রহ্মবিদের জ্ঞান দৃষ্টিতে সমস্ত বাহ্য ও অন্তর্জগৎ কেবল এক অদ্বৈত আত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয় তখন তিনি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় দর্শন, আঘ্রাণ, শ্রবণ ও মনন করিবেন, কোন ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবেন, এবং কোন বিষয় জানিবেন? ব্রহ্মবিদের অবিদ্যা নাশ হওয়ায় তিনি কর্ত্তা, করণ, কর্ম্ম, ও ক্রিয়া ও সমস্ত জগৎকে মায়াময় দেখেন, তাঁহার দৃষ্টিতে একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তু সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না। যেমন ভ্রম কালে ভ্রান্ত ব্যক্তি মরুভূমিকে জল মনে করে এবং ভ্রম ঘুচিয়া গেলে মরুভূমিকে মরুভূমিই দেখে সেইরূপ অবিদ্যাকালে ভ্রান্ত জীব আত্মাকে জগৎ দেখে, অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলে আত্মাকে আত্মাই দেখে।

ঈশোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

পরমার্থবস্তুদর্শী যখন সমস্ত জগৎকে একমাত্র আত্মারূপে দেখেন তখন তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞানে মোহ এবং শোকের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ভগবান বাসুদেব গীতায় বলিয়াছেন—

যে ব্যক্তি আত্মাতেই রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি উপভোগ করেন সেই আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই। তিনি বিধি নিষেধের অতীত। কর্ম্ম-অকর্ম্ম-পুণ্য-পাপ প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার দৃষ্টিতে মায়াময়। সুতরাং পুণ্যার্থে তাঁহার কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই এবং কর্ম্ম না করার জন্য তাঁহার কোন প্রত্যবায় হয় না। আব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতই তাঁহার দৃষ্টিতে ইন্দ্রজাল সদৃশ মায়াময় হওয়ায় তাহারা তাঁহার কোন প্রয়োজনেই লাগে না।

কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যাহাকে জগৎ বলিয়া মনে হয় তাহাই আত্মা; সেই নিরাকার নির্ব্বিকার আত্মাই মায়া-প্রভাবে দ্রষ্টা ও দৃশ্যভাবে ভাসমান রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই জগৎ ও আত্মাকে পৃথক্ মনে করে তাহাকে বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু পরিগ্রহ করিতে হয়।

কৈবল্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য যে পরব্রহ্ম সকলের আত্মা, কোন পদার্থেরই যাঁহা হইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই, যিনি এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধিষ্ঠান, যিনি সমস্ত মহৎ পদার্থ অপেক্ষা মহত্তর, এবং সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, যিনি জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু প্রভৃতি বিকারশূন্য, তিনিই মায়াদ্বারা জীবাত্মাভাবে প্রকাশিত হন। বাস্তবিক জীবাত্মা ও নির্গুণ ব্রহ্ম অভিন্ন।

জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে যে সমস্ত প্রপঞ্চ প্রকাশ পায় সে সমস্তই ব্রহ্ম। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মকেই জীব অবিদ্যাবশত ঐ সমস্ত প্রপঞ্চভাবে দর্শন করে। বাস্তবিক এক নিরাকার নির্ব্বিকার নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন এই জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধক "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইলে সর্ব্ব প্রকার বন্ধ হইতে মুক্ত হন।

ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে সাধক দেখিতে পান যে জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালে যাহা কিছু ভোগ্য ভোক্তা ও ভোগভাবে প্রকাশিত হয় সে সমস্তই মায়াময়। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ যেমন স্বপ্নকল্পিত জগৎ হইতে পৃথক এবং স্বপ্নকল্পিত জগতের সাক্ষী সেইরূপ মায়াময়ী প্রকৃতির কর্ত্তা আত্মা এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক এবং এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চের সাক্ষী। তখন সাধক দেখিতে পান যে আমি চিন্মাত্র কৈবল্যাত্মা সদাশিব ভিন্ন আর কিছুই নহি।

তখন সাধক দেখেন যে আমিই নিখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ, দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য, জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়াদি বিভেদরহিত অদ্বয় ব্রহ্ম। আমিই মায়াদ্বারা দৃশ্য দর্শক ও দর্শনভাবে প্রকৃতির বিস্তার করি। আমিই এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চ উপসংহার পূর্ব্বক প্রলয়কালে প্রকৃতিকে অব্যক্ত ভাবে রাখি এবং মহাপ্রলয় কালে প্রকৃতি আমাতেই বিলীন হয়।

আমিই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও মহান্ হইতে মহত্তর। আমিই অনন্ত ভেদবান্ বিরাট পুরুষ, আমিই সর্ব্বপ্রথম সৃষ্ট হিরণ্যগর্ভ। আমিই

প্রকৃতির স্রষ্টা অধিষ্ঠাতা ও সংহারকর্ত্তা ঈশ্বর। এবং আমিই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্ম।

হস্ত পদাদি আমার নাই অথচ আমি সর্ব্বশক্তিমান্। চক্ষু কর্ণাদি আমার নাই অথচ আমি সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন। মন বুদ্ধি প্রভৃতি আমার নাই অথচ সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের শক্তি আমাতে বিদ্যমান। আমি নির্গুণ আমাকে কেহ জানে না, আমি কিন্তু সর্ব্বদা সমস্ত জগৎকে জানিতেছি।

বেদ সমুদয় আমারই তত্ত্ব প্রকাশ করে। উপনিষৎ সমূহ আমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। বেদের যথার্থ মর্ম্ম কেবল আমিই অবগত আছি। পাপ পুণ্য আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমার জন্ম নাই, আমার বিনাশ নাই,আমার দেহ নাই,আমার ইন্দ্রিয় নাই,এবং আমার বুদ্ধি নাই।

আমি ভূমি নহি, আমি জল নহি, আমি অগ্নি নহি, আমি বায়ু নহি, আমি আকাশ নহি। এই পঞ্চভূতের মধ্যে দুই বা অধিক ভূতের মিশ্রণও আমাতে নাই। আমি স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত অদ্বয় আত্মা। এই সমস্ত জগৎ আমার কল্পনা প্রসূত এবং আমার কল্পনা ভিন্ন ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। মায়াময়ী ব্যক্তা ও অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে আমি সম্পূর্ণ পৃথক্। এই ভাবে আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি হইলে সাধক অদ্বৈত ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

যখন সাধক অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন যে শরীর ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্ নির্গুণ আত্মাই আমি তখন আর তাঁহার কোন প্রকার ইচ্ছা বা কামনা থাকিতে পারে না। যে যে কারণে সাধারণ লোকের শরীর ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত কারণ ঘটিলেও তাঁহার পূর্ণানন্দের বিকার হয় না।

অনেকানর্থ সঙ্কুল, বিবেকজ্ঞান প্রতিপক্ষ, অবিদ্যাময় সংসারে প্রবিষ্ট জীবাত্মাকে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া যখন সাধক অপরোক্ষভাবে দেখিতে পান তখন তিনি আপনাকে সর্ব্বাত্মা সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বাধার সর্ব্বসাক্ষী অদ্বয় চিন্ময় বলিয়া জানিতে পারেন।

এই দেহে থাকিতে থাকিতে সাধক যদি ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে সাধক কৃতার্থ হন। যতকাল না অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয় ততকাল জীবকে বারম্বার জন্ম মৃত্যু পরিগ্রহ করিতে হয়। যাঁহারা এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাঁহারা মুক্তির জন্য শাস্ত্রপ্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করেন এবং ক্রমশঃ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাহারা এই তথ্য জানে না তাহারা সত্য মার্গ না পাইয়া জন্ম মরণাদি দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন দ্বারা যখন জীব ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে সক্ষম হয় তখন কোন পরম কারুণিক আচার্য্য উক্ত জীবের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন। সেই আচার্য্যের উপদেশ পাইয়া জীব মুক্তির জন্য শাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন করেন; এবং তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব অপরোক্ষ ভাবে অবগত হন। স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত চিন্ময় ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে ব্রহ্ম হইতে আমি ভিন্ন এইরূপ ভেদ জ্ঞান সাধকের চিত্তে আর থাকিতে পারে না এবং সাধক ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

-*:**:*—-

ত্রয়োদশ প্রবন্ধ।

নির্গুণ আত্মার উপাসনা।

অদ্বৈতজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, অদ্বৈত জ্ঞানলাভই পরম পুরুষার্থ এবং তপস্যা বা একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মের উপাসনাই অদ্বৈত জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়, এই তথ্য শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। উপবেশনার্থক আস্ ধাতু হইতে উপাসনা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। উপাস্য বস্তুতে চিত্তকে নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করার নাম উপাসনা। চিত্তের ধর্ম্মই এই যে, ইহা রূপ ও গুণ দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। সুতরাং রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দবিহীন মায়াতীত নির্গুণ ব্রহ্মতে চিত্তকে নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করা অতি দুরূহ ব্যাপার। নিরুপাধিক ব্রহ্ম বিষয়ক শাস্ত্রবাক্য সকল বারম্বার আলোচনা পূর্ব্বক সকল প্রকার রূপ ও গুণ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত নির্গুণ আত্মাতে মনঃসংযোগ করিতে করিতে অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ এই নির্গুণ উপাসনা আয়ত্তা হয়।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—

স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই এই তথ্যে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করিবে। যে ব্যক্তি জগৎকে অখণ্ড্যৈকরস ব্রহ্ম হইতে পৃথক মনে করে তাহাকে বারম্বার জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। এই অপ্রমেয় অবিনাশী ব্রহ্মকে একরস (অর্থাৎ ভেদ রহিত ও এক ভাবে স্থিত) বিজ্ঞানঘন (অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্য) বলিয়া জানিবে, যেহেতু ইনি আকাশাদি সম্বলিত সমস্ত মায়াময় জগতের অবলম্বন, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিমলরহিত, জন্মমরণাদি বিক্রিয়াশূন্য, নিত্য, মহত্তম, আত্মা।

শাস্ত্রাধ্যয়ন, গুরূপদেশ, মনন, ধ্যান প্রভৃতি উপায় দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষ-রূপে জানিয়া পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করা ধীর ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। বহুত্ব প্রতিপাদক

বহুসংখ্যক শব্দ চিন্তা করিও না। ওঙ্কার, বা অন্য বীজমন্ত্র, বা একমেবাদ্বিতীয়ং, বা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, বা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, বা সৎ চিৎ আনন্দং ব্রহ্ম, বা অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম, বা তত্ত্বমসি, বা অহং ব্রহ্মাস্মি, প্রভৃতি একত্ব প্রতিপাদক স্বল্পশব্দ বা বাক্যসকল অবলম্বনপূর্ব্বক সেই নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান করিবে। অনেক শব্দের অভিধ্যান শ্রান্তিজনক, তদ্দ্বারা সমাধি হয় না।

আত্মা জড় জগৎ নহেন, আত্মা অচেতন শক্তি নহেন, আত্মা শরীর নহেন, আত্মা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ নহেন, আত্মা মন নহেন, আত্মা বুদ্ধি নহেন, আত্মা ইন্দ্রিয় নহেন, এই প্রকারে ইহা নহেন, ইহা নহেন, অর্থাৎ নেতি, নেতি, এই বাক্য দ্বারা আত্মতত্ত্ব শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয়। সকল ইন্দ্রিয়ের অগম্য বলিয়া আত্মা অগৃহ্য, আত্মা কাহারও শরীর নহেন সুতরাং আত্মা অশীর্য্য, কোন পদার্থের সহিত আত্মার সংসক্তি হয় না সুতরাং আত্মা অসজ্য, এবং আত্মা কোন পদার্থের সহিত বদ্ধ নহেন, অতএব আত্মা অসিত। এই অগৃহ্য, অশীর্য্য, অসজ্য, অসিত আত্মা সুখদুঃখাতীত এবং অবিনাশী। শরীর ধারণ হেতু পাপক্রিয়া-জনিত পরিতাপ বা পুণ্যকর্ম্ম জনিত হর্ষ নিত্যমুক্ত আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে ইহজন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে আত্মজ্ঞানী যে কোন পাপ বা পুণ্যকর্ম্ম করিয়া থাকিতে পারেন সে সমস্ত কর্ম্মের ফল আত্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং আত্মজ্ঞানলাভের পর অনাত্মজ্ঞানীর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মজ্ঞানী কোন পুণ্য বা পাপ করিলেও তজ্জনিত ফল আত্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। সুতরাং প্রবৃত্ত ফল কর্ম্ম উপভোগ দ্বারা ক্ষয় পাইলেই আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এই সংক্রান্ত একটী ঋক্ (মন্ত্র) আছে। যথা—"তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিত্য মহিমা এই যে,ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে কর্ম্মকে শুভ বা অশুভ বলা যায় তিনি সকাম ভাবে সে কর্ম্ম করেন না এবং নিষ্কামভাবে সেই কর্ম্ম করিলে তাঁহার কোন বৃদ্ধি বা ক্ষতি হয় না।

সুতরাং এই মহিমার তত্ত্ব বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য। যিনি এই মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন তিনিও কামনা পরতন্ত্র হইয়া পুণ্য পাপ করেন

না এবং অন্য কোন কারণে কোন পুণ্য বা পাপ কর্ম্ম ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলেও তিনি তজ্জনিত পুণ্য ও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না।" উক্ত মহিমার তত্ত্ব জানা কর্ত্তব্য. এবং উক্ত মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারিলে জীব কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয়। শাস্ত্রের এই বিধান জানিয়া সাধক বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে শান্ত, অন্তঃকরণ তৃষ্ণা হইতে দান্ত, সর্ব্বপ্রকার কামনা হইতে উপরত, সুখ দুঃখাদি তিতিক্ষু এবং ব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত হইলে আপন আত্মাতে ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং সেই অদ্বৈত ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ ভ্রান্তিকল্পিত বলিয়া দেখিতে পান। প্রবৃত্ত ফল ভিন্ন ইহাঁর অপর সমস্ত পাপ পুণ্য কর্ম্মফল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে অন্য কোন পাপ পুণ্য কর্ম্মফল ইহাঁকে স্পর্শ করে না। ইনি বিগত-ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিগতকাম, এবং অহং--ব্রহ্ম-অস্মি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া ব্রাহ্মণ শব্দ বাচ্য হন। যে সকল ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবগণের এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান হয় না তাঁহারা গৌণ ব্রাহ্মণ, মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

নির্গুণ ব্রহ্মও পূর্ণ, সগুণ ব্রহ্মও পূর্ণ। মায়াময়ী প্রকৃতিরূপ আবরণ হেতু নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্মভাবে দৃষ্ট হন। প্রকৃতি মায়াময়ী অতএব অস্তিত্ববিহীন এই জ্ঞান সুস্থির হইলে কেবলমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

ভগবান্ বাসুদেব গীতাতে বলিয়াছেন—

সঙ্কল্পপ্রভব কাম সকলকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবেকযুক্ত মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করত বুদ্ধি ও ধৈর্য্য সহকারে পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে আত্মাতে প্রবিলাপর্ণ করিবে। অনন্তর সমস্তই আত্মা,আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া মনকে আত্মাতে নিশ্চল ভাবে স্থাপন করিবে এবং আত্মা ভিন্ন আর কিছুই চিন্তা করিবে না।

স্বভাবতঃ চঞ্চল অতএব (ধার্য্যমান হইলেও) অস্থির মন যদি শব্দাদি কোন কারণ হেতু আত্মচিন্তা হইতে বিচলিত হয় তাহা হইলে মনকে

নিগ্রহ করত সেই সমস্ত মায়াময় কারণ হইতে সংযমন পূর্ব্বক আত্মচিন্তায় স্থির করিবে।

এই প্রকার যোগাভ্যাস দ্বারা যে যোগী আপন মনকে প্রকৃষ্টরূপে শান্ত করিতে পারেন তাঁহার মোহাদি ক্লেশরজঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং "সমস্তই ব্রহ্ম" ইহা তাঁহার স্থিরনিশ্চয় হয়। তখন তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবর্জ্জিত হইয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হন।

যোগ সাধনের অন্তরায় সমূহ হইতে এইরূপে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা আত্ম-ধ্যান করত বিগতপাপ জীবন্মুক্ত যোগীপুরুষ অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎরূপ নির-তিশয় সুখভোগ করেন।

যোগাভ্যাস দ্বারা সমাহিতচিত্ত যোগীপুরুষ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত একরস আত্মাকে সর্ব্বত্র অবলোকন করত আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতগণকে আত্মাতে দর্শন করেন।

এইরূপ উপাসনায় সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে প্রবিলাপিত হইয়া যায় এবং ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি মায়াসংশ্লিষ্ট লক্ষণ সকল উপাসকের মন ও বুদ্ধি হইতে অপসৃত হয়। এই উপাসনায় ব্রহ্মের স্বরূপভাব উপাসিত হয় বলিয়া এই উপাসনা সর্ব্বোচ্চাধিকারী উপাসকের উপাসনা। কিন্তু ইহা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত নিম্ন অধিকারীর পক্ষে অতিশয় কঠিন। সুতরাং নিম্ন অধিকারী সাধককে উন্নত করত তাঁহাকে ব্রহ্মের স্বরূপ সন্নিবিষ্ট উপাসনার অধিকারী করার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রে তটস্থ লক্ষণ* ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে। তটস্থ লক্ষণ ব্রহ্মের উপাসনায় ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারণরূপে উপাসিত হওয়ায় ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রভৃতি লক্ষণ উপাসকের অবলম্বন হয়। সুতরাং এই উপাসনা পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ সন্নিবিষ্ট উপাসনা অপেক্ষা সহজে আয়ত্ত হয়। এবং তটস্থলক্ষণ উপাসনা আয়ত্ত হইলে পর স্বরূপ সন্নিবিষ্ট উপাসনায় জগৎকে ব্রহ্মে বিলীন করিয়া

* যে পুষ্করিণীর ধারে তালবৃক্ষ সকল বর্ত্তমান থাকে সেই পুষ্করিণীকে যেমন তটস্থ তালবৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক 'তালপুকুর' বলা যায় সেইরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা ইত্যাদি ভাবে উপাসনাকে তটস্থ লক্ষণ উপাসনা বলে।

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অদ্বয় আত্মার উপাসনা করা হয়। তটস্থলক্ষণ উপাসনায় জগৎ মায়াময় বলিয়া অবধারিত হইলেও জগৎ-জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয় না কিন্তু ব্রহ্মের উপাসনার উপায়স্বরূপ থাকে। স্বরূপ সন্নিবিষ্ট উপাসনায় মন ও বুদ্ধির গোচর সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কেবল মাত্র নির্গুণ আত্মার জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে।

পঞ্চদশী গ্রন্থোক্ত নিম্নলিখিত বাদানুবাদ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে নির্গুণ আত্মার তত্ত্ব কতক পরিমাণে ধারণা করিতে পারা যায়,—

"বৌদ্ধতপস্বিগণ মূর্খতাপ্রযুক্ত শ্রুতিবাক্য সকল অনাদর পূর্ব্বক কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে আত্মারূপ কোন পদার্থ নাই। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল মাত্র শূন্য ছিল। কিন্তু যে পদার্থের অস্তিত্ব থাকে কেবল তাহার সম্বন্ধেই 'আছে' 'ছিল' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ হয়। যাহা ছিল না তাহা ছিল বলা যুক্তিযুক্ত নহে। যেখানে সূর্য্যালোক আছে সেখানে অন্ধকার নাই, এবং সূর্য্যালোক অন্ধকারময় হইতে পারে না। সেইরূপ যাহা "ছিল না" তাহা "ছিল" হইতে পারে না এবং যাহা আছে তাহাও শূন্যময় হইতে পারে না। সুতরাং "কিছুই ছিল না" এই অর্থে "শূন্য ছিল" এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। বিশেষতঃ যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই না থাকিত তাহা হইলে এই সমস্ত সৃষ্টি কোথা হইতে আসিত? সম্পূর্ণ অভাব হইতে কোন প্রকার ভাব পদার্থ হইতে পারে না। যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই না থাকিত তাহা হইলে কখনই সৃষ্টি হইতে পারিত না এবং বর্ত্তমান কালেও কিছুই থাকিত না।

বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে মায়াদ্বারা আকাশাদি ও তাহাদের নাম ও রূপ কল্পিত হয় কিন্তু তাঁহাদের মতে আত্মা বা সদ্বস্তু এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। বৌদ্ধেরা যদি স্বীকার করেন যে তাঁহাদের শূন্য ও আকাশাদির ন্যায় সদ্বস্তুতে কল্পিত তাহা হইলে তাঁহাদিগের সহিত বৈদান্তিকদিগের আর বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কিন্তু যদি বৌদ্ধেরা বলেন যে আত্মা বা সদ্বস্তুও কল্পিত এবং ভ্রমময় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে এই কল্পনা এবং ভ্রম কাহার? নিরধিষ্ঠান কল্পনা বা

ভ্রম কখনই হইতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে এই ভ্রম বা কল্পনার অধিষ্ঠান নাই। সুতরাং বৌদ্ধদের মত অসঙ্গত এবং বাস্তবিকই এই প্রপঞ্চের সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মামাত্র ছিলেন এবং সেই আত্মার সঙ্কল্প দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ মায়াময় হইয়াও সত্যরূপে মায়াময় মন ও বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে। সেই আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় এই যে, প্রথম সমস্ত মূর্ত্ত পদার্থ মন হইতে অপসারিত করিতে হইবে। সমস্ত মূর্ত্ত পদার্থ মন হইতে অপসৃত হইলে পর অমূর্ত্ত আকাশ এবং অন্য যাহা কিছু মন বা বুদ্ধির গোচর হয় সে সমস্ত মন হইতে বিদূরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই আত্মা। এক্ষণে হয়ত কেহ বলিবেন যে মন হইতে সমস্ত বিদূরিত করিলে মনে আর কিছুই থাকে না। তাহার উত্তর এই যে ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, বৌদ্ধেরা যাহাকে শূন্য বা কিছুই না বলে তাহাই আত্মা, সেইরূপ তুমিও যাহাকে কিছুই না বলিতেছ তাহাও সম্পূর্ণ অভাব নহে কিন্তু তাহাই বাস্তবিক নির্গুণ আত্মা। কিছুই না এমত অবস্থা হইতেই পারে না, মন বুদ্ধির গোচর সমস্ত পদার্থ নিরাকরণ করিলে পর যাহা অবশিষ্ট থাকে এবং যাহাকে কোন মতেই নিরাকরণ করা যায় না সেই নিত্য সৎ পদার্থই আত্মা এই বলিয়া শ্রুতি আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন।”

চতুর্দ্দশ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

তটস্থ লক্ষণ আত্মার উপাসনা।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে যদিও ব্রহ্ম নিজে বাস্তবিক নির্ব্বিকার তথাপি তিনি আপন মায়া দ্বারা আপনাকে দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে বিবর্ত্তিত করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে কিন্তু বিবর্ত্ত। দুগ্ধের বিকারে দধির উৎপত্তি হয়; এখানে দধির উৎপত্তির জন্য দুগ্ধের স্বরূপ বিকৃত হইয়া যায়, দধিতে আর দুগ্ধের স্বভাব থাকে না। দ্রষ্টার ভ্রমবশতঃ এক বস্তু অন্যরূপে দৃষ্ট হইলে সেই বস্তুটী বিবর্ত্তিত হইয়াছে বলা যায়। কোন বস্তুর বিবর্ত্ত হইলে সেই বস্তুর নিজের স্বরূপে কোনরূপ বিকৃতি হয় না। রজ্জুকে সর্পভাবে দর্শন, মরুভূমিকে জলভাবে দর্শন, প্রভৃতি ভ্রান্তি-মূলক দৃষ্টি বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত। নির্ব্বিকার ব্রহ্মই আপন মায়ার প্রভাবে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন সমন্বিত জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। এই বিবর্ত্তনে ব্রহ্মের কোনরূপ বিকার হয় নাই। ঐন্দ্রজালিকের মায়ার ন্যায় এবং স্বপ্নকালের দৃষ্টির ন্যায় ঈশ্বরের মায়াবশে এই মিথ্যা জগৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মের স্বরূপ উপাসনা পারমার্থিক সত্যমূলক ও তটস্থ লক্ষণ উপাসনা ব্যবহারিক সত্যমূলক। সুতরাং ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ উপাসনা স্বরূপ উপাসনার অপেক্ষা সহজে আয়ত্ত করা যায় বলিয়া শাস্ত্র অনেক স্থলে তটস্থ লক্ষণ ব্রহ্মের উপাসনা বিধান করিয়াছেন। তটস্থ লক্ষণ উপাসনায় নির্গুণ ও অচিন্ত্য ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা ও ঈশ্বর ও অন্তর্যামী ও আদ্যাশক্তি ও জগদ্ধাত্রী ও দুর্গা ও তারা প্রভৃতি ভাবে উপাসিত হন। এই উপাসনায় ব্রহ্মের অব্যক্ত অচিন্ত্য স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ভাব প্রধান ভাবে এবং তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি লক্ষণ ও তাঁহার সৃষ্ট জগৎ অবলম্বন ভাবে উপাসকের মনে বর্ত্তমান থাকে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—

রূপ-রস- গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-বিহীন ভেদ-রহিত চিন্ময় ব্রহ্ম আপন নির্গুণ ভাব প্রতিখ্যাপন জন্য মায়াদ্বারা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ সম্বলিত জড়জগৎ ভাবে এবং বিজ্ঞান-মন-ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন জীব সমূহ ভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। এই বিবর্ত্তনের জন্য ব্রহ্মের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই। অবিদ্যাধীন, বিবিধ-জ্ঞানযুক্ত, নানা ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন, অসংখ্য মন কল্পনা করিয়া তিনি অসংখ্য জীবভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইন্দ্রিয়, মন, ও বিজ্ঞান বর্জ্জিত, এক অদ্বিতীয় চিন্ময় হইলেও জীবগণ অবিদ্যাবশতঃ তাঁহাকেই অসংখ্য জীবাত্মাভাবে, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দযুক্ত অসংখ্য জড় পদার্থ ভাবে, এবং বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত অসংখ্য জীবভাবে অবলোকন করে। অশ্বগণ যেমন সারথিকে আপন গৃহ হইতে নানা স্থানে লইয়া যায় সেইরূপে বিবিধ পদার্থ বিবিধ পদার্থের জ্ঞান অসংখ্য মনোবৃত্তি সকলও ইন্দ্রিয়গণ জীবসকলকে আত্ম পদার্থ হইতে নানা অনাত্ম পদার্থে লইয়া যায়। এই ইন্দ্রিয়গণেরও সংখ্যার সীমা নাই। যে জীবের যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে সেই জীব নির্গুণ আত্মাকে তত প্রকার ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ ভাবে সন্দর্শন করে। যাহার কেবলমাত্র কর্ণ আছে, অন্য ইন্দ্রিয় নাই সে নির্গুণ আত্মাকে কেবলমাত্র শব্দময় ভাবে শ্রবণ করে। যাহার কেবলমাত্র চক্ষু আছে অন্য ইন্দ্রিয় নাই সে নির্গুণ আত্মাকে কেবলমাত্র রূপময় ভাবে দর্শন করে। যাহার কেবল মাত্র ঘ্রাণ শক্তি আছে সে নির্গুণ আত্মাকে কেবলমাত্র গন্ধময় ভাবে আঘ্রাণ করে। যাহার কেবলমাত্র চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা আছে সে নির্গুণ আত্মাকে রূপ শব্দ ও গন্ধযুক্ত ভাবে সন্দর্শন করে। যাহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ আছে সে নির্গুণ আত্মাকে রূপ শব্দ গন্ধ রস এবং স্পর্শ গুণযুক্ত ভাবে সন্দর্শন করে। যে জীবের আরও অধিক ইন্দ্রিয় আছে সে আত্মাকে আরও অধিক গুণযুক্ত ভাবে দর্শন করে। যে জীবকে ঈশ্বর অসংখ্য ইন্দ্রিয়যুক্ত করিয়াছেন সে জীব নির্গুণ আত্মাকে অসংখ্য গুণযুক্ত ভাবে অবলোকন করে। সেইরূপ যে জীবকে ঈশ্বর যত প্রকার বিজ্ঞান ও

মনোবৃত্তি দিয়াছেন সে জীব নির্গুণ আত্মাকে তত প্রকার বিজ্ঞান ও মনোবৃত্তিযুক্ত মনে করে। বাস্তবিক ঈশ্বর কর্তৃক কল্পিত বিজ্ঞান ও মন ও ইন্দ্রিয়গণই সেই চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মকে অনেক দ্রষ্টা ও দৃশ্য রূপে প্রকাশ করিতেছে। এই বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয়গণও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। সেই এক ব্রহ্মই অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য প্রাণিগণের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয় এবং অসংখ্য প্রাণিগণের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিয়াছেন। স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত দেশ কালানবচ্ছিন্ন অনাদি অনন্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর, তিনিই সমস্ত পদার্থ, তিনিই সকলের আত্মা এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ।

ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন—

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! আকাশ যাহাতে ওতপ্রোতভাবে স্থিত, সেই পরমনিধান ব্রহ্মের কথা বলিতেছি। ইহাঁকে ব্রাহ্মণেরা অক্ষর বলিয়া থাকেন। ইনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, ইনি অগ্নির ন্যায় লোহিত নহেন, জলের ন্যায় দ্রব নহেন, মৃত্তিকার ন্যায় ছায়াবিশিষ্ট নহেন, ইনি অন্ধকার নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, অন্য কোন পদার্থের সহিত ইহাঁর সংসক্তি নাই, ইহাঁর রস নাই, গন্ধ নাই, চক্ষু নাই, শ্রোত্র নাই, বাগিন্দ্রিয় নাই, মননেন্দ্রিয় নাই, ইনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্কর পদার্থ নহেন, ইহাঁর প্রাণ নাই, মুখ নাই, পরিমাণ নাই, ইহাঁর অন্তর নাই, বাহ্য নাই, ইনি কিছুই ভোজন করেন না, এবং ইনি কাহারও ভক্ষ্য নহেন। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ অনন্ত অন্তরীক্ষে আপন আপন মার্গে বিধৃত রহিয়াছে। ইহাঁর প্রশাসনে জীবগণ আপন আপন কর্ম্মফলবশতঃ স্বর্গ পৃথিবী প্রভৃতি নানা লোকে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিচরণ করে। ইহাঁরই শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, সম্বৎসর প্রভৃতি কালাবয়ব সকল নিত্য নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। ইহাঁরই শাসনে তুষারমণ্ডিত শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া নদী সকল পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রভৃতি নানা দিকে আপন আপন পথে গমন করে। যে নিয়মে এই জগৎ চলিবে

বলিয়া ইনি আদেশ করিয়াছেন সেই নিয়ম খণ্ডন বা ব্যতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। ইহাঁরই শাসনে দান প্রভৃতি শুভকর্ম্মকারী মনুষ্যগণ সমাজে প্রশংসিত এবং সমাদৃত হয়, অশুভকারী পাপিগণ নিন্দিত এবং ঘৃণিত হয় এবং সংসারে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। হে গার্গি! ইনি সেই অক্ষর যিনি সকলকে দেখেন কিন্তু যাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, যিনি সকলকে শুনেন কিন্তু যাহাঁকে কেহ শুনিতে পায় না, যিনি সকলকে মনে করেন কিন্তু যাঁহাকে কেহ মনে করিতে পারে না, যিনি সকলকে জানেন কিন্তু যাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ইনিই একমাত্র দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা। জগতে যত প্রাণী আছে ইনি সকলের আত্মা সুতরাং ইহাঁ ছাড়া দ্বিতীয় দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরেতেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে।

ব্রহ্মের অন্তর্যামিত্ব বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—

যিনি পৃথিবীদেবতায় বর্ত্তমান থাকিয়া পৃথিবীদেবতার অভ্যন্তরে আছেন, পৃথিবীদেবতা যাঁহাকে জানেন না, যিনি নিজে অশরীর হইয়াও পৃথিবীদেবতার শরীর দ্বারা কার্য্য করেন, যিনি পৃথিবীদেবতার অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীদেবতাকে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অমর ও অন্তর্যামী। যিনি জলদেবতায় বর্ত্তমান থাকিয়া জলদেবতার অভ্যন্তরে আছেন, জলদেবতা যাঁহাকে জানেন না, যিনি নিজে অশরীর হইয়াও জলদেবতার শরীর দ্বারা কার্য্য করেন, যিনি জলদেবতার অভ্যন্তরে থাকিয়া জলদেবতাকে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অমর ও অন্তর্যামী। ইত্যাদি বাক্য সকল ব্রহ্মের আধিদৈবিক অন্তর্যামিত্ব প্রকাশ করিতেছে। যিনি সকল জড় পদার্থে বর্ত্তমান থাকিয়া সকল জড় পদার্থের অভ্যন্তরে আছেন সকল জড়পদার্থ যাঁহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইয়াও সকল জড়পদার্থরূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন, যিনি সকল জড়পদার্থের অভ্যন্তরে থাকিয়া সকল জড়পদার্থকে স্ব স্ব ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি

তোমার আমার এবং সর্ব্বভূতের আত্মা ও সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অমর ও অন্তর্যামী। এই বাক্য ব্রহ্মের আধিভৌতিক অন্তর্যামিত্ব প্রকাশ করিতেছে। এক্ষণে ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক অন্তর্যামিত্বের বিষয় বলা হইতেছে। যিনি প্রাণে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাণের অভ্যন্তরে আছেন, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইলেও প্রাণরূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন এবং যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অমর ও অন্তর্যামী। যিনি বাগিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া বাগিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে আছেন, বাগিন্দ্রিয় যাঁহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইলেও বাগিন্দ্রিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন এবং যিনি বাগিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাগিন্দ্রিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী এবং অমৃত। যিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে আছেন, চক্ষুরিন্দ্রিয় যাঁহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন এবং যিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনিই তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে আছেন, শ্রবণেন্দ্রিয় যাঁহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইলেও শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন, যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন,' ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি অন্তরিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া অন্তরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে আছেন, অন্তরিন্দ্রিয় যাঁহাকে জানে না, যিনি স্বয়ং অশরীর হইলেও অন্তরিন্দ্রিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন এবং যিনি অন্তরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরিন্দ্রিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে আছেন, ত্বগিন্দ্রিয় যাঁহাকে জানে না, যিনি স্বয়ং অশরীর হইলেও

ত্বগিন্দ্রিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন এবং যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বগিন্দ্রিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি বিজ্ঞানে বর্ত্তমান থাকিয়া বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে আছেন, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে না, যিনি অশরীর হইলেও বিজ্ঞানরূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন, যিনি বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে থাকিয়া বিজ্ঞানকে স্বব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। ইহাঁকে কেহ দেখিতে পায় না ইনি সকলকে দেখিতে পান, ইহাঁকে কেহ শুনিতে পায় না, ইনি সকলকে শুনিতে পান, ইহাঁকে কেহ মনে করিতে পারে না, ইনি সকলকে মনে করেন, ইহাঁর বিষয়ক জ্ঞান কাহারও নাই, সকলের বিষয়ক জ্ঞান ইহাঁর আছে। বাস্তবিক ইহাঁ ভিন্ন দ্বিতীয় দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। ইনিই তোমার আত্মা এবং ইনিই সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত সর্ব্ব-সাংসারিক-কর্ম্মফল-বিভাগ-কর্ত্তা অন্তর্যামী অমৃত আত্মা। ইহাঁ ভিন্ন আর সমস্তই নশ্বর।

প্রায় সকল শাস্ত্রেই তটস্থ লক্ষণ উপাসনার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এ সংক্রান্ত অধিক শাস্ত্রবাক্য উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। আর দুই তিনটী দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করত সগুণ ও সাকার উপাসনার বিষয় আরম্ভ করা যাউক।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা। তুমি বৃদ্ধরূপে দণ্ডধারণ করিয়া বিচরণ কর। তুমি নিজে সর্ব্বোপাধিরহিত, নির্ম্মল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, একরস, অদ্বয়, নেতি নেতি শব্দবাচ্য আত্মা। কিন্তু উপাধি-যোগে তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট প্রভৃতি রূপে প্রতিভাত হও।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে—

হে দেবি! এই সমস্ত জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তুমিই ইহাকে সৃষ্টি কর, তুমিই ইহাকে পালন কর, এবং প্রলয়কালে তুমিই ইহাকে গ্রাস কর।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে—

এই মায়াময় জগতের কারণ যে সদ্বস্তু তাহা তুমি, তোমাকে প্রণাম। তুমি চিন্ময়, আপন মায়াপ্রভাবে বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইতেছ, তোমাকে প্রণাম। তোমা ভিন্ন আর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং, কেবল তোমার প্রসাদেই লোক মুক্তি পাইতে পারে, তোমাকে প্রণাম। তুমি সত্ত্বরজস্তমোগুণাতীত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে প্রণাম।

এই মায়াময় সমস্ত জগতের আত্মা তুমি, তোমাকে প্রণাম। এই জগতের তুমিই প্রতিষ্ঠা ও পালয়িত্রী, তোমাকে প্রণাম। এই জগতের তুমিই আদি, তুমিই অন্ত, তোমাকে প্রণাম। এই জগতের তুমিই সৃষ্টিকর্ত্রী, তুমিই সংহারকর্ত্রী, তোমাকে প্রণাম।

এই তটস্থ লক্ষণ ব্রহ্মের উপাসনাতেও সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত নিরাকার নির্ব্বিকার আত্মাকে মনে ধারণ করিতে হয়, সেই জন্য এই উপাসনাও অতি কঠিন। নিরাকার নির্গুণ আত্মাকে অনেকে ভাবিতে পারেন না আবার অনেকে এই নির্গুণ উপাসনা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেও ইহাতে আনন্দ অনুভব করেন না এবং নীরস বলিয়া এই উপাসনা পরিত্যাগ করেন। সর্ব্বদিগ্‌দর্শী শাস্ত্র তাঁহাদের জন্য সগুণ ও সাকার ঈশ্বরের উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সগুণ ও সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করত উক্ত ভক্তগণ পরম আনন্দ উপভোগানন্তর ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপসন্নিবিষ্ট উপাসনার অধিকারী হইয়া ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করেন।

-:*:

পঞ্চদশ প্রবন্ধ।

—:*:*:*:—

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, ব্রহ্মের স্বরূপসন্নিবিষ্ট উপাসনায় সৃষ্ট পদার্থ এবং সৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া উপাসকের মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং কেবল এক অদ্বয় নির্গুণ আত্মা ভিন্ন উপাসক অন্য কোন বিষয় উপলব্ধ করেন না। তটস্থ লক্ষণ উপাসনাতেও সেই নিরাকার নির্ব্বিকার সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্রহ্ম উপাসিত হন; তবে প্রথম অর্থাৎ স্বরূপসন্নিবিষ্ট উপাসনায় সৃষ্ট পদার্থ এবং সৃষ্টি স্থিতি লয় ক্রিয়া উপাসকের মনে একেবারে স্থান পায় না; কিন্তু দ্বিতীয় অর্থাৎ তটস্থলক্ষণ উপাসনায় সৃষ্ট পদার্থ এবং সৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া মায়াময়, অতএব বাস্তবিক সত্তাবিহীনরূপে পরিজ্ঞাত হয়, এবং ব্রহ্মকে ঈশ্বর ও অন্তর্যামী ভাবে উপাসনা করিবার অবলম্বনস্বরূপ হইয়া উপাসকের মনে অপ্রধানভাবে উপস্থিত থাকে, এবং ঈশ্বর ও অন্তর্যামীভাবে নির্গুণ ব্রহ্মই প্রধানরূপে উপাসকের মনে উপস্থিত থাকেন এবং উপাসিত হন। এই উভয় উপাসনাতেই অব্যক্ত অচিন্ত্য নির্গুণ ব্রহ্ম বা আত্মাই উপাস্য বলিয়া এই উভয় উপাসনাকেই আধ্যাত্মিক উপাসনা বলে।

কিন্তু অনেকে তটস্থ লক্ষণরূপ অবলম্বন দ্বারাও অব্যক্ত অচিন্ত্য নির্গুণ ব্রহ্মকে ঈশ্বর ও অন্তর্যামীভাবে আপন হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন না। আবার কোন কোন উপাসক ব্রহ্মের ঈশ্বর এবং অন্তর্যামী ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইলেও অব্যক্ত নির্গুণ উপাসনা নীরস বলিয়া পরিত্যাগ করেন, এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে নানাবিধ শক্তির বিকাশ, এবং ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়, দয়ার মাহাত্ম্য, প্রভৃতি সৎকর্ম্মের শুভফল, এবং অসৎ কর্ম্মের অশুভ ফল দেখিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মময়, দয়াময়, প্রেমময়

প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট মনে করিয়া, অথবা তিনিই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা ক্রিয়া বা গুণ ইহা মনে করিয়া তাহার উপাসনা করেন। যথা—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

মনুষ্য কোন না কোন বিষয় বা ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই ভাবিয়া থাকে। যাঁহাকে ইহ জীবনে মনুষ্য সর্ব্বদা ভাবনা করে মৃত্যুর পর মনুষ্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভাবনার তীব্রতার তারতম্যানুসারে তাঁহার সালোক্য সারূপ্য বা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য ব্রহ্মকে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ জানিয়া রাগ দ্বেষাদি দোষ রহিত হইয়া ব্রহ্মকে বক্ষ্যমানগুণসকল সংযুক্ত মনে করিয়া একমনে তাঁহার উপাসনা করিবে।

ব্রহ্ম মনোময় অর্থাৎ সমস্ত জীবের মনের সমষ্টি। যে প্রাণ শক্তি ইন্দ্রিয়ভাবে জ্ঞানোৎপাদক এবং জগৎ ভাবে জ্ঞানের বিষয় সেই প্রাণ ব্রহ্মের শরীর। জীবের চৈতন্য এবং জড় জগতের আলোক তাঁহার রূপ। ব্রহ্ম যখন যাহা সঙ্কল্প করেন তখনই তাহা সৃষ্ট হয়। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত সূক্ষ্ম এবং রূপাদিহীন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ তাঁহার সৃষ্ট। জগতে যে কিছু কামনা হইয়া থাকে সমস্তই তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত। জগতে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা উপলব্ধ করা যায় সেই সমস্ত পদার্থের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ তাঁহা কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত। তিনি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। যদিও তাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই তথাপি তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং সমস্ত জ্ঞান উপলব্ধ করেন। তিনি আপ্তকাম এবং নিত্যতৃপ্ত সুতরাং কোন পদার্থে তাঁহার আদর নাই।

তিনিই আমার আত্মা, তিনি আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান আছেন, তিনি ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক (শস্যবিশেষ) অথবা শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। তবে কি তিনি পরিমাণে অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম? না, তাহা নহে। আমার হৃদয়স্থ সেই আত্মা পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহৎ, স্বর্গ হইতে বৃহৎ এবং এই অনন্ত জগৎ হইতেও বৃহৎ। কিন্তু একই বস্তু অতি সূক্ষ্ম এবং অতি স্থূল হইতে পারে না। সুতরাং ইহা বুঝিতে

হইবে যে দয়া, প্রেম, সূক্ষ্মতা, স্থূলতা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি গুণ সকল বাস্তবিক মায়াময় মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্মে এই সকল প্রাকৃতিক গুণ অধ্যস্ত হইয়া ব্রহ্মকে দয়াময়, প্রেমময়, সূক্ষ্ম, স্থূল প্রভৃতি সগুণ ভাবে ব্যক্ত করে এবং উপাসক এই সকল গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা ক্রমশঃ নির্গুণ আত্মাকে জানিতে পারেন।

অতএব সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, নিরিন্দ্রিয় অথচ সর্ব্বজ্ঞ, এবং নির্লিপ্ত ঈশ্বরই আমার আত্মা ; তিনি আমার হৃদয়ের মধ্যে আছেন, তিনি ব্রহ্ম, মৃত্যুর পর তাঁহাতেই আমি বিলীন হইব, ইহাই নিশ্চয় এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মধ্যান করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্রহ্মধ্যান করেন তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। মহর্ষি শাণ্ডিল্য ঐরূপে গুণ এবং ক্রিয়া সকলকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মধ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে লিখিত আছে—

হে দুর্গে! দুর্গতিগ্রস্তজন তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহার ভয়নাশ কর। ভয়াদিরহিত ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহাকে তত্ত্ববুদ্ধি প্রদান কর। হে দ্রারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-হারিণি দেবি! সকলের উপকার করি-বার জন্য তোমার ন্যায় সর্ব্বদা আর্দ্রচিত্তা আর কে আছে?

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে অন্যত্র লিখিত আছে—

যে দেবী সকল প্রাণীতে মহামায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ও ভ্রান্তিরূপে বর্ত্তমানা আছেন সেই আত্মাশক্তি জগন্মা-তাকে প্রণাম। ইন্দ্রিয়গণ ও মহাভূতগণের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া যিনি সর্ব্বদা সমস্ত পদার্থে বর্ত্তমানা রহিয়াছেন, সেই ব্যাপ্তি দেবীকে প্রণাম। যিনি এই কৃৎস্ন জগৎ ব্যাপিয়া চিৎরূপে বর্ত্তমানা রহিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম।

এই প্রকার উপাসনায় গুণযুক্ত বা সোপাধিকভাবে ব্রহ্ম উপাসিত হন বলিয়া ইহাকে সগুণোপাসনা বলে। এই সগুণ উপাসনাও দ্বিবিধ—১ম আধিদৈবিক ২য় আধিভৌতিক।

(১) আধিদৈবিক উপাসনায় ঈশ্বর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-বিহীন কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তৃত্ব, অন্তর্যামিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব চেতনা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি মানসিক গুণযুক্ত এবং দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন ভাবে উপাসিত হন।

(২) আধিভৌতিক উপাসনায় উপরিউক্ত গুণসমূহ ঈশ্বরে আরোপ করা ব্যতীত তাঁহাতে ভৌতিক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-গুণ ও অধ্যস্ত হয়। আধি-ভৌতিক উপাসকগণ বলেন যে ঈশ্বর চিন্ময় ও অরূপ হইলেও উপাসক-গণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

স্মৃতিতে আছে—হে নারদ! তুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ ইহা আমি মায়ার দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। এইরূপ সর্ব্বভূত গুণযুক্ত। আমার স্বরূপভাব তোমার ইন্দ্রিয়গম্য নহে।

বাস্তবিক ব্রহ্মের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উভয় ভাবই মায়াময় উপাধিযুক্ত। নিরস্ত সর্ব্ব বিশেষণ অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অরস অগন্ধ অবিদ্যা-রহিত অব্যয় চিন্ময় ভাবই ব্রহ্মের স্বরূপ ভাব।

ষোড়শ প্রবন্ধ।

ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বিরাট জীব ও দেব দেবীর বিষয়।

আবার অনেকে প্রকৃতি হইতে পৃথক ঈশ্বরকে অনুধাবন করিতে পারেন না। শাস্ত্র তাঁহাদের জন্য হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষের উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষ উভয়েই প্রকৃতিচক্রের অন্তর্ভূত। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে তাঁহারা আবির্ভূত হন এবং প্রলয়কালে অব্যক্তা প্রকৃতিতেই তাঁহারা বীজভাবে বিলীন থাকেন। বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন জীব সমূহের সমষ্টিই হিরণ্যগর্ভ। এবং (১) বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তি ও শরীরসম্পন্ন জীব সমূহের,(২) অচেতন শক্তি* সমূহের এবং (৩) রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সমন্বিত সমস্ত পদার্থের সমষ্টিই বিরাট পুরুষ। নির্গুণ আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে মহাপ্রলয়ান্তে অব্যক্তা প্রকৃতি উৎপন্না হয়। জীবের বিজ্ঞান হইতে যেমন জীবের কল্পনা সকল প্রাদুর্ভূত হয় সেইরূপ অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট পুরুষ প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং জীবের কল্পনার সহিত জীবের বিজ্ঞানের যেরূপ সম্বন্ধ হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষের সহিত অব্যক্তা প্রকৃতির সেইরূপ সম্বন্ধ। খণ্ড প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত মনোময় কোষ ও সমস্ত বিজ্ঞান অব্যক্তা প্রকৃতিভাবে বিলীন হয়, আবার খণ্ড প্রলয়ান্তে উক্ত অব্যক্তা প্রকৃতিই বিজ্ঞান সমষ্টি মনোময় কোষ সমষ্টি, শক্তিসমষ্টি ও সমস্ত জগৎরূপে ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হয়। সুতরাং পূর্ব্ব সৃষ্টির জ্ঞান হইতে হিরণ্যগর্ভের বিজ্ঞান হয় এবং সেই বিজ্ঞান হইতে পর সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের কল্পনা সকল প্রাদুর্ভূত হয়।

---

*হিরণ্যগর্ভোপাসকগণের মতে ইন্দ্রিয়শক্তি অচেতনশক্তি এবং জড় জগৎ হিরণ্যগর্ভের কল্পনা সম্ভূত। হিরণ্যগর্ভ আপন মনোমধ্যে তাহাদের কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে ভোগ করেন। সুতরাং হিরণ্যগর্ভের কল্পনা ভিন্ন তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বাস্তবিক হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষ উভয়ই ঈশ্বরের কল্পনা।

যখন নির্গুণ আত্মা সর্ব্বপ্রকার উপাধিবর্জ্জিত স্বরূপ ভাবে দৃষ্ট হন তখন তিনি ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন। যখন আত্মা প্রকৃতির স্রষ্টা রূপে তটস্থ-ভাবে দৃষ্ট হন তখন তিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্তু ঈশ্বর যে কেবল এক ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? এক এক সৃষ্টির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক এক প্রকৃতি। ঈশ্বর কত প্রকার প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। আমরা যে সৃষ্টির অন্তর্গত সেই সৃষ্টির প্রকৃতি, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাটপুরুষই আমাদের মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের গোচর। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এককালে আমরা এক বিষয়ের অধিক চিন্তা করিতে পারি না তবে ঈশ্বর এককালে একের অধিক প্রকৃতি কি প্রকারে কল্পনা করেন! এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, জীবের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলিয়া ঈশ্বরের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ মনে করা যুক্তি সঙ্গত নহে। জীব এককালে একাধিক সঙ্কল্প করিতে পারেনা বটে কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর একইকালে অনায়াসে অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিতে পারেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিতে যেমন জীবের কিছু মাত্র কষ্ট হয় না সেইরূপ অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিতে ঈশ্বরের কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। আবার উক্ত প্রকৃতি সকলকে ঈশ্বর এমন সুকৌশলে কল্পনা করেন যে, ইহারা আপনা আপনিই আপনা-দের সমস্ত ব্যাপার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মতে সম্পন্ন করে। কিন্তু এই সমস্ত কল্পনা সেই অনন্ত চিন্ময় ঈশ্বরের চিচ্ছক্তির তুলনায় অতি সামান্য এবং নগণ্য। সুতরাং অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিয়াও ঈশ্বর কল্পনাশূন্য অবস্থায় থাকিতে পারেন। ঈশ্বরের এই শক্তিকে নির্দ্দেশ করা বা চিন্তা করা জীবের বুদ্ধির অগোচর। জীবকে এই অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বরিক শক্তি বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র সেই এক অদ্বিতীয় অবিভাজ্য ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা আত্মাতে অংশ কল্পনা করেন এবং সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রভৃতি সমস্ত কল্পনাশূন্য অদ্বিতীয় অবিভাজ্য অচিন্ত্য আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সর্ব্ব প্রকার সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং মহাপ্রলয়কালে আত্মার ভাব আলোচনা করিলে এই ব্রহ্মের তত্ত্ব কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যখন আত্মাকে সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা

বলিয়া আলোচনা করা হয় তখন শাস্ত্র আত্মাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন। সুতরাং যদিও ঈশ্বর এবং আত্মা একই তথাপি তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শনহেতু শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে ঈশ্বর ব্রহ্ম এবং আত্মা শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই বলা হয় যে প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা এক একজন পৃথক্ ঈশ্বর। কিন্তু বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন পৃথক্ ঈশ্বর নাই। সেই আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র ঈশ্বর। তিনিই এককালে অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিয়া অসংখ্য ঈশ্বর এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা নির্গুণ আত্মাভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন।

ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মার অন্য এক প্রকার কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্র অনেক স্থলে অসংখ্য জীবাত্মাকে ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মার পৃথক্ পৃথক্ অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক জীবাত্মা অনেক নহে। সেই একই আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জীবের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয় শক্তি সকল এমন ভাবে কল্পনা করিয়াছেন যে জীব যতকাল অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে ততকাল সে মনে করে যে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছে। অবিদ্যামুক্ত হইলেই জীব দেখিতে পায় যে জীবাত্মা সকল পৃথক্ নহে,ভ্রম বশতই একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা ভাবে দৃষ্ট হন। আবার ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের অন্য একপ্রকার কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্র সমস্ত বাহ্য ও অন্তর্জগতকে ব্রহ্ম ঈশ্বর বা আত্মার অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের কল্পনা ভিন্ন এই জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মায়াময় জগৎ মায়াধ্যক্ষ ব্রহ্ম বা আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ হইতে পারে না। কেবল অবিদ্যাবশতই জগৎকে ঈশ্বরের অংশ বলা হয়। আবার এই প্রকারে ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের কল্পিত অংশাংশী ভাব লইয়াই উপাসনার সৌকর্য্যার্থে শাস্ত্র নানাপ্রকার দেব দেবী কল্পনা করত তাহাদিগকে ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বাস্তবিক ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ হইতে পারে না। সীমাবদ্ধ মন বুদ্ধি বিশিষ্ট জীব যাহাতে সেই অসীম ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের

দিকে কোন প্রকারে আপন মন ও বুদ্ধি ফিরাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র দেব দেবীর উপাসনা কল্পনা করিয়াছেন। শাস্ত্রের এই উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্যই বৃহদারণ্যকোপনিষদে শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের অবতারণা করা হইয়াছে। শকল গোত্রোদ্ভব বিদগ্ধ নামক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দেবতার সংখ্যা কত ? যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বৈশ্বদেব প্রকরণের নিবিদ্ নামক দেবতা সংখ্যাবাচক বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন, বৈশ্বদেব প্রকরণের নিবিদ্ বাক্যে দেবগণের সংখ্যা ৩৩০৬ তিন সহস্র তিন শত ছয় বলিয়া উক্ত আছে। তখন শাকল্য বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য বটে। কিন্তু দেবগণের সংখ্যা সঙ্কোচ করা যায় কি না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ, দেবগণের সংখ্যা একত্রিংশৎ বলা যায়। তখন শাকল্য বলিলেন, তোমার উত্তর ঠিক হইয়াছে, কিন্তু দেবতাদিগের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হাঁ, দেবগণের সংখ্যা ছয় বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, যথার্থ উত্তর হইয়াছে, কিন্তু দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কুচিত করা যায় কি না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ, দেবগণের সংখ্যা তিন বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, তোমার বাক্য সত্য, কিন্তু দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ. দেবগণের সংখ্যা দুই বলা যায়। তখন শাকল্য বলিলেন, ইহা ঠিক কিন্তু দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ, দেবগণের সংখ্যা অধ্যর্দ্ধ অথবা দেড় বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, যথার্থ উত্তর হইয়াছে, কিন্তু দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ দেবগণের সংখ্যা এক বলা যায়। শাকল্য তখন যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর অনুমোদন করিয়া বলিলেন, এক্ষণে ৩৩০৬ সংখ্যক দেবগণের বিশেষ বিবরণ বল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দেবগণের সংখ্যা বাস্তবিক ৩৩ কিন্তু ইহাঁদের মহিমা বা ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিগণকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করা হেতু দেবতার সংখ্যা ৩৩০৬ বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, ভাল, ৩৩ দেবতার বিশেষ বিবরণ বল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিংশৎ

এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়স্ত্রিংশ। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বসু কাহাদিগকে বলে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, স্বর্গ, চন্দ্র, এবং নক্ষত্র সকল ইহঁারাই বসু। ইহঁারাই নানাভাবে পরিণত হইয়া জীবগণের কর্ম্মফল প্রদান করেন এবং ইহঁারাই জীবগণের আবাস স্থল। সমস্ত জগৎকে ইহঁারা বাসস্থান প্রদান করেন বলিয়া ইহঁারা বসু নামে অভিহিত হইয়াছেন। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, রুদ্র কাহারা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মন ইহারা একাদশ রুদ্র। জীবের মৃত্যু হইলে এই একাদশ প্রাণ এক স্থূল শরীর হইতে অন্য স্থূল শরীরে গমন করে। তখন মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরা রোদন করে। যেহেতু এই একাদশ প্রাণ এইরূপে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে রোদন করায়,সেইজন্য ইহাদিগের নাম রুদ্র। অনন্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আদিত্য কাহারা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, এক বৎসরে যে দ্বাদশ মাস আছে তাহাদের নাম আদিত্য। ইহারা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইয়া জীবগণের আয়ু আদান অর্থাৎ গ্রহণ করত যায় অর্থাৎ গত হয়। যেহেতু ইহারা আদান করিয়া যায় সেইজন্য ইহাদিগকে আদিত্য বলে। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দ্র কে? প্রজাপতি কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, স্তনয়িত্নু ইন্দ্র। প্রজাপতি যজ্ঞ। শাকল্য বলিলেন, স্তনয়িত্নু কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,বজ্র বা বীর্য্য বা শক্তি (Force) বা বলকেই ইন্দ্র বলে, এবং পশু সকলই (Living bodies) যজ্ঞ। অনন্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা ছয় বলা যায়, সেই ছয় দেবতা কাহারা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অগ্নি,পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য এবং স্বর্গ। ইতিপূর্ব্বে যত দেবতার কথা বলিয়াছি তাঁহারা সকলেই এই ছয় দেবতার অন্তর্গত। শাকল্য বলিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা তিন বলা যায়। এই তিন দেবতা কাহারা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই তিনলোকই সেই তিন দেবতা। ইতিপূর্ব্বে যত দেবতার কথা বলিয়াছি তাঁহারা সকলেই এই তিন দেবতার অন্তর্গত। অনন্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি

বলিয়াছিলে যে দেবতাদিগের সংখ্যা দুই বলা যায়। সেই দুই দেবতা কাহারা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অন্ন বা প্রকৃতি এবং প্রাণ বা পুরুষ সেই দুই দেবতা। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দেবতা এই দুই দেবতার অন্তর্গত। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা অধ্যর্দ্ধ বা দেড়। তিনি বা তাঁহারা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ঈশ্বর যখন সৃষ্টির পর অব্যক্তা প্রকৃতি হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটরূপে প্রকাশ পান, তখন তিনিই সেই অধ্যর্দ্ধ বা দেড় দেবতা। ইহাঁর সংখ্যা অধ্যর্দ্ধ বা দেড় বলিবার কারণ এই যে, ইনি মহাপ্রলয়কালে ভেদরহিত ব্রহ্মভাবে থাকেন এবং মহাপ্রলয়ান্তে ইনি অব্যক্তা প্রকৃতি হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট প্রভৃতি নানা মায়াময় ভাবে বিবর্ত্তিত হন। তখন শাকল্য বলিলেন, ইহাঁকে অধ্যর্দ্ধ বা দেড় বলিবার আর কোন কারণ আছে কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ, অন্য কারণও আছে। যেহেতু এই সমস্ত বাহ্য ও অন্তর্জগৎ ইহাঁতে ঋধি (প্রতিষ্ঠা) প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্যও ইহাঁকে অধ্যর্দ্ধ বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, যখন দেবতার সংখ্যা এক বলা যায় তখন কোন দেবকে বুঝায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তিনি প্রাণ, অর্থাৎ মূল কারণ বা আদ্যাশক্তি; তিনিই ব্রহ্ম, যাহারা তাঁহাকে অপরোক্ষভাবে দেখিতে সমর্থ নহে তাহারা তাঁহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর এবং বাক্য দ্বারা অনির্দ্দেশ্য মনে করত তাঁহাকে ত্যদ্ অর্থাৎ "সেই" এই পরোক্ষ নামে অভিহিত করেন।

—•0•0•—

সপ্তদশ প্রবন্ধ ।

—:*:*:*:—

সম্পদুপাসনা, প্রতীক উপাসনা ও সম্বর্গ উপাসনা এবং সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক উপাসনা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে যে ঈশ্বরের উপাসনার সৌকর্য্যার্থ ভেদরহিত নিরংশ ঈশ্বরে অংশ আরোপণ করিয়া দেবদেবীর কল্পনা করা হয়। অংশ কল্পনা করিতে হইলেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে এবং অংশ ও পূর্ণের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করিতে হয়। কোন এক বস্তু অন্য এক বস্তু হইতে পৃথক্ বলিলে বুঝা যায় যে, প্রথম বস্তুর এমন এক গুণ আছে যাহা দ্বিতীয় বস্তুর নাই। সুতরাং অংশ কল্পনা করিতে গেলেই গুণের কল্পনা করিতে হয়। নির্গুণ পদার্থের অংশ হইতে পারে না। সেই জন্য দেব দেবীর উপাসনামাত্রই সগুণ উপাসনা এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ অথবা বিরাট উপাসনার অন্তর্ভূত। যখন দেবদেবীকে সর্ব্ব-প্রকার গুণরহিত মনে করা যায়, তখন আর দেবদেবীর পরস্পরের মধ্যে এবং ব্রহ্ম হইতে কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং সগুণ দেবদেবীর উপাসনা করিতে করিতে যখন দেবদেবীর গুণসকল উপাসকের মন হইতে অপসারিত হয় তখন কেবলমাত্র দেবদেবীর নির্গুণ আত্মা উপাসকের মনে বর্ত্তমান থাকেন। কিন্তু নির্গুণ আত্মার অংশ বা ভেদ নাই। সুতরাং যখন দেব দেবীর উপাসক দেবদেবীর নির্গুণ আত্মা মাত্র উপাসনা করিতে সক্ষম হন তখন আর তিনি দেবদেবীর উপাসক থাকেন না। তখন তিনি সেই নির্গুণ ব্রহ্মেরই স্বরূপ সন্নিবিষ্ট আধ্যাত্মিক উপাসনা করিতে থাকেন। কিন্তু এই স্বরূপ সন্নিবিষ্ট আধ্যাত্মিক উপাসনা সহজে আয়ত্ত হয় না। ইহা আয়ত্ত করা অতি কঠিন ব্যাপার। এই উপাসনার সাধনের জন্যই অধি-কারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত দেবদেবীর উপাসনা শাস্ত্রে বিহিত আছে। দেবদেবীমাত্রই জীবগণের ন্যায় জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন,

চেতনা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি মানসিক গুণযুক্ত, এবং কতক পরিমাণে সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্তৃত্ব, অন্তর্যামিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন। এই সকল ঐশ্বরিক গুণের তারতম্য অনুসারে দেবদেবীগণের পদের তারতম্য কল্পিত হয়। দেবদেবী মাত্রেরই এই সকল মানসিক এবং ঐশ্বরিকগুণ থাকে বলিয়া ঐ গুণগুলিকে দৈবিকগুণ বলা যায়। আবার এই সকল গুণ ব্যতীত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি ভৌতিক গুণও কোন কোন দেবদেবীতে আরোপিত হয়। সুতরাং কতকগুলি দেবদেবী কেবলমাত্র দৈবিক গুণযুক্ত এবং কতকগুলি দেবদেবী দৈবিক ও ভৌতিক এই উভয় গুণযুক্ত।

অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপর ভক্তি হয়। যে দেবতার উপর যে সাধকের সম্যক্ ভক্তি হয় সেই দেবতা সেই সাধকের ইষ্টদেব। এ বিষয়ে একজন ইদানীন্তন কালের ভক্ত বলিয়াছেন—

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান মা ভোজের বাজী।
যে জন তোমায় যে ডাকে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী॥
মগে বলে ফরা তারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা, (মা)
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী॥
শাক্তে বলে তুমি শক্তি শিব তুমি শৈবের উক্তি, (মা)
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকাজী॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ কয় (মা) তুমি ধনেশ,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদোর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরাম দুলাল বলে, বাজী নয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজী॥

সাধকের অধিকার ভেদে ইষ্ট দেবের উপাসনা প্রধানতঃ তিন প্রকার। (১) সম্পদুপাসনা, (২) প্রতীক উপাসনা এবং (৩) সম্বর্গ উপাসনা। এই তিন প্রকার উপাসনার মিশ্রণে উপাসনার আরও নানা প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। সম্পদুপাসনায় ইষ্টদেব অবলম্বন স্বরূপ থাকেন এবং ঈশ্বরই প্রধান ভাবে থাকেন। সুতরাং সাধনা ও শাস্ত্রালোচনা এবং উপাসনা দ্বারা

সাধকের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাঁহার ইষ্টদেবের জ্ঞানও ততই উন্নতি লাভ করিতে থাকে। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর কেবলমাত্র একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জীব তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবকেও একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জীব বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর বিরাটপুরুষ তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকে বিরাটপুরুষ বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকেও হিরণ্যগর্ভ বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর প্রকৃতির সঙ্কল্পয়িতা তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকেও প্রকৃতির সঙ্কল্পয়িতা বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর ব্রহ্ম তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখেন।

প্রতীক উপাসনায় নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের পরোক্ষজ্ঞান অবলম্বন স্বরূপ থাকে এবং ইষ্টদেবতাই প্রধান ভাবে উপাসকের ধ্যানপথে থাকেন। উপাসকের বুদ্ধিতে যে পরিমাণে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান থাকে উপাসক সে সমস্তই আপন ইষ্টদেবে আরোপ করেন এবং ইষ্টদেবকে আরও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। এই উপাসনা দ্বারা উপাসক অপেক্ষাকৃত সহজে জগৎ হইতে আপন মন আকর্ষণ পূর্ব্বক ইষ্টদেবে অর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্র যে উদ্দেশ্যে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছেন কোন কোন প্রতীক উপাসক হয়ত সে উদ্দেশ্য জানেন না অথবা সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের উপাসনার সৌকর্য্যার্থেই দেবদেবীর কল্পনা। প্রতীক উপাসনার উদ্দেশ্য এই যে, উপাসক এই উপাসনা দ্বারা জগৎ হইতে আপন মনকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক মনকে ইষ্টদেবে সুস্থির করিতে শিখিবেন এবং এইরূপে মন আয়ত্ত হইলে মনকে নির্গুণ ব্রহ্মে স্থাপিত করিবেন। কিন্তু কখন কখন প্রতীক উপাসকগণ এত গোঁড়া হইয়া উঠেন যে তাঁহারা আপন ইষ্টদেবকে ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। বাস্তবিক ব্রহ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে আর কেহ বা কিছু শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ইষ্টদেব শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। যে উপাসক মনে করেন যে তাঁহার

ইষ্টদেব ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ তিনি অজ্ঞানবশতই এইরূপ কল্পনা করেন। যদি শাস্ত্রালোচনা এবং উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন তাহা হইলে তিনি ঐ প্রকার ভ্রমপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করেন না।

সম্বর্গ উপাসনায় দেবতা বা ঈশ্বর কেহই অবলম্বন স্বরূপ থাকেন না। কোনও জীব বা দেবতার যে অসাধারণ লক্ষণ থাকে সম্বর্গ উপাসক সেই অসাধারণ লক্ষণকেই অবলম্বন করেন এবং ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাটপুরুষ, আপন ইষ্টদেব বা অন্যদেব বা জীবে তৎসদৃশ লক্ষণ দেখিয়া উভয়কে অভিন্ন মনে করেন। অগ্নিতে সমস্ত দ্রব্য দগ্ধ হয়, মহাপ্রলয়কালে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সম্বর্গ উপাসক অগ্নিদেব এবং ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করেন।

ঈশ্বরের সঙ্কল্পরূপ দেবতা বা তপ ভেদশূন্য ব্রহ্মে নানাভাবে বিভক্ত জগৎ দর্শন করান। বায়ু ও নিষ্কম্প জগতে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন দেখান। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সম্বর্গ উপাসক বায়ুদেব ও ঈশ্বরের সঙ্কল্প বা তপকে অভিন্ন মনে করেন।

সূর্য্য সর্ব্বদা উজ্জ্বল এবং একভাবে থাকেন, পরমাত্মাও সর্ব্বদা চিন্ময় এবং একভাবে থাকেন। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সম্বর্গ উপাসক সূর্য্যদেব ও পরমাত্মাকে অভিন্ন মনে করেন।

(১) অদৃশ্য ও অব্যক্ত বাষ্প (২) আর্দ্র-পদার্থে ঈষদ্ব্যক্ত রস (৩) বিস্তীর্ণ সমুদ্র ও (৪) সীমাবদ্ধ কূপ, এই চারি ভাবে অপ্ বা জল দৃষ্ট হন। সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা অপোদেব * (১) নির্গুণ অচিন্ত্য ব্রহ্ম (২) মায়াময়ী প্রকৃতি উপাধিধারী ঈশ্বর, (৩) সমস্ত দৈবিক গুণময় হিরণ্যগর্ভ, এবং (৪) ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্য বিরাটভাবে দৃষ্ট হন। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সম্বর্গ উপাসক মরুভূমির জল ও নির্গুণ ব্রহ্মকে, আর্দ্রস্থানের

* প্রাপ্ত্যর্থক ও ব্যাপ্ত্যর্থক আপধাতু হইতে উৎপন্ন অপ্ শব্দ অনেক স্থলে নানারূপে ভাসমান সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

রস ও মায়াময়ী প্রকৃতি উপাধিধারী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে, সমুদ্র ও হিরণ্যগর্ভকে, এবং কূপোদক ও বিরাট পুরুষকে অভিন্ন মনে করেন।

প্রকৃতি যখন অব্যক্ত ভাবে মন বুদ্ধি প্রভৃতির বীজস্বরূপ থাকে তখন তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। রাত্রিকালে আলোক থাকে না। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সম্বর্গ উপাসক রাত্রি এবং অব্যক্তা প্রকৃতিকে অভিন্ন মনে করেন।

অন্ধকারে আলোক থাকে না, অজ্ঞানে জ্ঞান থাকে না। এই সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সম্বর্গোপাসক অন্ধকার ও কৃষ্ণবর্ণকে অজ্ঞান হইতে এবং আলোক ও শুক্লবর্ণকে জ্ঞান হইতে অভিন্ন মনে করেন।

পিতা মাতা আপন সন্তানের মঙ্গল সাধন করেন। ঈশ্বর বা জগদ্ধাত্রী দেবী জগতের মঙ্গল সাধন করেন। এই সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সম্বর্গোপাসক জগদ্ধাত্রী দেবী বা ঈশ্বর ও পিতামাতাকে অভিন্ন মনে করেন।

সূর্য্যদ্বারা উদ্ভাসিত চন্দ্র জগৎ প্রকাশ করেন, আত্মা দ্বারা উদ্ভাসিত মন জীবকে প্রকাশ করেন; এই সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া সম্বর্গোপাসক মন এবং চন্দ্রকে অভিন্ন মনে করেন।

গুরুদেব অনুগ্রহ দ্বারা অজ্ঞান দূর করেন, ঈশ্বরও দয়া দ্বারা অজ্ঞান নাশ করেন; এই সাদৃশ্য অবলম্বন করত সম্বর্গোপাসক গুরুদেব এবং ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করেন।

এইরূপ লক্ষণ সমূহের সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়াই সাধক ঈশ্বরকে বলিয়া থাকেন, তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই ভ্রাতা, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধন, এবং তুমিই সর্ব্ব।

---

* সম্বর্গ উপাসনা মূলে অনেক সময় শাস্ত্র সকলে বাক্য সমূহ আপন প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ঐতরেয়োপনিষৎ বলিয়াছেন—দেবগণ অপ্রত্যক্ষ নাম গ্রহণ-প্রিয় বলিয়া বোধ হন।

সম্বর্গ উপাসনা তত্ত্ব মনে রাখিয়া সামবেদোক্ত সন্ধ্যোপাসনার অর্থ করিলেই দেখা যায় যে মায়াময় অনাত্ম পদার্থ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া নির্গুণ আত্মায় সংস্থাপন

আবার কামনার অভাব এবং কামনার ভেদ হেতু উপাসকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) কোনরূপ কামনা না রাখিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রবিধি প্রতিপালনার্থ যে উপাসক উপাসনা করেন তিনি সাত্বিক উপাসক।

করানই উক্ত উপাসনার তাৎপর্য্য এবং আত্মা হইতে কি প্রকারে এই জগৎ অন্য কোন উপাদান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে তাহার বিবরণ সেই উদ্দেশ্যেই উক্ত উপাসনায় একাধিকবার সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—

আচমন। হে সর্ব্বব্যাপিন্ আত্মন্ জ্ঞানীরা সর্ব্বদা আপনার স্বরূপ সন্নিবিষ্ট নির্গুণভাব সন্দর্শন করিয়া থাকেন। আপনার ঐ নির্গুণভাব আপনার চিন্ময় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত।

সন্ধ্যাবন্দনা। নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদিগের মঙ্গল করুন। মায়াময়ী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন। হিরণ্যগর্ভ আমাদের মঙ্গল করুন। বিরাটপুরুষ আমাদের মঙ্গল করুন। সূর্য্যোত্তাপে শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত পথিক বৃক্ষতল আশ্রয় করিলে যেমন কষ্ট হইতে মুক্ত হয়,মলযুক্ত ব্যক্তি স্নান দ্বারা যেমন নির্ম্মল হয়, এবং মন্ত্র দ্বারা যেমন যজ্ঞার্থ ঘৃতে নূতন শক্তি সঞ্চার হয়, হে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মা আপনি সেই-রূপে আমার আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ দূর করুন, কাম ক্রোধ লোভাদি সমস্ত পাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুন এবং আপনার স্বরূপ তত্ত্ব অপরোক্ষভাবে জানিবার শক্তি আমাকে প্রদান করুন। হে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মা আপনি সকল সুখের অধিষ্ঠান, আপনার তত্ত্ব জানিয়া যাহাতে আমরা অমর হইতে পারি আপনি আমা-দের সেই প্রকার শক্তি দান করুন। মাতা যেমন সন্তানের শুভ কামনা করেন আপনি সেইরূপ আমাদিগকে আপনার পরম আনন্দের ভাগী করুন। যে অদ্বৈতভাব আবরণ পূর্ব্বক আপনি মায়াদ্বারা এই সমস্ত জগৎ এবং আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা যেন আপনার প্রসাদে মায়া কাটাইয়া আপনার সেই অদ্বৈত ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হই। আপনার নিত্য নির্ব্বিকার চিন্ময় ভাবই আপনার স্বরূপ ভাব। আপনি তপ বা সঙ্কল্প দ্বারাই সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার তপ হইতে জ্ঞানবিহীনা অব্যক্তা প্রকৃতি উৎপন্না হন। আপনার তপ হইতে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন। এবং হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টির পর আপনার তপ হইতেই বিরাটপুরুষ উৎপন্ন হন। খণ্ড প্রলয়কালে পূর্ব্ব সৃষ্টির অন্ন প্রাণ মন ও বিজ্ঞান সমষ্টি বীজ স্বরূপে অব্যক্তা প্রকৃতিভাবে ঈশ্বরে বিলীন থাকে। খণ্ড প্রলয়াবসানে সেই অব্যক্তা প্রকৃতি স্বরূপ বীজকে ঈশ্বর পুনরায় ব্যক্ত প্রকৃতিভাবে বিকশিত করেন। সুতরাং পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে প্রকার সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি ও স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং অন্তরীক্ষ ছিল বর্ত্তমান সৃষ্টিতেও সেই প্রকারই সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি ও স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং অন্তরীক্ষ সৃষ্ট হইয়াছে।

(২) উপাসনা করিলে অন্যে আমাকে ধার্ম্মিক বলিবে অথবা উপাসনা করিলে ঈশ্বর আমাকে বা অন্য কাহাকে আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ প্রদান করিবেন অথবা আমাকে বা অন্য কাহাকে কোন বিপদ হইতে রক্ষা

সপ্ত ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এবং গায়ত্রী শিরঃ—

ভূঃ=পৃথিবী, ভুবঃ=অন্তরীক্ষ, স্বঃ=স্বর্গ, মহঃ=হিরণ্যগর্ভ বা সমস্ত জীবগণের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্ত এবং বিজ্ঞানের সমষ্টি, জনঃ=অব্যক্ত প্রকৃতি, তপঃ=সৃষ্টি বিষয়ক ঈশ্বরের সঙ্কল্প এবং সত্যঃ=ঈশ্বর, এই সপ্তলোক যে আত্মা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে সেই আত্মা চিন্ময়। তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব বা নির্গুণ ভাব আমরা ধ্যান করি। কিন্তু ঐ তত্ত্ব ধ্যান করিবার শক্তি আমাদের নাই অতএব সেই আত্মাই আমাদের বুদ্ধিকে তাঁহার স্বরূপ ধ্যান করিতে নিয়োগ করুন। সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্য্যামী আত্মাই চিৎ আনন্দ সৎ ব্রহ্ম, তিনিই হিরণ্যগর্ভ, এবং তিনিই বিরাটপুরুষ।

আচমন। (সায়ং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন) দিবাভাগে, রাত্রিতে, সমস্ত অহোরাত্রে সাধক যে কিছু পাপ করিয়া থাকে সন্ধ্যা বন্দনা কালে তাহার আলোচনা করত পুনরায় যাহাতে আর সেরূপ পাপ না করেন সাধক তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিবেন।

সূর্য্যোপস্থান। নির্গুণ আত্মাই জগৎ ও জগৎ প্রকাশক ভাবে দৃষ্ট হইতেছেন তিনিই বৈশ্রবণ তাঁহাতে সকল পদার্থ লয় পায় এবং তিনিই উপজ তাঁহা হইতে সকল পদার্থের জন্ম হয়।

প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ন্তন গায়ত্রি। সাধনার প্রথমাবস্থায় ঋগাদি মন্ত্র দ্বারা হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাটপুরুষের গুণগান করিবে, সাধনার মধ্যাবস্থায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা পালন কর্ত্তা বিষ্ণুর বা ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করিবে এবং সাধনার শেষাবস্থায় সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল এবং সমাহিত হইয়া অবিদ্যামোচনকারী জ্ঞানময় রুদ্রদেবের বা উপাধিশূন্য নির্গুণ আত্মার ধ্যান করিবে। প্রাতঃকালে ঈশ্বরের গুণ গান করিবে, মধ্যাহ্নে তাঁহার প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিবে; সায়াহ্নে তাঁহাকে ধ্যান করিবে। বাল্যকালে তাঁহার সৃষ্ট জগতের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিবে, যৌবনাবস্থায় তাঁহার প্রীত্যর্থে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে; বৃদ্ধাবস্থায় জগৎকে অসার জানিয়া শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও সমাহিত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিবে।

আত্মরক্ষা। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে সোমকে অর্থাৎ চন্দ্রকে অর্থাৎ আমার মনকে আহুতি দিতেছি। আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক সমূহ দগ্ধ করত ঈশ্বর ভক্তগণকে আত্মজ্ঞান প্রদান

করিবেন অথবা আমার বা অন্য কাহারও অজ্ঞান নাশ করিবেন এই প্রকার কামনা করিয়া যিনি উপাসনা করেন তিনি রাজসিক উপাসক। (৩) নৃত্যগীত ইত্যাদির উপলক্ষে যিনি উপাসনা করেন তিনি তামসিক উপাসক।

কামনা থাকিলেই পাইতে ইচ্ছা হয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট ফল পাইতে বিলম্ব হইলেই শাস্ত্রোপদেশের উপর সন্দেহ এবং বিরক্তি হয়; এবং শাস্ত্রোপদেশের উপর সন্দেহ ও বিরক্তি হইলেই তপস্যা ভ্রষ্ট হয়। সুতরাং উপাসনা নিষ্কাম উপাসনায় পরিণত না হইলে তপস্যার সিদ্ধি হয় না।

——*:**:*-

করেন। এবং যে ভক্তগণ অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন ঈশ্বর তাঁহাদিগকে, নৌকা যেমন আরোহীকে সিন্ধুর অপর পারে লইয়া যায় সেইরূপে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।

রুদ্রোপস্থান। চিন্ময় নিত্য সত্য পরব্রহ্মই অব্যক্তা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানসমষ্টি ও মনোময় কোষ সমষ্টিকে উপাধিরূপে গ্রহণ করত সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরভাবে প্রকটিত হন। বাস্তবিক তিনি সর্ব্ব প্রকার লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নের অতীত নির্গুণ ব্রহ্ম। তাঁহার কোন প্রকার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন বিরূপাক্ষ। তাঁহার কোন প্রকার রূপ নাই। এই বিশ্ব জগৎকেই তাঁহার রূপ মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি।

অষ্টাদশ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

সাকার উপাসনা।

শাস্ত্রোপদিষ্ট দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন না কোন ভাবে ঈশ্বরকে উপাসকের মনে পরিস্ফুট করাই শাস্ত্রে মূর্ত্তিকল্পনার উদ্দেশ্য। জীবগণের মানসিক ক্ষমতা এক প্রকার নহে। একজন উচ্চাধিকারী সাধক ঈশ্বরবিষয়ক কোন একটী তথ্য হয়ত সহজেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু অপর সকলে সেই তথ্য সহজে বুঝিতে পারেন না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জীবের মানসিক উন্নতির পরিমাণের উপযোগী করিয়া শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছেন। সম্পদুপাসক কোন এক ঈশসৃষ্ট বা শাস্ত্রকল্পিত মূর্ত্তিকে অবলম্বন স্বরূপ রাখিয়া ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট পুরুষকে ধ্যান করেন। সম্পদুপাসনায় উপাসকের মনে অবলম্বনটী অপ্রধানভাবে থাকে এবং ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট পুরুষই প্রধানভাবে থাকেন। এই উপাসনায় শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুবুদ্ধি; দশভুজা-অস্ত্রধারিণী-অসুরনাশিনী-মা দুর্গার প্রতিমায় বিশ্বব্যাপিনী-সর্ব্বশক্তিশালিনী-অবিদ্যানাশকারিণী-দয়াময়ী-দুর্গতি-হারিণী-জগন্মাতৃবুদ্ধি; শ্বেত-ত্রিশূলডমরুকর-অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত-ত্রিনেত্র-বৃষভাসনস্থ-শম্ভুমূর্ত্তিতে, শুদ্ধ সত্ত্বময়-অজ্ঞাননাশক-সৃষ্টিকর্ত্তা-জ্ঞাননেত্র-বিজ্ঞান, চেতন এবং অচেতনভাবে প্রকাশিত, তপ সত্য দয়া এবং শৌচসম্পন্ন ধার্ম্মিকগণের মনে বিরাজিত, মঙ্গলময় ঈশ্বরের বুদ্ধি হয়। এই উপাসক গোপালতাপনী উপনিষদুক্ত * চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-ধনু-পদ্ম-গদা-কেয়ূরাদি বিভূষিত নারায়ণ-মূর্ত্তি দেখিলে মনে করেন—

* অনেক পণ্ডিতেরা গোপালতাপনী উপনিষদ্‌কে আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত মনে করেন এবং তজ্জন্য উক্ত উপনিষদ্‌কে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করেন না।

সত্ত্ব রজ তম অহঙ্কার ইহারাই নারায়ণের চারি হস্ত। রজোরূপ হস্তে পঞ্চভূতাত্মক শঙ্খ * রহিয়াছে। অত্যন্ত বালকের মনের ন্যায় বিশুদ্ধ মনরূপ চক্র সত্ত্বাখ্য হস্তে রহিয়াছে। জগতের মূল কারণ মায়ারূপ শার্ঙ্গ ধনু এবং বিশ্বরূপ পদ্ম তমোগুণরূপী হস্তে রহিয়াছে। বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে তিনি ভক্তগণের মনে অহং ব্রহ্ম অস্মি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে অদ্বৈতজ্ঞান দেন সেই বিদ্যারূপ গদা অহঙ্কারাখ্য করে বিদ্যমান রহিয়াছে। চিৎশক্তি হইতে উৎপন্না পৃথিবীতে ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থরূপী দিব্য কেয়ূর সমূহ দ্বারা অহঙ্কারাখ্য হস্ত সর্ব্বদা বিভূষিত রহিয়াছে।

এখানে একটী কথা বলা প্রয়োজন। দেবমূর্ত্তির ব্যাখ্যা এখানে যে ভাবে করা হইয়াছে উহাই যে একমাত্র ব্যাখ্যা তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের হৃদয়ে একই দেবমূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসিত হন। অতএব বুঝিয়া লইতে হইবে যে, উপাসকগণ আপন হৃদয়ের ভাবের সহিত সুসঙ্গত করিয়া অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করিয়া লইতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত হরিমূর্ত্তির অর্থ এবং আচার প্রবন্ধোক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির অর্থ এখানে দেওয়া গেল।

ভাগবতকার বলিয়াছেন—

চিন্ময় আত্মা ভগবানের বক্ষস্থলে উজ্জ্বল কৌস্তুভমণিরূপে বর্ত্তমান। সেই সচ্চিদানন্দ আত্মার জগৎসৃষ্টিসঙ্কল্প ভগবানের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস নামক রোমাবর্ত্ত ভাবে বিরাজিত। সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী ব্যক্তা প্রকৃতি ভগবানের গলদেশে নানা পংক্তি (হালি বা নর) বিশিষ্ট বনমালারূপে অবস্থিত। ছন্দ সকল ভগবানের পীতবাস। অকার উকার মকারময় ত্রিমাত্র প্রণব ভগবানের ত্রিসূত্রী ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য এবং যোগ ভগবানের মকর এবং কুণ্ডলনামক কর্ণাভরণদ্বয়। সর্ব্বলোকের অভয়প্রদ ব্রহ্মপদই ভগবানের মৌলীরূপ শিরোভূষণ। অব্যাকৃতা প্রকৃতি ভগবানের অনন্ত নামক আসন। ভগবানের আসনে যে পদ্ম আছে তাহাই ধর্ম্মজ্ঞানাদিযুক্ত

---

* কেহ কেহ শঙ্খ অর্থে অনন্ত বিভূতি, চক্র অর্থে অনন্ত কাল, গদা অর্থে শ্রেয়ঃ, পদ্ম অর্থে প্রেয়, এবং শ্যামবর্ণের অর্থ অবিদ্যাময়ী প্রকৃতিরূপ উপাধি বুঝিয়া থাকেন।

সত্বগুণ। তেজ মানসিক বল ও শারীরিক বলযুক্ত মুখ্য প্রাণই ভগবানের করস্থিত গদা। জলদেব শঙ্খরূপে ও অগ্নিদেব সুদর্শনরূপে ভগবানের হস্তে বিরাজিত রহিয়াছেন। আকাশদেব ভগবানের নীলবর্ণ শরীররূপে, বর্ত্তমান। ভগবান তমোগুণকে অসিচর্ম্মরূপে, কালকে শার্ঙ্গধনুরূপে, কর্ম্মময় রজোগুণকে তূণীররূপে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে শররূপে ধারণ করিয়া আছেন। ক্রিয়াশক্তিময় মন ইহাঁর রথ। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র ইহাঁর অভিব্যক্ত ভাব। মুদ্রা সকল ইহাঁর বরদ অভয়দ প্রভৃতি ভাব সকল ব্যক্ত করিতেছে। ইহাঁর পূজাগৃহই দেবগণের যজ্ঞভূমি। ইহাঁর মন্ত্র দীক্ষাই তত্ত্ব জ্ঞানলাভের অধিকার প্রাপ্তি। এবং একাগ্রমনে ইহাঁর পরিচর্য্যাই পাপ ধ্বংসকারক তপস্যা। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, এই ষড়্‌বিধ ভগশব্দবাচ্য গুণ ভগবানের করে পদ্মরূপে রহিয়াছে। ধর্ম্ম এবং উপমাশূন্যত্ব ইহাঁর চামর এবং ব্যজন। হে দ্বিজগণ! ভয়শূন্য আত্মার কৈবল্য পদই ইহাঁর ভয়হারী বৈকুণ্ঠধাম। ত্রৈগুণ্য বিষয় ঋক্, যজুঃ, সামরূপ বেদ সকল ইহাঁর বাহন গরুড় এবং ইহাঁর পুরুষমূর্ত্তিই যজ্ঞ। ব্রহ্মের অক্ষয় অব্যয় ঐশ্বরিক শক্তিই ভগবানের লক্ষ্মী। আগমশাস্ত্র সকল ভগবানের পারিষদ শ্রেষ্ঠ বিষ্বক্‌সেন। অণুত্ব, লঘুত্ব, ব্যাপ্তি, স্বচ্ছন্দাবস্থান, মহত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, প্রভুত্ব, এবং সর্ব্বকামপ্রাপ্তি এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যই ভগবানের নন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল। ব্রহ্ম ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষ এই চারিভাবে অধিকারভেদে সাধকগণ কর্ত্তৃক আত্মা দৃষ্ট হন। সেই চারি ভাবই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ রূপে ভগবানের চতুর্ব্যূহ। জাগ্রদবস্থায় জীব আত্মাকে যে বিশ্বরূপ বা বিরাট ভাবে দর্শন করে, সেই বিরাটভাবই অনিরুদ্ধ। স্বপ্নকালে বাহ্যজগৎ ইন্দ্রিয়পথে না থাকিলেও জীব যেমন বিজ্ঞান মন এবং ইন্দ্রিয়শক্তি সমন্বিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট বিশ্ব সৃষ্টি করে সেইরূপে যে হিরণ্যগর্ভ, বিজ্ঞান মন এবং ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা আপনার মধ্যে বিরাটরূপ কল্পনা করেন তিনিই প্রদ্যুম্ন। যেমন সুষুপ্তিকালে জীবের কল্পনা অহঙ্কার ও বুদ্ধি জীবের বিজ্ঞানে বিলীন হয় এবং সুষুপ্তির অবসানে পুনরায় বিজ্ঞান হইতে কল্পনা অহঙ্কার ও বুদ্ধি

প্রকাশিত হয়, সেইরূপ যে ঈশ্বর প্রলয়কালে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটকে অব্যক্তা প্রকৃতি ভাবে আপনার মধ্যে বিলীন করেন এবং প্রলয়াবসানে অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে পুনরায় হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটভাব প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বরই সঙ্কর্ষণ। সর্ব্ব প্রকার উপাধি বিনির্ম্মুক্ত সর্ব্বজ্ঞ নির্গুণ ভাবই আত্মার তুরীয় ভাব। বাসুদেবই সেই তুরীয় ভাব। হস্তপদাদি অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি অস্ত্র এবং কৌস্তুভাদি আভরণধারী ভগবান্ হরিই প্রাণ ও শরীরধারী, বিরাটপুরুষ, বিজ্ঞান ও মনোময় হিরণ্যগর্ভ, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর এবং নির্গুণ ব্রহ্ম এই চারিভাবে প্রকাশিত হন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই ভগবান্ ঈশ্বর হরি হইতেই বেদসকল উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার কোনপ্রকার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন। তিনি আপন মহিমাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার অন্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। তিনি কেবলমাত্র মায়া বিস্তারের ন্যায় অন্য কোন উপকরণ না লইয়া আপন সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন। তাঁহার পূর্ণজ্ঞান কখন আবৃত্ত হয় না। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু সাধকগণের অধিকার ভেদ হেতু শাস্ত্র তাঁহাকে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল শ্রেষ্ঠ সাধকেরাই তাঁহাকে আপনাদের আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন।

আচার প্রবন্ধকার বলিয়াছেন—

"প্রথমতঃ দেখা যায় যে বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। মেঘশূন্য আকাশের বর্ণও শ্যাম। এবং শ্যামবর্ণটী সকল বর্ণের অপেক্ষা প্রাণী এবং উদ্ভিদ্দিগের শরীর পোষণে অধিকতর কার্য্যকরী। তদ্ভিন্ন, মেঘ ও সূর্য্যকে ধারণ করত আকাশ সর্ব্বদা বিশ্বপালন কার্য্যে নিরত। দ্বিতীয়তঃ, বিষ্ণুর চারিহস্ত। তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে চক্র, অপর হস্তে গদা, এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। অর্থাৎ বিষ্ণুদেবতা ঐ চারিটী দ্রব্য ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি উহাদিগের আধার এবং উহারা তাঁহার আধেয়। এখন দেখা যাউক ঐ গুলি কি? শঙ্খ বস্তুটী শব্দের দ্যোতক এবং শব্দ আকাশের গুণ (১) অতএব শঙ্খ

---

(১) শব্দ—শব্দগুণমাকাশং

আকাশের স্থানীয় হইয়াছে। চক্র কালচক্রেরই বোধক। অতএব চক্র অর্থে কাল। গদা * শব্দে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গদা অর্থে জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুপ্রসিদ্ধ লোকাত্মক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দেখা গেল যে, আকাশ বা অনন্তবিস্তার, অখণ্ড দণ্ডায়মান অনন্তকাল, জ্ঞান, এবং জীবনের যিনি আধার তিনিই বিষ্ণু। মানুষ গুণমাত্র জানিতে পারে এবং তাহা জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অনুমান করে। সেইরূপে পরব্রহ্মের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাঁহার রূপকল্পনাও হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড় † বাঙ্ময় অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা উপনিষদ্ পুরুষ বেদ দ্বারা প্রতিপাদ্য। অতএব দেখা গেল যে আকাশ বা বিষ্ণুপদ যাঁহার আধিভৌতিকরূপ, আধিদৈবিক ভাবে তিনি পালন কর্ত্তা বিষ্ণু, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্মা।"

আবার অনেক উপাসক ব্রহ্মকে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট ভাবে দেখিয়া তৃপ্ত হন না। একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য তাঁহাদের মন লালায়িত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন মূর্ত্তিতে বিশ্বরূপ দেখাইলে পর অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—

"হে ঈশ্বর। হে পূজ্য! আমি সর্ব্বাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক তোমায় প্রণাম করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করেন, সখা যেমন সখার অপরাধ গ্রহণ করেন না, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ মনে করেন না, আপনি সেইরূপ বাৎসল্য, সখ্য, এবং প্রেমভাবে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন!

আপনার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি বটে কিন্তু আমার হৃদয়ে এক প্রকার ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছে, অতএব হে দেবেশ! হে হিরণ্যগর্ভ! হে জগন্নিবাস বিরাট পুরুষ! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমাকে দর্শন দিন।

---

* গদ্‌ধাতু ভাসন বা প্রকাশার্থ-কর্তৃবাচ্য অচ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ।

† গরুড়—গৄ (নিগরণে) ধাতু, উর প্রত্যয় যোগে গরুর, বর্ণ সাম্যাৎ গরুড়।

আমি আপনাকে শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীটধারী দেখিতে বাঞ্ছা করি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তি! আপনি সেই চতুর্ভুজ রূপটী ধারণ করুন।"

তাহার পর অর্জ্জুনকে ভগবান্ আপন দেবরূপ দেখাইয়া পরে আপনার মানুষরূপ ধারণ করিলেন। তখন অর্জ্জুন বলিলেন—

'হে জনার্দ্দন! আপনার এই সৌম্য মানুষমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।"

এক শ্রেণীর ভক্তগণ বলেন যে, যতক্ষণ না অর্জ্জুন ভগবানকে মানুষ ভাবে দেখিলেন ততক্ষণ তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। অতএব ভগবানকে মানুষ ভাবে পূজা করাই উচিত। অপর এক শ্রেণীর ভক্তগণ বলেন যে সর্ব্বদা তাঁহাকে মানুষভাবে সন্দর্শন পাওয়াও কঠিন, সুতরাং সর্ব্বদা তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করা উচিত। সর্ব্বদা তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন—

"হে গোবিন্দ! কলিকালে তোমার নাম তোমা অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ। তোমার পূজার জন্য অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন। কিন্তু তোমার নাম উচ্চারণ করিলে বিনা অষ্টাঙ্গ যোগেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।"

"নারায়ণ এই মন্ত্র আছে এবং বাগিন্দ্রিয়ও বশবর্ত্তী আছে। ইচ্ছা করিলেই লোকে নারায়ণের নাম গ্রহণ করিতে পারে। তথাপি যে মনুষ্য হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে বিরত থাকিয়া ঘোর নরকে পতিত হয় ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।"

"এই সংসারে দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ বা পিতৃতর্পণ, সমস্তই হরি-সঙ্কীর্ত্তন বিনা নিস্ফল হয়।"

"সংসার-নরক-যন্ত্রণা-গ্রস্ত পাপিষ্ঠেরা যদি ভক্তিভাবে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মুক্তি হয়।"

এইরূপ উপাসনায় ঈশসৃষ্ট বা শাস্ত্রকল্পিত কোন একটী বিশেষ রূপ বা নাম বা বস্তু উপাসকের প্রধান উপাস্য এবং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা হিরণ্য গর্ভ বা বিরাট পুরুষ উপাসকের মনে অপ্রধান ভাবে থাকেন। এই উপা-

সনার নামই প্রতীক উপাসনা বা অধ্যাসরূপিণী উপাসনা। এই উপাসকগণ শালগ্রামশিলাকেই বিষ্ণু মনে করেন, প্রতিমাকেই ঈশ্বর বা আদ্যাশক্তি মনে করেন, ও শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন জীবগণকে এবং আপন আপন গুরুকেই পরব্রহ্ম মনে করেন।

প্রতীক উপাসনায় উপাস্য দেবদেবীর মূর্ত্তি সসীম, সুন্দর এবং মনোহারী হওয়ায় উপাসকের ভক্তি, প্রেম, এবং স্নেহরস সহজেই উথলিয়া উঠে এবং মায়াময় জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত মনকে উপাস্য ব্যক্তি বা পদার্থে নিশ্চল ভাবে সহজেই স্থাপন করা যায়। অসীম বিরাট পুরুষকে মনে ধারণা অতি কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি ভক্তি, প্রেম এবং স্নেহের আস্পদগণ সকলেই সসীম। সুতরাং অনেকের পক্ষে বিরাট উপাসনা অপেক্ষা প্রতীক উপাসনা সম্যক্ প্রীতিকরী এবং ফলদাত্রী। প্রতীক উপাসনা অভ্যস্তা হইলে সহজেই নিরাকার নির্ব্বিকার নির্গুণ উপাসনা আয়ত্ত হয়। সেই জন্য পুরাণে কথিত আছে যে বলির কাছে ভগবান বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন এবং রাধিকার নিকট ভগবান্ কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভক্তগণ যখন ভগবানকে পূজা করেন তখন তাঁহাকে সসীম বামন অবস্থায় দর্শন করেন, এবং আরাধক আরাধিকাগণ * যখন অন্য সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক এক ভগবানের আরাধনাই সার করেন তখন ভগবান্ ইন্দ্রিয় এবং মন আকর্ষণকারী † পরম সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখা দেন।

কিন্তু প্রতীক উপাসকগণের ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে নির্গুণ নিরাকার অব্যয় অচিন্ত্য ব্রহ্মের উপাসনা যাহাতে সহজে আয়ত্ত হয় সেই উদ্দেশ্যেই প্রতীক উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীরামোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

* রাধিকা ও আরাধিকা এবং আরাধক শব্দ রাধ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

† কৃষ্ণ ও আকর্ষণ শব্দ কৃষ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, ভেদ রহিত এবং অশরীরী হইলেও উপাসক-দিগের সিদ্ধি সৌকর্য্যার্থ তাঁহার রূপ কল্পনা হইয়া থাকে। এইরূপে রূপ কল্পনা দ্বারা নানা দেবতার কল্পনা হওয়ার পর সেই দেবতাদিগের পুংস্ব, স্ত্রীত্ব, হস্ত পদ নয়নাদি অঙ্গ সকল, ত্রিশূল, সুদর্শন, বজ্রাদি অস্ত্র সকল, শঙ্খ, চমরু, হার, কেয়ূরাদি ভূষণ সকল, শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণাদি বর্ণ সকল, বৃষভ, গরুড়, ঐরাবতাদি বাহন সকল, সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি শক্তি সকল, দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষাদি সেনা সকল, কল্পিত হয়। এই সমস্ত কল্পিত হস্ত পদাদির সংখ্যা ও অস্ত্র, বাহন, সেনা, শক্তি, বর্ণ, ভূষণাদি, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কল্পিত হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মের শরীর কল্পনা হইয়া থাকে। তৎপরে সেই শরীর সম্বন্ধীয় (১) পুং স্ত্রীত্ব (২) অঙ্গভূষণ অস্ত্রাদি (৩) বর্ণ ও বাহনাদি (৪) শক্তি এবং (৫) সেনা কল্পনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা হইয়া থাকে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যাঁহারা উপাসনার তত্ত্ব জানেন, তাঁহারাও প্রণবদ্বারা উপাসনা করেন, যাঁহারা উপাসনার তত্ত্ব জানেন না, তাঁহারাও প্রণব দ্বারা উপাসনা করেন। কিন্তু বাহ্যজগতে কর্ম্মের ফল যেমন জ্ঞান নিরপেক্ষ হইয়া থাকে, উপাসনার ফল সেরূপ নহে। লোকে হরীতকীর গুণ জানুক আর নাই জানুক, সকলেরই হরীতকী ভক্ষণে একই রূপ বিরেচন হয়। লোকে দাহক ও দাহ্য পদার্থের গুণ জানুক আর নাই জানুক, দাহ্য ও দাহক পদার্থ একত্র হইলেই একই রূপ দহনক্রিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু উপাসনার ফল ঐরূপ একই প্রকার হয় না। জ্ঞানীর উপাসনার ও অজ্ঞানীর উপাসনার ফল পৃথক। উপাসনার তথ্য জানিয়া এবং ভক্তি সহকারে যে জ্ঞানী উপাসনা করেন তিনি উপাসনার তথ্যানভিজ্ঞ এবং শ্রদ্ধারহিত উপাসক অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করেন। অজ্ঞানীদিগের উপাসনার একেবারে ফল হয় না এমত নহে। বাস্তবিক অজ্ঞানীদিগের উপাসনারও কিছু ফল আছে এবং অজ্ঞানীরা উপাসনার অনধিকারী নহে। তবে বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ম্মের সমধিক ফল এবং উচ্চাঙ্গের উপাসনায় কেবল মাত্র বিদ্বান্ ব্যক্তির অধিকার হয়।

কিন্তু সকল প্রকার উপাসকেরই নিম্নোক্ত ভগবদ্বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ পথে রাখা কর্ত্তব্য :—

যজ্ঞ, তপস্যা, দান, এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে "সৎ"শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হে পার্থ, হবন, দান, তপস্যা ও অন্যান্য যে কোন কর্ম্ম অশ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই "অসৎ" বলিয়া অভিহিত হয়। অশ্রদ্ধাসহ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, লোকান্তরে বা ইহলোকে, কোন কালেই ফলপ্রদ হয় না।

বাস্তবিক যে উপাসক আপন ইষ্টদেবে ভক্তি ও প্রেমপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ আনন্দ সহকারে পালন না করে তাহার উপাসনা ভণ্ডামি মাত্র, তাহার উপাসনার কোন ফল নাই।

ঊনবিংশ প্রবন্ধ।

উপাসনা তত্ত্ব।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

সেই পরব্রহ্ম চিন্ময়, সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী ও একরস। তিনি প্রকৃতির স্রষ্টা সুতরাং প্রাণ, ইন্দ্রিয় সকল, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, এবং অবিদ্যা প্রভৃতি কোন প্রাকৃতিক পদার্থই তাঁহার উপাধি নহে।

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মের কোনও প্রকার শরীর বা মূর্ত্তি নাই। শরীরমাত্রই নশ্বর ও মায়াময়। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেই ব্রহ্ম নিত্য অবিকৃত আত্মাভাবে অবস্থিত। বাস্তবিক একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। এই মায়াময় জগৎ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া তিনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন। যে সাধক তাঁহাকে আপনার আত্মা বলিয়া অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তিনি সমস্ত শোকসন্তাপ হইতে মুক্ত হন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ঈশ্বরের শরীর নাই, ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই, ঈশ্বরের সমান নাই, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ নাই। স্বভাবতই তাঁহার সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া করিবার শক্তি আছে অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা সমস্ত পদার্থই জানেন এবং তাঁহার সঙ্কল্প মতেই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট ও চালিত হয়।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

আত্মাই সমুদায় দেবতা; সমস্ত জগৎ আত্মাতেই অবস্থিত; আত্মাই শরীরিগণের কর্ম্মযোগ সংঘটন করিয়া থাকেন। অগ্রে দেহাকাশে বাহ্যাকাশ, চেষ্টাস্পর্শের কারণ প্রাণবায়ুতে বাহ্যবায়ু, অন্ন পাককারী ও চাক্ষুষ তেজে বাহ্যতেজ, দেহস্থজলে বাহ্যজল, শারীরিক পার্থিবাংশে বাহ্যপার্থিব-মূর্ত্তি সকল, মনে চন্দ্র, শ্রোত্রে দিক, পাদেন্দ্রিয়ে বিষ্ণু, বলে হর, বাগিন্দ্রিয়ে অগ্নি, বায়ু ইন্দ্রিয়ে মিত্র, এবং উপস্থে প্রজাপতি সন্নিবেশিত অর্থাৎ ভাবনা

দ্বারা উহাদের একত্ব সাধন করিবে। পশ্চাৎ সকলের শাস্তা, অণু হইতেও অণু, চিন্ময়, স্বাধীন পরম পুরুষকে ধ্যানকরতঃ তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইবে।

ঋষি অষ্টাবক্র বলিয়াছেন—

সাকারকে মিথ্যা অস্থায়ী বলিয়া জান, নিরাকার পরব্রহ্মকে অচল সত্য জ্ঞান কর।

মার্কণ্ড ও শাতাতপ বচনে উক্ত আছে—

সাধারণ মনুষ্য জলেতে (পঞ্চভূতে) ঈশ্বর উপলব্ধি করে। মনীষীরা গ্রহাদিতে ঈশ্বর দেখেন, মূর্খেরা কাষ্ঠ লোষ্ট্রে ঈশ্বর বোধ করে, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা পরমাত্মাকে সর্ব্বনিয়ন্তা দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন।

বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

পরমাত্মা রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণ বিবর্জ্জিত, নাশ রহিত, অবস্থান্তর-শূন্য, দুঃখ ও জন্মবিহীন হয়েন; তিনি নিত্য বর্ত্তমান কেবল এই মাত্র বলিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বরের বাণীরূপে নিম্নোদ্ধৃত বচন প্রকটিত আছে—

সকল প্রাণীতে বর্ত্তমান সকলের আত্মা ও ঈশ্বর যে আমি, আমাকে মূঢ়তাপ্রযুক্ত যে ত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজা করিয়া থাকে সে ভস্মে হোম করে।

শ্রীমদ্ভাগবত পুনরায় বলিয়াছেন—

যে সমস্ত মূঢ় মনুষ্য মৃত্তিকা প্রস্তর সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত বিগ্রহে ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা পরম শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে—

নাম রূপাদি কল্পনাকে বালক্রীড়াবৎ জানিয়া মনুষ্য সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা মুক্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারাও মনুষ্য অনায়াসে রাজা হইতে পারে।

ঈশ্বর ধ্যানের ক্রম প্রণালী সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন—

অনন্তর যদি নিরাকার ব্রহ্মে লক্ষ্যবদ্ধ করিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে পৃথিবী, জল অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অব্যক্তা প্রকৃতি, এবং পুরুষ ইহাঁদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ প্রথমে ধ্যান করিবে। অর্থাৎ প্রথমে পৃথিবী, তৎপরে জল, তৎপরে অগ্নি, তৎপরে বায়ু, তৎপরে আকাশ, তৎপরে মন, তৎপরে বুদ্ধি, তৎপরে অব্যক্তা প্রকৃতি, এবং সর্ব্বশেষে পুরুষকে ধ্যান করিবে। পূর্ব্বটীর ধ্যান অভ্যস্ত হইলে পরে সেইটীর ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়টীর ধ্যান আরম্ভ করিবে। এই প্রকারে সর্ব্ব শেষে পুরুষ ধ্যান করিবে।

ভগবান্ কপিলদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

এইরূপে হরির পরমানন্দমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ভগবানের প্রতি পরম প্রেম হয়। তখন হৃদয় ভক্তিরসে গলিয়া যায় এবং নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে থাকে। এই প্রকারে প্রতীক উপাসনা সম্যক্ আয়ত্ত হইলে পর উপাসক ইতিপূর্ব্বে মনকে ভগবানের উপর স্থির রাখিবার জন্য ভগবানের যে রূপটী ধ্যান করিতেছিলেন সেই রূপটী হইতে মনকে ক্রমশঃ পৃথক করেন।

মৎস্য ধরিয়া রাখিবার জন্য বড়িশের প্রয়োজন, মৎস্য করতলস্থ হইলে আর বড়িশের প্রয়োজন নাই। সেইরূপ চিত্তকে জগৎ হইতে প্রত্যাহার করত নির্গুণ ব্রহ্মে স্থাপন জন্য প্রতীক উপাসনার প্রয়োজন। নির্গুণ উপাসনা আয়ত্তা হইলে আর প্রতীক উপাসনার প্রয়োজন নাই।

যখন প্রতীক উপাসনার অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া মন আর কোন প্রকার রূপ বা গুণ বা নাম স্মরণ করে না তখন উপাসক সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং ইন্ধন জ্বলিয়া গেলে পর অগ্নির জ্বাল যেমন অগ্নিদেবে বিলুপ্ত হয় সেই প্রকার এই সমস্ত জগৎকে অলীক এবং সত্ত্বাবিহীন বলিয়া জানিতে পারিলে উপাসক ধ্যাতৃ-ধ্যান-ধ্যেয়-বিভাগশূন্য অখণ্ডৈক রস নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হন।

প্রতীক উপাসনা আয়ত্ত করিবার জন্য অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে। ভক্তচূড়ামণি জ্ঞানী প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, তাঁহার নাম কীর্ত্তন, তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার পদ-সেবন, তাঁহার পূজা, তাঁহার বন্দন, তাঁহার দাস্য, তাঁহার সখ্য, এবং তাঁহাকে আত্মনিবেদন, এই নয় প্রকারে ভগবান্ বিষ্ণুর ভজনা করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ হইবে এই আশায় কোন কোন ভক্ত আপন শরীরে, গৃহে ও বস্ত্রাদিতে নারায়ণ, শিব, এবং অন্যান্য দেবদেবীর চিত্র ও নাম অঙ্কিত করেন। সর্ব্বদা তাঁহার নাম স্মরণ-পথে থাকিবে এই আশায় কেহ কেহ পুত্র কন্যাদির নাম গোবিন্দ, কৃষ্ণ, শিব, রামচন্দ্র, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, শঙ্করী প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন। এবং দয়া, ভগবৎ-স্পৃহা ও শ্রদ্ধা, এই তিন মানসিক; সত্যবাক্য, হিতবাক্য, প্রিয়বাক্য, ও স্বাধ্যায়, এই চারি বাচিক; এবং দান, পরপরিত্রাণ ও পূজা, এই তিন কায়িক; এই দশ প্রকারে ভগবানের ভজন করেন। তাঁহারা অঙ্কন, নামকরণ, এবং ভজন, এই তিন প্রকারে ভগবানের সেবাই পরমপুরুষার্থ মনে করেন।

আবার কেহ কেহ বলেন উপাসনা পাঁচ প্রকার। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, ও যোগ। অভিগমন শব্দে ভগবৎ স্থানের মার্জ্জন ও লেপনাদি। উপাদান শব্দে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদির দান। ইজ্যা শব্দে পূজা। স্বাধ্যায় শব্দে মন্ত্রজপ, নামজপ, স্তোত্রপাঠ. নামসঙ্কীর্ত্তনাদি, ও ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশক শাস্ত্রের অভ্যাস। যোগশব্দে একাগ্রচিত্তে ভগবদনুধ্যান। এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান আবির্ভূত হয় এবং চরমোৎকর্ষ অবস্থায় যখন অহঙ্কারাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ উপাসককে আবৃত্তি রহিত স্বীয় পরমানন্দ ধাম প্রদান করেন।

আবার কোন কোন ভক্ত বলেন যে কোন প্রকারেই হউক না কেন সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করাই পরম পুরুষার্থ। অতএব তাঁহারা শয়ন, ভোজন, গমন, উপবেশন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে, তীর্থাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ ও ব্রত পর্ব্বাদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, এবং বিভূতিশালী শ্রীমান্ এবং তেজস্বী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন

পদার্থে, ভগবান্‌কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চলিলে, ভগবানের অনন্ত মহিমা কোন না কোন ভাবে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র ভক্তের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে।

আবার জ্ঞানভেদেও উপাসনার তারতম্য হইয়া থাকে। ৺গীতা বলিয়াছেন—নানাভাবে প্রতীয়মান জগৎ যে জ্ঞান দ্বারা মায়াময় বলিয়া জ্ঞাত হয় এবং যে জ্ঞান দ্বারা অব্যক্তাদি স্থাবরান্ত সমস্ত ভূতেই এক অদ্বয় কূটস্থ আত্মা-মাত্র দৃষ্ট হন সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান।

নানা ভাবে প্রতীয়মান জগৎ যে জ্ঞান দ্বারা সত্য বলিয়া বোধ হয় এবং যে জ্ঞান দ্বারা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব অনুভূত হয় সেই জ্ঞান রাজসিক। ঐ জ্ঞানের বশীভূত হইয়া স্বর্গ, সমাজ, দেশ, গ্রাম প্রভৃতিকে ঈশ্বর প্রাপ্তি অপেক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর উপাসনাকে ঈশ্বরোপাসনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনুষ্য মনে করে। এই রাজসিক জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

যে জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য মনে করে যে পারমার্থিক অবলম্বন শূন্য কোন এক ব্যক্তি বা বস্তু বা কাষ্ঠ বা লোষ্ট্র বা ধন বা সম্পত্তি বা ক্ষমতা বা বল বা রূপ বা যৌবন বা অন্য কোন তুচ্ছ পদার্থই ঈশ্বর বা সর্ব্বস্বধন,এবং উহা ভিন্ন অন্য কোন ইষ্ট বস্তু বা ঈশ্বর নাই, সেই জ্ঞান তামসিক জ্ঞান। এই জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা অধম।

যে ভক্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঈশ্বরকে যে ভাবে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে ঈশ্বর তাহাকে সেইভাবে শ্রদ্ধান্বিত করেন।

সে ব্যক্তি সেইরূপ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে সেই ভাবে উপাসনা করে। এবং সেই উপাসনার যে ফল হওয়া উচিত সেই ফল সে লাভ করে। কিন্তু সেই ফল সে স্বতন্ত্র ভাবে লাভ করে না। সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-প্রদাতা ঈশ্বরই তাহার কর্ম্মের উপযুক্ত ফল তাহাকে প্রদান করেন। ঈশ্বর স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না। তিনি যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম করিয়াছেন তদ্দ্বারাই তপস্যা উপাসনা অহিংসা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি পাপকর্ম্মের ফল নিষ্পন্ন হয়।

অল্পবুদ্ধি উপাসক সকল যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহা অল্প এবং নশ্বর। যাহারা হিরণ্যগর্ভ প্রমুখ দেবগণকে পূজা করে তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্ত হন। সুতরাং সত্য জ্ঞান আনন্দ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিবেকশূন্য ব্যক্তিরা ব্রহ্মের নিরাকার নির্ব্বিকার প্রপঞ্চাতীত পরমাত্ম-স্বরূপ ভাব জানিতে পারে না। তাহারা ব্রহ্মকে দেবতা-মনুষ্য-মৎস্য-কূর্ম্মাদি প্রতীক-ভাবে মনে করে।

ব্রহ্মের মায়াপ্রভাবে জীবগণ মোহগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নির্গুণ আত্মা স্বরূপে না দেখিয়া রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় ব্রহ্মতে জগৎ দর্শন করে। সুতরাং যতদিন না তাহাদের মোহ ঘুচিয়া যায় ততদিন নির্গুণ ব্রহ্ম তাহাদের বুদ্ধিতে প্রকাশ হন না এবং তাহারা ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারে না।

বাস্তবিক নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানই চরম জ্ঞান। অন্য সমস্ত জ্ঞান এবং সাধনা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায় নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

এই ভুবন মধ্যে এক পরমাত্মাই অবিদ্যাদি বন্ধ কারণ নাশ করেন। সেই আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। অগ্নি যেমন সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করে, আত্মজ্ঞানও সেইরূপ অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য ধ্বংস করে। বেদান্ত বাক্যের মর্ম্ম সম্যক্ বুঝিয়া যাঁহারা আপন মনকে নির্ম্মল করিতে পারেন তাঁহাদের হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে। তদ্ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই।

—*:**:*—

বিংশ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

উপাসনার অঙ্গ বা সাধনা।

এক্ষণে দেখা গেল যে এক অদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর বা ব্যক্তির পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। অবিদ্যা বশতই জীবগণ স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অদ্বৈত ব্রহ্মে জগৎ দর্শন করে, আবার অবিদ্যা ঘুচিলেই জগতের অস্তিত্বজ্ঞান লোপ প্রাপ্ত হয়। আরও দেখা গেল যে, এই অবিদ্যা নষ্ট করিবার জন্য বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রয়োজন এবং তজ্জন্য ভগবদ্ভক্তগণের সহিত কথোপকথন এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহ সর্ব্বদা ভক্তিভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আরও দেখা গেল যে, ব্রহ্মের অনুগ্রহ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম সাধকের মনে সম্যক্ প্রতিভাত হয় না এবং সেই জন্য সর্ব্বদা নিশ্চলভাবে ব্রহ্মে চিত্ত সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মের উপাসনা করা সাধকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আরও দেখা গেল যে, অধিকার ভেদে ব্রহ্মের উপাসনা দুই প্রকার। যাঁহারা শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও সমাহিত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে নির্গুণ উপাসনাই বিহিত। এবং যাঁহারা নির্গুণ উপাসনার অধিকারী নহেন তাঁহারা সগুণ উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া নির্গুণ উপাসনার অধিকারী হইবেন এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের জন্য সগুণ উপাসনাই বিহিত।

৺গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

যাঁহারা আপন ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করত সর্ব্বদা হর্ষ বিষাদ রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত প্রাণিগণের হিতে রত থাকিয়া অক্ষর অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অচিন্ত্য সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বপ্রকার-পরিবর্ত্তনরহিত নির্ব্বিকার নিত্য নির্গুণ আত্মার উপাসনা করেন তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

অতঃপর ভগবান্ বলিয়াছেন—

জীবগণ স্বভাবত ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ, সুতরাং, মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে প্রের বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করত ব্রহ্মে সংস্থাপন করা ইন্দ্রিয়সুখ-রত জীবগণের পক্ষে ক্লেশকর। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় কতক পরিমাণে ইন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তি হইতে পারে বলিয়া সাধকগণের পক্ষে সগুণোপাসনা ততটা ক্লেশকর নহে। কিন্তু নির্গুণোপাসনায় মন বা কোন ইন্দ্রিয়ই পরিতৃপ্ত হয় না, সুতরাং নির্গুণোপাসনা অধিকতর ক্লেশকর।

জীবগণ অতি কষ্টে এই নির্গুণোপাসনা আয়ত্ত করিতে পারে। সেই জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীর জন্য ভগবান্ ব্যবস্থা করিয়াছেন—

যাঁহারা আমার উপর সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ করিয়া আমাকে সগুণভাবে ধ্যান করত আমারই উপাসনা করেন আমি সেই সমস্ত ভক্তগণকে অচিরেই নির্গুণোপাসনার অধিকারিত্বে উন্নীত করত তাঁহাদিগকে মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। অতএব সগুণভাবেই হউক আর নির্গুণভাবেই হউক যে প্রকারে পার সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক আমাতেই মন ও বুদ্ধি স্থাপিত কর। তাহা হইলে পরিশেষে তুমি নিশ্চয়ই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

যাঁহারা সর্ব্বদা ব্রহ্মে চিত্ত সংস্থাপন করিতে না পারেন তাঁহাদের জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদি স্থিরভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিতে না পার তাহা হইলে স্বল্পকালের জন্যও আমাতে চিত্ত সংস্থাপনের জন্য বারম্বার অভ্যাস কর। অভ্যাস যোগের দ্বারা ক্রমশঃ আমাতে দীর্ঘকাল চিত্ত সংস্থাপন বা আমার উপাসনা করিতে শিখিবে।

যদি স্বল্প কালের জন্যও বারম্বার আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিতে সমর্থ না হও তাহা হইলে আমার উদ্দেশে দান ব্রত উপবাস পূজা পরিচর্য্যা নাম সঙ্কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিবে। আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ উচ্চাধিকারী হইয়া অবশেষে মোক্ষপদ পাইবে।

যদি আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিতেও অশক্ত হও তাহা হইলে তোমার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিও, তবে সর্ব্বদা মনে করিও যে ঐ কর্ম্ম তুমি আপন সুখের জন্য করিতেছ না কিন্তু আমার আদেশেই করিতেছ; এবং এই প্রকার ভাবনার দ্বারা মনকে সংযত রাখিয়া সকল কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিও। এইরূপে কর্ম্মফল প্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই শান্তি আপনা হইতে আসিবে।

বাস্তবিক কর্ম্মফল ত্যাগই সাধনার প্রধান অঙ্গ। ইহাই সাধনার প্রথমে, ইহাই সাধনার মধ্যমে, ইহাই সাধনার চরমে। কর্ম্মফল ত্যাগ ভিন্ন নিবৃত্তি মার্গের কোন সাধনাই সুসম্পন্ন হয় না এবং সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগই মুক্তির অব্যবহিত কারণ। সেই জন্য ভগবান্ নিম্নাধিকারীর পক্ষে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে ঐ কর্ম্মের ফল প্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন এবং পরক্ষণেই বলিলেন—

ব্রহ্মকে না জানিয়া ব্রহ্মতে চিত্ত সংস্থাপনের বারম্বার চেষ্টা করা অপেক্ষা ব্রহ্মকে পরোক্ষভাবে জানা শ্রেষ্ঠ। আবার ব্রহ্মকে কেবল মাত্র পরোক্ষভাবে জানা অপেক্ষা ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান প্রাপ্তির পর তাঁহার ধ্যান করা শ্রেয়ঃ। আবার উক্তরূপে ব্রহ্মের ধ্যান অপেক্ষা সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগকরা শ্রেষ্ঠ। সকল কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই অনন্তশান্তি পাওয়া যায়।

সাধক সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন—

যিনি আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি দ্বেষশূন্য, আপনার সমকক্ষ ব্যক্তির প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন এবং আপনার অপেক্ষা হীন ব্যক্তির প্রতি কৃপালু, যিনি সকল বস্তুতেই মমতাশূন্য, তপস্বাধ্যায়ানুষ্ঠান নিমিত্ত কোন অভিমান যাঁহার মনে স্থান পায় না, সুখ বা দুঃখ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। আততায়িগণের প্রতিও যিনি ক্ষমাশীল, যিনি সদা সন্তুষ্ট, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা আত্মধ্যান নিরত, যাঁহার স্বভাব সংযত, আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যাঁহার কিছুমাত্র সংশয় নাই, যাঁহার মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে আমাতে

অর্পিত, তিনিই আমার ভক্ত এবং তিনিই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে কোন জীব সন্তাপিত হয় না, কোনও জীব হইতে যিনি কোন প্রকার আশঙ্কা করেন না, প্রিয় লাভে হর্ষ, অপ্রিয় ঘটনায় রোষ, তস্করাদি হইতে ভয়, এবং অন্য কোন কারণ জনিত উদ্বেগ যাঁহার মনে স্থান পায় না, তিনি আমার প্রিয়। সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ সম্পন্ন, দক্ষ, অনাসক্তচিত্ত সুতরাং অনিষ্ট ঘটনা হইলেও অক্ষুব্ধ ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে ঐকান্তিক ভক্তি করেন এবং আমার প্রিয় হন। ইষ্ট প্রাপ্তিতে যিনি আনন্দোৎফুল্ল হন না, অনিষ্ট ঘটনাকে যিনি দ্বেষ করেন না, এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, মঙ্গলামঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যিনি একমনে আমার ভজনা করেন, তিনি আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী, মান ও অপমানে অক্ষোভিতচিত্ত, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে হর্ষ বিষাদশূন্য, সর্ব্বত্র অনাসক্ত, নিন্দা ও স্তুতি দ্বারা অবিচলিত, সংযতবাক্, সদা সন্তুষ্ট, আশ্রয় মণ্ডপাদিতেও মমত্বরহিত, নির্দ্দিষ্ট বাস শূন্য, এবং ব্যবস্থিতচিত্ত, যে সাধক সর্ব্বদা আমার ভজনা করেন তিনি আমার প্রিয়। যে সকল সাধকেরা আমাতে ভক্তিমান্ ও মৎ পরায়ণ হইয়া এই সমস্ত ধর্ম্মপূর্ণ মোক্ষসাধক উপদেশ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পালন করেন তাঁহারা আমার অতিশয় প্রিয়। সুতরাং এইরূপ অনুষ্ঠানই সকল মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য।

কামনা পরিত্যাগই যে প্রধান সাধনা এ কথা নানা স্থানে বারম্বার কথিত আছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

জীব যখন আপন হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিতে পারেন তখন আপন মরণশীল ভাব পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন এবং এই শরীরে থাকিতে থাকিতেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

যে ব্যক্তি দৃষ্টাদৃষ্ট কাম্য বস্তু সকল চিন্তা করত তাহাদিগকে প্রার্থনা করে সেই কামনা পরতন্ত্র ব্যক্তি সেই সকল কামনার জন্য সেই সকল কাম্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষার সহিত ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে

সাধকের এই জীবনেই সমস্ত কামনা ধ্বংস পায় সেই সাধক কামনা বিমুক্ত হইয়া পরমার্থ তত্ত্ব জানিতে পারেন ও কৃতার্থ হন।

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন—

জীবদ্দশায় যে যে বিষয় জীব চিন্তা করে মৃত্যুকালে সেই সেই বিষয়ের চিন্তা জীবগণকে অধিকার করে। তখন জীবের অন্য সমস্ত বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া যায় এবং উক্ত বাসনাময় জীব লিঙ্গশরীরধারী জীবনরূপে অবস্থান করে। অনন্তর যে লোকে উক্ত বাসনা সকলের প্রাধান্য আছে সেই লোকে উদানবায়ু উক্ত বাসনাময় জীবকে লইয়া যায় এবং সেই লোকে ঐ জীবের জন্ম হয়। সুতরাং যে সাধক সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

৺গীতা বলিয়াছেন—

যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহ্যলাভনিরপেক্ষ হইয়া আপন আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন করত সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে বিদ্বান্ বা আত্মারাম বা আত্মক্রীড় বা সন্ন্যাসী বা স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।

দুঃখে পড়িলে যাঁহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না এবং সুখপ্রাপ্তি হইলে যিনি সেই সুখের স্থিতির আকাঙ্ক্ষা করেন না সেই আসক্তি-ভয়-ক্রোধ-বিমুক্ত সাধককে মুনি বা স্থিতপ্রজ্ঞ বা ত্যক্ত পুত্র মিত্র লোকৈষণ বা সন্ন্যাসী বলা যায়।

পুত্র মিত্র শরীর প্রাণ প্রভৃতি কোন বিষয়েই যে সাধকের আসক্তি নাই, যিনি শুভ বিষয় প্রাপ্তিতেও হৃষ্ট হন না এবং অশুভ বিষয় ঘটিলেও বিষণ্ণ হন না, সেই হর্ষ-বিষাদ-আসক্তি-বর্জ্জিত সাধকের প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যায়। কোন প্রকার ভয় পাইলে কূর্ম্ম যেমন আপনার সমস্ত অঙ্গ সঙ্কুচিত করে সংসারভীত সাধক সেই প্রকার যখন সমস্ত বিষয় হইতে আপনার সকল ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহরণ করেন তখন তাঁহার প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগে অসমর্থ, জড়, আতুর বা উপবাস-পরায়ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু তাহাদের বিষয়াভিলাষ নষ্ট হয় না। যে সাধক স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন তিনিও বিষয়

সমূহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, অধিকন্তু তত্ত্বজ্ঞান হওয়ায় তাঁহার বিষয়াভিলাষ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে সাধক স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিবেন। মনের উপর ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য অতিশয় বলবৎ। এমন কি মোক্ষার্থে যত্নশীল মেধাবী পুরুষের মনকেও কখন কখন তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বলপূর্ব্বক ব্যাকুল করত বিষয়ভোগে লইয়া যায়।

ইন্দ্রিয় সকলকে চিরকালের জন্য দমিত রাখিবার উপায় এই যে প্রথমে ইন্দ্রিয় সকলকে সংযমপূর্ব্বক মনকে আত্মচিন্তায় রত কর এবং তাহার পর ঐ ভাবে সংযতেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মচিন্তায় রত থাকিতে অভ্যাস কর। এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-গণকে দমন করিতে সক্ষম হইবে এবং স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারিবে। মনকে ব্রহ্মচিন্তায় রত করিতে না পারিলে জীব সংযতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। মনের স্বাভাবিকধর্ম্মই এই যে মন সর্ব্বদা কোন না কোন বিষয় চিন্তা করে। ব্রহ্মচিন্তায় রত না হইলে মন বাহ্য এবং অন্তর্জগতের বিষয় চিন্তা করিবেই করিবে। মন যাহা চিন্তা করে ক্রমশঃ তাহাতে তাহার আসক্তি হয়। আসক্তি হইলে জীব সেই আসক্তির বিষয় পাইতে কামনা করে। কাম্যদ্রব্য না পাইলেই ক্রোধ হয়। ক্রুদ্ধ হইলে জীবের কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান লোপ পায়। কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান লুপ্ত হইলেই হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইলেই মনুষ্য পশুর সমান হয় এবং পশুর ন্যায় বুদ্ধিবিহীন হইলে মনুষ্য বিনষ্ট হয় অর্থাৎ পুরুষার্থ সম্পাদনের কোন ক্ষমতাই তাহার থাকে না। অতএব সর্ব্বতোভাবে বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে ব্রহ্মচিন্তায় রত রাখিবে। যে সাধক বিষয়সমূহে আসক্তি এবং দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে বশীভূত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা শাস্ত্রবিহিত বিষয় সকল যথাবিধি উপভোগ করেন তিনি মনকে ব্রহ্মচিন্তায় রত রাখিতে পারেন এবং চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করেন। চিত্তপ্রসন্ন হইলে জীবের সকল দুঃখ বিনষ্ট হয় এবং বুদ্ধি সংশয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মে নিশ্চলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহার ইন্দ্রিয় এবং মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত না হয় তাহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি

হয় না এবং সে ব্রহ্মচিন্তাতে রত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচিন্তায় রত হইতে পারে না তাহার বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না এবং বিষয়তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত না হইলে সুখের সম্ভাবনা নাই।

বাত্যা উঠিলে নাবিক অপ্রমত্ত ভাবে থাকিয়া বল এবং কৌশলপূর্ব্বক নৌকাকে আপন গন্তব্য পথে না রাখিলে বায়ু যেমন নৌকাকে পথ ভ্রষ্ট করে এবং বিপথে লইয়া যায় সেইরূপ যে মন ইন্দ্রিয়সকলকে দমনে না রাখিয়া তাহাদিগকে আপন আপন বিষয়ে বিচরণ করিতে দেয় এবং আপনিও সেই সকল বিষয় কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়গণের সহিত আকৃষ্ট হয় সেই মন বিবেক জনিত বুদ্ধিকেও ব্রহ্মধ্যান হইতে বিপথে লইয়া যায় এবং বিষয়-ধ্যানে রত করে। অতএব হে মহাবাহো অর্জ্জুন! যে সাধকের ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয় হইতে সম্পূর্ণভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ব্রহ্মতত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে অজ্ঞানান্ধকারাবৃত কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষে আলোকময়।

সাধারণ লোকে বিলাস দ্রব্য সকলের দোষগুণ জানে এবং তাহা-দিগকে ভোগ করে কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় শাস্ত্রানুমোদিত দ্রব্য ভিন্ন অন্য দ্রব্যের সংবাদ রাখেন না এবং তাহা ভোগ করেন না।

নদনদী সকল সমুদ্রে পতিত হইয়া যেমন সমুদ্রের কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারে না কিন্তু সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ কাম্যবস্তু সকল যে সাধকের ইন্দ্রিয়গোচর হইলেও তাঁহার মনকে ক্ষোভিত করিতে পারে না কিন্তু তাঁহার মনে লয় প্রাপ্ত হয় সেই সাধকই শান্তি প্রাপ্ত হন।

যে সকল ব্যক্তি কাম্যবস্তু সকল প্রার্থনা করে তাহাদের শান্তি হয় না।

অপ্রাপ্ত বস্তুর কামনা এবং প্রাপ্তবস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহ্য-পদার্থ সমূহে এবং শরীর ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে মমত্বজ্ঞান বর্জ্জন করত সমস্তই ঈশ্বরের এই ভাবনা সুস্থির করিয়া যে সাধক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনি শান্তিপ্রাপ্ত হন।

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা! ইহা লাভ করিলে আর সংসারের

মোহে মুগ্ধ হইতে হয় না। মৃত্যুকালে ক্ষণকালের জন্যও যিনি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হন তিনিও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা চিরকাল ধরিয়া এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাবান্ তাঁহাদের কথা আর কি বলিব।

—•○•○•—

একবিংশ প্রবন্ধ।

—:*:*:*:—

কর্ম্মযোগ।

কর্ম্মফল প্রাপ্তির ইচ্ছাত্যাগ বা কামনাত্যাগই যে একটী প্রধান যোগ তাহা শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। যতক্ষণ সাধক যোগারূঢ় হইতে না পারিবেন ততক্ষণ তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই কর্ম্ম কামনাপরিত্যাগপূর্ব্বক না করিলে সাধক কথনই যোগারূঢ় হইতে পারিবেন না। এই জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার অতএব আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমি সম্যক্-রূপে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা কর। কর্ম্মের ফলে তোমার অধিকার নাই সুতরাং কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিলেই যে তুমি কৃতকার্য্য হইবে এমন মনে করিও না। এবং কৃতকর্ম্মের ফলকামনা করিও না। আবার কর্ম্মের ফলে তোমার অধিকার নাই বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না। কর্ম্ম তিন প্রকার (১) শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, যাহাকে সচরাচর কেবলমাত্র কর্ম্ম বলা যায়; (২) অকর্ম্ম. অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ; (৩) বিকর্ম্ম, অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম। যে কর্ম্ম করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, অর্থাৎ বিকর্ম্ম একেবারেই করিবে না। আলস্য বশত কর্ম্ম পরিত্যাগ বা অকর্ম্ম শাস্ত্রে নিন্দিত, সুতরাং অকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। পরিশেষে কর্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করাই জীবগণের কর্ত্তব্য, অতএব তাহাই করিবে।

হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া তুমি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। কর্ম্মের সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমতুল্যভাবে দর্শন করার নাম যোগ। যোগস্থ ব্যক্তি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যদি কৃতকার্য্য না হন তাহা হইলে দুঃখিত হন না। এবং যদি কৃতকার্য্য হন তাহা হইলেও আনন্দিত হন না।

এই প্রকারে নিষ্কামভাবে এবং ফলনিরপেক্ষ হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে সাধক ক্রমশঃ যোগারূঢ় হন। যতক্ষণ না তিনি যোগারূঢ় হন ততক্ষণ তাঁহার পক্ষে কর্ম্মই একমাত্র সাধনা। এই অবস্থায় তাঁহাকে যোগারুরুক্ষু বলা যায়। উল্লিখিত কর্ম্মযোগরূপ সাধনা দ্বারা যোগারূঢ় হইলে পর সাধক শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও সমাহিত হইয়া আপন আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন করেন এবং অবশেষে সমস্তই আত্মা বলিয়া দেখিতে পান।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে যোগারূঢ় কাহাকে বলে? তজ্জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন "যখন সাধক ইন্দ্রিয়ভোগ্য সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য হন এবং নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য প্রতিষিদ্ধ কোন কর্ম্মেই তাঁহার প্রবৃত্তি থাকে না এবং ইহলোকে এবং পরলোকে যত প্রকার কামনা হইতে পারে সে সমস্তই তিনি পরিত্যাগ করেন তখন তিনি যোগারূঢ় শব্দবাচ্য হন।"

সংসারে যোগারূঢ় পুরুষ অতি বিরল। সুতরাং সাধারণ সাধকের পক্ষে বুঝিতে হইবে যে কর্ম্মই বিহিত। তবে প্রাকৃত লোকের সহিত সাধকের প্রভেদ এই যে প্রাকৃত লোক ফল-কামনা-পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্ম করে কিন্তু সাধকের কর্ম্ম নিষ্কাম।

কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে ৺গীতা বলিয়াছেন—

যাহার পক্ষে যে কর্ম্ম নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত আছে তাহার পক্ষে সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ অকর্ত্তব্য। মোহ বশত নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগকে তামস ত্যাগ বলে। অমুক কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে গেলে আমার শারীরিক ক্লেশ হইবে এই ভয়ে যদি কেহ কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মকে দুঃখজনক মনে করত উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলে। হে অর্জ্জুন! কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে এই ভাবিয়া যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু সেই কর্ম্মানুষ্ঠানে আসক্ত হন না এবং তজ্জনিত কোন ফলেরও কামনা করেন না শাস্ত্র তাঁহাকেই সাত্ত্বিক কর্ম্মত্যাগী বলিয়াছেন।

শ্রুতিও বলিয়াছেন—

যে পর্য্যন্ত সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া অদ্বৈতজ্ঞান না হয় ততদিন সাধক মনে মনে ভাবিবেন যে এই জগতে যাহা কিছু আছে সে সমস্তেই ঈশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং এই জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে সে সমস্তই ঈশ্বর করিতেছেন এবং ঈশ্বর হইতে পৃথক কিছুই নাই। এই ভাবনা সুস্থির করত সাধক সমস্ত কর্ম্মের ফলাফল ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যেহেতু ঈশ্বর ব্যতীত কোন বস্তুই নাই এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটে না। অতএব সাধক কোন ধনেরই আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। বাস্তবিক কোন ধনেই কাহারও নিত্য সত্ব নাই। ঈশ্বর যখন যাহাকে যে ধন দেন তখন সে সেই ধন প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বর যখন যাহার নিকট হইতে যে ধন কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা করেন তখন সেই ধন তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায়।

কিন্তু ঈশ্বর যাহা করিতেছেন তাহাই হইতেছে, জীবের স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতা নাই ইহা বুঝিয়া সাধক কি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন? শ্রুতি বলিতেছেন সাধকের পক্ষে কর্ম্ম পরিত্যাগ বিহিত নহে। অবশ্য সাধক যখন যোগারূঢ় হইবেন তখন তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যতদিন না তিনি যোগারূঢ় হইবেন ততদিন সাধক ফলনিরপেক্ষ হইয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করত যাহাতে সুস্থ শরীরে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন তাহার বিধান করিবেন। কেবল এই ভাবে চলিলেই জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ইহা ব্যতীত কর্ম্মবন্ধন এড়াইবার অন্য উপায় নাই।

আত্মতত্ত্বানুসন্ধানবিমুখ মূঢ়েরা ঈশ্বরকে স্মরণ করে না। তাহারা পুরুষকারকেই সর্ব্বস্ব মনে করে। তাহারা অসুরদিগের গতি প্রাপ্ত হয়। এবং মৃত্যুর পর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অসুরলোকে গমন করে।

ঈশ্বর সমস্ত লোকের এবং সমস্ত ভূতের আত্মা। তাঁহার কখন কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত

একমাত্র পারমার্থিক সত্য। তিনি সর্ব্বব্যাপী সুতরাং মন অপেক্ষা দ্রুতগামী। মন কোন বিষয় ভাবিবার পূর্ব্বেই ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত থাকেন। তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গম্য নহেন। জীবের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন, এবং আস্বাদনশক্তি যতদূর সূক্ষ্ম দ্রব্য অনুভব করিতে পারে তিনি তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর। তিনি স্বয়ং নিশ্চল ও অবিক্রিয় হইলেও ধাবমান সমস্ত পদার্থ অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করেন। তিনি নিত্য-চৈতন্যাত্মস্বরূপে সকলের আস্পদভাবে থাকেন বলিয়াই এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তিনি বাস্তবিক নির্ব্বিকার হইলেও বিকারশীল ভাবে প্রতিভাত হন। তিনি অজ্ঞানীর পক্ষে কোটী কোটী বৎসরেও অপ্রাপ্য কিন্তু ভক্তগণের পক্ষে সুলভ। তিনি সকলেরই আত্মা সুতরাং সকলের অভ্যন্তরে আছেন। সমস্ত জগৎ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সমস্ত জগতের বাহিরে তিনি বর্ত্তমান।

যে সাধক সমস্ত ভূতগণকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সমস্ত ভূতগণে দর্শন করেন তিনি আত্মতত্ত্ব বিদিত হন।

আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া সাধক যখন দেখিতে পান যে এক অদ্বয় আত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, সমস্তই আত্মা মাত্র, তখন তাঁহার দ্বৈতভ্রম বিলুপ্ত হয় এবং তাঁহার পক্ষে শোক ও মোহের কোন কারণ থাকে না। তখন তিনি চৈতন্য-জ্যোতির্ম্ময়, স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর-বর্জ্জিত, অখণ্ড, নির্ম্মল, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বদর্শী, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বেশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যান।

ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা এবং ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। যদিও অনেকে বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মজ্ঞানকে নীরস বলেন কিন্তু বাস্তবিক ইহা নীরস নহে। যাঁহারা কখন শর্করা আস্বাদন করেন নাই তাঁহারা শর্করার স্বাদ জানেন না। সেইরূপ যাঁহারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ করিতে পারেন না তাঁহারা আত্মজ্ঞানের রস কি জানিবেন?

কঠোপনিষৎ শ্রুতি বলিয়াছেন—

সেই আত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। সুতরাং

তিনি এক বা অদ্বিতীয়। এই মায়াময় জগৎ তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত। তিনি সমস্ত ভূতেরই অন্তরাত্মা। তাঁহারই জ্ঞানময় রূপ তাঁহার মায়াবশে দৃশ্যদ্রষ্টা প্রভৃতি নানাভাবে বিবর্ত্তিত হইতেছে। যে সকল সাধকেরা আপনাদিগের মন এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলকে নিবৃত্ত করিয়া আপন আপন হৃদয়াকাশে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারাই আত্মানন্দরূপ নিত্য সুখ ভোগ করেন। এই পরম সুখ অন্য লোকের ভাগ্যে ঘটে না।

এই সমস্ত অনিত্য জগতে তিনিই একমাত্র নিত্য পদার্থ। যেমন অগ্নি সংযোগে লৌহখণ্ড অগ্নিরূপ ধারণ করে সেইরূপ সেই ব্রহ্মের নিমিত্তই সমস্ত জীবের চেতনা হইয়া থাকে। সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞপুরুষ জীবগণকে আপন আপন কর্ম্মফলরূপ কাম্যবস্তু প্রদান করেন। তাঁহাকে যে সাধকেরা আপনাদিগের হৃদয়াকাশে দর্শন পান, তাঁহারাই নিত্যশান্তি ভোগ করেন অপরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিয়াছেন—

সেই ব্রহ্ম বা আত্মাই পূর্ণানন্দ। আত্মজ্ঞানী তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দ ভোগ করেন এবং যাবতীয় জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে যে আনন্দ উপভোগ করে, সেই সামান্য আনন্দমাত্রা সকল পূর্ণানন্দেরই অংশ মাত্র। যদি আত্মা আনন্দময় না হইতেন তাহা হইলে কোন ব্যক্তি আপন আত্মাতে প্রেম করিত? এবং ইহলোকে বা পরলোকে সুখে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিত? বাস্তবিক আত্মাই সকলকে আপন আপন কর্ম্মানুরূপ আনন্দ প্রদান করেন। যখন সাধক এই অদৃশ্য, অশরীর, অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বাধার অথচ স্বয়ং অনাধার আনন্দ ব্রহ্মকে আপন আত্মা বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারেন, তখন সাধক অভয় হন এবং ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। কিন্তু যতকাল জীব "ব্রহ্ম অন্য এবং আমি অন্য" এইরূপ অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করিবে ততকাল তাহার ভয় থাকিবে। যে সকল পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ এইরূপ ভেদ দর্শন করেন, সেই আনন্দময় ব্রহ্মই তাঁহাদের ভয়ের কারণ হন।

৮ গীতা বলিয়াছেন—

হে ভরতকুলাগ্রগণ্য! এক্ষণে আমার নিকট তিন প্রকার সুখের

বিষয় শ্রবণ কর। অভ্যাসবশতঃ যাহাতে মনুষ্য আনন্দপ্রাপ্ত হয়, যাহাতে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয়, অভ্যাস বৈরাগ্য যমনিয়মাদি সাধনাপ্রাপ্য বলিয়া যাহা প্রথমে বিষের ন্যায় দুঃখাত্মক বলিয়া বোধ হয় এবং উক্ত সাধনাদি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে পর যাহা অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় সেই সুখকে সাত্বিক সুখ বলে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে সমুৎপন্ন যে সুখ প্রথমে অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় কিন্তু পরিণামে যাহা বিষের ন্যায় কষ্টকর তাহাকে রাজস সুখ বলে। নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুদ্ভূত আদি মধ্য ও অন্তে আত্মমোহকর সুখকে তামস সুখ বলে।

বাহ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে আসক্তি শূন্য হইলে তবে আত্মজ্ঞানের সুখ জানা যায়। আত্মজ্ঞানের সুখ জানিতে পারিলে সাধক অন্য সমস্ত সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যমনে ব্রহ্মধ্যানকরত ব্রহ্মে সমাহিতান্তঃকরণ হন এবং অক্ষয় সুখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিলে যে সুখ বোধ হয় তাহা আদ্যন্তবিশিষ্ট অতএব ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা আপাত মধুর হইলেও পরিণামে দুঃখজনক। বিবেকীপুরুষ ঐ প্রকার ভোগে রত হন না।

মরণ কাল পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি ইহলোকে কামক্রোধোদ্ভব বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হন তিনিই যোগী এবং তিনিই বাস্তবিক সুখী। যে যোগী বাহ্য বিষয়ে সুখশূন্য হইয়া কেবল মাত্র আত্মাতেই সুখ এবং আরাম ভোগ করেন এবং যাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা আত্মদর্শনে রত তিনি ইহজীবনে সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন এবং দেহত্যাগের পর বিদেহমুক্তি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

যোগী ব্যক্তি নির্জ্জন স্থানে একাকী থাকিয়া চিত্ত এবং দেহকে সংযত রাখিয়া অপ্রাপ্তবস্তুর আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তবস্তুতে মমত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যানে রত হইবেন।

তিনি পবিত্র স্থানে প্রথমে কুশ তদুপরি ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম এবং তদুপরি বস্ত্র আস্তৃত করিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নীচ আসন এমন ভাবে প্রস্তুত

করিবেন যে তাহার উপর উপবেশন করিলে শরীর চঞ্চল হয় না। অনন্তর সেই আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয় হইতে মন প্রত্যাহার করত এবং ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া সংযত রাখিয়া সমস্ত কামনাশূন্য হইয়া কেবলমাত্র আপন অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইবেন।

শরীরের মধ্যভাগ, মস্তক এবং গ্রীবা সরল ও স্থির ভাবে রাখিয়া যোগী পুরুষ আপনি নিশ্চলভাবে থাকিবেন। তিনি কোন দিকে দৃষ্টি করিবেন না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু নিশ্চল হইয়া এমন ভাবে থাকিবে যেন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যে তাঁহার দৃষ্টি নাসিকার অগ্রে নিস্পন্দভাবে পতিত রহিয়াছে। তিনি প্রশান্তচিত্ত ভীতিশূন্য এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী হইবেন এবং সমস্ত পদার্থ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত মৎপরায়ণ হইবেন। সংযতচিত্ত হইয়া এইরূপে সর্ব্বদা ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত রাখিতে রাখিতে যোগীপুরুষ ক্রমশঃ মৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বন্ধন মুক্ত হন এবং অনন্তশান্তি লাভ করেন।

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অতি ভোজনশীল অথবা যিনি শরীর ধারণোপযোগী অন্নও ভোজন করেন না, যিনি অতি নিদ্রাশীল এবং যিনি জীবন ধারণোপযোগী পরিমাণেও নিদ্রা যান না তাঁহার যোগসিদ্ধি হয় না। যাঁহার আহার, বিহার (গতি), কর্ম্ম, নিদ্রা, এবং জাগরণ নিয়মিত তিনিই সর্ব্বসংসার-দুঃখ-ক্ষয়কর যোগ সাধন করিতে সমর্থ হন।

সাধক যখন সমস্ত পদার্থ হইতে চিত্তকে সংযমন পূর্ব্বক সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করতঃ আত্মাতে সমাধিপ্রাপ্ত হন তখন তাঁহাকে যুক্ত বলা যায়। যোগজ্ঞ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে আত্মাতে সমাধিপ্রাপ্ত সংযতান্তঃকরণ যোগী পুরুষের চিত্ত নির্ব্বাতপ্রদেশে স্থিত দীপের ন্যায় নিশ্চল ভাবে থাকে।

যোগানুষ্ঠানদ্বারা নিরুদ্ধ যোগীপুরুষের চিত্ত সমাধি অবস্থায় সম্যক্‌ভাবে প্রশান্ত হয়।

সমাধি অবস্থায় যোগীপুরুষ সমাধিপরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা জ্ঞানময় আত্মাকে দর্শন করত আত্মাতেই পরম আনন্দ প্রাপ্ত হন।

যে অনন্ত আনন্দ ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, যে অপার আনন্দ কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়, যোগীপুরুষ সমাধি অবস্থায় সেই বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করেন। সেই অবস্থায় যোগীপুরুষ আত্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাহার পর আর কখনও তিনি সংসার মায়ায় বিমোহিত হন না। অন্য কোনও প্রকার লাভই সমাধি অপেক্ষা অধিকতর সুখকর নহে। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে যে ঘটনা অতীব দুঃখকর সে ঘটনা ঘটিলেও সমাধিপ্রাপ্তি দ্বারা আত্মজ্ঞ যোগীপুরুষ কিছুমাত্র বিচলিত হন না। সমাধি প্রাপ্তির পর যোগীপুরুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন। কোন প্রকার দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। এই সমাধিকে যথার্থ যোগ বলা যায়। শাস্ত্রবাক্যের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া শাস্ত্রোক্তমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক নিঃসন্দেহচিত্তে সমাধিযোগ অভ্যাস করা সকল জীবের কর্ত্তব্য। এই যোগ সহজে এবং শীঘ্র সিদ্ধ হয় না। যোগসিদ্ধ হইতে কাহারও বা একজন্ম কাহারও বা বহু জন্ম লাগে। সাধনার তীব্রতার তারতম্যের উপর যোগসিদ্ধির কাল নির্ভর করে। সুতরাং সমাধিযোগ শীঘ্র আয়ত্ত না হইলে সাধক বিষণ্ণ হইবেন না। কিন্তু তিনি অনির্ব্বিণ্ণচিত্তে অধ্যবসায়সহকারে যোগসিদ্ধির জন্য তপস্যা করিবেন অর্থাৎ যোগ সিদ্ধির জন্য শাস্ত্রে যে প্রণালী বিহিত আছে সেই প্রণালী অবলম্বন করত যোগাভ্যাস করিতে থাকিবেন। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে ইহজন্মেই হউক বা কোন ভবিষ্যৎ জন্মেই হউক সাধক নিশ্চয়ই যোগসিদ্ধ হইবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি এই বাক্য সিদ্ধ হইল।

——*:**:*

দ্বাবিংশ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

তৃতীয় সূত্রের অন্য প্রকার অর্থ।

কেহ কেহ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই তৃতীয় সূত্রের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই দ্বিতীয় সূত্রদ্বারা ব্রহ্মের কেবল তটস্থলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। যাঁহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাঁহাতে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাঁহাতে এই জগৎ লয় পাইবে তিনিই ব্রহ্ম এরূপ বলাতে এমত নাও বুঝাইতে পারে যে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয় কারণ চেতন এবং সর্ব্বজ্ঞ। এমন হইতে পারে যে কোন অনির্ব্বচনীয় জড় পদার্থ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাতেই ইহা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পরিশেষে তাহাতেই ইহা লয় পাইবে। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলা হইল যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ জড় নহেন পরন্তু চেতন এবং সর্ব্বজ্ঞ; এবং তাহার কারণ বলা হইল "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"। শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ কারণ শাস্ত্রযোনি। শাস্ত্রযোনির ভাব শাস্ত্রযোনিত্ব। হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তিতে শাস্ত্রযোনিত্বাৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। সমুদয় সূত্রের অর্থ এই যে, সর্ব্ববিদ্যার আকর ঋগ্‌বেদাদি মহাশাস্ত্র সকল যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি চেতন এবং সর্ব্বজ্ঞ। সচরাচর দেখা যায় কোন গ্রন্থে যে সকল বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় উক্ত গ্রন্থের লেখকের সে সকল বিদ্যা ত আছেই, বরং তাহা অপেক্ষা গ্রন্থকারের অধিক বিদ্যা আছে। সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞকল্প বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র সকল যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি জড় এবং অল্পজ্ঞ হইতেই পারেন না, তিনি অবশ্যই চেতন এবং সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। ব্রহ্মের এই লক্ষণ দ্বিতীয় সূত্রে উপক্ষিপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা হইয়াছিল কিন্তু তাহা এই তৃতীয় সূত্রে পরিষ্কার ভাবে উক্ত হইল। গায়ত্রীতেও এই দুই ভাব পৃথক্ করিয়া ব্যক্ত আছে যথা—"এই সমস্ত জগতের যিনি প্রস-

বিতা, যিনি চিন্ময়, আমরা তাঁহার স্বরূপভাব ধ্যান করি; তিনি আমাদের বুদ্ধিকে তাঁহার ধ্যানে নিয়োগ করুন"।

ব্রহ্ম হইতে বেদবেদান্তাদির উদ্ভূত হওয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে অতি স্পষ্টভাবে কথিত আছে যথা—

হে মৈত্রেয়ী! যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে ধূম বিস্ফুলিঙ্গাদি বিনির্গত হয় সেইরূপ মহাভূত পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ এই চারি বেদোক্ত মন্ত্র সকল, এবং (১) ইতিহাস, (২) পুরাণ, (৩) আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিদ্যা, (৪) আধ্যাত্মিক বিদ্যা, (৫) ব্যাখ্যাত্মক শ্লোক, (৬) সূত্র, (৭) সূত্রের বিচার এবং (৮) সাধারণ ব্যাখ্যা, এই অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদের শ্লোকাত্মক অংশকে মন্ত্র বলে এবং বেদের ব্যাখ্যাত্মক অংশকে ব্রাহ্মণ বলে। মন্ত্রে যাহা অল্প কথায় থাকে ব্রাহ্মণে তাহা বিস্তারিত ভাবে থাকে। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ সমন্বিত বেদ সকলকে সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরকে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। জীবগণ যেমন বিনা আয়াসে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে ঈশ্বর সেইরূপ বিনা প্রযত্নে বেদ সকলকে প্রকটিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত বাক্যসকল প্রত্যক্ষের অথবা অনুমানের অথবা বেদের বিরুদ্ধ হইলে অপ্রমাণ হয়। বেদ কিন্তু অন্য প্রমাণ অপেক্ষা করে না। বেদে যাহা কথিত আছে তাহা স্বতঃই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। কোন স্থলে যদি বেদের কোন অংশকে প্রত্যক্ষ শব্দ বা অনুমানমূলক কোন অংশের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে সেই অংশ অপ্রমাণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে না। সেখানে বুঝিতে হইবে যে, হয় আমরা বেদের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছি না অথবা মরীচিকা দর্শনের ন্যায় আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনে কোন প্রকার ভ্রম আছে অথবা আমাদের শব্দজ্ঞানে বা অনুমানে কোনরূপ প্রমাদ হইয়াছে। বাস্তবিক বেদ নির্ভুল এবং অন্য প্রমাণ নিরপেক্ষ। এই সপ্রমাণ বেদ যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ।

তৃতীয় সূত্রের এই অর্থ গ্রহণ করিলেও ইহা প্রতিপন্ন হয় যে সত্য,

জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্মই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারাই উক্ত ব্রহ্মকে জানা যায়, উক্ত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এই জগৎ মায়াময় কিন্তু অবিদ্যা বশতই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, ঐ অবিদ্যা ঘুচাইবার জন্য শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত হইয়া সদ্‌গুরুর শরণগ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা এবং বেদান্তবিহিত মার্গে ব্রহ্মের উপাসনা করাই জীবগণের কর্ত্তব্য এবং উক্ত সাধনা দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহে অবিদ্যা ঘুচিয়া অদ্বৈত জ্ঞান হইলে জীব পরমানন্দ বা অক্ষয় শান্তি বা মোক্ষপদ লাভ করেন।

কেহ কেহ বলেন যে যদি চিরকাল ধরিয়া ঈশ্বরের উপাসনাই করিলাম তবে উপাসনার ফল ভোগ করিব কবে? এই উক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। এবং প্রথমসূত্রেই ইহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা উপাসনা করিয়া জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী নহেন। বেদান্তশাস্ত্র সর্ব্বোচ্চ স্বর্গসুখ এবং সর্ব্বনিম্ন নরকদুঃখ উভয়কেই পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেন। বিশেষতঃ এই মায়াময় জগতের নিয়ম এই যে যাঁহারা সুখের জন্য লালায়িত হইয়া কাম্য ও প্রতিবিদ্ধ কর্ম্ম করেন তাঁহাদের ভাগ্যে সুখ ঘটে না। যথার্থ সুখ পাইতে হইলে সুখের আকাঙ্ক্ষা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর উপাসনা করিলাম তাহার বদলে আমার সুখ চাই এইরূপ দোকানদারী ভাব ঘৃণার সহিত দেখিতে হইবে। সুখদুঃখে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরকেই সার সর্ব্বস্ব মনে করিতে হইবে। এরূপ ভাবনা সুস্থির হইলে তখন দেখিতে পাইবে উপাসনা করাই সুখ এবং কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে সাধককে সাংসারিক ব্যাপারেও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যাহারা অনন্যভাবে আমাকে চিন্তা করত কায়মনোবাক্যে আমার উপাসনা করেন সেই মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য না থাকে তাহা আমি তাঁহাদিগকে প্রদান করি এবং তাঁহাদের যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাকে তাহা আমি তাঁহাদের জন্য সংরক্ষণ করি।

কিন্তু উপাসনায় সুখ আছে বলিয়া সেই সুখের জন্য উপাসনা করিবে না। সেরূপ করিলেও দোকানদারী ভাব থাকিবে। সুখের কথা একেবারে মনে না আনিয়া শাস্ত্রের বিধি প্রতিপালনের জন্য উপাসনা করিতে থাকিবে এবং শাস্ত্রের আলোচনা করিবে। এইরূপ করিতে করিতে কোন না কোন কালে অদ্বৈত বা মোক্ষ বা অক্ষয় সুখ পাইবে। কিন্তু মোক্ষ পাইব এই আকাঙ্ক্ষা করাও নিষিদ্ধ। আকাঙ্ক্ষা করিলেই তপস্যার প্রত্যবায় হয়। কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শাস্ত্রের বিধি প্রতিপালন করিয়া চলিবে। যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইবে তখন তিনি অদ্বৈতজ্ঞান দিবেন তজ্জন্য কিছুমাত্র উৎসুক হওয়া উচিত নহে।

আবার কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে মরণ কাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া যদি কোন সাধক অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম না হন তাহা হইলেও তাঁহার তপস্যার কষ্টভোগ করিয়া কি হইল? ইহার উত্তরও ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

প্রাকৃতলোকের দৃষ্টিতে তপস্যা ক্লেশকর বটে কিন্তু তপস্যা বাস্তবিক ক্লেশকর নহে। এমন কি প্রাকৃতলোক সাংসারিক বিষয়ে যে আনন্দ উপভোগ করে প্রকৃত সাধক তপস্যাতে তাহার শতগুণ আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষতঃ এই শরীরের সঙ্গেই জগৎ শেষ হয় না। স্থূলশরীর ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর মুক্তি অথবা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। সুতরাং শাস্ত্রমত তপস্যা করিলে সাধক কোন না কোন জন্মে অবশ্যই অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিবেন। যদি শাস্ত্রমত বরাবর তপস্যা করিতে না পারিয়া সাধক কখন যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন তাহা হইলেও তিনি প্রবৃত্তিমার্গস্থ জীব অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করেন এবং অনেক অধিক আনন্দ উপভোগ করেন। ৺ গীতায় এই বিষয় অতি স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে যথা—

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! কোনও শ্রদ্ধাশীল নিবৃত্তিমার্গস্থ সাধক অদ্বৈতজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে যদি কোন কারণে কখন যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন তবে তাঁহার কি গতি হইবে?

প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন

করণানন্তর বিমূঢ় হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির মার্গ পরিত্যাগ করায় সুতরাং প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায়, তিনি কি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবেন এবং ছিন্নাভ্রের ন্যায় নাশ প্রাপ্ত হইবেন?

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সন্দেহটী সম্পূর্ণভাবে অপনয়ন কর। তুমি ভিন্ন আর কেহ এই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন না।

ভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! ইহজন্মেই বল আর পরজন্মেই বল নিবৃত্তিমার্গস্থ সাধক কখন হীনতা বা দুর্গতি প্রাপ্ত হন না।

যদি তিনি নিবৃত্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন তাহা হইলে তিনি ততদিন পর্য্যন্ত যে তপস্যা করিয়াছেন তাহার ফলে অশ্বমেধাদি কর্ম্মকারীদিগের প্রাপ্য স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায় ভোগদ্বারায় পুণ্যক্ষয় হইলে সদাচার-শালী ধনীব্যক্তির বংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।*

কিন্তু যোগভ্রষ্ট হইবার পূর্ব্বে যদি তাঁহার তপস্যা বেশী হইয়া থাকে তাহা হইলে আর তাহাকে স্বর্গলোকে বা ধনীব্যক্তির বংশে যাইতে হয় না। তিনি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পূর্ব্বজন্মের ব্রহ্মানুসারিণী বুদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং সংসিদ্ধির জন্য পুনরায় অধিকতর যত্ন করেন।

তিনি যে পাপের জন্য যোগভ্রষ্ট হইয়া থাকেন ভোগের দ্বারা তাহা ক্ষয় পাইলে পরে নিবৃত্তিমার্গে তিনি আপনা হইতে যাইতে ইচ্ছা না করিলেও তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার তাঁহাকে বলপূর্ব্বক যোগের পথে লইয়া যায়। নিবৃত্তি মার্গের কথা অধিক কি বলিব। যাঁহারা যোগের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করিয়া যোগমার্গে প্রবৃত্ত হওয়ার পরেই যোগভ্রষ্ট হন তাঁহারাও বেদোক্ত কর্ম্মফলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠফল প্রাপ্ত হন।

*ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিহিত প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, জীব যতদিন অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে তত দিন আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে। সেই কর্ম্মফল ভোগ ইহজন্মেই শেষ হয় না। মৃত্যুর পরে এবং প্রলয়ের পরেও কর্ম্মফল ভোগ হয়। কেবল একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সমস্তই নষ্ট হয়। যদি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হয় তাহা হইলে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জীব আপন কর্ম্মফল ভোগ করত সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে।

যোগীপুরুষ অনেক জন্ম যত্ন পূর্ব্বক তপস্যা করিয়া ক্রমশঃ পাপ-পুণ্যমুক্ত হইয়া অবশেষে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেন এবং মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

সুতরাং অবিচলিতচিত্তে, বেদান্তাদি শাস্ত্রের আলোচনা এবং ঈশ্বরের উপাসনাই মুমুক্ষু জীবের প্রধান কর্ত্তব্য এবং অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ইতি তৃতীয় সূত্র।

:*:*:*:—

ত্রয়োবিংশ প্রবন্ধ।

ক্রিয়াই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মোপদেশ বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, এই প্রকার আশঙ্কা ও চতুর্থসূত্র।

তৃতীয় সূত্রে দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ এবং উক্ত জ্ঞানই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কিন্তু বেদের মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে অনধিকারী কোন কোন শাস্ত্র ব্যবসায়ীরা মনে করেন যে কর্ম্মকাণ্ডই বেদের প্রামাণ্য অংশ এবং জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডের একটী অঙ্গ মাত্র। কোন একটী বিহিত কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া অথবা কোন একটী নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিষেধ করাই তাঁহাদের মতে শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহারা বলেন যে শাস্ত্র কেবলমাত্র বিধি নিষেধেরই ব্যবস্থা করেন। রামের পর শ্যাম রাজা হইয়াছিল, হরি একশত বৎসর বাঁচিয়াছিল, রাখাল এবং বলরাম পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে রাখাল মরিয়াছিল ইত্যাদি বাক্যে কোন প্রকার প্রয়োজন দেখা যায় না। কোনরূপ প্রয়োজন না থাকিলে শাস্ত্র অনর্থক ঐ প্রকার বাক্য বলিবেন কেন? সুতরাং শাস্ত্রে ঐরূপ বাক্য দেখিলে বুঝিতে হইবে যে কোন একটী প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছেন, কেবল মাত্র ঐ সমস্ত বাক্য বলা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। ঐ উপদেশটী কি তাহা জানা কর্ত্তব্য; এবং ঐ উপদেশের দ্বারা যদি কোন কর্ম্ম করা উচিত বলিয়া বিহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই বিধি প্রতিপালন করিবে; আর যদি উহা দ্বারা কোন কর্ম্ম নিষেধ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। উক্ত বিধি বা নিষেধই ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য; এবং ঐ বাক্য স্বয়ং অপ্রমাণ। ব্রহ্ম আছেন, ব্রহ্ম নির্গুণ, ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রভৃতি বাক্যও ঐরূপ

স্বয়ং অপ্রমাণ। শাস্ত্রে ঐ প্রকার বিধি-নিষেধ-সংস্পর্শ-বিহীন বাক্য দেখিলে বুঝিতে হইবে যে কেবল ঐ প্রকার বাক্য বলা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে; কোন একটী বিধি বা নিষেধের ব্যবস্থা করিবার জন্যই শাস্ত্র ঐ সকল বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। বৃক্ষ, লতা, ঘর, বাটী, দ্রব্য, সামগ্রী, শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যত কিছু স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ আছে সে সমস্তই ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য। সুতরাং তাহাদের উপদেশের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। বিধি নিষেধ স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা অনুমানের দ্বারা তাহা জানা যায় না। সুতরাং বিধি নিষেধ জানিতে হইলে শাস্ত্রের প্রয়োজন। যাহা কেহ জানে না, যাহা অন্য উপায়ে জানা যায় না, শাস্ত্র কেবল তাহাই জানান।* আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য অথবা অনুমানগম্য। অতএব আত্মতত্ত্বের উপদেশের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্ম বা আত্মা একটী স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হওয়ায় কেবলমাত্র তদ্বিষয়ক জ্ঞান লইয়া কি হইবে? যতক্ষণ না উক্ত জ্ঞান হেতু কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম করা যায়, বা কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, ততক্ষণ উক্ত জ্ঞান কোন কাজেই লাগে না। সুতরাং ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া বেদান্তশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। ক্রিয়াই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য বা প্রতিপাদ্য। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে জৈমিনী মুনি বিচার পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন (১)† ক্রিয়ার জ্ঞান জন্মানই উপদেশ, (২) ‡ সেই জন্য বেদে যে সকল সিদ্ধ বস্তুর কথা আছে ক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়াই তাহাদের উল্লেখ হইয়াছে। যথা বেদে যূপকাষ্ঠের উপদেশ আছে। যজ্ঞার্থে পশু বন্ধনের জন্য যূপকাষ্ঠের প্রয়োজন। যজ্ঞক্রিয়ার উপদেশই বেদের উদ্দেশ্য, এবং যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়াই যূপকাষ্ঠের উল্লেখ। স্বতন্ত্রভাবে যূপকাষ্ঠের উপদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং বুঝিতে হইবে বেদে স্বতন্ত্রভাবে কোন সিদ্ধ বস্তুর উপদেশ

* অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্।

† তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ।

‡ তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ।

নাই। যে সকল সিদ্ধ বস্তুর কথা বেদে আছে কোন না কোন ক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়াই তাহাদের উপদেশ আছে। নতুবা ঐ সকল বস্তুর উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না এবং নিষ্প্রয়োজনে শাস্ত্র ঐ সকল বস্তুর উল্লেখ করিতেন না।

(৩) * ক্রিয়াই বেদের প্রতিপাদ্য এবং বেদোক্ত বিধি নিষেধই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য; বেদের যে উক্তির সহিত বিধি নিষেধের সংস্রব নাই তাহা অনর্থক সুতরাং অপ্রমাণ (৪) † সেই রুদ্র রোদন করিলেন; তাহাতে তাঁহার অশ্রুপাত হইল। তাহাতে রজত (রূপা) হইল। বেদে এইরূপ একটী গল্প আছে। ঐ গল্পের শেষে রজতের নিন্দা আছে। কিন্তু ঐ গল্পের কোন অংশে কোন প্রকার বিধি নিষেধ নাই। এইরূপ আখ্যায়িকা সকল একেবারে নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজনীয় এ কথাও বলা যায় না। অবধান সহ পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় যে ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা কোন না কোন একটী বিধির সহিত একবাক্য; অর্থাৎ যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্ত আখ্যায়িকা সকলে কোন প্রকার বিধি বা নিষেধ নাই, কিন্তু ঐ সকল আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য অবধারণ করিলেই বুঝা যায় যে ঐ আখ্যায়িকা সকল কোন না কোন একটী বিধি বা নিষেধ বাক্যের পোষণ করে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ঐ আখ্যায়িকা সকল বিধি বা নিষেধের স্তুতিকারক; অর্থাৎ কোন না কোন একটী বিধি বা নিষেধ বাক্যের স্তুতি করাই আখ্যায়িকাসমূহের উদ্দেশ্য, এতদ্ভিন্ন আখ্যায়িকার স্বতন্ত্র কোন অর্থ নাই। আখ্যায়িকার বাক্য সকল যে অর্থ প্রতিপাদন করে সে অর্থ অপ্রমাণ। তাৎপর্য্য অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায় সেই অর্থই প্রামাণ্য। উপরিলিখিত রুদ্ররোদন সংবাদে রজতের নিন্দা থাকায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ঐ যজ্ঞে রজত দিতে নাই, ইহা বিধান করাই ঐ গল্পের প্রামাণ্য অংশ। রোদন, অশ্রুপাত, তাহা রূপা হওয়া এ সকল অর্থ

---

* আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্।

† সঃ অরোদীৎ ইত্যাদিনাং আনর্থক্যং মাভূৎ ইতি বিধীনাং তু একবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।

অপ্রমাণ এবং অগ্রাহ্য। যেমন বালকবালিকাগণকে পশুপক্ষীর কথোপ-কথন সম্বলিত উপন্যাস বলিয়া বিশেষ বিশেষ বিধি ও নিষেধের উপদেশ হিতোপদেশাদি গ্রন্থে দেওয়া আছে, মনুষ্যগণকেও সেইরূপ আখ্যায়িকাগণ দ্বারা শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধি নিষেধের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পশুপক্ষীর কথা কহা, বিচার করা প্রভৃতি যেমন সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, শাস্ত্রের আখ্যায়িকাগণও সেইরূপ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

পুরাণ প্রভৃতিতেও ঐ প্রণালীর অনুসরণ করা হইয়াছে। শম দম প্রভৃতি কাহাকে বলে তাহাদের মধ্যে কোনগুলি শাস্ত্রের অভিমত, অতএব উপাদেয় অর্থাৎ পালনীয়, এবং কোনগুলি শাস্ত্রের অনভিমত, অতএব হেয় অর্থাৎ পরিত্যজ্য, তাহার উপদেশ দেওয়া শ্রীমদ্ভাগবতকারের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য ভাগবতকাব শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ বলিয়া একটী আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া উদ্ধবের মুখ দিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করাইয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া তাহাদের উত্তর দেওয়াইয়াছেন। যথা—

উদ্ধব কহিলেন—হে শক্রকর্ষণ! যম কয় প্রকার? নিয়মই বা কি কি? হে কৃষ্ণ! শম, দম, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষাই বা কাহাকে বলে? দান কি? তপস্যা কি? শৌর্য্য কি? সত্য ও ঋত কাহাকে কহে? ত্যাগ কি? ইষ্টধন কি? যজ্ঞ কি? দক্ষিণা কি? হে শ্রীমন্! পুরুষের বল কি? হে কেশব! ভগ কি? লাভ কি? উৎকৃষ্ট বিদ্যা, হ্রী ও শ্রী কি? সুখ কি? দুঃখই বা কি? পণ্ডিত কে? মূর্খ কে? পথ কি? উৎপথই বা কি? স্বর্গ কি? নরকই বা কি? বন্ধু কে? গৃহই বা কি? ধনী কে? কেই বা দরিদ্র? কৃপণ কে? ঈশ্বর কে? হে সাধুপতি! আমার এই সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা কর এবং ইহার বিপরীত অর্থ সকলও আমার নিকট ব্যক্ত কর।

ভগবান্ কহিলেন—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, হ্রী, অনাসক্তি, অসঞ্চয়, শাস্ত্রে স্থিরবিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও অভয় এই দ্বাদশটী যম আর বাহ্য শৌচ, অভ্যন্তরশৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, ধর্ম্মে আদর, আতিথ্য, আমার পূজা, তীর্থ ভ্রমণ, পরের নিমিত্ত চেষ্টা করা, সন্তোষ এবং আচার্য্যের সেবা করা, এই দ্বাদশটী নিয়ম। হে তাত! এই সকল যম ও

নিয়ম পালন করিলে প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বী ব্যক্তিরা আপন অভীষ্টমত অভ্যুদয় প্রাপ্ত হন এবং নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী সাধকগণ মুক্ত হন। আমাতে বুদ্ধিনিষ্ঠা শম; ইন্দ্রিয়সংযম দম; দুঃখসহন তিতিক্ষা; জিহ্বা ও উপস্থজয় ধৈর্য্য; দ্রোহীকে দণ্ড করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ পরম দান; কাম বিসর্জ্জনই তপস্যা; স্বভাব বিজয় ধীরতা; সমদর্শন সত্য; সুনৃত অর্থাৎ সত্য এবং প্রিয়বাক্য (অর্থাৎ যে সত্য বাক্য প্রিয়ভাবে কথিত হয় তাহা) ঋত; কর্ম্মে অনাসক্তি এবং কর্ম্মফল ত্যাগরূপ শৌচই পরম সন্ন্যাস বা ত্যাগ; ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের ইষ্টধন; পরমেশ্বর আমিই যজ্ঞ সুতরাং আমার উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ; জ্ঞানোপদেশ দক্ষিণা; প্রাণায়ামই উৎকৃষ্ট বল, যেহেতু প্রাণায়াম দ্বারা মন দমন করা যায়; আমার ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণ ভগ; আমার প্রতি ভক্তি উত্তম লাভ; আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় ও স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত এই জ্ঞান বিদ্যা; অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম পরিত্যাগকে হ্রী বলে, কেবল মাত্র লজ্জা হ্রী নহে; নিরপেক্ষতা গুণই শ্রী, কিরীটাদি অলঙ্কার শ্রী নহে; সুখ দুঃখ পরিত্যাগই সুখ; বিষয়ভোগবাসনা দুঃখ; বন্ধমোক্ষাভিজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত; দেহাদিতে অহং জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মূর্খ; যে নিবৃত্তিমার্গ দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় তাহাই পথ; চিত্ত বিক্ষেপজনক প্রবৃত্তিমার্গ উৎপথ; সত্ত্বগুণের উদ্রেক স্বর্গ; তমোগুণের উদ্রেক নরক; হে সখে! গুরুই বন্ধু এবং আমিই জগদ্‌গুরু অতএব পরমবন্ধু; মনুষ্যদেহ গৃহ; গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই আঢ্য; অসন্তুষ্ট ব্যক্তি দরিদ্র; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ অর্থাৎ শোচ্য; যাঁহার চিত্ত বিষয় সমূহে অনাসক্ত তিনিই ঈশ্বর; গুণগণে যাঁহার আসক্তি তিনি অনীশ্বর; অনীশ্বর শব্দ এবং ঈশ্বর শব্দ পরস্পর যেরূপ বিপর্য্যয়বাচী সেইরূপ শমাদির বিপর্য্যয় ভাব বুঝিয়া লও। হে উদ্ধব! তোমার প্রশ্ন সমূহের মোক্ষোপযোগী ব্যাখ্যা এইরূপ। গুণ ও দোষের লক্ষণ আর বাহুল্য সহকারে কি বর্ণন করিব? গুণ এবং দোষ দর্শনই দোষ ও গুণ এবং দোষ উভয় দর্শন পরিত্যাগই গুণ।

এই আখ্যায়িকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত উদ্ধবের কথোপকথন অপ্রমাণ।

কিন্তু ঐ কল্পিত কথোপকথনে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাঁহা প্রামাণ্য। শাস্ত্রোক্ত ফলশ্রুতিও ঐরূপ। যেমন একটী পীড়িত শিশুকে তিক্ত ভেষজ খাওয়াইবার জন্য ভেষজটাকে শর্করার আবরণ মধ্যে রাখিয়া শিশুর ভোজনার্থে দেওয়া হয়, সেইরূপ মনুষ্যকে বিধি নিষেধের বশবর্ত্তী করিবার জন্য শাস্ত্র বলেন অমুক পুণ্য কর্ম্মের অমুক শুভফল, অমুক পাপ কর্ম্মের অমুক দণ্ড। অমুক কর্ম্ম কর্ত্তব্য বা অমুক কর্ম্ম পরিত্যজ্য, এই উপদেশ দেওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু কেবলমাত্র "ইহা কর বা ইহা করিও না" বলিলে দুর্ব্বলচিত্ত মানব অনেক সময় সেই বিধি নিষেধ বাক্যগুলি সম্যক্ পালন করিতে পারে না। সেই জন্য শাস্ত্র ফলশ্রুতির নির্দ্দেশ করিয়া উপদেশগুলিকে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানবান্ তাঁহারা "বিধি প্রতিপালনই ধর্ম্ম" এবং "ধর্ম্মই পরম হিতকর" ইহা জানিয়া বিধি নিষেধ বাক্যগুলি সম্যক্ পালন করেন। এবং যাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন, তাঁহারা ফলশ্রুতির প্ররোচনায় বা ভয়ে বিহিত কর্ম্ম করেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। আরও "অমুক সময়ে বা অমুক দেশে এই প্রকার ঘটনা হইয়াছিল তজ্জন্য মনুষ্য বিশেষের বা মনুষ্য সমাজের এই প্রকার উন্নতি বা অবনতি হইয়াছিল, সুতরাং অমুক কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং অমুক কর্ম্ম অকর্ত্তব্য" এই প্রকারে সমস্ত উন্নতি এবং অবনতির কারণ প্রদর্শন করা অল্পসংখ্যক লোকের বা সমাজের বা দেশের ইতিহাসের দ্বারা হইতে পারে না। সেই জন্য শাস্ত্র দুই চারি আদর্শ পুরুষ ও সমাজকে অবলম্বন পূর্ব্বক নানাবিধ উপদেশ দিয়াছেন। ঐ উপদেশগুলিই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। আদর্শ পুরুষ বা সমাজগণের ইতিহাসগুলির দিকে শাস্ত্রের লক্ষ্য থাকে না, সুতরাং সেগুলি অপ্রমাণ।

বেদে এবং পুরাণে অনেক স্থলেই দেবাসুরের সংগ্রামের উল্লেখ আছে। বাস্তবিক দেবাসুরের সংগ্রাম বর্ণনা করা উক্ত আখ্যায়িকাগণের উদ্দেশ্য নহে। জীব ও সমাজগণের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে "অসুর" ভাবে এবং শাস্ত্রানুসারিণী বৃত্তিগুলিকে "দেব" ভাবে বর্ণনা করিয়া বেদ ও পুরাণ

দেখাইয়াছেন যে, স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি শাস্ত্রানুসারিণী বৃত্তিগুলিকে স্বভাবতঃ পরাজয় করে। তবে শাস্ত্রের বিধি পালন এবং ঈশ্বরের ভজনা দ্বারা শাস্ত্রানুসারিণী বুদ্ধি বলীয়সী হইলে স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ নিগৃহীত হয়।

অনেকে গোপিনী-কৃষ্ণ সংবাদের যথার্থ মর্ম্ম অবগত না হইয়া উক্ত সংবাদে কেবল মাত্র পাপাচরণ সন্দর্শন করেন। বাস্তবিক সন্ন্যাস ধর্ম্মের ওরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত আর হইতে পারে না। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মোচন করিব। আমার জন্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও শোকের কোন কারণ হয় না"।

সমাজে ঘোরতর নিন্দা এবং সংসারের কঠিন বন্ধন সকল একেবারে তুচ্ছ করিয়া ভক্ত কিরূপে আপন সর্ব্বস্ব ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক একেবারে তন্ময় হইবেন তাহার দৃষ্টান্ত গোপিনী-কৃষ্ণ-সংবাদ ভিন্ন অন্য প্রকারে দেওয়া অসম্ভব। উক্ত ভাবে ঈশ্বরে প্রেম করা কর্ত্তব্য ইহাই উক্ত সংবাদের প্রতিপাদ্য। উক্ত সংবাদের বিবৃত ঘটনাগুলি সমস্তই অপ্রমাণ।

এইরূপে বিচার করিয়া কোন কোন শাস্ত্রব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত করেন যে, ক্রিয়াই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বেদান্তশাস্ত্রের বিধি নিষেধ প্রতিপালন করিলে মনুষ্য ক্রমশঃ শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। বেদান্ত শাস্ত্রোক্তরূপে উপাসনা ও অন্যান্য ক্রিয়া (যথা যজ্ঞ, পরোপকার, সদাচার, সর্ব্বভূতে দয়া, মিথ্যা কথা না কহা, পরদ্রব্যে অভিলাষ না করা, জিতেন্দ্রিয় হওয়া ইত্যাদি) এবং বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করিলেই শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হয়। সুতরাং আলোচনা, উপাসনা ও অন্যান্য ক্রিয়ার বিধান করা এবং ক্রিয়ার অঙ্গরূপে দেবতা, দ্রব্য এবং কর্ত্তার বিষয় উপদেশ দেওয়াই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এই শ্রেণীস্থ শাস্ত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য সকলের সহিত বিধি নিষেধের সংস্পর্শ না থাকায় ঐ বাক্যগুলি নিরর্থক ও অপ্রমাণ এবং ব্রহ্ম বলিয়া কোন

ব্যক্তি বা পদার্থই নাই। সুতরাং ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, পরোপকার, দয়া, ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধান সকল মানিয়া চলিলেই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ প্রতিপালন করা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে যদিও বাস্তবিক ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ নাই তথাপি বেদান্ত শাস্ত্র একটী নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পুরুষের কল্পনা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন যে,তোমরা এই আদর্শধ্যেয় পুরুষের ধ্যান করিতে থাক, এই পরম উৎকৃষ্ট পুরুষকে ধ্যান করিতে করিতে তোমাদের সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইবে এবং তোমরা নির্ব্বাণ পাইবে। আবার ঐ শ্রেণীস্থ অপর কেহ কেহ বলেন যে ঐ বাক্যগুলি একেবারে নিরর্থক ও অপ্রমাণ নহে এবং ব্রহ্ম নাই এ কথাও সত্য নহে। তবে ব্রহ্ম জগতের কারণ, জগৎ মায়াময়, চিন্ময় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, প্রভৃতি তথ্য সকলের উপদেশ দেওয়া বেদান্তশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য নহে। যেমন যজ্ঞ-ক্রিয়ার উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইলেও যজ্ঞসম্পাদনের জন্য পশু-বন্ধন বিহিত, এবং পশুবন্ধনের জন্য যূপকাষ্ঠের প্রয়োজন হওয়ায় পশু এবং যূপকাষ্ঠের উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত মোক্ষপদ পাইবার জন্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা ক্রিয়ার বিধানই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, এবং তজ্জন্যই ব্রহ্ম কি পদার্থ ইত্যাদি উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। কেবল-মাত্র স্বরূপ ভাবে ব্রহ্মকে জান ইহা শাস্ত্রের বিধান নহে। পরন্তু ব্রহ্মকে মোটামুটী বা পরোক্ষ বা তটস্থ ভাবে জানিয়া ব্রহ্মের উপাসনা কর ইহাই শাস্ত্রের বিধান। সুতরাং প্রথমে ব্রহ্মের উপাসনা কর, তৎপরে ব্রহ্মকে জান, এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীব মুক্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ একই কথা, এইরূপ উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। ব্রহ্ম উপাসনা কর, ইহাই বিধি, এবং বাস্তবিক ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

"প্রথমে ব্রহ্মকে তটস্থ বা পরোক্ষ বা মোটামুটী ভাবে জান, তৎপরে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে থাক, এবং উপাসনার ফলে অবশেষে মোক্ষপদ পাইবে এই কথাই সত্য,"—এই উক্তি সমর্থনের জন্য শেষোক্ত শ্রেণীর শাস্ত্রব্যবসায়ীরা নিম্নলিখিত হেতু প্রদর্শন করান।

শাস্ত্র বলিয়াছেন আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, এবং নিদিধ্যাসিতব্য। সুতরাং আত্মদর্শনের পর আত্মার বিষয় শ্রবণ করিবে, তাহার পর আত্মার বিষয় বিচার করিবে এবং অবশেষে আত্মার ধ্যান করিবে। অতএব আত্মার ধ্যানের বিধানই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, ব্রহ্ম কি বস্তু তাহার উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য নহে। বিশেষতঃ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান জীবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, জড়পদার্থ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা অনুভব করিতে পারি, তাহা বাস্তবিক বস্তু নহে পরন্তু শক্তির বিকাশ বা গুণমাত্র। মনে কর, আমি একখণ্ড কাষ্ঠ দেখিতেছি। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে কাষ্ঠখণ্ড হইতে একপ্রকার আলোক প্রতিফলিত হইয়া আমার চক্ষুতে পড়িয়া আমার অন্তঃকরণে রূপের জ্ঞান জন্মাইতেছে এবং ইহা ভিন্ন কাষ্ঠখণ্ড দেখা আর কিছুই নহে। সুতরাং শক্তির এক প্রকার বিকাশমাত্রই রূপ। উক্ত কাষ্ঠখণ্ড স্পর্শ করিলে উহা কঠিন বোধ হয় এবং উহাকে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলে উহা ভারী বোধ হয়। ইহাও শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার হস্ত যে দিকে যাইতে চাহে সে দিকে উক্ত কাষ্ঠখণ্ড আমার হস্তকে যাইতে দিতেছে না। এই গুণকেই কঠিনত্ব ও গুরুত্ব বলা যায়, এবং ফলতঃ ইহা শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে, গুণ বা শক্তির বিকাশ ভিন্ন গুণের আস্পদ বা মূলশক্তি জীবের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না। বেদান্তশাস্ত্রমতে উক্ত আস্পদ বা মূলশক্তিই আত্মা বা ব্রহ্ম। সুতরাং আত্মা বা ব্রহ্ম জীবের ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত। তাঁহার তটস্থ ভাব ভিন্ন স্বরূপভাব কেহ জানিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। ব্রহ্মকে তটস্থভাবে জানাইয়া তাঁহার আলোচনা ও উপাসনা ক্রিয়ার উপদেশই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত জানা যায় তাঁহাকে কি দিয়া জানিবে? যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখা যায় না; যিনি শ্রবণের শ্রোতা তাঁহাকে শুনা যায় না; যিনি জ্ঞানের জ্ঞাতা তাঁহাকে জানা যায় না।। ৮ গীতা বলিয়াছেন—"আত্মা

অব্যক্ত অচিন্ত্য এবং অবিকার্য্য বলিয়া উক্ত হন।” স্মৃত্যন্তরেও লেখা আছে যে রূপধারী নারায়ণ নারদমুনিকে বলিতেছেন—“হে নারদ! তুমি আমাকে যাহা দেখিতেছ তাহা মায়ামাত্র। আমি সর্ব্বভূতের গুণযুক্ত হইয়া তোমাকে দেখা দিয়াছি। আমার নির্গুণ ভাব দেখিতে তুমি সমর্থ নহ।” সুতরাং শাস্ত্রের মত এই যে,আত্মা বা ব্রহ্ম জীবের ইন্দ্রিয় মন, ও বুদ্ধির অগোচর, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান অসম্ভব। যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায় যে উপায় দ্বারা জীব ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলেও উক্ত জ্ঞানকে বেদান্তশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য বলা যায় না। ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, বিধি-নিষেধ-সংস্পর্শ-শূন্য কেবলমাত্র জ্ঞানোপদেশ নিরর্থক ও অপ্রমাণ। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রভৃতি শাস্ত্র জানিয়া যদি সেই জ্ঞান কোন কাজে না লাগান যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞান নিষ্ফল এবং অপ্রমাণ। অতএব ব্রহ্মকে জানিয়া যদি ব্রহ্মের আলোচনা এবং উপাসনা বা শাস্ত্রোক্ত অন্য ক্রিয়া করা যায় তাহা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান সফল হয়। নতুবা কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান অনর্থক ও নিষ্ফল। এবং সেই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য। অর্থাৎ প্রথমে আত্মাকে মোটামুটীভাবে জানিবে তৎপরে আত্মার বিষয় শুনিবে তাহার পর আত্মার বিষয় বিচার করিবে এবং পরিশেষে আত্মার ধ্যান করিবে।

এক্ষণে এমন বলা যাইতে পারে যে, কখনও কখনও কেবলমাত্র জ্ঞানোপদেশও সার্থক হয়। মনে কর এক ব্যক্তি একখণ্ড রজ্জু দেখিয়া ভ্রমবশতঃ উহাকে সর্প মনে করিয়া ভীতিজনিত হৃৎকম্পাদি কষ্টভোগ করিতেছে। সেই সময় যদি তাহাকে বলিয়া দেওয়া যায় যে, যাহাকে সর্প মনে করিয়া তুমি ভয় ও কষ্ট পাইতেছ, উহা সর্প নহে রজ্জু মাত্র, তখন তাহার ভয় ও কষ্ট লোপ পায়। সুতরাং কেবল মাত্র জ্ঞানোপদেশ বিধি-নিষেধসংস্পর্শ ব্যতিরেকেও সার্থক ও প্রামাণ্য হইতে পারে। সেইরূপ এই জগৎ মায়াময় এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এই বাক্যও মিথ্যা জগতের অস্তিত্বজ্ঞান লোপ করাইয়া ইহার মায়াময়তা প্রতিপাদন করে।

আপত্তিকারীরা বলেন যে তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" এই বাক্য শত সহস্রবার বলিলেও জগতের অস্তিত্ব লোপ পায় না। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে, অদ্বৈতজ্ঞান অসম্ভব, এবং শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, পরিবর্ত্তনশীল এই জগতের উপর আস্থা না রাখিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মকে পরোক্ষভাবে জানিয়া তাঁহার আলোচনা এবং উপাসনা কর, তাহা হইলে সেই আলোচনা এবং উপাসনার ফলে তুমি এমন লোক প্রাপ্ত হইবে যে লোক সুখময় এবং যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। অতএব ক্রিয়াই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য; কেবল ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহার উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। এইরূপ দুই প্রকার অর্থাৎ (১) ব্রহ্ম নাই, ক্রিয়ার উপদেশই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং (২) ব্রহ্ম আছেন কিন্তু ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, ব্রহ্মের আলোচনা এবং উপাসনা ক্রিয়ার উপদেশই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। পূর্ব্বপক্ষ হইবার সম্ভাবনা থাকায় ভগবান্ সূত্রকার বলিয়াছেন—

চতুর্থ সূত্র। তত্তু সমন্বয়াৎ।

তৎ তু সমন্বয়াৎ এই তিনটী শব্দ লইয়া সূত্রটী হইয়াছে। "তৎ" শব্দের অর্থ "তাহা" অর্থাৎ "সেই ব্রহ্ম"। "তু" শব্দের অর্থ "কিন্তু" "সমন্বয়" শব্দের পঞ্চমী বিভক্তিতে "সমন্বয়াৎ" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সমন্বয়াৎ" পদের অর্থ "সমন্বয় হেতু"। "সমন্বয়" শব্দের অর্থ "সম্যক্ অন্বয়" বা "সর্ব্বতোভাবে তৎপরতা"। সমস্ত সূত্রের অর্থ এই যে, যদিও আপাত দৃষ্টিতে ঐ প্রকার আশঙ্কা উঠিতে পারে বটে, কিন্তু সে আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, ব্রহ্মই জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়-কারণ, এবং উক্ত ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানই বেদান্তশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য। তাহার কারণ এই যে, সকল উপনিষদই ব্রহ্মকেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করে, এবং ব্রহ্মোপদেশই ঐ সকল উপনিষদের তাৎপর্য্য, এবং অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সমূহের বা বেদান্তশাস্ত্রের অবসান। পূর্ব্বপক্ষে যে সকল আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদিগকে খণ্ডন করিয়া

কি প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা ক্রমশঃ দেখান যাইতেছে। বাস্তবিক অধিকারভেদই উক্ত আপত্তি সমূহের মূল কারণ। ভিন্ন ভিন্ন নিম্নাধিকারীর পক্ষে পূর্ব্বপক্ষোক্ত ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্যই সঙ্গত।। বেদবেদান্তোক্ত ক্রিয়া দ্বারা আপন শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করত বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা ও ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা সাধক ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের অধিকারী হইলেই সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া যায়, এবং আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, এবং এই সংসার একেবারে মায়াময় বলিয়া জ্ঞাত হয়, এবং ইহার সত্যতা সাধকের দৃষ্টিতে লোপ পায়।

——*:**:*——

চতুর্ব্বিংশ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

মহাবাক্য সংগ্রহ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

হে সৌম্য শ্বেতকেতো! সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়াদ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্ব্বে নাম রূপ ক্রিয়াবিকারাদি বিশিষ্ট এই জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান সমস্তই কেবল এক অদ্বিতীয় স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত সত্বামাত্র * ছিল। কেহ কেহ বলেন প্রাদুর্ভূত হওয়ার পূর্ব্বে এই জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান সমস্তই অসৎ ছিল অর্থাৎ জগৎও ছিল না এবং জগতের অধিষ্ঠান কোন পদার্থও ছিল না। সমস্ত পদার্থের অভাব ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাঁহারা বলেন সেই অসৎ বা অভাব এক এবং অদ্বিতীয় ছিল অর্থাৎ সে সময় আত্মা, ঈশ্বর, অচেতনশক্তি, বা অন্য কোন পদার্থই ছিল না। তাঁহাদের মতে সেই অসৎ বা অভাব হইতেই এই সত্বাবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তি সঙ্গত নহে। কোন বস্তু বর্ত্তমান থাকিলে তাহার ভাবান্তর হইতে পারে। যদি কোন বস্তু না থাকে তবে তাহার কি প্রকারে ভাবান্তর হইবে? বীজ হইতে বৃক্ষ হইতে পারে কিন্তু বীজ বর্ত্তমান না থাকিলে কোথা হইতে বৃক্ষ হইবে? জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিলে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিন্তু যদি জ্ঞানের বা জ্ঞানোৎপাদক কোন বস্তুর অস্তিত্বই না থাকে তাহা হইলে জ্ঞানই বা কোথা হইতে আসিবে এবং জ্ঞানের পরিবর্ত্তনই বা কি করিয়া হইবে? সুতরাং যদি কোন কালে একেবারে অভাব বা অসৎ থাকিত তাহা হইলে সেই অভাবের বা অসৎ ভাবের কখনই পরিবর্ত্তন হইত না।

---

* অর্থাৎ তিনি সৎ বা আছেন, ছিলেন, ও থাকিবেন, তাঁহার বিষয় আমরা কেবল এইমাত্র অনুভব করিতে পারি।

সম্পূর্ণ অভাব হইতে কোন ভাব বা সৎপদার্থ হইতে পারে না। অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কোনও কালে জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান একেবারে ছিল না এরূপ হইতেই পারে না এবং অসৎ বা অভাব হইতে এই সমস্ত জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ আশঙ্কা হইতেই পারে না। বাস্তবিক সৎবস্তু হইতেই এই জগৎ প্রকটিত হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্ব্বে সমস্তই সেই এক অদ্বিতীয় ভেদরহিত সদ্বস্তু মাত্র ছিল। সেই সদ্বস্তু জড় ছিলেন না। সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বিস্তারপূর্ব্বক আমিই বহুভাবে বিবর্ত্তিত হইব এইরূপ কল্পনা করিয়াই সেই সদ্বস্তু দৃশ্য দ্রষ্টৃ দর্শন সম্বলিত জগৎ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত সদ্বস্তু চিন্ময় ভিন্ন অন্য কিছু নহেন।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

নামরূপক্রিয়াবিশিষ্ট বর্ত্তমান কালে যে জগৎ দেখিতেছ ইহার আত্মা বা স্বরূপ সেই সত্তামাত্র। কেবল ভ্রম দ্বারা সেই ভেদরহিত সৎপদার্থে আমরা আপনাদিগকে ও অন্যান্য জীবগণকে পৃথক্ পৃথক্ দ্রষ্টা বলিয়া মনে করি এবং সমস্ত জগৎকে পৃথক্ পৃথক্ দৃশ্য বলিয়া মনে করি। এই সমস্ত দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থ সেই সৎস্বরূপ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাস্তবিক কেবল সেই সৎপদার্থই এক মাত্র পারমার্থিক সত্য এবং সেই সৎ পদার্থই সমস্ত জগতের, সমস্ত জীবগণের, আমার ও তোমার আত্মা। আত্মাই সকলের স্বরূপ। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং তাহারা কাহারও স্বরূপ হইতে পারে না। তোমার আত্মা ভিন্ন তুমি অন্য কোন পৃথক্ পদার্থ নহ। তোমার আত্মা সেই সৎপদার্থ, অতএব তুমিও সেই সৎপদার্থ।

অষ্টম বা শেষ প্রপাঠকে ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান লাভান্তর তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিবে। ব্রহ্ম তত্ত্বান্বেষণের জন্য কোথাও যাইতে হয় না। এই শরীরে যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্ম আছে তাহাতে যে ক্ষুদ্র

চিন্ময় আকাশ আছে তাহার অভ্যন্তরে যাহা * আছে তাহার তত্ত্ব জানিতে পারিলে ব্রহ্মের তত্ত্ব জানা যায়। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে জীবের হৃদয়পদ্মে অবস্থিত চিন্ময় আকাশে যাহা কিছু আছে তাহার তত্ত্ব অন্বেষণ করিবে এবং বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা করিবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে,এই ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মে অবস্থিত ক্ষুদ্র চিন্ময় আকাশে এমন কি পদার্থ থাকিতে পারে যাহা অন্বেষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে! তাহার উত্তর এই যে, এই বাহ্য আকাশ অনন্ত বলিয়া প্রতিভাত হয় বটে কিন্তু সেই চিন্ময় আকাশই বাস্তবিক অনন্ত। স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাদি এই বাহ্য আকাশ বা ভূতাকাশে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভূতাকাশস্থ এই সমস্ত পদার্থ এবং ভূতাকাশে নাই এমন সমস্ত মন, বুদ্ধি, কামনা প্রভৃতি পদার্থ এবং এই ভূতাকাশ স্বয়ং সেই চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবিক ভূতাকাশ ও সমস্ত জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। পূর্ব্বোক্ত চিন্ময় আকাশের কল্পনা দ্বারাই ভূতাকাশ এবং সমস্ত জগৎ চিন্ময় আকাশে প্রতিভাত রহিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত জগৎ এবং ভূতাকাশ উক্ত চিদাকাশের কল্পনামাত্র এবং মায়াময় ও অলীক। একমাত্র চিন্ময় আকাশই নিত্য ও সত্য। পুনরায় এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি সমস্ত ভূত সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত মানসিক ব্যাপার এই হৃদয়পদ্মস্থিত চিন্ময় আকাশে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে যখন জরা পলিতাদি বা শস্ত্রাঘাতাদি দ্বারা এই শরীর জীর্ণ বা ধ্বংশ হয় তখন এই চিন্ময় আকাশেরই বা কি গতি হয় এবং এই চিন্ময় আকাশের অন্তর্ভূত এই সমস্ত ভূত, এই সমস্ত জগৎ এবং এই সমস্ত মানসিক ব্যাপারেরই বা কি দশা হয়?' তাহার উত্তর এই যে, জরা শস্ত্রাঘাতাদি দ্বারা জীবশরীর জীর্ণ বা বিনষ্ট হইলেও চিন্ময় আকাশ জীর্ণ বা বিনষ্ট হন না। যদিও শরীরকে আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মপুর বলিয়া মনে করা যায় বটে কিন্তু বাস্তবিক চিন্ময় আকাশ বা ব্রহ্ম

* শরীরের অভ্যন্তরে হৃদ্‌পদ্মে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় বলিয়া শরীরকে ব্রহ্মপুর বলা যায় এবং আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম,সর্ব্বগত এবং অশরীর বলিয়া ব্রহ্মও কখন কখন আকাশ নামে অভিহিত হন।

এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত নহেন। ইনি আপনিই আপনার প্রতিষ্ঠা। ইহাঁর প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্য কোন অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। সমস্ত জগৎ, সমস্ত কাম্য পদার্থ, সমস্ত জীব শরীর, সমস্ত জীবের হৃদয়পদ্ম, অধিক কি বলিব যাহা কিছু অনাত্মপদার্থ আছে সে সমস্তই এই চিন্ময় আকাশের কল্পনা মাত্র সুতরাং সে সমস্তই এই চিন্ময় আকাশে সমাহিত। এই চিন্ময় আকাশই সমস্ত জীবের আত্মা, সমস্ত জগতের আত্মা এবং নির্গুণ আত্মা। পাপ, পুণ্য, জরা, মৃত্যু শোক, দুঃখ, ক্ষুধা. পিপাসা. ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইনি যাহা ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করেন তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হয়। যাহারা এই মনুষ্য শরীরে থাকিতে থাকিতে এই আত্মার তত্ত্ব এবং ইহাঁর সত্যসঙ্কল্পত্ব সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে না তাহারা অবিদ্যার অধীন থাকিয়া যায় কিন্তু যাঁহারা এই মনুষ্য শরীরে থাকিতে থাকিতে এই আত্মার তত্ত্ব এবং ইহাঁর সত্যসঙ্কল্পত্ব সম্যক্‌রূপে জানিতে পারেন তাঁহারা অবিদ্যামুক্ত হইয়া পূর্ণকাম হন এবং ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যান এবং তখন তাঁহারা যাহা কিছু সঙ্কল্প করেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন হয়। প্রজাপতি বলিয়াছেন যে, অপহতপাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুৎপিপাসাবিহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প আত্মাই অন্বেষ্টব্য এবং বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। যে সাধক শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা আত্মা বা ব্রহ্মকে পরোক্ষ ভাবে জানিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মা বা ব্রহ্মকে অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারেন। এই সমস্ত লোককে তিনি আপন কল্পনামাত্র বলিয়া দেখিতে পান এবং কোন প্রকার কামনা তাঁহার অপ্রাপ্য থাকে না।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

যাজ্ঞবল্ক্যঋষির মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নী নাম্নী দুই ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী গৃহপ্রয়োজনানুসন্ধানতৎপরা ছিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক পারিব্রাজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যঋষি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলিয়াছিলেন, হে মৈত্রেয়ি! আমি এক্ষণে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিব। যদি তুমি অনু-

মোদন কর তাহা হইলে আমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তাহা তোমার এবং কাত্যায়নীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দেই। উত্তরে মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন; হে ভগবন্! যদি এই সমস্ত পৃথিবী ধন দ্বারা পূর্ণা হয় এবং সেই সমস্ত ধন ও পৃথিবী যদি আমার হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা দান ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিয়া আমি কি অমর হইতে পারি? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিয়াছিলেন,—তদ্দ্বারা তুমি অমর হইতে পার না। শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তিকর বস্তুসমূহের অধিকারিগণের জীবন যে প্রকার হয় ধনপূর্ণা সমস্ত পৃথিবী তোমার হইলে তোমার জীবনও তদ্রূপ হইবে। বিত্তদ্বারা অমৃতত্বপ্রাপ্তির কোন প্রকার আশা হইতে পারে না। মৈত্রেয়ী বলিলেন, যাহা দ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না তাহা লইয়া আমি কি কবিব? হে ভগবন্! আপনি অমৃতত্ব সাধনোপায় পরিজ্ঞাত আছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই উপায় আমাকে বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! তুমি চিরদিনই আমার প্রিয়পাত্রী, পরন্তু তোমার এক্ষণকার বাক্য অতিশয় প্রীতিকর। অতএব অমৃতত্বসাধক তোমার অভীষ্ট আত্মজ্ঞান এক্ষণে বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। স্ত্রী যে পতিকে ভাল বাসে তাহা পতির স্বার্থের জন্য নহে; আপন স্বার্থের জন্যই স্ত্রী পতিকে ভাল বাসে। স্বামী যে পত্নীকে ভাল বাসে তাহা পত্নীর স্বার্থের জন্য নহে; আপন স্বার্থের জন্যই স্বামী পত্নীকে ভাল বাসে। পুত্রের স্বার্থের জন্য পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন না, আপন স্বার্থের জন্যই পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন। ধনের স্বার্থের জন্য মনুষ্য ধনকে ভাল বাসে না; আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য ধনকে ভাল বাসে। ব্রাহ্মণের স্বার্থের জন্য লোক সকল ব্রাহ্মণকে ভাল বাসে না; আপন স্বার্থের জন্যই লোক সকল ব্রাহ্মণকে ভাল বাসে। ক্ষত্রিয়ের স্বার্থের জন্য ক্ষত্রিয় লোক সকলের প্রিয় নহে; আপন স্বার্থের জন্যই লোক সকল ক্ষত্রিয়কে ভাল বাসে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি ভুবন সকলের স্বার্থের জন্য উক্ত ভুবন সকল মনুষ্যের প্রিয় নহে; মনুষ্যের আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য উক্ত ভুবন সকলকে ভাল বাসে। দেবগণের স্বার্থের জন্য মনুষ্য দেবগণকে ভাল বাসে না; আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য

দেবগণকে ভাল বাসে। বেদগণের স্বার্থের জন্য বেদগণ প্রিয় নহে; আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য বেদগণকে ভাল বাসে। ভূতগণের স্বার্থের জন্য ভূতগণ প্রিয় নহে; আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য ভূতগণকে ভাল বাসে। সমস্ত পদার্থের স্বার্থের জন্য সমস্ত পদার্থ প্রিয় নহে; আপন স্বার্থের জন্য মনুষ্য সমস্ত পদার্থকে ভাল বাসে। অতএব আপনিই অর্থাৎ আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এই আত্মাকে জানা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সমস্ত অনাত্মপদার্থ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বানুসন্ধানতৎপর হইবে। ভগবদ্ভক্তগণের এবং গুরুর নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে। আত্মতত্ত্বোপদেশক শাস্ত্র সমূহ পাঠ করিবে। শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক এবং ভগবদ্ভক্তগণের ও গুরুর উপদেশদ্বারা শাস্ত্রবাক্য সকল বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসকল আপন হৃদয়ে প্রোথিত করিবে এবং অনন্যমনে আত্মার ধ্যান করিবে। এইরূপে আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান শ্রবণ ও মনন এবং আত্মার ধ্যান করিতে করিতে আত্মার অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়। তখন সমস্ত পদার্থের সম্যক্ তত্ত্ব বিদিত হয়। তখন দেখা যায় একমাত্র আত্মাই নিত্য ও সত্য এবং আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থই কল্পিত মায়াময় ও অলীক এবং আত্মাই আপনাকে দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ভাবে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন সত্য বলিয়া মরীচিকার অনুধাবন করিলে মরীচিকাই জীবকে বিপথে লইয়া গিয়া জীবের অনিষ্টের কারণ হয় সেইরূপ ব্রাহ্মণ জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ ও সত্য পদার্থ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির সেবা করিলে ব্রাহ্মণজাতিই ব্রহ্মজ্ঞানসাধন মার্গ হইতে সেবককে ভ্রষ্ট করিবার কারণ হইয়া সেবকের অনিষ্টের কারণ হয়। সেইরূপ ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ ও সত্য পদার্থ মনে করিয়া ক্ষত্রিয়জাতির সেবা করিলে ক্ষত্রিয়জাতিই সেবকের ব্রহ্মজ্ঞানসাধন মার্গ ভ্রষ্টের কারণ হইয়া সেবকের অনিষ্টকর হয়। সেইরূপ ভুবন সকল, দেব সকল, বেদ সকল, ভূত সকল, বা সমস্ত জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক্ সত্য পদার্থ মনে করিয়া ভুবন সকল, দেব সকল, বেদ সকল, ভূত সকল বা সমস্ত জগৎকে সেবা করিলে উক্ত সেবিত পদার্থই ব্রহ্মজ্ঞান সাধনমার্গ

হইতে সেবককে ভ্রষ্ট করিবার কারণ হইয়া সেবকের অনিষ্টকর হয়। বাস্তবিক ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, ভুবন সকল, দেব সকল, বেদ সকল, ভূত সকল এবং সমস্ত জগৎ আত্মামাত্র। আত্মা ভিন্ন তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। যেমন মরীচিকাভ্রম হেতু মরুভূমি জলরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হয় সেইরূপ অবিদ্যাবশত নির্গুণ আত্মা জগৎ এবং জীবভাবে বিবর্ত্তিত হয়। মরীচিকাভ্রম অপসৃত হইলে যেমন মরুভূমি বালুকা-রাশি বলিয়া দৃষ্ট হয় সেইরূপ অবিদ্যা লোপ পাইলে নির্গুণ আত্মা সচ্চিদানন্দ বলিয়াই দৃষ্ট হন। আত্মতত্ত্বান্বেষণ, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, আত্ম-তত্ত্ব মনন, এবং আত্মতত্ত্ব ধ্যান দ্বারা আত্মতত্ত্ব বিদিত হয় এবং আত্ম-তত্ত্ব বিদিত হইলে সমস্ত অনাত্ম পদার্থ মায়াময় ও অলীক বলিয়া দৃষ্ট হয়। অনাত্ম পদার্থ অসংখ্য সুতরাং সমস্ত অনাত্ম পদার্থের তত্ত্ব অন্বে-ষণ, শ্রবণ, মনন, ধ্যান এবং জ্ঞান অসম্ভব। বিশেষতঃ অনাত্ম পদার্থ বাস্তবিক আত্মার সঙ্কল্প মাত্র বলিয়া অনাত্ম পদার্থের জ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞান হইতেও পারে না। দুন্দুভি আঘাত, শঙ্খধ্বনি বা বীণাবাদন করিলে যে শব্দ উত্থিত হয় সেই শব্দকে যেমন কেহ অন্য উপায়ে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারে না কেবলমাত্র দুন্দুভি শঙ্খ বা বীণা গ্রহণ দ্বারা সেই দুন্দুভি শঙ্খ বা বীণাজাত শব্দও আয়ত্ত হয় সেইরূপ আত্মার কল্পনা-প্রসূত অনাত্ম পদার্থ সমূহ কেহই অন্য কোন উপায়ে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারে না কেবলমাত্র আত্মাকে অবলম্বন করিলেই সমস্ত অনাত্ম পদার্থ আয়ত্ত হয়। অতএব অন্বেষণ, শ্রবণ, মনন এবং ধ্যান দ্বারা আত্ম-জ্ঞান লাভই কর্ত্তব্য। যেমন সৈন্ধবখণ্ডের সমস্তই লবণময় এবং তাহার ভিতরে, বাহিরে, পার্শ্বে, সর্ব্বত্রই লবণ ভিন্ন আর কিছুই নাই সেইরূপ আত্মাও সমস্তই প্রজ্ঞানময় এবং প্রজ্ঞান ভিন্ন বাস্তবিক আত্মাতে অন্য কিছুই নাই। যখন আপন সঙ্কল্প দ্বারা ভূত সকলকে সৃষ্টি করিয়া আত্মা জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হন তখনই তাঁহার কল্পিত জীব তাঁহাকে নানা ভাবে অবলোকন করে এবং তাঁহাকে নানা নামে অভিহিত করে। আবার যখন তিনি সেই সঙ্কল্প সম্বরণ করেন তখন সমস্ত জগৎ তাঁহাতে বিলীন

হইয়া যায় এবং তখন আর তাঁহার কোন প্রকার রূপ গুণ বা সংজ্ঞা থাকে না। তিনি নির্গুণ অদ্বিতীয় প্রজ্ঞানভাবে বিরাজ করেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

এক্ষণে যাহা কিছু আছে সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সমস্তই কেবল এক ব্রহ্মমাত্র ছিল। সেই ব্রহ্ম মায়াদ্বারা এই বিশ্ব বা সর্ব্বরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। বাস্তবিক এই বিশ্বের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, মায়া দ্বারাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পৃথক্ অস্তিত্ব ভ্রম হয়। এ সমস্তই সেই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই সর্ব্ব। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সেই মায়াতীত ব্রহ্মকে আপন আত্মা বলিয়া জানেন এবং তাঁহার নিশ্চিতজ্ঞান হয় যে আমিই ব্রহ্ম এবং আমিই সর্ব্ব। যে সাধনা দ্বারা এই জ্ঞান হয় তাহা কেবল মনুষ্য জাতিতেই পর্য্যবসিত নহে। দেবতা, ঋষি এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে যে কেহ তপস্যাবলে এই জ্ঞান পাইয়াছিলেন তিনিই আপনাকে ব্রহ্ম বা সর্ব্ব বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মই আমার আত্মা, আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান পাইবামাত্র বামদেব ঋষি দেখিয়াছিলেন যে তিনিই মনু, তিনিই সূর্য্য, তিনিই সর্ব্ব। বর্ত্তমান কালেও যদি কোন সাধক সৃষ্টি স্থিতি লয়ের সাক্ষী সেই নির্ব্বিকার নির্গুণ ব্রহ্মকে আপনার আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন এবং আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তিনিও মহর্ষি বামদেবের ন্যায় আপনাকে আমিই সর্ব্ব এই ভাবে দেখিতে পান। কোন ব্যক্তি এমন কি দেবতারাও উক্ত সাধকের "আমিই সর্ব্ব" এই প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানে কোনরূপ বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ পুনরায় বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম ছিলেন না বা থাকিবেন না এমন সময় বা স্থান বা অবস্থা ছিল না এবং থাকিবে না; ব্রহ্মের আদি এবং অন্ত নাই, ইনি অনাদি এবং অনন্ত। ইহাঁ ছাড়া কেহ বা কিছু নাই, ছিল না ও থাকিবে না, ইনি সর্ব্ব। ইহাঁর অভ্যন্তরে কোন পদার্থ নাই, ইনি সর্ব্বান্তর। ইহাঁর বাহিরে অন্য কোন পদার্থ নাই ইনি সর্ব্বাধার। ইনি সমস্ত জগতের সমস্ত জীবের এবং সমস্ত পদার্থের আত্মা। আত্মা কি পদার্থ তাহার যথার্থ তত্ত্ব না

জানিলেও জীবমাত্রই একটী অনির্ব্বচনীয় পদার্থকে আত্মা বলিয়া জানে। এই আত্মা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ যদিও ইহাঁর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি কোন প্রকার ইন্দ্রিয়গম্য গুণ নাই তথাপি ইহাঁকে সকলেই আপন আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া জানে। ব্রহ্ম সেই সর্ব্বজনজ্ঞাত আত্মা এবং তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা এবং বিজ্ঞাতা এবং তিনিই সমস্ত জগৎকে অনুভব করেন। ইহাই সকল বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ এবং ইহাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের উপসংহৃত অর্থ।

ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন—

"সাধক যতকাল অবিদ্যাগ্রস্ত থাকেন ততকাল তাঁহার পক্ষে তপ উপাসনাদি ক্রিয়া বিহিত এবং উক্ত ক্রিয়া দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইলেই সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান হয়" শাস্ত্রের এই তথ্য যে সাধক অবগত আছেন তিনি তপ উপাসনাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া দ্বারা অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানরূপ মৃত্যু অতিক্রম করত অদ্বয়-ব্রহ্ম-তত্ত্ব জানিতে পারিয়া আপনার অমর স্বভাব বিদিত হন।

ঈশোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

হে জগৎ-পোষক! হে জগৎ-প্রাণ! হে জগৎ-নিয়ামক! হে বিরাট-পুরুষ! হে সূর্য্য! তোমার কিরণজাল সম্বরণ কর, তোমার জ্যোতিঃ উপসংহার কর। তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার কল্যাণতম স্বরূপ আমাকে দেখাও। যিনি তোমার আত্মা বা স্বরূপ, তিনিই প্রকৃতির অধ্যক্ষপুরুষ, তিনিই আমার আত্মা বা স্বরূপ এবং আমিই তিনি।

কেনোপনিষৎ বলিয়াছেন—

যাঁহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, যাঁহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া বাক্য সকল জীবগণের মনে ও শাস্ত্রবাক্য সকল ঋষিগণের মনে উদয় হয়, সেই অনির্ব্বচনীয় সৎ পদার্থকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান। ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট উপাস্যভাব সকল ব্রহ্ম নহেন।

যাঁহাকে মন দ্বারা চিন্তা করা যায় না, যাঁহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া মন চিন্তা করিতে পারে, সেই অচিন্ত্য সৎ পদার্থই ব্রহ্ম। মায়াপ্রভাবে তিনিই

ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভাদি উপাধিবিশিষ্ট ভাবে সঙ্কল্পিত হন। এই উপাধিবিশিষ্ট উপাস্য ভাব সকল ব্রহ্ম নহেন।

যাঁহাকে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা দর্শন. শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ করা যায় না, যাঁহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন কর্ম্ম করে, সেই সৎ পদার্থই ব্রহ্ম। মন ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি গুণবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাদি উপাস্য ভাব সকল ব্রহ্ম নহেন।

ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, কেবল ভগবদ্ভক্তগণের ও গুরুর উপদেশ শ্রবণ, শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রমতে ধ্যানাদি ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মের অনুগ্রহে ব্রহ্মকে জানা যায়। যিনি এই তথ্য জানিয়াছেন এবং ব্রহ্ম জানিবার জন্য তদনুসারে তপস্যা করিতে থাকেন তিনিই ক্রমশঃ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। কিন্তু মায়াপ্রসূত উপাধিবিশিষ্ট কোন অনাত্ম পদার্থকে যিনি ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন, এবং ব্রহ্ম জানিয়াছি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হন এবং ব্রহ্মকে জানিবার আর কোন চেষ্টা করেন না, তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। যাঁহারা ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার তত্ত্ব বুঝিয়াছেন। যাহারা ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গোচর কোন পদার্থ বলিয়া মনে করে তাহারা তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।

বাহ্য এবং অন্তর্জগৎহেতু যে কোন প্রকার জ্ঞান বা বোধ হয় সেই সমস্ত বিকারশীল বোধ হইতে পৃথক এবং সেই সমস্ত বোধের সাক্ষীরূপে অবস্থিত চিচ্ছক্তি মাত্রকেই যিনি ব্রহ্ম জানিয়া প্রত্যেক বোধের সহিত উক্ত চিচ্ছক্তির অনুভব করেন তিনি ক্রমশঃ অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্য মোক্ষপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ আপনাকে অজর, অমর, আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন। অনাত্মবস্তু সকলকে মায়াময় বলিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত চিচ্ছক্তি মাত্রকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করত উহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে রাখিতে আত্মবিদ্যা লাভ হয়। এই আত্মবিদ্যাই মোক্ষ লাভের উপায়।

যদি কোন সাধক এই মানবদেহে থাকিতে থাকিতে আত্মজ্ঞানলাভ করিতে পারেন তবে তাঁহার অবিদ্যা ঘুচিয়া যায় এব তিনি পারমার্থিক

সত্য জানিতে পারেন। আর যদি তিনি আত্মতত্ত্ব বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে জন্মমরণাদিসঙ্কুল সংসারগতিতে থাকিয়া বারংবার জন্মমৃত্যু পরিগ্রহ করত তাঁহাকে বহুকাল কষ্টভোগ করিতে হয়। ধীমান্ ব্যক্তি-সকল সর্ব্বভূতে এক আত্মাকে অবলোকন করত এই অবিদ্যামূলক জগৎ হইতে আপন আপন মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহার করেন এবং আপনাদিগকে অজর, অমর, আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন।

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় স্থূল। ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জন্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি-বোধ-সকল সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। উক্ত বোধ সকল অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি অপেক্ষা বিজ্ঞান মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের সমষ্টি বা হিরণ্যগর্ভাখ্য মহত্তত্ত্ব সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা সর্ব্বকার্য্য-কারণ-শক্তি-সমাহাররূপা জগদ্বীজভূতা প্রকৃতি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে নির্গুণ চিন্মাত্রপুরুষ সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। চিন্মাত্র পুরুষ হইতে কোন পদার্থ সূক্ষ্ম বা শ্রেষ্ঠ নাই। চিন্মাত্রপুরুষই সূক্ষ্মতম ও শ্রেষ্ঠতম এবং চিন্মাত্র পুরুষই সংসারিগণের চরমগতি।

কঠোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভের মনোময় কোষ বা মহত্তত্ত্ব বা সমস্ত জীবের বিজ্ঞান মন বুদ্ধি অহঙ্কার এবং চিত্তের সমষ্টিই শ্রেষ্ঠ, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্তা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, অব্যক্তা প্রকৃতি অপেক্ষা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বলিঙ্গ * বিবর্জ্জিত আত্মা শ্রেষ্ঠ। এই আত্মাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে জীব সংসারগতি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদিগুণ ইহাঁর নাই, ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারায় কেহ ইহাঁকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ভগ-বদ্ভক্তগণের ও গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা যাঁহারা ইহাঁর তত্ত্ব পরোক্ষভাবে জানিয়াছেন, শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে

* লিঙ্গ—চিহ্ন বা প্রকৃতি ধর্ম্ম।

যাঁহাদের স্থির বিশ্বাস হইয়াছে এবং ইহাঁর ধ্যান দ্বারা যাঁহারা ইহাঁকে অপরোক্ষভাবে দেখিবার অধিকারী হইয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই ইহাঁকে অপরোক্ষভাবে জানিয়া আপনাদিগকে অজর অমর, চিন্ময় আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন।

প্রশ্নোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ভগবান্ পিপ্পলাদ সুকেশাঋষিকে বলিলেন,—হে সৌম্য! যে পুরুষে এই ষোড়শ-কলাময় জগৎ ভাসমান হয়, সেই নিষ্কল পুরুষকে জানিবার জন্য দেশান্তর যাইতে হয় না। এই শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হৃদয়াকাশে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কি তাঁহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র? না, তাহা নহে। বাস্তবিক তাঁহারই মায়াবশে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-সম্বলিত এই সমস্ত জগৎ তাঁহাতে কল্পিত হইয়াছে। "কাহার উৎক্রান্তিতে আমিও উৎক্রান্ত হইব এবং কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমিও প্রতিষ্ঠিত থাকিব" ইহা ভাবিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে (১) প্রাণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি (২) বিজ্ঞান, (৩) আকাশ, (৪) বায়ু, (৫) অগ্নি, (৬) জল, (৭) পৃথিবী, (৮) ইন্দ্রিয়সমূহ, (৯) অন্তঃকরণ, (১০) ধান্য যবাদি অন্ন (১১) ভুক্তঅন্ন হইতে উৎপাদ্য সামর্থ্য, (১২) সর্ব্বকর্ম্মসাধনরূপ তপস্যা, (১৩) বেদোক্ত মন্ত্র সকল, (১৪) বেদোক্ত কর্ম্ম সকল এবং (১৫ কর্ম্মের ফল সকল এবং (১৬) বস্তু ও ব্যক্তি সকলের নাম সৃষ্ট হইয়াছিল।

যেমন সমুদ্রবাস্প হইতে উদ্ভূত নদী সকল যতক্ষণ প্রবাহিত থাকে ততক্ষণ তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নাম থাকে, কিন্তু সমুদ্রে পতিত হইবার পর তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সমস্ত জলরাশি তখন কেবল সমুদ্র নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ পুরুষ হইতে সম্ভূত এই ষোড়শকলা মহা প্রলয়কালে পুরুষে বিলীন হয় এবং তাহাদের নাম ও রূপ বিলুপ্ত হয়। তখন আর কোন প্রকার ভেদ থাকে না এবং তখন যে সৎ চিৎ পদার্থ মাত্র বর্ত্তমান থাকেন তাহা কেবল পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে সাধক ভগবদ্ভক্তগণ এবং গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া

বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক ভক্তিভাবে উক্ত পুরুষকে উপাসনা করত উক্ত পুরুষের অনুগ্রহে উক্ত পুরুষকে জানিতে পারেন সেই সাধক আপন আত্মাকে উক্ত পুরুষ হইতে অভিন্ন এবং আপনাকে পূর্ব্বোক্ত ষোড়শকলা হইতে পৃথক্ নিষ্কল এবং অমরপুরুষ বলিয়া জানিতে পারেন। এ বিষয়ে একটী শ্লোক আছে, তাহার মর্ম্ম এই—

যেমন রথচক্রের নাভিতে চক্রের অর্গল সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরূপে এই ষোড়শকলা সমূহ যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত আছে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা কর।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

নাম রূপ সম্বলিত যে জগৎ সম্মুখে দেখিতেছ বাস্তবিক উহার বস্তুত্ব নাই। অবিদ্যাবশতঃ উহাকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ভ্রমবশত যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় সেইরূপ অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে। বাস্তবিক অমৃত ব্রহ্মই সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, অধোদিকে এবং ঊর্দ্ধে বিরাজমান রহিয়াছেন। একমাত্র ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎরূপে ভাসমান রহিয়াছেন। এই জগৎ সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মুণ্ডকোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

যথন সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকারণ, চিন্ময় আত্মাকে সাধক অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তথন সেই বিদ্বান সাধকের পুণ্য-পাপ-রূপ সমস্ত বন্ধনকারণ দগ্ধ হইয়া যায় এবং তিনি নিরঞ্জন আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যান।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

এই সমস্তই ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম বা আত্মা চতুষ্পাৎ অর্থাৎ সাধকের অধিকারভেদে ইনি চারি ভিন্ন ভিন্ন পাদে বা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের বুদ্ধিতে প্রকাশ হন এবং একই সাধকও আপনার উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ইহাঁকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিতে পান। স্থূলভাব হইতে আরম্ভ করিয়া সাধক ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাব গ্রহণে অধিকারী হন।

তপস্যা দ্বারা সাধকের জ্ঞান যতই বাড়িতে থাকে ব্রহ্ম বা আত্মা তত সূক্ষ্মতর ভাবে সাধকের জ্ঞানপথে প্রকাশিত হন। অবশেষে সাধক ব্রহ্মকে সর্ব্ব প্রকার উপাধিমুক্ত আপন নির্গুণ আত্মা বলিয়া দেখিতে পান। তখন সাধক মুক্ত হন।

প্রথম পাদে ব্রহ্ম বা আত্মা অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক কর্ত্তৃক সমষ্টিরূপে বিরাট পুরুষ বা বৈশ্বানর ভাবে এবং ব্যষ্টিরূপে বিশ্ব বা দেব তির্য্যক্ নরাদিভাবে দৃষ্ট হন। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে জাগরণকালে যে সমস্ত পদার্থ জীবের জ্ঞানগোচর হয় তাহাদের সমষ্টিরূপ এই জগৎ সত্য এবং ইহাই বিরাটপুরুষ এবং ইহাই ইহার অধিষ্ঠাতা এবং ভোক্তা। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে এই বৈশ্বানর পুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ ইহাঁর মনের বাহিরে স্থিত এই জগৎ সর্ব্বদা ইহাঁর জ্ঞান পথে রহিয়াছে। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে এই বৈশ্বানর পুরুষ মস্তক, চক্ষু, প্রাণ, মধ্যদেহ, বস্তি (নাভির অধোভাগ), পদ এবং মুখ এই সাতটী অঙ্গ পরিগ্রহ করত ব্যষ্টি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীব রূপে দৃষ্ট হন। এবং যখন ইনি সমষ্টি অর্থাৎ বিরাট ভাবে দৃষ্ট হন তখন স্বর্গলোক ইহাঁর মস্তক, সূর্য্য-চক্ষুঃ, বায়ু-প্রাণ, আকাশ-মধ্যদেহ, জল-বস্তি, পৃথিবী-পদ, এবং অগ্নি-মুখ। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে ইহাঁর একোনবিংশতি (১৯) উপলব্ধি দ্বার আছে, যথা—(ব্যেষ্টিভাবে) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এই পঞ্চ বায়ু; সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন, অহঙ্কার (অর্থাৎ আমি একজন পৃথক্ সত্ত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ বোধ), বুদ্ধি, এবং চিত্ত। এবং (সমষ্টি ভাবে) দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদান এবং স্পর্শন এই পঞ্চ বোধশক্তি; শব্দ করণ,গ্রহণ, গমন,বিসর্জ্জন এবং জন্ম এই পঞ্চ কর্ম্মশক্তি; জীবনশক্তি, মৃত্যুশক্তি, পরিবর্ত্তন, বিশ্লেষণ ও এক বা বহু দ্রব্য বা শক্তি হইতে অন্য প্রকার দ্রব্যের বা শক্তির সঙ্কলনশক্তি, আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ আকুঞ্চন প্রসারণশক্তি এবং জীবের কর্ম্মফল প্রদান শক্তি এই পঞ্চ প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি সমষ্টি, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন সমষ্টি অহঙ্কার সমষ্টি, বুদ্ধি

সমষ্টি এবং চিত্তসমষ্টি। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে,উক্ত ঊনবিংশতি উপলব্ধি দ্বার দিয়া জীবসকল ও বিরাটপুরুষ ব্যবহারিক জগতের সমস্ত স্থূল বিষয় ভোগ করেন।

দ্বিতীয়পাদে ব্রহ্ম বা আত্মা, অপেক্ষাকৃত উন্নতসাধক কর্তৃক, ব্যষ্টিভাবে তৈজসপুরুষ এবং সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মাভাবে দৃষ্ট হন। স্বপ্নকালে কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়গণের সমক্ষে না থাকিলেও এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা কর্ম্মেন্দ্রিয় কোন কর্ম্ম না করিলেও জীবগণ মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত-দ্বারা নূতন ইন্দ্রিয় এবং নূতন জগৎ কল্পনা করে এবং তাহাদিগকে সত্য বলিয়া মনে করে এবং সেই কল্পিত ইন্দ্রিয়দ্বারা সেই কল্পিত জগৎ ভোগ করে। অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধক মনে করেন যে এই ব্যবহারিক জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় তৈজসপুরুষও হিরণ্যগর্ভ কেবলমাত্র মননশক্তি,অহঙ্কার,বুদ্ধি এবং চিত্তদ্বারা এই ব্যবহারিক জগতের কল্পনা করেন এবং এই কল্পিত জগৎ ভোগ করেন। সুতরাং উক্ত সাধ-কের মতে ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ ইহাঁর চিত্তের বাহিরে কোন পদার্থই নাই। ইনি আপনার চিত্তের মধ্যে সমস্ত জগৎ কল্পনা করত সর্ব্বদা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং আপনাকে আপন কল্পনাপ্রসূত অঙ্গবিশিষ্ট ও উপলব্ধি-দ্বার-সমূহ-যুক্ত করিয়া বিরাট পুরুষের ন্যায় সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট ও একোনবিংশতি উপলব্ধিদ্বার যুক্ত হন এবং আপন কল্পনাপ্রসূত জগৎ ভোগ করেন।

সাধক তপস্যাবলে আরও উন্নত হইলে ব্রহ্ম বা আত্মাকে তৃতীয়ভাবে দর্শন করেন। এই পাদে ব্রহ্ম বা আত্মাকে ব্যষ্টিভাবে প্রাজ্ঞপুরুষ এবং সমষ্টিভাবে অন্তর্যামী বা ঈশ্বর বলা যায়। জীবের সুষুপ্তি অবস্থা পর্য্যা-লোচনা করিলে প্রাজ্ঞপুরুষের তত্ত্ব জানা যায়। যে অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না এবং সর্ব্বপ্রকার কামনা হইতে মুক্ত হয় সেই অবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। জাগরণকালে জীব আপনাকে শরীর,ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্তযুক্ত মনে করে। কিন্তু স্বপ্নকালে জীব দেখিতে পায় যে তখন আর বাহ্যশরীর ও ইন্দ্রিয় ব্যবহারে লাগে না। তখন যে শরীর ও ইন্দ্রিয়কে আপনার বলিয়া মনে করা যায় তাহা কল্পনাপ্রসূত

মাত্র। সুতরাং সে অবস্থায় জীব কেবল মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্তময় থাকে। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ভৌতিক শরীর ও ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিলেই জীবের লোপ হয় না। যতক্ষণ জীবের মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আবার সুষুপ্তিকালে জীবের মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি একমাত্র বিজ্ঞানে বিলীন হয়। কিন্তু তাহাদের একেবারে ধ্বংস হয় না। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইলে সুষুপ্তির পরে জীব কখন স্মরণ করিতে পারিত না যে সুষুপ্তির পূর্ব্বে আমি অমুক ছিলাম ও আমিই সুষুপ্ত হইয়াছিলাম এবং সুষুপ্তির পরেও আমি সেই আছি। বাস্তবিক সুষুপ্তিকালে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি ঘনীভূত হইয়া একমাত্র প্রজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞানভাবে বর্ত্তমান থাকে ও চিত্তবৃত্তি শূন্যভাবে অবস্থান করে। এবং সুষুপ্তির অবসানে প্রজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞান হইতে আবার বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন প্রকাশিত হইয়া চিত্তকে বৃত্তিসম্পন্ন করে। এই বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞানঘনভাবে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি বিলীন হইলে জীব আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব বোধ করিতে পারে না। এইরূপে প্রলয়কালে যখন সমস্ত জগৎ ও মনসমষ্টি, অহঙ্কারসমষ্টি, বুদ্ধিসমষ্টি এবং চিত্তসমষ্টি অব্যক্তা প্রকৃতিভাবে বিলীন হয়, তখন তাহাদের ধ্বংস হয় না পরন্তু তাহারা সৃষ্টির বীজস্বরূপ প্রধান বা অব্যক্তা প্রকৃতিভাবে বর্ত্তমান থাকে। প্রলয়াবসানে আবার তাহারা প্রধান বা অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে বিকশিত হয়। এইরূপে বারম্বার ঘনীভূত ও বিকশিত হইতে হইতে অবশেষে এই অব্যক্তা প্রকৃতি বা প্রধান মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্ম বা আত্মায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক বিজ্ঞান, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় ও জগৎ সমস্তই মায়ামাত্র; ব্রহ্ম বা আত্মার মায়া দ্বারাই তাহারা বিকশিত ও নির্ব্বাপিত হয়। জাগরণ ও স্বপ্নকালে বৃত্তিসম্পন্ন চিত্ত ব্যবহারিক সুখ দুঃখ ভোগ করে কিন্তু সুষুপ্তকালে বৃত্তিশূন্য চিত্ত ব্যবহারিক কোন প্রকার সুখ বা কষ্টভোগ করে না। সুতরাং অতিশয় যন্ত্রণায় পীড়িত জীবও সুষুপ্তাবস্থায় সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু সুষুপ্তজীব যে কেবলমাত্র ব্যবহারিক সুখ দুঃখ হইতে মুক্ত হয় এমত নহে। সুষুপ্তাবস্থা অতীত হইলে জীব

বুঝিতে পারে যে, সে ইতিপূর্ব্বে সুখে সুষুপ্ত ছিল। সুতরাং সুষুপ্তাবস্থায় জীব একমাত্র আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছুই অনুভব করে না এবং একমাত্র বৃত্তিশূন্য চিত্ত ভিন্ন সুষুপ্তাবস্থায় ইহার অন্য কোন উপলব্ধি দ্বার থাকে না। এই আনন্দই নিত্য সত্য আত্মা। এই আনন্দস্বরূপ আত্মা যখন প্রকৃতির অধীন, অবিদ্যাগ্রস্ত জীবরূপে দৃষ্ট হন, তখন ইহাঁকে জীবাত্মা বলা যায়। এবং যখন এই আনন্দস্বরূপ আত্মা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্যাযুক্ত ঈশ্বর-ভাবে দৃষ্ট হন, তখন ইনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্গামী, সর্ব্বযোনি, এবং সর্ব্বস্থিতি লয়কারণ পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন। কিন্তু ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা আত্মার তটস্থভাব মাত্র, স্বরূপভাব নহে। ঈশ্বরভাব থাকিলেই ঈশিতব্য পদার্থের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। যে অবস্থায় কোন প্রকার দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, সেই অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপভাব জানা যায়।

প্রকৃতির কারণ, প্রকৃতিরূপ উপাধিবিনির্ম্মুক্ত, আনন্দস্বরূপ চিন্মাত্রই ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপভাব। ব্রহ্ম বা আত্মার এই স্বরূপভাবই চতুর্থ বা তুরীয়পাদ। ইহাঁরই নাম শিব। ইনি তৈজসপুরুষের ন্যায় অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন। ইনি বিশ্বগণের ন্যায় বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন। ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ ও বহিঃ-প্রজ্ঞের সমষ্টিরূপ উভয়তঃপ্রজ্ঞ নহেন। ইনি প্রজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞানসমষ্টি নহেন। ইনি প্রাজ্ঞপুরুষের ন্যায় প্রজ্ঞানঘনরূপ উপাধিধারী নহেন এবং ইনি জড়পদার্থও নহেন। ইনি কোন ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন। ইনি ব্যব-হারিক জগতের কোন দ্রব্য নহেন। ইনি বুদ্ধির অগোচর। ইহাঁর কোন প্রকার লক্ষণ নাই। মন ইহাঁকে চিন্তা করিতে পারে না। বাক্য দ্বারা ইহাঁর বর্ণনা করা যায় না। অথচ ইনি সর্ব্বদা সমস্ত জীবের জ্ঞানপথে স্বপ্রকাশ আত্মাভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়া-বস্থায়, বার্দ্ধক্যে মৃত্যুরপরে জাগরণকালে, নিদ্রাকালে, সুষুপ্তিকালে, সর্ব্বাবস্থায় জীব আপনার স্বরূপকে অবিনাশী, নির্ব্বিকার, নিত্য আত্মা বলিয়া জানে। ইনিই সেই প্রত্যগাত্মা বা সর্ব্বজীবের আত্মা। এই প্রত্য-গাত্মভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাবে ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপভাব জানা যায়

না। জাগ্রৎ, সুপ্ত এবং সুষুপ্ত অবস্থায় যে কোন অনাত্মপদার্থের অস্তিত্ব বোধ হয়, সে সমস্তই মায়াময় এবং সে সমস্তই ইঁহাতে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। ইহার কোন প্রকার বিকার নাই এবং ইহা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। ইনিই আত্মা। ইঁহাকেই জানিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিয়াছেন—

সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতে আপন ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহার করত শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ ও বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যান দ্বারা যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। বাস্তবিক ব্রহ্মই জীবের আত্মা; কিন্তু অবিদ্যা দ্বারা জীবের স্বাভাবিক ব্রহ্ম স্বরূপত্ব আবৃত থাকে এবং অবিদ্যা-বশতই জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ মনে করে। তপস্যা দ্বারা উক্ত অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেই জীব আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারে। এই ব্রাহ্মণ † বাক্যোক্ত অর্থে নিম্নলিখিত ঋক্ (মন্ত্র) বেদে আম্নাত (উক্ত) আছে। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, ইত্যাদি—মিথ্যা মায়াময় ও বিকারশীল পদার্থের বিপরীতবাচী পদার্থকে সত্য বলা যায়। জড়, সৃষ্ট ও অচিৎ পদার্থের বিপরীতবাচী পদার্থকে জ্ঞান বলা যায়। স্থানবিশেষ ব্যাপী, কালবিশেষ-ব্যাপী ও বস্তুবিশেষব্যাপী পদার্থের বিপরীতবাচী পদার্থকে অনন্ত বলা যায়। সুতরাং ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত, এই বাক্যের অর্থ এই যে ব্রহ্ম নিত্য, নির্ব্বিকার ও প্রকৃতির নিধান; চিন্ময় প্রকৃতির স্রষ্টা ও সর্ব্বপ্রকার গুণবর্জ্জিত; এবং দেশকালানবচ্ছিন্ন, স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ও মায়াময় প্রকৃতির অধিষ্ঠান স্বরূপ। এই ব্রহ্মকে যিনি আপন পরম পবিত্র হৃদয়াকাশে বুদ্ধির সাক্ষীরূপে অবস্থিত দেখিতে পান তিনি স্বয়ং উপাধি বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম হইয়া অবিদ্যা নিরপেক্ষ পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেন। মন্ত্রটী এইখানে সমাপ্ত হইল বুঝাইবার জন্য "ইতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

† বেদের শ্লোকাত্মক অংশকে মন্ত্র বলে এবং ব্যাখ্যাত্মক অংশকে ব্রাহ্মণ বলে।

বেদাদি কোন প্রকার বাক্য যাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারে না ন্যায়শাস্ত্রাদি বিচার দ্বারা যাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না সেই নির্গুণ আত্মার স্বরূপভাব আনন্দকে যে সাধক শাস্ত্রপ্রদর্শিত ধ্যানযোগদ্বারা অপরোক্ষরূপে জানিতে পারেন তিনি দেখিতে পান যে এক আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, সুতরাং তাঁহার কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকে না এবং তিনি মুক্ত হন।

ঐতরেয়োপনিষৎ বলিয়াছেন—

জীব উৎপন্ন হইয়া প্রথমে আত্ম ব্যতিরিক্ত পদার্থ সকল পরীক্ষা করে এবং প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়; কিন্তু তাহাতে শান্তি পায় না। কেন না যদিও প্রকৃতির নিয়মাবলী সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করত জীব কতক পরিমাণে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ লাঘব করিতে পারে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রকৃতির সেবা দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ দুঃখ হইতে একেবারে মুক্ত হওয়া জীবের সাধ্যাতীত। যখন জীব এই তথ্য বুঝিতে পারে তখন আপনার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ জানিয়াও আপনাকে অনেক শত সহস্র অনর্থের বশীভূত দেখিয়া, জীব অতি দুঃখে সংসার যাপন করে। কদাচিৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন পরম কারুণিক আত্মজ্ঞানী আচার্য্যের সম্মুখে উক্ত জীব উপস্থিত হইলে আচার্য্য উক্ত জীবকে বেদান্তশাস্ত্রোক্ত আত্মজ্ঞান বুঝাইয়া দেন। তখন জীব বুঝিতে পারে যে এই সমস্ত জগতই মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সমস্ত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তখন জীবের সমস্ত অশান্তি লোপ পায় এবং আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ায় জীব আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কষ্ট হইতে মুক্ত হয়।

ঐতরেয়োপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

প্রজ্ঞান হইতেই সেই সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে * এবং উৎপন্ন হইয়া সেই সমস্ত জগৎ প্রজ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

* নীয়তে সত্তাং প্রাপ্যতে অনেন ইতি নেত্রং। প্রজ্ঞানেত্রং যস্য তদিদং প্রজ্ঞানেত্রং অর্থাৎ প্রজ্ঞা হইতেই ইহা উৎপন্ন হইয়াছে।

যেহেতু ভূলোক (পৃথিবী) ভুবলোক (অন্তরীক্ষ), স্বর্লোক (জীবের কর্ম্মফল জন্য যে সকল লোক সৃষ্ট হয়), মহলোক (মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ-লোক অর্থাৎ সমস্ত জীবগণের মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের সমষ্টি), জনলোক (সমস্ত জীবের বিজ্ঞানের সমষ্টি বা অব্যক্তা প্রকৃতি), তপলোক (সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বরের সঙ্কল্প) এবং সত্যলোক (অর্থাৎ ঈশ্বর বা অন্তর্যামী), এই সপ্ত লোকেরই কারণ সেই প্রজ্ঞানমাত্র এবং যেহেতু পটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় সেই প্রজ্ঞানের মায়ার দ্বারা সেই প্রজ্ঞানেই এই সপ্তলোক প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব সেই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলিয়াছেন—

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এবং তাহাদের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা এবং তাহাদের শক্তি শ্রবণ, স্পর্শন দর্শন, আস্বাদন ও ঘ্রাণ এই দশ পদার্থের নাম প্রজ্ঞামাত্রা। যেমন রথচক্রের শলাকাসমূহের উপর চক্রের বেড় অর্পিত থাকে এবং চক্রের মধ্যপিণ্ডের উপর শলাকা সমূহ অর্পিত থাকে, সেইরূপ ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় কল্পিত আছে এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে কল্পিত আছে। এই প্রাণই অদ্বয়, অজর, অমর, আনন্দস্বরূপ, চিন্ময় আত্মা।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

হে বালাকে! যিনি এই সকলের কর্ত্তা এবং এই সকল যাঁহার কর্ম্ম (কর্ত্তৃত্বের ফল) তিনিই জ্ঞেয় অর্থাৎ তাঁহাকে অপরোক্ষ ভাবে জানা কর্ত্তব্য।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকগণ বক্ষঃস্থল গলদেশ এবং মস্তক উন্নত করত শরীরকে সরলভাবে রাখিয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে মনদ্বারা বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করিয়া আপন হৃদয়ে সংস্থাপন করিবেন এবং প্রণবমন্ত্র (ওঙ্কার) জপ করত ব্রহ্মচিন্তায় রত থাকিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া সাধক সমস্ত ভয়াবহ সংসার স্রোত অতিক্রম করিবেন।

মনকে বিষয় সমূহ হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তনে রত করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। মন এবং ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিবার প্রধান উপায় প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে অধিকারী হইতে হইলে সংযুক্তচেষ্ট হওয়া চাই। অতিভোজন, অভোজন, অতি নিদ্রা, অনিদ্রা, অতিকর্ম্ম, অকর্ম্ম, অতি ব্যায়াম, অব্যায়াম, প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি ভোজন, নিদ্রা, কর্ম্ম, ব্যায়াম প্রভৃতি যথোপযুক্তরূপে করিয়া থাকেন তিনিই সংযুক্তচেষ্ট। সাধক সংযুক্তচেষ্ট হইয়া প্রথমে অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রোধ করত বাম-নাসাপুট দ্বারা অল্পে অল্পে যথাশক্তি বায়ুপূরণ করিবেন। অনন্তর যতক্ষণ সামর্থ্য থাকে, নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ করত কুম্ভক করিয়া থাকিবেন। তৎপরে অঙ্গুলিদ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ করত দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া অল্পে অল্পে বায়ু পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপে পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বায়ু গ্রহণ পূর্ব্বক যথাশক্তি কুম্ভক করণানন্তর বাম নাসাপুট দিয়া রেচন করিবেন। সুশিক্ষিত সারথি যেমন স্থিরভাবে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক দুষ্টাশ্বযুক্ত শকটকে আপন গন্তব্য পথে লইয়া যায়, সেইরূপ প্রাণায়ামকারী সাধক চঞ্চলেন্দ্রিয়যুক্ত মনকে সম্পূর্ণরূপে আপন বশে রাখিয়া ব্রহ্মচিন্তনে নিযুক্ত করেন।

(১) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড, অগ্নি, বালুকা প্রভৃতি শারীরিক কষ্টকর দ্রব্য সমূহ বিবর্জ্জিত, (২) কলহাদি-ধ্বনি, উপভোগ সামগ্রী ও মণ্ডপাদি চিত্ত চাঞ্চল্যের সমস্ত কারণ শূন্য, (৩) মনোরম, (৪) ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, (৫) নির্ব্বাত, (৬) সমতল, (৭) পবিত্র গুহা আশ্রয়পূর্ব্বক সাধক পরব্রহ্মে আপন চিত্ত সংযোগ করিবেন।

যেমন সুবর্ণ রজতাদি নির্ম্মিত স্বাভাবিক সমুজ্জ্বল পদার্থ সকল মৃত্তিকাদি দ্বারা বিলুপ্ত হইলে মলিন দেখায় কিন্তু জল, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা বিমলীকৃত হইলে তাহাদের তেজ প্রকাশ পায়, সেইরূপ যতদিন জীব অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে, ততদিন তাহার জ্ঞানপথে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায় না। সাধনা দ্বারা অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেই সাধকের আত্মজ্ঞান হয়। তখন সাধক দেখিতে পান যে তাহার আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন এবং এক। আত্মা ভিন্ন

বাস্তবিক দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তখন আর তাঁহার শোক ও মোহের কোন কারণ থাকে না এবং তিনি মুক্ত হন। আত্মার হস্ত নাই অথচ সকল বস্তুই তাঁহার বশীভূত। তাঁহার পদ নাই অথচ তিনি সর্ব্বত্র উপস্থিত। তাঁহার চক্ষু নাই অথচ তিনি সকল বস্তুই দেখিতেছেন। তাঁহার কর্ণ নাই অথচ সকল প্রকার শব্দই তিনি শুনিতেছেন। তাঁহার মন নাই অথচ তিনি সকল বিষয়ই জানিতেছেন। তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। তিনি জগতের আদি পরমপুরুষ বলিয়া অভিহিত হন।

তিনি সূক্ষ্ম অণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর এবং মহৎ জগৎ হইতেও মহত্তর। সমস্ত জগতের হৃদয়ে তিনি আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি বিষয়-ভোগ-সঙ্কল্প-রহিত এবং সর্ব্ব কর্ম্ম নিমিত্ত বৃদ্ধিক্ষয়শূন্য। তাঁহার উপাসনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে যে সাধক তাঁহাকে আপন আত্মা বলিয়া সাক্ষাৎ জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইয়া শোক মোহাদি হইতে মুক্ত হন।

বাস্তবিক এই সমস্ত প্রকৃতি তাঁহার মায়ামাত্র। তিনিই মায়ার প্রেরিত মহেশ্বর। যেমন ভ্রম দ্বারা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয় সেইরূপ মায়া দ্বারা তিনিই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-সমন্বিত এই জগৎ ভাবে বিবর্ত্তিত রহিয়াছেন।

ব্রহ্মোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রকৃতিকে সৃষ্টি এবং নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়া আপনিই বহু নিষ্ক্রিয় জীবাত্মা ভাবে প্রকাশিত হন সেই ঈশ্বরকে যে সকল ধীর ব্যক্তিরা আপনাদিগের আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন কেবলমাত্র তাঁহারাই অক্ষয় অব্যয় সুখ প্রাপ্ত হন অপরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না।

যজ্ঞাদিস্থলে দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করত অগ্ন্যুৎপাদন করিতে হয়। উহাদের অধোবর্ত্তী কাষ্ঠকে অরণি এবং উপরিস্থিত কাষ্ঠকে উত্তরারণি বলে। অরণি এবং উত্তরারণি ঘর্ষণ করিয়া যেরূপে অগ্ন্যুৎপাদন হয় সেইরূপ বুদ্ধির সহিত অর্থাৎ উপাসনা তত্ত্ব বুঝিয়া প্রণবোচ্চারণ করত আত্মার ধ্যান করিতে থাকিলে অবশেষে নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত আত্মার সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া যায়।

অমৃতবিন্দুপনিষদ্ বলিয়াছেন—

অন্ধকার রাত্রিতে যতক্ষণ পথিক গমন করিতে থাকে ততক্ষণ উল্কার সাহায্য গ্রহণ করে এবং গন্তব্যস্থলে পৌছিলে উল্কা পরিত্যাগ করে,সেইরূপ যতকাল না সাধকের অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয় ততকাল সাধক অধ্যাত্মশাস্ত্র-শ্রবণ, শাস্ত্রবাক্যবিচার এবং শাস্ত্রোপদেশমত ধ্যান করিতে থাকিবেন। ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ার পর সাধকের পক্ষে আর এই সমস্ত সাধনার কোন প্রয়োজন থাকে না। যতক্ষণ না পথিক গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হন ততক্ষণ তিনি রথে ভ্রমণ করেন এবং গন্তব্য স্থানে পৌছিলে তিনি রথ পরিত্যাগ করেন. সেইরূপ যতকাল না সাধকের অদ্বৈতজ্ঞান হয় ততকাল সাধক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে থাকিবে। সাধকের অদ্বৈতজ্ঞান হইলে তাঁহার আর ঐ সমস্ত সাধনার প্রয়োজন থাকে না।

ব্রহ্মবিন্দুপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সেই ব্রহ্ম নিষ্কল অর্থাৎ তাঁহাকে অংশে অংশে ভাগ করা যায় না। তিনি নির্ব্বিকল্প বা ভ্রমশূন্য এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্ম্মল। সাধকের যখন অপরোক্ষ জ্ঞান হয় যে আমিই সেই নির্ব্বিকল্প, অনন্ত, হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিত (অর্থাৎ যাঁহার অন্য কারণ নাই এবং যাঁহার উপমা নাই),অপ্রমেয়, অনাদি, পরমমঙ্গলনিধান, ব্রহ্ম, তখন তিনি অবিদ্যামুক্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। যখন সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া যায় এবং পারমার্থিক জ্ঞান হয় তখন তিনি দেখিতে পান যে, মরণ, জন্ম, বন্ধ, উপদেশ, মুক্তির ইচ্ছা এবং মুক্তি এ সমস্তই মায়াময়, বাস্তবিক ইহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। একই আত্মা মায়াদ্বারা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকালে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পান। যখন সাধক আপনাকে জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিমুক্ত আত্মা বলিয়া অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তখন তিনি সংসারগতি হইতে মুক্ত হন। একই চন্দ্র যেমন জলপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্ররূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভূতে ভিন্ন ভিন্ন ভূতাত্মাভাবে দৃষ্ট হন। ঘট ভগ্ন হইলেও যেমন ঘটমধ্যস্থ আকাশের নাশ হয় না সেইরূপ জীবের বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষ নষ্ট হইলেও জীবের আত্মার নাশ

হয় না। বিদ্যা দুই প্রকার। শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রশ্রবণ, শাস্ত্রবাক্য বিচার, ভগবদ্ভক্তগণের ও গুরুর উপদেশ প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় সেই সমস্ত বিদ্যাকে শব্দব্রহ্মবিদ্যা বলে। আর উক্ত বিদ্যা এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা নিরুপাধিক ব্রহ্মের যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহাকে পরব্রহ্ম বিদ্যা বলে। শব্দব্রহ্ম বিদ্যায় কুশল হওয়ার পর সাধক শব্দব্রহ্মবিদ্যা প্রদর্শিত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে পরব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করেন। যেমন ধান্যার্থী ব্যক্তি প্রথমে তৃণসহ ধান্য সংগ্রহ করে এবং পরে ধান্য গ্রহণপূর্ব্বক তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ সাধক প্রথমে শাস্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করেন, এবং শাস্ত্রাদি প্রদর্শিত উপায় দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ হইলে পর শাস্ত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করেন।

৺গীতা বলিয়াছেন—

যাঁহাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে মোক্ষলাভ হয় সেই জ্ঞেয়-পদার্থের বিষয় বলিতেছি। তিনি আদি রহিত পরব্রহ্ম। জন্ম-ক্রিয়া-গুণ সম্বন্ধ-শূন্য বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে অসৎ বলেন কিন্তু বাস্তবিক তিনি সত্তাশূন্য নহেন। তাঁহার সত্তাতেই সকল পদার্থের সত্তা লক্ষিত হয়। তিনিই একমাত্র সৎ। তাঁহার হস্ত, পদ. চক্ষু, মস্তক, মুখ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বত্র বর্ত্তমান এবং তিনি সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। কিন্তু প্রকৃতির অধীন ও অন্তর্গত জীবের ন্যায় তিনি ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত নহেন। বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ বিবর্জ্জিত হইলেও তিনি ঐ সমস্ত শক্তি সমন্বিত। যদিও তিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতে বিলক্ষণ এবং কোন সৃষ্ট পদার্থের সহিত তাঁহার সংশ্লেষ হইতে পারে না তথাপি মন যেমন স্বপ্নজগৎকে ধারণ করে তিনিই সেইরূপ এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যদিও তাঁহার নিজের কোন প্রকার প্রাকৃতিক গুণ নাই তথাপি তিনি সমস্ত গুণের ফলাফল উপলব্ধি করেন। তিনি সমস্ত শরীরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং সমস্ত স্থাবরজঙ্গমশরীর ভাবে তিনিই বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গানুসরণ ভিন্ন

অন্য উপায়ে তাঁহাকে জানা যায় না সুতরাং অজ্ঞানীর পক্ষে তিনি অতি দূরে অবস্থিত। জ্ঞানীরা তাঁহাকে আপন আত্মা বলিয়া জানেন সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে তিনি অতি সন্নিহিত। বাস্তবিক বিভাগানর্হ (অর্থাৎ বিভাগের অনুপযুক্ত) হইলেও তিনি প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মাভাবে লক্ষিত হন। তিনি সমস্ত ভূতকে সৃজন পালন ও সংহার করেন। প্রকাশশীল সমস্ত পদার্থের জ্যোতি তাঁহা হইতে উদ্ভূতা, অজ্ঞান বা অন্ধকার তাঁহার নিকট থাকিতে পারে না। তিনিই জ্ঞান এবং তিনিই জ্ঞেয়। তাঁহাকে জানিবার জন্য যে সাধনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে কেবল মাত্র সেই সাধনা দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। তিনি সকলের হৃদয়ে আনন্দময় আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন।

৺গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন—

আমিই সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার কর্ত্তা ও দেবতা, আমিই সমস্ত লোকের মহেশ্বর, এবং আমিই সমস্ত প্রাণিগণের প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ সুহৃৎ। আমাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে সাধক মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ।

সমাধান।

বেদান্তশাস্ত্রমতে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানই বেদান্তশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য, এই বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে এক্ষণে একে একে তাহাদের বিচার করা যাইতেছে। প্রথম আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ব্রহ্মবিষয়ক যে সকল বাক্য বেদান্তশাস্ত্রে আছে তাহারা বিধি-নিষেধ-সংস্পর্শ-শূন্য সুতরাং অপ্রমাণ, যম নিয়ম প্রভৃতি ক্রিয়ার উপদেশই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য, উক্ত সাধুক্রিয়া সকল করিতে করিতে মনুষ্য ক্রমশই উন্নত হইতে থাকে। এই শ্রেণীর আপত্তিকারীর মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে মনুষ্য উক্ত ক্রিয়া সকল করিতে করিতে যখন চরম উন্নতি প্রাপ্ত হন তখন দীপনির্ব্বাণের ন্যায় তাঁহার নির্ব্বাণ হয় এবং তাঁহার আর কোন প্রকার অস্তিত্ব থাকে না। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে যদি বেদান্তবাক্যসকল পাঠ করিয়া ইহা নিশ্চয় বুঝা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াই বেদান্ত বাক্য সকলের তাৎপর্য্য তাহা হইলে ঐ সকল বেদান্ত বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ কল্পনা করা উচিত নহে। ঐরূপ অন্য অর্থ কল্পনা করিলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা এই দুইটি দোষ হয়। শুনিবা-মাত্র যে অর্থের প্রতীতি হয় সে অর্থ পরিত্যাগ করাকে শ্রুতহানি দোষ বলে। কোন একটী বাক্যে যে সকল শব্দ থাকে সেই সকল শব্দের সমষ্টি দ্বারা যে অর্থ হইতে পারে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ কল্পনা করার নাম অশ্রুতকল্পনা দোষ। উপরে উদ্ধৃত বেদান্তবাক্যসকল পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে (১) জীবাত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ, (২) জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মের মায়াদ্বারা ভাসমান, (৩) ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য ও সত্য এবং (৪) শাস্ত্রমত তপস্যা বা সাধনা করিলে ব্রহ্মের অপরোক্ষ

জ্ঞান হয়, ইহাই ঐ সকল বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য এবং ঐ সকল বাক্যের অন্য কোন প্রকার তাৎপর্য্য হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আখ্যায়িকা সকলের বাক্য হইতে যে অর্থ লব্ধ হয় সে অর্থ অর্থই নহে কিন্তু তাৎপর্য্য অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাই যথার্থ অর্থ এবং সেই অর্থেই আখ্যায়িকা প্রামাণ্য। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত বেদান্তবাক্য সকলের শব্দগত অর্থ উড়াইয়া দেওয়ারও উপায় নাই। কেন না ঐ সকল বাক্য আখ্যায়িকা নহে, উহারাই আপন আপন মূল উপনিষদের তাৎপর্য্য। কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহা অবধারণ করিতে হইলে উক্ত শাস্ত্রের উপক্রম-উপসংহার-প্রভৃতি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। *

(১) উপক্রম বা আরম্ভ (২) উপসংহার বা শেষ (৩) অভ্যাস বা কোন কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (৪) অপূর্ব্বতা বা নূতন কথা (৫) ফল বা পরিমাণ (৬) অর্থবাদ বা আখ্যায়িকা প্রভৃতি দ্বারা কোন এক বিষয়ের প্রশংসা এবং (৭) উপপত্তি বা কোন একটী সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসা—এই সাতটী বিষয় সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে তবে তাৎপর্য্য নির্ণয় করা যায়। এই সাতটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপনিষদ্ সমূহ পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন,ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য ও সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং তপস্যা দ্বারা উক্ত জ্ঞান পাওয়া যায় এই উপদেশ দেওয়াই উপনিষদ্ বা বেদান্তসমূহের তাৎপর্য্য এবং ঐ জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়াই যম নিয়ম প্রভৃতির উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। যত কাল না জীবের নিশ্চয় জ্ঞান হইবে যে এই জগৎ একেবারে মিথ্যা এবং আমিই ব্রহ্ম এবং একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ততকাল জীব এই সকল যম-নিয়ম-উপাসনাদি উপদেশ পালন করিবেন। ঐ সকল যম-নিয়ম-উপাসনাদি বিষয়ক উপদেশ সম্যক্ ভাবে পালন করিতে করিতে এমন এক কাল আসিবেই আসিবে যে সময় সাধক এই জগৎকে স্পষ্টই মিথ্যা বলিয়া

* উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসা পূর্ব্বতা ফলং।
অর্থবাদোপপত্তিশ্চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে॥

দেখিতে পাইবেন এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য বলিয়া তাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান হইবে। তখন আর তাঁহাকে কোন উপদেশ পালন করিতে হইবে না। তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইয়া যাইবেন। তখন তাঁহার সত্বা বিনষ্ট হইবে না ; কিন্তু তিনি আপনাকেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিবেন।

কোন কোন আপত্তিকারকের মতে আলোচনা উপাসনা ও অন্যান্য ক্রিয়ার বিধান করা এবং ক্রিয়ার অঙ্গরূপে দেবতা দ্রব্য এবং কর্ত্তার বিষয় উপদেশ দেওয়াই বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। কিন্তু দ্বাদশ প্রবন্ধে উদ্ধৃত বেদান্ত বাক্য সকল পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে আপত্তি-কারিগণ যে সকল উপদেশের উল্লেখ করেন সে সকল উপদেশ নিম্নাধি-কারিগণের জন্যই বিহিত ; সেই উপদেশগুলি বেদান্তশাস্ত্রের চরম উপদেশ হইতে পারে না। "যখন ব্রহ্মবিদের জ্ঞানদৃষ্টিতে সমস্ত বাহ্য ও অন্তর্জগৎ কেবল এক অদ্বৈত আত্মায় বিলয়প্রাপ্ত হয় তখন তিনি কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন্ বিষয় দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন, শ্রবণ ও মনন করি-বেন ? কোন্ ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবেন এবং কোন্ বিষয় জানিবেন ?" ব্রহ্মবিদের অবিদ্যা নাশ হওয়ায় তিনি কর্ত্তা করণ কর্ম্ম ক্রিয়া ও সমস্ত জগৎকে মায়াময় দেখেন, তাঁহার দৃষ্টিতে তিনিই একমাত্র সচ্চিদানন্দ আত্মা এবং উক্ত আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু তাঁহার দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মবিদের জ্ঞানদৃষ্টিতে দেবতা দ্রব্য ও কর্ত্তার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না এবং ব্রহ্মবিদের পক্ষে আলোচনা উপা-সনা ও অন্যান্য ক্রিয়া অসম্ভব।

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে "যাহা কেহ জানে না যাহা অন্য উপায়ে জানা যায় না শাস্ত্র কেবল তাহাই জানান" * আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সুতরাং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-গম্য অথবা অনুমান-গম্য। অতএব আত্মতত্ত্বের উপদেশ জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে যদিও আত্মা স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ বটেন তথাপি

* অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রং।

ইনি প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-গম্য বা অনুমানগম্য নহেন। লোকে সাধারণতঃ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত বা বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া জানে। কিন্তু শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও বিজ্ঞানের স্রষ্টা ও সাক্ষী, সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বাধিষ্ঠান, নিত্য, নির্ব্বিকার, সর্ব্বাত্মাপুরুষকে বেদান্তশাস্ত্রোপদেশ ভিন্ন কেহই তর্ক বা বুদ্ধিবলে জানিতে পারে না।

বেদান্ত বাক্যোক্ত "তত্ত্বমসি" তুমিই সেই আত্মা, "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই ব্রহ্ম, "সোঽহং" তিনিই আমি (অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই আমি), "অয়-মাত্মা ব্রহ্ম" এই আত্মাই ব্রহ্ম, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, প্রভৃতি মহা-বাক্য সকল আলোচনা পূর্ব্বক বেদান্ত-বিহিত মার্গ অবলম্বন করত সেই আত্মার ধ্যানই সেই ঔপনিষদ্ পুরুষকে জানিবার একমাত্র উপায়। সুতরাং আত্মতত্ত্বোপদেশ জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই একথা সত্য নহে। বাস্তবিক শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই সেই আত্মাকে জানা যায় না।

অন্য একটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম বা আত্মা একটী স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ সুতরাং কেবলমাত্র তদ্বিষয়ক জ্ঞান লইয়া কি হইবে? যতক্ষণ না উক্ত জ্ঞান হেতু কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা যায় বা কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় ততক্ষণ উক্ত জ্ঞান কোন কাজেই লাগে না। সুতরাং কেবল মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া অনর্থক এবং ঐ প্রকার অনর্থক উপদেশ দেওয়া বেদান্ত শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে বেদান্তশাস্ত্রমতে ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই অবিদ্যা ঘুচিয়া যায় এবং অবিদ্যাজনিত সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ বিনষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের ফল আপনা হইতেই হয়। অবিদ্যানাশরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল পাইবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানকে কোন কার্য্যে লাগাইতে হয় না। যদিও অন্য সমস্ত স্থলে বিধি-নিষেধ-শূন্য বেদবেদান্ত বাক্য-সকল অপ্রমাণ তথাপি আত্মবিজ্ঞানের সম্বন্ধে ঐ নিয়ম খাটে না। অন্য সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান আপনা হইতে কোন ফল উৎপাদন করে না। যতক্ষণ উক্তজ্ঞান কোন কার্য্যে লাগান না যায় ততক্ষণ জ্ঞান থাকা আর না থাকা সমান। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইবামাত্র অবিদ্যা আপনা হইতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং

ব্রহ্মজ্ঞানী সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হন সুতরাং ফলোৎপাদনের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না, ব্রহ্মজ্ঞান হইবামাত্রই ব্রহ্মজ্ঞানী অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজনিত শোকমোহাদি হইতে মুক্ত হন। অতএব কেবলমাত্র ব্রহ্মোপদেশ অনর্থক নহে। এবং ব্রহ্মজ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ বলায় বেদান্তশাস্ত্র কোন প্রকার অনর্থক বা অন্যায় উপদেশ দেন নাই।

আর এক আপত্তি হইয়াছিল যে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এ বাক্য শত সহস্রবার বলিলেও জগতের অস্তিত্ব লোপ পায় না, সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে এবং অদ্বৈতজ্ঞান অসম্ভব। অতএব বেদান্ত শাস্ত্র ঐ প্রকার উপদেশ দেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বাক্য শত সহস্রবার বলিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় ও অজ্ঞান ঘুচিয়া যায় এমন কথা বেদান্ত-শাস্ত্র বাস্তবিক বলেন নাই। বেদান্তশাস্ত্র বলেন আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ যতকাল তোমার অজ্ঞান না ঘুচিয়া যায় ততকাল তোমার পক্ষে এই চারিটী সাধনা কর্ত্তব্য। সর্ব্ব প্রথমে আত্মা দ্রষ্টব্য। ইহার অর্থ এই যে, তোমার প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক বহির্ম্মুখী। যতকাল প্রবৃত্তিগুলি বহির্ম্মুখী থাকিবে ততকাল আত্মজ্ঞানের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব আত্মজ্ঞান লাভের প্রথম সাধনা এই যে, তোমার স্বাভাবিক বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিগুলিকে ইন্দ্রিয়সকল হইতে বিমুখ করিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত করিবে। তাহার পরে আত্মা শ্রোতব্য অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি আয়ত্ত হইয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে রত হইলে পর বেদ বেদান্ত মহাভারত পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্র ও আত্মতত্ত্ববিষয়ক অন্যান্য উপদেশ সদ্গুরু ও ভগবদ্ভক্তগণের নিকট শ্রবণ করিবে। শ্রবণ ক্রিয়া আবার দুই প্রকার (১) কেবলমাত্র কর্ণে শ্রবণ এবং (২) শ্রবণ করত ভক্তিপূর্ব্বক পালন। প্রথম প্রকারের শ্রবণকে শ্রবণ বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। লোকে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে "আমি অমুককে অমুক কর্ম্ম করিতে বলিয়াছিলাম কিন্তু সে আমার কথা শুনে নাই"। এখানে "সে আমার কথা শুনে নাই" এই

বাক্যের অর্থ এমত নহে যে আমার কথা তাহার শ্রবণগোচর হয় নাই কিন্তু এই বাক্যের অর্থ এই যে, সে আমার কথা ভক্তিপূর্ব্বক পালন করে নাই। শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিবে ইহার অর্থ এই যে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া ভক্তিভাবে শাস্ত্রের বিধান ও উপদেশ পালন করিবে। সাধনার তৃতীয় সোপান এই যে আত্মা মন্তব্য। কেবলমাত্র আত্মার তত্ত্ব শ্রবণ করিলেও মন সর্ব্বদা আত্মচিন্তনে রত থাকে না। সেইজন্য যখন সাবকাশ পাইবে শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের সহিত আত্মার বিষয় ভাবিবে এবং আত্মার বিষয়ে শাস্ত্র যে সকল সিদ্ধান্ত স্থাপনা করিয়াছেন সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিবে এবং ঐ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ঐ সকল সিদ্ধান্ত আপন হৃদয়ে প্রোথিত করিবে। তাহার পর আত্মা নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ শাস্ত্রে আত্মার ধ্যানের সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে সেই উপদেশ মত আত্মার ধ্যান করিবে। এইরূপে আত্মার ধ্যান করিতে করিতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে তবে আত্মজ্ঞান হয় এবং তখন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বলিয়া স্পষ্ট দেখা যায় এবং তখন অবিদ্যা ঘুচিয়া যায়। নতুবা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই কথা শত সহস্রবার বলিলেও কোন ফল হয় না। এখানে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে অবিদ্যানাশের পূর্ব্বে যে জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব ছিল সেই জগৎ অবিদ্যানাশের পর ধ্বংস পায় বেদান্তদর্শনের এমন উপদেশ নহে। বেদান্তদর্শনের উপদেশ এই যে, জগৎ চিরকালই মিথ্যা, যতদিন অবিদ্যা থাকে ততদিন ভ্রমবশতঃ জগৎ সত্য বোধ হয়, অবিদ্যা নষ্ট হইলে মিথ্যা জগৎ মিথ্যা বলিয়াই দৃষ্ট হয়।

শেষ আপত্তি এই যে, পরিবর্ত্তনশীল এই জগতের উপর আস্থা না রাখিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মকে পরোক্ষভাবে জানিয়া তাঁহার আলোচনা ও উপাসনা কর, তাহা হইলে সেই আলোচনা ও উপাসনার ফলে তুমি এমন লোক পাইবে যে লোক সুখময় এবং যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। এই উপদেশ দেওয়াই বেদান্তশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, অতএব ক্রিয়াই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, কেবল ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহা উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে; যে সুখময় লোক হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না সেই

লোক প্রাপ্তিকেই মোক্ষপ্রাপ্তি বলে। ইহার উত্তর এই যে, তুমি যে লোকের কথা বলিতেছ তাহা সৃষ্ট কি নিত্য? বেদান্তশাস্ত্রমতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থ এবং সমস্ত লোকই সৃষ্ট সুতরাং অনিত্য। সংসারেও দেখা যায় যে, সকল প্রকার উৎপাদ্য পদার্থই অনিত্য। সুতরাং তোমার স্বকপোলকল্পিত উক্ত প্রকার নিত্যলোক কোথা হইতে আসিবে? ঐ প্রকার নিত্যলোক থাকিলে তাহা ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট হইতে পারে না সুতরাং সকল বেদান্তশাস্ত্র যে একবাক্যে বলিতেছেন যে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ সেই বাক্য অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব তোমার কল্পিত সুখময় নিত্যস্থান থাকিতে পারে না। আপত্তিকারীরা এইখানে বলেন তবে মোক্ষ কি প্রকারে সম্ভব হয়? উত্তরে আমরা বলি যে মোক্ষ ও ব্রহ্মভাব পৃথক্ নহে। যতক্ষণ তুমি অবিদ্যায় ডুবিয়া আছ ততক্ষণই তুমি আপনাকে বদ্ধ ও মরণশীল বলিয়া জানিতেছ। বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা ও বেদান্তবিহিত মার্গে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে তোমার অবিদ্যা ঘুচিলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে মোক্ষ বা ব্রহ্মভাবই নিত্য ও সত্য এবং আর সমস্তই মায়াময়। বাস্তবিক বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত-মোক্ষ-প্রাপ্তি কোন প্রকার সৃষ্টলোক প্রাপ্তি নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। জীব অজ্ঞানবশত তাহাদিগকে পৃথক মনে করে। সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিতে পায় এবং জগৎ মিথ্যা বলিয়া তাহার স্পষ্ট জ্ঞান হয়। আমিই নিত্য সত্য চিন্ময় ব্রহ্ম এবং জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে হওয়ার নামই মোক্ষপ্রাপ্তি। যে ব্রহ্ম চিরকাল আছেন ও থাকিবেন, যাঁহার মায়ায় এই জগৎ মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে ভাসমান, যাঁহার লীলায় জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছে, সেই ব্রহ্ম হইতেই বেদান্তশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। সেই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করিলেই জীব অবিদ্যা হইতে মুক্ত হয়। উক্ত অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করাই বেদান্তশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে পূর্ণজ্ঞান আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী না হইলে সাধক কেবলমাত্র বেদান্তশাস্ত্র

আলোচনা করিয়া কোন বিশেষ ফল পাইবেন না। ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার কি প্রকারে হয় প্রথম স্বত্রে তাহা সবিস্তারভাবে বলা হইয়াছে। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকী, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগী, শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাচিত্ত, সমাহিত এবং মুমুক্ষু না হইলে সাধক ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হন না। আবার ইচ্ছা করিলেই সাধক এই সমস্ত গুণশালী হইতে পারেন না। এই প্রকার গুণশালী হইতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনাসমূহ বেদান্তশাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। জীবগণকে অনুগ্রহ করত সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস সেই সমস্ত সাধনা সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত গ্রন্থের সুন্দর ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষদ্ (অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্র সকল) গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস, এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ, সুধীগণ তাহা পান করেন। সাধক প্রথমে গীতাশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিবেন। তৎপরে গীতার উপদেশমত কর্ম্ম করিতে থাকিবেন। যখন তিনি দেখিবেন যে তিনি সর্ব্বতোভাবে গীতার উপদেশমত কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন তখন তিনি আপনাকে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী বলিয়া বুঝিবেন। তখন যথানিয়মে বেদান্তশাস্ত্র আলোচনা করিয়া ভক্তিভাবে বেদান্তশাস্ত্রোক্ত উপদেশমত ব্রহ্মের ধ্যান করিতে থাকিলেই সাধক, সম্যক্ ফল পাইবেন, তাঁহার অজ্ঞান নষ্ট হইবে, এবং তিনি আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিবেন।

ইতি চতুঃস্বত্রী সমাপ্তা।

ওঁ তৎ সৎ॥

হিন্দু-কণ্ঠহার।

শক্তিং শরীরে হৃদয়ে চ ভক্তিং
তব প্রিয়ং সাধয়িতুং প্রযচ্ছ।
জ্ঞানঞ্চ মহৎ জগদীশ! দেহি
কৃত্যে যথা মে ন ভবেৎ প্রমাদঃ॥

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

।বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের আফিস হইতে প্রকাশিত।

চুঁচুড়া
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীরাজকুমার সেন দ্বারা
মুদ্রিত।
১৩২৪

মূল্য ১৲ টাকা।

মুখবন্ধ

স্তব, ধ্যান, প্রণাম এবং সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষা ও নীতি সম্বন্ধীয় কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আমার পিতামহ পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গার্হস্থ্য ব্যবস্থায় প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে তাঁহার বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে তাঁহার সমক্ষে সমস্বরে আবৃত্তি করিতে হইত। সেই পবিত্র ব্যবস্থা হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রবর্ত্তিত হইলে হিন্দুসন্তানগণ শৈশব হইতেই স্বধর্ম্মের উচ্চতা এবং উদারতা সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন এবং সনাতন ধর্ম্মই যে পূর্ণ-সর্ব্বাঙ্গ ধর্ম্ম তাহার একটা আভাষ পাইতে পারেন। মধুর সংস্কৃত শব্দের ধ্বনি কানে বাজিতে থাকিলে এবং সত্য সনাতন ধর্ম্মের একটুও আভাষ হৃদয় মধ্যে পাইলে বাহিরের আর কোন প্রকারের কথাকেই হঠাৎ সারাৎসার বলিয়া বোধ হইতে পারে না; নৈতিক অবনতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে অনিত্য ঐহিক সুখ বৃদ্ধির জন্য মাত্র বিষম ব্যাকুলতা, 'যে-দরের জিনিস' তাহা বুঝিতে অসুবিধা থাকে না। পাশ্চাত্য সামরিক শক্তির ছটাতেও হিন্দু সন্তান অভিভূত না হইয়া দিগ্‌বিজয়ী সিকন্দর সাহের দূতের নিকট সেই প্রাচীন ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসীর অনুরূপ প্রশ্ন সরলভাবে উত্থাপন করিতে পারেন,—"এতদ্বারা মনুষ্য কি পরের ছেলেকে অন্ন দিতে অধিকতর উৎসুক হইতেছে? (পুণ্যাং পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে); আত্মজয় করার পথে অগ্রসর হইতেছে? (লোভক্রোধৌবশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং); সংযত, আস্তিক ও ভাল লোক হইয়া সমাজ মধ্যে প্রীতির এবং শান্তির অধিকতর অধিকারী হইতেছে? (অশান্তস্য কুতঃ সুখং)।"

ছোট ছোট মেয়েদেরও সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা দেওয়া, উহাদিগকে প্রকৃত হিন্দু-মাতা ও প্রকৃত হিন্দু-সহধর্ম্মিণী প্রস্তুত করার পক্ষে বিশিষ্টভাবেই কার্য্যকারী।

সনাতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্যের জন্যই হিন্দু উহাকে ধরিয়া রহিয়াছেন এবং "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" কথাটী হিন্দু শুধু মুখে বলেন নাই

সহস্র নির্য্যাতনের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কাজেও করিয়া আসিয়াছেন। তাই সনাতন ধর্ম্মও হিন্দুকে ধারণ বা রক্ষা করিতেছেন। "ধারণাৎ ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ ধর্ম্মোধারয়তে প্রজাঃ। মিশর, পারস্য, ব্যাবিলন, ক্যাল্‌ডিয়া, অ্যাসিরিয়া, গ্রীস, রোম, মেক্সিকো, ব্রিটেন প্রভৃতির প্রাচীন জাতীয় ধর্ম্ম এবং তথাকার প্রাচীন জাতির সন্তানেরা আজ কোথায়? পরধর্ম্মের এবং পরজাতির সহিত সংঘর্ষ হইবামাত্রই উহাদের লোপ হইয়া গিয়াছে! কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই ভারতবাসীর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অজর অমর অখণ্ড কেন? উহাই যে **সম্পূর্ণ সত্য ধর্ম্ম**! উহাই যে সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর সর্ব্বপ্রকার সাধনার জন্য উন্মুক্ত পরম কারুণিক বিরাট "**সর্ব্বব্যাপক ধর্ম্ম**!"

এই পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুই প্রকৃতপক্ষে পরধর্ম্মের এবং পরজাতির বিদ্বেষ করেন না। তাঁহার চক্ষে—"বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ং"; সকল ঈশ্বরপরায়ণ ভাললোককেই তিনি বন্ধু মনে করেন—যে সম্প্রদায়ভুক্তই তিনি হউন না এবং যে দেশবাসীই তিনি হউন না। হিন্দু যে শ্রীভগবানের শ্রীমুখেই শুনিয়াছেন "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"! হিন্দুর আর বিদ্বেষের স্থান কোথায়? এই সর্ব্বব্যাপী হিন্দুত্বকে গ্রাস করিবে কে? ফলতঃ হিন্দুর উদারতম শাস্ত্র সংসর্গে অপর **সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই উচ্চ সাধকদিগের মধ্যে সাত্ত্বিক হিন্দুভাব** অল্প বিস্তর প্রবেশ করিয়াছে, এবং করিতেছে। সাত্ত্বিক হিন্দু সে বাহাদুরী টুকুর দাবীও করেন না!! খৃষ্টান মিষ্টিক সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ের গুপ্ত যোগ সাধন হিন্দুর নিকটই প্রাপ্ত বলিয়া কেহ স্বীকার করুন বা না করুন তাহাতে হিন্দুর কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। থিয়সফির ক্রমশঃ সর্ব্বদেশ বিস্তারে "ভেজাল হিন্দুত্বের"ও রসাস্বাদে যে অপর জাতীয়দিগের অনেকটা আনন্দ লাভ হয় ইহাই সূচিত করিতেছে। কেহ তাহা স্বীকার না করেন তাহাতে কোন ক্ষতিই নাই। "সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু" — "সকলেই স্ব স্ব মঙ্গলের পথ দেখিতে পাউন"—হিন্দুর এই মাত্র প্রার্থনা।

সর্ব্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞান চক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥

—ইহা ভগবান মনুর উপদেশ। প্রকৃতপক্ষেই অপরাপর সমস্ত মতবাদ এবং আচার প্রণালী একটু জ্ঞান চক্ষুতে দেখিলেই তাহাদের “অসম্পূর্ণতা” উপলব্ধি হয়; অনেকটা রজোগুণের এবং তমোগুণের মিশ্রণ ধরা পড়ে। হিন্দু দেখিতে পান যে বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষরূপী সনাতনধর্ম্মের নিম্নতর শাখাগুলির এক একটী অবলম্বনে অন্যান্য ধর্ম্ম ঝুলিতেছে; অপরাপর ধর্ম্মের কোনটীতে দাস্য ভাব বা অন্য কোন একটী ভাবের অনুশীলনের মাত্র অবকাশ আছে। উহাও কোন মতেই কম কথা নয়, উহাও মানবের যথেষ্ট উপকারী; সেই জন্য হিন্দু কাহাকেও স্বধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে বলেন না; কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের বিশুদ্ধ সাত্বিকতা, সর্ব্বব্যাপকতা, সর্ব্বদর্শিতা, সর্ব্বপ্রেমিকতা, এবং ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য এবং বিভিন্ন প্রকার অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থার দ্বারা সকলেরই উন্নতির সুগমতা প্রদান উপলব্ধি করিয়া হিন্দুর মনের শান্তি অবিচলিত থাকে এবং বিমলানন্দ অনুভূত হয়; “সার্থক জনম মম জন্মিয়াছি এই দেশে”—ইহা প্রকৃতপক্ষেই মনে হয়; কাহার সহিত অবস্থা পরিবর্ত্তনে ইচ্ছা হয় না। পরন্তু মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সকল দেশের ভাল লোকে এই মুক্তি ক্ষেত্রে জন্ম লইয়াই কৈবল্য মুক্তির অধিকার ক্রমশঃ পাইতেছেন। প্রকৃতই এই পবিত্র ভারতভূমি কর্ম্মক্ষেত্র এবং মুক্তি ক্ষেত্র। অপর সকল দেশ ভোগভূমি।

সনাতন ধর্ম্মের উদারতায় চৌর্য্যবৃত্তি শূকরভোজী ডোম এবং পচা গোমাংসভোজী মুর্দ্দাফরাসও হিন্দু; আজীবন সংযমী পরম পবিত্রচেতা হবিষ্যান্ন ভোজী একনিষ্ঠ ভগবদ্‌ভক্ত ৺ কাশীবাসী মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও হিন্দু। বৃক্ষতলে সিন্দুরের একটী ফোঁটা দিয়া গ্রাম্য দেবতার বা উপদেবতার পূজা সারিয়া মদ্যপানকারী ডোম, চামারগণও হিন্দু এবং

“অব্যক্তং সর্ব্বতোব্যাপ্ত মিদমিত্থং বিবর্জ্জিতং।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্ব্বহু সমাধিভিঃ॥

সেই অবাঙমনসোগোচরে মগ্ন, দেবদুর্ল্লভ আনন্দপূর্ণ, জীবন্মুক্ত, মহাযোগীও হিন্দু! পরম কারুণিক সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম কাহাকেও ত্যাগ করেন না; কাহারও ধর্ম্মোন্নতির প্রতিষেধ করেন না; বিরাট বিশ্বে যাহাদের স্থান আছে সনাতন ধর্ম্মের আশার বাণী সে সকলের জন্যই আছে। ধীরভাবে এবং সদা-

চারে ভক্তি বৃদ্ধির এবং জ্ঞানোন্নতির অনন্ত পথে কুলধর্ম্মের মার্গে যাইতে সনাতন ধর্ম্ম সকলেই প্রোৎসাহিত করেন। সকলকেই "এক ক্ষুরে মাথা মুড়াইয়া দিবার জন্য"—মৌখিক কোন একটী মতবাদ "খ্যাপন" জন্য—কোনরূপ মোহান্ধভাবে জিদ করেন না!

গুহক চণ্ডাল, রবিদাস চর্ম্মকার, সদন কসাই, ধনা জাঠ, জোলা কবীর ভক্তির মাহাত্ম্যে হিন্দুমাত্রেরই সম্মান আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। অথচ তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বিবাহ সম্বন্ধ করেন নাই; তাঁহারাও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহেন নাই। হিন্দু ইহাঁদের গুণ কর্ম্ম হিসাবে ব্রাহ্মণ, কিন্তু জন্ম হিসাবে অন্ত্যজাতি বলিয়া ধরিয়াছেন; তেমনি আবার জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ কিন্তু গুণ কর্ম্মানুসারে অন্য জাতীয় বলিয়া ব্রাহ্মণের ভিতরে শ্রেণী বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্মতত্ত্বে অজ্ঞ এবং ব্রহ্মসূত্রে গর্ব্বিত ব্রাহ্মণসন্তান "পশু ব্রাহ্মণ" সংজ্ঞক! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে খাঁটি-বাগ্দী এবং খাঁটী মেথর প্রকৃত এবং সুসঙ্গতভাবেই নিজেদের ভ্রষ্ট-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চতর এবং পবিত্রতর জ্ঞান করিয়া থাকেন।

হিন্দু সমাজ ও হিন্দুশাস্ত্র সকলকে সকল প্রকার খাদ্য ব্যবহার বা আচার অবলম্বন করিতে বলেন না। একটু উচ্চাধিকার পাইলেই "বৃথা মাংস" খাইতে বারণ করেন; এবং সকলেই মৎস্য, মাংস, মদ্য, মৈথুন সম্বন্ধে "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" বলিয়া আসিতেছেন। সেইরূপ সমাজের সকল স্ত্রীলোকেরই ডোমকন্যার ন্যায় ইচ্ছামত বিবাহ ভঙ্গ ও পত্যন্তর গ্রহণ, এবং পরপুরুষের সহিত মদ্যাদি পান করিয়া নৃত্য করিবার অধিকার থাকা সঙ্গত মনে করেন না। একান্ত নির্ম্মল মানস, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত, জীবন্মুক্ত মহাত্মপুরুষদিগের ভিন্ন অপরের সম্বন্ধে জন্মান্তরবাদী হিন্দু, সুকৃতি দ্বারা (উচ্চ শ্রেণীর উপযোগী সংযমাদি অবলম্বন দ্বারা) ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে উৎসাহ দিয়া থাকেন; পূর্ব্বজন্মের পূণ্যে উচ্চ শ্রেণীতে জন্ম পাইয়া আবার "আরূঢ় চ্যুত" হওয়া পরিতাপের বিষয় মনে করেন; সে কার্য্যে উৎসাহ দেন না। কেহ নামিয়া গেলে সে নামিয়া যাওয়াটা হিন্দুসমাজ ক্ষোভের সহিত স্বীকার করিয়া উপেক্ষা করেন। নিজেরা নামিয়া গিয়া যাহারা সমগ্র সমাজকে তাহাদের অসংযমের এবং স্বেচ্ছাচারের ফলভোগ করাইতে চায়—

যাহারা "পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ—"তাহারাই দলাদলি রেষা-রেষির সৃষ্টি করেন। ধৃষ্টতায় উপেক্ষাই এরূপস্থলে হিন্দুর পবিত্র শাস্ত্রানুসারে হিন্দুর একমাত্র অবলম্বন। উদার হিন্দুর শাস্ত্র বলেন যে উহারাও ভোগে কর্ম্মক্ষয় করিয়া আবার মঙ্গলের পথ ধরিবে।

সনাতনধর্ম্মী হিন্দুর গার্হস্থ্য-আদর্শীভূত শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতা দেবী অপর সকল দেশের সকল আদর্শের অপেক্ষাই উচ্চতম এবং পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ। উহাঁদেরই চরিত্র ভক্তি জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম্মের (অক্ষোভে সকল বিধি পালনের) পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রদর্শক। হিন্দু যতদিন শ্রীরাম চরিত্র না ভুলিবে—তারক ব্রহ্ম রাম নাম যতকাল হিন্দুর কর্ণে বাজিবে—শত শত দুরবস্থায়ও ততদিন হিন্দুর "মার" নাই। ছেলেদের ও মেয়েদের হাতে পূর্ব্বের মত রামায়ণই যেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেওয়া হইতে থাকে। আবার দেশে ভক্ত সেবক, অনুগত ভ্রাতা, সুখদায়ক সুপুত্র, পতিকুলহিতৈষিণী পত্নী অধিকতর সংখ্যায় দেখা দিবেন; প্রকৃত সুশিক্ষার প্রবর্ত্তন হইবে।

হিন্দু উপদেষ্টৃগণ একান্ত নিম্নাধিকারীকে স্নান এবং দিনান্তে একবারও রাম নাম, কৃষ্ণ নাম, হরি নাম, বা দুর্গা নাম, কালী নাম বা অন্য যে কোন দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে উৎসাহিত করেন। অক্ষমকে অধিক ফরমাইস করেন না। [তাহা করিতে গেলে উহারা যে সে দিকেও যাইবে না!] উহাদের রামলীলাদি শুনিয়া এবং দুর্গা দুর্গা, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিয়া পবিত্র হইতে বলেন।

সনাতন ধর্ম্মী হিন্দুর প্রীতি ও সহানুভূতি প্রকৃত এবং সর্ব্বব্যাপক। তবে নিম্ন শ্রেণীর ও অন্ত্যজের মধ্যে (যেমন অন্য সকল বিষয়েই) শিক্ষাদান সম্বন্ধে "আধুনিক" হিন্দুর উদ্যমের বিশেষ ত্রুটীই লক্ষিত হয়।

বিরাট ভারত সমাজের আধুনিক আর্য্য সমাজী শাখার দ্বারা গোমাংস ভক্ষণ সংকোচকারক "শুদ্ধি" (ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বড়ই মোহান্ধভাবে সনাতন ধর্ম্মের অযথা নিন্দা করেন বটে, তথাপি ঐ কার্য্যের জন্য হিন্দু কৃতজ্ঞ) ব্যবস্থায় কৃত-মুসলমান এবং অন্ত্যজদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে কতকটা সৎকার্য্য হইতেছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এক সময়ে এদিকে অনেক কাজ করিয়াছিলেন; এখনও করিতে সক্ষম। রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারাও এই কাজ ভাল হইতে পারে।

বৌদ্ধের ও জৈনের প্রীতি অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অপেক্ষা ব্যাপকতর। উহাঁরা ইয়ুরোপীয় স্বদেশ প্রীতির, এমন কি মুসলমান এবং খৃষ্টানের মানব-প্রীতিরও গণ্ডি ছাড়াইয়া জীব মাত্রের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন। উদ্ভিদ্ জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জৈনী ভিক্ষু অনেকে ধান্য অথবা আস্ত মটর ছোলা প্রভৃতি ভিক্ষা লয়েন না। চাউল ও ভাঙ্গা ডাল লইয়া থাকেন। স্বহস্তে বীজ মধ্যস্থ 'জীবনের নাশ' করিতে চাহেন না! কিন্তু হিন্দুরই প্রীতি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বব্যাপক। তাঁহার চিন্ময় সম্ভূত জগতের সর্ব্বাংশের প্রতি অনুরাগ। হিন্দু প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া—ভূতলে পদক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে 'প্রিয়দত্তায়ৈ ভূবে নমঃ' বলিয়া ভূমিকে প্রণাম করেন, হিন্দু আহারের পূর্ব্বে বৈশ্বদেব বলি উপলক্ষ্যে কীট পতঙ্গদিগকে কিছু অন্ন দিবার কথা; ভোজন শেষে হিন্দু আজও "শত অন্ন" কুকুর বিড়াল কাক পিপীলিকা প্রভৃতির জন্য রাখিয়া দেন। হিন্দু বৃক্ষাদি সম্বন্ধে করুণা পূর্ণ হৃদয়ে বলেন—

বেষ্টিতা বহুরূপেণ তমসা কর্ম্ম হেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞাভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখসমন্বিতা॥

হিন্দু সেই জন্য ফুলের বোঁটা উহার গ্রন্থির নিকট খসাইয়া লন। বৃক্ষকে অনর্থক কষ্ট দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। তিনি "দেবোদ্দেশেই" পুষ্প পত্র চয়ন করেন। "কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং" বলিয়া সঙ্কুচিতভাবে তুলসী পত্র লইয়া থাকেন। ফুলের তোড়ার সৌন্দর্য্য বা সুগন্ধ "নিজে ভোগ" করিবার জন্য নির্ম্মমভাবে ফুল গাছের খানিকটা ডালশুদ্ধ ছাঁটিয়া লয়েন না! 'দাঁতন কাঠি' বনস্পতির নিকট প্রার্থনা করিয়া ভগ্ন করেন! পবিত্র ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রোফেসর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুজ মহাশয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাবিধান দ্বারা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগকে দেখাইতে পারিয়াছেন যে প্রকৃতই গাছের ডাল কাটিলে উহার তাড়িত শক্তি অনেকটা বিচলিত হয়। মহাযোগী হিন্দু শাস্ত্রকারেরা উহাদের অন্তঃসংজ্ঞা এবং সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন! তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গলিত পত্রাদিই (আপনা হইতে খসিয়া পড়িলে) ভক্ষণ করিতেন। হিন্দু এই পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ নিবাসীরই অতীত কোটি কুলের জন্য তর্পণ করেন এবং তৃণ গুচ্ছটী হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমগ্র বিরাট বিশ্বে তাঁহার প্রীতির বিস্তার। (অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবা-

সিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং ॥ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু)। সকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন যে দেব মন্দির চূর্ণকারী সুলতান মামুদ, কালাপাহাড়, সম্রাট আরাঙ্গীব প্রভৃতি এবং তাঁহাদের কোটি পূর্ব্ব পুরুষের জন্যও উদার এবং প্রীতিপূর্ণ হিন্দু প্রত্যহ তর্পণ করিয়া আসিতেছেন!

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই যেন মঙ্গলের পথ দেখিতে পায়, সকলেই যেন নিরোগী হইয়া সুখে থাকে সাত্বিক হিন্দু ইহা প্রত্যহ প্রার্থনা করেন।

সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥

"সর্ব্ব-প্রেমিক" হিন্দুর স্বার্থে ও পরমার্থে অভেদ। সেই জন্য হিন্দুর মধ্যে নিরীহ এবং শ্রীভগবানে একান্ত আত্মনিবেদনকারী ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের মনে অধর্ম্মের প্রাবল্যে এবং পরপীড়নে "গ্লানি" জন্মিলে, তাঁহাদের সেই "গভীর গূঢ় বেদনা" মোচন জন্য, ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য, এই পুণ্যভূমিতে যুগে যুগে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

যদাযদাহিধর্ম্মস্য "গ্লানি"র্ভবতি ভারতঃ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥

*   *   *   *

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

প্রকৃত হিন্দুর স্বদেশভক্তি পাশ্চাত্য স্বদেশ ভক্তি হইতে পবিত্রতর। উহাতে পরজাতি বিদ্বেষ মিশ্রিত নাই। হিন্দু "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়"" বলেন। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ও বলেন। হিন্দু, বিধি প্রেরিত ইংরাজরাজের প্রদত্ত স্বধর্ম্ম পালনের সুযোগ, শান্তি, তীর্থ দর্শনের সুবিধা, রেল ডাক টেলিগ্রাফ ও একবিধ শাসন পদ্ধতির দ্বারা সমস্ত ভারত সমাজের দ্রুত-সম্মিলন-সাধন, ছাপাখানা সাহায্যে সৎকথার ও শাস্ত্র গ্রন্থের প্রচার দ্বারা প্রাদেশিক ভাষার উন্নতিসহ সাধারণ শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি যে সকল অসামান্য উপকার পাইতেছেন তাহার জন্য একান্তই "কৃতজ্ঞ"। প্রকৃত হিন্দু স্বদেশকে পিতৃমাতৃ তুল্য এবং বিদেশকে প্রতিবাসীর তুল্য দেখেন। তিনি স্বদেশকে ঐকান্তিক ভক্তি করেন; তাহার সর্ব্বপ্রকারে সেবা করেন। বিদেশের বিপদে—দুর্ভিক্ষাদিতে—সহানুভূতি সহ সাহায্য প্রেরণ করেন। দরিদ্র এবং সংযমী হিন্দুর দেশ-

ভক্তি তাঁহাকে স্বদেশে কর্ম্মঠ ভাল লোক সৃজন জন্য "বিলাসিতা বর্জ্জন" করিতে বলে; দেশীয় শিল্পীর "রক্ষা" সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পালন জন্য উদ্যম সহিত দেশীয় মোটা টেঁকসই এবং একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত মাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার সভক্তিক ব্যবহার করিতে বলে; (মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই!) একান্তই প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য স্বদেশে প্রস্তুত না হইলে এবং তাহা "অগত্যা" লইতে হইলে জাপান, জর্ম্মণি, মার্কিন প্রভৃতি অপর সকল দেশের অপেক্ষা এক্ষণে নিকটতর সম্পর্কে সংযুক্ত বলিয়া "ইংলণ্ড" হইতেই তাহা লইতে বলে; পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের গল্পমাত্র না শুনিয়া তাহার কার্য্যকরী বিদ্যার 'প্রকৃত লোকোপকারক অংশটা' নিজস্ব করিয়া লইতে বলে; বৃথা দলাদলি ছাড়িতে বলে; প্রতি পল্লীগ্রামে এবং সহরের প্রতি মহল্লায় প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি, ধর্ম্মব্যাখ্যার ও বিবাদ মিটান জন্য ভাল লোক জুটাইয়া নিজেদের কার্য্যের সাবেক কালের ন্যায় নিজেদেরই ব্যবস্থা করিতে বলে; প্লেগ ম্যালেরিয়া বসন্ত কলেরার হস্ত হইতে যথাসম্ভব উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রতিবাসীর সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া গ্রামের জঙ্গল ও ময়লা সাফ করিতে এবং পুষ্করিণীর পঙ্কো-দ্ধার করিতে অবিরত নিযুক্ত থাকিতে বলে; দেওয়ালির (দীপাবলির) দিন বাড়ীর বাহিরে দুইটা দীপ জ্বালিলেই যে ধর্ম্মরূপী শ্রীভগবানের বা শ্রীশ্রী রক্ষাকালীর তৃপ্তিকর পূজা করা হয় না তাহা বুঝিতে বলে; বর্ষাশেষে, কার্ত্তিক মাসে, "সকলের সম্মিলিত চেষ্টায়" গ্রামের মধ্যের "সমস্ত আবর্জ্জনা" ক্ষেত্রে বাহির করিয়া দিয়া সেই পুণ্যকর্ম্ম শেষে যে শ্রীশ্রীপূজার "প্রকৃত অধিকার পাওয়া" যে হিন্দুর প্রাচীন ব্যবস্থা, তাহা স্মরণ ও হৃদয়ঙ্গম করিতে বলে; ম্যালেরিয়া ও প্লেগের প্রকোপ যে ঐ সময়ে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ সর্ব্ববর্ণের লোকে একযোগে এই বাস্তু পূজার কার্য্যে (যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তবপূজনং) করিলে ভগবৎ প্রীতি লাভ দ্বারা কমিতে পারে তাহাতে বিশ্বাস করিয়া প্রতি বৎসরই "দৃঢ় ভাবে" ঐ কার্য্য করিতে বলে; স্বোদরম্ভর হইয়া দানধর্ম্মে অবহেলা করিতে নিষেধ করে; মুষ্টি ভিক্ষা দানে ভারতবাসী যে উহার দরিদ্র পোষণ করিতেছে এবং অনেক দেশে যে ভিক্ষুককে কারাগারে পুরিয়া রাখা হয়, তাহা স্মরণ করিয়া "ধন যে দানের জন্য এবং ভোগের জন্য

নয়" তাহা ভুলিতে নিষেধ করে; চিত্তশুদ্ধিকর ক্রিয়া কর্ম্মের এবং বিদ্যাশিক্ষার লোপে (কুবিবাহৈঃ ক্রিয়া লোপৈ বেদানামনধ্যায়নেন চ। কুলান্যকুলতাং যান্তি।) যে মনুষ্য বংশ অবনত হয় তাহা মনে রাখিতে বলে; স্বার্থপরতার, রজোগুণের এবং বিলাসিতার বৃদ্ধিতে যে ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে একান্তই অশান্তির এবং দুঃখের বৃদ্ধি হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া নিজের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সত্যপূত, সাত্ত্বিক সরল সৎপথে সজ্ঞানে সভক্তিক উদ্যম করিতে বলে; নিরুদ্যম বিশৃঙ্খল আধুনিক হিন্দুকে মুসলমানের স্বধর্ম্মী ভক্তির এবং ইয়ুরোপীয়ের স্বদেশ ভক্তির ও দলবন্ধন পূর্ব্বক উদ্যমের কতকটা (হিন্দুসম্মত সৎপথে অনুকরণ করিতে বলে; ফলতঃ হিন্দুকে আবার **"প্রকৃত হিন্দু" হইতে বলে।** হিন্দুর পবিত্র জীবন দেখিয়াই যে পৃথিবীর অপরাপর জাতীয়ের সাত্ত্বিক জীবনের আদর্শ পাইবার কথা তাহার (স্ব স্ব চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বং মানবাঃ) স্মরণে ধীর, শান্ত, উদার, উদ্যমশীল 'সাত্ত্বিক কর্ত্তা' হইতে হিন্দুকে বলে।

বস্তুতঃ হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্রানুসারে গোমাতাকে, জননীকে ও জন্মভূমিকে স্বর্গাপেক্ষা উচ্চতর বুঝিয়া—জগদম্বার প্রতিরূপা জানিয়া—সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের সভক্তিক সেবায় ও পোষণে মাত্র ধীর এবং নিরীহ হিন্দুর স্পৃহা। তিনি পরের ছেলের অন্ন মারিতে চাহেন না। স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু, রাজার প্রতি বিশিষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং বিদেশীর প্রতি প্রতিবাসীর এবং বন্ধুর ন্যায় স্নিগ্ধ-প্রীতি-পোষণ করিতে বাধ্য। প্রীতির পূর্ণ বিকাশে, জ্ঞানের পরিপূর্ণতায়, ভেদজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলোপে সাংসারিক সকল কর্ত্তব্যেই সাত্ত্বিক উদ্যমের পোষণ ব্যবস্থায়, ধৃষ্টতায় উপেক্ষায় হিন্দুত্ব অদ্বিতীয়। নিষ্কামভাবে সর্ব্ব কর্ত্তব্য পালনই হিন্দুর আদর্শ। বিধির প্রতিপালনই হিন্দুর ধর্ম্ম। দেবঋণ, পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, মাতৃ-ভূমির ঋণ, স্বসমাজের ঋণ প্রভৃতি সকল কর্ত্তব্যকেই হিন্দু ঋণশোধের ভাবে দেখিতে আদিষ্ট।

হিন্দু শাস্ত্র অধিকারী ভেদ স্বীকার করেন। বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি, বিভিন্ন আচার পদ্ধতি, বিভিন্ন অবস্থাপন্ন বিভিন্ন অধিকারীর জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলিলে যাহার সমস্তই নৈরাকার" (প্রচলিত স্ত্রীলোকের উক্তিতে ঐ শব্দে অনাচার এবং বিশৃঙ্খলা মাত্র বুঝায়)

বোধ হইবে, তাহাকে হিন্দু সে কথা বলেন না। উচিতভাবে সকলকেই চিত্ত শুদ্ধি এবং মন স্থির করিবার উপায় দেখাইয়া দেন। "ক" "খ" না পড়িয়াই গীতা ও উপনিষদ লইয়া বসিলে কোন কাজ হইবে না, ইহাই বলেন। আচার সম্বন্ধে ও সংযম সম্বন্ধেও সোপান দেখাইয়া দেন। হিন্দু মাংসভোজীকে বলেন না যে তোমার উদ্ধার নাই। যে প্রত্যহ মাংস খায় এবং খাইবেই তাহাকে বলেন "বৃথা মাংস খাইও না।" ঐ সোপানে উঠিয়া দাঁড়াইবার পর উহার উপরের শ্রেণীর কথা উল্লেখে বলেন অমুক অমুক দিনে মাংস খাইতে নাই; তাহার পর বলেন, মাংস উপহার সাধ্য পূজায় মাত্র খাইতে হয়, মাংস-আহারের "উদ্দেশ্যেই" রোজ রোজ পূজা দেওয়াটায় কি প্রকৃত পক্ষে পূজা দেওয়া হয়? [শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং]। তাহার পর বলেন "কুমড়া বলি দাও"; সঙ্গে সঙ্গে বলেন কাম ক্রোধকে ছাগ মেষের প্রতিরূপ জানিয়া মার কাছে বলি দাও। (কাম ক্রোধৌ ছাগমেষৌ)। ঐরূপে তন্ত্রশাস্ত্র মদ্যপকেও সাধন মার্গ হইতে তাড়াইয়া দেন না। শিশুর ন্যায় উহার হাত ধরিয়া অল্পে অল্পে সৎপথে চলিতেই শিখান। সকল নিম্নাধিকারীর প্রতিই হিন্দু শাস্ত্রের অসীম কৃপা। সকলকে একইরূপ খাইতেই হইবে, একই আচার পালন করিতে হইবে, বুঝ না বুঝ একই মতবাদ "থ্যাপন" করিতে হইবে, হিন্দু শাস্ত্রের এরূপ "জবরদস্তি" নাই। হিন্দু মদ্যপকে বলেন না যে তোমার উদ্ধার নাই। তাহাকে প্রথমে বলেন মদ্য জিনিসটা ভাল এজন্য নয়; অন্ততঃ দশবার ৺কালীনাম জপ করিয়া "মা" "মা" বলিয়া ডাক; তাহার পর সেই "শোধিত মদ্য" পান করিও। তাহার পর ক্রমশঃ সংযম বৃদ্ধিসহ উচ্চাধিকার প্রাপ্তিতে বলেন শতবার জপ কর; সহস্রবার জপ কর; শেষে বলেন লক্ষবার জপ কর নচেৎ ঠিক শোধন হয় না। যে লক্ষবার জপ করিবে তাহার আর মদ্য পানের সময়ও হয় না, প্রবৃত্তিও থাকে না! অধম মদ্যপকে হিন্দু শাস্ত্র পদ্ধতি এইরূপে উত্তম সাধক করিয়াই তুলেন এবং

বলেন মার নামেই মত্ততা আসিবে—"মন মাতাল মাতিবে, মদোমাতাল হইতে যাইবে কেন?" "তখন" বলেন "মদ্য অস্পৃশ্য।

অযোধ্যার পাঁড়ে সিপাহীকে মদ খাইয়া হৃদয়ে উৎসাহ ও সাহস আনিতে হয় না। নিম্ন শ্রেণীর পাহাড়ীয়া ও মাড় সিপাহী এবং সাধারণতঃ ইউরোপীর ফৌজ মদ খাইয়া "ডচ্ করেজ" বা যুদ্ধের সাহস আনে; তদ্ব্যতীত তোপের মুখে যাইতে সাহস পায় না! তুমি যমভয়বারিণী মার অভয় পদে মন রাখিয়া শব সাধন করিতে পার না? সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনী মার ছেলে মৃত্যুকে "ভয়" করিবে কোন দুঃখে! মৃত্যুতে ত দেহত্যাগ মাত্র; জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের ন্যায়। ফলতঃ ব্রহ্মচারী সংযত সাত্বিক হিন্দুই "ইচ্ছা মৃত্যুর" রীতিমত অনুশীলনে সামর্থ্য পাইয়াছিলেন; ভীষ্ম দেবের ন্যায় যথা-কালে শ্রীভগবানের সহিত যোগে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগের কথা অন্য কোন জাতি কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই!

হিন্দু শাস্ত্রের উচ্চাধিকারীর প্রতি উপদেশ এই যে সর্ব্বদা ব্রহ্মসদ্ভাবে থাকিবে; উহা ধ্যানের অপেক্ষা উত্তম; জপ পদ্ধতি অপেক্ষা ধ্যান উত্তম; বহিঃপূজা হইতে স্তুতি উত্তম। কিন্তু উচ্চাধিকার প্রাপ্তিতে উদ্যম করার জন্য উচ্চ সাধককে "বহিঃপূজাঽধমাধমা" বলায় উহার সহিত "মানস পূজার" সংযোগ করিতেই বলা হয়। "এখনও সবে 'ক' 'খ' পড়িতেছে!" বলিলে ক খ ছাড়িয়া একেবারে শাস্ত্রী পরীক্ষা দিতে বলা হয় না। শুধু ক খ পড়িয়াই জন্ম জন্মান্তর কাটাইও না, শুচি হইয়া আসন স্থির করিয়া শারীরিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া লইয়া মানসপূজা আরম্ভ কর, ইহাই বলা হয়; উচ্চতর সোপান আছে এই মাত্র বলিয়া ভক্তিমান উদ্যমশীল আস্তিক ব্যক্তিকে উৎসাহিতই করা হয়। ফলতঃ মনুষ্য নামধেয় সকলকেই মনের নির্ম্মলতা সাধন জন্য নির্দ্দিষ্ট সকল উপায়ই অভ্যস্ত করিয়া লইতে হইবে এবং নিজেকে "তৃণাদপি সুনীচ" মনে করিয়া ধীর ও সংযত হইয়া চলিতে এবং অগ্রে অগ্রে প্রকৃত পক্ষে (শুধু মুখের কথায় নয়) অগ্রসর হইতে হইবে!

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরও ক খ ছাড়িলে চলে না। তবে তাঁহাকে ক খ র জন্য অধিক সময় দিতে আর হয় না। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সকল হিন্দুর পক্ষে নূতন সৃষ্টির প্রারম্ভে উপাসনার ক্রম প্রণালীর স্মারক ব্রহ্মযজ্ঞ-

সাদি হইতে সোঽহং ভাব পর্য্যন্তের উল্লেখ ব্যবস্থাটী কি সুন্দর! যেদিন যখন মনের যেরূপ ভাব তদনুসারে সর্ব্ব ব্যাপকের সেই অংশ "শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা" কর; তখন তাহাতেই করুণাময় অচলা ভক্তি দিবেন! নিভৃতে, ভাগবত ও উপনিষদ পাঠ কালেও ব্যাকরণখানা উল্টাইয়া দেখিকে ইচ্ছা হওয়ায় দোষ নাই; উহাতে পাঠটা পাকাই হইবে। উচ্চ স্থানে দৃঢ় থাকায় সুবিধা করিয়া লওয়াই উচিত; গোড়ায় গলদ রাখিয়া দেওয়া ভ্রম। মৌখিক "বিশ্বাস খ্যাপনে" লাভ নাই। যেটা যখন ঠিক বিশ্বাস করিতে পার, তুমি সেই সময়ে তাহারই অধিকারী। তখন সেই ধাপে ঠিক সরলভাবে দাঁড়াইলে উচ্চে উঠিতে চেষ্টা স্বতঃই আসিবে। হিন্দুশাস্ত্র ইহাই বলেন। সময়ে ফল্ সুপক্ক হয়; কিলাইয়া কাঁঠাল পাকান" ঠিক নয়। আহার্য্যের যে অংশ তুমি হজম করিয়া শরীরের মধ্যে রসরূপে গ্রহণ করিলে, তাহাই তোমার হইল; "তোমার পেটের" অনুপযোগী যাহা খাইয়াছিলে তাহা বাহির হইয়া যাইবেই। অধিকারী ভেদ তথ্য এই নৈসর্গিক নিয়মের উপরই ব্যবস্থিত। যাহা তোমার মনে ঠিক বসিল না—তুমি তাহার অধিকারী নহ, তাই ধরিয়া রাখিতে পারিলে না!

শিক্ষা দীক্ষার সুবিধা জন্য হিন্দু শাস্ত্রে গুরু ভক্তির অনুশীলনের ব্যবস্থা আছে। পিতা মাতা আদি গুরু। তাঁহাদের নিকটই প্রথম শিক্ষা। কোন নূতন স্থানে যাইতে হইলে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া যাইতে পারা সম্ভব কি? এই জন্যই গুরু করিতে হয়। শিক্ষার জন্য ব্যগ্রতা আসিলে সর্ব্বত্রই উপযুক্ত গুরু বা উপগুরু দেখিতে পাইবে। কোন্ সাত্বিক প্রকৃতিক ভক্তিমান ব্যক্তি সদ্‌গুরুর অভাবে পড়িয়াছেন? যিনি পরম গুরু তিনিই ধোপানীর মুখ দিয়া লালা বাবুকে "বাসনা জ্বালাইবার" কথা শুনাইয়াছিলেন। ঐ ভাবে তিনিই শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, শাস্ত্র গ্রন্থ, উপগুরু। কীট, পতঙ্গ সাধারণ মনুষ্য সকলকে দিয়াই তিনি "অনুক্ষণ" উপদেশ দিতেছেন; তাহা ভক্তিভাবে গ্রহণ করিলেই হয়। নিষাদ সন্তান একলব্য মৃত্তিকার দ্রোণ গড়িয়া তাহাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়া তাহারই একাগ্র পূজা দ্বারা হৃদয়াধিষ্ঠিত আদর্শ দ্রোণের সাহায্যে যেরূপে শস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া লইয়াছিল তাহা সকলেরই সাধন মার্গের ব্যবস্থা। স্বহস্তে শিবলিঙ্গ গড়িয়া সেই ভাবেই

শিব পূজার সাধারণ ব্যবস্থা আজও দেশময় সুপ্রচলিত রহিয়াছে। সভক্তিক উদ্যম অর্থাৎ সাধনায় নির্ম্মল বুদ্ধি প্রাপ্তি হয়। তাহাতেই জ্ঞান বা পরাভক্তি, তাহাতেই বিমলানন্দের অনুক্ষণ অনুভূতি।

এই উপলক্ষ্যে সনির্ব্বন্ধে নিবেদন করি যে **গুরু-পুরোহিত-সন্তানের শাস্ত্র শিক্ষার সাহায্য রূপ** হিন্দু গৃহস্থের প্রধানতম কর্ত্তব্যটীর বিস্মৃতির এবং অবহেলার পাপেই কি বর্ত্তমান 'গুরুবিভ্রাট' উপস্থিত হয় নাই? যে সকল ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষ্যে তাঁহাদের সাহায্য হইত তাহা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে, অথচ পৃথক বৃত্তিরও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না! এই ত্রুটী শুধরাইয়া লওয়া কি হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য নয়? এমন পবিত্র ধর্ম্ম শিক্ষার ও পালনের উপায় রক্ষা অপেক্ষা কি অপর সকলই অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্য? গুরু পুরোহিত সন্তানের শিক্ষার জন্য সাহায্য এবং উঁহাদের সম্মান করিয়া দেখ। সেই পুণ্যে উচ্চ শ্রেণীর গুরু স্বীয় কুলগুরুর বংশেই পাইবে।

হিন্দুকণ্ঠহারে সংগৃহীত সংস্কৃত শ্লোকগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইল না। বাঙ্গালী জন্মগুণে দেব ভাষার অধিকাংশ শব্দেরই উত্তরাধিকারী। একখানা বাঙ্গালা অভিধানের সাহায্যে এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির সাহায্যে সাধারণ রূপ বাঙ্গালায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সরল সংস্কৃত শ্লোকের অর্থগ্রহ করিতে পারেন। অর্থগ্রহ জন্য যিনি যতটুকু "যত্ন" করিবেন তাঁহার ততই লাভ হইতে থাকিবে। একজন পণ্ডিত এমন কি দুই জন বন্ধু সহ শ্লোকার্থ জ্ঞানে যত্ন করিলে ফল আরও ভাল হইবে।

এই সঙ্কলনে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আদেশে আমি পূজ্যপাদ ৺ পিতামহ দেব প্রতিষ্ঠিত পবিত্র বিশ্বনাথ ফণ্ডের সেবক কর্ম্মচারীরূপে উহার সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এবং শ্লোক ও স্তবাদি প্রায় সমস্তই নিজের বাটীতে সংগৃহীত পাইয়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের সহায়তায় সেগুলি মুদ্রিত করিয়াছি মাত্র। জীবন শিক্ষা প্রভৃতি উপাদেয় পুস্তক প্রণেতা ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় সর্ব্বপ্রকারে এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। সর্ব্ববিদ্যা বংশোদ্ভূত পণ্ডিতাগ্রণ্য, ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের

একজন শ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁরা কাহার সাহায্যেই বা সর্ব্বদা উন্মুখ নহেন! এই মুখবন্ধের কথা গুলিও আমার পূজ্যপাদ ৺ পিতামহ দেবের গ্রন্থাবলী এবং উক্তি হইতেই সংগৃহীত এবং আমার নিজের ঘরেই প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়।

(হিন্দু-কণ্ঠহার)

প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোক।

১। ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতুঃ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং ॥

২। প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং ॥
নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্ ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

৩। অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥

৪। লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥

৫। জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

৬। প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

৭। অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং ॥

৮। প্রাণকান্তারপাথেয়ং সংসারচ্ছেদ-ভেষজং।
দুঃখ-শোক-পরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥

৯। গোকোটি দানং গ্রহণেষু কাশী
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসঃ।
সুমেরু তুল্যঞ্চ হিরণ্যদানং
গোবিন্দ নাম্নো নহি তুল্যমেব ॥

১০। কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্ ॥

১১। পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা, পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী, পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ॥

১২। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥

১৩। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনোনাম রাজা বাহু-সহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥

১৪। প্রাতরুত্থায় সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং ॥

১৫। সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বেভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥

১৬। প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্ম-মর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনং।
অপীড়য়া তয়োঃ কাম্য উভয়োরপি চিন্তয়েৎ॥

গুরু সম্বন্ধীয়।—

১। ধ্যান মূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

২। যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

৩। যো গুরুঃ স শিবঃ প্রোক্তো যঃ শিবঃ স গুরুঃস্মৃতঃ।
বিকল্পং যস্তু কুর্ব্বীত স নরো গুরুতল্পগঃ॥

৪। গুরুরেকো জগৎসর্ব্বং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকং।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সংপূজয়েদ্ গুরুম্॥

৫। কৃপামরন্দান্বিত পাদ পঙ্কজং—
শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনম্।
শুদ্ধং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং
স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিম্॥

গুরুর ধ্যান।—

৬। শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশং শুদ্ধ ক্ষৌম বিরাজিতং।
গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয় করাম্বুজং॥
মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেনাবলোকিতং।
বামোরু শক্তিসংযুক্তং শুক্লাভরণ ভূষিতং॥
স্বশক্ত্যাদক্ষ হস্তেন ধৃত চারু কলেবরং।
বামে ধৃতোৎ পলায়াশ্চ সুরক্তায়াঃ সুশোভনং॥
পরানন্দ রসোল্লাস লোচনদ্বয় পঙ্কজং।

শ্রীগুরুর ধ্যান।—

৭। সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাং।
প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং।
পদ্মরাগ সমাভাসাং রক্তবস্ত্র সুশোভনাং।
রক্তকঙ্কনপাণিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাং।
শরদিন্দুপ্রতীকাশাং রক্তোদ্‌ভাষিতকুণ্ডলাং।
স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাং।

প্রণাম।—

৮। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

৯। ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বগং সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।

১০। সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-গোচরং তমগোচরং।
গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহং॥

১১। নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে॥
অতি সৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াঽজ্ঞানহারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্যদায়িনে॥
শিবতত্ত্ব প্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে।
নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে॥
অনাচারাচারভাববোধায় ভাবহেতবে।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তমুক্তিদাত্রে নমোনমঃ॥

নমোঽস্তু শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে ।
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে ॥
কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে ।
আরক্তনিজতচ্ছক্তি-সমভাগ-বিভূতয়ে ॥
নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমোনমঃ ।

১২। সংসার বৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে ।
যস্তানুদ্ধরতে সর্ব্বাংস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

১৩। ত্বং পিতা ত্বঞ্চ মে মাতা ত্বং বন্ধুস্ত্বঞ্চ দেবতা ।
সংসারপ্রীতিভঙ্গায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

১৪। মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো, মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৭

১৫। একএব পরং বন্ধু র্বিষমে সমুপস্থিতে ।
গুরুঃ সকলধর্ম্মাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

১৬। হেতবে জগতামেব সংসারার্ণবসেতবে ।
প্রভবে সর্ব্ববিদ্যানাং শম্ভবে গুরবে নমঃ ॥

স্ত্রী গুরুর প্রণাম ঃ—

১৭। নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে ।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥

গুর্ব্বষ্টকং ।—

১৮। শরীরং সুরূপং ততো বা কলত্রং
যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্ ।
মনশ্চেন্নলগ্নং গুরোরঙ্‌ঘ্রি পদ্মে
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ॥১॥

---

৭ প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোক মধ্যে (২) দেখ ।

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদিসর্ব্বং
গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি জাতম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ॥২॥
ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ॥৩॥
বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু মত্তো ন চান্যঃ।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ॥৪॥
ক্ষমামণ্ডলে ভূপ-ভূপাল-বৃন্দৈঃ
সদা সেবিতং যস্য পাদারবিন্দম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ॥৫॥
যশো মে গতং দিক্ষু দান-প্রতাপা-
জ্জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎ প্রসাদাৎ।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ॥৬॥
ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিমেধে
ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ॥৭॥
অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে
ন দেহে মনো বর্ত্ততে মে ত্বনর্ঘ্যে

মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্॥৮॥
গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী
যতির্ভূপতির্ব্রহ্মচারী চ গেহী।
লভেদ্বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং
গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্॥

আদিত্যাদি নবগ্রহ সম্বন্ধে।—

১। শ্রীশ্রী সূর্য্যের ধ্যান।—

রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং॥

২। সূর্য্য স্তবঃ।—

শ্রীসূর্য্য উবাচ।—

শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত।
অলং নাম সহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্॥
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয়॥
বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥
লোক সাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা
তপন স্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম॥

শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধির্যশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥
য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেঽস্তমনোদয়ে।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং যচ্চ দুষ্কৃতম্।
একজপ্যেন তৎ সর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ॥
এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ॥
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বব্যাধি হরঃ শুভঃ॥
এবমুক্ত্বাতু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্ রোগাদ্বিমুক্তবান্॥

৩। নবগ্রহ প্রণাম :—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥১॥
দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি "শশিনং" ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥২॥
ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ "লোহিতাঙ্গং" "নমাম্যহম্॥৩॥
প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং "বুধম্"।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥৪॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি "বৃহস্পতিম্"॥৫॥

হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥৬॥
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা "শনৈশ্চরম্" ॥৭॥
অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং "রাহুং" প্রণমাম্যহম্॥৮॥
পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং "কেতুং" প্রণমাম্যহম্॥৯॥
ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রয়তঃ শুচিঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥
ঐশ্বর্য্যমতুলঞ্চাপি আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
নরনারীপ্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে ॥
তক্ষকোঽগ্নির্যমো বায়ু র্যে চান্যে গ্রহপীড়কাঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রুয়ান্ন সংশয়ঃ ॥

শ্রীশ্রীগণপতি।

১। শ্রীশ্রীগণেশের ধ্যান।—

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং।
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলং ॥
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃসিন্দূরশোভাকরং।
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু ॥

২। একদন্তস্তোত্রম্ (আংশিক)

সদাত্মরূপং সকলাদিভূত মমায়িনং সোঽহমচিন্ত্যবোধম্।
অনাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ ॥

অনন্তচিদ্রূপময়ং গণেশং হ্যভেদভেদাদিবিহীনমাদ্যম্।
হৃদি প্রকাশস্য ধরং স্বধীস্থং তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ॥
বিশ্বাদিভূতং হৃদি যোগিনাং বৈ প্রত্যক্ষরূপেণ বিভান্তমেকম্।
সদা নিরালম্বসমাধিগম্যং তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ॥

অজং নির্ব্বিশেষং নিরাকারমেকং
নিরানন্দ মানন্দমদ্বৈতপূর্ণম্।
পরং নির্গুণং নির্ব্বিকল্পং নিরীহম্
পরব্রহ্মরূপং গণেশং ভজামঃ॥

প্রণাম।—

১। দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ॥

২। যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি
পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে
বিশ্বস্য বা কারণমীশ্বরং বা
তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায়॥

দেবী সম্বন্ধীয়।

শ্রীশ্রী গঙ্গাদেবীর ধ্যান।—

সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুত সমপ্রভাং।
চামরৈর্বীজ্যমানাস্তু শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাং।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র নিজান্তরাং।
সুধাপ্লাবিত ভূপৃষ্ঠামার্দ্র গন্ধানুলেপনাং।
ত্রৈলোক্য নমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাং॥

অষ্টক ও স্তোত্র।—

১। মাতঃ! শৈলসুতাসপত্নি! বসুধা শৃঙ্গারহারাবলি!
স্বর্গারোহণ বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিষুৎপ্রেঙ্খত
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিত দৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥১॥
ত্বত্তীরে তরু-কোটরান্তরগতো গঙ্গে! বিহঙ্গোবরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি! বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্ধুর ঘটাসঙ্ঘট্ট ঘণ্টারণৎ-
কারত্রস্ত সমস্ত বৈরি বনিতালব্ধ-স্তুতি র্ভূপতিঃ॥২॥
উক্ষা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোঽপি বা বারণো বা
বারীণঃ স্যাং জনম মরণ ক্লেশ দুঃখা সহিষ্ণুঃ।
নত্বন্যত্র প্রবিরলরণৎ কঙ্কণ ক্বাণ মিশ্রং
বারস্ত্রীভিশ্চ মরমরুতা বীজিতো ভূমিপালঃ॥৩॥
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং বীচিভিরান্দোলিতং
দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎ সংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি! ত্রিপথগে! ভাগীরথি স্বংবপুঃ॥৪॥
অভিনব বিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
মদন মথনমৌলের্মালতী পুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী
ক্ষয়িত কলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু॥৫॥
যত্তত্তাল তমাল সাল সরলব্যালোলবল্লীলতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকর প্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্।
গন্ধর্ব্বামর সিদ্ধ কিন্নর বধূত্তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্॥৬

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি চরণচ্যুতম্
ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥৭॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজ গুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥৮॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
ন পুনর্দূরতস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ ॥
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ ॥

২। দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে,
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥১॥
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত-
স্তব জলমহিমা নিগমখ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং,
ত্রাহি কৃপাময়ি মাম জ্ঞানং ॥২॥
হরিপদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে,
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং,
কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারং ॥৩॥
তবজলমমলং যেন নিপীতং,

পরমপদং খলু তেন গৃহীতং।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ,
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥৪॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে,
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে,
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥৫॥
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে,
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে,
বিবুধবধূকৃততরলাপাঙ্গে ॥৬॥
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে,
কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥৭॥
পরিলবদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে,
জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে,
সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥৮॥
রোগং শোকং পাপং তাপং,
হর মে ভগবতি কুমতি কলাপং।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে,
ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে ॥৯॥
অলকানন্দে পরমানন্দে,
কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে।

তব তট নিকটে যস্য নিবাসঃ,
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥১০॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ,
কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথ গব্যূতৌ শ্বপচো দীন-
স্তব নহি দূরে নৃপতি কুলীনঃ ॥১১॥
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে,
দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিমমমলং নিত্যং,
পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যং ॥১২॥
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি,
স্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরকান্তপদপজ্‌ঝটিকাভিঃ
পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥১৩॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং,
বাঞ্ছিত ফলদং বিদিতমুদারং।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং,
পঠতু বিষয়ীস্তবমিতি চ সমাপ্তং ॥১৪॥

প্রণাম।—

সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

শ্রীশ্রীষষ্ঠীদেবীর ধ্যান।—

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাং।

পট্টবস্ত্র পরিধানাং পীনোন্নত পয়োধরাং
অঙ্কার্পিত সুতাং ষষ্ঠী-মম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ ॥

স্তোত্র।—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধৈ শান্তৈ নমো নমঃ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
শক্তি ষষ্ঠ্যাংস্বরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পরায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
বালাধিষ্ঠাতৃ দেব্যৈচ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাম্।
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
দেব রক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা।
হিংসা ক্রোধ বর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
ধনং দেহি প্রিয়াং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি।
ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি সুপূজিতে।
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তুয় লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতং।
যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ ॥
ষষ্ঠীস্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি চ বৎসরম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনম্।

বর্ষমেকঞ্চ যা ভক্ত্যা সংস্তুত্যেদং শৃণোতি চ।
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তা মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে॥
বীর পুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্।
সা চিরায়ুষ্মন্তমেব ষষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ।
বর্ষং শ্রুত্বা লভেৎ পুত্রং ষষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ॥
রোগযুক্তে চ বালে চ পিতা মাতা শৃণোতি চেৎ।
মাসঞ্চ মুচ্যতে বালঃ ষষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ॥

প্রণাম।—

জয় দেবি জগন্মাতর্জ্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে॥

শ্রীশ্রী মনসাদেবীর প্রণাম।—

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারু মুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তু তে॥

শ্রীশ্রী শীতলাদেবীর প্রণাম।—

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং।
মার্জ্জনী কলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃত মস্তকাং॥

শ্রীশ্রী গোমাতার প্রণাম।—

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য-এব চ,
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ।

শ্রীশ্রী তুলসীদেবীর প্রণাম।—

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণু-ভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রী রাধিকা দেবীর ধ্যান।—

অমল কমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং,
শশধর সমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং।
স্তন যুগগত-মুক্তাদাম দীপ্তাং কিশোরীং,
ব্রজপতিসুত-কান্তাং রাধিকামাশ্রয়েহহং॥

প্রণাম।—

তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গিং রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃকভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

শ্রীশ্রী লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান।—

পাশাক্ষ-মালিকাম্ভোজ-শৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ,
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চশ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং,
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।

মহালক্ষ্ম্যষ্টক।—

নমস্তেহস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে।
শঙ্খচক্রগদাহস্তে মহালক্ষ্মি নমোহস্তুতে॥১॥
নমস্তে গরুড়ারূঢ়ে কোলাসুর ভয়ঙ্করি।
সর্ব্বপাপ হরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্তুতে॥২॥
সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্ববরদে সর্ব্বদুষ্ট ভয়ঙ্করি।
সর্ব্বদুঃখ হরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্তুতে॥৩॥
সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রদে দেবি ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনি।
মন্ত্রমূর্ত্তে সদা দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্তুতে॥৪॥
আদ্যন্তরহিতে দেবি আদ্যাশক্তি মহেশ্বরি।
যোগজ্ঞে যোগসম্ভূতে মহালক্ষ্মি নমোহস্তুতে॥৫॥

স্থূল সূক্ষ্ম মহারৌদ্রে মহাশক্তি মহোদরে।
মহাপাপ হরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে ॥৬॥
পদ্মাসনস্থিতে দেবি পরব্রহ্ম স্বরূপিনি।
পরমেশি জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে ॥৭॥
শ্বেতাম্বরধরে দেবি নানালঙ্কারভূষিতে।
জগৎস্থিতে জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে ॥৮॥

প্রণাম।—

বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতস্ত্রাহি মাং দেবি : মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে ॥

শ্রীশ্রী সরস্বতী দেবীর ধ্যান।—

১। তরুণ শকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ।
কুচভর নমিতাঙ্গী সন্নিসন্না সিতাব্জে ॥
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তক শ্রীঃ।
সকল বিভব সিদ্ধ্যৈপাতু বাগদেবতা নঃ ॥

২। মুক্তাকান্তিনিভাং দেবীং জ্যোৎস্নাজালবিকাশিনীম্
মুক্তাহারযুতাং শুভ্রাং শশিখণ্ডবিমণ্ডিতাম্।

৩। যা কুন্দেন্দু তুষারহার ধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা
যা বীণা-বরদণ্ড-মণ্ডিতভুজা যা শুভ্র বস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা।
সা মাম্পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা ॥

৪। শ্বেত পদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বর ধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা ॥
শ্বেতাঙ্গী শুভ্রহস্তাচ শ্বেত চন্দন চর্চ্চিতা।
শ্বেত বীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার ভূষিতা ॥
বরদা সিদ্ধ গন্ধর্ব্বৈর্ব্বন্দিতা সুরদানবৈঃ।

অর্চ্চিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা ॥
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীং।
যে স্মরন্তি ত্রি-সন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তিতে ॥

প্রণাম।—

১। ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনী।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বজ্জীবন্মৃতোপমম্।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী যা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
হিমচন্দন কুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমো নমঃ ॥
বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেবচ।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ ॥
যয়া বিনাত্র সংখ্যাবান্ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে।
কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ॥
ধীশক্তির্জ্ঞানশক্তিশ্চ বুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী।
প্রতিভা-কল্পনা-শক্তির্যা চ তস্যৈ নমো নমঃ ॥

২। সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এবচ ॥

৩। জয় জয় দেবি চরাচর সারে
কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে।
বীণারঞ্জিত পুস্তক-হস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে ॥

শ্রীশ্রী গায়ত্রী ধ্যান।—

১। শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌশেয় বসনা তথা,
অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা।
আদিত্য মণ্ডলান্তস্থা ব্রহ্মলোকস্থিতাথবা,
শ্বেতৈর্ব্বিলেপনৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈশ্চ ভূষিতা॥

২। কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং॥
মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষস্থাং পীতবাসসীং।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং॥
সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সাম-বেদ সমাযুতাং॥

প্রণামঃ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নিদানে পরমাত্মিকে।
প্রণমামি মহাভাগে বেদগর্ভ সনাতনি॥

শ্রীশ্রী সীতাদেবীর ধ্যান।—

নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালংকৃতাং
গৌরাঙ্গীংশরদিন্দু সুন্দরমুখাং বিস্মের বিম্বাধরাং।
কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহর ব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং,
ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীং।

প্রণাম —

জনক-নন্দিনী দেবীং শ্রীরাম প্রিয়বল্লভাং।
তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গীং বন্দে সীতাং মনোহরাং॥

শ্রীশ্রী কালী ধ্যান।—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥

সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্ ।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্ ॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্ ।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্ ॥
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্ ।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্ ॥
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্ ॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্ ॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্ ।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাম্ ॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্ ।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্ ॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্ ।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাম্ ॥

২। মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং ।
পানিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্ ॥
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-
কালং বীক্ষ্যবিকাসিতানন বরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্ ॥

শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান।—

যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ।
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা ॥
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা।

রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।
নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী দেবীর ধ্যান।—

সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং॥
শাঙ্খ শার্ঙ্গ সমাযুক্ত বামপাণিদ্বয়ান্বিতাং।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে॥
রক্তবস্ত্র পরিধানাং বালার্কসদৃশীতনুং।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীং॥
ত্রিবলীবলয়োপেতাং নাভিনালমৃণালিনীং।
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং॥

শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীর ধ্যান।—

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ
শঙ্খং চক্রধনুঃ শরাংশ্চদধতীনেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎকাঞ্চীকণান্নূপুরা।
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতুবো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥

শ্রীশ্রীআদ্যা স্তোত্র।—

হ্রীং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা।
ইন্দ্রাণী অমরাবত্যামম্বিকা বরুণালয়ে।
যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভা॥
মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।
নৈঋর্ত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশান্যাং শূলধারিণী॥
পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী।
সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা॥
রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে।

বিজয়া ঔড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে ॥
কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।
বারানস্যামন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী ॥
কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।
দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মহেশ্বরী ॥
ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ।
নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী পরা।
দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ॥
রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণ-ধ্বংসকারিণী ॥
চণ্ডমুণ্ডবধে দেবী রক্তবীজবিনাশিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথনী মধুকৈটভঘাতিনী ॥
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী স্তোত্র।—

দেবি প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং, ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা, মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্ত বীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবিমুক্তিহেতুঃ
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥

প্রণাম।—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেন জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
নমোঽস্তুতে মহাদেবি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি।
মহাবিদ্যে পরারাধ্যে নরকার্ণবতারিণি॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যাপ্তবিষ্টপমণ্ডলে।
জগদ্ধাত্রী জগন্মাতর্নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলে॥
বরাভয়করে তারে নমস্তে করুণানিধে।
আদ্যন্তমধ্যরহিতে মহামহিমবারিধে॥
নমঃ সত্যায় ধর্ম্মায় ভবসাগরসেতবে।
চৈতন্য জ্যোতিষে তুভ্যং সর্ব্বকল্যাণহেতবে॥
নমস্তে সর্ব্বজননি সর্ব্বসঙ্কটতারিণি।
সর্ব্বেশ্বরি নমস্তুভ্যং সর্ব্বসন্তাপহারিণি॥
ত্রিগুণে ত্রিগুণাতীতে বিধিবিষ্ণুহরস্তুতে।
শান্তিরূপে দয়ারূপে কান্তিরূপে নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বোত্তমোত্তমে তুভ্যং নমঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরি।
নারায়ণি নমস্তুভ্যং পরমেশ্বরি শঙ্করি॥
নিরাকারাং নিরাধারাং নির্ব্বিকল্পাং নিরঞ্জনাম্।
নিষ্কলাং নির্ম্মলাং নিত্যাং নির্লিপ্তাং ত্বাং নমাম্যহম্
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপাং ত্বাং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্।
নানারূপধরাং বন্দে ভক্ত্যানুগ্রহকাম্যয়া॥
সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধিদাত্রীং সিদ্ধিরূপাং নমাম্যহং।
স্বেচ্ছাময়ীং স্বয়ংপূর্ণাং স্বপ্রকাশাং সনাতনীম্॥
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ পুরঃ পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং সর্ব্বত্রৈব নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীভবান্যষ্টক।—

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা ন পুত্রো ন পুত্রী
ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্ম্মমৈব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা
ভবানী॥
ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরো প্রপাত প্রকামী প্রলোভী
প্রমত্তঃ।
কুমার্গরজ্জুপ্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা
ভবানী॥২
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং ন জানামি তন্ত্রং ন চ
স্তোত্রমন্ত্রং।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং
ত্বমেকা ভবানী॥৩
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং ন জানামি মুক্তিং
লয়ম্বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতর্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং
ত্বমেকা ভবানী॥৪
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচার-
লীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা
ভবানী॥৫
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং দিনেশং নিশীথেশ্বরং
বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং
ত্বমেকা ভবানী॥৬

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥৭

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তিং প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥৮

—·—

শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টক।—

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে-
হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতুঃ
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

অপারে মহাদুস্তরেহত্যন্ত ঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তার নৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ড লীলা
লসৎ খণ্ডিতাখণ্ডলাশেষ ভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্ন সন্দোহহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি-
ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
নমস্তে নমস্তে শিবে ভীমনাদে
সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহগতানাম্ দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥

অপরাধভঞ্জন স্তোত্র।—

প্রাগ্দেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতো নার্চ্চিতোহহং,
তেনাদ্যেহকীর্ত্তিবর্গৈর্জঠরজদহনৈর্বাধ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ।
স্থিত্বা জন্মান্তরে নো পুনরিহ ভবিতা ক্বাশ্রয়ঃ ক্বাপি সেবা,
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥১॥

বাল্যে বালাভিলাষৈর্জ্জড়িতজড়মতির্বাললীলাপ্রসক্তো,
ন ত্বাং জানামি মাতঃ কলিকলুষহরাং ভোগমোক্ষৈকদাত্রীম্।
নাচারো নাপি পূজা ন চ যজনকথা ন শ্রুতির্নৈব সেবা
ক্ষন্তব্যো—॥২॥

প্রাপ্তোঽহং যৌবনঞ্চেদ্বিষধরসদৃশৈরিন্দ্রিয়ৈর্দষ্টগাত্রো-
নষ্টপ্রজ্ঞঃ পরস্ত্রী পরধনহরণে সর্ব্বদা সাভিলাষঃ।
ত্বৎপাদাম্ভোজযুগ্মং ক্ষণমপি মনসা ন স্মৃতোঽহং কদাপি
ক্ষন্তব্যো—॥৩

প্রৌঢ়ে ভিক্ষাভিলাষী সুতদুহিতৃকলত্রার্থমন্নাদিচেষ্টঃ,
ক প্রাপ্তঃ কুত্র যামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ।
নো তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ ভজনবিধির্নামসংকীর্ত্তনং বা
ক্ষন্তব্যো—॥৪

বৃদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাসকাসাতিসারৈঃ,
কর্ম্মানর্হোঽক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ
ক্ষন্তব্যো—॥৫

কৃত্বা স্নানং দিনাদৌ কচিদপিসলিলৈর্ম্মার্জ্জিতং নৈব পুষ্পৈঃ
নো নৈবেদ্যাদি চেষ্টা কচিদপি ন কৃতা নাপি ভাবো
ন ভক্তিঃ।
ন ন্যাসো নৈবপূজা নচ গুণকথনং নাপি চর্চ্চা কৃতা তে,
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে—॥৬
জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়হরণীং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীং
নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্যলীলাদয়াঢ্যাম্।
মিথ্যাকার্য্যাভিলাষৈরনুদিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসঙ্ঘৈঃ
ক্ষন্তব্যো—॥৭

কালাভ্র-শ্যামলাঙ্গীং বিগলিতচিকুরাং খড়্গমুণ্ডাভিরামাং,
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রীং কুণপগণশিরোমালিনীং দীর্ঘনেত্রাম্
সংসারস্যৈকসারাং মনসি ন চ কদা ভাবিতো ভাবনাভিঃ
ক্ষন্তব্যো—॥৮

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশঃ পরিণমতি সদা ত্বৎপদাম্ভোজযুগ্মম্,
ভাগ্যাভাবান্ন চাহং ভবজননি ভবৎ-পাদপদ্মং ভজামি।
নিত্যং লোভৈঃ প্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকস্ত্বাং
প্রযাচে, ক্ষন্তব্যো—॥৯

রাগদ্বেষৈঃ প্রমত্তঃ কলুষযুততনুঃ কামনাভোগলুব্ধঃ,
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌলসঙ্গৈর্বিহীনঃ।
ক্ব ধ্যানন্তে ক্ব চার্চ্চা ক্ব চ মনুজপনং নৈব কিঞ্চিৎ
কৃতোঽহং, ক্ষন্তব্যো—॥১০

রোগী দুঃখী দরিদ্রঃ পরবশকৃপণঃ পাংশুলঃ পাপচেতাঃ,
নিদ্রালস্যপ্রসক্তঃ স্বজঠরভরণে সর্ব্বদা ব্যাকুলাত্মা।
কিন্তে পূজাবিধানং ক্ব চ মনুজপনং কানুরাগঃ ক্ব চাস্থা,
ক্ষন্তব্যো—॥১১

মিথ্যাব্যামোহরাগৈঃ পরিবৃতমনসঃ ক্লেশসঙ্ঘাবৃতস্য,
ক্ষুত্তৃড়্নিদ্রান্বিতস্য স্মরণবিরহিণঃ পাপকর্ম্মপ্রবৃত্তেঃ।
দারিদ্র্যস্য ক্ব ধর্ম্মঃ ক্ব চ ভজনবিধিঃ ক্ব স্থিতিঃ সাধুসঙ্গে,
ক্ষন্তব্যো—॥১২

মাতস্তাত (স্ব) স্য দেহাজ্জননিজঠর (জ)গস্তাবদালব্ধদেহ-
স্ত্বংকর্ত্রী কারয়িত্রী করুণগুণময়ী কর্ম্মদেহস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থাপ্যহমপি ভবিতা সর্ব্বমেতত্ত্বদর্থং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ—॥১৩

ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘস্ত্বমসি হুতবহস্ত্বং জগদ্বায়ুরূপা,
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্বিকাহংকৃতিশ্চ।

আত্মা চৈবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ,
ক্ষন্তব্যো—॥১৪
ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং,
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বং।
ধূমা মাতঙ্গিনী ত্বং ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা,
ক্ষন্তব্যো—॥১৫
স্তোত্রেণানেন দেবীং পরিণমতি জনো যঃ সদা ভক্তিযুক্তো,
দুর্ব্বৃত্তিং দুর্গসঙ্ঘং পরিভবতি সদা বিঘ্নতা নাশমেতি।
নাধির্ব্যাধিঃ কদাচিদ্ ভবতি যদি পুনঃ সর্ব্বদা সাপরাধঃ,
সর্ব্বং তৎকামরূপা ত্রিভুবনজননী ক্ষাময়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা ॥১৬
জেতা শক্ত্যা কবীনাং ভবতি ধনপতির্দানশীলো দয়াত্মা,
নিষ্পাপী নিষ্কলঙ্কঃ কুলপতিকুশলঃ সত্যবাগ্ ধার্ম্মিকশ্চ।
নিত্যানন্দো দয়াঢ্যঃ পশুজনবিমুখঃ সৎপথাচারশীলঃ,
সংসারাব্ধিং সুখেন প্রতরতি গিরিজাপাদপদ্মাবলম্বাৎ ॥১৭

শ্রীশ্রীলম্বোদরজননী স্তব।—

শিশৌ নাসীদ্বাক্যং জননি তব মন্ত্রং প্রজপিতুম্।
কিশোরে বিদ্যায়াং বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ।
ইদানীঞ্চেদ্ভীতো মহিষ-গলঘণ্টাঘনরবা-
ন্নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥১
হরিঃ শেতে শেষে ননু কমলজো নাভিকমলে,
সমাধৌ সংলীনঃ পুরমথনদেবঃ প্রতিদিনম্।
ভবাদ্ভীতো মাতঃ পদকমলযুগ্মং তব বিনা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥২
পরিত্যক্তা দেবাঃ কঠিনতর-সেবাকুলতয়া,
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি,

ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ৩
ন মে বাক্যং যুক্তং নহি মদনুরক্তং জপবিধৌ,
ন পূজায়াং ধ্যানে ধরণিধরকন্যে মম মনঃ।
প্রসীদ ত্বং মাতর্গুণরহিতপুত্রেহধিকদয়া,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ৪
ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ,
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনম্।
ন জানে ত্বদ্ভক্তিং ন চ ভজনশক্তিং গিরিসুতে,
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥ ৫
পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ,
পরং তেষাং মধ্যে দুরিতসহিতোহহং তব সুতঃ।
মদীয়োহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৬
জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৭
স্বয়ম্ভূস্ত্বৎ-পাদাম্বুজভজন-কর্ত্তৈব জগতা-
মভূৎ কর্ত্তা ধর্ত্তা হরিরপি তথৈবাস্য জগতঃ।
সদা ভর্গী শম্ভুঃ পদকমলমেতাদৃশমৃতে,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ৮
চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো-
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং,
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্ ॥৯

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে,
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ ॥
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ,
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥১০
নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ,
কিং রুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব ॥১১
আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং, করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ, ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি ॥১২
জগদম্ব বিচিত্র-মত্র কিং, পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধ পরং পরাবৃতং, ন হি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ ॥১৩
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা নহি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥১৪

অধিভারতী দেবীর ধ্যান।—

(ভারতাধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর ধ্যান।)

হেমাভা হরিদম্বরা পদতলে নীলাম্বুলীলাঞ্চিতা,
স্নিগ্ধা স্নিগ্ধতরঙ্গিণী সুরধুনী পীযূষনিষ্যন্দিনী।
সূর্য্যেন্দুপ্রতিবিম্বিতাম্বরলসৎপ্রালেয়মৌলিজ্বলা,
সৌম্যা স্যাদ"ধিভারতী" ভয়হরা নিত্যান্নদা শান্তয়ে ॥

প্রণাম।—

১। মাতর্নমামি ভবতীং সতিদেহরূপাং
মাতর্নমামি বসুধাতলপুণ্যতীর্থং।
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতা-সমুদ্রাং
মাতর্নমামি হিমগৌর-কিরীটভূষাং ॥

২। সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে
ভক্তাভীষ্টপ্রদে মাতর্মহাদেবি নমোহস্তু তে॥

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাদেবীর ধ্যান।—

১। রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীং॥

২। তপ্তকাঞ্চনসংকাশাং বালেন্দুকৃতশেখরাং
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাং॥
চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাং।
সুবর্ণকলসাকার-পীনোন্নতঘনস্তনীং॥
নৃত্যন্তমীশমনিশং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাং
সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীং।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যাং নমস্কৃতাং॥

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাষ্টক।—

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী,
নির্দ্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষ-মাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥১
নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী,
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতারুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥২
যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,
চন্দ্রার্কানল ভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমস্ত-বাঞ্ছনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৩
কৈলাসাচল-কন্দরালয়করী গৌরী উমাশঙ্করী,
কৌমারী নিগমার্থ-গোচরকরী ওঁকার বীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৪
দৃশ্যাদৃশ্য-প্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৫
উর্ব্বী সর্ব্বজনেশ্বরী জয়করী মাতা কৃপাসাগরী,
বেণীনীল-সমান-কুন্তলধরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী সদাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৬
আদিক্ষান্ত-সমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী,
কাশ্মীরাত্রিজনেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরাশর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৭
দর্ব্বীস্বর্ণবিচিত্ররত্ন-রচিতা দক্ষে করে সংস্থিতা,
বামে চারুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্য-মাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী তপঃফলকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৮
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে ॥
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং মে দেহি পার্ব্বতি ॥
মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ ॥
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ং ॥

প্রণাম।—

১। সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

২। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

৩। শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

শ্রীশ্রীমহাদেব-স্তোত্রাদি

শ্রীশ্রীহরগৌর্য্যষ্টক।—

কস্তূরিকা-চন্দন-লেপনায়ৈ, শ্মশান-ভস্মাঙ্গ-বিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥১
মন্দারমালা-পরিশোভিতায়ৈ, কপালমালা-পরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈচ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥২
চলৎক্কণৎকঙ্কণনূপুরায়ৈ, বিভ্রৎফণাভাস্বর-নূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥৩
বিলোলনীলোৎপল-লোচনায়ৈ, বিকাশপঙ্কেরুহ-লোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ বিষমেক্ষণায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥৪
প্রপন্নপ্রষ্ঠে সুখদাশ্রয়ায়ৈ, ত্রৈলোক্যসংহারক-তাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥৫
চাম্পেয়গৌরার্দ্ধ-শরীরকায়ৈ, কর্পূরগৌরার্দ্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈচ জটাধরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥৬
অম্ভোধরশ্যামলকুণ্ডলায়ৈ, বিভূতিভূষাঙ্গ-জটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥৭

সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ, সদা শিবানাম্পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়,নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৮

প্রণাম।—

কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং ভুজগেন্দ্র-হারম্।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানীসহিতং নমামি ॥

শ্রীশ্রীশিবাষ্টক।—

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং, গুণহীনমহীশ-গরাভরণং।
রণনির্জ্জিত-দুর্জ্জয়দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুং॥১
গিরিরাজ-সুতান্বিতবামতনুং, তনুনিন্দিতরাজিত-কোটিবিধুং।
বিধিবিষ্ণুশিবস্তুত-পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥২
শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিত-সন্মুকুটং, কটিলম্বিতসুন্দর-কৃত্তিপটং।
সুর-শৈবলিনী-কৃতপূতজটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং।॥৩
নয়নত্রয়ভূষিত-চারুমুখং, মুখপদ্মবিরাজিতকোটিবিধুং।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৪
বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং, গরলাশনমাজিবিষাণ-ধরং।
প্রমথাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৫
মকরধ্বজ-মত্তগতঙ্গহরং, করিচর্ম্মবিনাশ-বিবোধকরং।
বরদাভয়শূলবিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৬
জগদুদ্ভবপালননাশকরং, করুণৈব পুনস্ত্রয়রূপধরং।
প্রিয়মানব-সাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৭
ন দেয়ং সুপুষ্পং সদা পাপচিত্তৈঃ, পুনর্জন্মদুঃখাৎ
পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিলদুঃখসমূহহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৮

বেদসার শিবস্তোত্র।—

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্‌গাঙ্গবারিং
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিং॥ ১

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং
বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং
সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্॥ ২

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং
গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং
ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্॥ ৩

শিবাকান্তশম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে
মহেশান শূলিন্ জটাজুটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥ ৪

পরাত্মানমেকং জগদ্‌বীজমাদ্যং
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্॥ ৫

ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু-
র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
নচোষ্ণং ন শীতং ন দেশো ন বেশো
ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে॥ ৬

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্‌।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্‌ ॥ ৭
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে
ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥ ৯
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্‌
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক
ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥ ১০
ত্বত্তোজগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্‌ ॥ ১১

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথাষ্টক।—

গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং
গৌরী-নিরন্তর-বিভূষিত-বামভাগম্‌।
নারায়ণ-প্রিয়মনঙ্গ-মদাপহারং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্‌ ॥ ১

বাচামগোচরমনেক-গুণস্বরূপং
যোগীশ-বিষ্ণু-সুরসেবিত-পাদপীঠম্ ।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ২

ভূতাধিপং ভুজগভূষণভূষিতাঙ্গং
ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্ ।
পাশাঙ্কুশাভয়বরপ্রদ-শূলপাণিং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৩

শীতাংশু-শোভিত-কিরীট-বিরাজমানং
ভালেক্ষণানল-বিশোষিত-পঞ্চবাণম্ ।
নাগাধিপৈরচিত-ভাস্বর-কর্ণপূরং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৪

পঞ্চাননং দুরিত-মত্তমতঙ্গজানাং
নাগান্তকং দনুজপুঙ্গবপন্নগানাম্ ।
দাবানলং মরণ-শোক-জরাটবীনাং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৫

তেজোময়ং সগুণনির্গুণমদ্বিতীয়ং
আনন্দকন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম্ ।
নাগান্তকং সকলনিষ্কলমাত্মরূপং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৬

আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দাং
পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য্য মনঃ সমাধৌ ।
আধায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং
বারাণসী-পুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৭

রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং
বৈরাগ্যশান্তিনিলয়ং গিরিজাসহায়ম্।
মাধুর্য্য-ধৈর্য্য-সুভগং গরলাভিরামং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥ ৮
বারাণসী-পুরপতেঃ স্তবনং শিবস্য
বিখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুল-সৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং
সম্প্রাপ্য দেহ-বিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্॥ ৯
বিশ্বনাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥১০

শিবাপরাধ-ক্ষমাপনস্তোত্র।—

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ক্বথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।
যদ্‌যদ্বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব
শম্ভো॥১

বাল্যে দুঃখাতিরেকান্মল-লুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবমলজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানা রোগাদিদুঃখাদ্রুদিতপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব
শম্ভো॥২

প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্ম্মর্ম্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতিস্বাদসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবেচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব
শম্ভো॥৩

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিকলগতিমতিশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ
প্রাপ্তৈরোগৈর্বিয়োগৈর্ব্যসনকৃশতনো জ্ঞপ্তিহীনঞ্চ দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈভ্রমতি মম মনো ধূর্জটের্ধ্যানশূন্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব
শম্ভো ॥৪

স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিদ্ বহুতরগহনাখণ্ডবিল্বচ্ছদান্ বা।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৌ ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব
শম্ভো ॥৫

দুগ্ধৈর্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্বিবিধরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব
শম্ভো ॥৬

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবায়াকুলত্বাৎ
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে স্মরারে।
তত্ত্বজ্ঞানে বিচারৈঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব
শম্ভো ॥৭

ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো
হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈর্হুতবহ-বদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নো তপ্তং গাঙ্গতীরে ব্রত-জপ-নিয়মৈরুদ্রজাপ্যং ন জপ্তং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব
শম্ভো ॥৮

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুম্ভিতে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তে প্রলীনে প্রকটিতবিভবে দিব্যরূপে শিবাখ্যে।
লিঙ্গং তদ্‌ব্রহ্মবাচ্যং সকলতনুগতং শাঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব
শম্ভো ॥৯

নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণ-বিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো।
নাসাগ্রন্যস্ত-দৃষ্টির্ব্বিদিতভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মত্তাবস্থয়া ত্বাং বিগতগতিমতিঃ শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব
শম্ভো ॥১০

হৃদ্যং বেদান্তবেদ্যং হৃদয়সরসিজে দীপ্তমুদ্যৎপ্রকাশং
সত্যং শান্তস্বরূপং সকলমুনিমনঃপদ্মষণ্ডৈকবেদ্যম্।
জাগ্রৎস্বপ্নে সুষুপ্তৌ ত্রিগুণবিরহিতং শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব
শম্ভো ॥ ১১

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে
সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্‌কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরুচিত্তবৃত্তিমমলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ ॥১২
কিং যানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিংবা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্ ॥১৩
আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালোজগদ্ভক্ষকঃ।

লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গ চপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মান্মাং শরণাগতং করুণয়া ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥ ১৪
গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেণ সিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রো সিতো মূর্দ্ধণি।
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥ ১৫

শ্রীশ্রীবটুকভৈরবস্তোত্র।—

বন্দেবালং স্ফটিক-সদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাষিবক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈ নর্বগণিময়ৈঃ কিঙ্কিনী-নূপুরাঢ্যং।
দীপ্তাকারং বিশদদশনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানং ॥

শ্রীশ্রীশিব মানস পূজা।—

রত্নৈঃ কল্পিতমাসনং হিমজলৈঃ স্নানঞ্চ দিব্যাম্বরং
নানারত্নবিভূষিতং মৃগমদামোদাঙ্কিতং চন্দনম্।
জাতীচম্পক-বিল্বপত্ররচিতং পুষ্পঞ্চ ধূপং তথা
দীপং দেব! দয়ানিধে! পশুপতে! হৃৎকল্পিতং গৃহ্যতাম্॥১
সৌবর্ণে মণিখণ্ডরত্নরচিতে পাত্রে ঘৃতং পায়সং
ভক্ষ্যং পঞ্চবিধং পয়োদধিযুতং রম্ভাফলং পায়সম্।
শাকানাময়ুতং জলং রুচিকরং কর্পূরখণ্ডোজ্জ্বলং
তাম্বূলং মনসা ময়া বিরচিতং ভক্ত্যা প্রভো! স্বীকুরু ॥২
ছত্রং চামরয়োর্যুগং ব্যজনকং চাদর্শকং নির্ম্মলম্
বীণাভেরিমৃদঙ্গকাহলকলাগীতঞ্চ নৃত্যং তথা।
সাষ্টাঙ্গং প্রণতিঃ স্তুতির্বহুবিধা হ্যেতৎ সমস্তং ময়া
সঙ্কল্পেন সমর্পিতং তব বিভো! পূজাং গৃহাণ প্রভো! ॥৩

আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরো
যদ্যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো! তবারাধনং ॥৪

ইত্থং মানসপূজনং শশিভৃতঃকুর্ব্বন্ ত্রিসন্ধ্যং নরঃ
কিম্বা শ্লোকচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং পূজাবসানে পঠন্।
প্রাপ্নোতীহ সমস্ত পার্থিবসুখং চান্তে পদং শূলিনঃ।
ব্যাসস্তেন মহাবসানসময়ে কৈলাসলোকং গতঃ ॥৫

করচরণকৃতং বা কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাহপরাধম্।
বিহিতমবিহিতম্বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে! শ্রীমহাদেব! শম্ভো ॥৬

প্রার্থনা।—

আবাহনং নজানামি নজানামি বিসর্জ্জনং।
পূজাঞ্চৈব ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বর।
যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥
অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥
অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম।
তস্মাৎ কারুণ্যভাবেন রক্ষ মাং পরমেশ্বর ॥

ধ্যান।—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত-
গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।

রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-
মৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং ॥
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত-
মমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল-
ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ॥

প্রণাম।—

১। নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥
২। নমঃ সর্ব্ব হিতার্থায় জগদাধার হেতবে।
সাষ্টাঙ্গোহয়ং প্রণামস্তে প্রযত্নেন ময়াকৃতঃ ॥
নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাক হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥
নমস্ত্রিশূল হস্তায় দণ্ডপাশাদিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুস্তোত্রাদি।

শ্রীশ্রীহরিহরাষ্টকস্তোত্র।—

১। গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে মুরারে
শম্ভো শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে।
দামোদরাচ্যুত জনার্দ্দন বাসুদেব
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ।১

গঙ্গাধরান্ধকরিপো হর নীলকণ্ঠ
বৈকুণ্ঠ কৈটভরিপো কমঠাব্জপাণে।
ভূতেশ খণ্ডপরশো মৃড় চণ্ডিকেশ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি।২
বিষ্ণো নৃসিংহ মধুসূদন চক্রপাণে
গৌরীপতে গিরিশ শঙ্কর চন্দ্রচূড়।
নারায়ণাসুরনিবর্হণ শার্ঙ্গপাণে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি।৩
মৃত্যুঞ্জয়োগ্র বিষমেক্ষণ কামশত্রো
শ্রীকান্ত পীতবসনাম্বুদ নীল শৌরে।
ঈশান কৃত্তিবসন ত্রিদশৈকনাথ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি।৪
লক্ষ্মীপতে মধুরিপো পুরুষোত্তমাদ্য
শ্রীকণ্ঠ দিগ্‌বসন শান্ত পিনাকপাণে।
আনন্দকন্দ ধরণীধর পদ্মনাভ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি।৫
সর্ব্বেশ্বর ত্রিপুরসূদন দেবদেব
ব্রহ্মণ্যদেব গরুড়ধ্বজ শঙ্খপাণে।
ত্র্যক্ষোরগাভরণ বালমৃগাঙ্কমৌলে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি।৬
শ্রীরাম রাঘব রমেশ্বর রাবণারে
ভূতেশ মন্মথরিপো প্রমথাধিনাথ।
চাণূর মর্দ্দন হৃষীকপতে মুরারে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি।৭
শূলিন্ গিরীশ রজনীশকলাবতংস
কংস-প্রণাশন সনাতন কেশিনাশ।

ভর্গ ত্রিনেত্র ভব ভূতপতে পুরারে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ।৮
গোপীপতে যদুপতে বসুদেবসূনো
কর্পূরগৌর বৃষভধ্বজ ভালনেত্র ।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ধর্ম্মধুরীণ গোপ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ।৯
স্থাণো ত্রিলোচন পিনাকধর স্মরারে
কৃষ্ণানিরুদ্ধ কমলাকর কল্মষারে ।
বিশ্বেশ্বর ত্রিপথগার্দ্রজটাকলাপ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ।১০
অষ্টোত্তরাধিকশতেন সুচারুনাম্নাং
সন্দর্ভিতাং ললিতরত্নকদম্বকেন ।
সন্নায়কাং দৃঢ়গুণাং নিজকণ্ঠগাং যঃ
কুর্য্যাদিমাং স্রজমহো স যমং ন পশ্যেৎ ॥

প্রণাম ।—

অনন্ত প্রণিপাতং মে গৃহাণ সুতবৎসল !
দুঃশীলস্যাপ্যপত্যস্যাশ্বাসবাৎসল্যমেবতে ॥
কাপট্যগুণসম্পত্ত্যা লোকমোহন তৎপর ।
আকর্ষেয়ং কথং হন্ত ত্বাং বিভুং সর্ব্ব দর্শিনং ॥

শ্রীশ্রীনারায়ণের ধ্যান ।

১ । ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ।
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ ॥
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥

২। শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং।
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্॥
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্॥

প্রণাম।—

১। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

২। শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরং।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাঙ্কারণং তং নমাম্যহং॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।

১। ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো গোপ সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।

২। বংশীবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ।
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ॥
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দ নেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তদহংন জানে॥

প্রণাম।

১। হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে॥

২। নমঃ কৃষ্ণায় দেবায় ব্রহ্মণেহনন্তমূর্ত্তয়ে।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতঃ॥

৩। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

৪। যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
কৃষ্ণবিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তুতে॥

শ্রীশ্রীগোপালের ধ্যান।—

শ্রীমৎকল্পদ্রুমূলোদ্গত-কমললসৎকর্ণিকা
সংস্থিতো
য-স্তচ্ছাখালম্বি—পদ্মোদরবিসরদসং-
খ্যাত-রত্নাভিষিক্তঃ।
হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্
বাসুদেবঃ,
পায়াদ্বঃ পায়সাদোঽনবরতনবনীতামৃতাশী
বশী সঃ॥

শ্রীশ্রীগোপালের প্রণাম।

নবীন নীরদশ্যামং নীলেন্দীবর লোচনং।
যশোদানন্দনং নৌমি কৃষ্ণং গোপালরূপিণং॥

দশাবতার স্তোত্র—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং।
কেশব! ধৃতমীনশরীর! জয় জগদীশ! হরে!॥১
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব! ধৃত কচ্ছপরূপ! জয় জগদীশ! হরে!॥২
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনিকলঙ্ককলেবনিমগ্না।

তবকরকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গম্।
কেশব! ধৃত নরহরিরূপ! জয় জগদীশ! হরে! ॥৪
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব! ধৃত বামনরূপ! জয় জগদীশ! হরে! ॥৫
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সিপয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব! ধৃত ভৃগুপতিরূপ! জয় জগদীশ! হরে! ॥৬
বিতরসিদিক্ষুরণে দিক্পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলি বলিমরমনীয়ম।
কেশব! ধৃত রামশরীর! জয় জগদীশ! হরে! ॥৭
বহসিবপুষিবিশদে বসনংজলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব! ধৃত হলধররূপ! জয় জগদীশ! হরে! ॥৮
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ! শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশু ঘাতম্।
কেশব! ধৃত বুদ্ধ শরীর! জয় জগদীশ! হরে! ॥৯
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সিকরবালং
ধূমকেতুমিবকিমপি করালম।
কেশব! ধৃত কল্কি শরীর! জয় জগদীশ! হরে! ॥১০
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম—
শৃণুসুখদং শুভদং ভবসারম্
কেশব! ধৃত দশবিধরূপ! জয় জগদীশ! হরে! ॥১১

বেদানুদ্ধরতেজগন্নিবহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্দারয়তে বলিং ছলয়তেক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তেহলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায়তুভ্যং
নমঃ ॥১২

সজলজলদদেহো বাতবেগৈকবাহঃ
করধৃতকরবালঃ সর্ব্বলোকৈকপালঃ।
কলিকুলবনহন্তা সত্যধর্ম্মপ্রণেতা
কলয়তুকুশলং নঃ "কল্কিরূপঃ" স ভূপঃ ॥১৩

প্রার্থনা।

১। যতোযতঃ সমীহসে ততো নশ্চাভয়ং কুরু।
শন্নঃকুরু প্রজাভ্যঃ অভয়ং নঃ পশুভ্যঃ॥
২। অভেদেপ্যহমেবাস্মি ত্বদ্বিভূতির্ন মে ভবান্।
সচ্চিদানন্দ! চিদ্বেশ! যতো বীচিঃ সমুদ্রজা॥
ত্বং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী করুনাত্মন্! জগদ্‌গুরো!।
অল্পজ্ঞস্য চ মে চিত্তে দিব্যং জ্ঞানং প্রকাশয়॥
জীবানাস্তুগতির্নিত্যং নিম্নগাহস্তি নিসর্গতঃ।
পতিতোদ্ধারকস্ত্বঞ্চ স্মারয়ামি ততোহভিধাম্॥
মোহনিদ্রাতমোব্যাপ্তে সদাহর্য্যহৃদয়ে যথা।
জ্ঞানজ্যোতির্বিকাশঃ স্যাজ্‌ জ্ঞানমূর্ত্তে! তথা কুরু॥
আধ্যাত্মিকং সার্বভৌমমেকদেশিত্ববর্জিতং।
সাত্বিকং জ্ঞানমার্য্যেষু জ্ঞানাত্মন্! সুপ্রকাশয়॥
নিজানাঞ্চিরভক্তানাং ভক্তচিত্তৈক সদ্মগ!
হৃৎকপাটমপাবৃত্য রম্যাং-মূর্ত্তিং প্রদর্শয়॥

যেনৈতে ত্বামবিস্মৃত্য হৃষীকেশ! প্রবোধিতাঃ।
ন ভবেয়ুঃ স্বার্থপরা ভূয়োঽপীন্দ্রিয়লোলুপাঃ॥
তপোমূর্ত্তে! ত্বৎপ্রভাববিস্মৃত্যা দুর্গতা অপি।
সন্তু ত্বৎকৃপয়াঽকামব্রতা দ্বন্দ্বসহিষ্ণবঃ॥
ব্যবহাররতাশ্চাপি প্রবৃত্তিশ্চানুগামিনঃ।
"সত্যেন লোকা বিজিতা" ভবন্তী'তি মতং স্থিতং॥
ন চ্যুতা মোক্ষপদতো যে নিপ্রাস্তেঽধুনা প্রভো।
বিচলন্তোঽবলোক্যন্তে সত্যাত্মন্। কিম্ন রক্ষসি॥
অতোদ্য পশ্য ভগবন্! তেজোরূপ! বিপদ্দশাম্।
নিস্তেজস্কা নিরুৎসাহা রুগ্না জাতা জনাঃ ইমে॥
তস্মাদ্বৈর্য্যমনঃ প্রাণেন্দ্রিয় শক্তিনিয়ামকম্।
বিতীর্য্যাশু পুনস্ত্বার্য্যস্তেজো বর্দ্ধয় বর্দ্ধয়॥
প্রচীয়তাঞ্চ বাণিজ্যং সর্ব্ববৃত্তি নিবন্ধনম্।
যেনৈতদ্ ভারতং ভূয়ো লীলাভূমির্ভবেত্তব॥
সাক্ষাদ্ যাতা বিশ্বকর্ম্মন! শিল্প বিদ্যাত্বধোগতিম্।
করার্পনেন ভগবন্! নিজাং স্মৃত্বা সমুদ্ধর॥
অতোঽধুনা ত্বদুক্তস্য গীতোপনিষদি প্রভো।
কর্ম্মযোগস্য বিজ্ঞান প্রসারোঽস্ত মহীতলে॥

ত্বমেব মাতাচ পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব॥
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব॥

প্রণাম।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম কার্য্যার্থমুদ্যতং।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈকর্ম্মাত্মনে নমঃ॥

শ্রীশ্রীরামাষ্টক।

১। ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্ ॥১
জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকম্।
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥২
নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাপহম্।
সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥৩
সপ্রপঞ্চকল্পিতং হ্যনামরূপবাস্তবম্।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥৪
নিষ্প্রপঞ্চনির্ব্বিকল্পনির্ম্মলং নিরাময়ম্।
চিদেকরূপসন্ততং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥৫
ভবাব্ধিপোতরূপকং হ্যশেষদেহকল্পিতম্।
গুণাকরং কৃপাকরং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥৬
মহাবাক্যবোধকৈর্ব্বিরাজমানবাক্পদৈঃ।
পরব্রহ্মব্যাপকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥৭
শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহম্।
বিরাজমানদৈহিকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥৮

২। ভজ রামপদং নরকান্তকরং
জয় কামরিপুং বিষমং কুটিলং।
পিব শান্তিসুধাং সততং বিমলাং
যদি বাঞ্ছসি মোক্ষপদং সুগমম্ ॥১
কুরু কোপরিপুং মতিতাপকরং—
দমবৃত্তিভৃতা মনসা দমিতং।
স্মর দাশরথিং ভবরোধকরম্
যদি কাঙ্ক্ষসি শান্তিসুখং দয়িতং ॥২

দল লোভরিপুং বিষয়াভিমুখম্
নয় মাধবপাদরতিং হৃদয়ং।
জপ রাঘবনাম সদালপনে
যদি চেচ্ছসি নিত্যসুখং সুলভম্ ॥৩
ভবতারণকারণরামপদং
হৃদি চিন্তয় বিশ্বভৃতং নিয়তম্।
কুরু মোহরিপুং নিজবোধজিতং
যদি মোক্ষসুখে রতিরস্তি তদা ॥৪
ভব সর্ব্বজনে সমবুদ্ধিধরঃ
জহি মৎসরতাং সমদৃষ্ট্যসিনা।
হৃদি ভাবয় রামময়ং নিখিলং
কুরু দুর্ল্লভজন্ম নিজং সফলং ॥৫
ধনজীবনবন্ধুজনান্ দয়িতান্
সকলান্ কলনাত্মকগ্রাসগতান্।
কুরুতে শমনস্ত্বমতো নিয়তম্
ত্যজ ভোগমদং ভজ রামপদম্ ॥৬
প্রণমামি বিভুং ভবতাপহরম্
ক্ষিতিপাবনকারণরূপধরম্।
কুরু দেব মতিং তব পাদরতাং
করুণাময় মে বিষয়প্রবণাং ॥৭
তনয়গ্রহণং চরণে কুরু তে
রঘুনাথ সদা কলুষং জহি মে।
জননাথমহং নিখিলাশ্রয়দং
শরণং করবাণি বিভুং রুচিরং ॥৮

প্রার্থনা (আমীর খসরুর)।—

অহল্যা পাষাণঃ প্রকৃতি পশুভাবা কপিচমূঃ,
গুহশ্চাণ্ডালোঽভূৎত্রিতয়মপি নীতং নিজপদং ॥
অহং চিত্তেনাশ্মা পশুরপি তবার্চ্চাদ্যকরণাৎ,
ক্রিয়াভিশ্চাণ্ডালং রঘুবর ন মামুদ্ধরসি কিং ॥

ধ্যান।—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিংসুন্দরং,
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং ॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং,
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং ॥

প্রণাম।—

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥

পরব্রহ্ম সম্বন্ধীয়।—

১। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥
(ভগবদুক্তি)।

২। শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥
(ভক্তোক্তি)।

৩। মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে
জনার্দ্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
তয়োর্নভেদঃ প্রতিপত্তিরস্তি মে
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে ॥— (৯)

৪। আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং।
সর্ব্বদেবনমস্কারস্তদ্‌ব্রহ্ম প্রতি গচ্ছতি ॥

৫। রুদ্রস্য চিন্তনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুঃ স্যাদ্ বিষ্ণুচিন্তনাৎ।
দুর্গায়াশ্চিন্তনাদ্দুর্গা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
যথা শিবস্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ।
অত্র যঃ কুরুতে ভেদং স নরো মূঢ়দুর্ম্মতিঃ ॥
দেব-বিষ্ণু-শিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ ॥

৬। যথাহনেকেষু কুম্ভেষু রবিরেকোহপি দৃশ্যতে।
তথা সর্ব্বেষু ভূতেষু চিন্তনীয়োস্ম্যহং সদা ॥

৭। ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং,
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

৮। যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোহয়ং নো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ ॥

৯। একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ,
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ,
সাক্ষী চেতাঃ কেবলং নির্গুণশ্চ ॥

১০। অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং দেবো হৃদি দেবো মনীষিণাম্।
প্রতিমা কামবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং সর্ব্বতো হরিঃ ॥

অর্চ্চানামর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেম্ববস্থিতম্॥

১১। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

১২। খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ,
জ্যোতিংষি সত্বানি দিশো দ্রুমাশ্চ।
সরিৎ সমুদ্রাশ্চ হরেঃ শরীরং,
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

১৩। জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেম্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

১৪। ক্বচিৎ পিতা ক্বচিন্মাতা ক্বচিচ্চ পিতরৌ তথা।
ক্বচিদ্ বিধাতা সংহর্ত্তা ক্বচিদ্ বা যুগ্মরূপধৃক্॥
একোহপ্যনেকরূপেণ অরূপোহপি জগৎপতে।
ভক্তহৃদ্পদ্মমধ্যস্থঃ পাসি বিশ্বং চরাচরম্॥

১৫। যো নিত্যো নির্ব্বিকারঃ প্রকৃতিরপি পুমান্
নির্গুণঃ সদ্গুণশ্চ।
জাত্যেকোহনেকরূপো বিবিধতনুতয়া
কারণাৎ কার্য্যতশ্চ॥
আনন্দাব্ধৌ রসাত্মা নিরবধি রসিকান্
ভক্তিযুক্তান্ মুমুক্ষূন্।
মগ্নীকুর্য্যাত্তমীশং শ্রয় ইহ পরমং
ভক্তিভাবৈকগম্যং॥

১৬। যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্রমরুত স্তুন্বন্তি দিব্যৈ স্তবৈ,
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ॥
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

১৭। একো বিভো ত্বং জগতোঽস্যগোপ্তা,
একো নরাণাং সুখমোক্ষদাতা ।
একো ভবাব্ধৌ তরণিস্ত্বমেব,
ত্বৎপাদপদ্মে প্রণতোঽস্মি দেব ।
ত্বমেব শান্তেঃ পরমং নিদানম্,
ত্বমেব সংসারভয়েষু বন্ধুঃ ।
একো হি জীবস্য গতি স্ত্বমেব,
ত্বৎপাদপদ্মে প্রণতোঽস্মি দেব ॥

১৮। স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ ॥
গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ ॥
লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ ।
স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন ॥
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্কমিদং জগৎ ॥
তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি পৃথক্ পৃথক্ ।
তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি ॥
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ ।
লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥

বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্ত্তাহং তদিচ্ছয়া।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ॥
স্বে স্বেঽধিকারে নিরতাস্তে শাসতি তদাজ্ঞয়া।
ত্বং পরা প্রকৃতিস্তস্য পূজ্যাসি ভুবনত্রয়ে॥
তেনান্তর্যামিরূপেণ তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ।
স্বস্বকর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন॥
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে॥
কালঃ কলয়তে কালে মৃত্যোর্ম্মৃত্যুভিয়োভয়ম্।
বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ।
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ॥
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥

১৯। ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিণে নির্গুণায়।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্!
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্।

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ।
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম—
স্তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

২০। ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম,
ত্বয়া ততম্ বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

২১। সদা ভজামি মনসা বচসামগম্যম্।
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ॥
যং নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচন্।
তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্॥

২২। নমামি ত্বানন্ত শক্তিং পরেশং
সর্ব্বাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রং।
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং
যত্তদ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তং॥

২৩। ত্বমিষ্টদেবতাস্মাকং ত্বমেব কুলদেবতা।
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা জগতাং চ জগৎপতে॥

বহ্নির্ব্বা বরুণোবাপি চন্দ্রো বা সূর্য্য এব চ।
যমঃ কুবেরঃ পবন ঈশানাদ্যাশ্চ দেবতাঃ॥
যে যে চরাচরাশ্চৈব সর্ব্বে তব বিভূতয়ঃ।
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ সর্ব্বেষাং চ তবেচ্ছয়া॥

২৪। ত্রিগুণঞ্চ ত্রিতত্ত্বঞ্চ ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
ত্রয়াণাঞ্চ ত্রিমূর্ত্তিস্ত্বং তুরীয়স্ত্বং নমস্ততে॥

২৫। হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং।
হরিহর বিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যং॥
জনমমরণভীতিধ্বংসি সচ্চিৎস্বরূপং।
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

২৬। ত্বমীশ্বরাণাম্ পরমং মহেশ্বরং।
ত্বং দেবতানাম্ পরমঞ্চদৈবতম্॥
পতিং পতীনাম্ পরমং পরস্তাৎ।
বিদাম দেবং ভূবণেশমীড্যম্॥

২৭। অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥
যস্মিন্ সর্ব্বে যতঃসর্ব্বে যঃসর্ব্বে সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো দেবস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥
যতোভূতানি জায়ন্তে যেন জীবন্তি সর্ব্বতঃ।
যস্মিংস্তু বিলয়ে যান্তি নমস্তস্মৈ পরাত্মনে॥

২৮। শক্তিং শরীরে হৃদয়ে চ ভক্তিং
তব প্রিয়ং সাধয়িতুংপ্রযচ্ছ।
জ্ঞানং চ মহ্যং জগদীশ দেহি
কৃত্যে যথা মে ন ভবেৎ প্রমাদঃ॥

২৯। ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং
স্তোতা স্তুতি স্তুত্য ইহ ত্বমেব॥

ঈশ ত্বয়াবাস্যমিদং হি সর্ব্বং
নমোস্তু ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

৩০। পাপগ্রাহ সমাকীর্ণে মোহনীহার সংবৃতে।
ভবাব্ধৌ দুস্তরে নাথ নৌরেকা ভবতঃ কৃপা ॥
ত্বমেবাশা হতাশানাং ভীতানামভয়ং সদা।
ত্বং গতির্গতিহীনানাং পাহি মাং করুণাময় ॥

৩১। মূকংকরোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীজগদ্‌গুরুমব্যয়ং ॥

৩২। যথৈব সূর্য্যস্য মরীচিযোগাৎ।
জ্যোতির্ম্ময়ং ভাতি শশাঙ্কবিম্বং ॥
সচেতনং ভাতি তথৈব বিশ্বং।
তবৈব চৈতন্যময় প্রভাবাৎ ॥

৩৩। জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাং ॥
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ ॥
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে ॥
পরিনিশ্চিত তত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্‌ ভবেৎ ॥

৩৪। পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনম্‌।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘং চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ।
নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতং পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ ॥
নির্লেপস্য কুতো গন্ধো রম্যস্যাভরণং কুতঃ
নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যস্তাম্বূলং চ কুতো বিভোঃ ॥
প্রদক্ষিণং হ্যনন্তস্য হ্যদ্বয়স্য কুতো নতিঃ।
বেদবাক্যৈরবেদ্যস্য কুতঃ স্তোত্রং বিধীয়তে ॥

স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনং বিভোঃ।
অন্তর্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথমুদ্বাসনং ভবেৎ ॥
এবমেব "পরাপূজা" সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
একবুদ্ধ্যা তু দেবেশে বিধেয়া ব্রহ্মবিত্তমৈঃ ॥

৩৫। মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদি নাহং, ন কর্ণৌ ন জিহ্বা
ন চ ঘ্রাণনেত্রম্ ॥
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু, শ্চিদানন্দরূপঃ
শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা
পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্ পাণি পাদো ন চোপস্থপায়ূ, চিদানন্দরূপঃ
শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ, মদো নৈব মে নৈব
মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ, শ্চিদানন্দরূপঃ
শিবোঽহং শিবোঽহম্।
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন
বেদা ন যজ্ঞাঃ॥
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা, চিদানন্দরূপঃ
শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ, পিতা নৈব মে নৈব
মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য, শ্চিদানন্দরূপঃ
শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো, বিভুর্ব্যাপকঃ সর্ব্বত্র
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি, শ্চিদানন্দরূপঃ
শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

বিবিধ।

—:•:—

১। স্বাস্থ্য ও সদাচার।

১। ন দেবা দণ্ডমাদায় রক্ষন্তি পশুপালবৎ।
যন্তু রক্ষিতুমিচ্ছন্তি বুদ্ধ্যা সংযোজয়ন্তি তং॥
যস্মৈ দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি পুরুষায় পরাভবং।
বুদ্ধীস্তস্যাপকর্ষন্তি বিপরীতানি পশ্যতি॥
অনর্থাশ্চার্থরূপেণ অর্থাশ্চানর্থরূপিণঃ।
প্রভবন্তি বিনাশায় তদ্ধিতস্যৈব রোচতে॥
ন কালো দণ্ডমুদ্যম্য শিরঃ কৃন্ততি কস্যচিৎ।
কালস্য বলমেতাবদ্বিপরীতার্থদর্শনম্॥

২। ধী-ধৃতি-স্মৃতি-বিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতেঽশুভং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপনং॥
উদীরণং গতিমতামুদীর্ণানাঞ্চ নিগ্রহঃ।
সেবনং সাহসানাঞ্চ নারীনাঞ্চাতিসেবনং॥
কর্ম্মকালাতিপাতশ্চ মিথ্যারম্ভশ্চ কর্ম্মনাং।
বিনয়াচারলোপশ্চ পূজ্যানাঞ্চাভিধর্ষনং॥
জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানামহিতানাং নিষেবনং।
পরমোন্মাদিকানাঞ্চ প্রত্যয়ানাং নিষেবনং।
অকালদেশসঞ্চারো মৈত্রী সংক্লিষ্টকর্ম্মভিঃ।
ইন্দ্রিয়োপক্রমোক্তস্য সদ্‌বৃত্তস্য চ বর্জ্জনং॥
ঈর্ষা-মান-মদ-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদভ্রমাঃ।
তজ্জং বা কর্ম্ম যৎ ক্লিষ্টং ক্লিষ্টং যদ্দেহকর্ম্মচ॥
যচ্চান্যদীদৃশং কর্ম্ম রজোমোহসমুত্থিতং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ব্রুবন্তে ব্যাধি কারণং।

বুদ্ধ্যা বিষম বিজ্ঞানং বিষমঞ্চ প্রবর্ত্তনং।
প্রজ্ঞাপরাধং জানীয়াৎ মনসা গোচরং হি তৎ।

৩। ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় সচ্চরিত্রব্রতানি—
দেব গো ব্রাহ্মণ সিদ্ধ্যাচার্য্যান্ অর্চয়েৎ।
অতিথীনাং পূজকঃ পিতৃভ্যঃ পিণ্ডদঃ।
বশ্যাত্মধর্ম্মাত্মা নানৃতং ব্রুয়াৎ।
নান্যস্ত্রিয়মভিল্যষেৎ।
নাধার্ম্মিকৈঃ সহাসীত।
ন পাপবৃত্তান্ ভৃত্যান্ ভজেত।
নানার্য্যমাশ্রয়েৎ।
নাস্নাত্বান্নমাদদীত।
ন পর্য্যুসিতং। ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত।
ন সন্ধ্যাস্বভ্যবহারসেবী স্যাৎ।
ন বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামতিভারমাদধ্যাৎ।

৪। য ঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্য্যে কুলান্বয়ে।
সুখ সৌভাগ্য সৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ।
পাপেন কর্ম্মনা দেবি বধ্যো হিংসারতির্নরঃ।
অপ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতানাং হীনায়ুরুপজায়তে॥
স্ব স্ব বৃত্তং যথোদ্দিষ্টং যঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি।
স সমাঃ শতমব্যাধিরায়ুষা ন বিযুজ্যতে॥

৫। পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং
সদ্বৃত্তিভাজাম্ বিজিতেন্দ্রিয়াণং
এবম্বিধানামিদমায়ুরত্র
চিন্ত্যং সদা বৃদ্ধমুনি প্রবাদঃ॥
পথ্যাশিনঃ স্বধর্ম্মানঃ সৎকুলাঢ্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
দ্বিজদেবার্চ্চনরতাস্তেষামায়ুরুদীরিতং॥

৬। যে পাপলুব্ধাঃকৃপণা দেবব্রাহ্মণনিন্দকাঃ।
বন্ধুগুর্ব্বঙ্গনাসক্তাস্তেষাং মৃত্যুরকালজঃ॥

৭। অতিমানোঽতিবাদশ্চ তথাঽত্যাগো নরাধিপ।
ক্রোধশ্চাত্মবিধিৎসা চ মিত্রদ্রোহশ্চ তানি ষট্॥
এত এবায়সাস্তীক্ষ্ণাঃ কৃন্তত্যায়ুংষি দেহিনাং।
এতানি মানবান্ ঘ্নন্তি ন মৃত্যুর্ভদ্রমস্তুতে॥

৮। বিরুদ্ধদুষ্টাশুচি ভোজনানি
প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাং॥
যদ্যেতদার্য্যেষু হি লক্ষ্যতেঽত্র।
উন্মাদচিহ্নং চরকোঽভিধত্তে॥

৯। নিত্যং হিতাহারবিহারসেবী
সমীক্ষ্যকারী বিষয়েম্বসক্তঃ।
দাতা শমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবান্
আপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ॥
শুচিমিতলঘুভোজী বামপার্শ্বাবশায়ী।
সবিতুরুদয়কালে যঃ সদা পাদচারী॥
উপবনবিজিহীর্ষুর্যস্য কোষ্ঠাগ্নিশুদ্ধিঃ
প্রভবতি দিবসাদৌ তস্য বৈদ্যেন কিং স্যাৎ॥

১০। যথা শস্ত্রপ্রহারাণাং কবচং বিনিবারকং।
এবং দৈবোপঘাতানাম্ শান্তির্ভবতি বারণম্॥
যথাশাস্ত্রঞ্চ নির্ণীতো যথাব্যাধি চিকিৎসিতঃ।
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ঃ কর্ম্মজো বুধৈঃ॥
দুষ্কর্ম্মজা নৃণাং রোগা যান্তি চৈব ক্রমাচ্ছমং।
জপৈঃ সুরার্চ্চনৈর্হোমৈর্দ্দানৈস্তেষাং শমোভবেৎ॥

১১। স্বহেতু দুষ্টৈরনিলাদিদোষৈ-
রুপপ্লুতৈঃ স্বেষু পরিস্খলদ্ভিঃ।

ভবন্তি যে প্রাগভূতাং বিকারা-
স্তে দোষজা ভেষজশুদ্ধিসাধ্যাঃ ॥
দানাদিভিঃ কর্ম্মভিরৌষধীভিঃ
কর্ম্মক্ষয়ে দোষপরিক্ষয়ে চ।
সিধ্যন্তি যে যত্নবতাং কথঞ্চিত্তে
কর্ম্মদোষপ্রভবা গদাস্তু ॥

১২। ন জন্তুঃ কশ্চিদমরঃ পৃথিব্যামেব জায়তে।
অতো মৃত্যুরবার্য্যঃ স্যাৎ কিন্তু রোগো নিবার্য্যতে ॥
যে ত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি ভেষজৈঃ।
জপহোমপ্রদানৈশ্চ কালমৃত্যুর্ন শাম্যতি ॥

১৩। তস্মাদ্ধিতোপচার মূলং জীবিতং
অতো বিপর্য্যয়ান্মৃত্যুঃ।

১৪। বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কালঃ স্বভাবতঃ।
বিদ্যাদ্দুষ্পরিহার্য্যত্বাদ্ গরীয়স্তরমর্থবিৎ ॥
বায়্বাদীনাং যদ্বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে তস্য মূলমধর্ম্মঃ।

১৫। দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ ॥
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ ভবেৎ।
শ্রদ্ধধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥
আচারাল্লভতে হ্যায়ু আচারদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণং ॥
আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ আচারঃ পরমংতপঃ।
আচারাদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারাৎ পাপসংক্ষয়ঃ ॥

১৬। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তেচোত্তিষ্ঠেৎ স্বস্থোরক্ষার্থমায়ুষঃ।
শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য মৈত্রং কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥

১৭। প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মমর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনং।
অপীড়য়া তয়োঃ কাম্যমুভয়োরপিচিন্তয়েৎ ॥

১৮। নাভি-গ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ।
অগ্নিসার এষা ধৌতির্যোগিনাং প্রাণদায়িনী।
উদরাময়কং হত্বা জঠরাগ্নিং প্রবর্দ্ধয়েৎ॥
বাচংনিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছাসবর্জ্জিতঃ।
বায়ুগ্নিবিপ্রানাদিত্যমপঃ পশ্যংস্তথৈব চ।
তিষ্ঠেন্নাতি চিরং তস্মিন্ নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥
১৯। বসাশুক্রমসৃঙ্ মজ্জামুত্রবিট্ কর্ণবিন্নখাঃ।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকাস্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥
আদদীত মৃদাপশ্চ ষট্সু পূর্ব্বেষু শুদ্ধয়ে।
উত্তরেষু তু ষট্স্বদ্ভিঃ কেবলাভির্বিশুধ্যতি॥
বল্মীক মুষিকোদ্যাতাং মৃদমন্তর্জ্জলাং তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাৎ লেপসম্ভবাং॥
২০। তিক্তং কষায়ং কটুকং সুগন্ধি কণ্টকান্বিতং।
ক্ষীরিণোবৃক্ষগুল্মানাং ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥
"আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাঃ পশু বসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নোধেহি বনস্পতে॥"
তৃণাঙ্গারকপালাশ্মবালুকায়সচর্ম্মভিঃ।
দন্তধাবনকর্ত্তারো ভবন্তি পুরুষাধমাঃ॥
দন্তলগ্নমসংহার্য্যং লেপং মন্যেত দন্তবৎ।
নতত্র বহুশঃ কুর্য্যাদ্ যত্নমুদ্ধরণে পুনঃ॥
২১। স্নানং দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্ম্মবিধিক্রিয়াঃ।
মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শৌচভ্রষ্টস্য নিস্ফলাঃ॥
যাবত্তু রাত্রিবাসোঽস্তি তাবদপ্রযতো নরঃ।
তস্মাদ্ যত্নেন তত্ত্যাজ্যমাদৌ শুদ্ধিমভীপ্সতা।
আচান্তস্ততঃ কুর্য্যাদ্ পুমান্ কেশপ্রসাধনং॥
২২। সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংযতব্রতাঃ
বিধুতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং॥

যাবজ্জীবন পর্য্যন্তং যস্ত্রিসন্ধ্যাং করোতি চ।
স চ সূর্য্যসমোবিপ্রস্তেজসাতপসা সদা॥
তৎপাদপদ্ম রজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতোহি যোদ্বিজঃ॥
অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত।
যথাহি শৈল ধাতুনাং ধম্যতাং নশ্যতে রজঃ।
ইন্দ্রিয়ানাং তথা দোষান্ প্রাণায়ামৈশ্চ নির্দ্দহেৎ॥
নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ স্পৃষ্টা হৃৎকমলান্তরং।
কণ্ঠাদ্বহির্বিনির্য্যাতি পাতুং বিষ্ণুপদামৃতং॥
পীত্বা চাম্বরপীযূষং পুনরায়াতি বেগতঃ।
প্রীণয়েদ্দেহমখিলং জীবয়ন্ জঠরানলং॥
প্রাণায়ামশ্চ তপসাং মন্ত্রানাং প্রণবো যথা।
প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ব্বব্যাধি ক্ষয়োভবেৎ॥
অথাসনে দৃঢ়ো যোগী বশী হিতমিতাশনঃ।
গুরূপদিষ্ট মার্গেণ প্রাণায়ামান্ সমভ্যসেৎ॥
ষট্ শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেক বিংশতিং।
অজপা নাম গায়ত্রীং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥
দেহাদ্বিনির্গতো বায়ুঃ স্বভাবাদ্বাদশাঙ্গুলঃ।
গমনে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা॥
চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোধিকং॥
স্বভাবেহস্য গতেমূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুক্ষয়োহধিকে প্রোক্তো মারুতে
চান্তরোদ্‌গতে॥
প্রানাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥
যুবা বৃদ্ধোহতি বৃদ্ধো বা ব্যাধিতো
দুর্ব্বলোহপি বা।

আরভ্য শুক্লাগুপক্ষাদি ভূতাং
তিথিং ত্রীনি দেবো দিনান্যভ্যুদেতি।
পুটে দক্ষিণে ত্রীনি বামেতু যাবৎ
কুহূরেবমেবং ক্রমেণাভ্যুদীয়াৎ
একস্য পক্ষস্য ব্যতিক্রমেণ
রোগাভিভূতির্ভবতীহ পুংসাং ॥

২৩। অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা।
শিরঃ শ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ ॥
তৈলাভ্যঙ্গ নিষেধেতু তিল তৈলং নিষিধ্যতে ॥
ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।
অদুষ্টং পক্কতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেচ নিত্যশঃ ॥

২৪। স্নানং পবিত্রমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহং।
শারীরবলসন্ধানং কেশ্যমোজস্করং পরং ॥
ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
নবাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে ॥
প্রভূতে বিদ্যমানেতু উদকে সুমনোহরে।
নাল্পোদকে দ্বিজঃ স্নায়াৎ নদীঞ্চোৎসৃজ্য কৃত্রিমে ॥
জন্মান্তর সহস্রেণ যৎ পাপং কুরুতে নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্নাত্বা ক্ষীরার্ণবে সকৃৎ ॥
স্রোতসাং সংমুখোমজ্জেদ্ যত্রাপঃ প্রবহন্তি বৈ।
স্থাবরেষু গৃহেচৈব সূর্য্যসম্মুখ আপ্লবেৎ ॥
গঙ্গাং পুণ্যজলাং প্রাপ্য চতুর্দ্দশ বিবর্জ্জয়েৎ।
শৌচমাচমনং কেশং নির্ম্মাল্যং মলঘর্ষণং ॥
গাত্রসংবাহনং ক্রীড়াং প্রতিগ্রহমথোরতিং।
অন্যতীর্থরতিঞ্চৈব অন্যতীর্থপ্রশংসনং ॥
বস্ত্রত্যাগ মথাঘাতং সন্তারঞ্চ বিশেষতঃ ॥
স্নাত্বান্যবহ্নিতোয়েন তথাচ পরবারিণা।

মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেবচ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্ত স্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥
অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌতু কর্ম্মিণাং।
আর্দ্রেণ বাসসাবাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদুঃ॥
চিরং স্নাতি দ্রুতং ভুঙ্‌ক্তে পুষ্পংপ্রাপ্য ন জিঘ্রতি।
বিলাসালস্যযুক্তোযস্তস্য লক্ষ্মীর্নহীয়তে॥

গুণাদশ স্নান শীলং ভজন্তে
বলং রূপং স্বরবর্ণ প্রশুদ্ধিঃ।
স্পর্শশ্চ গন্ধশ্চ বিশুদ্ধতা চ
শ্রীসৌকুমার্য্যং প্রবরাশ্চ নার্য্যঃ॥

চিরং দানে চিরং স্নানে চিরং মুত্রপুরীষকে।
অচিরং কুরু রাজেন্দ্র নিদ্রাভোজনমৈথুনে॥
২৫। অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥
যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ॥
তথা সুবাসিনী রোগী গর্ভিনী বৃদ্ধ বালকান্।
ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী॥
পঞ্চার্দ্রোভোজনং কুর্য্যাৎ প্রাঙ্মুখোমৌনমাস্থিতঃ।
হস্তৌ পাদৌ তথৈবাস্যমেষাপঞ্চার্দ্রতোমতা॥
সর্ব্বেষামেব শৌচানাং অন্নশৌচং পরং স্মৃতং।
যোহন্নেশুচিঃ স হি শুচিঃ নমৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ॥
যো ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিতশিরা যশ্চভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্মুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যোভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বং বিদ্যাত্তদাসুরং॥
যামমধ্যেন ভোক্তব্যং ত্রিযামন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসস্তিষ্টেৎত্রিয়মেতুরসক্ষয়ঃ॥
অপ্রাপ্তে কালে ভুঞ্জানোহপ্যসমর্থ তনুর্নরঃ।
তাং স্তান্‌ব্যাধিরবাপ্নোতি মরণঞ্চাপিগচ্ছতি॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
প্রাগ্‌দ্রব্যং পুরুষোঽশ্নন্ বৈ মধ্যে চ কঠিনানি চ।
পুনরন্তে দ্রবাশীতু বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি॥
ভোজনে অমৃতং বারি জীর্ণে বারি বলপ্রদং।
অজীর্ণে ভেষজং বারি ভোজনান্তে বিষপ্রদং॥
দিবার্করশ্মি সংস্পৃষ্টং রাত্রৌ নক্ষত্রমারুতৈঃ।
সন্ধ্যয়োশ্চ তথোভাভ্যাং পবিত্রং জলমুচ্যতে॥
অত্যম্বুপানাম্ন বিপচ্যতেঽন্নং।
অনম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ॥
তস্মান্নরোবহ্নিবিবর্দ্ধনায়।
মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি॥
নিত্যং সর্ব্বরসাস্বাদ্যং স্বস্বাধিক্যাদৃতাবৃতৌ।
তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত স্বাস্থ্যং যেন প্রবর্ত্ততে।
অজাতানাং বিকারাণাং অনুৎপত্তি করঞ্চ যৎ॥
শাকেষু সর্ব্বে নিবসন্তি রোগা
রোগোহিদেহস্য বিনাশ হেতুঃ।
তস্মাদ্বুধৈঃ শাক বিবর্জ্জনঞ্চ
কার্য্যং তথাম্লেষু তএবদোষাঃ।
স্বিন্নং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাক্তঞ্চ প্রশস্যতে।
সর্ব্বশাকমচাক্ষুষ্যমজাত্ত্বেয়মমৈথুনং।
ঋতে পটোলবাস্তুককাকমাচীপুনর্ণবাঃ॥
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং করকানি চ।
অভক্ষ্যানি দ্বিজাতীনাং অমেধ্যপ্রভবানি চ॥
বৃথা কৃশর সংযাব পায়সাপূপমেব চ।
অনুপাকৃতমাংসানি দেবান্নানি হবীংষি চ॥

লবণং ব্যঞ্জনঞ্চৈব ঘৃতং তৈলং তথৈবচ।
লেহ্যং পেয়ঞ্চ বিবিধং হস্তদত্তং ন ভক্ষয়েৎ॥
সুস্নিগ্ধ মধুরাহারশ্চতুর্থাংশ বিবর্জ্জিতঃ।
ভুঞ্জতে শিবসংপ্রীত্যৈ মিতাহারঃ স উচ্যতে॥
ভোজনমহিতং বিদ্যাৎ পুনরস্যোষ্ণীকৃতং রুক্ষং।
অতি লবণমম্লযুক্তং কদশনং শাকোৎকটং বর্জ্যং॥
ন ভুঞ্জীত ঘৃতং নিত্যং গৃহস্থো ভোজনদ্বয়ং॥
ভুক্ত্বাচমেদ্যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ।
শোধয়েন্মুখহস্তৌ চ মৃদদ্ভির্ঘর্ষণৈরপি॥
আচান্তোঽপ্যশুচিস্তাবৎ যাবৎ পাত্রমনুদ্ধৃতং।
উদ্ধৃত্যাপ্যশুচিস্তাবৎ যাবন্নোচ্ছিষ্ট মার্জ্জনং॥
দিবা পুনর্ণ ভুঞ্জীতান্যত্র ফলমূলয়োঃ॥

২৬। ব্যায়ামোহি সদা পথ্যোবলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং
স চ শীতে বসন্তে চ তেষাং পথ্যতমঃ স্মৃতঃ॥
লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥
নচ ব্যায়ামসদৃশমন্যৎ স্থৌল্যাপকর্ষণং।
নচ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যং মর্দ্দয়ন্ত্যরয়োবলাৎ॥
নচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিগচ্ছতি॥
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী শোষী কাসীশ্বাসী ক্ষতাতুরঃ।
ভুক্তবান্ স্ত্রীষুচ ক্ষীণো ব্যায়ামং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
বাতপিত্তাময়ী বালো বৃদ্ধোঽজীর্ণী চ সংত্যজেৎ॥

২৭। দিবাস্বপ্নং ন কুর্ব্বীত স্ত্রিয়ঞ্চৈব পরিত্যজেৎ।
আয়ুঃক্ষীণা দিবানিদ্রা দিবাস্ত্রী পুণ্যনাশিনী॥
দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পেদৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥

অহঃশেষং সমাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ।
ইতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চাভ্যসেৎ।
বৃথাবিবাদবাক্যানি পরীবাদঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

২৮। যাবন্ত, কর্ম্মযজ্ঞাঃ স্যুঃপ্রদিষ্টানি তপাংসি চ।
সর্ব্বেতে জপযজ্ঞস্য কলাংনার্হন্তি ষোড়শীং॥
মাহাত্ম্যংবাচিকস্যৈতৎজপযজ্ঞস্য কীর্ত্তিতং।
তস্মাচ্ছতগুণোপাংশুঃ সহস্রোমানসঃ স্মৃতঃ॥
অশুচির্বাশুচির্বাপিগচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মন্ত্রৈকস্মরণো বিদ্বান্ মনসৈব সমভ্যসেৎ॥
বাহ্যাপূজা প্রকর্ত্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ।
অন্তর্যাগাত্মিকাপূজা সর্ব্বপূজোত্তমোত্তমা॥
বহিঃপূজা বিধাতব্যা যাবজ্‌জ্ঞানং ন জায়তে।
জাতে জ্ঞানেচ দেবেশি দেবতামূর্ত্তিভাবনা॥
যদাহসমর্থস্তদা মনসা সমগ্রমাচারমনুপালয়েৎ॥
দিবোদিতানি কর্ম্মাণি প্রমাদাদকৃতানিচ।
শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥

২৯। প্রাবিট্ কালাবসানেতু পূর্ব্বং দীপান্বিতাতিথেঃ।
সমবেতৈর্জ্জনৈর্গ্রাম্যৈঃ সর্ব্বমাবর্জ্জনাদিকং॥
বেশ্মান্তঃস্থং বহিঃস্থঞ্চ বিশেষাদ্দেব সদ্মনঃ।
ক্ষেত্রেনিক্ষিপ্যতেযত্র সচেষ্টৈঃ শুভকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
তত্রগ্রাম পরিস্কারাত্তুষ্টাস্যাৎ সর্ব্বমঙ্গলা।
তস্মাচ্চ শস্য বহুলং তত্তৎ ক্ষেত্রং ভবেদ্ধ্রুবং॥
মহামারীভয়ঞ্চাপি তত্রনাপ্নোতি নিশ্চিতং।
নশ্যাত্তুভবনাস্তিস্মং গ্রামঞ্চ নগরাদিকং॥

অতস্তেষাং পবিত্রত্বং রক্ষনীয়ং সদানরৈঃ ॥

৩০। শুচৌদেশে বিবিক্তেষু গোময়েনোপলিপ্তকে।
প্রাগুদক্ প্লবনেচৈব সম্বিশেত্তু সদাবুধঃ।
মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধাপয়েৎ।
বৈদিকৈর্গারুড়ৈর্ম্মন্ত্রৈরক্ষাং কৃত্বা স্বপেত্ততঃ ॥
ধান্যগোবিপ্রদেবানাং গুরূণাঞ্চ তথোপরি।
ন চাপিভগ্নশয়নে নাশুচৌ নাশুচিঃস্বয়ং ॥
আর্দ্রবাসা ন নগ্নশ্চ নোত্তরাপরমস্তকঃ ॥
ত্রিদোষসমনী খট্বা তুলী বাতকফাপহা।
ভূশয্যা বাতলাতীব রুক্ষা পিত্তাশ্রুনাশিনী।
সুশয্যাশয়নং হৃদ্যং পুষ্টিনিদ্রাধৃতিপ্রদং।
শ্রমানিলহরং বৃষ্যং বিপরীতমতোহন্যথা ॥

৩১। পরদাররতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা।
মৃতোনরকমভ্যেতি হীয়তেহত্রাপি চায়ুষঃ ॥
ষষ্ঠ্যষ্টমীমমাবস্যামুভে পক্ষে চতুর্দ্দশীং।
মৈথুনং নোপসেবেত দ্বাদশীঞ্চ মমপ্রিয়াং।
ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ যাবৎ পুত্রো নজায়তে ॥
যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ ॥
ঊন ষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতিং
যদাধত্তেপুমান্‌গর্ভঃ কুক্ষিস্থং স বিপদ্যতে।
জাতো বা ন চিরংজীবেৎ জীবেদ্বাদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥

২। শিষ্টাচার।

১। যস্য বাঙ্মনসী শুদ্ধে সম্যগ্‌গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলং ॥

২। শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় মনাংসিচ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেৎ বীক্ষ্যমাণো গুরোর্মুখং ॥

৩। নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনোভবেৎ ॥

৪। দূরস্থো নার্চ্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ
যানাসনস্থশ্চৈবৈনমবরুহ্যাভিবাদয়েৎ ॥

৫। নিত্যং চ্ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখলিখনং
পাদয়োরল্পসেবা
দন্তানামল্পশৌচং মলিনবসনতা রুক্ষতা মূর্দ্ধজানাং।
দ্বেসন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাস
হাসাতিরেকঃ
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ
কেশবস্যাপিলক্ষ্মীং ॥

৬। উচ্চৈঃপ্রহসনং কাশং নিষ্ঠীবনঞ্চ কুত্থনং।
জৃম্ভনং অঙ্গভঙ্গঞ্চ পর্ব্বাস্ফোটঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥

৭। বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্ যদুত্তরং ॥

৮। অল্পং বা বহুবা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া ॥

৯। বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যেষ্ঠং ক্ষত্রিয়ানান্তুবীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধনধান্যেন শূদ্রানামেব জন্মতঃ ॥

১০। গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌতত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ ॥

১১। নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ ॥

১২। ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রূয়াদ্ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎ সহ ॥
১৩। নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনং।
দ্বেষং স্তম্ভং চ মানঞ্চ ক্রোধতৈক্ষ্ণ্যে চ বর্জ্জয়েৎ।
১৪। চক্রিণোদশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ ॥
১৫। সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্ ॥
১৬। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।*
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
১৭। কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাং।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাং ॥
১৮। পরদারান্ পরদ্রব্যং পরীবাদং পরস্য চ।
পরিহাসং গুরোঃ স্থানে চাপল্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
১৯। যস্মিন্ দেশে য আচারো ন্যায়দৃষ্টাস্তু কল্পিতঃ।
স তস্মিন্নেব কর্ত্তব্যো নতু দেশান্তরে স্মৃতঃ ॥
যস্মিন্ রাষ্ট্রে পুরে গ্রামে ত্রৈবিদ্যে নগরেঽপি বা।
যো যত্র বিহিতো ধর্ম্মস্তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥

---

* সত্য বলিবে; মিষ্ট বাক্য বলিবে। সত্য কথা অপ্রিয় ভাবে বলিবে না [অর্থাৎ শিষ্টাচারের অবিরোধী ভাবে, শান্ত মূর্ত্তিতে, হিতেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বড় ছোট সকলকে সম্পূর্ণ সত্যই বলিবে—"অপ্রিয়ং" যথাস্যাৎ তথা মাব্রূয়াৎ; অপ্রিয়ং এস্থলে ক্রিয়ার বিশেষণ।] মিষ্ট কথা বলার জন্য অণুমাত্র মিথ্যা কথা বলিবে না।—[এই শ্লোকের সাধারণতঃ বিকৃত অর্থ করা হয় যে অপ্রিয়-সত্য কথা বলিবেই না। কিন্তু পবিত্র হিন্দু শাস্ত্র কখনই "সত্য গোপনে" উপদেশ দিতে পারেন না]

যস্মিন্ দেশে য আচারঃ শৌচাচারশ্চ যাদৃশঃ।
তত্রতন্নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ ॥
বরং যোগী ত্রিকালজ্ঞো গিরিং লঙ্ঘয়িতুং ক্ষমঃ
তথাপি লৌকিকাচারং মনসাঽপি ন লঙ্ঘয়েৎ ॥

২০। অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যা যশো বলং ॥

২১। শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ ॥

২২। অভিবাদাৎ পরং বিপ্রো জ্যায়ানমভিবাদয়ন্।
অসৌ নামাহমস্মীতি স্বং নাম পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥

২৩। ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেবচ ॥

২৪। লক্ষ্মীর্বসতি জিহ্বাগ্রে জিহ্বাগ্রে মিত্রবান্ধবাঃ।
জিহ্বাগ্রে বন্ধনং প্রাপ্তং জিহ্বাগ্রে মরণং ধ্রুবম্ ॥

২৫। লুব্ধমর্থেন গৃহ্নীয়াৎ ক্রুদ্ধমঞ্জলিকর্ম্মণা।
মূর্খং ছন্দানুবৃত্ত্যা চ তত্ত্বার্থেন চ পণ্ডিতম্ ॥

২৬। হস্তাদপি ন দাতব্যং গৃহাদপি ন দীয়তে।
পরোপকরণার্থে চ বচনে কা দরিদ্রতা ॥
অক্রোধঃ সত্যবচনং সংবিভাগঃ ক্ষমা তথা।
প্রজনঃ স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ ॥
কায়েন ত্রিবিধং কর্ম্ম বাচা চাপি চতুর্ব্বিধং
মনসা ত্রিবিধঞ্চৈব দশকর্ম্মাপথস্ত্যজেৎ।
প্রাণাতিপাতঃ স্তৈন্যঞ্চ পরদারানথাপিচ
ত্রীণি পাপানি কায়েন সর্ব্বতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
অসৎ প্রলাপং পারুষ্যং পৈশুন্যমনৃতন্তথা।
চত্বারি বাচা রাজেন্দ্র ন জল্পেৎ নানুচিন্তয়েৎ।

অনভিধ্যা পরস্বেষু পরসত্ত্বেষু সৌহৃদং।
কর্ম্মণাং ফলমস্তীতি ত্রিবিধং মনসাচরেৎ॥

২৭। গৃহে সম্পূর্ণ আচারস্তদর্দ্ধং পরবেশ্মনি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং পথি শূদ্রবদাচরেৎ॥

২৮। রাজদ্বারে বন্ধনাপ্তঃ দূরাধ্বনি ত্বরান্বিতঃ
কুর্য্যাচ্চ মানসীং সন্ধ্যাং ন স পাপেন লিপ্যতে॥

২৯। হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্তা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।
দিনমেকং ব্রতং কুর্য্যাৎ প্রণতঃ সুসমাহিতঃ॥

৩০। নরপতিহিতকর্ত্তা দ্বেষতাং যাতি লোকে।
জনপতিহিতকর্ত্তা ত্যজ্যতে পার্থিবেন্দ্রৈঃ॥
ইতি মহতি বিরোধে বর্ত্তমানেঽপি নিত্যং।
নৃপতিজনপদানাং দুর্ল্লভঃ কার্য্যকর্ত্তা॥

৩১। কিং করিষ্যন্তি বক্তারঃ শ্রোতা যত্র ন বিদ্যতে।
নগ্নক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি॥
ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনং॥

৩২। শতং ত্যক্ত্বাচরেৎ স্নানং সহস্রঞ্চাপি ভোজনং।
লক্ষং পরোপকারায় কোটিং ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ॥

৩৩। দহ্যমানাঃ সুতীব্রেণ নীচাঃ পরযশোঽগ্নিনা।
অশক্তাস্তৎপদং গন্তুং ততো নিন্দাং প্রকুর্ব্বতে॥

৩৪। মৌনী পাদপ্রহারেঽপি ন ক্ষমী নীচ এব সঃ।
আকৃষ্টশস্ত্রো মিত্রেঽপি ন তেজস্বী খলো হি সঃ॥

৩। পিতা মাতা।

১। পিতৄন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু

২। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

৩। যা গর্ভে দশমাসান্ হি ধৃত্বা পুত্রাংস্তু রক্ষতি।
সা দেবী জননী সাক্ষাৎ কোবাস্তি তৎ সমো গুরুঃ ॥
পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ।
অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি বিষ্ণুসমঃ প্রভুঃ।
নাস্তি শম্ভুসমঃ পূজ্যো নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥
নাস্তি চৈকাদশীতুল্যং ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং।
তপো নানশনৈস্তুল্যং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥
নাস্তি ভার্য্যাসমং মিত্রং নাস্তি পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ।
নাস্তি স্বস্থসমা মান্যা নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥
ন জামাতৃ সমং পাত্রং ন দানং কন্যয়া সমং।
ন ভ্রাতৃসদৃশো বন্ধুর্নচ মাতৃসমো গুরুঃ ॥
দেশো গঙ্গান্তিকঃ শ্রেষ্ঠো দলেষু তুলসী দলং।
বর্ণেষু ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠো গুরুর্ম্মাতা গুরুষ্বপি ॥

৫। ভূমের্গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা ॥
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

৬। অকৃত্রিমস্নেহরসেন যস্যাঃ
সংবর্দ্ধিতো দেহমহীরুহো নঃ।
তস্যাঃ পদাব্জে সততং তদুত্থৈ-
র্ভক্তিপ্রসূনৈরভিপূজয়ামঃ ॥

৭। মাতরং পিতরং চৈব লক্ষ্মীনারায়ণাবিব।
পূজয়েয়ুস্তদাজ্ঞাং বৈ বহেয়ুঃশিরসা সদা ॥

৮। উপাধ্যায়াদ্দশাচার্য্য আচার্য্যাচ্ছতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতুর্ম্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥

৯। মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহীনিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ ॥

১০। নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তিপিতৃসমো গুরুঃ।
তয়োঃ প্রত্যুপকারোঽপি ন কথঞ্চন বিদ্যতে ॥
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণা মনসাপি বা।
ন তাভ্যামননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাশ্রয়েৎ ॥

১১। যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সুতপালনে।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥

১২। পুণ্যতীর্থে কৃতং যেন তপঃ কাপ্যতিদুষ্করং।
তস্য পুত্রো ভবেদ্বশ্যঃ সমৃদ্ধো ধার্ম্মিকঃ সুধীঃ ॥

১৩। পিতুরাজ্ঞা পরো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মশ্চ মাতৃরক্ষণং।
অস্বতন্ত্রাঞ্চ পুত্রোঽহি মাতরং নানু পীড়য়েৎ ॥

১৪। গুরুরগ্র্যঃ পরো ধর্ম্মঃ পোষণাধ্যাপনান্বিতঃ।
পিতা যদাহ ধর্ম্মঃ স বেদেষ্বপি সুনিশ্চিতঃ ॥

১৫। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃসমো মৃতে পিতরি ভারত।
স হ্যেষাং বৃত্তিদাতাস্যাত্তৈর্হ্যেব পরিপাল্যতে ॥

১৬। নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে ॥
সর্ব্ব যজ্ঞস্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণাসাগরায়চ ॥
নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ।
সদাপরাধক্ষমিণে সুখায় সুখদায় চ ॥
দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥
তীর্থস্নান তপোহোমজপাদি যস্য দর্শনম্।
মহাগুরোশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ ॥

যস্য প্রণামস্তবনাৎ কোটিশঃ পিতৃতর্পণম্।
অশ্বমেধশতৈস্তুল্যং তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥
ইদং স্তোত্রং পিতুঃপুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেঽপি চ॥
স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রেস্থিতেঽপি বা।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বাঞ্ছিতম্॥
নানাপকর্ম্ম কৃত্বাপি যঃ স্তৌতি পিতরং সুতঃ।
স ধ্রুবং প্রবিধায়ৈবং প্রায়শ্চিত্তং সুখী ভবেৎ॥

১৭। মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা।
দেবী ভূ-রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা॥
আরাধ্যা পরমা মায়া দয়া শান্তি ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী মা পদ্মাচ বিজয়া জয়া॥
দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্বৈ পঞ্চবিংশতিঃ।
শ্রবণাৎ পঠনান্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বদুঃখাদ্ বিমুচ্যতে॥
দুঃখৈর্ম্মহদ্ভির্দূনোঽপি দৃষ্ট্বামাতরমীশ্বরীং।
যমানন্দং লভেন্মর্ত্ত্যঃ স কিং বাচোপপদ্যতে॥

১৮। অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ।
জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ
আত্মমাতা গুরোঃপত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ॥
উচ্চৈরধোঽনলজলাদতিচঞ্চলান্ যা,
দুর্ভক্ষ্যতো ঝটিতি চেষ্টকৃতিং বিহায়।
রক্ষেৎ সুতান্নুরসি হা মলমূত্রলিপ্তা-
তস্যৈ নমো নম ইতোঽস্তু নমোজনন্যৈ॥
প্রত্যক্ষিতা যা ত্রিজগৎ প্রসূতিকা-
সর্ব্বাত্মনা ভক্তিমতাং হি সেবনাৎ।

নৃণাং চতুর্ব্বর্গ ফলং দদাতি যা-
তস্যৈ নমো ভূতললোলমৌলিনা ॥
যদ্গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃস্নেহেন জীবতি।
তাং সাক্ষাদীশ্বরীং বন্দে মাতৃদেবীং পুনঃ পুনঃ ॥

৪। পুত্র।

১। পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাত্ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতিখ্যাতঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥
২। বুদ্ধিমান্ জ্ঞানসম্পন্নো দাতা ত্যাগী প্রিয়ংবদঃ।
সর্ব্বকর্ম্মসু সন্ ধীরো দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ॥
পিতৃমাতৃপরো নিত্যং সর্ব্বস্বজনবৎসলঃ।
এবং গুণৈঃ সুসংযুক্তঃ সুপুত্রঃ সুখদায়কঃ ॥
৩। কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো নবিদ্বান্নধার্ম্মিকঃ।
কাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃপীড়ৈব কেবলং ॥
বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মুর্খশতৈরপি।
একশ্চন্দ্র স্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি ॥
৪। একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥
৫। একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা ॥
৬। লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥
৭। লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ ॥
৮। কো ধন্যো বহুভিঃ পুত্রৈঃ কুশূলাপূরণাঢ়কৈঃ।
বরমেকঃ কুলালম্বী যত্র বিশ্রূয়তে পিতা ॥
৯। স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিং।
পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে ॥

১০। সা ভার্য্যা যা প্রিয়ং ব্রূতে স পুত্রো নির্ব্বৃতির্যতঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ স দেশো যত্র জীবিকা॥

৫। মিত্র।

১। উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

২। সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতং।
বিপৎ সন্নিহিতা তস্য স নরঃ শত্রুনন্দনঃ॥

৩। শুচিত্বং ত্যাগিতা শৌর্য্যং সামান্যং সুখদুঃখয়োঃ।
দাক্ষিণ্যং চানুরক্তিশ্চ সত্যতা চ সুহৃদ্‌গুণাঃ॥

৪। রহস্যভেদো যাচঞা চ নৈষ্ঠুর্য্যং চলচিত্ততা।
ক্রোধো নিঃসত্যতা দ্যূতমেতন্মিত্রস্য দূষণং॥

৫। পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখং॥

৬। দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সঃ।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

৭। জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রঞ্চাপদাগমে চৈব ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে॥

৮। করোতি বঞ্চনং মিত্রে যো বা কো বা নরাধমঃ।
স হি পাপফলং ভুঙ্ক্তে যুগানাং কোটিকোটিষু॥

৯। নরাণাং সর্ব্বদুঃখানি হীয়স্তে মিত্র দর্শনাৎ।
তস্মান্মিত্রেষু সুগতিং কুর্য্যাৎ সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥

১০। ব্যাধিতস্য দরিদ্রস্য বঞ্চিতস্যাতিদুঃখিনঃ।
মিত্রস্য দর্শনাদেব সর্ব্বং দুঃখং বিনশ্যতি॥

১১। এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো, নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥

১২। পরোপি হিতবান্ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।
অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধম্॥

সমান গর্ভসম্ভূতাঃ সমানস্নেহ পালিতাঃ।
সহোদরা সম্বসেয়ুঃ সানুরাগং পরস্পরং ॥

—:•:—

৬। আতিথ্য।

১। তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতাঃ।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥

২। অরাবপ্যুচিতং কার্য্যং আতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাংচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ ॥

৩। প্রিয়ো বা যদিবাদ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
সংপ্রাপ্তে বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥

৪। দেশং নাম কুলং বিদ্যাং পৃষ্ট্বা যোঽন্নং প্রযচ্ছতি।
ন স তৎ ফলমাপ্নোতি দত্বা স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥

৫। চক্ষুর্দ্দদ্যাম্মনো দদ্যাদ্বাচং দদ্যাচ্চ সূনৃতাং
উত্থায় চাসনং দদ্যাদেষ, ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

৬। অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥

৭। উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ ॥

৮। গুরুরগ্নি র্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ ॥

—:•:—

৭। সন্তোষ।

১। সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষ মূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ ॥

২। অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ ॥

৩। অস্তিপুত্রোবশে যস্য ভৃত্যভার্য্যে তথৈবচ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে ॥

৪। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।
ভৈষজ্যমেতদ্দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ।
চিন্ত্যমানং হি চাভ্যেতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্ত্ততে ॥

৫। সর্ব্বত্র সম্পদস্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসং।
উপানদ্ গূঢ়পাদস্য নন্বু চর্ম্মাবৃতৈব ভূঃ ॥

৬। সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাং।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাং ॥

৭। না প্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুং।
আপৎস্বপি ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥

৮। মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি
বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দলক্ষৈঃ।
পূর্ণেষু পূর্ব্বেষু পুনর্ণবানা-
মুৎপত্তয়ো যান্তি মনোরথানাম্ ॥

৯। নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা ॥

১০। শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখং।
ন তৃষ্ণায়াঃ পরো ব্যাধি র্ন চ ধর্ম্মো দয়া সমঃ ॥

১১। বরমিহ পরিতুষ্টা বল্কলৈস্তং দুকূলৈঃ।
সম ইব পরিতোষো নির্ব্বিশেষো বিশেষঃ ॥
স তু ভবতু দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালাঃ।
মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কোদরিদ্রঃ ॥

১২। বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং।
গৃহেপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ ॥

অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে।
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥

১৩। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
ইতিবিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ দুঃখয়োঃ॥

—:•:—

৮। যাচ্ঞা।

১। বেপথুর্ম্মলিনং বক্ত্রং দীনবাক্ গদ্‌গদস্বরঃ।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচনে॥

২। দক্ষিণাশা প্রবৃত্তস্য প্রসারিত করস্য চ।
তেজস্তেজস্বিনোঽর্কস্য হীয়তেঽন্যস্য কা কথা॥

৩। রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ॥

৪। তৃণাল্লঘুতরস্তূল স্তূলাদপি চ যাচকঃ।
বায়ুনা কিং ননীতোঽসৌ মাময়ং যাচয়িষ্যতি॥

৫। পুরহর কতরদ্ব্যক্তং হালাহল কবল যাচ্ঞা বচসোঃ
একৈব তব রসজ্ঞা তদুভয় তারতম্যজ্ঞা॥

নবীন দীনভাবস্য যাচমানস্য মানিনঃ।
বচোজীবিতয়োরাসীৎ পুরোনিঃসরণে রণং॥

উপাসনা চেন্মহতামুপাসনা
যয়া মনোঽন্যাধিকমেতি মানবঃ।
বরার্থিনে যৎ সুরথায় তারিণী-
মনুষ্য মত্যন্তসুখং দদৌ স্বয়ং॥

স্মরোপতপ্তোঽপি ভৃশং ন স প্রভুঃ
বিদর্ভভূপং তনয়ামযাচত।
ত্যজন্ত্যসূন্ শর্ম্ম চ মানিনো বরং,
নতু ত্যজন্ত্যেক মযাচিতব্রতং॥

—:•:—

৯। বিদ্যা।

১। অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্যদর্শকং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥
২। পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলং।
তস্মান্মূর্খসহস্রেষু প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥
৩। রূপযৌবন সম্পন্না বিশাল কুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥
৪। বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥
৫। নক্ষত্র ভূষণং চন্দ্রঃ নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণং॥
৬। কাব্য শাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং।
ব্যসনেন চ মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা॥
৭। ইতিহাস পুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চাভ্যসেৎ।
বৃথা বিবাদ বাক্যানি পরীবাদঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
৮। মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা॥
৯। দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্ব শাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে॥
১০। কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতা।
বিদ্যারূপং কুরূপাণাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাং॥
১১। অবিদ্যং জীবনং শূন্যং দিক্ শূন্যা হীনবান্ধবা।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা॥
১২। যো গুরুং পূজয়েন্নিত্যং তস্য বিদ্যা প্রসীদতি।
তৎপ্রসাদেন যস্মাৎ স প্রাপ্নোতি পরমং পদং॥

১৩। সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।
দেশ ভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ॥
১৪। বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পরমস্তপ উচ্যতে।
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতশ্চ সঃ॥
১৫। ন চ বিদ্যা সমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলং॥
জ্ঞাতিভির্বণ্টতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্॥
১৬। ইতিহাস পুরাণানি লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি।
ব্রহ্মদান সমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুণীকৃতঃ॥
১৭। বিদ্যাতীর্থৈর্জগতি বিবুধাঃ, সাধবঃ সত্যতীর্থৈঃ।
গঙ্গাতীর্থৈর্মলিনমনসো যোগিনো ধ্যানতীর্থৈঃ॥
ধারাতীর্থৈ র্ধরণিপতয়ো, দানতীর্থৈর্ধনাঢ্যঃ।
লজ্জাতীর্থৈঃ কুলযুবতয়ঃ, পাতকং ক্ষালয়ন্তি॥
বিদ্যা ন হেয়া বিদুষা কদাচিৎ
নিরক্ষরান্ বীক্ষ্য ধনাধিনাথান্।
স্বর্ণাবতংসাং কুলটামবেক্ষ্য
কুলাঙ্গনাঃ কিং কুলটা ভবন্তি॥
১৮। দুরধীতা বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষং।
বিষং চঙ্ক্রমণং রাত্রৌ বিষং ব্যাধিরবিক্ষীতঃ॥
১৯। পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং॥
২০। যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রস্তস্য করোতি কিং।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি॥
২১। শোকস্থান সহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥

সদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্।
অহার্য্যত্বাদনর্ঘত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা॥

২২। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখম্॥

২৩। বালাদপি গ্রহীতব্যং যুক্তমুক্তং মনীষিভিঃ।
রবেরবিষয়ে কিং ন প্রদীপস্য প্রকাশনং॥

২৪। একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ
পৃথিব্যাং নাস্তিতদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোঽনৃণো ভবেৎ

২৫। কামধেনুগুণা বিদ্যা হ্যকালে ফলদায়িনী
প্রবাসে মাতৃসদৃশী বিদ্যা গুপ্তং ধনং স্মৃতম্॥

২৬। কাকচেষ্টা বকধ্যানং স্বল্পনিদ্রা তথৈবচ।
অল্পাহারো গৃহত্যাগো বিদ্যার্থে পঞ্চলক্ষণং॥

২৭। যথা খাত্বা খনিত্রেণ ভূতলে বারি বিন্দতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষাস্তোঽধিগচ্ছতি।

২৮। অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্না॥
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রম্।

২৯। সা বিদ্যা যা মদং হন্তি সা শ্রীর্যার্থিষু বর্ষতি।
ধর্ম্মানুসারিণী যা চ সা বুদ্ধিরভিধীয়তে॥
স্পৃহনীয়া সতাং তাবদ্বিদ্যা সন্তোষশালিনী॥

৩০। শীলং পরহিতা সক্তিরনুৎসেকঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
অলোভশ্চেতিবিদ্যায়াঃ পরিপাকোজ্জ্বলং ফলং॥

৩১। অনুষ্ঠানেন রহিতা পাঠমাত্রেণ কেবলম্।
রঞ্জয়ত্যেব যা লোকং কিং তয়া শুক-বিদ্যয়া॥

স বিবেকোচিতাং বুদ্ধিং ন বৈরাগ্যময়ং মনঃ।
উৎপাদয়তি যা পুংসাং কিং তয়া জড়বিদ্যয়া॥

৩৪। অলোভঃ পরমং বিত্তমহিংসা পরমং তপঃ।
অমায়া পরমা বিদ্যা নিরবদ্যা মণীষিণাং॥

৩৫। সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা নাস্তি বিদ্যার্থিনঃ সুখম্।
সুখার্থী বা ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্॥

৩৬। দানেন তপসা যজ্ঞৈরুপবাসৈর্ব্রতৈস্তথা।
ন তাং গতিমবাপ্নোতি বিদ্যয়া যামবাপ্নুয়াৎ॥

৩৭। ন তেন বৃদ্ধো ভবাতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥

৩৮। কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতং।
বিদ্যা রূপং কুরূপাণাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্॥

—:০:—

১০। সত্য।

১। সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যংহি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরং ন হি॥

২। সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী।
সত্যঞ্চোক্তং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং॥

৩। অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥
সর্ব্ববেদাধিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনং।
সত্যং চ বচনং রাজন্ সমং বা স্যান্নবা সমং।

৪। অনৃতং যো হি বদতি স বিশ্বাস্যো ন কেনচিৎ।
স ভীরু নীচচিত্তঃ স নিরয়ে বসতি ধ্রুবং॥

৫। সত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যমেকাক্ষরং তপঃ।
সত্যমেকাক্ষরো যজ্ঞঃ সত্যমেকাক্ষরং শ্রুতম্॥

৬। নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥

৭। সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপোব্যর্থ মূষরে বপনং যথা॥
সত্যধর্ম্মচ্যুতাৎ পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব।
অনাস্তিকোঽপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ॥

৮। গোপনাৰ্দ্ধীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরনৃতং বিনা।
তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্॥

৯। সত্যপাদে কৃতে লোপে ধর্ম্মলোপঃ প্রজায়তে।
তস্মাৎ সত্যং সমাশ্রিত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

১০। দৃষ্টিপুতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলংপিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং শাস্ত্রপূতং সমাচরেৎ॥

১১। ব্রতচর্য্যা তথা সত্যমোঙ্কারং সত্যমেবচ।
সত্যাৎ ধর্ম্মোদমশ্চৈব সর্ব্বং সত্যেন বর্দ্ধতে॥

১২। মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎ কার্য্যমন্যদ্দুরাত্মনাং।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাং॥

১৩। সভা বা ন প্রবেষ্টব্যা বক্তব্যং বা সমঞ্জসং।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরঃ কিল্বিসভাগ্ভবেৎ॥

১৪। সুলভাঃ পুরুষাঃ রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ সত্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥
ন হি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো ন হি সত্যাৎ পরং তপঃ।
ন হি সত্যাৎ পরা ঋদ্ধির্নহি সত্যাৎ পরং বলম্॥

১৫। ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মং।
নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি
সত্যং ন তদ্ যচ্ছলেনাভ্যুপেতং॥

১১। কর্ম্ম উদ্যম।

১। কর্ম্মণা প্রীয়তে সম্যক্ কর্ম্মাত্মা মাধবঃ সদা।
কেবলং চাটুবাক্যেন ন তুষ্যতি পরাৎপরঃ॥

২। সাধুপদিষ্টমার্গেণ যন্মনোঙ্গবিচেষ্টিতং।
তৎ পৌরুষং তৎ সফলং অন্যদুন্মত্তচেষ্টিতং॥

৩। ফলং কতক-বৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বু-প্রসাদনং।
ন নাম গ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥

৪। উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

৫। ক্ষত্র-সারভৃতং সৈন্যং শস্ত্রজ্ঞমনুরাগি চেৎ।
অপি স্বল্পং শ্রিয়ে সৈন্যং বৃথেয়ং মুণ্ডমণ্ডলী॥
সাহসোৎপতিতানাঞ্চ নিরাশানাঞ্চ জীবিতে।
ন শক্যমগ্রতঃ স্থাতুং শক্রেণাপি ধনঞ্জয়॥

৬। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ॥

৭। সম্পদা সুস্থিতং মন্যো ভবতি স্বল্পয়াপি যঃ।
কৃত-কৃত্যো বিধির্ম্মন্যে ন বর্দ্ধয়তি তস্য তাং॥

৮। অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেদপক্ষয়াৎ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সম্যক্ বৃদ্ধং তীর্থেষু নিক্ষিপেৎ॥

৯। হেলা স্যাৎ কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নির্ধনং।
যাচ্ঞা মানস্য নাশায় কুলনাশায় ভোজনং॥

১০। রোগ-শোক-পরীতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাং॥

১১। অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য তু সঞ্চয়ং
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদ্দানাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ ॥

১২। শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥

১৩। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥

১৪। হস্তং হস্তেন সংপীড্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণ্য চ।
অঙ্গৈরঙ্গং সমাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বকং মনঃ ॥

১৫। মতিরেব বলাদ্ গরীয়সী,
তদভাবে করিণামিয়ং দশা।
ইতি ঘোষয়তীব ডিণ্ডিমঃ
করিণোহস্তিপকাহতঃ ক্বনন্ ॥

১৬। সক্তাঃ কর্ম্মন্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাং স্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহং ॥

১৭। ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

১৮। অনুদ্যোগো মহারোগো শক্তিং রহসি হন্তি বৈ।
আপাততঃ সুখাকারো মহা দুঃখাকরো হি সঃ ॥

১৯। ইন্দ্রিয়াণি বিতীর্ণানি বিধিনোদ্যোগ সিদ্ধয়ে।
অতএব হি হন্যন্তে নিরুদ্যোগা মনোরথৈঃ ॥

২০। সন্ততবিকৃতেঃ প্রকৃতের্নবিরামো দৃশ্যতে জাতু।
সা কিল নিন্দতি জড়তাং দুরিত প্রায়াং দুরন্তাং চ ॥

২১। আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহারিপুঃ
নাস্ত্যুদ্যমসমো বন্ধুঃ কৃত্বা যং নাবসীদতি ॥

২২। পূর্ব্বজন্ম জনিতং পুরাবিদঃ
কর্ম্ম দৈবমিতি সংপ্রচক্ষতে,

উদ্যমেন তদুপার্জ্জিতং চিরাৎ
দৈবমুদ্যমবশং ন তৎকথং ?

২৩। বিদ্যা ন সাঽস্তি জগতীহ কিলানবদ্যা
যোদ্যোগিনাং ভবতি সাধয়িতুং ন যোগ্যা।
উদ্যোগ এব সকলোক্তিকলাতিশায়ী
সদ্যো দদাতি ভুবি মান্যপদং জনানাং॥

২৪। উদ্যোগিনঃ করালম্বং করোতি কমলালয়া।
অনুদ্যোগিকরালম্বং করোতি কমলাগ্রজা॥

২৫। কর্ত্তারমিব রাজানং মা যাচিষ্ট পুনঃ পুনঃ।
স্বয়ং সম্পাদয়েৎ সর্ব্বং যথাগৌ ত্বরিতুমর্হতি॥

২৬। যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং জ্ঞান সংচ্ছিন্ন সংশয়ং।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥

২৭। নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগা
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্মৈক ফলদঃ
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥

২৮। স জাতো যেন জাতেন যাতি দেশসমুন্নতিং।
পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে॥

২৯। বিরক্তাঃ সংস্থতৌ যে হি তত্ত্বজ্ঞানেন সর্ব্বথা।
প্রাণরক্ষা ভবেৎ তেষাং সমাজে গৃহিণাং যতঃ॥
তদ্ধিতায় ততস্তেষাং সুশিক্ষা সাধুশীলতা।
সংযমো জ্ঞানবিস্তারঃ কার্য্যস্তদ্দেশ পূজনম্।

৩০। উদ্যমং সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ
ষড়েতে যত্র বর্ত্তন্তে তত্র দেবঃ সহায়কৃৎ।

৩১। ন হি দৈবেন সিধ্যন্তি কার্য্যাণ্যেকেন সত্তম।
ন চাপি কর্ম্ম নৈকেন তাভ্যাং সিদ্ধিস্তু যোগতঃ॥

৩২। যথাগ্নিঃ পবনোদ্ধূতঃ সুসূক্ষ্মোঽপি মহান্ ভবেৎ।
তথা কর্ম্মসমাযুক্তং দৈবং সাধু বিবর্দ্ধতে ॥

৩৩। যথা তৈলক্ষয়াদ্দীপঃ প্রণাশমুপগচ্ছতি।
তথা কর্ম্মক্ষয়াদ্দৈবং প্রণাশমুপগচ্ছতি ॥

৩৪। পৌরুষেণ জিতা দৈত্যা স্থাপিতা ভুবনক্রিয়া।
রচিতানি জগন্তীহ বিষ্ণুনা ন চ দৈবতঃ ॥

৩৫। শ্বঃ কার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকং।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতং ॥

৩৬। দিবসেনৈব তৎ কার্য্যং রাত্রৌ যেন সুখং বসেৎ
বসন্তেনৈবতৎ কার্য্যং বর্ষাসু চ সুখং বসেৎ ॥
আজন্মনস্তু তৎ কার্য্যমন্তে যেন সুখং বসেৎ ॥

৩৭। দানে ক্ষয়তি নো বিত্তং ন চৌর্য্যৈর্বর্দ্ধতে হি তৎ।
ন সন্ধ্যা পূজনৈর্লোকে বাধ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চণ ॥

৩৮ আরোপ্যতে শিলা শৈলে যত্নেন মহতা যথা।
নিপাত্যতে ক্ষণেনাধস্তথাত্মা গুণদোষয়োঃ ॥

৩৯ যাত্য-ধোঽধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ ॥

৪০। ঋণশেষোঽগ্নিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈব চ।
পুনশ্চ বর্দ্ধতে যস্মাত্তস্মাচ্ছেষঞ্চ কারয়েৎ ॥

৪১। যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি ॥

৪২। ধনমূলা ক্রিয়া সর্ব্বা যত্নস্তস্যার্জ্জনে গতঃ।
রক্ষণং বর্দ্ধনং ভোগ ইতি তত্র বিধিক্রমাৎ ॥

৪৩। যাবৎস্বস্থমিদং শরীরমরুজং, যাবজ্জরা দূরতো।
যাবচ্চেন্দ্রিয় শক্তিরপ্রতিহতা, যাবৎ ক্ষয়োনায়ুষঃ ॥
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা, কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্।

সন্দীপ্তে ভবনে হি কূপখননে প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ ॥

৪৪। ষড় দোষাঃ পুরুষেণহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধমালস্যং দীর্ঘসূত্রতা ॥

৪৫। আলস্যং মদমোহৌচ চাপল্যং গোষ্টিরেব চ।
স্তব্ধতাচাভিমানিত্বং তথাত্যগিত্বমেব চ ॥
এতে বৈ সপ্ত দোষাঃ স্যুঃ সদা বিদ্যার্থিনাং মতাঃ।

৪৬। সুখার্থিনঃ কুতোবিদ্যা নাস্তি বিদ্যার্থিনঃ সুখং ॥
সুখার্থী বা ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা সুখং ত্যজেৎ।

৪৭। লিখন-বিধিবিরাগঃ পুস্তিকাশোষণঞ্চ
বহু সুহৃদনুবর্ত্তী প্রক্রিয়াচাতি গুর্ব্বী।
শ্বশুর গৃহনিবাসো বিহ্বলত্বং বিসাদঃ
স্থিতিরপি নিজগেহে মূর্খতাহেতবোহষ্টৌ ॥

৪৮। অদাতা বংশদোষেন কর্ম্মদোষাদ্দরিদ্রতা।
উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা ॥

৪৯। সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়া সমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে ॥
প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি ॥

৫০। যস্মিন্ কুলে যঃ পুরুষ প্রধানঃ
স সর্ব্বযত্নেন হি রক্ষণীয়ঃ।
তস্মিন্ বিনষ্টে কিল সারভুতে
ন নাভিভঙ্গে হ্যরকা বহন্তি ॥

৫১। ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি।
সংশয়ম্ পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি ॥

৫২। আরভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈ
রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ ॥

বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানা
প্রারব্ধমুত্তমজনা ন খলু ত্যজন্তি ॥

৫৩। তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতং।
আগতন্তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতি কুর্য্যাদ্‌যথোচিতং ॥

৫৪। শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা
যস্তু ক্রিয়াবান্‌ পুরুষঃ স বিদ্বান্‌।
সুচিন্তিতঞ্চৌষধমাতুরাণাং
ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগং ॥

৫৫। উত্থায়োত্থায় বোদ্ধব্যং কিমদ্য সুকৃতং কৃতম্‌।
আয়ুষঃ খণ্ডমাদায় রবিরস্তং গমিষ্যতি ॥

৫৬। স্থান মুৎসৃজ্য গচ্ছন্তি সিংহাঃ সৎপুরুষা গজাঃ।
তত্রৈব নিধনং যান্তি কাকাঃ কাপুরুষা মৃগাঃ ॥

৫৭। দোষ ভীতেরণারম্ভস্তৎ কাপুরুষলক্ষণং।
কৈরজীর্ণভয়াদ্ভ্রাতর্ভোজনং পরিহীয়তে ॥

৫৮। অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো মা ত্বাং কালোঽত্যগাদয়ং।
অকৃতেষ্বেব কার্য্যেষু মৃত্যুর্বৈ সম্প্রকর্ষতি ॥

৫৯। উৎসাহ সম্পন্নমদীর্ঘসূত্রম্‌
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তং।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদঞ্চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ ॥

৬০। দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দ্দেহে প্রলভ্যতে।
যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং ॥
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি ॥
মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটি শতৈরপি।
অবশ্য মেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং ॥

৬১। নদৈবমিতি সংচিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগ মাত্মবান্।
অনুদ্যোগেন কস্তৈলং তিলেভ্যঃ প্রাপ্তুমর্হতি॥

৬২। কোদেশঃ স্বমনস্বিনঃ স্ববিষয়ঃ
কো বৈ বিদেশঃ স্মৃতো।
যং দেশং শ্রয়তে তমেব কুরুতে বাহুপ্রতাপার্জ্জিতং।
যং দংষ্ট্রা নখলাঙ্গুলপ্রহরণৈঃ সিংহো বনং গাহতে।
তস্মিন্নেব হতদ্বিপেন্দ্ররুধিরৈস্তৃষ্ণাং ছিনত্ত্যাত্মনঃ॥

৬৩। অনুগন্তুং সতাং কর্ম্ম কৃৎস্নং যদি ন শক্যতে।
স্বল্পমপ্যনুগন্তব্যং মার্গস্থো নাবসীদতি॥

৬৪। গচ্ছন্ পিপীলিকা যাতি যোজনানাং শতান্যপি।
অগচ্ছন্ বৈনতেয়োঽপি পদমেকং ন গচ্ছতি॥

৬৫। বিহায় পৌরুষং যো হি দৈবমেবাঽবলম্বতে।
প্রাসাদ সিংহবত্তস্য মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠন্তি বায়সাঃ॥

৬৬। শরীরনিরপেক্ষস্য দক্ষস্য ব্যবসায়িনঃ।
ন্যায়েনারব্ধকার্য্যস্য নাস্তি কিঞ্চন দুষ্করং॥

৬৭। কচিৎকন্থাধারী কচিদপি বিচিত্রাম্বরধরো।
মনুষ্যঃ কার্য্যার্থী গণয়তি ন দুঃখং ন চ সুখম্॥

৬৮। পূর্ব্বে বয়সি তৎকুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবঞ্চ তৎকুর্য্যাৎ যেন প্রেত্য সুখং বসেৎ॥

৬৯। ধনাৎকুলং প্রভবতি ধনাদ্ধর্ম্মঃ প্রবর্দ্ধতে।
নাধনস্যাস্ত্যয়ং লোকো ন পরঃ পুরুষোত্তম॥

৭০। যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং মানং চাপি নিযচ্ছতি।
স শ্রিয়ো ভাজনং পুংসাং যশ্চাপস্তু ন মুহ্যতি॥

৭১। জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।
স হেতুঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ ধনস্য চ॥

৭২। সহসা বিদধীত নক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাংপদং
বৃণুতে হি বিমৃষ্যকারিণং গুণগৃহ্যাঃ স্বয়মেব সম্পদাঃ

—:০:—

৯২। একতা

১। সংগচ্ছধ্বং সম্বদধ্বং সম্বো মনাংসি জানতাং।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনঃ যথা বঃ সুসহাসতি॥

২। স্বল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্ব মাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥

৩। সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপি।
তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ॥

৪। নির্দ্দহতি কুলমশেষং জ্ঞাতীনাং বৈরসম্ভবক্রোধঃ।
বনমিব ঘনপবনাহত তরুবরসংঘট্টসম্ভবো দহনঃ॥

৫। কুর্য্যাৎ সমানুভূতিং স্বগ্রামীনে সুখদুঃখয়োঃ।
পাত্রভেদে পরাংভক্তিং দয়াং প্রেম প্রকাশয়েৎ॥
আদ্রিয়েত স্বদেশীয়ান্ সর্ব্বদা সর্ব্বথা সুধীঃ।
বঙ্গবাসী যথাবঙ্গান্ তথা ভারতবাসিনঃ॥
আর্য্যাণাং ব্রাহ্মণে শূদ্রেহন্তজাতৌ প্রতিবাসিষু।
অন্যোন্যাচরণং তুল্যং কার্য্যং তদ্ভিন্নধর্ম্মিষু॥

৬। একদা সমচিত্তাশ্চেৎ আকর্ষন্তি রথং বলাৎ।
সমাসীনং জগন্নাথং রথঞ্চ চাল্যতে তদা॥

৭। সৎকর্ম্ম নিরতে লোকে বর্ণাঃ সন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
তস্মাত্তু বিরতাঃ সর্ব্বে ভবন্তি চ পৃথক্ পৃথক্॥

৮। কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাং।
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্ব্বানো ন বিনশ্যতি॥

জ্ঞাতিভিঃ সহ কার্য্যোহি ন বিরোধঃ কথঞ্চন ॥

৯। বহবো যত্র নেতারঃ সর্ব্বে পণ্ডিতমানিনঃ।
সর্ব্বে মহত্ত্বমিচ্ছন্তি তত্র কর্ম্মাবসীদতি ॥

১০। সমানুভূতির্বর্দ্ধেত স্বদেশীয়ে যথা তব।
সর্ব্বথেহ তদভ্যাসঃ সমাজস্যৈশপূজনং ॥

—:০:—

১৩। পরোপকার।

১। ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥

২। যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিং ॥

৩। দানং বিত্তাদৃতং বাচঃ কীর্ত্তিধর্ম্মৌ তথায়ুষঃ।
পরোপকরণং কায়াদসারাৎ সারমাহরেৎ ॥

৪। পশ্যৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি ন।
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ।
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ
গন্ধনির্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে।
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ॥

৫। আলোচ্য ধর্ম্মশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুণ্যং পরোপকারায় পাপায় পরপীড়নং ॥

৬। যুধ্যন্তে পক্ষিপশবঃ পঠন্তি শুকসারিকাঃ।
দাতুং শক্নোতি যো বিত্তং স শূরঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥

৭। পরোপকারঃ কর্ত্তব্যঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
পরোপকারজং পুণ্যং তুল্যং ক্রতুশতৈরপি॥

৮। অবৃত্তিব্যাধিশোকার্ত্তাননুবর্ত্তেত শক্তিতঃ।
আত্মবৎ সততং পশ্যেদপি কীটপিপীলকম্॥

৯। শরণাগতরক্ষার্থং স্ত্রীগোদ্বিজহিতায় চ।
স্বস্যার্থং যস্ত্যজেৎ প্রাণাংস্তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ॥

১০। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে * পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

১১। উপাধ্যায়স্য যো বৃত্তিং দত্ত্বাধ্যাপয়তি দ্বিজান্।
কিন্নদত্তং ভবেত্তেন ধর্ম্মকামার্থমিচ্ছতা॥

১২। বিদ্যাবিলাসমনসো ধৃতিশীলশিক্ষাঃ।
সত্যব্রতা রহিতমানমলাপহারাঃ॥
সংসারদুঃখদলনেন সুভুষিতা যে।
ধন্যা নরা বিহিতকর্ম্মপরোপকারাঃ॥

১৩। পিবন্তি নদ্যঃ স্বয়মেবনাম্বু
স্বয়ং ন খাদন্তি ফলানি বৃক্ষাঃ।
ভক্ষন্তি শস্যং ন পয়োধরাশ্চ।
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ॥

১৪। দানভোগবিহীনেন ধনেন ধনিনো যদি।
পৃথ্বীখাতস্থিতেনৈব ধনেন ধনিনো বয়ং॥

১৫। পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ
পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ।

---

* পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। [নিজের ঐহিক সুবিধার জন্য পৃথিবীকে রসাতলে দিবে—এরূপ বিকৃত অর্থ ইহার নয়। কুলের রক্ষার জন্য এক (সে নিজে) যে প্রথমেই পরিত্যাজ্য! পূর্ব্বশ্লোকে আত্মার কল্যাণ জন্য "প্রাণ" ত্যাগেরই কথা রহিয়াছে!

পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ
পরোকারার্থমিদং শরীরং ॥

১৬। পরোপকারশূন্যস্য ধিঙ্ মনুষ্যস্য জীবিতং।
জীবন্তি পশবো যেষাং চর্ম্মাপ্যুপকরিষ্যতি ॥

১৭। যস্মিঞ্জীবতি জীবন্তি বহবঃ স তু জীবতু।
কাকোঽপি কিং ন কুরুতে চঞ্চ্বা স্বোদরপূরণম্ ॥
জীবিতে যস্য জীবন্তি বিপ্রা মিত্রাণি বান্ধবাঃ।
সফলং জীবিতং তস্য হ্যাত্মার্থে কো ন জীবতি ॥

১৮। কর্ণস্ত্বচং শিবির্মাংসং জীবং জীমূতবাহনঃ।
দদৌ দধীচিরস্থীনি নাস্ত্যদেয়ং মহাত্মনাং ॥

১৯। গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাঽপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা।
যন্ন ভূতহিতার্থায় তৎ পশোরিব চেষ্টিতম্ ॥

২০। কৃতে প্রত্যুপকারো যো বণিগ্ধর্ম্মো ন সাধুতা।
তত্রাপি যে ন কুর্ব্বন্তি পশবস্তে ন মানুষাঃ ॥

২১। স জীবতি বরশ্চৈকো বহুভির্যোঽভিজীবতি।
জীবন্তো মৃতকাশ্চান্যে পুরুষাঃ স্বোদরম্ভরাঃ ॥

২২। তেতে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ
স্বার্থং পরিত্যজ্য যে।
সামান্যাস্তু পরার্থমুদ্যম ভৃতঃ
স্বার্থাবিরোধেন যে ॥
তেঽমী মানুষ-রাক্ষসাঃ পরহিতং
স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে।
যে নিঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং
তে কে ন জানীমহে ॥

২৩। কিং বল্লরী ভুবি ন সন্তি সহস্রশোঽন্যা।
যাসাং দলানি ন পরোপকৃতিং ভজন্তে ॥

একৈব বল্লিষু বিরাজতি নাগবল্লী
যা নাগরীবদনচন্দ্রমলং করোতি ॥

২৪। দৃঢ়তর গলকনিবন্ধঃ কূপনিপাতোঽপি
কলস তে ধন্যঃ।
যজ্জীবন দানৈস্তম্ তর্ষামর্ষং নৃণাং হরসি ॥

২৫। ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তং বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥

২৬। পরোপকারো যেষাস্তু জাগর্ত্তি হৃদয়ে সতাম্।
নশ্যন্তি বিপদস্তেষাং সম্পদঃ স্যুঃ পদে পদে ॥

৯৪। দান।

১। ধ্রুবমাজস্রিকং কাম্যং নৈমিত্তিকমিতি ক্রমাৎ।
বৈদিকো দানমার্গোঽয়ং চতুর্দ্ধা বর্ণ্যতে বুধৈঃ ॥

২। প্রপারামতড়াগাদি সর্ব্বকালফলং ধ্রুবম্।
তদাজস্রিকমিত্যাহুর্দীয়তে যদ্দিনে দিনে ॥
অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য্য স্ত্রীবালার্থং যদিষ্যতে।
ইচ্ছাসংস্থং তু তদ্দানঃ কাম্যমিত্যভিধীয়তে ॥
কালাপেক্ষং ক্রিয়াপেক্ষমর্থাপেক্ষমিতি স্মৃতম্।
ত্রিধা নৈমিত্তিকং প্রোক্তং সহোমং হোমবর্জ্জিতম্ ॥

৩। পানীয়ংপরমং দানং দানানাং মনুরব্রবীৎ।

৪। কূপারাম তড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।
পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্ ॥

৫। মাতা পিতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা দীনঃ সমাশ্রিতঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥

জ্ঞাতির্বন্ধুজনঃ ক্ষীণস্তথানাথঃ সমাশ্রিতঃ।
অন্যেঽপি ধনযুক্তস্য পোষ্যবর্গঃ উদাহৃতঃ॥
ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্ যত্নেন তান্ ভরেৎ॥

৬। দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ॥

৭। অক্রোধনা ধর্ম্মপরাঃ সত্যনিত্যা দমে রতাঃ।
তাদৃশাঃ সাধবো বিপ্রাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্॥
অমানিনঃ সর্ব্বসহা দৃঢ়ার্থা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
সর্ব্বভূতহিতা মৈত্রাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্॥
অলুব্ধাঃ শুচয়ো বৈদ্যা হ্রীমন্তঃ সত্যবাদিনঃ।
স্বকর্ম্ম নিরতা যে চ তেভ্যো দত্তং মহাফলম্॥

৮। পঙ্গ্বন্ধবধিরা মূকা ব্যাধিনোপহতাশ্চ যে।
ভর্ত্তব্যাস্তে মহারাজ ন তু দেয়ঃ প্রতিগ্রহঃ॥

৯। যে তু ধর্ম্মং প্রশংসন্তশ্চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।
অনাচরন্তস্তদ্ধর্ম্মং সঙ্করেঽভিরতাঃ প্রভো॥
তেভ্যো হিরণ্যং রত্নং বা গামশ্বং বা দদাতি যঃ।
দশবর্ষাণি বিষ্ঠাং স ভুঙ্‌ক্তে নিরয়মাস্থিতঃ॥

১০। সঞ্চয়ং কুরুতে যশ্চ প্রতিগৃহ্য সমন্ততঃ।
ধর্ম্মার্থং নোপযুঙ্‌ক্তে চ ন তং তস্করমর্চ্চয়েৎ॥
পাত্রভূতোঽপি যো বিপ্রঃ প্রতিগৃহ্য প্রতিগ্রহম্।
অসৎস্বু বিনিযুঞ্জীত তস্মৈ দেয়ং ন কিঞ্চন॥

১১। অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ॥

১২। কৃশায় কৃতবিদ্যায় বৃত্তিক্ষীণায় সীদতে।
অপহন্যাৎ ক্ষুধাং যস্তু ন তেন পুরুষঃ সমঃ॥

১৩। শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখ জীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ॥

১৪। ইন্ধনাপি চ যো দদ্যাদ্ বিপ্রেভ্যঃ শিশিরাগমে।
নিত্যং জয়তি সংগ্রামে শ্রিয়াযুক্তস্তু দিব্যতে॥

১৫। যদ্ যত্র দুর্ল্লভং দ্রব্যং যস্মিন্ কালেঽপি বা পুনঃ।
দানার্হৌ দেশকালৌ তৌ স্যাতাং শ্রেষ্ঠৌ ন চান্যথা॥

১৬। যথা বিভবতো দদ্যাদ্ বিদ্যাঃ শাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
যেঽপি পত্র-মসীপাত্র-লেখনী-সম্পুটাদিকম্॥
দদ্যুঃ শাস্ত্রাভিযুক্তায় তেঽপি বিদ্যা প্রদায়িনাম্।
যান্তি লোকান্ শুভান্ মর্ত্ত্যাঃ পুণ্যলোকা মহাধিয়ঃ॥

১৭। বৃত্তিং দদ্যাদুপাধ্যায়ে ছাত্রাণাং ভোজনাদিকম্।
কিং ন দত্তং ভবেত্তেন ধর্ম্মকামার্থদর্শিনা॥
ছাত্রাণাং ভোজনাভ্যঙ্গং বস্ত্রং ভিক্ষামথাপি বা।
দত্ত্বা প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সর্ব্বকামান্ন সংশয়ঃ॥
সম্পূজয়িত্বা তচ্ছাত্রং দেয়ং গুণবতে তথা।
সামান্যং সর্ব্বলোকানাং স্থাপয়েদথবা মঠে॥
অনেন বিধিনা দত্ত্বা যৎফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
তদহং তে প্রবক্ষ্যামি যুধিষ্ঠির নিবোধ মে।
যৎফলং তীর্থযাত্রায়া যৎফলং যজ্ঞযাজিনাম্।
কপিলানাং সহস্রেণ সম্যগ্ দত্তেন যৎ ফলম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি পুস্তকৈকপ্রদানতঃ॥

১৮। শিবালয়ে বিষ্ণুগৃহে সূর্য্যস্য ভবনে তথা।
সর্ব্বদানপ্রদঃ স স্যাৎ পুস্তকং বাচয়েত্তু যঃ॥

১৯। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন জানাতি বিদ্যাবিরহিতঃ পুমান্।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র ধর্ম্মাত্মা বিদ্যাদানরতো ভবেৎ॥

২০। কলাবিদ্যাস্তথা চান্যাঃ শিল্পবিদ্যাস্তথাপরাঃ।

শস্যবিদ্যা চ বিততা এতা বিদ্যা মহাফলাঃ ॥
আয়ুর্ব্বেদ প্রদানেন কিং ন দত্তং ভবেদ্ভুবি ॥

২১। শ্লোকং প্রহেলিকাং গাথামথান্যদ্বা সুভাষিতম্।
দত্ত্বা প্রীতিকরং যাতি লোকমপ্সরসাং শুভম্ ॥

২২। ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্।
যঃ প্রযচ্ছতি রোগিভ্যঃ স ভবেদ্ব্যাধিবর্জ্জিতঃ ॥

২৩। যো দদ্যান্মধুরাং বাচং আশ্বাসনকরীমৃতাম্।
রোগক্ষুধাদিনার্ত্তস্য স গোমেধ ফলং লভেৎ ॥

২৪। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামারোগ্যং সাধনং যতঃ।
অতস্ত্বারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ ॥
আরোগ্যশালাং কুর্ব্বীত মহৌষধি পরিচ্ছদাম্।
বিদগ্ধবৈদ্যসংযুক্তাং ঘৃতান্নমধুসংযুতাম্ ॥
বৈদ্যস্তু শাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞো দৃষ্টৌষধি পরম্পরঃ ॥
ভৈষজ্য মূলপর্ণজ্ঞঃস্তদাহরণ কালবিৎ ॥
আরোগ্য শালামেবং তু কুর্য্যাদ্ যো ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ।
স পুমান্ ধার্ম্মিকো লোকে স কৃতার্থঃ স বুদ্ধিমান্।
সম্যগারোগ্যশালায়ামৌষধৈঃ স্নেহপাচনৈঃ।
ব্যাধিতং নীরুজীকৃত্য অপ্যেকং করুণাযুতঃ।
প্রয়াতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তকসংযুতঃ ॥

২৫। নাল্পত্বং বা বহুত্বং বা দানস্যাভ্যুদয়াবহম্।
শ্রদ্ধা শক্তিশ্চ দানানাং বৃদ্ধিক্ষয়করো হি তে ॥

২৬। সংসদি ব্রীড়য়াশ্রুত্য যোঽর্থোঽর্থিভ্যঃ প্রযাচিতঃ।
প্রদীয়তে চেত্তদ্দানং ব্রীড়াদানমিতি স্মৃতম্ ॥
আক্রোশনার্থং হিংসানাং প্রতীকারায় যদ্ভয়াৎ।
দীয়তে তাপকর্ত্তৃভ্যো ভয়দানং তদুচ্যতে ॥

২৭। যোঽসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি।

স কৃত্বাপ্লবমাত্মানং সন্তারয়তি তাবুভৌ ॥

২৮। যস্তুসন্যাদ্ যাচকো নিত্যং ন স স্বর্গস্য ভাজনম্।
উদ্বেজয়তি ভূতানি যথা চৌরস্তথৈব সঃ ॥

২৯। গ্রাসাদর্দ্ধমপি গ্রাসমর্থিভ্যঃ কিং ন দীয়তে।
ইচ্ছানুরূপো বিভবঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি ॥

৩০। দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।
যাচিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতঞ্চ শক্তিতঃ ॥

৩১। অহন্যহনি দাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা।
স্তোকাদপি প্রযত্নেন দানমিত্যভিধীয়তে ॥

৩২। যস্তু দুর্ভিক্ষবেলায়ামন্নাদ্যং ন প্রযচ্ছতি।
ম্রিয়মাণেষু সত্ত্বেষু ব্রহ্মহা স তু গর্হিতঃ ॥
তস্মান্ন প্রতিগৃহ্লীয়ান্ন বৈ দেয়ঞ্চ তস্য হি।
অঙ্কয়িত্বা স্বকাদ্রাষ্ট্রাত্তং রাজা বিপ্রবাসয়েৎ ॥

৩৩। মাতাপিতৃবিহীনং তু সংস্কারোদ্বাহনাদিভিঃ।
যঃ স্থাপয়তি তস্যেহ পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥

৩৪। সৌমুখ্যাদ্যভিসম্প্রীতিরর্থিনাং দর্শনে সদা।
সৎকৃতিশ্চানসূয়া চ দানে শ্রাদ্ধেত্ব্যুদাহৃতা ॥

৩৫। দানধর্ম্মং নিষেবেত নিত্যমেষ্টিকপৌর্ত্তিকম্।
পরিতুষ্টো ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ ॥
সহস্রশক্তিশ্চ শতং শতশক্তির্দশাপি চ।
দদ্যাদাপশ্চ যঃ শক্ত্যা সর্ব্বে তুল্যফলা স্মৃতাঃ ॥
শক্তু প্রস্থেন বো নাহয়ং যজ্ঞস্তুল্যো নরাধিপাঃ।
উঞ্ছবৃত্তের্বদান্যস্য কুরুক্ষেত্র নিবাসিনঃ ॥

৩৬। কুটুম্ব ভক্তবসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে।
অন্যথা দীয়তে যদ্ধি ন তদ্দানং ফলপ্রদম্ ॥

৩৭। ইষ্টং দত্তমধীতং বা প্রণশ্যত্যনুকীর্ত্তনাৎ।

শ্লাঘানুশোচনাভ্যাং বা ভগ্নতেজো বিপদ্যতে।
তস্মাদাত্মকৃতং পুণ্যং মতিমান্ন প্রকাশয়েৎ ॥

৩৮। ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র স মোদতে ॥

৩৯। দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥

৪০। পরোপকার কৈবল্যে তোলয়িত্বা জনার্দ্দনঃ
গুর্ব্বীং হ্যুপকৃতিং মত্বা হ্যবতারান্ দশাগ্রহীৎ ॥

৪১। ইতিহাস পুরাণানি লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি।
ব্রহ্মদান সমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুণীকৃতঃ ॥

৪২। পানীয় প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি স্বাশ্বতী ॥

৪৩। অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনং।
দানমিত্যভিনির্দ্দিষ্টং ব্যাখ্যানং তস্য বক্ষ্যতে ॥

৪৪। দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধাদেয়ঞ্চ ধর্ম্ময়ুক্।
দেশকালৌ চ দানানামঙ্গান্যেতানি তদ্বিদুঃ ॥

৪৫। মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য ভূমৌ তোয়ং বিনিক্ষিপেৎ।
বিদ্যতে সাগরস্যান্তো দানস্যান্তো ন বিদ্যতে ॥

৪৬। পরোক্ষে কল্পিতং দানং পাত্রাভাবে কথং ভবেৎ।
গোত্রজেভ্যস্তথা দদ্যাৎ তদভাবেঽস্য বন্ধুষু ॥
যদা তু সমকুল্যাঃ স্যান্ন চ সম্বন্ধি বান্ধবাঃ।
দদ্যাৎ স্বজাতিশিষ্যেভ্যস্তদভাবেঽপ্সু নিক্ষিপেৎ ॥

৪৭। পাত্রেভ্যো দীয়তে নিত্যমনপেক্ষ্য প্রয়োজনং।
কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যদ্ধর্ম্মদানং প্রচক্ষতে ॥

৪৮। দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং বিদুঃ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং॥

৪৯। নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে।
চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্ব্বদানোত্তমোত্তমং॥
অহন্যহনি যৎকিঞ্চিদ্দীয়তেহনুপকারিণে
অনুদ্দিশ্য ফলন্তৎ স্যাদ্ ব্রাহ্মণায় চ নিত্যকং॥
যত্তু পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়তে বিদুষাং করে।
অপত্য বিজয়ৈশ্বর্য্য স্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
নৈমিত্তিকমনুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুত্তমং॥
দানন্তৎ কাম্যমাখ্যাতমৃষিভির্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥
যদীশ্বর প্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে।
চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবং॥

৫০। সন্নিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ভোজনে চৈব দানে চ দহত্যাসপ্তমং কুলং॥

৫১। ন দৎস্বেতি চ যো ব্রূয়াদ্দেবাগ্নৌ ব্রাহ্মণেষু চ।
তির্য্যগ্‌যোনি শতং গত্বা চাণ্ডালেষ্বভিজায়তে॥

৫২। অপরাবাধমক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনং।
স্বল্পং বা বিপুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে॥

৫৩। উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগ এব হি রক্ষণং।
তড়াগোদর সংস্থানাং পরিবাহ ইবাম্ভসাং॥

৫৪। দ্বারি দ্বারি ভ্রমন্ত্যেতে ভিক্ষুকাঃ পাত্রপাণয়ঃ।
বোধয়ন্তি ন যাচন্তে অদাতুর্গতিরীদৃশী॥

৫৫। তাপয়ন্তি হিমে বহ্নিং দাপয়ন্তি তুলিকামপি।
শীতার্ত্তেভ্যশ্চদীনেভ্যোজ্জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥

৫৩। আরাম বৃক্ষানারোপ্য প্রযচ্ছন্ত্যুদকং তু যে।
গ্রীষ্মার্ত্তৌ নির্জ্জলেদেশে জ্ঞেয়াস্তে ধার্ম্মিকা নরাঃ॥

৯৫। সদ্গুণ।

১। বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতি সিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাং॥

২। উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

৩। উপকর্ত্তুং প্রিয়ং বক্তুং কর্ত্তুং স্নেহমকৃত্রিমম্।
সজ্জনানাং স্বভাবোঽয়ং কেনেন্দুঃ শিশিরীকৃতঃ॥

৪। মুখে নোদ্গারয়েদূর্দ্ধং হৃদয়ে ন পতত্যধঃ।
জরয়ত্যন্তরে সাধুর্দোষং বিষমিবেশ্বরঃ॥

৫। দানায়লক্ষ্মীঃ সুকৃতায় বিদ্যা
চিন্তা পরব্রহ্ম বিনিশ্চয়ায়।
পরোপকারায় বচাংসি যস্য
বন্দ্যস্ত্রিলোকী তিলকঃ স একঃ॥

৬। বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীত মেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥

৭। গুণৈরুত্তমতাং যান্তি নোচ্চৈরাসনসংস্থিতাঃ।

৮। ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরের নান্যঃ ॥

৯। প্রিয়মেবাভিধাতব্যং নিত্যং সৎসু দ্বিষৎসু চ।
শিখীব কেকামধুরঃ প্রিয়বাক্ কস্য ন প্রিয়ঃ ॥

১০। ন হি শোকস্তয়া কার্য্যো ন জ্ঞাতে স্বগুণেহপরৈঃ।
অজ্ঞাতে গুণলেশেহপি শোচনীয়ং পরস্য তু ॥

১১। মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥

১২। নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
নহি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চাণ্ডালবেশ্মনি ॥

১৩। শরীরস্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরং।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ ॥

১৪। শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদশক্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ ॥

১৫। পরোপকারনিরতা পররক্ষণতৎপরাঃ।
পরনিন্দামকুর্ব্বন্তো জ্ঞেয়াস্তে সাত্ত্বিকাজনাঃ ॥

১৬। প্রাণা যথাত্মনোভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।

১৭। নিন্দন্তু নীতি নিপুণা যদিবা স্তুবন্তু।
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং ॥
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা।
ন্যায্যাৎপথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥

১৮। অয়ংনিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকং ॥

১৯। পূর্ব্বে বয়সি যো শান্তঃ স শান্তইতি মে মতিঃ।
ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষুঃ শমঃ কস্য ন জায়তে॥

২০। চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
নাসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ॥

২১। মনসা চিন্তয়েৎ কার্য্যং বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিত কার্য্যাস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে॥

২২। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখং॥

২৩। অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ,
প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা,
ষড় জীবলোকেষু সুখানি রাজন্!

২৪। সর্ব্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ।
অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥

২৫। প্রণয়াস্থ্যঃ মরণান্তা কোপাস্তৎক্ষণভঙ্গুরাঃ।
পরিত্যাগাশ্চ নিঃসঙ্গা ভবন্তি হি মহাত্মনাং॥

২৬। যদি রামা যদি রমা যদি তনয়ো বিনয়ধী
গুণোপেতঃ॥
তনয়ে তনয়োৎপত্তিঃ সুরবরনগরে কিমাধিক্যং॥

২৭। ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদ্ ক্রুধ্যঞ্চ কুশলং বদেৎ।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন॥

২৮। উদেতি সবিতাস্তাম্র তাম্র এবাস্তমেতি চ।
সম্পত্তৌচ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা॥

২৯। সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাংপদং।
বৃণুতে হি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব
সম্পদাঃ

৩০। আত্মা নদী সংযম পুণ্যতীর্থা
সত্যোদকা শীল তপো দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র
ন বারিণা শুদ্ধ্যতি চান্তরাত্মা॥
সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্‌শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চশিক্ষেচ্চ চতুঃ শিক্ষেচ্চ কুক্কুটাৎ॥
প্রভূতমল্পং কার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতম্॥
৩১। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ।
দেশকালোপপন্নানি সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ॥
বহ্বাশী স্বল্প সন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্‌শুনোগুণাঃ॥
অবিশ্রামং বহেদ্‌ভারং শীতোষ্ণং চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ॥
লক্ষ্যৈকদৃষ্টিতাং ধার্ষ্ট্যং কালে কালে চ সংগ্রহম্।
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ।
যুদ্ধং চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেচ্চতুঃ শিক্ষেত কুক্কুটাৎ॥
৩২। আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাং॥
৩৩। প্রিয়বাক্যপ্রদানেন সর্ব্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ।
তস্মাত্তদেব বক্তব্যং বচনে কা দরিদ্রতা॥
৩৪। নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্কংকাষ্ঠং চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন তু নম্যতে॥
৩৫। নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগ সমং সুখম্॥

৩৬। ক্ষময়া দয়য়া প্রেম্ণা সূনৃতেনার্জ্জবেন চ।
বশীকুর্য্যাৎ জগৎ সর্ব্বং বিনয়েন চ সেবয়া॥

৩৭। কিংনুমেস্যাদিদং কৃত্বা কিংনুমেস্যাদকুর্ব্বতঃ।
ইতি সংচিন্ত্যমনসা প্রাজ্ঞঃ কুর্ব্বীত বা ন বা॥

৩৮। সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবৌ চ
লাভালাভৌ মরণ জীবিতঞ্চ।
পর্য্যায়তঃ সর্ব্বমবাপ্নুবন্তি
তস্মাদ্ধীরো নৈব হৃষ্যেন্নশোচেৎ॥

৩৯। যদ্ যদ্ ক্রিয়াদল্পমতিস্তত্তদস্য সহেৎ বুধঃ।
প্রাকৃতো হি প্রশংসন্ বা নিন্দন্ বা কিং করিষ্যতি॥

৪০। দানেন পাণির্ন তু কঙ্কণেন
স্নানেন শুদ্ধির্ন তু চন্দনেন।
মানেন তৃপ্তির্ন তু ভোজনেন
জ্ঞানেন মুক্তির্ন তু মুণ্ডনেন॥

৪১। অনেকে ফণিনঃ সন্তি ভেক ভক্ষণ তৎপরাঃ।
এক এব হি শেষোঽয়ং ধরণীধারণক্ষমঃ॥

৪২। অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানশ্চ শীলমেতদ্ বিদুর্বুধাঃ॥

৪৩। যথা হি মলিনৈর্বস্ত্রৈর্যত্রতত্রোপবিশ্যতে।
এবং চলিতবৃত্তস্তু বৃত্তশেষং ন রক্ষতি॥

৪৪। বিদেশেষু ধনং বিদ্যা ব্যসনেষু ধনং মতিঃ।
পরলোকে ধনং ধর্ম্মঃ শীলং সর্ব্বত্র বৈ ধনম্॥

৪৫। যদীচ্ছসি বশীকর্ত্তুং জগদেকেন কর্ম্মণা।
পরাপবাদশস্যেভ্যো গাং চরন্তীং নিবারয়॥

৪৬। গুণেষু যত্নঃ ক্রিয়তাং কিমাটোপৈঃ প্রয়োজনম্।
বিক্রীয়ন্তে ন ঘণ্টাভির্গাবঃ ক্ষীরবিবর্জ্জিতাঃ॥

৪৭। ন হীদৃশং সংযবনং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
দানং মৈত্রী চ ভূতেষু দয়া চ মধুরা চ বাক্॥

৪৮। অষ্টৌগুণাঃ পুরুষং দীপয়ন্তি
প্রজ্ঞা চ কৌল্যং চ দমঃ শ্রুতং চ।
পরাক্রমশ্চাবহুভাষিতা চ
দানং যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা চ॥

৪৯। সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ,
সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ।
সুচিন্ত্যচোক্তং সুবিচার্য্য যৎকৃতং
সুদীর্ঘ কালে ২পি ন যাতি বিক্রিয়াং॥

৫০। মনস্বী ম্রিয়তে কামং কার্পণ্যং ন তু গচ্ছতি।
অপি নির্ব্বাণমায়াতি নানলো যাতি শীততাং॥

৫১। কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তী তু মনস্বিনঃ।
সর্ব্বেষাং মূর্দ্ধ্নি বা তিষ্ঠেদ্বিশীর্য্যেত বনেঽথবা॥

৫২। শ্লাঘ্যঃ স একো ভূবি মানবানাং
স উত্তমঃ সৎ পুরুষঃ স ধন্যঃ।
যস্যার্থিনো বা শরণাগতো বা
নাশাবিভঙ্গা বিমুখাং প্রয়ান্তি॥

—:•:—

৯৬। সৎসঙ্গ।

১। নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

২। মহানুভাবসংসর্গঃ কস্য নোন্নতিকারকঃ।
রথ্যাম্বু জাহ্নবী সঙ্গাৎ ত্রিদশৈরপি বন্দ্যতে॥

৩। কাচঃ কাঞ্চন সংসর্গাদ্ধত্তে মারকতীর্দ্যুতীঃ।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাং॥
৪। হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি, বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাং॥
৫। সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজং॥
৬। শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥
৭। সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
তীর্থং ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥
৮। বরং পর্ব্বত দুর্গেষু ভ্রান্তংবনচরৈঃ সহ।
ন মূর্খ জন সম্পর্কঃ সুরেন্দ্র ভবনেষ্বপি॥
৯। সন্তপ্তায়স সংস্থিতস্য পয়সো নামাপি ন জ্ঞায়তে।
মুক্তাকারতয়া তদেব নলিনীপত্র স্থিতং রাজতে॥
স্বাত্যাং সাগরশুক্তিমধ্যপতিতং মুক্তাফলং জায়তে।
প্রায়েণাধমমধ্যমোত্তমগুণাঃ সংসর্গতঃ প্রাণিনাং॥
১০। সদ্ভিরেব সহাসীত সদ্ভিঃ কুর্বীত সঙ্গতম্।
সদ্ভির্বিবাহং মৈত্রীং চ নাসদ্ভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ॥
১১। অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ং।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্বু শম্ভুসেবনং॥

—:০:—

১৭। ধর্ম্ম।

১। বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষ রাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্মস্তন্নিবোধত॥
২। ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ সংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

৩। সর্ব্বজীবহিতৈষিত্বব্যাপকত্বাদিলক্ষণঃ।
জয়তাং সার্ব্বভৌমোঽসৌ ধর্ম্মঃ শ্রীভগবানিব॥

৪। ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মো মুনিপুঙ্গব॥

৫। ধৃতিঃক্ষমা দমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।

৬। ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ধৃতি ক্ষমা।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্ম্মশ্চাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ॥

৭। উন্নতিং নিখিলাংজীবা ধর্ম্মেণৈব ক্রমাদিহ।
বিদধানাঃ সাবধানা লভন্তেঽন্তে পরং পদম্॥

৮। স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্নানং মনোমলত্যাগো দানং বৈ ভূতরক্ষণং॥

৯। সর্ব্বত্র সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেতবৈ॥

১০। আহার নিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃসমানাঃ॥

১১। ধর্ম্মে রাগঃ শ্রুতেশ্চিন্তা দানে ব্যসনমুত্তমং।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং সম্প্রাপ্তং জন্মনঃ ফলং॥

১২। যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥

১৩। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

১৪। আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।

অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্ম্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তং ॥

১৫। ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং মর্ত্ত্যানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ং ॥
নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্ম্মূলানি কৃন্ততি।
যদি নাত্মনি পুত্রেষু নোচেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
নত্বেব তু কৃতোঽধর্ম্মঃ কর্ত্তুর্ভবতি নিস্ফলঃ ॥
অধর্ম্মে নৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

১৬। প্রিয়ো নাতিভৃষং হৃষ্যেদপ্রিয়োনৈব সংজ্বরেৎ।
ন মুহ্যেদর্থ কৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ ॥

১৭। যস্য ধর্ম্মবিহীনানি দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ।
স লৌহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥

১৮। পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন পাপ ফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ ॥

১৯। লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ
কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণং ॥

২০। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশোঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

২১। আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাং ॥

২২। আত্মদোষানুসন্ধানে কৃতাভ্যাসোভবেদ্‌যদি।
পরকীয় তদাদোষং স্বল্পং পশ্যেদ্‌ধ্রুবং জনঃ॥

২৩। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

২৪। অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

২৫। ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ঠে,
ভার্য্যাগৃহদ্বার জনা শ্মশানে।
দেহাশ্চিতায়াং পরলোকমার্গে
ধর্ম্মানুগো গচ্ছতি জীব একঃ॥

—:০:—

১৮। রাজধর্ম্ম।

১। স্বস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্ত
ন্যায়েন মার্গেণ মহীং মহীশাঃ।
গোব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যং
দেশাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু॥
কালেবর্ষতু পর্জ্জণ্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী।
দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতো জনাঃ সন্তু নিরাময়াঃ॥

২। যথাহ্যনুদকা নদ্যো যথাহ্যতৃণকং বনং।
অগোপালা যথা গাবস্তথা রাষ্ট্রমরাজকং॥

৩। প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাৎ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাষাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥
যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রং প্রতাপাত্তপনো যথা।
তথৈব সোঽভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ॥

৪। সোমাগ্ন্যর্কানিলেন্দ্রানাং বিত্তাপ্‌পত্যোর্যমস্যচ।
অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ॥

প্রবিশ্য সানুরাগেন চিত্তং রাজ্ঞশ্চ মানবঃ।
সমর্থয়েচ্চতৎপক্ষং বিদ্বেষ্টারং নিরস্য চ ॥
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥
৫। যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষ্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ ॥
সর্ব্বোদণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে ॥
৬। রাজ্ঞোহি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥
প্রাজ্ঞে নিয়োজ্যমানে হি সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়ো গুণাঃ।
যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ ॥
মূর্খে নিয়োজ্যমানে তু ত্রয়ো দোষা মহীপতেঃ।
অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা ॥
৭। ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ শাসনে ॥
বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বিনীতাত্মা হি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ ॥
বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ॥
বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসো যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ ॥
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ ॥
৮। দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্ ॥

সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ॥
মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ॥
শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণা ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষনাৎ॥

৯। শ্রুতবৃত্তে বিদিত্বাস্য বৃত্তিং ধর্ম্মাং প্রবন্ধয়েৎ।
সংরক্ষেৎ সর্ব্বতশ্চৈনং পিতা পুত্রমিবৌরসম্॥

১০। স্বরাষ্ট্রে ন্যায়বৃত্তস্যাদ্ভৃশ দণ্ডশ্চ শক্রষু।
সুহৃৎস্বজিহ্মঃ স্নিগ্ধেষু ব্রাহ্মণেষু ক্ষমান্বিতঃ॥
তেজস্বিনি ক্ষমাসারে নাতি কার্কশ্যমাচরেৎ।
অতি নির্ম্মথনাদগ্নিশ্চন্দনাদপি জায়তে॥

-:*:-

৯৮। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

১। ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

২। ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথি পূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ॥

৩। মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহীনিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ॥
তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি॥
ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্।
যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাং তপঃ॥
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানং ভোজনমেবচ।
তত্তৎ সময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ॥

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্ ।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্ ।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্ম বহিস্কৃতঃ ॥

৪। মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথি সোদরান্ ।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীত প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙক্তে স্বোদরম্ভরঃ ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ ॥

৫। গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যসয়েৎ সুতান্ ।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
জনন্যা বর্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ ॥

৬। স ধন্যঃ পুরুষো লোকে সকৃতী পরমার্থবিৎ ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্ভুবি মানবঃ ।
অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতানুকম্পনং ।
শমোদানং যথাশক্তি গার্হস্থোধর্ম্ম উচ্যতে ॥

৭। অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ ॥
একচক্রে রথোযদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ ।
অভার্য্যোপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখং ।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ ॥

ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোর কষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা।
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃত ভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ না প্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বন্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাম্॥
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতীপ্রিয় এব সঃ॥
দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥
কুদেশঞ্চ কুবৃত্তিঞ্চ কুভার্য্যাং কুনদীং তথা।
কুদ্রব্যঞ্চ কুভোজ্যঞ্চ বর্জ্জয়েত্তু বিচক্ষণঃ॥
সুভিক্ষং কৃষকেনিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণি।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয় যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্॥

৮। স্থিতেষু স্বীয় দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বানন্যথা নারকী ভবেৎ॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্ত ভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ॥

৯। কায়েন মনসা বাচা গৃহিণাং তনয়ো যথা।
লভেতোৎকর্ষমেতদ্ধি কার্য্যং তদীশপূজনং।
চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শ পর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেয়য়েদ্গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাংস্তুল্য ভাবেন যত্নাৎ স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥

এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বস্থভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্গৃহী॥
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ॥
১০। নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেবচ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ॥
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্ মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছোনম্রঃ শুচির্দ্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
১১। শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।
জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ॥
গৌরবং গুরুষু স্নেহং নীচেষু প্রেম বন্ধুষু।
দর্শয়ন্ বিনয়ো ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রীতিকরোভবেৎ॥
১২। সৌহার্দ্দং ব্যবহারাশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ॥
এসোদ্বেষ্টুরপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্।
প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্ম্মং বিলঙ্ঘয়েৎ।
১৩। স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥
জুগুপ্সিত প্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ॥
বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ।
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ॥
অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
১৪। অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥

ষণ্ণাস্তু কর্ম্মণাং মধ্যে ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনেচৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥
সত্যে স্থিতে ভূতহিতে নিবিষ্টে
ক্ষমান্বিতে ক্রোধবিবর্জ্জিতে চ।
স্বকার্য্যদক্ষে পরকার্য্যদক্ষে
কল্যাণচিত্তে চ সদা বিনীতে॥

১৫। কৃতজ্ঞতাঞ্চ সম্পুষ্য রাজানং শান্তিদং প্রতি।
স্বদেশঃ শিল্পাঢ্যঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা সমবুদ্ধিভিঃ॥
জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্নরক্তাঃ সুহৃদ্গণাঃ।
গায়ন্তি যদ্‌যশো লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
ন বিভেতি রনাদ্‌ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥

১৬। বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥

:o:-

২০। নারীধর্ম্ম।

১। সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহম্।
নরেন্দ্রাবরণো দেশশ্চরিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

২। বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্ ॥

৩। নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু
সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু ॥

৪। সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥
আত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃষা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥
ন সা ভার্য্যেতি বক্তব্যা যস্যা ভর্ত্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতোবা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্ ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞোন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥

৫। "নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেব স্বরূপিণে।
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতী প্রাণপরায় চ ॥
পঞ্চ প্রাণাধিদেবায়চক্ষুষস্তারকায় চ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দরূপিণে ॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ।
পত্নীবন্ধো দয়াসিন্ধো দাসী দোষং ক্ষমস্ব চ ॥"
—ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং কৈলাসে পার্ব্বতীকৃতং ॥

৬। বিশীলঃ কামবৃত্তোবা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ ॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাৎদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তদ্বদ্‌ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহমোদতে ॥

৭। মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
৮। বৈবাহিকোর্বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরোর্বাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়া॥

-:*:-

২১। কলি ধর্ম্ম।

১। যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা।
নস্থাস্যন্তি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
যদা তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা বেদসম্ভবা।
ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
ক্বচিচ্ছিন্না ক্বচিদ্ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিনী।
ভবিষ্যন্তি কুলেশানি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
যদা তু ম্লেচ্ছ জাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।
গর্হিষ্যন্তি চ ভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
যদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ।
দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।
যদা ক্ষৌনী স্বল্পফলা তোয়দাঃ স্তোকবর্ষিণঃ।
অসম্যক্‌ফলিনো বৃক্ষাস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদাধনকণেহয়া।
মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।
প্রকটে মদ্য মাংস্যাদৌ নিন্দাদণ্ডবিবর্জ্জিতে।
গূঢ়পানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
২। সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তেতু কলৌ যুগে।
নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ॥

৩। যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারং সত্যপূতা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ব্যক্তাচারা দয়াশীলা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥
গুরুশুশ্রূষণে যুক্তা ভক্তা মাতৃপদাম্বুজে।
অনুরক্তাঃ স্বদারেষু ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥
সত্যব্রতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ।
কুলসাধনসত্যা যে নহি তান্ বাধতে কলিঃ॥
স্নানং দানং তপস্তীর্থং ব্রতং তর্পণমেব চ।
যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারৈর্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥
কৌটিল্যানৃতহীনানাং স্বচ্ছানাং কুলমার্গিণাম্।
পরোপকারব্রতিনাং সাধূনাং কিঙ্করঃ কলিঃ॥
৪। কলের্দ্দোষ সমূহস্য মহানেকো গুণঃ প্রিয়ে।
সত্যপ্রতিজ্ঞকৌলানাং শ্রেয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রতঃ॥

—:০:—

২২। ব্রাহ্মণ।

১। ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎ-সু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥
২। দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনা চ দেবতা।
তন্মন্ত্রো ব্রাহ্মনৈর্জ্ঞাতস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণো দেবতা॥
৩। ব্রাহ্মণা লোকপিতরো ব্রাহ্মণ্যোলোক মাতরঃ।
যেষাং পাদপ্রসূতানি সর্ব্বতীর্থানি নিত্যশঃ॥
স্ত্রিয়োগাবো ব্রাহ্মণাশ্চ পৃথিব্যামঙ্গলত্রয়ং।
এতেষাং দ্বেষকৃদ্‌যস্তু স মঙ্গলপরিচ্যুতঃ॥
৪। ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চ জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠে নাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি॥
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌তে স্বম্বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ॥
৫। ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনা॥
৬। ধর্ম্মং তু ব্রাহ্মণস্যাহুঃ স্বাধ্যায়ং দমমার্জ্জবং।
ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহঞ্চ স্বাস্বতং দ্বিজসত্তমঃ॥
৭। ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন সুখায় কদাচন।
তপঃ ক্লেশায় ধর্ম্মায় প্রেত্য মোক্ষায় সর্ব্বদা॥
যোবদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশেযস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মো রত্যর্থমেব চ।
অহোরাত্রাশ্চ পুণ্যার্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
৮। সম্মানাদ্ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥
জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥
ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥
যথা কাষ্ঠময়োঽহস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামবিভ্রতি॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

২৩। শূদ্র।

সেবৈব তে মহান্ ধর্ম্মো ধৈর্য্যং তে হৃদয়ে মহৎ।
পরার্থং কেবলং যত্নো নম্রতা তে মহীয়সী॥
ন বলৈর্নতিমাপ্নোষি জগন্তক্ত্যেব সেবসে।
ন তে কঠোরতা সিদ্ধ্যৈ তপোহোমজপাদিষু॥
তপসো নাস্তি তে গর্ব্বঃ সেবৈকা মোক্ষসাধিনী।
ত্বং মহানত্র সর্ব্বেভ্যো ন শূদ্র! ক্ষুদ্রতা তব॥
গুহ্যং বেদাদিশাস্ত্রাণামধিগন্তুং ন তে স্পৃহা।
একং গুরুমুখাচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রং তে কৃতকৃত্যতা॥
ন বৃথা গ্লানিমাপ্নোষি ধী-প্রভুত্ব-ধনাপ্তয়ে।
স্বং ধন্যং মন্যসে শূদ্র! ব্রহ্মবিৎপাদসেবয়া॥
সমাজদৃঢ়ভিত্তিস্ত্বমন্তর্লুক্কায়িতঃ স্বতঃ।
সনাতন সমাজস্য ধারণাৎ পুণ্যবান্ ভবান্॥
মুখ বাহূরবোনৈব পূজ্যন্তে ব্রহ্মণস্ততঃ।
সর্ব্বপূজ্যাঙ্ঘ্রিতো জাতঃ শূদ্র! তে ক্ষুদ্রতা ন হি॥

—:•:—

২৪। চিত্তোন্নতি সোপান।

প্রীতিঃ স্বাভাবিকীস্বস্মিন্ স্বেতরে সা প্রশস্যতে।
ক্রমাৎ প্রবর্দ্ধমানা তু জনমুন্নতিমানয়েৎ॥
প্রথমং সুতদারেষু দ্বিতীয়ং স্বকুটুম্বিষু।
তৃতীয়ং গ্রামবাসিষু তুরীয়ন্তু প্রদেশিষু॥
ততঃ স্বজাতি বাৎসল্য স্বদেশেষ্বনুরাগিতা।
য়ুরোপীয়ানাং লক্ষ্যন্তু এতাবদিতি নিশ্চয়ঃ॥
খ্রৈষ্টীমাহম্মদী প্রীতির্মানুষে পর্য্যবসতি।
বৌদ্ধী সা প্রাণিপর্য্যন্তা জৈনী সৈবোদ্ভিদন্তিকা॥

চরাচরেষু সর্ব্বেষু তদুচ্চৈরার্য্য ধর্ম্মিণাং।
ন দেশকাল পাত্রেষু যেষাং প্রীতিশ্চ ভিদ্যতে॥
সর্ব্বত্র সমভাবাশ্চ ঋষয়ো ব্রহ্মবিত্তমাঃ।
ততোঽপি প্রীতিরধিকং হ্যবাঙ্মনসোগোচরে॥
পরে ব্রহ্মণি শিষ্টানাং প্রাচাং চিত্তং নিমজ্জতিং।
অতঃ সর্ব্বেষু ধর্ম্মেষু বিভিন্নবিষয়েষু চ॥
আর্য্য ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠতম ভূদেব ইদমুজ্জগৌ॥

—:•:—

২৫। ভক্তি।

১। ভক্তির্হি সর্ব্বলোকানাং মাতেব হিতকারিণী।
বর্ণাশ্রমস্থিতানাস্তু তপো যাগাদিভির্গতিঃ॥
ভক্তস্য বশগোব্রহ্মা ভক্তস্য বশগো হরিঃ।
ভক্তস্য বশগঃ শম্ভুঃ শক্তির্ভক্তবশানুগা॥
পিতরো দেবদৈত্যাশ্চপিশাচা যক্ষ কিন্নরা।
মনুষ্যাপ্রাণিনোযেবৈ সর্ব্বে ভক্ত বশানুগাঃ॥

২। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং মতমেতৎ সনাতনম্।
সর্ব্বেষাং সাধনানাস্তু ভক্তিরেব গরীয়সী॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
পত্রংপুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনা॥
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিযচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
অতোতৎ ভগবদ্বাক্যাদ্ভক্তিরেব গরীয়সী॥

৩। মননাত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্॥
তস্মাদ্ বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সর্ব্বকালেঽপি সর্ব্বদা।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
মোক্ষসাধনসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥

৪। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

৫। আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।

সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

৬। নো দেশং নাপি কালং নচ বিধিনিয়মান্
গন্ধমাল্যাদিকং বা
নো শিক্ষাং নাপি দীক্ষাং নচ কঠিনতপঃ
সাধনং বা ধনং বা
নো মন্ত্রং নাপি তন্ত্রং নচ দুরধিগমা-
নাগমান্ বা পুরাণং
কিঞ্চিন্নাপেক্ষতে যঃ স জয়তি ভগবান্
কেবলং ভক্তিলভ্যঃ ॥

—:০:—

২৬। গুণকর্ম্ম-বিভাগঃ।

১। দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স "ত্যাগঃ" সাত্ত্বিকো মতঃ ॥
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥

২। সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ "জ্ঞানং" বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥

৩। নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা "কর্ম্ম" যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥

৪। মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ "কর্ত্তা" সাত্ত্বিক উচ্যতে॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

৫। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি "বুদ্ধিঃ" সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

৬। যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ "সুখং" সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

—:•:—

২৭। অধ্যাত্ম-শিক্ষা।

১। দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকং।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥

অতো বিমুক্ত্যৈ প্রযতেত বিদ্বান্
সংন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্।
সন্তং মহান্তং সমুপেত্য নিত্যং
তেনোপদিষ্টার্থসমাহিতাত্মা॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মগ্নং সংসারবারিধৌ।
যোগারূঢ়ত্বমাসাদ্য সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠয়া॥
চিত্তস্য শুদ্ধয়ে "কর্ম্ম" নতু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ॥
অতো বিচারঃ কর্ত্তব্যো জিজ্ঞাসোরাত্মবস্তুনঃ।
সমাসাদ্য দয়াসিন্ধুং গুরুং ব্রহ্মবিদুত্তমম্॥
২। আদৌ নিত্যানিত্যবোধো "বিবেকঃ" পরিগণ্যতে।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা "মুমুক্ষুতা" ॥
ইহামুত্র ফলভোগবিরাগস্তদনন্তরং॥
স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ "শম" উচ্যতে।
বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে॥
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স "দমঃ" পরিকীর্ত্তিতঃ।
বাহ্যানালম্বনা বৃত্তিরেষো "পরতি" রুত্তমা॥
সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকং।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা "তিতিক্ষা" নিগদ্যতে॥
শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যাবধারণং।
সা "শ্রদ্ধা" কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে॥
সর্ব্বথা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্ব্বদা।
তৎ "সমাধান" মিত্যুক্তং নতু চিত্তস্য চালনং॥
অহঙ্কারাদিদেহান্তা বন্ধা অজ্ঞানকল্পিতা।
৩। শব্দজালমহারণ্যং চিত্তবিভ্রমকারণং।
অতঃ প্রযত্নাৎ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞৈস্তত্ত্বমাত্মনঃ॥

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনা "পরোক্ষানুভবং" ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে ॥
৪। "মোহং" জহি মহামৃত্যুদেহদারসুতাদিষু।
যং জিত্বা মুনয়ো যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

—:•:—

২৮। জীবন্মুক্তঃ।

১। স্থিতপ্রজ্ঞো যতিরয়ং যঃ সদানন্দমশ্নুতে।
ব্রহ্মণ্যেব বিলীনাত্মা নির্ব্বিকারো বিনিষ্ক্রিয়ঃ ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যং তুল্যং মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী "গুণাতীতঃ" স উচ্যতে ॥
সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড্যমানেঽপি দুর্জনৈঃ।
সমভাবো ভবেদ্যস্য স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥
২। বর্ত্তমানেঽপি দেহেঽস্মিন্ ছায়াবদনুবর্ত্তিনি।
অহন্তামমতাভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥
অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্।
ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥
ইষ্টানিষ্টার্থসম্প্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥
দেহেন্দ্রিয়েম্বহংভাব ইদম্ভাবস্তদন্যকে।
যস্য নো ভবতঃ কাপি স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥
৩। ব্রহ্মাকারতয়া সদা স্থিততয়া নির্মুক্তবাহ্যার্থধী-
রন্যা বেদিতভোগ্যভোগকলনী নিদ্রালুবদ্বালবৎ।
স্বপ্নালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্যন্ কচিল্লব্ধধী-
রাস্তে কশ্চিদনন্তপুণ্যফলভুগ্ ধন্যঃ স মান্যো ভুবি ॥

২৯। ভারতমাহাত্ম্যং।

১। ধর্ম্মচ্যুতোঽন্যত্র বিনাশমেতি
যদ্বান্যথাভাবমচিন্তনীয়ং ॥
তমুদ্ধরত্যেব তু ভারতেঽত্র
পুণ্যেঽবতীর্ণো ভগবান্ দয়াবান্ ॥

২। স্ত্রিয়ঃ পুমাংসোঽপি হি ভারতেঽস্মিন্
নিবাসতঃ সাত্ত্বিকতাং লভন্তে।
খ্যাতান্বয়স্থা যবনস্ত্রিয়োঽপি
স্ত্রীণাং বিনিন্দন্ত্যসকৃদ্বিবাহম্ ॥

৩। তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ ॥
বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো দেবানাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ।
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা ॥
তথা শ্রেষ্ঠা কর্ম্মভূমির্ভূমৌ ভারতমণ্ডলং।
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্মভূমৌ বিধীয়তে ॥
মন্যে বিধাত্রা জগদেককাননং
বিনির্ম্মিতং বর্ষমিদং সুশোভনং।
ধর্ম্মাখ্যপুষ্পানি কিরন্তি যত্র বৈ
কৈবল্যরূপঞ্চ ফলং প্রচীয়তে ॥

৪। তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং শান্তরাগাণাং স সদাচার উচ্যতে ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাঃ সর্ব্বমানবাঃ ॥

—:০:—

৩০। ভারতরত্নমালা।

যস্যাং পুণ্যাবনাবেতে রামকৃষ্ণাদয়ো ধ্রুবম্ ।
নররূপত্বমাধায়াবতীর্ণা বৈ যুগে যুগে ॥
তত্র যৎ সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়োৎকর্ষকারিণঃ ।
নরশ্রেষ্ঠাঃ প্রজায়ন্তে তত্র নাস্তি বিচিত্রতা ।
ভারতাবনিসম্ভূতা অতুল্যা জনসম্পদঃ ॥১॥
নরনার্য্যোঽত্র হিন্দূনাং যস্যাস্তু গ্রহতশ্চিরাৎ ।
শ্রীরামসীতাচরিতং কীর্ত্তয়ন্ত্যো ধরাতলে ॥
সর্ব্বদ্বীপাশ্রিতৈঃ পুম্ভির্নারীভিশ্চ তথানিশং ।
উচ্চাদর্শীক্রিয়ন্তেঽধ্বা স্বস্বকর্ত্তব্যপালনে ॥
নামস্মৃত্যা তথা যস্যানেকসঙ্কটমধ্যগা ।
অপ্যেবমধুনা হিন্দুজাতিরস্ত্যজরামরা ॥
তস্য ত্বাদিগুরোর্নাম বাল্মীকের্লোকপাবনং ।
স্মরণীয়ং নৃভিঃ পূর্ব্বং স্বাত্মনো হিতকামুকৈঃ ॥২॥
যৎকৃপাতোঽত্র হিন্দূনামদ্যাপি ধর্ম্মবন্ধনং ।
শৈথিল্যং নাগমৎ কাপি নৌমি তং বাদরায়ণং ॥ ॥
বিশ্বামিত্রো মধুচ্ছন্দা বশিষ্ঠো গোতমোঽঙ্গিরাঃ ।
আঙ্গিরসো গৌতমোঽত্রির্বামদেবাদয়োঽপি চ ॥
দ্রষ্টারো বেদমন্ত্রাণাং স্মরণীয়তমা ইমে ॥৪॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ ভৃগুর্নারদ এব চ ।
ইমে মহর্ষয়ঃ প্রোক্তাঃ কীর্ত্তনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥৫॥
ভেলাদয়ঃ পুণ্যকার্য্যা বর্ত্তন্তে পরমর্ষয়ঃ ।
জৈমিনিপ্রমুখাঃ পুণ্যাঃ কাণ্ডর্ষয় ইতি ধ্রুবম্ ॥৬॥
সুশ্রুতপ্রমুখাঃ পুণ্যাঃ শ্রুতর্ষয় ইতি ধ্রুবং ।
ঋতপর্ণাদয়ঃ পূতা মতা রাজর্ষয়ঃ খলু ॥৭॥

মনুর্বৃহস্পতির্বিষ্ণুর্হারীতোঽথ পরাশরঃ।
দক্ষাপস্তম্বসম্বর্ত্তা লিখিতোশনসৌ যমঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যস্তথা শঙ্খো ব্যাসকাত্যায়নৌ মুনী।
শাতাতপাদয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ ॥৮॥
অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ কপিলোঽথ পতঞ্জলিঃ।
জৈমিনিশ্চ তথা ব্যাসো ভরদ্বাজোঽঙ্গিরা অপি॥
মুখ্যদর্শনশাস্ত্রাণাং প্রণেতার ইমে মতাঃ ॥৯॥
পারস্করো মুনিস্তদ্বদাশ্বলায়ন এবচ।
গোভিলপ্রমুখাঃ সর্ব্বে গৃহ্যসূত্রকৃতো মতাঃ ॥১০॥
শাণ্ডিল্যো নারদশ্চৈব জৈগীষব্যশ্চ কীর্ত্তিমান্।
দিব্যঃ সনৎকুমারশ্চ দত্তাত্রেয়ো মুনিঃ কিল॥
এতে পুণ্যা মহাত্মানঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাঃ ॥১১॥
ধন্বন্তর্য্যগ্নিবেশৌ চ সুশ্রুতশ্চরকস্তথা।
ভরদ্বাজাদয়ঃ পুণ্যা আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তকাঃ ॥১২॥
মান্ধাতা চ সুদাসশ্চ কার্ত্তবীর্য্যো রঘুঃ পৃথুঃ।
মরুত্তশ্চ নলশ্চাপি সগরশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ॥
ভরতঃ পুণ্যকর্ম্মাণো ধরণীপালকা ইমে ॥১৩॥
ভীমার্জ্জুনাদয়ো বীরাঃ কীর্ত্তনীয়া হি সর্ব্বথা ॥১৪॥
দধীচিঃ শতমন্যুশ্চ হরিশ্চন্দ্রঃ শিবীরঘুঃ।
ভীষ্মো দশরথশ্চাপি ত্যাগশীলা ইমে মতাঃ ॥১৫॥
বলিকর্ণাদয়ঃ পুণ্যা দাতারঃ ক্ষিতিশোভনাঃ ॥১৬॥
একলব্যো ধ্রুবশ্চাপি চণ্ডালো গুহকোঽপিচ।
লক্ষ্মণো হনুমাংশ্চৈব প্রহ্লাদো ভরতো বলিঃ।
এতে পুণ্যা মহাত্মানো ভক্তা নিত্যং
প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১৭॥
কবয়শ্চ মহাত্মানো বাল্মীকিপ্রমুখাঃ স্মৃতাঃ ॥১৮॥

আরুণির্নচিকেতাশ্চ পদ্মপাদশ্চ বৈ মতাঃ।
গুরুভক্তা ইমে নূনং উতঙ্ক অঙ্গদস্তথা ॥১৯॥
জনকশ্চ শুকশ্চাপি বামদেবাদয়োঽপি চ।
কীর্ত্তনীয়াঃ সদৈবৈতে ব্রহ্মজ্ঞাঃ পুণ্যদর্শনাঃ ॥২০॥
অগস্ত্যশ্চ ভৃগুশ্চাপি চ্যবনশ্চ ভগীরথঃ।
দুর্ব্বাসঃপ্রমুখাঃ সর্ব্বেঽদ্ভুতকর্ম্মাণ ঈরিতাঃ ॥২১॥
শঙ্করশ্চ কবীরশ্চ মহাবীরশ্চ নানকঃ।
বুদ্ধো রামানুজশ্চাপি মধ্বাচার্য্যশ্চ বল্লভঃ ॥
এতে ধর্ম্মোপদেষ্টারঃ শ্রীচৈতন্যোঽপি তাদৃশঃ ॥২২
বাজিরাও রাজসিংহো মাধোজিঃ সিন্ধিয়াস্তথা।
বিজয়ো মানসিংহশ্চ প্রতাপশ্চ প্রতাপবান্ ॥
গুরুগোবিন্দসিংহশ্চ প্রতাপাদিত্য এব চ।
দুর্গাদাসস্তথা পুণ্যা বীরাঃ প্রোক্তা ইমে খলু ॥২৩॥
অশোকশ্চন্দ্রগুপ্তশ্চ বিক্রমাদিত্য এব চ।
পৃথ্বীনারায়ণঃ কুম্ভো রঞ্জিৎসিংহস্তথা বুধঃ ॥
আদিশূরঃ শিবাজী শ্চ সমুদ্রশ্চ নৃপোত্তমঃ।
ইমে দীপ্তা নৃপাস্তত্র শত্রূণাং ভীতিদায়কাঃ ॥২৪॥
চণ্ডো ভর্ত্তৃহরিশ্চাপি ত্যাগিনৌ কীর্ত্তিভাস্বরৌ ॥২৫॥
মিহিরশ্চ বরাহশ্চ ভাস্করাচার্য্য এব চ।
নীলকণ্ঠার্য্যভট্টৌ চ জ্যোতির্বিদ ইমে স্মৃতাঃ ॥২৬॥
কালিদাসশ্চ ভাসশ্চ ভট্টনারায়ণস্তথা।
ভারবির্ভবভূতিশ্চ শূদ্রকো মাঘ এবচ ॥
শ্রীহর্ষশ্চ তথা দণ্ডী কবয়ঃ প্রথিতা ইমে ॥২৭॥
পাণিনিঃ সর্ব্ববর্ম্মা চ শ্রীপতিঃ শাকটায়নঃ।
বোপদেবঃ পদ্মনাভো দুর্গশ্চ ক্রমদীশ্বরঃ ॥
বররুচ্যাদয়ো বিজ্ঞা বৈয়াকরণকুঞ্জরাঃ ॥২৮॥

গৌড়পাদশ্চ গঙ্গেশো জগদীশো গদাধরঃ।
মণ্ডনো মথুরানাথো মিশ্রো বাচস্পতিশ্চ সঃ॥
ইমেঽপ্যুদয়নাচার্য্যো রঘুনাথঃ শিরোমণিঃ।
কুমারিলো মাধবশ্চ তথৈব মধুসূদনঃ॥
বর্দ্ধমানাদয়ো বিজ্ঞাঃ খ্যাতা দার্শনিকা ইহ ॥২৯॥
চানক্যো বিষ্ণুশর্ম্মা চ তোডরমল্লশ্চ কীর্ত্তিমান্।
মাধবো রামদাসশ্চ নন্দু বীরবলঃ সুধীঃ॥
লোকে খ্যাতা মহাধীরাঃ সন্তীমে রাজমন্ত্রিণঃ॥৩০॥
যাস্কাদয়ো নিরুক্তজ্ঞাঃ কীর্ত্ত্যন্তেঽদ্যাপি
পণ্ডিতৈঃ॥৩১॥
হলায়ুধঃ সায়নশ্চ মহাবীরাদয়ঃ পরে।
ব্যাখ্যাতারো হি বেদানাং কীর্ত্তনীয়া নিরন্তরম্॥৩২॥
প্রখ্যাতোঽমরসিংহশ্চ পুরুষোত্তম এব চ।
ইতরেঽপি বিশেষজ্ঞাঃ কীর্ত্তিতা আভিধানিকাঃ॥৩৩॥
জীমূতশ্চ রঘুশ্চাপি বিজ্ঞানেশ্বর কোবিদঃ।
শূলপাণিস্তথান্যে চ স্মৃতিসংগ্রহকারকাঃ॥৩৪॥
দক্ষোঽসৌ চক্রপাণিশ্চ তথা বিজয়রক্ষিতঃ।
নাগার্জ্জুনাদয়শ্চাপি হ্যায়ুর্ব্বেদবিদঃ কিল॥৩৫॥
পুণ্যাত্মা জয়দেবশ্চ প্রখ্যাতোবিল্বমঙ্গলঃ।
সুরদাসশ্চ বিজ্ঞশ্চ তুকারামশ্চ কীর্ত্তিমান্॥
সেনো রামপ্রসাদশ্চ পুণ্যোঽদ্বৈতপ্রভুস্তথা।
বিখ্যাতস্তুলসীদাস উপেন্দ্রভঞ্জ ইত্যপি॥
এতে বিদ্যাপতিশ্চাপি চণ্ডীদাসো মহামনাঃ।
পুণ্যাঃ পরমভক্তাশ্চ স্মর্ত্তব্যা নিয়তং খলু॥৩৬॥
রবিদাসশ্চর্ম্মকারঃ কসাইঃ সদনস্তথা।
যবনো হরিদাসশ্চ সাধকাঃ কীর্ত্তিতা ইমে॥৩৭॥

কালিকাদ্যা মহাবিদ্যা বীক্ষিতা যেন সর্ব্বথা।
মহান্ সিদ্ধোঽত্র বিখ্যাতঃ শ্রীসর্ব্বানন্দঠাকুরঃ ॥৩৮॥
সিদ্ধো গোরক্ষনাথশ্চ শ্রীঅল্লালাদয়স্তথা ॥৩৯॥
ভাস্করশ্চ দয়ানন্দো বিশুদ্ধানন্দ উন্নতঃ।
রামকৃষ্ণাদয়ো বিজ্ঞাঃ খ্যাতাঃ সন্ন্যাসিনঃ সদা ॥৪০॥
আনন্দো রামনাথশ্চ কামাখ্যানাথ কোবিদঃ।
রাখালদাসঃ শ্রীরামচন্দ্রনারায়ণস্তথা ॥
কৈলাসচন্দ্রো গোলোকো হরিনাথাদয়োঽপি চ।
বিবুধা ন্যায়শাস্ত্রেষু খ্যাতিভাজঃ সমন্ততঃ ॥৪১॥
নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু তেজস্বী সাধকো মহান্।
সেবকো বিশ্বনাথস্য বিশ্বনাথো বুধাগ্রণীঃ ॥৪২॥
বিবুধশ্চন্দ্রকান্তশ্চ কৃষ্ণনাথাদয়োঽপি চ।
নিপুণাঃ স্মৃতিশাস্ত্রেষু স্মরণীয়া নিরন্তরম্ ॥৪৩॥
কুমারো ভীমসিংহশ্চ জঙ্গবাহাদুরস্তথা।
হরিসিংহশ্চ বীরাস্তে পুণ্যাখ্যা মোহনাদয়ঃ ॥৪৪॥
গোখলেস্তিলকশ্চৈব বিবেকানন্দবঙ্কিমৌ।
প্রফুল্লো জগদীশশ্চ বিদ্যাসাগর ঈশ্বরঃ ॥
ইন্দ্রনাথাদয়ঃ সর্ব্বে দেশভক্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৪৫॥
রামমোহনরায়শ্চ দেবেন্দ্রঃ কেশবস্তথা।
কৃষ্ণদাসো দয়ানন্দঃ শিবচন্দ্রঃ সুধীশ্চ সঃ ॥
ধর্ম্মোপদেশকাঃ কৃষ্ণপ্রসন্নপ্রমুখা ইমে ॥৪৬॥
মনস্বিসেব্যো ভূদেবো ভূদেবানাং শিরোমণিঃ।
স্বধর্ম্মদেশসেবোৎসপ্রত্যগ্রযুগসাধকঃ ॥৪৭॥
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য শিক্ষায়া মেলনস্য চ।
প্রচারে নিরতঃ পূজ্যো মহামণ্ডলকারকঃ।
জ্ঞানানন্দো যতিশ্রীরঃ স্বামী পরমতত্ত্ববিৎ ॥৪৮॥

গঙ্গাধরমহেন্দ্রাদ্যাশ্চিকিৎসকবরাঃ খলু ॥৪৯॥
কীর্ত্তিবাসো মুকুন্দশ্চ কাশীরামো মধুস্তথা।
হেমচন্দ্রো নবীনশ্চ রবীন্দ্রঃ কবয়স্ত্বিমে ॥৫০॥
কৌশল্যা শবরী সীতা গার্গী লীলাবতী খনা।
শর্ম্মিষ্ঠাঽরুন্ধতী চাপি মৈত্রেয়ী পদ্মিনী সতী ॥
সাবিত্রী দময়ন্তী চ ধাত্রী পান্না তথা কিল।
লক্ষ্মী রাণীভবানী চ মীরা দুর্গাবতী শুভা ॥
অহল্যোভয়ভারত্যৌ সা শরৎসুন্দরী তথা।
অনসূয়াদয়ঃ পুণ্যা আর্য্যনার্য্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৫১॥
মুসলমানকুলে জাতা স্মরণীয়া ইমে খলু।
বিশ্রুতা ভারতেবর্ষে পীরবদরুচ মাণিকপিরঃ॥৫২॥
ফকীরঃ শর্ম্মদো দারাশ্চিস্তি মৈনুদ্দিনস্তথা।
আমীরঃ খসরুঃ পুণ্য আকবরশ্চ দরাফ খাঁঃ ॥
সরুফুদ্দিনো মকদুমসাহ্ নাজিরুদ্দিন এবচ।
পূত আসফউদ্দোলাঃ স্মরণীয়তমা ইমে ॥৫৩॥

শব্দের গূঢ়ার্থ।

১। কালী।—কলয়তি মোচয়তি প্রাণিনঃ ইতি।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী ॥

২। কাশী।—কাশতে নিরতিশয়ং রাজতে ইতি।
নিত্যপ্রকাশো যত্রাস্তি শিবশক্ত্যোর্জগদ্ধিতঃ।
কাশতে বা যতো মোক্ষঃ সা কাশীতি নিগদ্যতে ॥

৩। কৃষ্ণঃ।—কর্ষতি সংহরতি প্রাণিনাং পাপানি ইতি।
কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

৪। গঙ্গা।—গাং গন্তব্যস্থানং গময়তি প্রাণিনঃ, অথবা গাং ভুবনত্রয়ং গচ্ছতি জীবপাবনায় ইতি।
গঙ্গা নারায়ণো ব্রহ্ম ত্রয়স্তুল্যার্থবাচকাঃ।

স্ত্রীপুংনপুংসকতয়া ভেদঃ শব্দোন বাস্তবঃ ॥

৫। গণেশঃ।—গণানাং প্রাণিসমূহানাং ঈশঃ ইতি।

৬। গোবিন্দঃ।—গবা বেদভাষয়া বিদ্যতে জ্ঞায়তে
লভ্যতে বা ইতি বেদজ্ঞেয়ঃ বেদলভ্যঃ ইত্যর্থঃ।
গাঞ্চ বিশ্বসমূহঞ্চ বিন্দতে যোঽবলীলয়া।
জ্ঞানসিন্ধুসমূহশ্চ গোবিন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥

৭। জগৎ।—গচ্ছতি বিনাশং প্রাপ্নোতীতি।

৮। তারা।—তারয়তি উদ্ধরতি সংসারাৎ প্রাণিনঃ ইতি।

৯। দুর্গা।—দুঃ দুর্গতিং গাহতে মর্দ্দয়তি ইতি।
সা বা এষা দেবতা দুর্ণাম দূরং যস্তাঃমৃত্যুর্দূরং
হবা অস্যাং মৃত্যুর্ভবতীতি (শ্রুতিঃ)।
দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে চ কর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দোঽন্তবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা ॥

১০। দেহ।—দহ্যতে শোকাদিভিঃ ইতি দেহঃ।

১১। নরঃ।—নরতি নয়েন ব্যবহরতি ইতি।

১২। নারায়ণঃ।—বিচিত্রপথজুষাং নরাণাং অয়নং গতিঃ ইতি।

১৩। পুরুষঃ।—পুরতি সর্ব্বেষাং অগ্রে গচ্ছতি ইতি।

১৪। ভোগঃ।—ভুনক্তি অনুভবতি সুখাভাসং দুঃখং অস্মিন্ ইতি।

১৫। মকার (পঞ্চ)।—

সোমধারা ক্ষরেদ্যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে।
পীত্বানন্দময়ো যস্তাং স এব "মদ্যসাধকঃ। (১)
মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনে প্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব "মাংস"সাধকঃ ॥ (২)
গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে দ্বৌ মৎস্যৌ চরতঃ সদা।
তৌ তু যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব "মৎস্য"সাধকঃ ॥ (৩)
সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিকা তু যা।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশশ্চন্দ্রকোটিসুশীতলঃ।
অতীব রমণীয়শ্চ মহাকুণ্ডলিসংযুতঃ।

তস্য জ্ঞানময়ং তত্র "মুদ্রা" সাধনমুচ্যতে ॥ (৪)
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ॥
মসারকুঙ্কুমং ভাতি কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
মসারং বিন্দুরূপস্য মহাযোনিস্থিতং প্রিয়ে।
অকারং হংসমারুহ্য একতা চ সদা ভবেৎ।
তদায়াতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্।
আত্মনি রমতে যস্মাৎ আত্মারামং তদুচ্যতে।
ব্রহ্মাণ্ডং জায়তে যস্মাৎ তস্মাদ্‌ব্রহ্ম প্রকীর্ত্তিতম্।
ইদন্তু "মৈথুনং" নূনং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ॥ (৫)

১৬। মন্ত্রঃ।—মননাৎ ত্রায়তে ইতি।
মন্ত্র্যতে গুপ্তং ভাষ্যতে অনেনেতি বা।
মননাৎ তত্ত্বরূপস্য দেবস্যামিত তেজসঃ।
ত্রায়তে সর্ব্বভয়তস্তস্মান্মন্ত্র ইতীরিতঃ ॥

১৭। মর্ত্ত্যঃ।—ম্রিয়তে ইতি মর্ত্ত্যঃ মরণশীলঃ।

১৮। মোক্ষঃ।—ত্রিবিধদুঃখতো মোচনং ইতি।

১৯। রাধা।—রাইত্যাদানবচনো ধ চ নির্ব্বাণবাচকঃ।
যতোঽবাপ্নোতি মুক্তিঞ্চ সা চ রাধা প্রকীর্ত্তিতা ॥

২০। রামঃ।—রমতে বিশ্বং অস্মিন্ অনেনেতি বা, রমন্তে যোগিনঃ যস্মিন্নিতি বা।
রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দপরাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

২১। লক্ষ্মীঃ।—লক্ষয়তি আশ্রয়ত্বেন পশ্যতি ইতি ;

২২। বধূঃ।—বধ্নাতি পুংসাং মনাংসি ইতি।

২৩। ব্রহ্মা।—বৃংহতি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি।

২৪। শরীরম্।—শীর্য্যতে রোগাদিভিঃ ইতি শরীরম্ ;

২৫। শিব।—
অত্যন্ত পরিশুদ্ধাত্মেত্যতোঽয়ং শিব উচ্যতে।
অথবাশেষ কল্যাণগুণৈকঘন ঈশ্বরঃ।
শিবইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শিবতত্ত্বার্থবেদিভিঃ ॥

২৬। সূর্য্যঃ।—সরতি জনয়তি ত্রিভুবনম্ ইতি।

২৭। সংসারঃ।—সংসরতি গচ্ছতীতি।

২৮। স্ত্রী।—স্তৃণাতি ভর্ত্তুর্দোষানাচ্ছাদয়তি ইতি।

২৯। হরঃ।—হরতি প্রাণিনাং পাপানি দুঃখানি চ ইতি

৩০। হরিঃ।—হরতি প্রাণিনাং পাপানি দুঃখানি চ ইতি

ভবরূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বেষামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পাতকানাঞ্চ হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥